বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যা-
দি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

দ্বিতীয় পর্ব্ব।

বাপ্তিস্ত-মিশন-যন্ত্রে মুদ্রিত।

কলিকাতা।

শকাব্দা ১৭৭৫।

সূচীপত্র।

এতৎ পর্ব্বস্থ চিত্র-সকলের সূচী।

CONTENTS.

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দা ১৭৭৪, পৌষ। [১৩ খণ্ড।

আমরা এতৎ পত্র প্রকাশে বৃত হইবার সময় সঙ্কল্প করিয়াছিলাম সংবৎসর যাবৎ এই বৃত্তের অনুষ্ঠান করিব; জগদীশ্বর প্রসাদাৎ এক বর্ষ কাল যথানিয়মে পত্র প্রকটিত হওয়াতে উক্ত সঙ্কল্প সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষণে এ বৃত্তের উদ্যাপন করিতে পারি; কিন্তু ইহার অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় নিয়মের ন্যায় বৃত্তির পক্ষে ফলদায়ক নহে; পাঠকবর্গই ইহার প্রকৃত কল্যাণের ভাজন। অতএব যাবৎ তাঁহাদের পরিতৃপ্তি না হয়, তাবৎ বিরতি অবলম্বন পূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করা উচিত হয় না; কিন্তু ইতোবধি কাল নির্দ্দেশ করিয়া কোন প্রকার অঙ্গীকার করিব না; যাবৎ সক্ষম হইব পূর্ব্বপ্রথানুসারে পত্র প্রকাশ করণে সংযত থাকিব।

প্রথম পর্ব্বে আমরা কি পর্য্যন্ত সিদ্ধসংকল্প হইয়াছি, তাহা পাঠকদিগেরই বিচার্য্য, আমাদিগের এই মাত্র প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত পর্ব্ব দ্বাদশ অবয়বে বিভক্ত হইয়া এক বৎসর মধ্যে অনেকের নিকটে সমাদৃত হইয়াছে। প্রতিমাসে দ্বাদশ শত সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়া তদুপযুক্ত গ্রাহক-মণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হওয়াতে প্রত্যেক খণ্ড যদ্যপিও নিকৃষ্ট কল্পে ক্রমশঃ দশ ব্যক্তির হস্তগত হইয়া থাকে তাহা হইলেও অযুতাধিক লোকের সহিত আলাপ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। এই পত্র নবীন বটে, কিন্তু সৎসঙ্কল্পতাপ্রযুক্ত সর্ব্বত্র অনুরাগান্বিত হইতেছে; যিনি লইয়া আমোদ করেন তাঁহাকেই বিবিধ বিষয়ের বিজ্ঞান প্রদান পূর্ব্বক পরিতুষ্ট করিয়া থাকে; কদাপি অনর্থক বাক্যে প্রবৃত্ত হয় না; অতএব যে ব্যক্তি সদ্ব্যবহার বশত সকলেরই মনোরঞ্জক হইয়াছে, এবং অনভ্যর্থনায় মৌনী প্রযুক্ত কুত্রাপি যাহার বিমাননা সম্ভাবনা নাই, আশু তাহার নিরোধ করা সুহৃদয়ের কর্ত্তব্য নহে। এতদ্বিবেচনাতেও এবিষয়ে নিবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি হইল না—বরং বন্ধুদিগের অনুরোধবশাৎ তাহার আয়তন বৃদ্ধি করাই শ্রেয় বোধ হইল। ইহাতে কিঞ্চিৎ মূল্যেরও বৃদ্ধি হইবেক; কিন্তু বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের সদ্বিদ্যানুশীলনে যাঁহারা পরিতৃপ্ত হইয়া এ পর্য্যন্ত তাহাকে প্রমোদের পদার্থ মধ্যে গণ্য করিয়াছেন, ভরসা করি, তাঁহারা তাহার উন্নতি নিমিত্তে যথাযোগ্য সাহায্য প্রদানে বিমুখ হইবেন না।

বরাহ-মৃগয়া।

বরাহ-মৃগয়া।

বরাহ-মৃগয়া।

ভারতবর্ষে বরাহ-মৃগয়ার রীতি অতি পূর্ব্বকালাবধি প্রচলিত আছে; এবং এতদ্দেশীয় প্রধান সমস্ত ক্ষেত্রিয় রাজারা ঐ হর্ষ ও ঔৎসাহ-জনক ক্রীড়ায় রত হইতেন। ভগবান্ মনুদ্বারা বন্য-বরাহের মাংস পিতৃদিগের প্রিয়-খাদ্যমধ্যে গণ্য ও প্রশংসিত হওয়াতে এই ঔৎসাহিক ক্রীড়ায় অনেকেরই বিশেষ উদ্যম হইয়াছে, এবং বলানুরাগি মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুত্র প্রভৃতি মান্য-ব্যক্তিরা এই বীর্য্য-বর্দ্ধক কার্য্যে অদ্যাবধি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশীয় হিন্দুরা বরাহ-মৃগয়ায় রত নহেন, সে কেবল তাঁহাদিগের কায়িক দৌর্ব্বল্য-প্রযুক্তই হইবেক [illegible] নিষেধ থাকিলে পরমধার্ম্মিক হিন্দুকুলতিলক সূর্য্য ও চন্দ্র-বংশীয় রাজারা তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন না, এবং শাস্ত্রেও তাহার উল্লেখ থাকিত না।

ব্যাঘ্র-মৃগয়া অপেক্ষা বরাহ মৃগয়া বিশেষ আপজ্জনক, কিন্তু যাদৃশ আপজ্জনক ততোধিক উৎসাহ ও হর্যজনকও বটে। ব্যাঘ্র-শিকারে মৃগয়ার্থিরা উচ্চ-হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দূরহইতে বন্দুকদ্বারা স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করেন; সুতরাং শার্দ্দুলের সন্নিকট না যাওয়াতে তাদৃশ আপদের সমুৎপাত হয় না। কখন২ ব্যাঘ্র আহত হইবামাত্রই বেগে লম্ফ দিয়া হস্তিপৃষ্ঠে উঠিতে চেষ্টিত হয় বটে, কিন্তু হাওদার নিকট আসিবার পূর্ব্বেই মৃগয়ার্থী অনায়াসে বন্দুকদ্বারা তাহার ধ্বংস করিতে পারেন। অপর হস্তিরাও এবিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকে; এবং ব্যাঘ্র শিকারিকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেই অনেক হস্তী পলায়ন করে, এবং তৎসময়ে হস্তিপালের বাক্য বা তাড়নার বশীভূত হয় না; সুতরাং আপদ্ ঘটিবার পূর্ব্বেই তাহার প্রতিকার হইয়া উঠে। বরাহ-মৃগয়ায় ইহার অনেক বৈলক্ষণ্য আছে। তৎকর্ম্মে মৃগয়ার্থিরা অশ্বারোহণে যাত্রা করেন; এবং ঐ তুরঙ্গম সাহসিক ও আরোহির নিতান্ত বশীভূত হওয়াতে বরাহের সমীপবর্ত্তী হইতে ভীত হয় না, অপর মৃগয়ার্থিরা এতৎকর্ম্মে কেবল বল্লম ভিন্ন অন্য কোন অস্ত্র আনয়ন করেন না; দৈবাৎ তাহা ভগ্ন হইলে একেবারে নিরস্ত্র হইতে হয়; আর যদিচ বরাহ ব্যাঘ্রবৎ বলবান্ ও দুর্দ্ধর্ষ নহে, তত্রাপি বিরক্ত হইলে অকুতোভয়ে মৃগয়ার্থিদিগের সহিত তুমুল সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হয়, এবং অবকাশ পাইলেই সুতীক্ষ্ণ-দংষ্ট্র-দ্বারা এমত ভয়ানক আঘাত করে যে আহত ব্যক্তির তৎক্ষণাৎ জীবন-সংশয়। কি মনুষ্য কি অশ্ব যে কেহ একবারমাত্র বরাহদ্বারা আহত হয়, তাহার আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় থাকে না। অধিকন্তু যে বনে বরাহ থাকে তথায় ব্যাঘ্রেরও বসতি হয়; এবং অশ্বারোহণে একমাত্র বল্লম-হস্তে অকস্মাৎ ব্যাঘ্রের সদনে উপনীত হওয়া কি পর্য্যন্ত ভয়ানক তাহা অনায়াসেই অনুভব সাধ্য; সুতরাং ব্যাঘ্র-মৃগয়া হইতে বরাহ-মৃগয়া যে অধিক আপজ্জনক তাহাতে সন্দেহ কি? কেহ২ গজপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বরাহ-মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা প্রচলিতরীতি নহে, এবং সুপটু মৃগয়ালুরা এতৎ আচরণকে ভীরুতার লক্ষণরূপে বর্ণন করেন।

ইংরাজেরা অনেকেই বরাহ-শিকার করিয়া থাকেন; এবং তদর্থে দিন স্থির হইলে যে স্থানে মৃগয়া করিবেন তাহার নিকট এক প্রশস্ত ক্ষেত্রে আপনাদিগের তাম্বু স্থাপন করত তথায় খাদ্য-দ্রব্যাদির সংগ্রহ করেন। মৃগয়ার পূর্ব্বদিবস ঐ

শিবিরে অনেকের সমাগম হয়; এবং তৎসময়ে ঐ স্থান অতি হর্ষজনক হইয়া উঠে। কেহ আপনার অস্ত্র পরীক্ষা করিতেছে; কেহ গল্প করিতেছে; কেহ মাদক-রসে ঈষন্মত্ত হইয়া গান করিতেছে; অশ্বেরা হনহন শব্দ করিতেছে; অশ্বপাল-সকল চীৎকার করিতেছে; ইত্যাকারে সকলেই প্রমোদে মগ্ন থাকে; কেহই মনোমধ্যে চিন্তা বা ক্লেশকে স্থান দেয় না। পরে রজনীর অবসানে মৃগয়ার্থিরা সসজ্জ হইয়া যে বনে বরাহ পাইবার সম্ভাবনা আছে তন্নিকটস্থ ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া অবস্থিতি করে। তাহাদের সমভিব্যাহারি লোকেরা লগুড়াদি লইয়া অরণ্য-প্রবেশপূর্ব্বক বৃক্ষ গুল্মাদির উপরি আঘাত ও ভয়ানক চীৎকার করিতে থাকে। বরাহগণ ঐ ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে ভীত হইয়া কানন-পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিকটবর্ত্তি ক্ষেত্রাভিমুখে পলায়ন করিলেই মৃগয়ালুদিগের সমীপে উপনীত হয়। এতৎ সময়ে কোন২ বরাহ এমত বেগে ধাবমান হয় যে উত্তম অশ্বও তাদৃশ-বেগে গমন করিতে অসমর্থ। শ্রুত হইয়াছে কোন বরাহ শিকারি-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া ৬ হস্ত পরিমিত প্রাচীর উল্লঙ্ঘন-পূর্ব্বক পলায়ন করিয়াছিল, তাহার পশ্চাদ্গামি অশ্ব-সকলে তদুল্লঙ্ঘনে অশক্ত হইয়াছিল। বরাহের শরীর অতিস্থূল, ও পাদ অতিখর্ব্ব, তথাপি সে অশ্বহইতে বেগে গমন করিতে পারে, ইহাতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য বোধ হয়। বরাহযূথ বনহইতে নিঃসৃত হইলে মৃগয়ার্থিরা তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হয়েন। বরাহগণ পলায়ন-সময়ে এক এক বার পরিবৃত্ত হইয়া শিকারিকে আক্রমণ করে; ইত্যবসরে শিকারি যদি শস্ত্রদ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারিলেন তবেই মৃগয়ার সার্থক হয়, নতুবা ঐ ভীষণ বরাহ দন্তাঘাতে তাঁহার বা তাঁহার অশ্বের দেহ বিদীর্ণ করিয়া প্রাণে সংহার করে, অথবা দুর্গমনবনে প্রয়াণ করত মৃগয়ার্থিদিগের শ্রম বিফল করে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, কখন২ বরাহ-বনে ব্যাঘ্রও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ২ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে এতদ্ঘটনা বিশেষের প্রতিমূর্ত্তি আছে। আহমদ্-নগরের সমীপবর্ত্তি বিপিনে এই ব্যাপার ঘটিয়াছিল। ব্যাঘ্র সন্দর্শন-মাত্র পুরোবর্ত্তি শ্বেত-অশ্বারোহি মৃগয়ালু সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি ধাবমান হয়েন। ব্যাঘ্র প্রচণ্ড-বেগে দুই ক্রোশ পথ পলায়ন করে, পরে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে শিকারি তাহার নিকট উপনীত হইয়া অনায়াসে তাহার বিনাশ করেন।

শাল-প্রস্তুত-করণের প্রথা।

কাশ্মীর দেশে যে সকল বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে তন্মধ্যে শাল সর্ব্বাগ্রগণ্য। উত্তম কাগজ, অভেদ্য বন্দুক, চিক্কণ চর্ম্মাদি অপরাপর কয়েক সুপ্রসিদ্ধ দ্রব্যও তথায় নির্ম্মিত হইয়া থাকে; কিন্তু উক্ত বিখ্যাত শালেরবর্ণনাবসরে সে সকল বস্তু উল্লেখিত হইবারও যোগ্য নহে। অপিচ শাল যে কেবল কাশ্মীর-দেশীয় বস্তুমধ্যে উৎকৃষ্টতম, এমত নহে; ইহার তুল্য সুকোমল ও সুদৃশ্য বস্ত্র পৃথিবীর মধ্যে আর কুত্রাপি জন্মে না। কার্পাস-বস্ত্রমধ্যে ঢাকাই মলমল্ যাদৃশ উত্তম, রোমজ-বস্ত্র-গণনাতে শালও তাদৃশ উৎকৃষ্ট। পরন্তু পাঠক মহাশয়েরা সকলেই শালের গুণাগুণ সর্ব্বতোভাবে জ্ঞাত আছেন; অতএব তদ্বিষয়ের উল্লেখে বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃকল্প।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে শালের আকর কাশ্মীর-দেশ, অথচ যে লোমে শাল প্রস্তুত হয় তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও উক্ত দেশে জন্মে না। ঐ লোম কাশ্মীর-দেশের উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলস্থ লাদাখ্, খোতন্, ইয়ারখণ্ড, তিব্বত আদি দেশহইতে আনীত হয়, এবং তাহা দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথম, উল্লেখিত দেশের গৃহপালিত-ছাগের লোম, যাহাকে "শাল-পশম" শব্দে কহে; দ্বিতীয়, তত্রত্য বন্য-ছাগ ও মেষাদির লোম, যাহা "আসলিতুষ" শব্দে বিখ্যাত। পূর্ব্বে শাল প্রস্তুত করণের উপযুক্ত সমস্ত লোম কেবল তিব্বত দেশান্তর্গত লাহ্সা নগরহইতেই আহৃত হইত; কিন্তু অধুনা তাহার ব্যতিক্রম হওয়াতে পূর্ব্বোক্ত অপরাপর দেশহইতেও আনীত হইতেছে। মোগল-জাতীয় বণিকেরা ঐ লোম-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়; এবং লাদাখ্-দেশের রাজধানী লেহ্-নগরে লোম ক্রয় করত অশ্বপৃষ্ঠে কাশ্মীর-দেশে আনয়ন করে।

কথিত আছে, প্রতিবৎসর পাঁচশত অবধি এক সহস্র অশ্ব এই কর্ম্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে; এবং প্রতি অশ্বোপরি ১৫০ সের লোম আহৃত হয়। প্রতি বর্ষে যে সমস্ত লোম আনীত হয় তন্মধ্যে শাল-পশমই অধিকাংশ, কেবল [illegible] সের আসলিতুষ আসিয়া থাকে। এক অশ্ব [illegible] লোম লেহ্-নগরহইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত আনিতে হইলে ৩৩ মুদ্রা ব্যয় হয়; এতদ্ভিন্ন তাহার নিমিত্ত ৯৫ টাকা শুল্কও লাগিয়া থাকে; এবং আসলিতুষ হইলে ঐ শুল্কের দ্বিগুণ দিতে হয়।

কাশ্মীর-দেশে মূল্য নিরূপণাদি বাণিজ্য-ক্রিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজন-সময়ে নিষ্পন্ন হয়; এবং লোম-বিক্রয়-ক্রিয়ায় এই নিয়মের অন্যথা নাই। নগরে শাল-লোম আনীত হইলেই লোমক্রেতা ও তাহার দালালকে বিক্রেতা মধ্যাহ্ন-ভোজনার্থে নিমন্ত্রণ করে, এবং উপযুক্ত সময়ে নিমন্ত্রিতবর্গ ভোজ্য-দ্রব্যের স্বাদুতা-উপলক্ষে সুপকারের দোষ গুণ বর্ণন করিতে২ দালালের মধ্যবর্ত্তিত্বে শাল-লোমেরও মূল্য স্থির করে। শাল-লোম "তরক" নামক ছয়-সের-পরিমাণে বিক্রীত হয়; এবং দালাল তদর্থে ।০ আনা বেতন পাইয়া থাকে। পূর্ব্বে শাল-লোমের মূল্য অত্যল্প ছিল, প্রতি তরক ১২ বা ১৬ টাকায় বিক্রয় হইত; কিন্তু সম্প্রতি তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। এক্ষণে এক তরক অর্থাৎ ৬ সের শুক্ল-লোমের মূল্য ২৫ অবধি ৪০ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে; কেবল তন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দালালী ও লোম-বিক্রয়ের আহ্লাদসূচক-ভোজ্যের নিমিত্তে, ও বিক্রেতার ভৃত্যবর্গের পারিতোষিক-স্বরূপে ।০ আনা দিতে হয়। মলিনবর্ণ-লোমের মূল্য শ্বেতলোমের মূল্যাপেক্ষায় স্বল্প। তাহার তরক ২৫ টাকার ঊর্দ্ধ-মূল্যে বিক্রয় হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ক্রেতারা ঐ লোম লইয়া পথপার্শ্বে স্বীয়-পর্ণশালায় বিক্রয়ার্থে বাহির করিয়া রাখে। কাশ্মীর-দেশীয় স্ত্রীলোকেরাই তাহা ক্রয় করে। তাহারা অল্প পরিমাণে লোম ক্রয় করত সূত্র প্রস্তুত করে।

ঐ সূত্র-নির্ম্মাণের প্রথম-ক্রিয়া লোমপরিষ্কার-করণ; তাহা হস্তদ্বারাই নিষ্পন্ন হয়। এক তরক লোম পরিষ্কার করিলে তাহাতে

।১৷৷০ সের কেশ *

৷৵ ছটাক মধ্যম লোম; (ইহাকে "ফিরি" শব্দে কহে।)

* সংস্কৃত ভাষায় কেশ, রোম ও লোম শব্দ একার্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু দেশ-ব্যবহারে তাহার অন্যথা আছে। রোম শব্দে মস্তক ও কক্ষ ব্যতীত মনুষ্যদেহের অপরাঙ্গজ ক্ষুদ্র কেশ। লোম-শব্দ পশুদেহস্থ কোমল কেশ-বাচক; কদাপি রোম শব্দের পরিবর্ত্তেও ব্যবহৃত হয়। কেশ-শব্দ পূর্ব্বোক্ত প্রকার-দ্বয় ব্যতীত জীব-দেহ-জাত দৃঢ় সূত্রবৎ পদার্থ জ্ঞাপক। এই প্রস্তাবে ঐ ব্যাবহারিক-ভেদ রক্ষা করা গেল।

/২০/০ ,, ধুলা তৃণাদি, এবং
/২ সের উত্তম লোম, প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(সর্ব্ব সংখ্যা /৬ সের বা এক তরক।)

অতঃপর লোম-মার্জ্জন করিতে হয়। তদর্থে কাটনীরা তণ্ডুল ভিজাইয়া পিঠালি প্রস্তুত করে; এবং ঐ পিঠালিতে লোম এক-ঘণ্টা-কাল ক্রমাগত মর্দ্দন করিলে অতি সুন্দররূপে পরিষ্কৃত হয়। লোম-মার্জ্জন করিতে কাশ্মীরীয়েরা কদাপি সাবান্ ব্যবহার করে না; কারণ তৎস্পর্শে লোম কর্কশ হয়। তাহারা কহিয়া থাকে যে অন্যান্য বিষয়ে ইংরাজের রীতি আমাদিগের রীত্যপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু সাবান-ব্যবহার-বিষয়ে আমাদিগের রীত্যনুগামী হওয়া ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য। লোম মার্জ্জিত হইলে কাটনীরা পিঠালি ঝাড়িয়া ঐ লোমে ১ হস্ত-পরিমিত দীর্ঘ পাঁজ * প্রস্তুত করত যে কাল পর্য্যন্ত সূত্র কাটিবার অবকাশ না হয় তদবধি তাহা এক নির্ম্মল-পাত্রে অতি সাবধানে বস্ত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখে।

কাশ্মীর-দেশীয় চরকা প্রায় বঙ্গ-দেশীয় চরকার তুল্য; তন্মধ্যে কোন২ চরকা নানাবিধ পুষ্পলতাদি অবয়বে খোদিত কাষ্ঠদ্বারা গঠিত হওয়াতে বহুমূল্য হয়, পরন্তু কেবল ধনাঢ্য অব্যবসায়িনী কাটনীরাই তাহার ব্যবহার করে; সাধারণ লোকে সামান্য অচিত্রিত চরকাদ্বারাই স্বকার্য্য সাধন করে।

ঢাকাই বস্ত্রের উত্তম সূত্র প্রাতঃকাল ভিন্ন অন্য-সময়ে কাটা যায় না। কিন্তু শাল-বস্ত্রার্থে তাদৃশ সূক্ষ্ম সূত্র প্রয়োজন না হওয়াতে এতৎ প্রস্তুত করণের কালাকাল-বিচার নাই। কাটনীরা গৃহকর্ম্মহইতে অবসর পাইলেই এতৎকর্ম্মে নিযুক্ত হয়; এবং অনেকে সূর্য্যোদয়াবধি মধ্য-রাত্রি-পর্য্যন্ত প্রায়ঃ অনবরত সূত্র কাটিতেই থাকে। যাহাদিগের সঙ্গতি অল্প, তাহারা অনেকে তৈলাভাবপ্রযুক্ত চন্দ্রালোকে উপজীবীকা সাধন করে। উত্তম-লোমের সূত্র সপ্ত-শত-গজ-পরিমাণে প্রস্তুত হয়। পরে তাহা দুই হারা করিয়া পাক দেওয়া যায়। এই দ্বিগুণিত সূত্র ১ শত খণ্ডে বিভাগ করিলে প্রত্যেক খণ্ড ৭ হস্ত পরিমিত হয়, এবং ইহাই শালের টানার উপযুক্ত। সচরাচর এই একশত খণ্ডের মূল্য ।/০ আনা। উত্তম-লোমের সূত্র দোহারা না করিলে তুলাতে তোলিত হইয়া বিক্রীত হয়, এবং তাহাই পড়েনের যোগ্য। ফিরি অর্থাৎ মধ্যম-লোমজসূত্র গজ-পরিমাণে বিক্রীত হয়; কিন্তু ঐ গজ সাধারণ-গজের তুল্য নহে। তাহা তদপেক্ষায় চতুর্থাংশে খর্ব্ব, অর্থাৎ ১।। হস্তমাত্র দীর্ঘ। নিপুণতরা কাটনীরা অষ্টাহ পরিশ্রম করিলে সেরের এক পাদ (পোয়া) সর্ব্বোৎকৃষ্ট সূত্র প্রস্তুত করিতে পারে, এবং তদর্থে ৸০ আনা বেতন প্রাপ্ত হয়। কোন ২ পুরুষেরা টক্কু (টাকু) * দ্বারা শালের সূত্র কাটিতে পারে, এবং ঐ সূত্র অতি উত্তমও হয়; কিন্তু ঐ রীতি তদ্দেশে নিন্দনীয়া, সুতরাং প্রচলিত নহে।

কাশ্মীর-দেশে আবালবৃদ্ধা সকলেই সূত্র কাটিয়া থাকে, এবং ৭ লক্ষ্যাধিক ব্যক্তি এতৎ কর্ম্মে নিয়ত নিযুক্ত আছে। তৎসংখ্যার অর্দ্ধাংশ ব্যক্তি ব্যবসায়ী নহে; তাহারা কেবল স্বীয় বা আত্মীয়বর্গের ব্যবহারোপযুক্ত উত্তম শাল পাইবার অভিপ্রায়ে—তথা বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া কোন উপকারজনক শ্রম সাধনে দিনপাত করণার্থে—সূত্র কাটিতে নিযুক্ত হয়, ফলতঃ

---

* সূত্র কাটিবার পূর্ব্বক্ষণে কার্পাশ বা লোমকে যে আকারে রাখা যায় তাহার নাম "পাঁজ।"

* সূত্র কাটিবার যন্ত্র বিশেষ। এক কাষ্ঠশলাকার একাগ্রভাগে একটা গুবাক কিম্বা গোলাকার অন্য কোন গুরু বস্তু সংযুক্ত করিলেই টাকু প্রস্তুত হয়।

তাহাদিগকে পর্য্যায়ান্তরে শৌকিন্ কাটনী বলা যাইতে পারে।

কাটনীরা স্বীয়-ব্যয়ে লোম ক্রয় করত সূত্র প্রস্তুত করিয়া, অল্প২ পরিমাণে সূত্র-ব্যবসায়ি-দিগকে বিক্রয় করে। তাহাদিগদ্বারা সূত্র-বাছনি হইলে রঙ্গকারকের হস্তে সমর্পিত হয়। কথিত আছে যে কাশ্মীরি রঙ্গকারকেরা ৬৪ প্রকার বর্ণে সূত্র রঞ্জিত করিতে পারে; এবং প্রায় ঐ সকল বর্ণই স্থায়ী (পাকা) হয়, অর্থাৎ ধৌত করিলেও কদাচ বিনষ্ট হয় না। সূত্ররঞ্জন কর্ম্মে লাক্ষা, নীল, হরিদ্রা, কেশর, কুসুম, মঞ্জিষ্ঠা, বকম-কাষ্ঠ ইত্যাদি অনেক রঙ্গদ্রব্যের ব্যবহার আছে; পরন্তু ঐ সকল কোন দ্রব্যহইতে কাশ্মীরি রঙ্গকারকেরা উত্তম স্থায়ি হরিৎবর্ণ প্রস্তুত করিতে পারে না। তদর্থে বিলাতি হরিৎবর্ণের বনাত সিদ্ধ করিয়া বর্ণ প্রস্তুত করাই একমাত্র উপায়।

রঙ্গকারকের হস্তহইতে শালের সূত্র "নকতু" নামক অপর এক শিল্পির নিকট প্রেরিত হয়। এতৎ সময়ে ঐ সূত্র ফেটীবান্ধা থাকে। নকতু তাহাকে টানা ও পড়েনে বিভাগ করিয়া যথাযোগ্য পরিমাণে লুটি বান্ধিয়া দেয়। দ্বিগুণীকৃত অর্থাৎ দোহারা সূত্র টানার উপযুক্ত; এবং তাহা ৭ হস্ত পরিমাণে খণ্ড২ করা যায়। পড়েনের সূত্র এক-হারা, কিন্তু ক্ষুদ্র২ খণ্ডে বিভক্ত করা যায় না। এক জন নকতু এক দিবসের মধ্যে দুই খানা শালের উপযুক্ত টানা ও পড়েন প্রস্তুত করিতে পারে। তাহার কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে সূত্রের লুটি-সকল "পেন্না-কম্-গুরুর" হস্তে সমর্পিত হয়। সেই ব্যক্তি ঐ লুটির সূত্র পৃথক২ বিস্তার করত তাহাতে তণ্ডুলের মণ্ড লেপন করে; এবং পরে ঐ মণ্ড সাবধানে নির্ম্মোচন করিয়া সূত্র-সকল শুষ্ক করিলে তাহা তন্ত্রবায়ের কর্ম্মোপযুক্ত হয়।

কাশ্মীরীয় তন্ত্রবায়দিগকে তদ্দেশীয়-ভাষায় "শাল-বাফ্" * শব্দে কহে। তাহারা দশম-বৎসরা-বধি জাতি-ব্যবসায়ে নিযুক্ত হয়। বঙ্গদেশীয় তন্ত্রবায়েরা যে প্রকারে স্বীয় সামগ্রীদ্বারা বপন করে; শাল-বাফ্দিগের রীতি তদ্রূপ নহে। তাহারা এক জন প্রধান (ওস্তাদের) অধীন হইয়া কর্ম্ম করে। পরন্তু এতদ্বিষয়ে তিন প্রকার রীতি আছে; তদ্বিশেষ এই; প্রথম, কোন ২ প্রধান (ওস্তাদ) নির্দ্দিষ্ট বেতনে তন্ত্রবায়কে নিযুক্ত করিয়া শাল প্রস্তুত করান। এই রীত্যনুসারে তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন দিতে হয়, এবং শিল্পিরা ঐ অগ্রিম-ধন অর্থাৎ "দাদন" পরিশোধ করিতে অশক্ত হইলে প্রথানুসারে চিরকাল উত্তমর্ণের অধীনই থাকে। দ্বিতীয়, কেহ ২ কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করত যথাযোগ্য বেতন দেন। তাহার বিশেষ এই; যে এক শত গাছা পড়েনের সূত্র একশতবার উক্ত সংখ্যক টানার উপর চালনা করিলে এক পয়সা দিতে হয়। তৃতীয়, "অংশা করণ;" এবং ব্যক্তি-ভেদে ঐ অংশের ন্যূনাতিরেক হইয়া থাকে।

কাশ্মীর-দেশীয় বাপদণ্ড (তাঁইৎ) বঙ্গদেশীয় বাপদণ্ডের তুল্য, এবং তাঁহাতে সূত্রাদি সংলগ্ন করিবার কোন বিশেষ রীতি নাই। এক খণ্ড ৩ হস্ত প্রশস্ত শালের নিমিত্তে ২০০০ অবধি ২৫০০ টানার সূত্র আবশ্যক হয়; এতদ্ব্যতীত প্রতিপার্শ্বে পাড়ের নিমিত্তে ২০ অবধি ১০০ গাছা রেসমের টানা থাকে। তাহা না থাকিলে পাড় সুদৃঢ় হয় না। চিত্রবিহীন শাল-বপনে প্রতিবাপদণ্ডে দুই জন মনুষ্য নিযুক্ত হয়; কিন্তু চিত্রবিশিষ্ট শাল হইলে তিন ব্যক্তির সাহায্য আবশ্যক; তদ্ভিন্ন সুশৃঙ্খলায় বপন-কর্ম্মের নির্ব্বাহ হয় না। বাপদণ্ড ও বপন-

* পারস্য "বাফ্তন্" শব্দ সংস্কৃত "বপ্" ধাতুহইতে উৎপন্ন হইয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই।

কার্য্যের অপর অস্ত্রাদি ও যে গৃহে তৎকর্ম্ম সম্পাদিত হয় তৎসমুদায় প্রধানের (ওস্তাদের) সম্পত্তি; ও সঙ্গত্যনুসারে এক২ ওস্তাদের এতাদৃশ একাদিক্রমে দুই তিন শত বাপদণ্ড থাকে।

বাপদণ্ডে টানার সূত্র সংযোজিত হইলে "নক্কাশ" (চিত্রকর) "তার-গুরু" (সূত্র নিযোগোপদেশক) ও "তালিম-গুরু" (শিক্ষা-গুরু) স্ব২ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। প্রথমতঃ চিত্রকর স্বীয় বা কর্ম্মাধ্যক্ষের অভিপ্রায়ানুসারে ভাবি শালে যে প্রকার পত্রপুষ্পাদির চিত্রের অনুকরণ করা নির্ধার্য্য হয় তাহা এক কাগজখণ্ডে কেবল মসিদ্বারা চিত্রিত করেন। পরে শালোপরি ঐ চিত্র প্রস্তুত-করণার্থে কয় প্রকার বর্ণ, ও এক২ বর্ণের কয় গাছা সূত্র, ও কোন্ বর্ণের কোন্ সূত্র কয়বার টানার উপরি বেষ্টন করিতে হইবেক ঐ চিত্র দৃষ্টে এতৎসমুদয় বিষয় তার-গুরু নির্ধার্য্য করত তালিমগুরুকে বিজ্ঞাত করেন। তালিমগুরু ঐ উপদেশ-বাক্য এক কাগজখণ্ডে সঙ্কেতে লিখিয়া তন্ত্রবায়ের হস্তে সমর্পণ করত তদ্বিষয়ে যথাবশ্যক উপদেশ দেন। চিত্র-বিশিষ্ট শালে তুরি (মাকুর) ব্যবহার নাই। তৎপরিবর্ত্তে "তুজি" নামক কাষ্ঠশলাকা ব্যবহৃত হয়, এবং চিত্রের প্রাচুর্য্যাদি ভেদে তৎসঙ্খ্যার যথেষ্ট ভেদ হইয়া থাকে। সামান্য-চিত্র-বিশিষ্ট-শালে এক কালে তিন চারি শত তুজির প্রয়োজন; কিন্তু প্রচুর ও অতি সূক্ষ্ম চিত্র নির্ম্মাণ করিতে হইলে ১৫০০ তুজির আবশ্যক হয়। এই সকল শলাকা যথাবশ্যক বিবিধ বর্ণের পড়েনের সূত্রে সংলগ্নীকৃত হইয়া বাপদণ্ডের পার্শ্বে এক শ্রেণিতে ঝুলিতে থাকে। তন্ত্রবায় তালিমগুরুর উপদেশানুসারে ঐ শলাকাদ্বারা পড়েনের সূত্র-সহিত টানার সূত্র বেষ্টন করে; এবং সমস্ত শলাকা একবার সঞ্চালিত হইলে বেমা (সানা*) সঞ্চালনদ্বারা পড়েনের সূত্র-সকল সরল করে।

শাল-প্রস্তুত-করণ-সময়ে শালের সম্মুখ-ভাগ অধোমুখে ও পৃষ্ঠদেশ তন্ত্রবায়ের সম্মুখে থাকে; কিন্তু অভ্যাসবশত ঐ পৃষ্ঠ দৃষ্টেই তন্ত্রবায়েরা অনায়াসে চিত্রের দোষ গুণ বিচার করিতে পারে, ও ভ্রম হইলে তাহার সংশোধন করে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে চিত্র-বিশিষ্ট-শাল-প্রস্তুত-করণে তিন ব্যক্তি নিযুক্ত হয়। তাহারা সামান্য-চিত্র-বিশিষ্ট একখানা শাল-বপনে তিনমাস-কাল পরিশ্রম করে; কিন্তু প্রচুর ও সূক্ষ্ম চিত্র করিতে হইলে উক্ত কালের ষড়্গুণ সময় অর্থাৎ দেড়বৎসর কাল যাবৎ শ্রম করিলেও কর্ম্ম সমাধা হয় না।

"আলোয়ান" অর্থাৎ চিত্রহীন শাল-বপনে দুই জন মাত্র তন্ত্রবায়ের আবশ্যক। তাহারা সামান্য-বস্ত্র যে প্রকারে উপ্ত হয়, তদ্রূপে ইহাও তুরি (মাকু) দ্বারা প্রস্তুত করে। পরন্তু সকল আলোয়ান এক নিয়মে উপ্ত হয় না। কতক আলোয়ানের বপন-শৃঙ্খলা সামান্য বস্ত্রের তুল্য, অর্থাৎ তাহার পড়েনের সূত্র প্রত্যেক টানার সূত্র বেষ্টন করে। এই প্রকার বপনের নাম "সাদা" বা "একহারা-বুনন।" পূর্ব্বে এই প্রকারে উপ্ত অতিউত্তম শাল-বস্ত্র প্রস্তুত হইত, ও অনেকে তাহা গ্রাহ্য করিত; কিন্তু অধুনা ইহা জনসমাজে সমাদরণীয় নহে। ইহার পরিবর্ত্তে সকলেই দ্বিসূত্র বুনন † গ্রাহ্য করেন; সুতরাং তাহারই প্রাচুর্য্য হইয়াছে। দ্বিসূত্র শাল-বস্ত্রের সর্ব্বত্র তুল্য হয় না; কোন২ স্থানে সূত্র সকল ঘন, কোন২ স্থানে বা বিরল হয়; এবং শালের পৃষ্ঠদেশ দেখিলে প্রস্থে বিস্তৃত রেখা

* কেশমার্জ্জকের সদৃশাকার যন্ত্রবিশেষ যদ্দ্বারা পড়েনের সূত্র স্ব২ স্থানে স্থাপিত হয়।

† যে বস্ত্রে পড়েনের সূত্র প্রত্যেক দুই গাছা টানার সূত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া চালিত হয় তাহার নাম "দ্বিসূত্র" বা "দোসূতি"। এতদ্রূপে উপ্ত বস্ত্রোপরি এক প্রকার তির্য্যক্ (টেরচা) রেখা হয়। টুল, জিন, ড্রিল, প্রসিদ্ধ দোসূতি, মেরিনো ইত্যাদি বস্ত্র-সকল দ্বিসূত্র বুননের দৃষ্টান্ত স্থল।

সকল (ডোরা ২) বোধ হয়। শ্বেতবর্ণ শালে এই দোষ স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে; বিশেষতঃ যে সকল শালের উভয়-পার্শ্বে প্রচুর চিত্র থাকে তাহার জমি * কদাপি উত্তম হয় না। তাহার প্রধান কারণ এই; যে স্থলে চিত্র সকল উপ্ত হয় তথায় শাল-তন্ত্রবায়েরা মধ্যম (ফিরি) সূত্রের টানা ব্যবহার করে, তদ্ধেতুক—ও চিত্রের নিমিত্তে নানাবিধ-বর্ণের সূত্র এক স্থানে ব্যবহৃত হওয়াতে—প্রত্যেক পড়েনের সূত্র চিত্রহীন স্থানাপেক্ষায় চিত্রবিশিষ্ট-স্থানে বিশেষ স্থূল হয়; এবং ঐ স্থূলতাপ্রযুক্ত বেমার আঘাতে সর্ব্বস্থানের সূত্র সমরূপে দাবিত হয় না, সুতরাং বস্ত্র অসম হয়। এই দোষের নিরাকরণার্থে তন্ত্রবায়েরা সর্ব্বোত্তম শাল নির্ম্মাণ করিতে হইলে জমি ও পাড় পৃথক২ উপ্ত করত পরে একত্রে সীবিত করে।

তন্ত্রবায়েরা শাল উপ্ত করণানন্তর তাহা পরিষ্কারকের (ফরাসগরের) হস্তে প্রেরণ করে। সে ব্যক্তি চিম্‌টা বা ছুরিকাদ্বারা নব-প্রস্তুত-শালস্থ সমস্ত বিবর্ণ-সূত্র ও গ্রন্থি-সকল দুরীকরণ করিয়া থাকে। ইহাতে দৈবাৎ কোন স্থানে কোন ক্ষতি হইলে রিফুকর তাহা তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দেয়। এই অবস্থায় মূল্যানুসারে রাজাকে ঐ শালের শতকরা ২৬ টাকা শুল্ক দিতে হয়; এবং তাহা প্রদত্ত হইলে পর ঐ শাল রাজ চিহ্নে মুদ্রিত হয়, এবং তদ্বিবরণ এক গ্রন্থে লিখিত থাকে।

অতঃপর ঐ শালের ধৌত করণ আবশ্যক; এবং তাহা অতি সাবধানে নিষ্পন্ন না করিলে সকল পরিশ্রম ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনা। শুক্ল শালকে যৎকিঞ্চিৎ সাবান দিয়া পরিষ্কার ও শীতল জলে ধৌত করত রৌদ্রে শুষ্ক করাই প্রথা; এবং বর্ণ উজ্জ্বল করণার্থে গন্ধকের ধূমও ব্যবহৃত হয়। বর্ণাক্ত-শালে সাবান ব্যবহৃত হয় না, এবং তাহা রৌদ্রে শুষ্ক করিলে বর্ণের হানি হয়। ধৌত শালের শুষ্ক হওন সময়ে কুঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা, এবং তন্নিবারণার্থে রজকেরা তাহা "নরদ" বা "নরাজ" নামক গোলাকার এক কাষ্ঠদণ্ডে বেষ্টন করে। ঐ দণ্ড এপ্রকারে নির্ম্মিত হয় যে তাহার মধ্যে অপর এক দণ্ড প্রবিষ্ট করিলে প্রথমোক্ত দণ্ড স্ফীত হইতে পারে, এবং ঐ স্ফীত হওন সময়ে বেষ্টিত-শালকে সবলে বিস্তৃত করে। দুই দিবস ক্রমাগত নরাজে বেষ্টিত রাখিয়া পরে ঐ শালকে সেকেঞ্জা † নামক কাষ্ঠযন্ত্রে কয়েক দিবসের নিমিত্ত বদ্ধ রাখা যায়, এবং তাহা হইলেই শাল প্রস্তুত কার্য্য সমাপ্ত হয়।

চিত্রকরণের প্রথা-ভেদে শাল দুই প্রকার হইয়া থাকে; প্রথম উপ্ত-শাল, যাহার বিবরণ পূর্ব্বেই প্রকাশ হইয়াছে; দ্বিতীয় "দোশালা-অম্‌লি"; যাহার চিত্র সূচিদ্বারা সীবিত হয়। অপর অম্‌লি শালও দুই প্রকার হয়, প্রথম, যাহার চিত্র লোমজসূত্রে সীবিত হয়; দ্বিতীয়, যাহার চিত্র রেসমে প্রস্তুত হয়।

শালের চিত্র ও অবয়ব ভেদে নামের ভিন্নতা হয়, এবং ঐ নাম সকলের উল্লেখ না থাকিলে এই প্রস্তাব অসম্পূর্ণ বোধ হইতে পারে; অতএব তদ্বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। ঐ নাম-সকল পারশ্য ভাষাজাত, কিন্তু ব্যবহার-সিদ্ধ হওয়াতে তদনুবাদ অনেকের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় বোধ হইবেক।

শালের চিত্র-সকলের নাম এই;—

১। "হাশিয়া" অর্থাৎ পাড়।

২। "পাল্লা" অর্থাৎ অঞ্চল।

* অঞ্চল ও পাড়ের মধ্যবর্ত্তি স্থানের নাম জমি।

† পৃষ্ঠে দণ্ড-দ্বয়-বিশিষ্ট কাষ্ঠ ফলকের নাম "সেকেঞ্জা।" এতদ্রূপ এক ফলকোপরি কাগজে বেষ্টিত শাল রাখিয়া অপর এক ফলকদ্বারা আচ্ছাদন করত উক্ত দণ্ড-সকলের অগ্রভাগ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ করণের নাম "সেকেঞ্জায় কশণ।"

৩। "জিঞ্জির" অর্থাৎ শৃঙ্খলা। ইহাতে পাড়ের সীমা বদ্ধ করে।

৪ "দৌড়"; অঞ্চল ব্যতীত জমি ও পাড়ের মধ্যবর্ত্তি লতাদি বিচিত্রিত অবয়ব। ঐ দৌড়ে ১,২,৩, আদি চিত্রের শ্রেণিভেদে নামভেদ হয়। যথা "দো কদ্দার" "(দ্বিশ্রেণি চিত্র)" "সিকদ্দার" "(ত্রিশ্রেণি চিত্র)" চৌ কদ্দার "(চতুঃশ্রেণি চিত্র)"। চতুরাধিক শ্রেণিবিশিষ্ট দৌড়ের নাম "টুকা দার।"

৫ "কুঞ্জ বুটা" বা "কুঞ্জ"; কোণ-স্থিত চিত্র।

৬ "মথ্যন।" জমির সর্ব্বত্রে লতাদি চিত্র থাকিলে তাহার নাম মথ্যন হয়।

৭ "বুটা।" পুষ্পাকার চিত্র। প্রত্যেক বুটা তিন অংশে বিভক্ত হয়; ১, "পাই" অর্থাৎ পদ; ২, "শিকিম্" অর্থাৎ দেহ বা উদর; ৩, "শির," অর্থাৎ মস্তক। ঐ মস্তক দুই প্রকার হয়, ঋজু ও বক্র। পরস্পর বুটার মধ্যগত স্থানের নাম "থল্" (স্থল)। উক্ত বুটা আকৃতি ভেদে নানা বিধ নামে বিখ্যাত হয়; কিন্তু তদ্বিশেষ অধুনা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে।

শালের আকৃতি, বস্তু ও চিত্র-ভেদে নাম-ভেদের বিশেষ এই;

১ "পট্টু পষ্মিনি।" ইহা আশলি তুষ অথবা অধম শাল-লোমদ্বারা উপ্ত হয়; বস্তুতঃ ইহা এক প্রকার কম্বল, ও লবাদা বানাইবার উপযুক্ত। কাশ্মীর-দেশে ইহার মূল্য ৫-৬ টাকা গজ।

২ "শাল কিরি;" অর্থাৎ কিরি নামক লোমে প্রস্তুত শাল। ইহা অতি স্থূল হয়; এবং ইহার মূল্যও অল্প।

৩ "আলোয়ান্" অর্থাৎ চিত্রহীন শাল-বস্ত্র।

৪ "জৌহর শাল সাদা।" অর্থাৎ চিত্রহীন এক বর্ণের পাড়বিশিষ্ট আলোয়ান্।

৫ "দোশালা" অর্থাৎ যুগ্ম-শাল বা শালের জোড়া। ইহার পরিমাণ ৭ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩ হস্ত প্রস্থ। চিত্রভেদে ইহার নাম-ভেদ হইয়া থাকে; তদ্যথা ১ "শাল হাশিয়াদার;" অর্থাৎ পাড়-বিশিষ্ট; এবং ঐ পাড়ের সঙ্খ্যা-ভেদে "দো হাসিয়াদার" (দ্বি পাড়বিশিষ্ট) "সি হাসিয়াদার" (ত্রিপাড়বিশিষ্ট) "চাহার হাসিয়াদার" (চতুঃপাড়বিশিষ্ট) ইত্যাদি নাম হইয়া থাকে। ২ "কঙ্গুরাদার" অর্থাৎ মুসলমানদিগের ধর্ম্মালয় ও দুর্গের প্রান্ত-প্রাচীরস্থ চূড়া যে প্রকার অবযবে নির্ম্মিত হয় তদবয়ব-চিত্র-বিশিষ্ট শাল। এই চিত্র জমি ও পাড়ের মধ্যবর্ত্তি হয়। ৩ "দৌড়দার" অর্থাৎ দৌড় নামক চিত্রবিশিষ্ট শাল। ৪ "মথ্যনদার" অর্থাৎ জমিতে চিত্রবিশিষ্ট শাল। ৫ "চাঁদদার" অর্থাৎ জমির মধ্যস্থলে চন্দ্রাবয়ব-চিত্রবিশিষ্ট শাল ৬ "চৌথাহিদার" অর্থাৎ চতুঃসঙ্খ্যক অর্দ্ধচন্দ্রাবয়ব চিত্রবিশিষ্ট শাল। ৭ "কুঞ্জদার" বা "কুঞ্জবুটাদার" অর্থাৎ প্রতি কোণে চিত্রবিশিষ্ট শাল। ৮ "আলিফদার" অর্থাৎ শ্বেত জমিতে কেবল মাত্র হরিদ্বর্ণের চিত্রবিশিষ্ট শাল। ৯ "কদ্দার" অর্থাৎ কলগা নামক বিত্রবিশিষ্ট শাল। পাড়ের উপর এক বা ততোধিক শ্রেণিভুক্ত কলগা থাকিলেই কদ্দার নাম প্রাপ্ত হয়; জমির সর্ব্বত্র কলগা থাকিলে এ নামের যোগ্য হয় না। কলগা-সকলের মধ্যবর্ত্তি স্থান লতাদি অবয়বে চিত্রিত হইলে দৌড়দার শব্দ-বাচ্য হয়; কেহ২ তৎসম্বন্ধে "কলগাদার দৌড়" শব্দও ব্যবহার করেন।

৬ "রুমাল" বা "রুসাবঃ।" ইহার পরিমাণ ৩ হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থ, ৪ হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থ, অথবা ৫ হস্ত দীর্ঘ ও প্রস্থ; এবং পূর্ব্বোক্ত চিত্রভেদে ইহারও নাম-ভেদ আছে। রুমাল সম্বন্ধে বিশেষ নাম এই; "ইস্লিমি" অর্থাৎ মুসলমান-

দিগের গ্রাহ্য। "ফিরঙ্গি" অর্থাৎ ফরাসিস্ জাতীয় ব্যক্তিদিগের গ্রাহ্য; "তার অর্মণি" অর্থাৎ আরমাণিদিগের গ্রাহ্য; "তার রুমি" অর্থাৎ তুর্কদেশীয় ব্যক্তিদিগের গ্রাহ্য; "চাহার বাগ" অর্থাৎ চতুর্বর্ণের জমিবিশিষ্ট, ইত্যাদি।

৭ "জামেওয়ার" অর্থাৎ অঙ্গরাখা ইত্যাদি বানাইবার উপযুক্ত চিত্রবিশিষ্ট শাল। চিত্রভেদে ইহার নাম-ভেদ হয়, যথা, "মেহরমাৎ"; "খড়কি বুটাদার," "থলদার," "কদ্দার" ইত্যাদি। জামেওয়ারে কদাপি পাড় সংযুক্ত করা যায় না। এতৎসম্বন্ধে এতদ্দেশীয় অনেকে কহিয়া থাকেন "মথ্নের জামেওয়ার"; কিন্তু ঐ শব্দ অত্যন্ত অশুদ্ধ। কারণ "মথ্ন" ও জামেওয়ার এই উভয় শব্দেরই অর্থ চিত্রবিশিষ্ট জমি; সুতরাং "মথ্নের জামেওয়ার" কহায় কেবল এক শব্দেরই দ্বিরুক্তি হয়, প্রস্তাবিত শালের কোন বিশেষ ধর্ম্মের ব্যঞ্জক হয় না।

৮ "শমলা" অর্থাৎ উষ্ণীষ। ইহা দীর্ঘে ১৬ হস্ত ও প্রস্থে ৩ হস্ত, এবং নানা প্রকার চিত্রে চিত্রিত হইয়া থাকে। ১।।০ হস্ত পরিমাণ প্রস্থের সামলার নাম "মন্দিলা;" এবং তাহাতে পাইড়ের ব্যবহার নাই।

৯ "পট্কা" অর্থাৎ কটিবন্ধনী ইহা দীর্ঘে ১৬ বা ২০ হস্ত ও প্রস্থে ২ হস্ত এবং পাড় ও পাল্লাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

১০ "খলীন্ পষ্মিনা" অর্থাৎ শাল-লোম নির্ম্মিত গালিচা। ইহার ১ হস্ত পরিমাণের মূল্য ১০অবধি ৩০ মুদ্রা হইয়া থাকে।

১১ "জরাব" অর্থাৎ পদাবরণ। ইহাদ্বারা গুল্ফ পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয়।

১২ "মোজা" অর্থাৎ পদাবরণ। ইহাতে জঙ্ঘা পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত হয়।

এতদ্ভিন্ন গলবন্ধনী (গলাবন্দ), কিঞ্জল্ক (পিস্তান্-বন্দ), অশ্ব-সজ্জা (কজ্জার অম্প), চন্দ্রাতপ (শকব্পোষ), যবনিকা (দরপরদা), ইত্যাদি নানাবিধ অন্য ব্যবহার্য্য-বস্তু শালবস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহার নামোল্লেখে কোন বিশেষ প্রয়োজন বোধ হয় না।

শাল ক্রয় করণার্থে পূর্ব্বে পৃথিবীর সকল সভ্য দেশহইতে বণিক্সমূহ কাশ্মীরদেশে সমাগত হইত; কিন্তু অধুনা রাজকীয় উপদ্রবপ্রযুক্ত এই বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে; এবং অনেক শালতন্তুবায় কাশ্মীর-পরিত্যাগ-করত লুধিয়ানা ও পঞ্জাবের অন্যান্য দেশে অবস্থান করিয়া স্বজাতীয়-কর্ম্ম-বিরহে অন্য ব্যবসায়ে দিনপাত করিতেছে। ইদানীন্তন যে শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহার বার্ষিক মূল্য পঞ্চবিংশতি-লক্ষ-মুদ্রার অধিক হইবেক না।

শকুনির বন্ধু কে?

বোহিমিয়া-দেশের এক জন মেষ-পালক কিয়ৎকাল পশুচারণোপলক্ষে বনে২ ভ্রমণ করিয়া বিহঙ্গম-ভাষায় বিলক্ষণ জ্ঞানাপন্ন হইয়াছিল। সেই ব্যক্তিদ্বারা উক্ত এক উপন্যাস নিম্নে প্রকটিত হইল; তাহা সম্ভাব্য কি না বিদ্যাবান্ জনগণ বিবেচনা করিবেন।

মেষপালক কহিয়াছিল; "একদা কতকগুলি মেষ লইয়া এক পর্ব্বতের নিকট চারণ করিতে গিয়াছিলাম। মেষ সকলকে চারণক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিয়া অদূরে বহিঃস্থ গিরি-গহ্বরে উপবিষ্ট আছি, ইত্যবসরে দুইটা শকুনির শব্দ শ্রবণগোচর হইল। শব্দের ভাবে বোধ করিলাম তাহারা পরস্পর কোন প্র-

য়োজনীয় বিষয়ে পরামর্শ করিতেছে; সে বিষয় কি, অবগত হইবার নিমিত্ত প্রবল বাসনা হইল। তাহাতে আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম পশুরক্ষণ অপেক্ষাও ঐ বিষয়ের অবগতি নিমিত্ত অধিক আগ্রহ হইলাম, এবং ধীরে ২ পদপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক শব্দানুসারে গমন করিলাম। কিয়দ্দূর গিয়া দেখি শৈলের উপরি উপ-

বেশন পূর্ব্বক কতক গুলা গৃধ্রু কথোপকথন করিতেছে। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে উপরে উঠিয়া একটা পাহাড়ির নিম্নে উপবেশন করিলাম, তাহাদের মধ্যে কোনটা আমাকে দেখিতে পাইল না। আমার এই পরিশ্রমের ফল অবিলম্বে ফলিল। বৃদ্ধা শকুনি আপনার শাবকদিগকে নিকটে লইয়া কি প্রকারে জীবিকা নির্বাহে প্রবৃত্ত হইবে তদ্বিষয়ের উপদেশ দিতেছিল, সমুদায় স্বকর্ণে শ্রবণ করিলাম; এবং তাহাতে পরম বিস্ময় জন্মিল। বোধ করি মানবজাতীয়েরা এ বিষয় অবগত হইলে একটা গুরুতর বিষয়ে তাঁহাদেরও চৈতন্যোদয় হইবে।
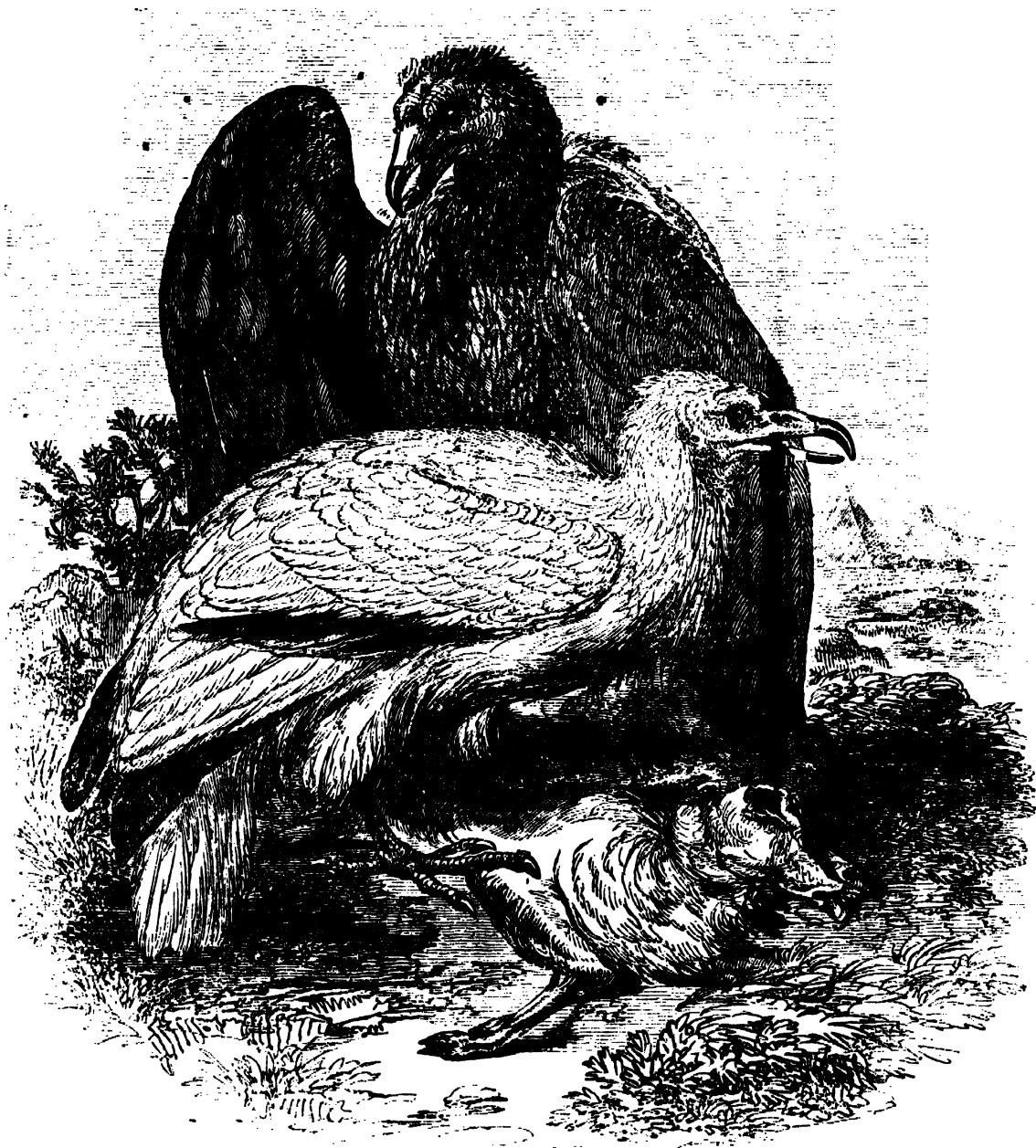
প্রাচীনা শকুনি শাবকদিগকে কহিতেছিল "হে বৎসগণ, এক্ষণে তোমাদের বয়ঃপ্রাপ্তি হইল; স্বয়ং স্ব২ শরীরযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হও। অনুমান করি তোমাদিগকে ঐ বিষয়ে অধিক উপদেশ দিতে হইবেক না। আমি যে রূপে তোমাদের ভরণ পোষণ এবং স্বীয় দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি, সর্ব্বদা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়াছ। কি কৌশলে গৃহ পালিত জীবন্ত কপোত ধৃত করিয়া আনি, কি রূপেবনমধ্যে গুল্মোপরিস্থ নীড় হইতে বিহঙ্গসকলকে উত্তোলন করিয়া লই, কি প্রকারে চারণ ক্ষেত্রে ভ্রমণকারি ছাগমণ্ডলীহইতে এক২ টা অপহরণ করত নীড়ে আনয়ন করি, সকলই দেখিয়াছ। অপর শরব্য অর্থাৎ শীকারের উপরে কি রূপে নখাঘাত করিতে হয়, এবং আকাশ পথ দিয়া বহন করণ সময়ে কি প্রকার পরিমাণ করিয়া ধরিতে হয়, বোধ করি এ সকলও তোমাদের অবিদিত নাই; সর্ব্বদা আমাকে ঐ রূপ কর্ম্ম করিতে দেখাতে ঐ বিষয়ে বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকিবে। কিন্তু কোন্ সামগ্রী আমাদের জাতির অতি সুস্বাদ আহার, সেটা যেন মনে থাকে। আমি অনেক বার তোমাদিগকে নর মাংস আনিয়া দিয়াছি; তাহার কেমন আস্বাদ মনে পড়ে?" শাবকেরা কহিল, "হাঁ মা, মনুষ্যের মাংস বড় মিষ্ট, বোধ করি তাহাই আমাদের জাতির স্বাভাবিক খাদ্য; তাহা কোথায় পাওয়া যায় বল? আমরা অনেক বার সেই মাংস ভক্ষণ করিয়াছি বটে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কখন একটা সমুদয় মনুষ্য শব বাসায় দেখিলাম না কেন?" শকুনি বলিল "হে বৎসগণ, মনুষ্য অতি বৃহদাকার, আমরা তাহার সম্পূর্ণ শরীর তুলিতে পারি না। একারণ যে২ সময়ে মনুষ্য প্রাপ্ত হই, তখন তাহার কেবল মাংস ছিঁড়িয়া আনি; অস্থিপ্রভৃতি সমুদায় ভূমিতে ফেলিয়া আসি। শাবকেরা কিঞ্চিৎ বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিল "যদি মনুষ্য প্রকাণ্ডাকার, তুমি কি রূপে তাহার প্রাণ সংহার কর? বারম্বার কহিয়াছ বৃক ও ঋক্ষ হইতে আমাদের ভীতি আছে; তদপেক্ষা বৃহৎকায় মনুষ্যের উপরে কি সাহসে আক্রমণ কর? তাহারা কি ছাগ ও মেষাদি অপেক্ষা অক্ষম?" গৃধ্রী উত্তর দিল; বৎস "মনুষ্যদের তুল্য আমাদের বল বিক্রম নাই।' যদিস্যাৎ স্বভাবের পরবশ হইয়া একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপারে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইতে তাহাদের প্রবৃত্তি না হইত, কদাপি আমাদের জাতিরা নরমাংসের আস্বাদও প্রাপ্ত হইতে পারিত না। আমাদের অদৃষ্টক্রমে তাহারা কখন২ এতদ্রূপ এক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়যে সেই সুযোগে আমরা তাহাদের অপেক্ষা বুদ্ধি ও পরাক্রমে শত গুণ হীন হইয়াও অনায়াসে তাহাদিগের মাংস ভোজন করিতে পাই। মনুষ্যদের সেই ব্যাপারটী অতি চমৎকারজনক, তাহাতে তাহাদের কোন উপকার নাই, অথচ পরস্পরকে বিনষ্ট করে। পৃথিবীর মধ্যে যত জীব জন্তু আছে সকলেরই আচার ব্যবহার দেখিয়াছি; স্বার্থোদ্দেশ বিনা কোন প্রাণির তাদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্তি

দেখি নাই। দুই দল মনুষ্য সময়ে২ সাতিশয় উৎসাহ সহকারে পরস্পর সাক্ষাৎ করে; তাহাদের সিংহনাদে মেদিনী কম্পমানা এবং বন্দুক ও কামানের ধূমে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হয়। হে বৎস-সকল, যদি নরমাংস-ভোজনের অভিলাষ কর তবে যখন কোন স্থানে মনুষ্যদের পরস্পর তর্জ্জন গর্জ্জন ও সিংহনাদ শ্রবণ করিবে, এবং নভোভাগ ধূমাবৃত দেখিবে তখন ত্বরায় পক্ষচালন-পুরঃসর তথায় গমন করিও। কিয়ৎ দণ্ড অদূরে কোন বৃক্ষের উপর বসিয়া থাকিও; অবিলম্বে দেখিতে পাইবে, দলবদ্ধ মানবগণ অস্ত্রশস্ত্র সঞ্চালন-পুরঃসর পরস্পারের প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হইল। পরক্ষণেই সেই স্থান শোণিতে আর্দ্রীভূত হইবে এবং অনেক মনুষ্য নিহত ও অনেকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িবে। হে বৎসগণ, আমি অনুমান করি আমাদের সুবিধার নিমিত্ত তাহারা ঐ প্রকারে পরস্পরের অবয়ব সকল খণ্ডবিখণ্ড করে; আমরা সম্পূর্ণ একটা দেহ তুলিয়া আনিতে পারি না, এক২ খণ্ড অনায়াসে আনিতে পারিব"। শাবকেরা জিজ্ঞাসা করিল; "মা, মনুষ্যেরা যদি এরূপে পরস্পর প্রাণ সংহার করে তবে তাহারা স্বয়ং আপনাদের শীকার ভক্ষণ করে না কেন? প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই ব্যাঘ্রেরা মেষশাবক বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং ভক্ষণ করে; কই, তাহারা তো শকুনিদের নিমিত্ত শীকার ফেলিয়া যায় না? হাঁ মা, মনুষ্য কি এক প্রকার শার্দ্দূল নহে?" গৃধ্রী কহিল "হে প্রিয় নন্দনগণ, এই ভূমণ্ডলে কেবল এই এক জাতি জন্তু আছে যাহারা স্বয়ং যাহা ভক্ষণ করে না তাহারও প্রাণ বধ করিয়া থাকে। পরন্তু তাহাদের এই গুণেতে আমরা বাঁচিয়া যাই"। শাবকেরা বলিল "যদি মনুষ্যেরা আমাদের নিমিত্ত খাদ্য প্রস্তুত করত পথে ফেলিয়া রাখে, তবে তদর্থ আমাদের আয়াস করিবার আবশ্যক কি?" গৃধ্রী কহিতে লাগিল, "না, নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিলে সেই আহার পাওয়া যায় না। কোন্২ স্থানে তাহারা ঐ রূপ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয় সর্ব্বদা অনুসন্ধান করিতে হইবে। এমনও ঘটিতে পারে কোথাও২ মানব মণ্ডলী দীর্ঘকাল সুস্থির হইয়া অবস্থিতি করে, সে সময় এক স্থানে বসিয়া তাহাদের শীকারের অপেক্ষা করিলে তো তোমাদের দিন নির্ব্বাহ হইবেক না; অনুসন্ধানার্থ সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিও, তাহাতে যদিও মনুষ্যকে শীকার করিতে দেখিতে না পাও তাহাদের গতি বিধি অবলোকন করিয়া ঐ বিষয়ে প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিবে। যখন দেখিবে বহু সংখ্যক মনুষ্য পরস্পর নিকটবর্ত্তি হইয়া সারস-পংক্তির ন্যায় গমন করিতেছে, তখন নিশ্চয় জানিও একটা মহা শীকার উপস্থিত; তাহার অবিলম্বেই মনুষ্য শোণিতে নদী বহিতে দেখিবে"। ক্ষুদ্র২ পক্ষিরা জিজ্ঞাসা করিল; "মা, তুমি কহিলে মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ পরস্পরের সংহার করে; কিন্তু অনর্থক বিনাশ করে, ইহার কি কোন কারণ উদ্ভাবন করিতে পার না? আমরা যাহা স্বয়ং আহার না করি, কখন তাহাকে বিনষ্ট করিতে প্রবৃত্তি হই না; মনুষ্যদের ঘটে কি আমাদের তুল্য বুদ্ধিও নাই?" গৃধ্রী কহিল "হে বৎস-সকল, এ স্থানের মধ্যে সকল বিহঙ্গম আমাকে বহুজ্ঞ ও বহুদর্শী বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে, কিন্তু এ প্রশ্নের সটীক উত্তর দিতে আমার সামর্থ্য নাই। শৈশবকালে কার্পেথিয়ান পর্ব্বতস্থ এক সুবিজ্ঞ গৃধ্রু নিকটে সর্ব্বদা গমনাগমন করিতাম; তিনি সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করত পারদর্শী হইয়াছিলেন; কিন্তু এ বিষয়ে এতাবন্মাত্র কহিয়াছিলেন, 'মানবগণ এক প্রকার

তরু, তাহাদের গতি আছে এই মাত্র বিশেষ। যেমন বৃক্ষসকল প্রবল সমীরণে প্রেরিত হইয়া পরস্পরকে আঘাত করত বিনষ্ট করে, ভগ্ন করিবার ফল আপনারা ভোগ করিতে পায় না, অন্যে তাহাদের দেহ পর্য্যন্ত লইয়া স্ব ২ প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিয়োগ করে, তদ্রূপে মনুষ্যেরাও কেবল পরোপকারার্থ পরস্পর নিহত হয়। অপর এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিয়াছি মনুষ্যেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া সকলেই এই রূপে পরস্পর প্রাণ হিংসা করে বটে; কিন্তু সেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এক২ জন কিঞ্চিৎ অন্তরে থাকে, তাহাদের শরীরে অস্ত্র শস্ত্রের কোন আঘাত লাগে না; বোধ হয়, তাহার নিমিত্ত ঐ সকল মনুষ্য ঐ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু ইহাও অতি আশ্চর্য্যের বিষয়; অন্যান্য মনুষ্যাপেক্ষা সেই ব্যক্তির আকার বৃহৎ নহে, এবং কোন বিশেষ ক্ষমতার কার্য্যও দেখি না, কেবল ব্যগ্রতা ও যৎকিঞ্চিৎ ঔৎসুক্যমাত্র দেখিতে পাই; কি জন্য তাহার আদেশে পরস্পর অস্ত্রাঘাত করে অনুসন্ধানে তাহাও স্থির করিতে পারি নাই। যাহা হউক, সে ব্যক্তি আমাদের পরম মিত্র ইহাতে সন্দেহ নাই, তাহার প্রসাদাৎ আমরা অনায়াসেই সুস্বাদু নরমাংস ভক্ষণ করি"। * * *

অভিজ্ঞান শকুন্তল নাম নাটকের সঙ্ক্ষেপ বৃত্তান্ত।

এতদ্দেশ প্রাচীন কালে বিবিধ বিদ্যার আকর স্বরূপ হওয়াতে অত্রত্য জনগণ অদ্যাবধি স্বদেশের বিদ্যাবত্তার অভিমান করিয়া থাকেন; কিন্তু সেই সকল বিদ্যার এক্ষণে প্রবল চর্চ্চা নাই, এবং তৎসমুদায় প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় সঙ্গৃহীত। যদিও ঐ ভাষা এদেশের বর্ত্তমান সময়ে চলিত ভাষার নিদান, তথাপি ভূরি পরিশ্রম-সহকারে অভ্যাস না করিলে তাহাতে কাহার প্রবেশ করিবার ক্ষমতা হয় না, সুতরাং সংস্কৃত ভাষানভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের পক্ষে স্বদেশের বিদ্যাবত্তা নিমিত্ত অভিমান করিবার সময়ে তদ্বিষয়ে পরিজ্ঞান বিরহে সঙ্গে ২ অপ্রতিভ হইবার সম্ভাবনা আছে। অপর সংস্কৃতভাষা এরূপ সহজ নহে যে যৎকিঞ্চিৎ ব্যুৎপত্তি থাকিলেই তৎসাহায্যে সংস্কৃতবিদ্যার যাবতীয় বিষয় অবগত হওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ যে কোন ভাষায় পুস্তক সঙ্গৃহীত হউক কেবল ভাষা জ্ঞান সাহায্যে কোন প্রকার বিদ্যার সমস্ত তাৎপর্য্য পরিগ্রহ অতি দুষ্কর। সংপ্রতি এদেশের সর্ব্বত্র সেই সংস্কৃত ভাষারও পরিচালনা নাই; অতএব সর্ব্বসাধারণের মনে স্বদেশের বিদ্যাবত্তা নিমিত্ত যে অভিমান আছে পরিণামে তাহা অপমানের নিদান হইবে এরূপ সম্ভব। কিন্তু যদিস্যাৎ সংস্কৃত পুস্তক সকলের মর্ম্ম কোন প্রকারে প্রকাশের নিয়ম হয় তাহা হইলে ঐ আশঙ্কা মনোমধ্যে স্থান লাভ করিতে পারে না—বরং বিবিধ বিষয় পরিজ্ঞাত থাকাতে বহুজ্ঞ বলিয়া পরিচিত হইবার সম্ভাবনা হইতে পারে; অতএব সংস্কৃত পুস্তকের তাৎপর্য্য সঙ্ক্ষেপে সঙ্কলন পূর্ব্বক প্রকটিত করা উচিত।

সংস্কৃতভাষায় যত প্রকার নাটক নাটিকা আছে তন্মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তল নামক নাটকের প্রতিষ্ঠা সকলেই করিয়া থাকেন। মহাকবি কালিদাস কর্ত্তৃক ঐ নাটক বিরচিত হয়। তাঁহার প্রণীত যাবন্ত গ্রন্থ অপেক্ষা ঐ পুস্তক উৎকৃষ্ট বটে; এবং তাঁহার আপনার বচনেই ঐ কাব্য শ্রেষ্ঠ বোধ হয়, যথা "কালিদাসস্য সর্ব্বস্বমভিজ্ঞান-শকুন্তলং"। এই নাটক সংস্কৃতে সঙ্গৃহীত, একারণ যাঁহারা নাম

শ্রবণমাত্রে গদ্গদ হইয়া ইহার প্রশংসা করেন তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের নিকট ইহার বিষয় প্রকাশ আছে কি না সন্দেহ স্থল; অতএব এই নাটকের মর্ম্ম সঙক্ষেপে সঙ্গ্রহ পুরঃসর নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

ভারতবর্ষের মধ্যে . পুরু-বংশাবতংস দুষ্মন্ত নামা এক নরপতি ছিলেন। একদা মৃগয়ায় গমন করিয়া ঘটনা ক্রমে ভগবান্ কণ্ব মুনির আশ্রমে প্রবেশ করেন। সেস্থানে ঋষিকুমারীদিগের মধ্যে কণ্ব দুহিতা শকুন্তলাকে অবলোকন করিয়া হঠাৎ চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মিলে মনে ২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এ কি? ঋষিকন্যায় আমার অভিলাষ হয়! ইনি তো ক্ষত্রিয়ের পরিগ্রহার্হা হইবেন না! অথবা এবিষয়ে সংশয় বৃথা, যখন আমার স্পৃহা হইল আমাদের গ্রহণীয়া বটেন! পরে কথা প্রসঙ্গে তদীয়-সহচরী-দ্বয়কে তাঁহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন; তাহাতে অবগত হইলেন শকুন্তলা কণ্ব-মহর্ষির পালিতা পুত্রী, ব্রাহ্মণ জাতীয়া নহেন। মহাপ্রভাব কৌশিক মুনি পূর্ব্বকালে উগ্র তপস্যায় প্রবর্ত্তমান হইলে দেবগণ স্বস্বাধিকার-ভ্রংশ-ভয়ে ভীত হইয়া তাঁহার তপোবিঘ্নার্থ মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ব্ভে ঋষির ঔরসে শকুন্তলার জন্ম হয়; ভগবান্ কণ্ব প্রতিপালন করাতে পিতা হইয়াছেন। শকুন্তলার পরিচয় প্রাপ্ত হইলে তাঁহার সহিত প্রণয়ানুবন্ধন-নিমিত্ত রাজার চিত্ত যাদৃশ ব্যগ্র হইল রূপনিধান-নৃপতির সহিত সমাগম-প্রার্থনায় শকুন্তলার মনও তদ্রূপ চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু গভীর প্রকৃতি প্রযুক্ত কেহই সহসা মানস প্রকাশ করিতে পারিলেন না।

কিয়দ্দিন পরে উভয়ের পূর্ব্বরাগ-সম্ভব সমস্ত স্মরদশার আবির্ভাব হইল। তৎকালে কণ্বমুনি আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন না। শকুন্তলা বিরহে অধীরা হওয়াতে তাঁহার সহচরীদ্বয় উপায় চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইল; এবং তাহাদের ঘটকতায় গান্ধর্ব্ব বিধিদ্বারা রাজা শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে তাঁহার গর্ব্ভ সঞ্চার হইল; কিন্তু নৃপতি তাহা জানিতে পারিলেন না। অনন্তর রাজ্যহইতে সংবাদ আসিলে রাজা রাজধানী প্রত্যাগমন নিমিত্ত প্রেয়সীর সন্নিধানে বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন; "আমি অগ্রে গমন করি আমার অন্তঃপুরচারি লোকেরা অনতিবিলম্বে তোমাকে লইতে আসিবে"। শকুন্তলা বিচ্ছেদ ভয়ে ব্যাকুলা হইলে রাজা তাঁহাকে নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন; অবশেষে দৃঢ়রূপে অঙ্গীকার করত কহিলেন "তুমি আমার নামাঙ্কিত এই অঙ্গুরী গ্রহণ করিয়া নামের এক ২ টা অক্ষর এক ২ দিন গণনা কর যে দিবস শেষ হইবে নিঃসন্দেহ সেই বাসরে আমার লোক তোমার নিকট আসিবে"।

রাজা সান্ত্বনা করিয়া গমন করিলেও শকুন্তলা বিরহে বিষণ্ণা হইলেন; এবং কেবল তাঁহার ভাবনায় দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। এক দিন আশ্রমের মধ্যে কুটীরাভ্যন্তরে নিষণ্ণা হইয়া আছেন, সহচরীদ্বয় কুসুমাবচয়ন নিমিত্ত অন্তরে গিয়াছেন, ইতিমধ্যে দুর্বাসা মুনি আতিথ্য-গ্রহণ-মানসে হঠাৎ আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং আত্ম পরিচয় বিজ্ঞাপন পুরঃসর ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন। শকুন্তলা অন্যমনস্কা ছিলেন; তাঁহার হৃদয় সন্নিহিত ছিল না; আপনাকেই জানিতে পারেন নাই; মুনির বাক্য কি প্রকারে শুনিতে পাইবেন? মহাতপা ঋষি সত্বর সপর্য্যার অভাবে রোষ-পরবশ হইয়া অভিসম্পাত দিলেন; "অরে পাপীয়সি, আমি অতিথি, আমাকে পরাভব করিলি? যাহার চিন্তায় নিমগ্না হইয়া আমাকে অবজ্ঞা

করিলি, সে ব্যক্তি আরিত হইলেও তোকে স্মরণ করিবে না”। দুর্বাসার এই অভিশাপ শকুন্তলার সখীদ্বয়ের কর্ণগোচর হওয়াতে তাহারা ব্যস্তসমস্ত হইয়া সত্বরে কুটীর সন্নিধানে আগমন করিল, এবং বিবিধ-স্তুতি-বিনতিপূর্ব্বক মুনিকে প্রসন্ন করাইতে বিশেষ যত্ন করিল; কিন্তু তাঁহার কোপ মূর্ত্তিমান্; কাহার্ অনুনয় গ্রহণ করিবে? স্তুতিশতেও শান্তি প্রাপ্ত হইল না। অনেক ক্ষণ ব্যগ্রতার পর মুনি এতাবন্মাত্র কহিয়া গেলেন “অঙ্গুরী দর্শন করাইলে স্মরণ হইবেক”।

শকুন্তলার সহচরীরা স্মরানল-সন্তাপেই সখীর জীবন সংশয় বোধ করিতেছিলেন, আবার দুর্বাসার শাপের কথা শুনাইলে নৈরাশ্য জন্মিয়া হঠাৎ প্রাণবিয়োগ সম্ভাবনা, এই বিবেচনা করিয়া এতদ্ব্যাপার গোপনে রাখিলেন; আপনাদের নিকট রাজদত্ত মুদ্রাঙ্কিত অঙ্গুরী আছে, তদ্দ্বারা অনায়াসে স্মরণ করিয়া দেওয়া যাইবে, এই আশ্বাসে তদর্থ আর কোন উদ্বেগও করিলেন না। অনন্তর কণ্বমুনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তপঃপ্রভাবে অবগত হইলেন, তনয়া রাজা দুষ্মন্তকর্ত্তৃক পরিণীতা হইয়া গর্ভবতী হইয়াছেন; অতএব সানন্দচিত্তে কন্যাকে স্বামির সদনে প্রেরণ করিবার উদ্যোগ করিতে কহিলেন; কিন্তু স্নেহবশতঃ দুহিতার বিশ্লেষ দুঃখে তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যাকুল হইয়া কহিতে লাগিলেন।

“যাস্যত্যদ্য শকুন্তলেতি হৃদয়ং সংস্পৃষ্টমুৎকণ্ঠয়া,
অন্তর্বাষ্পভরোপরোধি গদিতং চিন্তাজড়ং দর্শনং।
বৈক্লব্যং মম তাবদীদৃশমহো স্নেহাদরণ্যৌকসঃ,
পীড্যন্তে গৃহিণঃ কথং নু তনয়াবিশ্লেষদুঃখৈর্নবৈঃ॥”

“অদ্য শকুন্তলা পতিগৃহে গমন করিবেন, তজ্জন্য আমার হৃদয় উৎকণ্ঠায় সংস্পৃষ্ট হইল। অন্তর্বর্ত্তি বাষ্পভরে স্পষ্টরূপে কথা কহিতে শক্ত হইতেছিল না, অপর দুর্ভাবনায় দৃষ্টি অবিশদ হইল। কি আশ্চর্য্য! আমি অরণ্যবাসী স্নেহ বশতঃ আমার এবম্প্রকার কাতরতা জন্মিল, তবে গৃহিরা তনয়ার নব বিশ্লেষে পীড়িত না হইবে কেন”?

অনন্তর প্রস্থানের আয়োজন হইলে শকুন্তলা পিতার দুই জন শিষ্য এবং ধর্ম্মভগিনী গোতমীর সহিত স্বামি-সদনে যাত্রা করিলেন। যাত্রাকালে তাঁহার দুই জন সখী নানা প্রকারে স্নেহ প্রকাশ করিল, এবং শেষে এই একটী উপদেশ দিল, “সখি যদিস্যাৎ স্বামির মতান্তর দেখ, অঙ্গুরী প্রদর্শন করিও”। শকুন্তলা মনের আনন্দে ভর্ত্তৃ-ভবন-গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় হঠাৎ প্রিয় সখীর প্রমুখাৎ পতির মতান্তর সম্ভাবনার কথা শুনিয়া ভীতা হইলেন, তাহাতে সহচরীরা সান্ত্বনা করত কহিল, “সখি, স্নেহ পাপ দেখে। আমরা তোমাকে অতিশয় ভাল বাসি, তন্নিমিত্ত এই অমঙ্গলাশঙ্কা মনোমধ্যে উদিতা হইল রাজার অনুরাগ আপনিই তো দেখিয়াছ, মতান্তর হইবে কেন”? এই বলিয়া তাহারা বিদায় হইল। শকুন্তলা ভর্ত্তৃগৃহাভি-মুখে যাত্রা করিলেন। যাইতে২ পথিমধ্যে শক্রাবতার তীর্থে সলিল-বন্দন করিতে গেলেন। সেখানে অসাবধানতাক্রমে সেই অঙ্গুরী পড়িয়া গেল, জানিতে পারিলেন না। অনন্তর স্বামি সদনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা ঋষি-শাপবশতঃ সকলই বিস্মৃত হইয়াছেন, চিনিতেই পারিলেন না; পরস্ত্রী বোধে তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। শকুন্তলা এই বিমাননায় খিন্না হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন পূর্ব্বক বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে আকাশহইতে এক জ্যোতিঃ অবতরণ পুরঃসর তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া অন্তর্ধান হইল। এই ব্যাপার দর্শনে রাজা সাতিশয় বিস্ময়াকুল হইলেন।

কিয়দ্দিন পরে এক জন ধীবর একটা রোহিত

মৎস্যের উদরে অঙ্গুরী প্রাপ্ত হইয়া বিক্রয়ার্থ আনিল। রাজপুরুষগণ তাহাতে রাজার মুদ্রাঙ্কন দর্শন করিয়া রাজকীয় বোধে ধীবরকে ধারণ পূর্ব্বক সেই অঙ্গুরী নৃপসমীপে লইয়া গেল। অঙ্গুরী দর্শন মাত্রে রাজার স্মরণ হইল শকুন্তলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম; এবং তখন তদীয় রূপলাবণ্য ও প্রণয় অনুধ্যান করত বিরহে অধীর হইলেন; কিন্তু তদানী কোন উপায় নাই, একারণ নিরন্তর বিষাদেই দিন-যামিনী যাপন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালগতে দেবরাজ ইন্দ্র কোন বিষয়ে রাজার সাহায্য গ্রহণ-নিমিত্ত রথসহিত স্বীয় সারথিকে রাজানয়নে প্রেরণ করিলেন। ভূপতি ত্রিদশাধিপতির আদেশ-প্রাপ্তি-মাত্র গমন করিয়া কার্য্য সম্পাদন পুরঃসর প্রত্যাগমন করিতেছেন পথিমধ্যে মারীচাশ্রম দর্শনের ইচ্ছা হওয়াতে ইন্দ্র সারথির সহিত সেই স্থানে প্রবিষ্ট হইলেন। সেখানে একটী শিশু পথিমধ্যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেছিল। তাহার রক্ষিকাগণ তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পারে নাই, একটা সিংহ শাবক লইয়া তদুপরি উৎপাত করিতেছিল। রাজা তাহাকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন এই তপোধন অবিনয়ের অভূমি, এখানে এমত বালক কি প্রকারে জন্মিল। পরে রক্ষিকাকে তাহার জনকের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে ধর্ম্মদার-পরিত্যাগির নাম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল। রাজা দাসীর বাক্য শুনিয়া এবং বালকের প্রতি আপনার বাৎসল্যভাবের হঠাৎ আবির্ভাব দেখিয়া মনে২ আপনার পুত্র বলিয়া আশংসা করিলেন। তদনন্তর বালকের প্রমুখাৎ তজ্জননীর নাম শ্রবণ ও অন্যান্য ঘটনা নিশ্চয় হইল। তাহাতে শকুন্তলার সহিত পুনর্ব্বার সম্মিলিত হইয়া পরম সুখে চরম কাল যাপন করিলেন। দুষ্মন্তের পুত্র মারীচাশ্রমে ভূমিষ্ঠ হয়েন। মুনিগণ তাঁহার জাতকর্ম্মাদি করণানন্তর সাহস দেখিয়া আদৌ "সর্ব্বদমন" নাম রাখিয়াছিলেন। কিন্তু পরে সমস্ত পৃথিবীর ভরণ পোষণ করাতে তাঁহার সংজ্ঞা "ভরত" হইল। *.*

উষ্ট্র।

এতৎপত্রের প্রথম পর্ব্বে (১১৮ পত্রে) আরব্য-দেশের ইতিহাস প্রসঙ্গে মহাগ্রীবের উল্লেখ হইয়াছে; কিন্তু স্থানাভাব-প্রযুক্ত তথায় উক্ত পশুর চিত্র প্রকাশ করাযায় নাই। অধুনা তাহা বিহিত হইল। এই পশু ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমস্থ সমস্ত দেশে সুপ্রসিদ্ধ, কেবল বঙ্গদেশে ও দক্ষিণদেশে ইহা সুলভ নহে। পরন্তু ইহার প্রধান আবাস-স্থান চীন-দেশের পশ্চিমাঞ্চল অবধি আফরিকা-খণ্ডের মরিটানা-দেশ পর্য্যন্ত। উক্ত সীমান্তর্গত সমস্ত দেশে বহু সংখ্যক উষ্ট্র আছে; এবং তত্রত্য মনুষ্য মাত্রেই এই প্রয়োজনীয় পশুহইতে নানাবিধ উপকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

উষ্ট্রেরা রোমন্থ অর্থাৎ ভুক্ত-বস্তু-উদ্গীরণপূর্ব্বক পুনশ্চর্ব্বণ করে; কিন্তু দন্ত-সংখ্যা প্রভেদে অপর রোমন্থ-কারি পশুহইতে ইহার লক্ষণ ভিন্ন। গবাদি রোমন্থকারি-পশুর অধোমাড়িতেই ছেদন-দন্ত হয়, ঊর্দ্ধমাড়ির পুরোভাগে ছেদন-দন্ত হয় না। উষ্ট্রের উভয় মাড়িতেই ছেদন-দন্ত আছে। অধোমাড়িস্থ ছেদন-দন্তের সংখ্যা ৬, ঊর্দ্ধমাড়িস্থ উক্ত দন্তের সংখ্যা ২; দন্ত সমুদায়ের সমষ্টি ৩৪।

প্রস্তাবিত পশুর অবয়ব সুন্দর নহে। ইহার ওষ্ঠ গন্নাখাঁদার ন্যায় ছেদিত; চক্ষুর্গোলক বৃহ-

উষ্ট্র।

দাকার এবং তৎকোটরের অনুপযুক্ত; নাসিকা তির্য্যগ্ভাবাপন্ন ও সঙ্কোচনযোগ্য; মস্তক বৃহৎ; গ্রীবা লম্বায়মান ও ক্ষীণাবয়ব; পৃষ্ঠদেশ কুব্জ; নিতম্ব নিম্ন ও কদর্য্য; ঊরু ও জঙ্ঘা অপরিমিত দীর্ঘ; পদ স্থূল এবং দুই মাত্র নখবিশিষ্ট; পরন্তু এই সকল কুলক্ষণ সত্ত্বেও এতৎ পশুদ্বারা মনুষ্যের যে প্রকার উপকার হইয়া থাকে, অপর কোন পশুহইতে তাদৃশ সম্ভাবনা নাই।

উক্ত হইয়াছে; উষ্ট্রের ওষ্ঠ গম্নাখাদা; 'পরন্তু ওষ্ঠ ঐ প্রকারে ছেদিত না হইলে ঐ পশু বালুকারণ্যের কণ্টকময় গুল্ম ভক্ষণ করিয়া দিনপাত করিতে সক্ষম হইত না। তির্য্যক্ ও সঙ্কোচনযোগ্য নাসিকা সুলক্ষণ নহে; কিন্তু তদভাবে "সিমুম্" নামক ভয়ানক বালুকা-প্রবাহহইতে কি প্রকারে সুলভে নিস্তার হইতে পারিত? উক্ত ঝড়ের আগমন-সময়ে মনুষ্যেরা ভূমিতে শয়ন করিয়া মৃত্তিকায় মুখ লুক্কায়িত করত অতিক্লেশে প্রাণ-রক্ষা করেন; উষ্ট্র নাসিকা সঙ্কোচ করিলেই ঐ ভয়ঙ্কর বালুকাপ্রবাহকে তুচ্ছ করিতে পারে। কুব্জ-পৃষ্ঠ অত্যন্ত ঘৃণাজনক, পরন্তু তদবলম্বনেই মহাপৃষ্ঠ পক্ষাধিক-কাল অনাহারে যাপন করিতে পারে। যে সকল উষ্ট্রের ককুদ্ শুষ্ক এবং ক্ষুদ্র তাহারা বৃহৎ-ককুদ্বিশিষ্ট-উষ্ট্রের তুল্য পরিশ্রম করিতে ও উপবাস সহ্য করিতে সক্ষম হয় না *। অপরিমিত-দীর্ঘ-জঙ্ঘা সুদৃশ্য নহে; কিন্তু সেই দীর্ঘতা ইহার গতিকুশলের প্রতি কারণ, তদভাবে এই পশু "দীর্ঘগতি" নাম প্রাপ্ত হইত না। ফলতঃ এই কুলক্ষণ সকলই ইহার উপকারিতার প্রধান কারণ, এবং তদভাবে উষ্ট্র মনুষ্যের পরমোপকারি মধ্যে গণ্য হইত না। বারি ও তৃণহীন কেবল বালুকাময় দুর্গম-প্রান্তর-ভ্রমণ-করণার্থে উষ্ট্র এক মাত্র উপায়; তদ্ভিন্ন আর কোন প্রতিকার নাই; এবং এই হেতুক কবিতানুরাগি আরব্য-লোকেরা ঐ পশুকে "অরণ্যপোত" শব্দে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই অরণ্যপোতের মাংসে আরব্য-লোকেরা জীবন ধারণ করে; ইহার দুগ্ধ তাহাদের উৎকৃষ্ট পেয়; ইহার লোমজ-বস্ত্রে তাহারা পরিধেয় এবং শিবির প্রস্তুত করণের বস্তু প্রাপ্ত হয়; এবং ঐ বস্ত্রের কিয়দংশ ভারতবর্ষে ও অন্যত্রও নীতহইয়া থাকে; বিলাতে উক্তপশুর লোমে তুলি প্রস্তুত হয়; উষ্ট্রমল আরব-দেশে জ্বালানিকাষ্ঠের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হয়; এবং ঐ ইন্ধনের ধূমে "নিসাদল" নামক খার দ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফলতঃ এই পশুহইতে আরব্য-লোকেরা ভক্ষ্য, পেয়, বস্ত্র, গৃহ, যান, বাহন, বাণিজ্য দ্রব্যাদি সকল বস্তু প্রাপ্ত হয়; অথচ ইহার প্রতিপালনে কোন বিশেষ আয়াসের আবশ্যক নাই; বনের কণ্টক তৃণই ইহার সুখাদ্য আহার; এবং পক্ষাধিক তাহার অভাবেও এই পশু ভার বহনে অসম্মত বা অক্ষম হয় না।

উষ্ট্রের তিন জাতি আছে; প্রথম, "হিগুইন্", ইহা সর্ব্বাপেক্ষায় দীর্ঘ এবং ১৫ মন ভার বহন করিয়া থাকে; দ্বিতীয়, "বেকেতি"; ইহা পূর্ব্বাপেক্ষায় ক্ষুদ্র; ইহার পৃষ্ঠে দুই ককুদ হয়, এবং ইহা ৮-৯ মন ভার বহন করে; তৃতীয়, "ইল্ হৈরি" ইহা সর্ব্বাপেক্ষায় খর্ব্ব এবং ভার বহনে অক্ষম; কিন্তু ইহার তুল্য ব্যাপককাল-দ্রুতগামী আর কোন পশু নাই। ইহার প্রশংসায় রূপকবর্ণনা প্রিয় আরবেরা করিয়া থাকে, "পথিমধ্যে যদ্যপি হৈরি দেখিতে পাও, এবং তাহার স্বামি তোমাকে "সেলাম আলেকম" শব্দদ্বারা সম্বোধন করে, তবে তুমি তাহাকে "আলেকঃ সেলাম"

* অনাহার সময়ে উষ্ট্র কি প্রকারে ককুদদ্বারা প্রতিপোষিত হয় তাহার কারণ প্রথম পর্ব্বের ১১৮ পৃষ্ঠায় উক্ত হইয়াছে।

কহিতে কহিতেই সে অদৃশ্য হইবেক; কারণ হৈরি বায়ুহইতেও দ্রুতগামী”। হৈরি অক্লেশে আফরিকা দেশের দুর্গম-অরণ্যে ৪৫০ ক্রোশ পথ অষ্টাহের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ ঐ দ্রুতগতির সাহায্য পাইলে কলিকাতাস্থ লোকেরা সপ্তাহের মধ্যে কাশীস্থ বিশ্বেশ্বর দর্শন করত অনায়াসে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতে পারেন।

কাশ্মীর-দেশের ইতিহাস।

সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত রাজতরঙ্গিণী নামক গ্রন্থে কাশ্মীর-দেশীয় বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতাবৎ কালপর্য্যন্ত বোধ ছিল যে ঐ গ্রন্থ সর্ব্বতোভাবেই সম্পূর্ণ, কিন্তু পরিণামে উপলব্ধ হইল, ইহা ভিন্ন২ সময়ে চারি জন ইতিহাস-লেখকেরা রচনা করিয়াছেন; এবং বস্তুতঃ ইহা চারি খানি পৃথক২ গ্রন্থ। এই রচনা চতুষ্টয়ের প্রথম-ভাগের নাম “রাজতরঙ্গিণী”। ইহা চম্পকপণ্ডিতাত্মজ শ্রীকহ্লণ পণ্ডিতকর্তৃক বিরচিত। ইনি প্রাচীন২ গ্রন্থহইতে প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া বিবিধপ্রকার প্রয়োজনীয় ভূরি২ রাজবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন; এবং যে সকল গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার মধ্যে সুব্রত, নরেন্দ্র, হেলরাজ, পদ্মমিহির, এবং শ্রীছবিল্লাকার প্রণীত গ্রন্থ-সকল প্রধান বোধ হইতেছে। কহ্লন “নীলমনি” নামক এক গ্রন্থেরও প্রমাণউদ্ধৃত করিয়াছেন। বোধ হয় এই গ্রন্থ নিরবচ্ছিন্ন কাশ্মীর-দেশ প্রচলিত “নীলপুরাণ” নামক পুরাণই হইবেক। কাশ্মীর-দেশীয় ইতিহাস লেখকরা স্বদেশের ইতিহাস-বিষয়ে যে বিলক্ষণ সযত্ন ছিলেন, এই সকল গ্রন্থের নামহইতে তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কহ্লনের ইতিহাসে কাশ্মীর-দেশের আদ্য অবধি ৯৪৯ শকে দিদ্দা-রাণীর ভ্রাতৃপুত্র সংগ্রাম-দেবের রাজত্ব পর্য্যন্ত সমস্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়-গ্রন্থের নাম “রাজাবলী”। ইহা শ্রীজোনরাজদ্বারা বিরচিত, এবং ইহাতে সংগ্রামদেবের উত্তরাধিকারী অবধি জৈনুলবুদ্দীন পর্য্যন্ত কাশ্মীর-দেশের সমস্ত রাজাদিগের বিবরণ আছে।

তৃতীয়-গ্রন্থের নাম “জৈনরাজতরঙ্গিণী”। ইহা জোনরাজশিষ্য শ্রীবরপণ্ডিতদ্বারা বিরচিত। জোনরাজার রচিত গ্রন্থ হইতে অনেকাংশ শ্রীবর ইহাতে উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা জৈনুলবুদ্দীনের বিবরণ অবধি আরব্ধ হইয়া ফতেঃশাহের সিংহাসনারোহণ পর্য্যন্ত শেষ হয়। উহার নাম শ্রবণে পাঠকবর্গের অনেকেই বোধ করিতে পারেন যে ইহা জৈনদিগের শাস্ত্র মধ্যে গণ্য; কিন্তু তাহা নহে। এই গ্রন্থকার শিবের অনুকূল-সাধক ছিলেন। জৈনুলবুদ্দীন হিন্দু-প্রজাগণের অতি হিতৈষী ও তাহাদের গ্রন্থ রচনা-বিষয়ে বিশেষ সাহায্য প্রদান করিতেন, একারণ গ্রন্থকার তাঁহার স্মরণার্থে এই গ্রন্থ তাঁহার নামেই বিখ্যাত করিয়াছেন।

চতুর্থ গ্রন্থের নাম “রাজাবলী-পতাকা”। ইহা শ্রীপুণ্য বা শ্রীপ্রাজ্ঞ ভট্টকর্তৃক আকবর শাহের সময়ে বিরচিত হয়। ইহাতে গ্রন্থকর্ত্তার পূর্ব্বপুরুষের বিবরণ অবধি আকবর সাহের কাশ্মীরাধিকার-সময়পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপারের সম্পূর্ণ ইতিহাস আছে। শ্রীবরের গ্রন্থ যে স্থলে শেষ হয় তথায় ইহার আরম্ভ; অর্থাৎ ফতেঃশাহের সমকালে আরব্ধ হইয়া নাজিবাশাহের সময়ে সমাপ্ত হয়। কেবল হোমাউনের পারস্যদেশে পলাইয়া যাওয়ার বিষয়ে ইতিহাস লেখক কিছুমাত্র বিবরণ করেন নাই।

কাশ্মীর-দেশীয়ইতিহাস প্রারম্ভে লিখিত আছে-

যে অধুনা যে স্থলের নাম কাশ্মীর প্রাচীনকালে সে স্থান জলে পরিপূর্ণ থাকিয়া "সতীসরস্ হ্রদ" নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ হ্রদোপরি এই রাজ্য স্থাপিত হয়। এই বাক্য যে কেবল মোসলমান ইতিহাস-লেখকেরাই লিখিয়াছেন এমন নহে। তদ্দেশীয়-পরম্পরাগত কথার সহিতও ঐক্য হয়; এবং ভূগোলবেত্তা মেজর রেনল সাহেবের লেখনানুসারে এতৎকথা সম্ভবরূপে প্রতীত হইতেছে।

হিন্দু ইতিহাস লেখকেরা লেখেন যে ব্রহ্ম-নন্দন-মরীচির তনয় কাশ্যপঋষি ঐহ্রদের সমুদায় জল সেঁচিয়া ফেলেন। মুসলমানেরা বলে উক্ত ঋষির নাম কশেফ্ বা কশেব্। তন্মধ্যে কেহ২ কহে তিনি হিন্দু ঋষি ছিলেন না, কিন্তু এক জন দেবদূত সোলেমানের অনুচর ছিলেন; নিজ প্রভুর আদেশানুসারে এই কাশ্মীর-রাজ্যের জল শোষণ করেন। বরামৌলাঃ নামক পর্ব্বত-মধ্য-দিয়া পথ করিবাতে তথাহইতে এই সমস্ত জল নির্গত হইয়া যায়। কাশ্যপ প্রথমতঃ যে সৃতি দিয়া এহ্রদের জল নির্গত করেন হিন্দুদিগের ইতিহাসে তাহার কিছুমাত্র উল্লেখ নাই। সে যাহা হউক, এ স্থান বস্তুতঃ যে জলপূর্ণ ছিল তাহাতে অসম্ভব বোধ হয় না। আর বরণিয়র সাহেব অনুভব করেন যে পর্ব্বত-মধ্যে ভূমিকম্পাদিরূপ কোন দৈব ঘটনা পর্ব্বতীয় সীমা বিদীর্ণ করিয়া জলের সৃতি প্রস্তুত করে; এবং তদ্দ্বারা কাশ্মীর দেশের জল পঞ্জাবে নিপতিত হয়।

কথিত আছে, কাশ্যপ সতীসরের জল শোষণ করিয়া প্রধান২ দেবতার সাহায্যাবলম্বনে তাহাতে প্রজা বসাইয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে তিনি স্বর্গহইতে দেবতাদিগকে তথায় আনিয়াছিলেন। তৎকালে এতদ্দেশে ঈশ্বরের উপাসনা পরিবর্ত্তে নাগ বা সর্প-দেবের পূজা প্রচলিত ছিল। এই কুরীতি তদ্দেশীয় অসভ্য জাতির মধ্যে যে প্রচররূপ সদ্যঃ প্রবল হইয়া উঠে তাহার মূল কারণ এই যে জলশোষণানন্তর এই স্থান অতিশয় সোঁতা কর্দ্দম ময় হওয়াতে সচরাচররূপে সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি নানাবিধ বিষধর জাতি উৎপত্তি হইত, এবং তাহাদিগের ভয়ে তত্রত্য মনুষ্যেরা তাহাদিগকে পূজা করিত।

রাজতরঙ্গিণীগ্রন্থে উক্ত আছে; কাশ্মীর-দেশের স্থাপনাবধি গোনর্দ্দের রাজত্ব পর্য্যন্ত কুরুবংশের ৫২ জন রাজা ক্রমান্বয়ে ১২৬৬ বৎসর পর্য্যন্ত ইহার শাসন করে; গ্রন্থকার কহেন যে ঐ রাজাদিগের নাম উল্লেখ করিবার যোগ্য নহে; কারণ তাহারা বেদাচার বহির্ম্মুখ হইয়া নানাবিধ অপকার্য্যদ্বারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিত।

মুসলমানেরা কহে যে উক্ত সময়ে কাশ্মীর-দেশে কোন হিন্দু রাজার অধিকার ছিল না। সোলেমানের অনুজ্ঞায় তথাকার জল শোষিত হইলে পর তিনি সে স্থানে জনসমাজ স্থাপন করত আপন ভ্রাতৃপুত্র ঈশানের হস্তে তাহা সমর্পণ করেন। ঈশানের মৃত্যুর পর কাশ্মীররাজ্য তাঁহার পুত্র কসলঘমের অধীনে উনবিংশ বৎসর পর্য্যন্ত শাসিত হয়। কসলঘমের পুত্র মহরুকজ্। এই ব্যক্তি ত্রিংশৎ বর্ষ রাজত্ব করত নিঃসন্তান-প্রযুক্ত আপন পোষ্য-পুত্র পাণ্ডু খাঁর হস্তে রাজ্য সমর্পণ করে। এই পাণ্ডুখাঁর জন্ম ও মৃত্যু বিষয়ে অদ্ভুত এক গল্প-প্রচার আছে। মুসলমানেরা কহে; তাঁহার মাতা এক বিশেষ তড়াগে স্নান করাতে গর্ভবতী হয়, এবং ঐ তড়াগে তিনি স্বয়ং স্নান করণাভিপ্রায়ে অবগাহন করিবামাত্র একেবারে লুপ্ত হন অর্থাৎ তাঁহার দেহ যে পদার্থহইতে উদ্ভব হইয়াছিল তাহাতেই লীন হইয়া গেল; কিছুমাত্র প্রত্যক্ষ অবশিষ্ট রহিল না। ইহাঁর অপত্য-সঙ্খ্যা বহুতর; ইনি স্বয়ং স্ববংশে

পঞ্চদশ সহস্র ব্যক্তিকে বর্ত্তমান দেখিয়াছিলেন। অধুনা এই পাণ্ডু খাঁ মহাভারতীয় পাণ্ডব-পিতা কি অন্য কেহ ইহা অনুসন্ধেয়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাজতরঙ্গিণী-গ্রন্থকার কহ্লণ-পণ্ডিত লেখেন কুরুবংশীয় ৫২ ব্যক্তি কাশ্মীর শাসন করিয়াছিলেন; পাণ্ডু স্বয়ং হিমালয় পর্ব্বতে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন; এবং যুধিষ্ঠিরাদি ভুবনবিখ্যাত তাঁহার পঞ্চ পুত্রের জন্ম সেই স্থানে হইয়াছিল ইহাও সুপ্রসিদ্ধ আছে। মহাভারতে উক্ত আছে, যে সময়ে কুন্তী পঞ্চ-পুত্রসহ হস্তিনাপুরে প্রত্যাগমন করেন তখন পুরজনে পাণ্ডবদিগকে ভণ্ডজ্ঞান করিয়া কহিয়াছিল,

যদা চিরমৃতঃ পাণ্ডুঃ কথং তস্য তে চাপরে।

"পাণ্ডু বহুকাল মরিয়াছেন; ইহারা তাঁহার সন্তান কি প্রকারে হইবেক?" অতএব মুসলমান গ্রন্থোক্ত পাণ্ডুখাঁ যে কুরুবংশজাত পাণ্ডুরাজের অপরাভিধান মাত্র ইহা সম্ভব হইতে পারে। পুরাণাদিতে উক্ত আছে যে কুরুরাজার রাজপাট হস্তিনাপুর এবং তাঁহার বংশ তৎপাটেই ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাতে কাশ্মীরে তদ্বংশীয় কোন এক শাখার আধিপত্য স্থাপনের বাধা কি?

পরন্তু এ সমন্বয় গ্রাহ্য করিলেও হিন্দু ও মুসলমান গ্রন্থ কর্ত্তৃদিগের বাক্য পরস্পর ঐক্য হয় না। মুসলমানেরা কহে পাণ্ডু খাঁর পর অন্যূন ৪০ ব্যক্তি কাশ্মীরদেশের রাজত্ব করিলে গোনর্দ্দ নামা এক জন রাজা হন। কহ্লণ পণ্ডিত লেখেন ৫২ জন কুরুবংশীয় রাজা কাশ্মীরের আধিপত্য করিলে পর গোনর্দ রাজটীকা ধারণ করেন, এবং ঐ গোনর্দ শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠিরাদির সমকালে বর্ত্তমান ছিলেন। পরন্তু কুরুবংশীয় ৫২ ব্যক্তির পর যদ্যপি গোনর্দ রাজা হইয়া থাকেন তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের সমকালীন কি প্রকারে হইবেন? ফলতঃ মুসলমান ও হিন্দু উভয় জাতীয় গ্রন্থই ভূরি২ অসংলগ্ন বাক্যে পরিপূরিত; তাহার সমন্বয় করা দুষ্কর; অতএব তদ্বিষয়ে কালক্ষেপ না করিয়া রাজতরঙ্গিণ্যুক্ত প্রধান২ বাক্যই এস্থলে উদ্ধৃত করিব।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে রাজা গোনর্দ অতি প্রধানরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি মগধাধিপতি জরাসন্ধের জ্ঞাতি মধ্যে গণ্য ছিলেন; এবং যে সময়ে শেষোক্ত রাজা শ্রীকৃষ্ণের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন তৎসময়ে তিনি তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন। জরাসন্ধ ও গোনর্দ স্ব২ সৈন্যসামন্ত লইয়া মথুরাদেশে উপনীত হইলে শ্রীকৃষ্ণ অনায়াসে তাহাদিগকে পরাস্ত করেন; এবং তৎসময়ে শ্রীবলদেবের হস্তে গোনর্দের নিধন হয়। গোনর্দের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দামোদর কাশ্মীর-দেশের সিংহাসনারোহণ করত অবিলম্বে পিতৃবৈর-নির্য্যাতনার্থে উৎসুক হইয়া যদুবংশীয় কোন রাজকুমার গান্ধারদেশে বিবাহ করত গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন দেখিবামাত্র সক্রোধে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন; কিন্তু ভাগ্যক্রমে নববিবাহিতা বধূটিকে ধ্বংস করিয়া স্বয়ং শমন-ভবন পরায়ণ হইলেন। মৃত্যু-সময়ে তাঁহার যশোবতী নাম্নী পতিপ্রাণা গেহিণী গর্ভবতী ছিলেন, এবং যাদবদিগের কোপহইতে স্বরাজ্য রক্ষণে অত্যন্ত অক্ষমা; সুতরাং কাশ্মীরদেশ যদুকুল-হস্তে পতিত হইবার সম্ভাবনা হইল; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ অন্যমত করিয়া যশোবতীর হস্তহইতে রাজ্য অপহরণ করিলেন না, এবং কাশ্মীরের প্রশংসার্থে কহিয়াছিলেন—

কাশ্মীরাঃ পার্ব্বতী তত্র রাজা জ্ঞেয়ো হরাংশজঃ।
নাবজ্ঞেয়ঃ স দুষ্টোঽপি বিদুষা ভূতিমিচ্ছতা॥

"পার্ব্বতী স্বয়ং কাশ্মীরদেশে অধিষ্ঠিতা, এবং তথাকার রাজাকে শিবের অংশজ জানিবে, অত-

এব সে দুষ্ট হইলেও বিভূত্যাকাঙ্ক্ষি পণ্ডিতের পক্ষে তাহার অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য নহে।”

বুহ্মদেশীয় মহাত্মা-বিশেষের বিবরণ।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

সর্ব্বত্রই রাজা প্রধান ও সর্ব্বাগ্রগণ্য হইয়া থাকেন, তৎপরেই দেশভেদে যুবরাজ, বা রাজ্ঞী, বা প্রধান ধর্ম্মোপদেষ্টা মানার্হ হয়; কিন্তু বুহ্মদেশে এই নিয়মের অন্যথা আছে। তথায় রাজ্ঞী বা যুবরাজ রাজার সান্নিধ্য পদাভিষিক্ত নহেন। ঐ পদ অপর এক ব্যক্তি প্রাপ্ত হয়; এবং রাজ-মহিষীত্যাদি অপর সকলেই তাহার কনিষ্ঠরূপে গণ্য ও মান্য হয়। রাজার ন্যায় এই মহামান্য ব্যক্তির মন্ত্রি সমাজ, অমাত্য (উজির), কোষাধিপতি (দেওয়ান), অনুকোষাধিপতি (নায়েব দেওয়ান), সচিব, অনুসচিব, সংবাদদাতা ইত্যাদি বিবিধ রাজকীয় কর্ম্মচারী আছে। তাহারা ইহাঁর অধীন সমস্ত প্রদেশের (জমিদারির) শাসন করিয়া থাকে। বুহ্মদেশে বিদেশীয় রাজদূত সমাগত হইলে, রাজাকে যথাযোগ্য উপঢৌকন-প্রদান-পুরঃসর এই পূজার্হ ব্যক্তিকে চেলি, সাটিন, বনাত, উত্তম মলমল ইত্যাদি বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যের উপঢৌকন নিবেদন করে, তৎপরে রাজমহিষী ইত্যাদিরা স্ব২ সম্মানোপযোগ্য উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। এই পূজনীয় ব্যক্তি কে, বোধ হয়, তাহা পাঠকেরা সহসা অনুভব করিতে পারিবেন না, অতএব আমরাই তাঁহার নামোল্লেখ করিতেছি। তিনি শ্বেত-হস্তী। বুহ্মদেশাধিপতির নানা উপাধির মধ্যে “শ্বেতহস্তিপতি” এক প্রধান উপাধি। রাজতুল্য এই শ্বেতহস্তির সমাদর। রাজভবনের নিকট চতুঃষষ্টি সুদীর্ঘ স্তম্ভদ্বারা শোভিত এব প্রসস্ত অট্টালিকায় ইহাঁর অবস্থিতি হয়। উক্ত স্তম্ভের অর্দ্ধ সঙ্খ্যা ও ঐ অট্টালিকার সর্ব্বত্র সুবর্ণে মণ্ডিত, এবং রাজভবনের সহিত এক বিস্তৃত বারান্দাদ্বারা সংমিলিত। সহসা এই হস্তি-রাজের দর্শন পাওয়া দুষ্কর; হেমখচিত কৃষ্ণবর্ণ মখমলের এক যবনিকা ইতর লোকের দৃষ্টিহইতে ইহাঁকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে। বুহ্মদেশীয় সামান্য লোকেরা ঐ যবনিকার সম্মুখে নানা প্রকার বস্ত্র উপঢৌকন প্রদানপূর্ব্বক প্রণাম করিবার অবকাশ পাইলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মানে। এই ভগবান্ পূজ্যপাদের পুরোপদদ্বয় রূপার শৃঙ্খলে—ও অপর পদদ্বয় অপকৃষ্ট রেশমের রজ্জুতে—বদ্ধ থাকে। ইহার শয্যা নীলবর্ণ-বস্ত্রাচ্ছাদিত গদির উপরি রক্তবর্ণ-পট্টবস্ত্রাবৃত কোমল তোশক। ইহার সুবর্ণ-নির্ম্মিত-তাম্বূলাধার (পানদান), নিষ্ঠীবন-পাত্র (পিক্-দান), ভোজন-পাত্র ও দেহ-সজ্জা প্রভৃতি সকল বস্তুই মণিমুক্তা প্রবালাদিতে খচিত। ইহার সমুদায় ভৃত্যবর্গের সঙ্খ্যা সহস্রের ন্যূন নহে। জড় বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত এই মর্ত্য-লোকীয় মহামান্য ঐরাবতের মহিমা বিদেশীয় লোকের হৃদয়ঙ্গম হয় না; তাহাদিগের অনেকে কহে যে ইহা এক ব্যাধিগ্রস্ত পশু। ইংরাজি ১৮-১০ অব্দে কাপ্তান কানিং সাহেব বুহ্মরাজধানীতে গমন করিয়া এই পশুকে দর্শন করণ সময়ে তৎসমীপে বহুজনকে প্রণত দেখিয়াছিলেন। তিনি কহেন যে ইহা যৎসামান্য খর্ব্ব ও ধবলরোগাক্রান্ত কব্রু বর্ণ পশু। বুহ্মদেশীয় লোকেরা এই পশুর মাহাত্ম্য বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইলে কহে যে জীবাত্মা নানা প্রকার দেহভ্রমণানন্তর মুক্তির প্রাক্কালে শ্বেত-হস্তি-রূপে জন্মগ্রহণ করে, অতএব তাহা পূজার্হ। যা. কৃ. সি।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৪, মাঘ। [১৪ খণ্ড।

রেশম্ প্রস্তুত করণের প্রথা।

বাল্যকালে আমরা এক গল্প পাঠ করিয়াছিলাম; তাহাতে বিবৃত আছে যে একদা শরদৃঋতুর প্রাক্কালে কএক জন অল্পবয়স্ক উদ্ধত-স্বভাব নগরবাসী কোন কৃষকের ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিল। তন্মধ্যে কেহ শস্যক্ষেত্র-মধ্যস্থ স্বয়ং-জাত শুক্ল-পুষ্পমণ্ডিত কুশ-তৃণের শোভা-দৃষ্টে পরমাপ্যায়িত হইল; কেহ২

শয়গুল্মের প্রশংসা করিতে লাগিল; কেহ বা গদ্গদ-চিত্তে শৃগাল-কণ্টকের উজ্জ্বলপীতপুষ্পের গুণবর্ণন করিল; পরন্তু সকলেই একবাক্যে কহিল যে ক্ষেত্রস্থ পুষ্পহীন হরিৎ-তৃণ-সকল (অর্থাৎ শস্য-সকল) তথায় থাকা উপযুক্ত নহে; এবং তদর্থে তত্রত্য কৃষককে তিরস্কার করিয়া কহিল যে সে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে যথাযোগ্য মনোযোগী হইলে উক্ত সুশোভন-পুষ্পচয়ের চতুর্দ্দিগে ঐ কদর্য্য ঘাস কদাপি জন্মিতে পারিত না। অধুনা দৃষ্ট হইতেছে, তাদৃশ কুশপুষ্পানুরাগী শস্যদ্বেষী বিদ্যাক্ষেত্রেও বর্ত্তমান আছে। তাহারা নিন্দা বা দ্বেষবিবর্দ্ধক বাক্য অথবা আদিরস ঘটিত অশ্লীল অশ্রাব্যপদপূর্ণ পুস্তক পাইলেই মুগ্ধ হয়; তদিতর সকল গ্রন্থই তাহাদিগের নয়নকণ্টক। জীব-সংস্থার বর্ণনাস্বাদ যে তাহাদিগের পক্ষে নিম্ববৎ তিক্ত বোধ হইবেক ইহাতে আশ্চর্য্য কি? পরন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে তাদৃশ ব্যক্তি-দিগের সংখ্যা অতি অল্প, এবং তাহাদিগের বাক্যও জন-সমাজে গ্রাহ্য হয় না। অশ্ব, গো ও উষ্ট্র ক্ষেকি পর্য্যন্ত মঙ্গল-প্রদ তাহা সাধারণের সমীপে সুপরিব্যক্ত আছে, এবং ঐ অপ্রশস্ত-মতিদিগের উপহাসসম্ভাবনা সত্ত্বেও অনেকেই তাহার বিবরণ-শ্রবণে উৎসুক হইয়া থাকেন *। বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের এই খণ্ড উক্ত অবিতর্কদিগের হস্তে পতিত হইলে "আবার ফড়িং প্রজাপতি" এই বাক্য অনায়াসেই স্ফুট হইতে পারে। পরন্তু ইহা কি তাহাদিগের বোধাগম্য হইবে, যে ঐ ফড়িং-প্রজাপতিহইতে ভূমণ্ডলের অন্ততঃ এক কোটি মনুষ্য উপজীবিকা প্রাপ্ত হয়?—যে এক বঙ্গভূমিতেই দশ লক্ষ মনুষ্য ঐ ঘৃণিত প্রজাপতির প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছে?—যে ঐ প্রজাপতি-কীটই, বঙ্গদেশীয়দিগের নিমিত্তে প্রতিবৎসর লক্ষাধিক চত্বারিংশ সহস্র মন রেশম্ প্রস্তুত করে, এবং তদ্বাণিজ্যে বর্ষে ২ দুই কোটি মুদ্রা বঙ্গদেশের উপলব্ধ হইয়া থাকে?

রেশম্ শব্দ পারশ্য ভাষা-জাত; তদ্-দ্বারা যে পদার্থের বোধ হয় তাহা বহু কালাবধি এতদ্দেশে প্রচলিত আছে, এবং পূর্ব্বে "কৌষেয়" "ক্ষৌম" বা "পট্ট" শব্দে বিখ্যাত ছিল। ইহা এক প্রকার কীটদ্বারা প্রস্তুত হয়। চীনদেশীয় গ্রন্থে বিবৃত আছে, চীনাধিপতি হোয়াঙ্তির পট্টমহিষী সিলিঙসী সর্ব্বাদৌ প্রজাপতির গুটিকাহইতে সূত্র প্রস্তুত করত বস্ত্র বপন করেন; এবং তদবধি এ পর্য্যন্ত প্রায় ৪৬০০ বৎসরকালের ন্যূন হইবেক না তদ্দেশে রেশম্ প্রস্তুত হইতেছে; ও পৃথিবীর অপর ভাগস্থ সকলেই চীনজাতীয়দিগের দৃষ্টান্তানুসারে ঐ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছে। ইংরাজেরা এই বাক্য অগ্রাহ্য বোধ করেন না; কারণ রেশম্ সর্ব্বাদৌ চীনহইতেই বিলাতে যাইত। বোধ হয়, ভারতবর্ষ সম্বন্ধেও এই বাক্য প্রযোজ্য বটে; কারণ মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে দৃষ্ট হইতেছে, রাজা যুধিষ্ঠিরকে উপঢৌকন প্রদান করণার্থে হিমালয়ের উত্তরাংশস্থ শকজাতীয়েরা কীটজ বস্ত্র আনয়ন করে। ঐ বস্ত্র পাণ্ডবজ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে সুপ্রাপ্য হইলে তাহারা তদানয়নে বৃথা শ্রম স্বীকার করিত না।

পূর্ব্বে রোমান্ জাতীয়েরা কৌষেয় বস্ত্রের অত্যন্ত সমাদর করিত; কিন্তু তদ্দেশে তাহা দুষ্প্রাপ্যতাপ্রযুক্ত নিতান্ত বহু মূল্যে বিক্রয় হইত। নিরবচ্ছিন্ন কৌষেয় বস্ত্র তথায় কেবল ধনাঢ্য স্ত্রীলোকেরাই

* শেকন্দর পাদশাহ ভারতবর্ষে আগমন সময়ে তথাকার জীবসংস্থার বিবরণানুসন্ধানার্থে এক সহস্র প্রাণিতত্ত্বজ্ঞ সমভিব্যাহারে আনয়ন করিয়াছিলেন। তাহারা কেবল পশু, পক্ষি, কীটাদি সঙ্গ্রহ করিয়াছিল; এবং সেই সঙ্গৃহীত পদার্থের পরীক্ষানন্তর আরিষ্টোটল নামক মহা পণ্ডিত যে গ্রন্থ রচনা করেন, জীবসংস্থাবিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ মধ্যে তদ্রূপ উত্তম গ্রন্থ আর নাই।

ব্যবহার করিত; কিন্তু সাবধানি মিতব্যয়িরা সচরাচররূপে তাহার অনভ্যো করিতেন। কথিত আছে, অরিলিয়ন্ নামক প্রসিদ্ধ মহারাজচক্রবর্ত্তির স্ত্রী রেশম্ নির্ম্মিত আপাদ-কণ্ঠ-পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ অঙ্গরক্ষা প্রস্তুত করণাভিপ্রায় প্রকাশ করাতে তিনি বহুব্যয় হইবেক আশঙ্কায় তাহাকে নিষেধ করেন। ১৩০০ বৎসর পূর্ব্বে কৌষেয় সূত্র রোম রাজ্যে এতাদৃশ মহার্ঘ হইয়াছিল যে নিরবচ্ছিন্ন তন্নির্ম্মিত বস্ত্র রাজারাও ধারণ করিতে অশক্ত হইয়াছিলেন। হেলিওগেবেলস্ নামক রাজা বহুব্যয় স্বীকার করত তাদৃশ বস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, এতৎপ্রযুক্ত দেশীয় হিতাহিতবিচারক মহাসভায় তাঁহার নামে অপরিমিত ব্যয়িতার অভিযোগ হয়।

অধিকন্তু এই বস্তু অত্যন্ত মহার্ঘ হওয়াতে এতৎসম্বন্ধে নানাবিধ অলীক গল্পেরও প্রচার হইয়াছিল, এবং অনেকে তাহা বিশ্বাস করিত। ইস্নার্ড নামক জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা রেশমের কীট প্রস্তুত করণবিষয়ে লেখেন; "বসন্তের প্রারম্ভে তুত"বৃক্ষে নবীন পত্র বিকসিত হইলে রেশম্ প্রস্তুত"কারিরা এক গর্ভবতী গাভীকে নিরবচ্ছিন্ন তুত"পত্র ভক্ষণ করাইতে থাকে—অন্য কোন পদার্থ "খাইতে দেয় না; পরে ঐ গাভী বৎস প্রসব "করিলে ঐ বৎসকেও কিয়ৎকাল মাতৃদুগ্ধ ও "তুতপত্র ভক্ষণ করায়; এবং উক্ত খাদ্যে "ঐ বৎসের বিরাগ জন্মিলে তাহাকে বিনাশ "করে, এবং তাহার দেহ খণ্ড২ করত গৃহ-ছা"দোপরি এক পাত্রে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানে "মাংস গলিত হইলে যে কীট জন্মে তাহাই কৌ"ষেয় কীট; এবং তাহাহইতে রেশমপ্রাপ্তি "হয়"। এ বাক্য যে কি পর্য্যন্ত অলীক তাহা কথন বাহুল্য, কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে লোকে ইহাও বিশ্বাস করিত।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রেশম্ কীটজপদার্থ। ঐ কীট এক জাতি প্রজাপতির পূর্ব্বাবস্থা। অপর প্রজাপতির ন্যায় উক্ত জাতীয় প্রজাপতিরা আজন্ম-মৃত্যু অবস্থা-চতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়। প্রথমাবস্থা অণ্ড; দ্বিতীয়, কীট; তৃতীয়, গুটী; চতুর্থ, প্রজাপতি*। এই অবস্থা চতুষ্টয়-ভেদে প্রস্তাবিত কীটের আকৃতি, স্বভাব ও ধর্ম্মের সম্যগ ভেদ হয়, এবং রেশম্ প্রস্তুতকারিরা তদ্বিশেষ জ্ঞাত হইয়া বহু আয়াস ও ব্যয়ে ইহাদিগের প্রতিপালন করে।

বঙ্গদেশে রেশমের কীট প্রস্তুতকারিরা "তুত চাষী" শব্দে বিখ্যাত। পূর্ব্বে এতদ্দেশে এই চাষের বিশেষ সমাদর ছিল না। ইংরাজদিগের প্রাদুর্ভাবাবধি ইহার সম্যগ্ বৃদ্ধি হইয়াছে। যে স্থলে রেশম্ প্রস্তুত হয় সেই কার্য্যালয়কে "বানক" শব্দে কহে। তৎসম্বন্ধে "কুঠী" শব্দ ও সর্ব্বত্র প্রয়োগ হইয়া থাকে; ফলতঃ কুঠী বিদেশীয় শব্দ, পোর্টুগীস্দিগের প্রাদুর্ভাবাবধি ব্যবহার সিদ্ধ হইয়াছে; "বানক" সংস্কৃত শব্দ†, এবং রেশম বানাইবার স্থান ভিন্ন স্থলান্যত্রও প্রয়োগ হয়। বানকে রেশম প্রস্তুত করণার্থে অনেক পরিশ্রম ও ব্যয় করিতে হয়, এবং ইংরাজদিগের কুঠীতে তাহার নিমিত্তে অস্ত্রাদির প্রচুর আয়োজন হইয়া থাকে। পরন্তু তদ্বিষয়ের পরিজ্ঞানার্থে তৎসমুদয়ের বিবরণ লিখিবার প্রয়োজন নাই; জনৈক যৎসামান্য তুত-চাষির গৃহে এতদ্বিষয়ে আমরা যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছি, বোধ হয়, তাহার বিবরণেই পাঠকদিগের পরিতোষ ও ইষ্টসিদ্ধ হইবেক।

---

* ইহার বিশেষ বিবরণ এতৎপত্রের প্রথম পর্ব্বে ৫৬ পত্রে বিবৃত আছে।

† "বান" শব্দে গৃহ, স্বার্থে ক প্রত্যয়দ্বারা বানক হয়।

বানকের প্রথম অঙ্গ কীট-প্রতিপালনের গৃহ। বঙ্গদেশীয় অপরাপর চাষিদিগের কার্য্যালয় যে প্রকার তৃণাদিদ্বারা নির্ম্মিত হয়, কীট-প্রতিপালনের গৃহও তদ্রূপ। ইহার পরিমাণ ১৬ হস্ত দীর্ঘ, ১০ হস্ত প্রস্থ, ৯ হস্ত উচ্চ। এই গৃহের দক্ষিণ প্রাচীরে এক দ্বার ও দুই গবাক্ষ থাকে; অপর প্রাচীরে দ্বার বা গবাক্ষ কিছুমাত্র থাকে না। কোন২ কীটাগারের দ্বার পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া থাকে; কিন্তু কদাপি উত্তর বা পশ্চিমদিগে দ্বার থাকে না। এতাদৃশ গৃহে ৫ মঞ্চ (মাচান) থাকে, এবং ঐ মঞ্চের পদসকল জলে নিমগ্ন রাখিতে হয়; নচেৎ ঐ পদদ্বারা মঞ্চে পিপীলিকা উঠিয়া কীট-দিগের বিনাশ করে। প্রত্যেক মঞ্চে ষোড়শ "ডালা" নামক আধার থাকে। উক্ত ডালার পরিমাণ ৩৮ হস্ত দীর্ঘ ও ২৮ হস্ত প্রস্থ, এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বে ৩ অঙ্গুলি উচ্চ আইল থাকে, ও তৎসর্ব্বত্র গোময় বা মহিষময়দ্বারা লিপ্ত হয়। হিন্দু চাষিরা গোময় ব্যবহার করে; কিন্তু যবনেরা

মহিষময় প্রশস্ত জ্ঞান করে; ফলতঃ গোময়াপেক্ষা মহিষময় কীটদিগের বিশেষ পুষ্টিকর। প্রস্তাবিত ডালার প্রত্যেকে ২॥ কাহন অর্থাৎ ৩২০০ কীট রক্ষিত হয়; সুতরাং তদ্গৃহস্থ সমস্ত ডালায় অনায়াসে ২৫৬০০০ কীট প্রতিপালিত হইতে পারে।

বানকের দ্বিতীয় অঙ্গ তুত-ক্ষেত্র। পঞ্চ-মঞ্চ বিশিষ্ট পূর্ব্বোক্ত পরিমাণ কীটাগারের ব্যয়োপযুক্ত তুত পত্র প্রাপ্তির নিমিত্তে ১০ বিঘা ভূমিতে তুত রোপণ করিতে হয়। ঐ তুত চারিপ্রকার; প্রথম প্রকারের নাম "সার"; ইহার পত্র বৃহৎ এবং ফল কৃষ্ণবর্ণ। রেশম-কীটের প্রথমাবস্থায় এই পত্র দেওয়া নিষিদ্ধ; কেবল শেষাবস্থায় ব্যবহার্য্য। দ্বিতীয়ের নাম "ভোর"; ইহার পত্র পূর্ব্বাপেক্ষায় খর্ব্ব। ইহা হুগলি ও মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রসিদ্ধ। তৃতীয়ের নাম "দেশি"; চতুর্থের নাম "চীনি"; এই দ্বয়ের পত্র ক্ষুদ্র; এবং ইহাই বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়।

বানকের তৃতীয় অঙ্গ সূত্র-প্রস্তুত-করণের গৃহ। বস্তুতঃ ব্যবহার সিদ্ধ ইহাই বানক শব্দ বাচ্য; কীট প্রতিপালনের গৃহ তুতক্ষেত্র ইত্যাদি প্রত্যঙ্গমাত্র। এই গৃহে প্রাচীর থাকে না, আবশ্যক মতে তৎপরিবর্ত্তে ঝাঁপ ব্যবহৃত হয়।

বঙ্গদেশে চারিপ্রকার রেশমের কীট প্রচার আছে। প্রথম প্রকারের নাম "বড়"; ইহাতে বর্ষে একবারমাত্র রেশম জন্মে। দ্বিতীয় প্রকার কীটের নাম "দেশি"; ইহাতে বর্ষে পাঁচ বার রেশম প্রস্তুত হয়। তৃতীয়, "চীনি"; ইহাকে "মান্দ্রাজি" শব্দেও কহিয়া থাকে, এবং ইহাতে বর্ষে ৬ বা ৭ বার রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। চতুর্থ, "বর্ণসঙ্কর"; ইহারা দেশি এবং চীনি কীটের সংশ্রবে জন্মে, এবং যৎসামান্য পত্র-ভক্ষণ করিতে পাইলেই পরিতুষ্ট হয়; কিন্তু ইহাতে উত্তম রেশম্ প্রস্তুত হয় না।

রেশমের কীটকে তুত চাষিরা সামান্যতঃ "পুলু" "পোকা" বা "পোক্" শব্দে কহে। পরন্তু ইহাদিগের অবস্থাভেদে নাম-ভেদ হয়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রেশমের কীট আজন্ম-মৃত্যুপর্য্যন্ত অবস্থা চতুষ্টয় প্রাপ্ত হয়; তত্রাদৌ, অণ্ড। জাতি ও ঋতুভেদে এই অবস্থা অল্প বা বহুকাল ব্যাপিকা হয়। দেশি কীটের অণ্ড বসন্ত কালে দশদিবসে, বৈশাখ মাসে অষ্টাহের মধ্যে, ও আষাঢ় মাসে সপ্ত দিবসে প্রস্ফুটিত হয়; কিন্তু শরৎকালে প্রায় দুই মাস কাল অণ্ডাবস্থায় থাকে। বড় কীটের অণ্ড ফাল্গুন মাসের শেষে জন্মে, এবং তৎপরে দশমাস কাল তদবস্থায় থাকিয়া মাঘের প্রারম্ভে কীটাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই কীট প্রতিপালকেরা ফাল্গুন মাসের শেষে চল্লিশটী পুংকীটের গুটি ও অপর চল্লিশটী স্ত্রী কীটের গুটি (সকলে ১ পন) লইয়া এক পরিষ্কার মৃৎপাত্রে রাখিলে ৮। ১০ দিবস পরে ঈষৎ-পীতাক্ত-শুক্লবর্ণের এক প্রকার ক্ষুদ্র প্রজাপতি * ঐ গুটিহইতে নির্গত হয়। তুত চাষিরা ইহাকে "ফর্ফরে" শব্দে কহে। জন্মাইবার কিয়ৎ কাল পরে স্ত্রী প্রজাপতিরা অণ্ড প্রসব করিতে আরম্ভ করে; এবং উক্ত চল্লিশটী স্ত্রী-কীট-সকল সফল হইলে ২৪ ঘণ্টা কাল মধ্যে অভাবতঃ ১০ কাহন (১২৮০০) ক্ষুদ্র অণ্ড প্রসব করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। সত্বর অণ্ড প্রসব না করিলে চাষিরা তাহাদিগের নিকট এক প্রজ্বলিত দীপ আনয়ন করে, তদ্দৃষ্টে প্রজাপতিরা অণ্ড প্রসব করণে উৎসুক হয়। কিন্তু উক্ত এক পন গুটীর সকল রক্ষা পায় না; ও যাহারা

* এই প্রজাপতির অবয়ব বিষয়ে অস্মদ্ বক্তব্য পরে প্রকাশ হইবেক।

প্রজাপতি রূপে জন্মগ্রহণ করে তাহার সকল স্ত্রী ও পুরুষ প্রজাপতির সংশ্রব হয় না, অপর যে সকল অণ্ড প্রসব হয় তাহার সমুদায় রক্ষা পায় না; সুতরাং এক পন গুটি বীজস্বরূপ রাখিলে ৩৷৷০ কাহনের অধিক ফল প্রাপ্তি হয় না।

নব প্রসবিত অণ্ড সর্ষপাকৃতি, ও ঈষৎ পীতাক্ত শুক্লবর্ণ; ৩৬ ঘণ্টা কাল পরে ঐ বর্ণের পরিবর্ত্ত হইয়া মৃৎপ্রস্তরের (মেটে পাথরের) ন্যায় কৃষ্ণাক্ত হয়। পঞ্চ দিবস পরে গোল সর্ষপাকার অণ্ডের মধ্যভাগ কুঞ্চিত হইয়া কীটাকার হয়, এবং এতদবস্থায় বড় কীটের অণ্ড দশমাস কাল অনায়াসে অবস্থান করে। দেশি ও চীনি কীটের অণ্ড ৮ বা ১০ দিবস মধ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে, কিন্তু শীতের প্রবলতায় তাহার অন্যথা হয়। তৎসময়ে ও হিমপ্রধান দেশে অণ্ডহইতে কীট প্রস্ফুটিত করিতে হইলে উক্ত অণ্ড-সকলকে এক কোমল ও পরিষ্কার বস্ত্রের থলীতে রাখিয়া তুত-চাষিরা উক্ত থলী আপন কক্ষ বা বক্ষোদেশে বাঁধিয়া রাখে। কেহ২ উক্ত অণ্ড উষ্ণ সদ্যোজাত গোময়ে নিমগ্ন করে। ইংরাজেরা ইহার পরিবর্ত্তে অণ্ড-সকলকে এক উষ্ণ গৃহে স্থাপন করে। পরন্তু যে প্রকারে হউক অণ্ড সকল তিন বা চারি দিবস উত্তাপ পাইলেই প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাহইতে কীট নির্গত হয়।

জন্ম সময়ে উক্ত কীট কৃষ্ণবর্ণ এক-ধান্য-পরিমিত দীর্ঘ হয়, এবং খাদ্যচেষ্টা ভিন্ন অন্য কোন আয়াস করে না। বস্তুতঃ আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত দুই হস্ত পরিমাণ স্থান ভ্রমণ করে না। চাষিদিগের পক্ষে এই স্বভাব অতি উপকারপ্রদ; ইহা না হইলে কীট সকলকে রক্ষা করা অত্যন্ত ক্লেশকর হইত। নবজাত তুত-কীটদিগের ভক্ষণার্থে চাষিরা প্রত্যহ চারিবার নবীন তুতপত্র প্রদান করে, এবং চারি দিবস অনবরত উক্ত পত্র ভক্ষণ করণানন্তর ঐ কীটেরা অবসন্ন ও নিস্তব্ধ হইয়া পড়ে। কৃষকেরা এই সুপ্তাবস্থাকে "আক্সারে ঘুম" শব্দে কহে। দুই দিবসে এই নিদ্রার ভঙ্গ হয়; এবং তৎপরে ঐ কীট আপন পূর্ব্ব ত্বক্ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন ত্বক্ ধারণ করত পুনঃ তুতপত্র ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়। এতদ্রূপে কীট চারিবার নিদ্রানন্তর ত্বক্ পরিবর্ত্তন করিলে ৩৷৷০ অঙ্গুলী পরিমাণ দীঘ হইয়া উঠে; এবং তদবস্থায় ১০ দিবস তুত ভক্ষণ করিলে ইহার বর্ণ স্বচ্ছ প্রায় ও রেশমের বর্ণের ন্যায় হয়; এবং আর তাহার ভক্ষণ-স্পৃহা থাকে না। এইক্ষণে চাষিরা কীট সকলকে ডালাহইতে নামাইয়া "ফিং" নামক এক আধারে রাখে। উক্ত ফিং ৩৷৷০ হস্ত দীর্ঘ ও ২৷৷০ হস্ত প্রস্থ, এবং দরমাদ্বারা নির্ম্মিত। ইহার উপর অতি সূক্ষ্ম বংশ-নির্ম্মিত দুই অঙ্গুলী গভীর ও ৩ অঙ্গুলী প্রশস্ত কুটীর-সকল থাকে। চাষিরা উক্ত কুটীরে এক২ টী কীট রাখিলে ঐ কীটেরা আপন২ মুখহইতে এক প্রকার সূত্র নির্গত করত আপন দেহ আবৃত করে। ঈষদ্ রৌদ্রের উত্তাপ পাইলে ও আলোক থাকিলে এই কার্য্য সত্বরে সুসম্পন্ন হয়; অতএব প্রাতঃকালে ফিং-সকল সূর্য্যাভিমুখে এবং রাত্রে দীপালোকে রাখা কর্ত্তব্য। কীটেরা ৫৬ ঘণ্টা কালে ক্রমাগত সূত্র প্রস্তুত করত পরে নিস্তব্ধ হয়। কীটের পরমায়ু ও অবস্থা সম্বন্ধে আমরা যে কালের নির্দ্দেশ করিলাম তাহা সর্ব্বত্র ও সর্ব্ব সময়ে যথার্থ হয় না। কাল, ঋতু, বায়ুর অবস্থা ও কীটের জাতিভেদে ইহার অনেক অন্যথা হয়; কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে অধুনা তাহার বিবরণ লিখনে নিরস্ত রহিতে হইল।

গুটী প্রস্তুত হওনের ৪৷৫ দিবস পরে তন্মধ্যস্থ সুপ্তকীটসকলকে সূর্য্যোত্তাপে অথবা "তুন্দুর" নামক উত্তপ্ত গৃহে বিনাশ করিতে হয়। তৎপরে অব-

কাশমতে ঐ গুটী তপ্ত-জলে সিদ্ধ করিলেই অনায়াসে সূত্র প্রস্তুত হইতে পারে। যে সকল চাষিদিগের তুন্দুর নাই, এবং এক কালে অল্প পরিমাণে সূত্র প্রস্তুত করে। তাহারা গুটী প্রস্তুত হওনের ৪।৫ দিবস মধ্যে—এবং বর্ষার সময়ে তাহাহইতেও শীঘ্র ৩ দিবস মধ্যেই—তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। গুটী প্রস্তুত-করণ-ক্রিয়া সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন হইলে পূর্ব্বোক্ত পরিমিত গৃহে এক কালে ৩ মন ৩ সের রেশম প্রস্তুত হইয়া থাকে, এবং অপর কিয়ৎ পরিমাণ খাই-রহিত রেশমও উৎপন্ন হয়; সামান্যতঃ ইহার নাম "ওছা রেশম"।

এবম্প্রকারে রেশম্ প্রস্তুত হইলে তাহা নানা প্রকারে মার্জ্জন ও ধৌত করিতে হয়, তদ্ব্যতীত বস্ত্র বপনের উপযুক্ত হয়না; এবং ঐ মার্জ্জনাদিক্রিয়ায় প্রতি সেরে এক পাদ পরিমাণ রেশম্ বিনষ্ট হয়। ডণ্ডোলো নামক জনৈক পণ্ডিত নিরূপণ করিয়াছেন, যে এক চীনি গুটীতে এক রতি পরিমাণ রেশম্ জন্মে, এবং উক্ত পরিমাণ রেশম্ প্রায় ৮০০ হস্ত দীর্ঘ হয়। অপর ঐ রেশমের ৬০ তোলক সূত্রে এক জোড় উত্তম গরদের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং তৎপ্রস্তুত করণে ৫৭৬০ গুটীর সূত্র আবশ্যক; সুতরাং অভাবতঃ ৫৭৬০ জীবের প্রাণ বিনষ্ট না করিলে এক জোড় গরদের বস্ত্র পরিধান করা অসাধ্য; অধুনা যাঁহারা অবিরত বৈধ-হিংসার নিন্দা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাস্য যে তসর, ও গরদ, ও চৈলি, ও সাটিন, ও মখ্মল্ ইত্যাদি কীটজবস্ত্র তাঁহারা কি বিবেচনায় ধারণ করেন? তাঁহারা অবশ্যই জ্ঞাত আছেন যে বিংশতি বৎসর প্রত্যহ ছাগ মাংস ভক্ষণে যাবৎ সঙ্খ্যক জীব হিংসা ঘটে, এক যোড় গরদের বস্ত্রার্থে তদধিক পাপের (?) সম্ভাবনা; কারণ উক্ত বস্ত্রের প্রত্যেক গজ পরিমিত পদার্থ প্রস্তুত করণে সহস্রাধিক জীবের প্রাণ হানি হয়। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে ১৬,১১৮।০ মোন রেশম্, ও ৭৬,৮৪৩ থান কোরা, আর ৭,৫৮,৭৮৩ থান রেশম্ মিশ্রিত কার্পাশ বস্ত্র বঙ্গদেশ-হইতে বিদেশে প্রেরিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন এতদ্দেশে যে রেশমের বস্ত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল তৎসমুদায় প্রস্তুত করণার্থে ১,২০,০০০ মন রেশমের আবশ্যক; এবং ঐ রেশম উৎপন্ন করণার্থে বঙ্গদেশে প্রতিবর্ষে অভাবতঃ ৮,৩২,৫২,০৩,২৫২ জীব হিংসা হইয়া থাকে!! বৈধ-হিংসাদ্বেষি মহাশয়েরা কোষের বস্ত্র ব্যবহারে বিরত হইলে উক্ত সঙ্খ্যক জীবের অনেকে রক্ষা পাইতে পারে!!!

শিখ-ইতিহাস।

৬ সঙ্খ্যার ৯৬ পৃষ্ঠহইতে ক্রমে আগত।

অতঃপর গোবিন্দ সিংহ প্রধান ও গৌণভাবে ভূরি২ সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমতঃ প্রাচীন মিত্র নাহোনাধিপতির সহিত তাঁহার এক সঙ্গ্রাম উপস্থিত হয়। তাঁহার কতিপয় পাঠানজাতীয় সেনা স্ব২ প্রাপ্য বেতন প্রাপ্ত না হওয়াতে বিদ্রোহদ্বারা অনায়াসে প্রাপ্য আদায়ের সম্ভাবনায় নাহোনাধিপতির সহিত মিলিত হইয়া ঐ যুদ্ধ উপস্থিত করে। কিন্তু নাহোনরাজ হিণ্ডোরদেশীয় রাজার সাহায্যে প্রবল পরাক্রম প্রকাশ-পুরঃসর গুরুর প্রতি আক্রমণ করিলেন বটে, তথাপি তাঁহার অনুপম শৌর্য্য বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্য প্রভাবে অবশেষে পরাভব স্বীকারপূর্ব্বক তাহাকে রণে ভঙ্গ দিতে হইল—গুরু গোবিন্দ তাহাদের বহুতর রণপুঙ্গব সেনা ও সেনাপতির

বিনাশ করিয়া জয় লাভ করিলেন। পরন্তু তিনি জয়ী হইয়াও শত্রুহইতে দূরে প্রয়াণ করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিয়া আনন্দপুরে উপনীত হওত তত্রস্থ দুর্গের দৃঢ়তা সম্পাদনে নিযুক্ত হন। ইত্যবসরে কহলুর দেশের নৃপতি ভীমচাঁদ দিল্ল্যধিপতি বাদসাহের কোটকাজরাস্থ প্রতিনিধির সহিত বিবাদ উপস্থিত করত গুরুর সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিল। গুরু সতত যবনদ্বেষী, অবকাশ সত্ত্বে কদাপি নিরস্ত হইতেন না, বিশেষতঃ ভীমচাঁদের সৌহৃদ্যে আশু মঙ্গল সম্ভাবনা বোধ করিলেন; অতএব রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত ও তাহাতে কৃতকার্য্য হইলেন। তদনন্তর কিয়ৎকাল নির্ব্বিরোধে গত হইতে লাগিল। এই সময়ে গুরু আপনার অনুৎসাহি শিষ্যগণকে পুনর্ব্বার সুশাসিত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দ সিংহ কোটকাজরাস্থ রাজপ্রতিনিধির বিদ্রোহি হওয়াতে দিল্লীহইতে বাদশাহের কএক দল সেনা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা গুরুকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই; আপনারাই পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক পলায়ন পরায়ণ হয়।

অনন্তর দিল্ল্যধিপতির উক্ত প্রতিনিধির সহিত পঞ্জাব-দেশের পূর্ব্বাঞ্চলস্থ সামান্য রাজাদিগের অপর কতিপয় সঙ্গ্রাম উপস্থিত হয়, এবং তাহার যে যুদ্ধের সংশ্রবে গুরু বর্ত্তমান থাকিতেন তাহাতে প্রায় জয় হইত, অতএব মুসলমানেরা সাতিশয় ভীত হইল; এবং যবনাধিকার্য্য উৎসন্ন হইবার আশঙ্কা করিতে লাগিল। দিল্লীস্থ যবন সম্রাট্ ক্রোধাবিষ্ট হইয়া লাহোর এবং সরহিন্দ দেশের প্রধানদিগকে আজ্ঞা দেন, “সমস্ত সেনা সমভিব্যাহারে বহির্গমন পূর্ব্বক গোবিন্দের প্রতি আক্রমণ করিয়া তাহাকে সমরশায়ী করহ;” এবং কিয়দ্দিন পরে নিজ পুত্র বাহাদুর শাহকে তাহাদের সহায়তা নিমিত্ত প্রেরণ করেন। গুরু আনন্দপুরে শত্রুগণ কর্ত্তৃক বেষ্টিত হইয়াও কতক দিন মহাসাহসের সহিত তাহাদের প্রতিযোগিতা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অধিকাংশ শিষ্য ভীত হইয়া পলায়ন করাতে পরিশেষে তাঁহাকেও পরিবার লইয়া সরহিন্দ দেশে প্রস্থান করিতে হইল। পথিমধ্যে কোন স্বজনের বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহার দুই পুত্র হত হয়। এবম্প্রকারে সৈন্যসামন্ত সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; অবশিষ্ট চত্বারিংশৎ শিষ্য মাত্র তাহার সমভিব্যাহারে ছিল। তাহারা এই বিপদে খিন্ন হইয়া পুনর্ব্বার স্বগণ সঙ্গ্রহপূর্ব্বক দলবৃদ্ধি করিবার বাসনায় গুরুর নিকট পলায়িত শিষ্যদের প্রতি ক্ষমা প্রার্থনা করিল। গোবিন্দ সিংহের তৎকালেও জয়াশা প্রবলা ছিল; অতএব তাহাদিগকে কহিলেন; “আমার কোপ স্থায়ী নহে।” অনন্তর সমগ্র শিষ্য সমভিব্যাহারে সেই নিশাভাগেই স্বাধিকারস্থ চম্‌কোর্ দুর্গে গমন করিলেন।

মুসলমানেরা সে স্থানেও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া আপনাদের বার্ত্তাবহদ্বারা এই বার্ত্তা প্রেরণ করিল, “যে এখনও অধীনতা স্বীকারপূর্ব্বক আপনার কল্পিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে সপরিবারে পরিত্রাণ পাইবে”। কিন্তু গোবিন্দের পুত্র অজিতসিংহ বার্ত্তাবহকে অবজ্ঞা করত মৌনাবলম্বন করাইলেন। মোগল সেনারা তৎসম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া উগ্রভাবে চতুর্দ্দিগ্ হইতে উৎপাত আরম্ভ করিল। গুরু স্বয়ং সাহস প্রকাশ পুরঃসর সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিয়া প্রতীকার চেষ্টা করিবাতেও তাঁহার অবশিষ্ট দুই পুত্র হত হইল, এবং দলবল উৎসন্ন হইবার উপক্রম হইল; সুতরাং

তাঁহাকে পুনঃ পলায়নদ্বারা আত্ম-পরিত্রাণ করিতে হইল। যৎকালে গুরু পলায়ন করেন তখন দুই জন পাঠান তাঁহার পূর্ব্বোপকার স্মরণপূর্ব্বক যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিল। তাহারা পথ-প্রদর্শক হইয়া তাঁহাকে বেহললপুরে রাখিয়া আইসে। গুরু পীর মহম্মদ নামক এক ব্যক্তির সহিত একদা এক সঙ্গে কোরান পাঠ করিয়াছিলেন; সে ঐ সময়ে উল্লেখিত স্থানে অবস্থিতি করাতে বিশ্বাস করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন; এবং নিরুপায়তা প্রযুক্ত যবনদিগের আহারীয় সামগ্রী ব্যবহার পূর্ব্বক শিষ্যগণকে কহিলেন "আপৎকালে এবম্বিধ ব্যবহার অবিধেয় নহে।" অনন্তর যাবনিক পরিচ্ছদ ধারণপূর্ব্বক ভুতিন্দার অরণ্যে গমন করিলে পলায়িত শিষ্যগণ সেখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইল; তাহাদিগের সাহায্যে যে সকল মুসলমান্ সৈন্য পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া আসিতেছিল তাহাদিগকে পরাভূত করত তথা-হইতে দমদমা নামক স্থানে গমন করিলেন।

গোবিন্দ সিংহ কিয়ৎকাল এই স্থানে নির্ব্বিরোধে অবস্থিতি করেন; এবং ঐ সময় স্বীয় মতস্থ লোকদিগের উৎসাহ-বৃদ্ধি নিমিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রের উপযোগি কতিপয় গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সেই সকল গ্রন্থের সমষ্ট্যাখ্যা "দশম পাদশাহের গ্রন্থ" এবং তন্মধ্যে "বিচিত্র নাটক" নামে এক পুস্তক অতি প্রসিদ্ধ। গোবিন্দ সিংহ উক্ত পুস্তকে আপন জীবন বৃত্তান্ত সমস্ত বিবৃত করিয়াছেন।

গুরু এই নির্ব্বিরোধাবস্থায় কিয়ৎকাল যাপন করিলে বাদশাহের দূত তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উপনীত হয়। তিনি গমন না করিয়া অতি প্রগল্ভভাবে এক লিপি লিখিয়া উক্ত বার্ত্তাবহের হস্তে অর্পণ করেন। তাহাতে তাঁহার প্রতি প্রবল সৈন্যের পুনর্ব্বার আক্রমণ হইতে পারিত; কিন্তু দৈবাৎ সেই সময় বাদশাহ পার্থিব-লীলা সম্বরণ করাতে কিয়ৎদিন পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

আওরঙ্গজেব বাদশাহ লোকান্তর গমন করিলে তদীয় জ্যেষ্ঠ তনয় বাহাদুরশাহ নিঃসপত্নে রাজত্ব করণাশয়ে স্বীয় সহোদর দ্বয়ের প্রাণ বিনাশের মানস করত এক ভ্রাতাকে আগ্রার নিকট বিনষ্ট করিয়া অপর সোদরের পরাভব-কালে গুরুকে আপন শিবিরে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। গুরু আগমন করিলে তাঁহার যথেষ্ট সম্মান করত তদ্দ্বারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের উপদ্রব নিবারণ মানসে তাঁহাকে গোদাবরী নদীর নিকটস্থ সৈন্যসমূহের কর্ত্তৃত্ব ভার দিলেন। গোবিন্দ সিংহ বাদশাহের কর্ম্মকর্ত্তা হইয়া বিনা বাধায় গোপনে আপন শিষ্য সংগ্রহ করিতে পারিবেন মনে করিয়া আহ্লাদপূর্ব্বক তৎকর্ম্ম স্বীকার করিলেন; এবং ঐ সুযোগে অনেক২ নূতন ও পলায়িত শিষ্য সংগ্রহ পুরঃসর স্বীয় দল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার পরেই গুরুর পরমায়ুঃ শেষ হইল। কোন সময়ে এক জন আফগানের নিকট তিনি এক টা ঘোটক ক্রয় করিয়া মূল্য-প্রদানে বিলম্ব করাতে সে ব্যক্তি সর্ব্বদা আপনার প্রাপ্য প্রার্থনা করিত, এবং এক দিন বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রতি কটূক্তি করিয়াছিল; অতএব গুরু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করেন। যদিও পরে তাহার পুত্রদের সহিত সন্ধি হইয়াছিল, তথাপি তাহাদের মনে২ বিলক্ষণ বৈরিভাব ছিল; অতএব তাহারা এক দিন গুরুকে নির্জ্জনে পাইয়া নির্দয় প্রহারে মৃতকল্প করিল। গোবিন্দ সিংহ সেই প্রহারে জীবনশূন্য হইয়া মুমূর্ষু সময়ে শিষ্যগণকে উপদেশ দিতে লাগিলেন; "তোমরা আমার অবর্ত্তমানে ভগ্নোৎসাহ হইও না। আমি লোকান্তর গমন করিলে আর কেহ তোমাদের

গুরু হইবেন না, বটে; কিন্তু নানকের গ্রন্থহইতে তোমরা গুরুবৎ উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারিবে; ফলতঃ খালসা জাতীয়দিগের নিমিত্ত ঐ গ্রন্থ চিরকাল বর্ত্তমান থাকিবে। তোমরা সকল বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও উৎসাহ-সম্পন্ন হইও। শিখ জাতীয় পাঁচ জন মনুষ্য যে স্থানে একত্র হইবে তথায় নিশ্চয় আমার আবির্ভাব বোধ করিবে”। তিনি এবম্বিধ বিবিধ উপদেশ প্রদান করিতে২ ১৭৬৪ সংবতে গোদাবরী নদীর তীরে প্রাণ ত্যাগ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৪৮ বৎসর।

গোবিন্দ সিংহ দ্বারা শিখ জাতীয়দিগের যদিও অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল; তথাপি তিনি আচার-ব্যবহার-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত কোন যত্ন না করাতে ঐ২ বিষয়ে শিখ জাতীয়েরা সামান্যতো হিন্দু তুল্য ছিল; পরন্তু তাহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য ও ঐহিক পারত্রিক বিষয়ে যে নিষ্ঠা ছিল, তাহা হিন্দু জাতির স্বভাবজ সাধারণ গুণ নহে। ফলতঃ গুরু ধর্ম্ম-বৃদ্ধি ও পৃথিবী মণ্ডলে মনুষ্যত্ব প্রকাশের আবশ্যকতা বিষয়েই সতত উপদেশ প্রদান করিতেন; ইহাতে ঐ দুই বিষয়েই তাহাদের বিশেষ আস্থা জম্মে; অন্য হিন্দুজাতির তাহাতে তাদৃশ যত্ন দৃষ্ট হয় না।

গোবিন্দ সিংহের মৃত্যুর পর বুণ্ডা নামা তদীয় এক জন শিষ্য শিখ জাতীয় মধ্যে প্রধান হইয়া উঠিল; এবং বহু-সঙ্খ্যক শিষ্য তাহার সহিত মিলিত হইল। বুণ্ডা স্বগণ সমভিব্যাহারে সরহিন্দের সন্নিধানে আগমনপূর্ব্বক তত্রস্থ মোগল সেনাদিগকে বিনষ্ট করেন। অপর যে দুই ব্যক্তি বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক গুরুর দুই পুত্রকে মোগলদিগের হস্তে পাতিত করিয়া নিহত করে তাহাদিগের বিবিধ যন্ত্রণা দিয়া প্রাণ দণ্ড করেন। পরে শিরমোর পর্ব্বতের প্রতি যাত্রা করিয়া শতদ্রু নদীর নিকটস্থ দেশ জয় করিতে প্রবৃত্ত হন।

এতৎ সময়ে দিল্লীর বাদশাহ বাহাদুর শাহ পার্থিব লীলা সম্বরণ করাতে তদীয় সিংহাসন প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র মধ্যে মহা বিরোধ উপস্থিত হয়; অতএব শিখ জাতীয়েরা এই সুযোগে গুরুদাসপুরে আপনাদের নিমিত্ত এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সুদৃঢ় করিল। লাহোরের শুবাদার ঐ সমাচার প্রাপ্ত হইয়া বুণ্ডার বিরুদ্ধে সমর সজ্জা করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু যুদ্ধে সমর্থ না হইয়া পরাভব স্বীকারপূর্ব্বক শেষে পলায়ন করেন। তদনন্তর শিখদের এক দল সেনা সরহিন্দ দেশে যুদ্ধ-যাত্রা করিয়া কৌশলে ঐ দেশ জয় করিল; কিন্তু তৎপরেই বুণ্ডা কাশ্মীর দেশের শাসনকর্ত্তা আব্দুল-সমদ্-খাঁর নিকট পরাস্ত হইয়া তদ্দ্বারা নানাবিধ যাতনা প্রাপ্ত্যনন্তর প্রাণে বিনষ্ট হয়েন্। যদিও এই ব্যক্তি গোবিন্দ সিংহের পর শিখ জাতির প্রধান হইয়া শৌর্য্য বীর্য্য ও সাহস প্রকাশ পুরঃসর ভূরি২ সমর জয় করিয়াছিলেন, তথাপি স্বজাতির প্রিয়পাত্র হইতে পারেন নাই; এবং শিষ্যগণও তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা করিত না; কেননা ধর্ম্মবিষয়ক বুদ্ধির প্রাখর্য্যাভাবে গুরুবৎ ঐ বিষয়ে বিশেষ উপদেশ করিতে অপারগ ছিলেন এবং অন্য প্রকারেও লোকের মনোনুরঞ্জনের ক্ষমতা ছিল না।

বুণ্ডার মৃত্যুর পর যবনগণকর্ত্তৃক শিখ জাতীয়েরা নানা প্রকারে উৎপাতগ্রস্ত হইল। তাহাদের মধ্যে আর কোন ব্যক্তি সাহসী হইয়া দল, বল বৃদ্ধি করিতে পারিল না; সুতরাং মুসলমানেরা ঐ জাতির পূর্ব্ব বৈর স্মরণপূর্ব্বক যেখানে যাহাকে দেখিত তাহার উপর দৌরাত্ম্য প্রকাশ করিয়া শিরশ্ছেদনানন্তর ক্ষান্ত হইত। অপর সর্ব্বত্র ঘোষণা করিয়া দিয়াছিল, যে ব্যক্তি যত শিখের মস্তক

আনয়ন করিবে সে তত পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। অতএব শিখেরা অনেকে বিনষ্ট ও অনেকে প্রাণ ভয়ে পলায়নপূর্ব্বক গিরি-গহ্বরে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। এই কারণে বুণ্ডার পর ষাষ্টি বৎসর মধ্যে শিখ জাতীয়দের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

শিখধর্ম্ম সংস্থাপিত হইয়া অবধি দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল হইয়া তদনন্তর এতৎকারণ বশতঃ কিয়ৎ পরিমাণে হ্রাসোন্মুখ হইয়াছিল। নানক কতিপয় মাত্র শিষ্য করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুমতানুসারে প্রতিমা পূজা এবং মহম্মদীয় মতানুযায়ি উপাসনাহইতে নিবৃত্ত করত স্বীয় মতানুসারিণী উপাসনার শিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক শিখধর্ম্মের মূল স্থাপন করেন। তদনন্তর অমরদাস গুরুপদারূঢ় হইয়া সেই ধর্ম্মের কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধি করণ পুরঃসর শিষ্যগণের তেজঃ ও সাংসারিক বিষয়ে উৎসাহ বৃদ্ধি করিয়া যান্। পরে অর্জ্জুন হইতেও নানা প্রকারে শিখদের উন্নতি হইয়াছিল; কিন্তু শেষে গোবিন্দহইতে সমরোৎসাহ ও স্বাধীনতার বাসনা তাহাদের অন্তঃকরণে লব্ধাস্পদ হয়; ফলতঃ গোবিন্দ সিংহ রাজকীয় পদগ্রহণ নিমিত্ত নানা প্রকার উৎসাহ প্রকাশ করাতেই স্বগণ বৃদ্ধি ও স্বাধীনতা স্থাপনের মানস তাহাদের মনে দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল।

***

শূকর-সংহারের প্রাচীন প্রথা।

৩ পৃষ্ঠায় বরাহ মৃগয়া বর্ণনাবসরে পদব্রজে কি প্রকারে তৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করাযায় তাহার কোন ছবি প্রকাশিত হয় নাই। অধুনা সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। পূর্ব্বে ইংলণ্ডদেশে এবম্প্রকারে মৃগয়া করা সচরাচর চলিত ছিল; কিন্তু সম্প্রতি তথায় বন্য শূকরের অভাব প্রযুক্ত ইহার অন্যথা হইয়াছে। কথিত

আছে যে তত্রত্য বরাহ এতদ্দেশীয় বরাহাপেক্ষা অত্যন্ত ভীষণ ও দুর্দ্ধর্ষ ছিল, এবং কুকুরদ্বারা আক্রমিত হইলে অনায়াসে ৩০।৪০ টা কুক্কুরকে বিনাশ করিত। পরন্তু এতদ্বিষয়ে ভারতবর্ষীয় বরাহ নিতান্ত অক্ষম নহে। তাহারাও অবকাশ পাইলে আক্রমণকারির অনিষ্ট করিতে কদাপি ত্রুটি করে না; কুক্কুর, অশ্ব, মনুষ্য—যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগের সম্মুখে পতিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে ভীষণ দংষ্ট্রাঘাতে একেবারে শমন-সদনে প্রেরণ করে। ভারতবর্ষ, চীন, পারস, আরব ইত্যাদি আসিয়া খণ্ডের সমস্ত দেশে, এবং ইউরোপ ও আফরিকা খণ্ডের সর্ব্বত্র অনাদি কালপর্য্যন্ত অসংখ্য বরাহ আছে। কিন্তু ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে যে পূর্ব্বে আমেরিকা-দেশে ও স্থিরসমুদ্রস্থ দ্বীপ-সকলে শূকরমাত্র ছিল না; ইউরোপীয় লোকদিগের যাতায়াত হওয়াতে উক্ত পশু তথায় নীত হয়।

আরব লোকদ্বারা পারস্য দেশের পরাজয়।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

যাবনিক ধর্ম্ম সংস্থাপক মহম্মদ আরবজাতীয় যে সকল সহচর ও সেনার সহায়তায় স্বীয় রাজ্য নিষ্কণ্টক করেন তাহারা সাতিশয় চণ্ডস্বভাব সর্ব্বদা সমরপ্রিয়, বিশেষতঃ বিদ্রোহাচরণ-রসে রসিক ছিল, এতৎপ্রযুক্ত মহম্মদের লোকান্তর প্রাপ্তির পর রণকণ্ডুয়াপনোদনের পন্থা না পাইয়া স্বদেশীয় লোকদিগের উপরেই অত্যাচার করণে প্রবর্ত্তমান হয়; অতএব মহম্মদাধিকৃত রাজ্যের উত্তরাধিকারী খলিফা আবুবেকর রাজ্যস্থ জনগণের কুশল স্থাপন ও সেনানিকরের সমরকণ্ডু নিবারণ মানসে অন্যান্য দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। প্রথমতঃ ইরাকদেশ জয় অভিলাষে অষ্ট সহস্র সেনা সজ্জুহপূর্ব্বক স্বয়ং অধ্যক্ষ হইয়া তদ্দেশের প্রতি যাত্রা করিলেন। তথায় প্রথমতঃ যে রণ হয় তাহার নাম "শৃঙ্খল রণ" কারণ তদ্দেশাধিপতি স্বীয় সৈন্য-সকল পলায়ন করিতে না পারে ইত্যভিপ্রায়ে পূর্ব্বে সেনাগণের পদ শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গ্রামসময়ে মুক্ত করিয়া দিবামাত্র তাহারা রণহইতে পলায়ন করিল। আরবজাতীয়েরা ঐ যুদ্ধে হত শত্রু-সেনাপতির যে মুকুট লুঠিয়া প্রাপ্ত হয় তাহার মূল্য ২৫ সহস্র টাকা। তদনন্তর তাহারা যে স্থলে ফরাত ও টিগ্রিশ নদের সঙ্গম হইয়াছে তথায় পুনর্ব্বার সমর উত্থাপন করিল; তাহাতে ৩০ সহস্র পারস্য সেনা রণশায়ী হয়। পারস্য সৈন্যগণ যৎকালে আপনাদের শিবির মধ্যে আহার করিতেছিল সেই সময় আরবীয়েরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেও তুমুল যুদ্ধ এবং আরবীয়েরা পরাজিত প্রায় হইয়াছিল। খলিফা তদ্দর্শনে ঈশ্বরের উদ্দেশে মানন করিয়াছিলেন; "এই রণে আমাদিগের জয় হইলে ফরাত্ নদীর জল মানব-দেহের শোণিতে রক্ত বর্ণ করিয়া উপহার দিব"। অতএব শেষে তাহার অনীকিনীগণ জয়ী হইলে তিনি সমস্ত পারস্য লোকদিগকে বন্দী করিতে আদেশ করিলেন; এবং সকলে বন্দী-কত হইলে তাহাদিগকে ঐ তরঙ্গিণী তটে লইয়া ঈশ্বরোদ্দেশে তাহাদিগের মস্তক চ্ছেদ করাইলেন। সেই সকল লোকের শরীর-শোণিতে নদীর সলিল শোণবর্ণ হইয়াছিল। তৎপরে খলিফা অপর এক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া এতাদৃশ অধিক ধন লুণ্ঠনে প্রাপ্ত হয়েন যে তাহার অংশ স্বরূপ প্রত্যেক সৈন্য ৩৫০ টাকা পাইয়াছিল। তদনন্তর অন্যান্য নগর তাঁহার অধীন হয়। হীরা নগর ৭০০ শত বৎসর পর্য্যন্ত আরবীয় খ্রীষ্টীয়ান লো-

কের অধীনস্থ ছিল, সে নগরও এক্ষণে খলিকার অধিকৃত হইয়া আরবদিগকে কর দিতে আরম্ভ করিল। খলিকার যোদ্ধাগণ অন্‌বার নগরের নিকট যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় তাহার নাম; "চক্ষুরণ" কারণ ঐ সময়ে আরবীয় সৈন্যেরা শর-নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিপক্ষপক্ষীয় ভূরি২ সেনার এক২ নয়ন বিদ্ধ করিয়াছিল। খলিফা যুদ্ধাবসানে আন্‌বর নগরের দিকে গমন করেন; কিন্তু ঐ নগর গভীর পরিখাদ্বারা বেষ্টিত থাকাতে অন্য কোন রূপে যাইতে না পারিয়া পরিখার একদেশ রণে নিহত উষ্ট্র সকলের শবে পরিপূর্ণ করিয়া তাহার উপর দিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন। তৎপরে সুরিয়া দেশ জয়ের উঁদ্‌যোগ হয়; কিন্তু তাহাতে তিনি স্বয়ং রণযাত্রা করিলেন না; তাঁহার পরিবর্ত্তে অপর সেনাপতি গমন করে। তথায় যে যুদ্ধ হয় তাহা "পুল-যুদ্ধ" নামে খ্যাত কারণ পারস্য লোকেরা ফরাৎ নদীতে এক সেতু বদ্ধ করিয়াছিল, আরবীয়েরা সমরাবসরে কৌশলক্রমে সেই সেতু ভগ্ন করিবাতে বিপক্ষ-পক্ষের প্রায় চতুঃসহস্র সৈন্য জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহার দুই মাস পরে অন্য এক রণ হয়, তাহার নাম "দশরণ", কারণ আরবীয় সেনারা অনেকেই শত্রু সৈন্যের দশ২ জনকে বধ করিয়াছিল। তৎকালে রম্‌জান মাস উপস্থিত হইলেও আরবীয় সৈন্যগণ সবল থাকিবার কারণ সেনাপতি তাহাদিগকে দিবসে আহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইরাক্ দেশ জয় হইলে পর আরবীয়েরা পারস্য দেশের সমগ্র ভাগ জয় করিতে স্থির করিল। ঐ সময় পারস্য দেশ আক্রমণের উপযুক্ত কাল ছিল, কারণ তৎকালে তদ্দেশীয় সম্রাট্ গ্রীক সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত ছিলেন। এই পারস্য সম্রাট সিরুয়িস সিংহাসন পাইবার নিমিত্ত স্বীয় সপ্তদশ ভ্রাতার প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল; এবং আপনার পিতাকে মৃত্তিকা মধ্যস্থিত করাগারে রাখিয়া বধ করে। পরে পিতৃপপত্নীকে বিবাহ করিতে মানস করিলে সে তাহাতে সম্মতা না হইয়া আত্মঘাতিনী হওয়াতে তাহার শোকে ৮ মাস পরে আপনি কাল কবলে পতিত হয়। তাহার পুত্র উত্তরাধিকারী হইয়া কিয়ৎকাল পরে রণে নিহত হয়। তদুত্তরাধিকারিরাও এই রূপে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। অতঃপর এক স্ত্রী ঐ রাজ্যের অধিকারিণী হইয়া ১৮ মাস পরে প্রধান লোকদ্বারা পদচ্যুতা হইলেন। তাঁহার পরবর্ত্তি অধিকারিকেও প্রধান লোকেরা পদচ্যুত করে। তৎপরে আজমী রাণী সাম্রাজ্য শাসনে নিযুক্তা হইলেন।

৭৩৪ শালে আরবীয় সৈন্যগণ পারস্য দেশ আক্রমণ করিলে ঐ আজমী রাণী স্বরাজ্যের রক্ষণার্থ রস্তম নামক এক ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া প্রেরণ করেন। এথিয়োপিয় রাজা মেদিনা নগর আক্রমণ করিবার সময় যে শ্বেত হস্তী আরোহণ করিয়া গমন করেন উক্ত সেনাপতি জয়-লক্ষণ বোধে সেই হস্তী আনয়ন করিলেন। আরবীয় সৈন্যব্যূহমধ্যে স্থিত ঘোটক-সকল ঐ হস্তী ও অন্য ২৯ দন্তী অবলোকন করিয়া সাতিশয়-ভীত হওয়াতে উক্ত সন্যেরা পদব্রজে যুদ্ধ করিয়াছিল।

সেনাপতি উক্ত শ্বেত হস্তির সহিত কর্ম্মকারের এক খান জয় সূচক চর্ম্ম আনয়ন করিয়াছিল। পূর্ব্বকালে বুখারা দেশে এক জন লৌহজীবি একখান চর্ম্মদ্বারা স্বীয় জানু আচ্ছাদনপূর্ব্বক কর্ম্ম করিত, ঐ দেশে দৈবাৎ রাজ বিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহী হইয়া রাজার বিরুদ্ধে সমরোদ্‌যোগ করে, তাহাতে সেই লৌহকার আপনার জানাবরণ সেই চর্ম্ম পতাকার অগ্রভাগে রঞ্জন পুরঃসর উড্ডীন

করিয়া তাহাদের অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল, দৈবাৎ তদুদ্যোগে তাহারা জয়প্রাপ্ত হওয়াতে তদবধি ঐ চর্ম্ম জয়লক্ষণ বলিয়া সাধারণ জনগণ সন্নিধানে প্রতিষ্ঠিত ও প্রসিদ্ধ হয় এবং বিজিগীষু লোকেরা জয়লক্ষণ বলিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা রক্ষণ করিত। ঐ চর্ম্মের পার্শ্বদ্বয় রেশম বস্ত্রে এবং স্বর্ণে মণ্ডিত হওয়াতে তাহা প্রায়ঃ দীর্ঘে ১৩ হস্ত ও প্রস্থে ৯।১০ হস্ত হইয়াছিল।

পারস্য সেনাপতি ঐ দুই জয় লক্ষণ লইয়া সৈন্য সমভিব্যাহারে আরবীয়দিগের সহিত তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। আরবীয় সেনানী আবুযোবৈদা ঐ হস্তির নিকট গমন পূর্ব্বক এক খড়্গাঘাতে তাহার শুণ্ড ক্ষত করিয়া স্বয়ং রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। হস্তী খড়্গ-প্রহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে চরণদ্বারা দলিত করিল, সুতরাং তাঁহার সৈন্যগণ সেনাপতিকে নিহত দেখিয়া পালায়ন পরায়ণ হইল। ঐ রণে ৪ সহস্র আরবীয় বিনষ্ট হয়। পরে তথায় অনেক বার যুদ্ধ হয়, এক বার পারস্য সেনাপতি হত হওয়াতে তাহার সৈন্যগণ ভীত হইয়া মদিনা নগরে পলাইয়া যায়। পারস্য দেশস্থ প্রধান ২ ব্যক্তি এবং পুরোহিতেরা তৎসংবাদ শ্রবণে বিবেচনা করিয়াছিল আমাদিগের প্রভু স্ত্রীলোক, একারণ পরাজয় হইয়াছে। অনন্তর খোরাশান দেশের রাজা ঐ রাণীকে বিবাহ করিতে প্রার্থনা করিলেন; তাহাতে রাজ্ঞী অস্বীকৃতা হইলে রাজা এক দিন রাত্রি যোগে তাঁহার গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাণী তাহা দেখিয়া আত্মরক্ষা পূর্ব্বক তাহাকে বধ করিলেন। পরে ঐ রাজার পুত্র প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হইয়া রাণীকে হত করিয়া এক বৎসর রাজ্য করেন্। তদনন্তর কস্রুর অপর পুত্র রাজা হইয়া ৪০ দিন পরে এক ক্রীতদাস-কর্ত্তৃক দত্ত বিষে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। তথাকার প্রধান ও পুরোহিতেরা কস্রুর একবিংশতি বর্ষবয়স্ক পৌত্র ইয়েজ্‌দিগের্দকে রাজা করিলেন। তিনিও রাজপদে নিযুক্ত হইয়া রুস্তমকে সেনাপতি করেন।

তৎকালে যোমার সাদ নামক অন্য এক ব্যক্তি সেনাপতির পদে নিযুক্ত ছিলেন। কথিত আছে ঐ ব্যক্তি প্রথমে শত্রুদিগের রক্তপাত অর্থাৎ বধ করেন। তিনি মেদিনা হইতে ষট্ সহস্র নূতন সৈন্য সঙ্গ্রহপূর্ব্বক গমন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এক সহস্রের সেনাপতি পূর্ব্বে স্বয়ং মুহম্মদ ছিলেন; ইহারা পারস্য দেশে স্থিত সৈন্যের সহিত একত্র হইল। সমুদায়ে আরবীয়দিগের সৈন্য তথায় কেবল ৩০ সহস্র ছিল; কিন্তু কাদেশা স্থানের শিবির মধ্যে পারস্য সৈন্য ২০ সহস্রাধিক এক লক্ষ ছিল; সাদ ইহা দেখিয়া ভীত হইয়া যোমারকে পত্র লিখিলেন "যে আমার সৈন্য অত্যল্প অথচ শত্রুদের যোদ্ধা অধিক, কিরূপে যুদ্ধে সাহস করিতে পারি"। যোমার তাহাতে এই উত্তর লিখিলেন সৈন্য সংখ্যার নিমিত্ত চিন্তিত না হইয়া তুমি বোধ করিও আমি খলিফা সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছি। আরবীয় সেনাপতি পারস্য দেশের সম্রাট যেট্টুজরিদের নিকটে দূত প্রেরণ করিলে তাহারা রাজ ভবনে প্রবেশ পূর্ব্বক রৌপ্য স্তম্ভে সুশোভিত সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট রাজাকে এবং তৎপার্শ্বস্থ প্রধান লোকদিগকে স্বর্ণে ও উত্তম বস্ত্রে বিভূষিত দেখিয়া সম্রাট্‌কে কহিল আপনি আরবীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করুন। সম্রাট্ তাহাদিগকে কার্পাস বস্ত্র পরিহিত দেখিয়া ক্রোধভরে কহিতে লাগিলেন; "তোমরা পূর্ব্বে প্রান্তরে বাস করত কেবল খর্জ্জুর ও হরিদ্বর্ণ গোধিকা ভক্ষণ এবং মলিন জল পান করিতে। তোমাদিগের বসন পশুলোমে নির্ম্মিত

হইত; আমাদিগের দেশে আসিয়া সুখাদ্য আহার ও সুস্বাদু জল এবং অত্যুৎকৃষ্ট বস্ত্র লাভে পরম সুখ ভোগে থাকিয়া এক্ষণে এদেশ লুঠ করিতে চাহ? ওহে এবিষয়ে এক শৃগালের ইতিহাস কহি শ্রবণ কর; তোমরা সেই শৃগালের তুল্য অবিকল হইয়াছ। এক দ্রাক্ষা ক্ষেত্র পালকের নিকট দৈবযোগে এক শৃগাল উপস্থিত হইল, ক্ষেত্রপাল দয়া করিয়া ঐ শৃগালকে কতক গুলি দ্রাক্ষাফল আহার করিতে দিল। শৃগাল তাহা ভক্ষণ করিয়া পরমানন্দে স্বজন সমীপে গমনপূর্ব্বক কহিল, তোমরা সকলে অমুক ক্ষেত্র পালকের নিকট গমন করিলে সুমধুর দ্রাক্ষাফল ভক্ষণ করিতে পাইবা। ইহা শুনিয়া সমস্ত শৃগাল সেই ক্ষেত্র পালের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষেত্র পালক মনে ২ কহিতে লাগিল, এক শৃগালকে ফল দিয়াছি বলিয়াই কি সকলকে দিব। ইহা কহিয়া তাহাদিগকে প্রহার পূর্ব্বক প্রাণে হত করিল। দূতগণ তাহাতে এই প্রত্যুত্তর করিলেন "আমাদিগের মধ্যে পূর্ব্বকালে কোন ২ ব্যক্তিরা শব ভক্ষণ ও রক্ত পান করিত, এবং কেহ ২ অন্যের সম্পত্তি গ্রহণাভিলাষে আত্মীয় স্বজন ও কুটুম্ব লোকদিগকে বধ করিত, এবং কোন ২ জন যুবতী কন্যার পালনে অসমর্থ হইয়া তাহাদের প্রাণ বিনাশ করিত বটে, কিন্তু এ সকল ব্যবহার আমাদের অজ্ঞানাবস্থায় হইয়াছিল; যখন মুহম্মদ আমাদের দেশে আগমন করেন সে সময়হইতে ঐ সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যবহার রহিত হইয়া গিয়াছে। তিনি স্বীয় খড়্গদ্বারা আত্ম ধর্ম্ম গ্রাহণার্থ অনেককে স্বমতাবলম্বী করিতে আসিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমরা তোমাদিগকে কোরাণ খড়্গ ও করের বিষয়ে প্রস্তাব করিতেছি, কোন বিষয়ে সম্মত হইবে, বল? সোমরাত এতৎ শ্রবণে সাতিশয় ক্রোধ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে বধ করিতে উদ্যত হইলেন; এবং এই আজ্ঞা প্রদান করিলেন যে এই দ্বেষি ও অত্যাচারি ব্যক্তিদিগের গলদেশে মৃত্তিকা যুক্ত গুরুতর গুলি বদ্ধ করিয়া দেও। তিনি আপন শত্রুদের প্রতি এইরূপ আজ্ঞা দিলে দূতেরা আপনাদের সেনাপতি সন্নিধানে গমনপূর্ব্বক বলিতে লাগিল; "যদি তোমরা পারস্য দেশ আক্রমণ কর তাহা হইলে মৃত্তিকাতে তোমাদের কবরস্থান হইবেক"। অপর মৃত্তিকাযুক্ত একটা গুলি এক জন সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করত কহিল "যে প্রকারে আমরা তোমাকে ইহা দিলাম, সেই মত পারসিক লোকেরা তোমাদের হস্তে দিবেন, তাহা স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইতেছে"।

কাশ্মীর দেশের বিবরণ।

কাশ্মীরদেশ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। মধ্যস্থলে ভূরি ২ গিরিশ্রেণী ক্ষুদ্র ২ স্থলীদ্বারা পরস্পর পৃথগ্ভূত হইয়া দক্ষিণ পশ্চিম দিক্‌হইতে উত্তর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত থাকাতে ঐ জনপদ পর্ব্বতীয় দেশ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। বিতস্তা নদী তদ্দেশের পূর্ব্ব পশ্চিম সীমা ব্যাপিনী। নিকটবর্ত্তি যাবতীয় পর্ব্বতময় দেশাপেক্ষা কাশ্মীরদেশ অতিশয় উর্ব্বর। তথায় শৈলশ্রেণীর উপরি ভাগ বৎসরের মধ্যে বহুদিন নীহারাচ্ছন্ন ও বন্য তরুলতায় সমাকীর্ণ থাকে বটে, কিন্তু নিম্নভাগের ভূমি সকল নানা জাতীয় শস্যে—বিশেষতঃ প্রচুর ধান্যে—সুশোভিত হয়। তত্রত্য ভূমির আর্দ্রতাই এই শস্যোৎপত্তির প্রধান কারণ।

(শাললোমদ ছাগ।)

কাশ্মীর দেশে শীত ও গ্রীষ্ম এই দুই ঋতুর বিশেষ অনুভব হয়, কিন্তু নিদাঘাপেক্ষা হেমন্ত অধিক দিন ব্যাপী। অগ্রহায়ণ মাসের শেষে তথায় শিশির পাত আরম্ভ হয়; যাবৎ পর্য্যন্ত চৈত্রমাসীয় গ্রীষ্মপ্রভা উদিতা না হয় তাবৎ নিবৃত্ত হয় না; কোন২ স্থল চৈত্রের শেষ পর্য্যন্ত ক্রমাগত তুষারাচ্ছন্ন—এবং কোন ২ উত্তুঙ্গ শিখর প্রায় সমস্ত বৎসরই নীহারে পরিবৃত—থাকে। পরন্তু স্বভাবতঃ সে স্থানে এত তুষার পতিত হইয়া থাকে যে বৃহৎ২ বন্য তরুর শাখা পল্লব তদ্ভারে নত হইয়া যায়।

উক্ত দেশের লোকেরা চৈত্র মাসকে "কুৎসিত বসন্ত" অথবা "পঙ্কিল বর্ষাকাল" বলিয়া গণ্য করে। ফলতঃ ঐ মাসে প্রবল সমীরণের বহন, এবং ক্ষণে২ বৃষ্টিপাত হয়; ও ঘনোদয়ে দিবাকর প্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে, অপর বর্ত্ম ও ক্ষেত্র সকল কর্দ্দমাক্ত হইয়া যায়, অতএব ঐ সময়কে প্রাবৃট্ কাল বলা অযুক্ত নহে। গ্রীষ্ম ঋতুর অন্যান্য মাসে তদ্দেশ সাতিশয় উষ্ণ থাকে; তাহাতে শস্যাদি পরিপক হয়, এবং তুষার গলিয়া বহুল পরিমাণে বারিপাত হওয়াতে নদ নদী সকল পরিপূর্ণ হইয়া নিকটস্থ ভূমি সকলকে আর্দ্রীভূত করে, ও ক্ষেত্রের উর্ব্বরত্ব জন্মিয়া পুনর্ব্বার প্রচুর শস্যোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়।

কাশ্মীর দেশীয় লোকদিগের মধ্যে বহুকালাবধি এই এক জনপ্রবাদ আছে যে উক্ত দেশ প্রথমতঃ একটা বৃহৎ হ্রদ ছিল। তদ্দেশের বর্ত্তমান আকৃতি প্রকৃতি অবলোকন পুরঃসর বিবেচনা করিলে ঐ জনপ্রবাদ নিতান্ত নির্ম্মূল বোধ হয় না। সে যাহা হউক, উক্ত দেশ যে পর্ব্বতময় তাহা প্রত্যক্ষে দৃষ্ট হয়। সেই সকল শৈলের উপরিস্থ ভূভাগে কি২ জন্মিয়া থাকে বিশেষ জ্ঞাত হয় নাই; কিন্তু পার্শ্ব-সকল বনময়, এবং মধ্যবর্ত্তি স্থান ভূরি২ নদীর প্লাবনে যদিও আর্দ্র ও লতা পল্লবাদি পচিয়া উর্ব্বর হয়, তথাপি লোকদের আলস্য প্রযুক্ত—কদাচিৎ উপযুক্ত সময়ে শস্য-রোপণ বিরহে—তাহাও অরণ্যময় হইয়া থাকে। অপিচ ঐ দেশ শৈলময় এ প্রযুক্ত তথায় ভূমিকম্প প্রায় সর্ব্বদাই হয়।

কাশ্মীর-দেশের মধ্যে বিতস্তা নদী সর্ব্ব-প্রধান। কাশ্মীরায় দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা সন্নিহিত শৈলের নির্ঝরহইতে ঐ স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছে। এই স্রোতঃস্বতীর সঙ্গে দক্ষিণহইতে কায়সু নদী এবং উত্তরহইতে ব্রাং নদী আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

কাশ্মীর নগরীর দ্বাদশ ক্রোশ পশ্চিমে "উলার" নামে এক বৃহৎ হ্রদ আছে, তাহার পরিধি প্রায় ১৮ ক্রোশ। অপর পূর্ব্ব দিগ্ স্থিত "ডাল" নামক হ্রদও প্রায় তত্তুল্য। এই হ্রদের সঙ্গে অন্যান্য কতিপয় হ্রদ মিলিত আছে; ইহার জল অনেক খালদ্বারা নির্গত হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন উক্ত প্রদেশে, "আঞ্চার" "মানস" প্রভৃতি অন্যান্য যে২ হ্রদ আছে সে সকল ক্ষুদ্র।

বিতস্তা নদী কাশ্মীরদেশের দক্ষিণ পূর্ব্ব সীমা অবধি উত্তর পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত; সুতরাং ঐ নদীর তট-ভূমির দীর্ঘতাই কাশ্মীর দেশের দৈর্ঘ্য পরিমাণ। উক্ত তটিনীর তটভূমির দীর্ঘতা প্রায় ২৩ ক্রোশ; সমস্ত কাশ্মীরের পরিসর স্থানে২ ১৯।২০ ক্রোশাপেক্ষা অধিক হইবেক না। উক্ত প্রদেশে উচ্চ পর্ব্বত এবং উপত্যকা ভূমিই বিস্তর; তথায় অধিক লোকের বসতি নাই। সে দেশ পঞ্চাশৎ পরগণায় বিভক্ত আছে।

কাশ্মীর নগর বিতস্তা নদীর উত্তর দক্ষিণ উভয় পার্শ্বে প্রায় অর্দ্ধাধিক এক ক্রোশ বিস্তৃত। পূর্ব্বে ঐ নগরী "শ্রীনগর" নামে বিখ্যাত ছিল। নগরের পূর্ব্বদিকের প্রান্তভাগে "হরি-পর্ব্বত" অথবা "কোহিমরান্" নামে যে এক শৈল আছে তাহার উপরে দীর্ঘ অপ্রশস্ত এক দুর্গ আছে। উক্ত পর্ব্বতের অদূরবর্ত্তি একটা উচ্চ স্থান তখ্ত সোলেমান নামে বিখ্যাত; নিম্নভাগে ডাল নামে এক বৃহৎ হ্রদ আছে, তাহার আকার গোল; পরিধি পরিমাণ ক্রোশ চতুষ্টয়াধিক হইবে। সেই জলাশয়ের উপরি ভূরি২ ভাসন্ত-উদ্যান আছে। অনেক ক্ষুদ্র২ খাল যোগে পর্ব্বতীয় জলাগম হওয়াতে ঐ হ্রদ প্রায় সর্ব্বদা পরিপূর্ণ থাকে।

কাশ্মীর নগরী বাটী-উদ্যান-প্রভৃতিদ্বারা সুশোভিতা নহে। পথ-সকল প্রায় অপ্রশস্ত ক্ষুদ্র২, গলি, অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ; প্রায় সকল পথেরই মধ্যস্থলে পয়ঃপ্রণালী এবং দুই পার্শ্বে দুর্গন্ধি অবস্কর রাশীকৃত থাকে। নগরের মধ্যে স্থানে২ উচ্চ২ অট্টালিকা আছে বটে; কিন্তু সে সকল সুদৃশ্য নহে। প্রথমতঃ অপক্ব ইষ্টকদ্বারা নির্ম্মিত, তাহাতে আবার ভিত্তি-সকল কেবল ইষ্টকদ্বারাও গ্রথিত হয় নাই, স্থানে২ কাষ্ঠসংযুক্ত, অপর সৌধ অর্থাৎ চূর্ণ বালুকাদ্বারা বিলেপিত নহে। ফলতঃ ঐ কারণে সকল সদনই যেন ভগ্নাবস্থাপন্ন বোধ হয়; কাহার দ্বারে কপাট নাই; কোন গৃহ ভগ্ন-গবাক্ষ; কাহারো ভিত্তি-সকল অসরলভাবে নির্ম্মিত হওয়াতে যেন পতিত হইয়া যাইতেছে; এবম্প্রকার

অনুভব হয়। অপর প্রায় সমস্ত বেশ্মের ছাদ "বর্চ্চ" নামক এক প্রকার বন্যবৃক্ষের ত্বক্দ্বারা মৃত্তিকা সংযোগে বিনির্ম্মিত হওয়াতে তদুপরি তৃণাদি সর্ব্বদাই জন্মিয়া থাকে, কদাচিৎ পক্ষি প্রভৃতির চঞ্চু বিনিঃসৃত বীজাদি পতনে বৃক্ষাদিও উৎপন্ন হয়, সুতরাং ছাদ সকল অতি বিশ্রী। সম্ভ্রান্ত লোকদের ভবনও ঐ প্রকার। তাঁহারা যৎকিঞ্চিৎ পরিসরান্বিত স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করেন এবং তাঁহাদের প্রায় প্রত্যেক অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর ও নিকটে উদ্যান আছে বটে, কিন্তু সে সকলের অবস্থা উৎকৃষ্ট নহে। অপিচ কাশ্মীর নগর মধ্যে প্রাচীন বিখ্যাত এতাদৃক্ একটাও অট্টালিকা নাই যে তাহার বর্ণনা করিতে হয়; পুরাতন প্রসিদ্ধ নির্ম্মাণ মধ্যে কেবল এক মন্দির আছে; ইংরাজী ১৪০০ শালে জৈনউল আবুদ্দীন নামা যে ব্যক্তি ঐ দেশে রাজত্ব করেন তাঁহার সমাধি স্তম্ভ নামে তাহা বিখ্যাত হইয়াছে।

কাশ্মীর দেশের লোকসংখ্যা যদিও ক্রমশঃ ন্যূন হইতেছে, তথাপি তথাকার অবস্থা বিবেচনা করিলে বোধ হইবে এক্ষণেও অধিক মনুষ্য বসতি করিতেছে; ফলতঃ বিশ লক্ষ মনুষ্য কেবল শাল প্রস্তুতকরণার্থ নিযুক্ত আছে। যদিও তথায় শাল নির্ম্মাণই প্রধান কর্ম্ম বটে, তথাচ অন্যান্য ব্যবসায়েও অল্প লোক নিযুক্ত নাই। সর্ব্বশুদ্ধ লোক সংখ্যা প্রায় চল্লিশ লক্ষ হইবে। কিন্তু প্রায় সকল লোকই দুরবস্থাপন্ন। শীখজাতীয় রাজা তাহাদিগের নিকটহইতে অধিক কর গ্রহণ করে, তদ্ব্যতীত রাজকর্ম্মচারিদের নানা দৌরাত্ম্য আছে, সুতরাং প্রজারা সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারে না। উক্ত দেশের লোক সঙ্খ্যা যে ক্রমে ন্যূন হইতেছে তাহারও কারণ শীখদের দৌরাত্ম্য মাত্র; অর্থাৎ রাজস্ব অত্যধিক এপ্রযুক্ত তথাকার কৃষ্য-ভূমির ষোড়শাংশের একাংশেও কৃষিকার্য্য হয় না, সুতরাং প্রচুর শস্য না জন্মিবাতে দেশস্থ জনগণ অশন-বসন-বিরহে দেশান্তরে প্রস্থান করে; তাহাতেই লোকসঙ্খ্যা ক্রমশঃ অল্প ও দেশের দুরবস্থা বৃদ্ধি হইতেছে। অপর ঐ অঞ্চলে সময়ে২ এক২ টা মহামারির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি ইউরোপীয় কহেন তিনি যে সময় ঐ নগর ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন সে সময় এতাদৃশ অসঙ্খ্য রুগ্ন মনুষ্য তাঁহার নিকটে আসিত যে পারি নগরীয় বৃহৎ অতিথিশালাতেও তাদৃশ জনতা হয় না।

কাশ্মীর দেশের মধ্যে যত ভূমি আছে সকলই রাজার স্বত্বসম্পাদ। পূর্ব্বে তদ্দেশের ভূরি২ ভূমি বৃত্তিস্বরূপে অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে প্রদত্ত ছিল; কিন্তু রণজিৎ সিংহ ঐ দেশ অধিকার করিয়া তৎসমুদায় গ্রহণ করেন; সুতরাং যে সকল ব্যক্তি বৃত্তি ভোগ হেতু যৎকিঞ্চিৎ সদবস্থায় ছিলেন রণজিতের সময়াবধি তাঁহারাও দুঃখ-দারিদ্র্যে নিমগ্ন হইয়াছেন।

উক্ত অঞ্চলে কেবল ভূমির নিমিত্তই রাজস্ব দিতে হয় এমত নহে, প্রত্যেক ব্যবসার উপরে কর নির্দ্দিষ্ট আছে; শাল নির্ম্মাণ ও শাল বিক্রয় অধিক হয়, একারণ ঐ দুই বিষয়ে যথেষ্ট কর উৎপন্ন হয় বটে; কিন্তু অন্যান্য বিষয়েও অল্প আয় হয় না। কষারি, রুটিওয়ালা, নাবিক, বেশ্যা, উকীল, মোক্তিয়ার, এসকলকেও স্ব২ ব্যবসার নিমিত্ত নিয়ত রাজকর দিতে হয়। নগরপাল স্বীয় কর্ম্মের নিমিত্ত বার্ষিক ত্রিংশৎ সহস্র মুদ্রা কর দিয়া থাকে, কিন্তু তাহার প্রতি যথেষ্টাচরণ পুরঃসর প্রজাজনের নিকটহইতে করাদায়ের আদেশ আছে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হয় না, পরন্তু লোকে বিশেষ বিপন্ন হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তি পানীয়-ফল উত্তোলন পূর্ব্বক তদ্ব্যবসাদ্বারা

জীবিকা নির্বাহ করে তাহাদের নিকটহইতে বৎসর২ প্রায় ২ লক্ষ টাকা করস্বরূপে আহৃত হয়। রাজা সেই কর অনায়াসে আদায় নিমিত্ত কখন২ তাহা ইজারা দিয়া থাকেন; তাহাতে ইজারদারেরাও তদুপরি লভ্য করে।

কাশ্মীর দেশীয় লোকেরা উক্ত প্রকারে দুরবস্থান্বিত হইলেও তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি অপ্রশংসনীয় নহে; তাহারা প্রায় সর্বদা হাস্যমুখ, অনেকে সুবুদ্ধি ও শিল্পজ্ঞ; যদিস্যাৎ সুশাসক রাজা প্রাপ্ত হইত অন্যান্য সভ্যজাতির মধ্যে অসংশয় পরিগণিত হইতে পারিত। কাশ্মীরীয় পুরুষগণ গৌরবর্ণ, তাহাদের নয়ন সুদীর্ঘ এবং সুশোভন, নাসিকা বংশীর ন্যায় সুদৃশ্য, আকার মনোহর; বিশেষতঃ হিন্দুজাতীয়েরা অতিশয় দর্শনীয়াকৃতি। তত্রত্য অন্যান্য মনুষ্যদের শরীর দুর্বল বটে, কিন্তু হিন্দু ও মুসলমান জাতীয় কৃষিজীবি লোকে অতিশয় বলিষ্ঠ ও সাহসান্বিত। পরন্তু কোন প্রকার বিদ্যার বিশেষ চালনা না থাকাতে সকল ব্যক্তিই আত্মম্ভরিত্ব, অসারল্য, ইত্যাদি দোষে আঘ্রাত। ফলতঃ কেবল শিল্প বিষয়ে তাহাদের স্বাভাবিক পারগতা আছে; অর্থাৎ বিনা উপদেশেও বুদ্ধিকৌশলে ব্যবসার দ্রব্যসামগ্রী প্রস্তুত করিতে পারে; কিন্তু বিদ্যাবিরহে তাহাতেও প্রতারণারসে অত্যন্ত রসিক হয়। কাশ্মীর দেশীয় লোকদের ধর্ম্ম বিষয়ে পক্ষপাত নাই, কারণ তদ্বিষয়ে কেহই বিশেষ জ্ঞানাপন্ন নহে; কেবল হিন্দু ও মুসলমানজাতির মধ্যে যে সকল ব্যক্তি পৌরোহিত্য ক্রিয়া করে তাহাদেরই যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান আছে।

কাশ্মীর দেশীয় লোকদের পরিচ্ছদ অদ্ভুত প্রকার; স্ত্রী পুরুষ উভয়েই কণ্ঠাবধি চরণ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ সুদীর্ঘ আবরণে দেহ আবৃত করিয়া থাকে। অপর শীত নিবারণ নিমিত্ত প্রায় সমস্ত ব্যক্তিই অঙ্গবসনের মধ্যে জ্বলন্ত অঙ্গার পূর্ণ শরাব স্ব২ গ্রীবায় লম্বিত করিয়া রাখে। সেই উত্তাপ নিমিত্ত তাহাদের কক্ষদেশ বিবর্ণ হইয়া থাকে, এবং সর্বদা বহ্নিসেবনে অনেকের পক্ষাঘাত রোগ জন্মে। উক্ত প্রদেশে কুলাঙ্গনাগণের অবগুণ্ঠন ধারণের নিয়ম নাই। অপর তাহাদিগকে কেবল অন্তঃপুরচারিণী হইতে হয় না, পুরুষের তুল্য স্বেচ্ছাক্রমে সর্বত্র গমনাগমন করিতে পারে। পতি মরণানন্তর স্বামিচিতারোহণ-পুরঃসর জীবন্তী অবলার প্রাণত্যাগ পূর্বকালে সতীধর্ম্ম বলিয়া সাতিশয় গৌরবে প্রচলিত ছিল, আওরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্বাবধি রহিত হইয়াছে।

কাশ্মীরীয় লোকেরা শস্য এবং ফলমূলাশনে জীবন ধারণ করিয়া থাকে, সম্পন্ন ব্যক্তিরা কদাচিৎ মাংসাহার করেন; কিন্তু তাহাতেও ছাগ ও মেষ ব্যতীত অন্য মাংস প্রাপ্ত হয়েন না। তথায় গোহত্যা করিবার বিধি নাই, গোঘাতকের প্রতি গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে।

কাশ্মীরাঞ্চলে ধান্য প্রচুর পরিমাণে জন্মে না, এতন্নিমিত্ত ফল মূল সমাহরণ পুরঃসর তদ্দ্বারা অনেককে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়। তত্রত্য ভূরি২ ব্যক্তি কেবল পানীয়-ফল উত্তোলনে নিযুক্ত থাকে। ঐ ফল এত অধিক জন্মে ও আহৃত হয় যে কেবল তদ্দ্বারা তথাকার প্রায় ৩০ ত্রিংশৎ সহস্র মনুষ্য বৎসরের চারি পাঁচ মাস জীবন ধারণ করে। অপর কুমুদ পুষ্পের মৃণালও অনেকের ভক্ষণীয়, প্রায় পঞ্চ সহস্র লোক ৮ মাস কেবল তদুপযোগে প্রাণ ধারণ করে।

উক্ত প্রদেশে ধান্যাদি শস্যের স্বল্পতা প্রযুক্ত ফল মূল উৎপাদনে লোকে নানা প্রকার যত্ন করিয়া থাকে। ভূমির উপর কূপ্যাদি করিয়া মূলা,

গাজর ইত্যাদি যাহা জন্মিতে পারে অনেকে তাহা উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে; তদ্ব্যতীত ঐ অঞ্চলে ভূরি২ হ্রদ থাকাতে তদুপরি ভাসমান উদ্যান প্রস্তুত করিয়া তাহাতেও অপর্য্যাপ্ত শসা, ফুটী তর্ম্মুজ ইত্যাদি ফল উৎপন্ন করে। তত্রত্য সকল হ্রদই সুবিস্তীর্ণ, বিশেষতঃ উলার সরোবররূপ-রিমাণে অতি বৃহদাকার; এপ্রযুক্ত সেই সমস্ত হ্রদে যে সকল কুমুদ কহ্লার ইত্যাদি জলজ লতা উৎপন্ন হয় সেই সকলের শুষ্ক শাখা সঙ্কলন পুরঃসর ভূরি২ সুদীর্ঘ মঞ্চ নির্ম্মাণ করে। সেই সকল মঞ্চের উপরি ভাগে প্রথমতঃ কতক গুলা শৈবাল বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়; পরে উপরে অল্প পরিমাণে মৃত্তিকা দিয়া আচ্ছাদিত করে, এবং প্রান্তভাগে গাছের চারা রোপণ নিমিত্ত কিঞ্চিদধিক শৈবাল ও মৃত্তিকা একত্র করিয়া স্তূবাকৃতি করে। সেই স্থানে বৃক্ষ রোপিত হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওত সমুদায় মঞ্চে বিস্তৃত হয়। তাহাতে বিস্তর শসা কাকুড় ফুটী তর্মুজ ইত্যাদি জন্মে। এই প্রকার এক২টা হ্রদে বহু সঙ্খ্যক ভাসমান মঞ্চ আছে; বিশেষতঃ উলার সরোবরে অসঙ্খ্য লোকেরা সেই ভাসমান মঞ্চস্থ উদ্যান হইতে ফলাহরণ নিমিত্ত ক্ষুদ্র২ তরি যোগে গমন করে, উদ্যানাধার মঞ্চ যদিও দীর্ঘে অত্যধিক, তথাপি পরিসরে স্বল্প এবং পরস্পরের মধ্য স্থল কিয়ৎপরিমাণে বিচ্ছিন্ন থাকাতে মধ্যভাগ দিয়া তরণী লইয়া যায়, এবং নৌকায় উপবেশন করিয়াই হস্তদ্বারা ভাসমান উদ্যানহইতে ফল-সকল আকর্ষণ করে। এই ভাসমান উদ্যান চৌর্য্য বৃত্তিদ্বারা অপহৃত হইতে পারে, এই নিমিত্ত উদ্যানপালেরা স্ব২ উদ্যানাধার মঞ্চের এক প্রান্তে ছিদ্র করিয়া তৎসংলগ্নে এক২টা সুদীর্ঘ বংশ প্রোথিত করিয়া রাখে; তাহাতে তস্করেরা হঠাৎ উদ্যান ভাসাইয়া অন্যত্র লইয়া যাইতে পারে না; এবং পর্ব্বতীয় জলাগমে হ্রদের জল বৃদ্ধি হইলে উদ্যান নিমগ্ন হইবার সম্ভাবনাও থাকে না, কেননা প্রান্তভাগে প্রোথিত বংশে উদ্যান সংলগ্ন থাকে বটে; কিন্তু সচ্ছিদ্র প্রযুক্ত তৎসংস্রবে মঞ্চের ভাসন্ত হইবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হয় না।

কাশ্মীর দেশীয় লোকেরা আর এক বস্তু সমাহরণে আশ্চর্য্য প্রকারে প্রবর্ত্তমান হয়। তদ্দেশে ইক্ষু ইত্যাদি মিষ্ট রসের সামগ্রী অত্যল্প জন্মে, এনিমিত্ত তাহারা মধু-সমাহরণে বিশেষ কৌশল করিয়া থাকে। তদঞ্চলে সুগন্ধি কুসুম সর্ব্বত্র অতি সুলভ, একারণ মধুমক্ষিকা বিস্তর জন্মে। সেই সকল মধুমক্ষিকা গৃহের মধ্যে মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, এবং পুনঃ২ তাহাহইতে মধু সঙ্গ্রহ করিতে পারা যায় এতন্নিমিত্ত প্রায় সর্ব্বজাতীয় লোকেরা স্ব২ নিকেতনের যাবৎ কুটীরেই মধুমক্ষিকার মধুচক্র হইবার উপায় করিয়া রাখে। যে সময় যে কোন গৃহ নির্ম্মিত হয় তখন প্রায় সকল ভিত্তিতেই গোলাকৃতি এক২টা ছিদ্র প্রস্তুত করিয়া রাখে। সেই গোলাকার রন্ধ্রের ব্যাস পরিমাণ১০।১২ অঙ্গুলি হইয়া থাকে। দীর্ঘতা ভিত্তির পরিসরানুসারে পাদোনহস্ত অথবা এক হস্ত পরিমাণ হয়। তাহার মধ্যস্থলে মধুমক্ষিকাগণ প্রবেশ পুরঃসর মধুচক্র নির্ম্মাণ করিবে এতদর্থ লোকেরা ঐ ছিদ্রের দুই প্রান্ত তুষময় মৃত্তিকায় লেপন করিয়া রাখে। মধুমক্ষিকাগণ গৃহের বহির্ভাগহইতেই আসিয়া মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া থাকে; সুতরাং ভিত্তির বহির্দিকে ছিদ্রের যে মুখ, তাহা কর্ত্তনপূর্ব্বক ক্রমশঃ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া চাক নির্ম্মাণ করিতে থাকে। চাক ছিদ্রের দীর্ঘতা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে তাহাহইতে মধু আহরণার্থ লোকেরা এক খান শরাব অথবা

অন্য কোন ক্ষুদ্র পাত্রে জ্বলন্ত অঙ্গার দিয়া তদুপরি আর্দ্র তৃণ নিক্ষেপপূর্ব্বক ধূম নির্গম করাইয়া তাহা লইয়া গৃহের মধ্যে যায় এবং গৃহের অভ্যন্তরে ভিত্তিস্থ ছিদ্রের যে অন্যদ্বার রুদ্ধ থাকে তাহা মুক্ত করিয়া দিয়া তন্নিকটে সেই ধূমপাত্র ধারণ করত বায়ুযোগে ধূম সকলকে ছিদ্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেয়, তাহাতে মধুমক্ষিকাগণ সসম্ভ্রমে অপর দ্বার দিয়া বহির্ভাগে প্রস্থান করে, সুতরাং শুদ্ধ মধুচক্র পাইয়া স্বেচ্ছানুসারে তাহার অধিক-ভাগ কর্ত্তন করিয়া আনয়নপূর্ব্বক তন্নিষ্পীড়নে মধু সংগ্রহ করে। যে মধুচক্র কর্ত্তন করিয়া লয় তাহার কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকাতে মধুমক্ষিকারা পুনর্ব্বার আসিয়া সেই চক্র বৃদ্ধি করিয়া থাকে, কিয়দ্দিন মধ্যে পুনর্ব্বার চক্র সম্পূর্ণ হইলে পুনশ্চ ঐ প্রকারে কর্ত্তন করিয়া লয়। এই রূপে প্রায় তাবৎ লোকের আলয়েতেই মধু সঞ্চিত হয়, সুতরাং কাশ্মীরাঞ্চলে মিষ্ট দ্রব্য স্বভাবতঃ অধিক না জন্মিলেও মধু-প্রসাদাৎ তদঞ্চলীয় জনগণ মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয় না।

৪০ পৃষ্ঠায় যে ছাগের অবয়ব অঙ্কিত আছে, তাহা কাশ্মীর দেশজ নহে; তিব্বত-দেশ তাহার জন্ম স্থান; অতএব এ প্রস্তাব-মধ্যে বর্ণনযোগ্য হইতে পারে না, কিন্তু কাশ্মীর-দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ শাল ঐ ছাগের লোমে উৎপন্ন হয়; সুতরাং ঐ অজ তদ্দেশীয় না হইলেও তদ্দেশের উপলক্ষে ঐ পশুর মুর্ত্তি প্রকাশ করা অসম্মত হইবে না; ফলতঃ পুর্ব্ব প্রকাশিত খণ্ডে "শাল প্রস্তুত করণ প্রথা" নামক প্রস্তাবের সহিত ইহা প্রকাশ করিবার অভিপ্রায় ছিল; স্থানাভাবপ্রযুক্ত তাহা হয় নাই। এই ছাগ পাটনা দেশজ ছাগের ন্যায়. উচ্চ; এবং অবয়বও তদ্রূপ ও শুক্ল বর্ণ; কেবল মস্তক ও গ্রীবা কৃষ্ণবর্ণ। সামান্য ছাগের দেহহইতে যে প্রকার কদর্য্য গন্ধ নিঃসৃত হয় প্রস্তাবিত ছাগের শরীরে তদ্রূপ দুর্গন্ধ নাই। শাল প্রস্তুত করণ প্রথার প্রস্তাবে (৫ পত্রে) এই পশুর দেহস্থ রোম ও লোম পদার্থের প্রভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তৎপাঠে বোধ হইবেক যে পশু-দেহে আশু প্রত্যক্ষ যে পদার্থ তাহাই রোম বা কেশ; এবং তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত ও তন্মূলে স্থিত কোমল কার্পাসবৎ পদার্থ লোম। সংস্কৃত ভাষায় ইহাকে ঊর্ণা-শব্দে কহে। লোমজ বস্ত্র মাত্র ঐ পদার্থে প্রস্তুত হয়। হিম-প্রধান দেশে ঐ ঊর্ণা অতি সূক্ষ্ম ও কোমল হয়, এবং গ্রীষ্ম বহুল দেশে তাহাতে বিপরীত গুণ বর্ত্তে; অতএব তিব্বতীয় ছাগ এতদ্দেশে রাখিলে তাহার দেহহইতে শাল প্রস্তুত করণের যোগ্য ঊর্ণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না।

ব্রুটস্।

ব্রুটসের কন্যা লুক্রিসিয়া টারকুইনিয়স্ সুপর্বস্ নামক রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রকর্তৃক দুর্নামগ্রস্ত হওয়ার অপবাদ রুম রাজ্যে প্রচারিত হইলে সকলে একত্র হইয়া উক্ত অযোগ্য রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিতে এবং তাঁহার নির্দ্দয় শাসনহইতে নিষ্কৃতি পাইতে মনস্থ করেন।

শান্তিরক্ষক সেনাধ্যক্ষ ব্রুটস্ সকলকে আহ্বান করত আপনাদিগের স্বাধীনতার হানি ও কঠোর যন্ত্রণা ভোগের বিষয়ে বক্তৃতা করিলে সভাস্থ সমস্ত বক্তারা স্বোৎসাহ পূর্ব্বক রাজাকে তৎক্ষণাৎ সপরিবারে একেবারে দেশত্যাগ করিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন, এবং সকলে পরামর্শ স্থির করিলেন যে রাজ্যবিষয়ে নূতন নিয়ম অব-

লবনে রাজার পরিবর্ত্তে বর্ষে২ দুই জন তৎক্ষমতাবিশিষ্ট ব্যক্তিকে একত্রে কন্সল নামক পদে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

সাধারণ সমাজের প্রতি এ বিষয়ের ভারার্পণ হওয়াতে, তাঁহারা তদ্দণ্ডে ক্রুটস্ ও কোলেটাইনস্ নামক কুলীনদ্বয়কে কন্সল পদে অভিষিক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে এতাদৃশ দৃঢ় শপথ দ্বারা আবদ্ধ করিলেন, যে তাঁহারা স্বয়ং অথবা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, টারকুইনস্ কিম্বা তাঁহার পরিবারের মধ্যে কাহাকে পুনরাহ্বান করিবেন না; এবং যে কেহ রাজত্ব—স্থাপনের পুনরাকাঙ্ক্ষা করিবেক সে দেবতাদিগের নিকট সাপরাধরূপে গণ্য হইয়া, তৎক্ষণাৎ প্রাণ—দণ্ডার্হ হইবেক।

ঐ বর্ষের শেষ হইতে না হইতে কথকগুলিন ভদ্রবংশজাত যুবক এবং তন্মধ্যে ক্রুটস নামক কন্সলের পুত্রদ্বয় এক কুমন্ত্রণা ঘটিত ব্যাপারে লিপ্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মানস যে টারকুইন পুনর্ব্বার রাজ্যাধিপতি হয়েন। ডাওনিসিয়স্ নামক গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে তাঁহারা এমত অদ্ভুত মূর্খতায় মোহিত হইয়াছিলেন যে স্বদলের সঙ্খ্যা ও বর্ত্তমান কন্সলদিগের হত্যা করিবার সময়ের নির্ণয় করিয়া উক্ত অত্যাচারিকে স্বহস্তে লিপি লিখিয়াছিলেন। ভিন্‌ডিসস্ নামা এক ব্যক্তি ক্রীতদাস তাঁহাদিগের এতাদৃশ মানস অবগত হইয়া কন্সলদিগের নিকট নিবেদন করাতে, তাঁহারা তৎশ্রবণ-মাত্রে যথেষ্ট লোক সমভিব্যাহারে কুমন্ত্রণাকারিদিগের গুপ্ত সভায় সমাগত হইয়া লিপ্যাদি সহিত তাহাদিগকে ধৃত করিলেন।

পরদিবস প্রাতে ক্রুটস্ বিচারাসনে উপবেশন করিয়া অপরাধিদিগের আনয়ন পূর্ব্বক রীতিমত বিচারে প্রবর্ত্ত হইলেন। ভিন্‌ডিসসের সাক্ষ্যতা গ্রহণ এবং টারকুইনের নামে লিখিত পত্র সমস্ত ঐ বিচারস্থলে পাঠ হইলে, কুমন্ত্রণাকারিরা জিজ্ঞাসিত হইল, যে তোমাদের আপন ২ রক্ষাযোগ্য কিছু বক্তব্য আছে কি না, তাহারা বাচনিক কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া সকলেই সজল-নয়নে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি অধোমুখ হইয়া নিস্তব্ধ রহিল, এবং কিয়ৎকাল পরে এই ধ্বনি সর্ব্বত্র উঠিল যে "উহাদিগের দ্বীপান্তর করা যাউক"; কিন্তু ক্রুটসের সাধারণোপকারিতা রস পিতৃ-স্নেহাপেক্ষা মনে বলবান হওয়াতে তিনি বিচারকের যথার্থ ধর্ম্ম প্রতিপালন পূর্ব্বক স্বদেশের নিয়মানুসারে অপরাপর অপরাধির সহিত আপন পুত্রদ্বয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা প্রদান করিলেন!

অতঃপর ক্রুটস্ বিচারকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া সন্তানদিগের প্রাণদণ্ড নেত্রগোচর করিয়াছিলেন। তৎকালে অনেক ভদ্রসন্তানেরও প্রাণ সংহার হয়, কিন্তু অজ্ঞাত ব্যক্তির ন্যায় তাহাদিগের প্রতি তাচ্ছীল্য করত ক্রুটসের পুত্রদ্বয়ের প্রতি সকলেই মনোযোগী হইয়াছিল; এবং সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপি পিতার প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করাতে বিলক্ষণরূপে প্রতীত হইয়াছিল, যে তাঁহার দৃঢ়তর প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধেও স্বাভাবিক স্নেহের প্রতিবিম্ব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রকাশ পাইয়াছিল; ক্রুটস আপন কর্ত্তব্যতার অনুরোধে স্বভাবের বিপরীতাচরণ করিয়াও স্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। অ, লা, দ,

---

কৌতুক কণা।

একদা জনৈক আরব-জাতীয় পদাতি সৈন্য মক্কায় আগমন পূর্ব্বক সত্বরে অবৈধরূপে উপাসনা করতঃ প্রয়াণ করিতেছিল, এমত সময়ে তত্রত্য মহারাজ আ-

পন পাদুকা তাহার সম্মুখে ধারণ করতঃ কহিলেন; "তিষ্ঠ; যথা বিহিত ধৈর্য্যতার সহিত মনোযোগ পূর্ব্বক পুনরায় উপাসনা করহ; কৃতোপাসনা অবৈধ হইয়াছে, তাহা কদাপি গ্রাহ্য হইবে না"। আরব পাদুকা-ভয়ে যথা নিয়মে পুনরায় উপাসনা করিলে পর রাজা কহিলেন; দেখ, পূর্ব্বাপেক্ষায় এইক্ষণে উত্তম উপাসনা হইল কি না"? আরব কহিল; "না; প্রভো ধার্ম্মিক প্রণেত, প্রথম উপাসনা ঈশ্বর-ভয়ে হইয়াছিল; অধুনা পাদুকা-ভয়ে হইল"।

যাদৃশ দান তাদৃশ ফল।

কোন ধনাঢ্য লোক এক উপাচার্য্যকে মণিবিহীন এক অঙ্গুরী প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন; "আমার নিমিত্ত ঈশ্বর-নিকটে মঙ্গল প্রার্থনা করহ"। উপাচার্য্য বেদী আরোহণ করত কহিলেন; "হে, জগদীশ্বর, স্বর্গে এই ব্যক্তিকে ছাদ-রহিত এক সুচারু অট্টালিকা প্রদান করিও"। ধনী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "এ কীদৃশ আশীর্ব্বাদ"? উপাচার্য্য কহিলেন; "আপন অঙ্গুরী মণিবিহীন; সুতরাং আমার অট্টালিকাও ছাদ-হীন হইয়াছে"।

উপযুক্ত প্রত্যুত্তর।

আবুল্ ফেদ্‌লুলি নামা প্রসিদ্ধ ধনী একদা কোন পণ্ডিতকে নানা বিষয়ে প্রশ্ন করিতেছিলেন। পণ্ডিত শুনিবামাত্র সকল প্রশ্নের প্রত্যুত্তর দেওয়াতে ফেদ্‌লুলি কহিলেন; "তোমাকে যে প্রশ্ন করা যায় স্থৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার মর্ম্ম জ্ঞাত না হইয়া এতাদৃশ সত্বরে প্রত্যুত্তর দেও কেন"? পণ্ডিত জিজ্ঞাসিলেন; "আপন দক্ষিণ হস্তে কয়টা অঙ্গুলি আছে"? ধনী তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন; "কেন? পাঁচটা"। পণ্ডিত কহিলেন; "আমার প্রশ্ন বিবেচনা না করিয়া কেন এতাদৃশ সত্বরে প্রত্যুত্তর দিলেন"? সে কহিল, "এবম্বিধ প্রশ্নের উত্তরে কি বিবেচনা করিব"? পণ্ডিত কহিল; "তবে আমার বেলাইবিবেচনার প্রয়োজন কি"?

কবির পুরস্কার।

থালবি নামক প্রসিদ্ধ কবি মন্‌সুর ভূপতির অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি একদা অত্যুৎকৃষ্ট এক কবিতা রচনাপূর্ব্বক রাজার নিকট তাহা পাঠ করিলেন। রাজা তৎশ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; "কহ থালবি, ইহার পুরস্কার স্বরূপে তিন শত স্বর্ণমুদ্রা লইবে, কি তিন শত স্বর্ণমুদ্রামূল্যোপযুক্ত জ্ঞান প্রদায়ক তিন সদুপদেশ গ্রাহ্য করিবে"? রাজার নিকট আপন বিদ্যানুরাগিতা প্রকাশ করণাভিপ্রায়ে থালবি কহিলেন; "নশ্বর ধনাপেক্ষায় অক্ষর জ্ঞান অবশ্যই সমাদরণীয়"। মন্‌সুর কহিলেন, "ভাল; শ্রবণ কর। প্রথম উপদেশ এই, বস্ত্র ভগ্ন হইলে তাহাতে তালি দিও না; সে দেখিতে অতি কদর্য্য"। থালবি কহিল; "হা, এক শত মুদ্রা বৃথায় গেল"। রাজা সহাস্যবদনে কহিলেন, "দ্বিতীয় উপদেশ এই, শ্মশ্রুতে তৈল মর্দ্দন করণ সময়ে তাহার মূলে তৈল দিও না"। থালবি ধ্বনি করিল, "হা! হা! কি আফ্‌সোস্! কি আফ্‌সোস্! দুই শত মুদ্রায় আমার জলাঞ্জলি হইল"! মন্‌সুর হাস্য করত "তৃতীয় উপদেশ এই, বলিবার উপক্রম করেন এমৎ সময়ে থালবি ক্রন্দনস্বরে কহিলেন; "হে সৌভাগ্যপ্রদ খলিফা! দোহাই প্রভো; ঐ উপদেশটী আপন ভাণ্ডারে রাখাইয়া দেন; আর তন্মূল্য এক শত স্বর্ণমুদ্রা আমাকে প্রদান করুন; ভবদীয় অবশিষ্ট উপদেশাপেক্ষায় আমার পক্ষে ঐ মুদ্রা সহস্র গুণ গ্রাহ্য"।

সুচতুর ধূর্ত্ত।

কোন ধূর্ত্ত রাজসন্নিধানে গিয়া কহিল, "আমি ঈশ্বর দূত"। রাজা কহিলেন "তোমার কি ক্ষমতা আছে"? সে কহিল; "আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করিতে পারি"। নৃপতি আজ্ঞা দিলেন; এই কুষ্মাণ্ড বীজ রোপণ করতঃ আমার প্রত্যক্ষে তজ্জাত বৃক্ষহইতে সুপক্ব ফল আমাকে দেহ"। ধূর্ত্ত কহিল; "তথাস্তু, চারি দিন অবকাশ দিলে তাহাই হইবেক"। নৃপতি কহিলেন; "অবকাশের প্রয়োজন কি? এই দণ্ডেই করিতে হইবেক"। ধূর্ত্ত কহিল "মহারাজ আপনি কি অবিচারক; এতাদৃশ পক্ষপাত করা আপনার অকর্ত্তব্য। আপনি সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরকে চারি মাসের অবকাশ দেন; আমি তাঁহার ভৃত্য; আমাকে চারি দিবসের অবকাশ দিতেও অস্বীকার"!

বিপ্রবচক বধির।

এক বধির দুই বৃষোপরি কর্ত্তক বা[illegible] লইয়া নদী তটে দণ্ডায়মান আছে ইত্যবসরে দূরহইতে আগত এক অশ্বারোহিকে দেখিয়া মনে ২ স্থির করিতেছিল, যে সে নিকটে আসিয়া আদৌ কুশল সম্ভাষ করিবে, পরে নদীর গভীরতা বিষয়ে প্রশ্ন করিবে; অবশেষে ধান্যের পরিমাণ জিজ্ঞাসিবে। ইত্যবকাশে ঐ অশ্বারোহী নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "এই নদীতে কত জল"? বধির পূর্ব্বেই মনে ২ কথোপকথনসকল স্থির করিয়াছিল, সুতরাং প্রশ্ন স্ফুট না হইতে হইতেই কহিল; "সকল মঙ্গল; ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন"। অশ্বারোহী সক্রোধে কহিল, "তোমার মাথা খান"। সে উত্তর দিল; "গল পর্য্যন্ত"। অশ্বারোহী কহিল; "তোমার মুখে ছাই"। সে প্রত্যুত্তর দিল; "আট মোন"।

সুচারু বক্তা।

এক রাজা স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন, যে তাঁহার সমস্ত দন্ত উৎপাটিত হইয়াছে; অতএব উদ্বিগ্ন হইয়া পর দিন প্রাতে সভাস্থ দৈবজ্ঞকে তাহার মর্ম্ম জিজ্ঞাসিলে সে কহিল, "মহারাজ, ইহার তাৎপর্য্য এই যে আপনার বর্ত্তমানে আপনার স্ত্রী পুত্র সকলেই মরিয়া যাইবেক"। নৃপতি ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ ব্যক্তিকে গুরুতর শাস্তি দিয়া অপর এক দৈবজ্ঞকে উক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করিলে, সে কহিল, "নৃপতে, আপনার সর্ব্বত্র জয় হউক; ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘায়ুঃ করিয়াছেন; এই স্বপ্নে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে মহাশয়ের জ্ঞাতি, পুত্র, পরিজন, কেহই আপনার সহ দীর্ঘজীবী হইবেন না"। ভূপতি এতদ্বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বিবিধ পুরস্কার প্রদান করিলেন।

সুবোধ পাগল।

বিনি আসদ্ বংশে সোগদান নামা এক জন পাগল ছিল। একদা সে তিম্আল্লা বংশীয় ব্যক্তিদিগের পল্লী দিয়া গমন করিতেছিল, এমত সময়ে উক্ত বংশীয় কএক ব্যক্তি ঐ উন্মত্তের অঙ্গে ধূলি নিক্ষেপ করত উপহাস করিতে প্রবৃত্ত হইলে, সোগ্দান্ কহিল; "ও তিম্আল্লাজ তোমাদিগের তুল্য সৌভাগ্যবান পুরুষ আমি আর কুত্রাপি দেখি নাই"। তাহারা জিজ্ঞাসিল; "সে কি প্রকার"? ক্ষিপ্ত কহিল; "ভাই, বিনি আসদ্ বংশে আমি মাত্র পাগল, তন্নিমিত্ত আত্মীয় স্বজন সকলেই আমাকে হস্ত-পদে শৃঙ্খল বদ্ধ করিতে উদ্যত হয়; তোমার বংশে সকলেই সমান, অতএব এতাদৃশ ধূলায় ধূসর হওয়াতেও তোমাদিগকে কেহ নিষেধ করিয়া বিরক্ত করে না"।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৪, ফাল্গুন। [১৫ খণ্ড।

(ইন্দ্রসভা।)
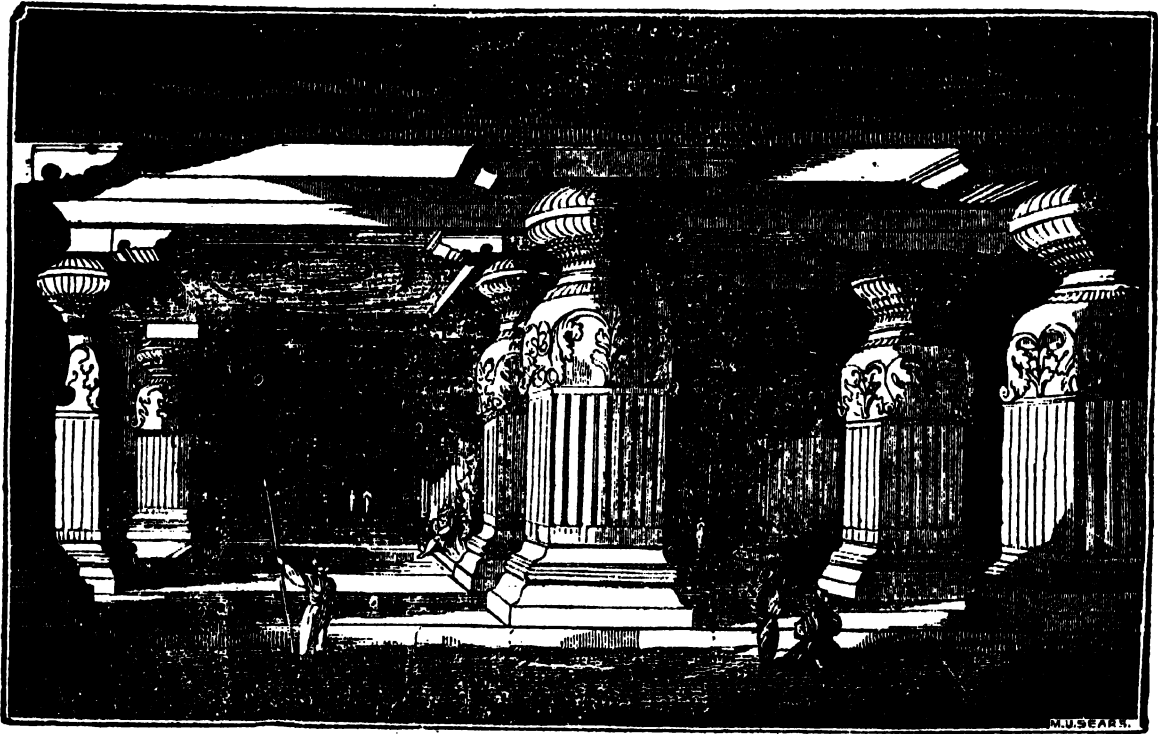
ইলোরার গুহা।

"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"। এই শাস্ত্রসিদ্ধ প্রাচীন বাক্যের প্রমাণার্থে অধুনা বাক্য ব্যয় করিলে অনেকে পণ্ডশ্রম বোধ করিবেন; পরন্তু এক তমসাবৃত গৃহে বন্ধুদ্বয় সন্নিহিত থাকিলেও পরস্পর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিরহে তাহাদিগের সম্বন্ধে বর্ত্তমান পদার্থ যেমন অবর্ত্তমান তুল্য হয়, অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন দেশে কীর্ত্তিমানের কীর্ত্তিও তাদৃশ বিফল হয়। মিসর দেশে "পিরামিড্" নামক যে কএক পঞ্চকোণাকার সমাধিস্থান আছে তৎতুল্য বৃহৎ নির্ম্মাণ পৃথিবীর আর কুত্রাপি নাই; অথচ মিসর-দেশীয়েরা অজ্ঞানতার প্রাদুর্ভাবে তৎকর্ত্তৃদিগের নামও

বিস্মৃত হইয়াছেন। দিল্লী নগরে কোন প্রাচীন হিন্দু রাজা লৌহময় এক অদ্বিতীয় প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ঐ স্তম্ভ অদ্যাপিও বর্ত্তমান আছে, এবং তদুপরি বিবিধ অক্ষর খোদিত আছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, যে তাহাতে ঐ স্তম্ভ-কর্ত্তার বংশাবলী কিম্বা কোন রূপ শাসন খোদিত থাকিবেক; কিন্তু অধুনা কেহ ঐ অক্ষর পাঠ করিতে পারেন না, এবং ঐ স্তম্ভ কি নিমিত্তে ও কোন্ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ও কে নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কোন বিবরণ প্রচরিত নাই। বেতিয়া, বাকরা, মগধ, কান্যকুব্জাদি অপর অনেক স্থানেও প্রস্তরময় তদ্রূপ জয়স্তম্ভ বর্ত্তমান আছে; কিন্তু তাহাদিগেরও বিবরণ লুপ্ত হইয়াছে। অপর ভারতবর্ষের অনেক স্থানে দেবভবন রাজভবনাদি আশ্চর্য্য ও অত্যুৎকৃষ্ট বিবিধ অট্টালিকাদি বর্ত্তমান আছে। বোধ হয় তৎপ্রণেতারা তাহার নির্ম্মাণ সময়ে মনে২ প্রত্যাশা করিয়া থাকিবেন যে "যদ্যপি 'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি' এই বাক্য সত্য হয়, তবে আমাদিগের গুণগরিমা জনসমাজে অবশ্য চিরস্থায়ী হইবেক"। কিন্তু হায়! সে আশা কি বিফলা হইয়াছে! বর্ণনাতীত-উৎকট-পরিশ্রম-সাধনপূর্ব্বক শত শত রাজভাণ্ডারের সম্পত্তি-সহকারে যাঁহারা আপন যশোবর্ণনা চিরস্থায়ী-করণাভিপ্রায়ে অদ্ভুত কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, অজ্ঞানান্ধকারে কীর্ত্তি-সত্ত্বেও তাঁহাদিগের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়াছে! এই সকল অদ্ভুত কীর্ত্তির মধ্যে প্রয়াগ নগরের "ফিরোজ শাহের লাঠ" নামক স্তম্ভ,—দক্ষিণ দেশীয় মহাবালিপুর নগরের দেবভবন,—বোম্বাই দ্বীপ-সান্নিধ্য সাল্সেট ও হস্তি-দ্বীপস্থ প্রস্তর গুহা, ও মহারাষ্ট্র দেশের ইলোরা নগরের সান্নিধ্য গিরি-গুহা, সর্ব্ব প্রধান। অবকাশ-মতে ইহাদিগের কিঞ্চিৎ২ বিবরণ লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য হইয়াছে। তদভিপ্রায়ে আদৌ ইলোরাস্থ গুহার বিবরণ করা যাইতেছে।

বোম্বাই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে দৌলতাবাদ নগরের সন্নিকটে ইলোরা নামে এক স্থান আছে; তাহা অধুনা সম্পূর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট, এবং নির্মনুষ্যপ্রায় হইয়াছে; পরন্তু ইহার চতুর্ব্বর্ত্তি ভগ্ন প্রাচীর ও উৎসন্ন অট্টালিকা-সমূহের চিহ্ন দৃষ্টে বোধ হয় পূর্ব্বে ইহা সমৃদ্ধ প্রকাণ্ড ও বহুজন-সমাকীর্ণ এক নগররূপে পরিগণিত ছিল। ইহার অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এক পর্ব্বত আছে; তাহা নগরের নামেই বিখ্যাত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ব্যায়ত, কিন্তু উচ্চ নহে। ঐ অর্দ্ধচন্দ্রাবয়বের মধ্যভাগাপেক্ষায় ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশঃ অবনত, কিন্তু কোন২ স্থান প্রাচীরবৎ।

ইলোরা নগরের মনুষ্যেরা কহে, পূর্ব্বকালে "ইলিচপুর" নগরে ইলু নামে এক রাজা ছিলেন। দৌর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত হইয়া কীটে সমাকীর্ণ হইলে তিনি ইলোরা শৃঙ্গস্থ "শিবালয়-সরোবর" নামক পবিত্র তীর্থে অবগাহন-মানসে যাত্রা করেন। ঐ তীর্থ প্রথমতঃ ষষ্টি ধনুঃ পরিমিত ছিল; কিন্তু যমদেবের প্রার্থনায় ভগবান বিষ্ণু তাহাকে গোষ্পদ তুল্য খর্ব্ব করিয়াছিলেন। ইলু রাজা এই তীর্থ-নিকটে উপস্থিত হইয়া অবগাহনের সম্ভাবনাবিরহে অগত্যা ঐ তীর্থোদকে এক বস্ত্র ভিজাইয়া আপন ক্ষত শরীর ধৌত করাতে বহুকাল স্থায়ি কদর্য্য ব্যাধিহইতে মুক্ত হন; পরে আপন কৃতজ্ঞতা চিরস্মরণীয় করণাভিপ্রায়ে ইলোরা পর্ব্বত খনন করাইয়া, ঐ খনিত বিস্তীর্ণ গুহা সকলেতে বিবিধ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেন। এই গল্প মিথ্যা কি সত্য তাহা অধুনা নিশ্চয় করা দুষ্কর। বোধ হয় ইহার অধিকাংশই অলীক; কারণ

ঐ সকল গুহা-দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে তৎসমুদয় সমকালে এক রাজার অনুজ্ঞায় নির্ম্মিত হয় নাই। জিন, বুদ্ধ ও হিন্দু, এই তিন পৃথগ্ ধর্ম্মাবলম্বিদিগের দেবমূর্ত্তি এই সকল-গুহা-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছে; অতএব অনুমান হয় যে ভিন্ন২ সময়ে উক্ত স্বতন্ত্র ২ ধর্ম্মাবলম্বিরা ক্রমে২ এই গুহা-সকল নির্ম্মাণ করান, অথবা এই গুহা-সমুদয় খোদিত করেন; পরে কালসহকারে বিভিন্নমতীয় ব্যক্তিদিগের হস্তগত হইয়া তদীয় দেবমূর্ত্তি ও চিহ্নে সুশোভিত হইয়াছে। সে যাহা হউক, অধুনা গুহা-সকল কোন ব্যক্তি বিশেষের অধীনে নহে; প্রায় সকল অধিকারিগণ কালের করাল গ্রাসে পতিত হইয়াছে। হায়! কি ক্ষোভের বিষয়,যে সকল মন্দির বা প্রাসাদ পূর্ব্বে অপর্য্যাপ্ত শ্রম ও ব্যয় সহকারে নির্ম্মিত হইয়া বিবিধ উপাদেয় দ্রব্যে সুশোভিত ও শত শত ঐকান্তিক ভক্তের প্রার্থনা ও স্তুতিবাদে সতত প্রতিনাদিত ছিল, এবং যথায় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রহইতে আগত শতসহস্র যাত্রিদিগের তুমুল সমারোহ হইত, এইক্ষণে তাহা চাম্‌চিকা ও বন্যপশুর আবাস হইয়াছে, এবং কদাপি তস্কর ভিন্ন প্রায় আর কেহই তাহার সন্নিকটেও গমন করে না!

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইলোরা পর্ব্বত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। ইহার উত্তরভুজের সর্ব্ব প্রান্তভাগস্থ মন্দিরের নাম "পারশ্বনাথ"। ইহা ভূমিহইতে ৪০০ হস্ত ঊর্দ্ধে অবস্থিত। এই মন্দিরের দক্ষিণ অর্দ্ধ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া নানা বিধ দেবালয় আছে। সর্ব্বশেষের যে মন্দির তাহার নাম "দেহর বারা"। পরন্তু, বোধ হয়, এই সকল নাম তত্রত্য ইদানীন্তন লোকদ্বারা ব্যবহৃত হইয়া থাকিবেক; ইহা প্রাচীন নাম নহে, তাহাতে অনেক প্রমাণ আছে।

পারশ্বনাথের মন্দির প্রাচীন নহে; ইহা ইষ্টক নির্ম্মিত। শত বৎসর হইল আরঙ্গাবাদ নগরস্থ জনৈক বণিক্ ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিল; ফলতঃ ইহা মন্দিরাকৃতিও নহে। পরন্তু ইহার মধ্যে যে মূর্ত্তি আছে তাহাইমাত্র অতি প্রাচীন,এবং পর্ব্বতের এক ভাগ খনিত হইয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তি দিগম্বর; ৬।।০ হস্ত উচ্চ; এবং ধ্যান মুদ্রা ধারণ করত যোগাসনে উপবিষ্ট আছে। জিন-ধর্ম্মাবলম্বিদিগের উপাস্য পারশ্বনাথের মূর্ত্তি যে প্রকার হইয়া থাকে, ইহাও তদ্রূপ, এবং কোন ২ গুর্জ্জর জাতীয় বণিকেরা প্রতিবর্ষে ভাদ্র মাসের শুক্ল চতুর্দ্দশী দিবসে ইহাকে জিনদেব বোধে উপাসনা করিয়া থাকে; কিন্তু এক মন ঘৃত ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য নিবেদন করা প্রথা নাই, সুতরাং সামান্য লোকে এই মূর্ত্তির উপাসনা করিতে অক্ষম হয়।

পারশ্বনাথের দক্ষিণ পার্শ্বস্থ মন্দিরের নাম "ইন্দ্রসভা"। ইহা অতি বিস্তৃত ও রম্য, এবং নানাবিধ খোদিত অতি সুন্দর অবয়বে সুশোভিত হইয়াছে। ৪৯ পত্রে এই আশ্চর্য্য গুহার এক চিত্র মুদ্রিত করিলাম। তদ্দৃষ্টে পাঠক মহাশয়েরা ইহার সুচারু রচনার চাতুর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। এই গুহাস্থ স্তম্ভ সকল অতি মনোহর। ইহাদিগের অগ্রভাগ ইদানীন্তনের স্তম্ভাগ্রের ন্যায় নহে; পরন্তু প্রাচীন হিন্দুরা এতদ্রূপ ভিন্ন অন্য রূপে স্তম্ভাগ্র নির্ম্মাণ করিত না।

ইন্দ্রসভান্তঃপাতি তিন গুহা আছে; তত্রাদ্য দক্ষিণাভিমুখ, ও ৪০৫০ হস্ত দীর্ঘ, এবং ৩২ হস্ত প্রস্থ। ইহার মধ্যে ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাদশ ছড় * আছে; এবং ইহার প্রাচীরের সর্ব্বত্র বুদ্ধ দেবের বহুসংখ্যক খোদিত মূর্ত্তিতে সুশোভিত। এই

* যে স্তম্ভের ব্যাসের কিয়দংশ প্রাচীর মধ্যে গ্রথিত থাকে তাহার নাম "ছড়" বা অর্দ্ধ স্তম্ভ।

গুহার উত্তরভাগস্থ গর্ভ-গৃহে * বুদ্ধদেবের এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি পারশ্বনাথ দেবের মূর্ত্তির তুল্য প্রায়, কিন্তু কিয়দংশে বিশেষ। হিন্দুদিগের দেবমূর্ত্তি যে প্রকার মালা, কেয়ূর, নূপুর, বলয়াদি অলঙ্কারে সুসজ্জীভূত হয়, বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি তদ্রূপ নহে; কদাপি আভরণ বিশিষ্ট হয় না। হিন্দুরা এই মূর্ত্তিকে "জগন্নাথ বুদ্ধ" শব্দে কহে। এই মূর্ত্তির বাম পার্শ্বে ব্যাঘ্রোপরি আরূঢ়া এক স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে; তাহা "ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী" নামে বিখ্যাতা। এই গুহার এক পার্শ্বে এক দ্বার আছে, তদ্দ্বারা দ্বিতীয় গুহায় প্রবিষ্ট হওয়া যায়। ঐ গুহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ব্ব তুল্য; এবং ইহারও গর্ভগৃহে পারশ্বনাথের মূর্ত্তিসদৃশ এক মূর্ত্তি আছে; কিন্তু ইলোরা দেশের লোকেরা ইহাকে পরশুরামের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করে। ইহার উভয় পার্শ্বে ব্যাঘ্রোপরি উপবিষ্টা ভবানীর মূর্ত্তি আছে।

তৃতীয় গুহার "নাম রঞ্ছোড়জির গুহা"; এবং তাহার গর্ভ স্থানে ও প্রাচীরের সর্ব্বত্র বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আছে; কিন্তু অধুনা তাহা "রঞ্ছোড়জি" নামে বিখ্যাত, ও তাহার সম্মুখস্থ বারান্দায় হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় এক পুরুষের মূর্ত্তি ও ব্যাঘ্রারূঢ়া এক স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে; ব্রাহ্মণেরা ইহাদিগকে ইন্দ্র ও ইন্দ্রাণীর মূর্ত্তিবোধে বর্ণন করে, এবং কহে ঐ মূর্ত্তিহইতে এই গুহাত্রয়ের নাম "ইন্দ্রসভা" হইয়াছে; পরন্তু এইইন্দ্রাণীর মূর্ত্তিই অপর গুহাদ্বয়ে ভবানী নামে বিখ্যাতা। ফলতঃ এই গুহা-ত্রয় ইন্দ্রদেবের পূজার্থে নির্ম্মিত হয় নাই; কারণ তাহা হইলে মন্দিরের গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক এক বহিঃপ্রদেশে প্রধান উপাস্য দেবের মূর্ত্তি রক্ষিত হইত না।

এই গুহা-ত্রয়ের সর্ব্বত্র পর্ব্বতের অঙ্গ খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। ইহার কোন অংশ গ্রথিত নহে; প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ, মেজিয়া সকলই এক খণ্ড প্রস্তর। পূর্ব্বে এই গুহা সকল দুই তলা ছিল, কিন্তু অধুনা প্রথম তলস্থ গৃহ মৃত্তিকায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। গুহা সকলের চতুর্দিগবর্ত্তি স্থান অতি পরিসর; এবং ইহার প্রাচীর নানাবিধ অবয়বে খোদিত আছে; অপর তৃতীয় গুহার সম্মুখে এক সুচারু জয়স্তম্ভ থাকাতে, সৌন্দর্য্য-বিষয়ে এই গুহাপ্রতি ইন্দ্রসভাপদ ব্যবহার যোগ্য হইয়াছে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

ইন্দ্র সভার কিয়দ্দূর পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র বৌদ্ধ মন্দির আছে, তৎপূর্ব্বে অপর এক মন্দির; কিন্তু তাহা মত্তিকায় পরিপূর্ণ হওয়াতে অধুনা তাহার বর্ণনা করা দুষ্কর। এই শেষোক্ত মন্দিরের ৪০০ হস্ত অন্তরে এক বিস্তৃত গুহা আছে। তাহার নাম "দুমার লয়না" অর্থাৎ "উদ্বাহ শালা", কারণ তাহাতে শিব পার্ব্বতীর বিবাহ বিষয়ক মূর্ত্তি-মণ্ডলী আছে। এই গুহা শৈবদিগের দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবেক। ইহার গর্ভ গৃহে শিব-লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত, এবং তাহার চতুর্দ্দিকস্থ দ্বারের উভয় পার্শ্বে প্রায় দশ হস্ত পরিমিত দ্বারপাল-সকল আছে। ইহা ইলোরা গিরিস্থ নিখিল গুহাপেক্ষায় বৃহৎ; ইহার দীর্ঘতা ১২৩।০ হস্ত, প্রস্থ ১০০ হস্ত, এবং উর্দ্ধ ১২।।০ হস্ত। ইহার মধ্যে ২৮ স্তম্ভ ও ২০, ছড়, এবং নানা বিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। ঐ মূর্ত্তি-সকলের মধ্যে শিব-পার্ব্বতীর বিবাহ, যমদেব ও একর ভদ্রনামা শিবের মূর্ত্তি প্রধান; শেষোক্ত মূর্ত্তি অপর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

* মন্দিরের যে গৃহে বা স্থানে দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা থাকে তাহার নাম "গর্ভ স্থান" বা "গর্ভ গৃহ।"

(এহর ভদ্র।)

দুমার লয়নার অনতিদূরে এক জলপ্রবাহ আছে; তাহার পার্শ্বদ্বয় বহুল শিবালয়ে সুশোভিত। তৎপরে "জম্মর" অর্থাৎ বাসর গৃহ, "কুমার বারা" অর্থাৎ কুম্ভকারের গৃহ, "তেলিকা গম্না" অর্থাৎ তিলির গৃহ, রামেশ্বর আদি নাম বিশিষ্ট বহুল গুহা আছে; তৎসমুদয়ই প্রশস্ত, অতি সুন্দর, ও পর্ব্বত খনিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে, এবং প্রচুর দেবমূর্ত্তিদ্বারা সুসজ্জীভুত; এই অল্পায়তন পত্রে তৎসমুদয়ের বর্ণনা করা অসাধ্য।

শেষোক্ত গুহার কিয়দ্দূর ঊর্দ্ধে এক অদ্ভুত দেবালয় দৃষ্ট হয়; তাহার নাম "কৈলাস"। ইলোরা গিরিস্থ দেবালয়-সকল মধ্যে-এই গৃহ সর্ব্বোৎকৃষ্ট, এবং তাহাতে এতাদৃশ প্রচুর অবয়ব আছে যে তৎসমুদয়ের কেবল নামোল্লেখ করিতে হইলে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের এক খণ্ড পরিপূর্ণ হইতে পারে।

অপর পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কৈলাস মন্দিরের মূল মাত্র দৃষ্টিগোচর হয়, কিন্তু তদপেক্ষায় উত্তম ছবি প্রস্তুত না থাকায় অধুনা তাহাই গ্রাহ্য করিতে হইল। এই চিত্র দৃষ্টে অনুভব হইবেক যে কৈলাস এক পর্ব্বত খোদিত উঠানের মধ্যে স্থিত। উক্ত উঠান ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ। ইহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব তোরণ বাদ্যশালা (নহবৎখানা) ও নন্দির গৃহ আছে; তৎসমুদয়ই পর্ব্বত খোদিত হইয়া প্রস্তুত হইয়াছে; এবং তাহার সর্ব্বত্র হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবতাদিগের জীবনচরিত্র বিষয়ক অসংখ্য পুত্তলিকা খোদিত আছে। উঠানের অপর তিন দিগে অতি সুরম্য স্তম্ভদ্বারা নির্ম্মিত অলিন্দ (বারান্দা) আছে। উহার প্রাচীরে অর্দ্ধ স্তম্ভ পরিমিত অনেক ছড় থাকাতে তাহা কয়েক চতুষ্কোণাকার স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। উক্ত প্রত্যেক চতুষ্কোণাকার স্থানে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাদির অনুরূপ মূর্ত্তি-মণ্ডলী আছে; কোন স্থানে রাবণ আপন মুণ্ডচ্ছেদ করত মহাদেবের পূজা করিতেছেন; কোন স্থানে পার্ব্বতী শিবলিঙ্গ পূজা করিতেছেন; কোথাও বা শিবপার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট আছেন, সম্মুখে নাগ ও নন্দী উপস্থিত, কোন স্থানে ক্ষীরোদশায়ি, ভগবানের মূর্ত্তি দৃষ্ট হইতেছে; কোথাও বরাহ অবতারের প্রতিমা, কুত্রচিৎ নৃসিংহ অবতার; কোন স্থানে কৃষ্ণ কালীয় দমন করিতেছেন; কোথাও বটুকভৈরব; কোথাও কপাল ভৈরব; কোথাও বা নবযোগিনী ভৈরব; ইত্যাদি বহুল মূর্ত্তি প্রত্যক্ষীভূত আছে। তৎসমুদয় পর্ব্বতে খোদিত করিতে কি পর্য্যস্ত শ্রম ও ব্যয় হইয়াছে তাহা অধুনা অনুমান করিতে হইলে, মনঃ এক-কালে শ্রান্ত হইয়া পড়ে; ও যে রাজার আজ্ঞায় ঐ অদ্বিতীয় বিস্ময়জনক কীর্ত্তি প্রচার হইয়াছিল, তাঁহার অতুল সম্প-

কৈলাস।

ত্তির অনুভব করিতে গেলে তাহা স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়।

পূর্ব্বোক্ত নন্দিগৃহের উভয় পার্শ্বে সোপান দ্বয় আছে; তদ্দ্বারা তোরণ (সিংহদ্বার) সম্মুখে উপনীত হওয়া যায়; তৎপশ্চাতে কৈলাসের প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদ মন্দির পঞ্চকের-মধ্যগত এক শত হস্ত উচ্চ এক অত্যাশ্চর্য্য অপূর্ব্ব মন্দির, এবং তচ্চতুকোণে তদপেক্ষায় ক্ষুদ্র, কিন্তু তত্তুল্য সুচারু রচিত অপর মন্দির চতুষ্টয়। এই মন্দির সকল হস্তি ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত। উক্ত পশুর মূর্ত্তি উপরে মুদ্রিত চিত্রে দৃষ্ট হইবেক।

প্রধান মন্দির ৪৪॥০ হস্ত দীর্ঘ এবং ৩৭ হস্ত প্রস্থ। ইহার গর্ভস্থানে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে; এবং ইহার প্রাচীর ও ছাদের সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ, কিঞ্চিৎ মাত্র স্থান চিত্র রচিত নহে। ইহার ছাদ ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাবিংশতি অর্দ্ধস্তম্ভোপরি স্থাপিত। ছাদের মধ্যভাগে লক্ষ্মীনারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন।

কৈলাসের উত্তরস্থ অলিন্দের (বারান্দার) সন্নিকটে এক প্রকাণ্ড গুহা আছে, তাহার নাম "লঙ্কা"। পূর্ব্বে এক সেতুদ্বারা ঐ অলিন্দহইতে ঐ গুহায় গমনাগমনের উপায় ছিল, অধুনা তাহা ভগ্ন হওয়াতে পথ রহিত হইয়াছে।

কৈলাসের দক্ষিণ-পার্শ্বস্থ গুহার নাম "দশাবতার"। এই গুহা দুই তলা; প্রথম তলা মূর্ত্তিকায় পূর্ণ হইয়াছে। দ্বিতীয় তলা ৬৮ হস্ত দীর্ঘ; ৬৫॥০ হস্ত প্রস্থ, এবং নানাবিধ দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। দশাবতার নাম হওয়াতে বোধ হইতে পারে যে ঐ গুহা বিষ্ণু অবতার রক্ষার্থ প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে; ইহার গর্ভস্থানে এক প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, এবং প্রাচীরে দশাবতার ভিন্ন নানাবিধ অন্যান্য মূর্ত্তিও প্রত্যক্ষ হয়। দশাবতারের কিয়দ্দূরে "রাবণ-কুণ্ড"। এতন্মধ্যস্থ মূর্ত্তি-সকল অন্যান্য গুহাস্থ মূর্ত্তির তুল্য, পরন্তু অতি সুচারুরূপে নির্ম্মিত। এতন্মধ্যস্থানে এক গর্ত্ত আছে, তাহাকে কুণ্ড শব্দে কহে; কিন্তু তথায় দশাননের কোন মূর্ত্তি নাই, এবং ঐ

কুণ্ডের সহিত তাঁহার কি প্রকারে সংসর্গ হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। এই গুহার প্রধান দেবতা ব্যাঘ্রেশ্বরী ভবানী।

দুমার লয়না অবধি এ পর্য্যন্ত যে সকল গুহার বর্ণন করা গিয়াছে তৎসমুদয় হিন্দু দেবতার উপাসনা-স্থান। অতঃপর যে কয়েক গুহা আছে তৎসমুদয় বৌদ্ধ মঠ; এবং তন্মধ্যে প্রথম গুহা তিন তলা। প্রথম তলার নাম "পাতাল", দ্বিতীয় তলার নাম "মর্ত্ত্যলোক",এবং তৃতীয় তলার নাম "স্বর্গ"; সমষ্ট্যাখ্যা "তিন লোক"। ইহার গর্ভগুহাতে বুদ্ধদেবের দিগম্বর এক মূর্ত্তি, এবং প্রাচীরের সর্ব্বত্র পদ্মাসনোপবিষ্ট এক২ স্ত্রীর মূর্ত্তি আছে; ঐ স্ত্রীসকলের মস্তকে এক২ বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। ইদানীন্তনের ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে রামচন্দ্রের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করেন, এবং সিন্দূরদ্বারা তাহার হস্ত, পদ ও গলদেশে অলঙ্করণচিত্র করিয়াছেন। গুহাদ্বারে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপাল স্থাপিত আছে; কিন্তু তাহারা বিবস্ত্র, এবং ধ্যানস্থ বোধ হয়।

মর্ত্ত্যলোক স্বর্গের তুল্য; ইহার গর্ভ স্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি; কিন্তু প্রাচীরে নিরবচ্ছিন্ন স্ত্রী মূর্ত্তি না হইয়া স্ত্রী পুরুষদ্বারা উপাসিত ও হস্ত্যাদি বাহনবিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মর্ত্তি আছে। প্রধান প্রতিমা স্বর্গ লোকের প্রতিমার তুল্য, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাকে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণন করেন; পাতাল লোকস্থ তদ্রূপ মূর্ত্তিকে নাগরাজ কহেন। পাতাল লোক পূর্ব্ববৎ। অধিকন্তু ইহাতে নবগ্রহের মূর্ত্তি আছে।

তিন লোকের দক্ষিণে "দুখিয়া ঘর," এবং তৎপার্শ্বে বিশ্বকর্ম্ম "গুহা"। এ উভয়ই বৌদ্ধ মন্দির, কিন্তু ইদানীন্তনের ব্রাহ্মণেরা তাহার বিপরীত বর্ণন করেন। তাঁহারা কহেন স্বর্গীয় শিল্পকর বিশ্বকর্ম্মা "তিনলোক" প্রস্তুত করণানন্তর তত্তুল্য অন্য এক গুহা প্রস্তুত করণ-মানসে দুখিয়াঘর প্রস্তুত করণে নিযুক্ত হন; কিন্তু দুই তলা সমাপনহইতে না হইতেই তাঁহার অঙ্গুলীতে অস্ত্রাঘাত হওয়াতে তিনি নিরস্ত হইয়া ঐ বাটীর নাম "দুখিয়াঘর" অর্থাৎ দুঃখ-গৃহ রাখিলেন; পরে অপর এক গুহা নির্ম্মাণ করত স্বনামে বিখ্যাত করেন, এবং তন্মধ্যে কৃতাঞ্জলীবিশিষ্ট আপন মূর্ত্তি স্থাপন করেন। এ কথা সমুদয় অলীক। কারণ এই উভয় গৃহের গর্ভে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। ইলোরার সকল গুহার ছাদ চেপ্‌টা, কেবল বিশ্বকর্ম্মগুহার ছাদ গোলাকার। এতদৃষ্টে সন্দেহ হয় যে এই গুহা অপর গুহা সমকালীন নহে; সে যাহা হউক, তদ্বিষয়ের বিচারে আমরা অধুনা প্রস্তুত নহি।

বিশ্বকর্ম্ম-গুহার দক্ষিণে "দেহরবারা" নামক গুহা। ইহার মধ্যে মেষছাগাদি অনেক পশুর আবাস হওয়াতে তাহাদিগের মলে এই গুহা পূর্ণ হইয়াছে; এবং মলজাত মক্ষিকামশকাদি-কীটে ঐ গুহা এতাদৃশ সমাকীর্ণ যে তন্মধ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর, এবং, বোধ হয়, হদ্ধেতুকই ইহার নাম "দেহরবারা" অর্থাৎ হড্ডিকালয় হইয়াছে।

দেহরবারা ইলোরার শেষ গুহা; তদ্দক্ষিণে আর গুহা নাই; পরন্তু পূর্ব্বোক্ত গুহা-সকলের চতুর্দ্দিকস্থ অনেক ক্ষুদ্র২ গুহা আছে; স্থানাভাব প্রযুক্ত এস্থলে তাহাদিগের নামোল্লেখেও নিবৃত্ত হইতে হইল। উক্ত গুহা সকলের বর্ণনা বিষয়েও আমাদিগের অনেক বক্তব্য আছে, কিন্তু উক্ত কারণ বশতঃ তদ্বিষয়ে এই ক্ষণে ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রবোধচন্দ্রোদয়-নাটকের মর্ম্ম।

পৌষ মাসীয় বিবিধার্থ-সঙ্গুহ পত্রে প্রস্তাব করা গিয়াছে যে সংস্কৃত-ভাষাভিজ্ঞবিদ্যোৎসাহি মহাশয়-দিগের জ্ঞানজন্য সংস্কৃতভাষায় বিরচিত সুললিত-কাব্যাদির মর্ম্মোদ্ভেদ গৌড়ীয় ভাষায় করিলে তত্তদগুন্থের সকল-মর্ম্ম তাহাদের অনায়াস লভ্য হইতে পারে। এই মানসে প্রথমতঃ অভিজ্ঞান-শকুন্তল-নাম নাটকের মর্ম্মপ্রকাশ করা গিয়াছে, এক্ষণে প্রবোধচন্দ্রোদয়নাটকের তাৎপর্য্য ও মর্ম্ম-প্রকাশে যত্ন করা যাইতেছে।

মহাকবি শ্রীকৃষ্ণমিশ্র বুদ্ধিকৌশলপ্রভাবে নানা-প্রকার-বিষয়-বাসনা-নিমগ্ন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরস-প্রয়োগের অভিনয় প্রদর্শন করাইয়া বাসনাহীন করিবার মানসে বেদান্ত-দর্শনের মতাবলম্বনে জগতের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াবধি-আদ্যোপান্ত সমস্ত এই গুন্থে বর্ণনপূর্ব্বক তাহার অনিত্যতা ও তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যতা সংস্থাপন করিয়া ইহার নাম প্রবোধচন্দ্রোদয় রাখিয়াছেন।

বেদান্ত-মতে মায়া-শক্তি-বলে পরমেশ্বরের সত্তার উপরি অনিত্য বিনশ্বর বিশ্বের সৃষ্টি মনঃ-কল্পিত হইয়াছে। গুন্থকর্ত্তাও ঐ মতটি স্বকীয় নাটক গুন্থে অবিকল প্রয়োগ করিয়াছেন। এতাদৃশ প্রয়োগের অভিনয় দর্শন করিলে সামাজিক-গণের স্পষ্টই প্রতীতি হইবেক যে এই চরাচর বিশ্বের নিদান কেবল এক মাত্র অজ্ঞান; ও জ্ঞানোদয়ে কার্য্যবর্গের সহিত তাহার বিনাশ; অবশ্যই হয়, তাহার অন্যথা নাই। গুন্থকার অতি দুরূহ বেদান্ত দর্শনের মতটি কি প্রকার কৌশলে প্রয়োগ করিয়া অভিনয় করাইয়াছেন তাহা পাঠকবর্গ মনোনুধাবন পুরঃসর গুহণ করুন।

তিনি নিজ গুন্থে উক্ত প্রয়োগ এই রূপে সুসজ্জিত করিয়াছেন যে পরমাত্মার সন্নিধানবশতঃ মায়াহইতে মনঃ নামে এক তনয় জন্মে। তিনি এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান চরাচর জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদান্ত মতে মায়াবলে মনেতেই সমুদায় জগৎ কল্পিত হয়। ঐ মনের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি নামে দুই ধর্ম্মপত্নী, তন্মধ্যে তিনি প্রবৃত্তিহইতে মহামোহ-প্রধান এক কুল, ও নিবৃত্তিহইতে বিবেক-প্রধান অপর কুল, উৎপন্ন করেন। এই উভয়ের প্রথম কুল স্বজনক মনের নিতান্ত প্রিয়পাত্র, একারণ পিতার যাবৎ স্বোপার্জ্জিত ধনে তাহারাই প্রায় অধিকারী; দ্বিতীয়ের প্রচার অতি বিরল; অর্থাৎ সমুদায় জগৎ প্রায় মহামোহে মুগ্ধ, বিবেকী অতি দুষ্প্রাপ্য। পৈতৃক ধনের অধিকার বিষয়ে ঐ উভয় কুলের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত, ও তন্নিবন্ধন তাহাদের পরস্পর বৈরভাব উত্তরোত্তর বর্দ্ধমান হয়। মহামোহের পক্ষীয় কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ, মাৎসর্য্য, দম্ভ, অহঙ্কার, প্রভৃতি; এবং শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শুদ্ধা, ইত্যাদি বিবেকের পক্ষস্থ। সমকক্ষ উভয়-পক্ষীয় বিপক্ষগণ পরস্পর স্ব স্ব পক্ষের জিগীষাতেই যত্নবান্ থাকে, কেহ কাহারো নিকটে পরাস্ত হয় না। কারণ বিবেক-পক্ষীয় শমাদিরা প্রবল ও জিগীষু হইলে মহামোহ-পক্ষীয় কামাদিরাও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক তাহাদের বিনাশে কৃতোদ্যম হয়। এতদ্বিষয়ে মিশ্রও কামের কথোপকথন কালে লিখিয়াছেন,

> "অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রুহ্মচর্য্যাদয়ো মম।
> লোভস্য পুরতঃ কেংমী সত্যাস্তেয়া পরিগুহাঃ"॥

অর্থাৎ কোপের অগ্রে অহিংসা কে? আমার অর্থাৎ কামের সম্বন্ধে ব্রুহ্মচর্য্যাদিই বা কোথায়? সত্য, অস্তেয়, অপরিগুহ, ইহারা লোভসত্ত্বে কি প্রকারে

সন্তবিবেক ইত্যাদি। বিশেষতঃ তাহাদের আরো এক আন্তরিক বিবাদের কারণ ছিল বোধ হইতেছে। দেখ এই উভয় কুলের জনক যে মন, তিনি অহঙ্কারের অনুগামি হইয়া জগৎপতি পরমাত্মাকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাতে তাহার প্রিয়পাত্র মহামোহাদি যত্নপূর্ব্বক সেই বন্ধনকে আরো দৃঢ়তর করিয়াছিলেন; কিন্তু বিবেক-প্রধান কুল তাঁহার কিপ্রকারে মুক্তি হয় এমত চেষ্টা সততই করিতেন।

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

"যাহার যাদৃশী চিন্তা তাহার তাদৃশী সিদ্ধি হয়।" বিবেক সতত সৎকার্য্যতৎপর থাকাতে পর্য্যবসানে তাহারি ইষ্টসিদ্ধি অর্থাৎ তদ্দ্বারা আত্মার বন্ধমোক্ষ হয়। এই বিবেকের দুই সহধর্ম্মিনী। জ্যেষ্ঠার নাম উপনিষদ্দেবী, কনিষ্ঠার নাম মতি। এই উভয়ের মধ্যে কনিষ্ঠা মতি, বিবেকের যে কেবল সহধর্ম্মিনী ছিলেন এমত নহে, কিন্তু সঙ্গিনী। সতত বিবেক ইহারি অনুগত থাকেন একারণ জ্যেষ্ঠার দুঃখের আর ইয়ত্তা কি রূপে রহিবেক। উপনিষদ্দেবী কোথায় থাকিয়া কি প্রকারে কালযাপন করেন, তাহার প্রতি অন্ততঃ বারেকের নিমিত্ত দৃষ্টিপাতকরাও মতির গুণে বিবেকের অতি সুকঠিন হইয়া উঠিল। বিবেক কেবল নামতঃ নহে কিন্তু কর্ত্তব্যেও মূর্ত্তিমান্ বিবেক, অর্থাৎ তাঁহার নিকট সদসদ্বিবেচনার কিঞ্চিন্মাত্র ত্রূটি হইবার সম্ভাবনা নাই। একারণ বিবেক একদা উপনিষদ্দেবীকে অতি মলিনা, কৃশা, আলুলায়িত-কেশা, কুবেশা দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "প্রিয়ে! তোমার এতাদৃশী দুরবস্থা কি প্রকারে ঘটিয়াছে?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "বল্লভ! তোমার বিরহে যাবৎ কাল আমি অনাথা হইয়া ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ-তৎপরা ছিলাম, সেই সময়ে পাষণ্ডেরা আমার শিরোরত্ন লুণ্ঠন করিবার জন্যে আমার কেশ সকল আলুলায়িত করিল, এবং আমাকে বিবস্ত্রাদি করিয়া ফেলিল। তথাপি আমার সার যে রত্ন-সকল তাহা কেহই লইতে পারে নাই?" অর্থাৎ নাস্তিকেরা কেবল বেদ নিন্দাই করিয়াছে, আর ইহার সার ভাগ লইবার মানসে ইহাকে দুরবস্থায় ফেলিয়াছে। উপনিষদ্দেবীর এই সকল আর্ত্তনাদ শ্রবণ করিয়া বিবেকের মন এককালে কারুণ্যরসে আর্দ্র হইয়া উঠিল। ইহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ কনিষ্ঠা মহিষী মতিকে বিনয়-পূর্ব্বক কহিলেন প্রেয়সি!

"মানিন্যাশ্চিরবিপ্রয়োগজনিতাসূয়াকুলায়া ভবে-
চ্ছান্ত্যাদেরনুকূলনাদুপনিষদ্দেব্যা ময়া সঙ্গমঃ।
তুষ্ণীং চেদ্বিষয়ানপাস্য ভবতী তিষ্ঠেন্মুহূর্ত্তং ততো
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিধামবিরহাৎ প্রাপ্তঃ প্রবোধোদয়ঃ"॥

অর্থাৎ বহুকাল মদ্বিরহ-জনিত অসূয়াবতী সেই মানবতী উপনিষদ্দেবীর সহিত শান্তি প্রভৃতির সাহায্যে আমার সহবাস হইবেক। অতএব যদি তুমি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিষয় বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থিতি করহ, তাহা হইলে প্রবোধ নামক পুত্রের উদয় হইতে পারে। মতি প্রিয়তমের এই বাক্য কর্ণগোচর করিয়া অনসূয়াতে কহিল, "প্রিয়তম! যদি দৃঢ়গ্রন্থিবদ্ধ পরমাত্মার বন্ধমোক্ষ হয়, তাহা হইলে তদপেক্ষা আমার আর কি ইষ্ট আছে।" ইত্যাদি মতির অভিপ্রায় পাইয়া বিবেক উপনিষদ্দেবীর নিকট সহবাস করিলে বিদ্যা নাম্নী কুলক্ষয়কারিণী কালরাত্রি-স্বরূপা কন্যার সহিত প্রবোধ নামক পুত্র উৎপন্ন হইল। ঐ কন্যা পর্য্যবসানে পিতাকে স্ববংশে ধ্বংস করেন, অর্থাৎ বেদান্তমতে বিদ্যাদ্বারা মায়াকল্পিত জগৎ ও তেজ-জনক মন প্রভৃতি সমুদয় বিনষ্ট হয়। বেদান্তের তাৎপর্য্য এই যে যথার্থ বিবেকের সহিত উপনিষদের সঙ্গ হইলে

তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাহাতে পুরুষ জীবন্মুক্ত হয়েন। ইত্যাদি সমস্ত বিষয় গ্রন্থকর্ত্তা নিজ নাটক গ্রন্থে প্রয়োগ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন। বিষয় বাসনারত-সামাজিকদের এতদ্দর্শনে অবশ্যই চিত্ত উপরত-স্পৃহ হইতে পারে, সন্দেহ নাই।

**
**

হাইদর্ আলি।

(বন্ধুহইতে প্রাপ্ত।)

হাইদর্ আলির নাম অনেকের কর্ণগোচর হইয়া থাকিবেক; বিশেষতঃ ইংরাজদের সহিত তাঁহার ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের বহুকাল পর্য্যন্ত যে তুমুল সঙ্গ্রাম হইয়াছিল, প্রাচীন লোকেরা সতত তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন; ও রসাপাগ্লা নিবাসি তদ্বংশীয় রাজকুমারদিগের (সাহাজাদাদিগের) সহিত অনেকের সাক্ষাৎ হয়; একারণ তাঁহাদের কুলশ্রেষ্ঠের বৃত্তান্ত শুনিতে অবশ্যই সকলের মানস হইবেক।

হাইদর্ আলি স্বয়ং প্রচার করিতেন যে তিনি বিজয়পুরের রাজবংশজাত; কিন্তু ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে তিনি ওলি মহম্মদ নামা এক সামান্য ব্যক্তির বংশোদ্ভব। সে যাহা হউক, উক্ত ওলি মহম্মদ যে হাইদরের আদি পুরুষ ইহাতে সন্দেহ নাই। তিনি বিজয়পুরের ভূপতি মম্মহদ আদিল্‌শাহের রাজ্যকালীন দিল্লীর নিকটহইতে কালবর্গ নগরে উপস্থিত হইয়া "হজরৎবন্দা নবাজের দরগা" নামক এক প্রসিদ্ধ মঠে বাস করেন। তাঁহার ভরণ পোষণার্থে মঠের ভৃত্যেরা কিঞ্চিৎ ২ অর্থ প্রদান করিত। এই স্থলে তিনি মহম্মদ আলি নামা পুত্রের বিবাহ দিয়া বহুকাল পর্য্যন্ত অবস্থান করত পরলোকযাত্রা করেন। পিতার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলি বিজয়পুরে আপন শ্যালকের গৃহে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করণানন্তর শ্যালকেরা যুদ্ধে নষ্ট হইলে তথা হইতে সস্ত্রীকে ঘাটাখ্য পর্ব্বতোপরিস্থ কর্ণাট দেশের কোলা নগরে যাইয়া কৃষিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তথায় তাঁহার চারি পুত্র হয়। প্রথমের নাম সেখ মহম্মদ ইলিয়াস্; দ্বিতীয়ের, সেখ মহম্মদ্; তৃতীয়ের, সেখ মহম্মদ ইমাম্; ও চতুর্থের, ফত্তে মহম্মদ্।

ফত্তে মহম্মদ্ পিতার পরলোকানন্তর আর্কটাধিপতি নবাব সাদতুল্লা খাঁর অধীনে কিঞ্চিৎ কাল উত্তমরূপে দুই শত অবধি ছয় শত পর্য্যন্ত সৈন্যের জমাদারি পদে কর্ম্ম করত নবাবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পুত্র হাইদর শাহেবের সহকারে মহীসুর রাজার সমীপে "নায়েক" অর্থাৎ অল্প সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। পরে তথায় গোলযোগ উপস্থিত হওয়াতে তিনি তথাহইতে বালাপুরের দুর্গে তত্রত্য সুবাদারের অধীনে অল্প সেনার কর্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন। এই স্থলে ১৭৭৭ সংবতে হাইদর্ আলি নামক তাঁহার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি দুই তিন সুবাদারের নিকট কর্ম্ম করত অবশেষে যুদ্ধে বিনষ্ট হন। সুবাদার তাহার মৃত্যুর বার্ত্তা শুনিয়া সমুদায় ঐশ্বর্য্য লুঠ করত তাহার স্ত্রী পুত্রদিগকে কারাগারে বদ্ধ রাখেন। হাইদর সাহেব পিতৃব্যের পরিবারদিগের এই দুরবস্থার সংবাদ শুনিবামাত্র সুরাটে নবাবের নিকট সুবাদারের দৌরাত্ম্য বিজ্ঞাপন করত কারাগারহইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া নিজ গৃহে আনিয়া স্বীয় পরিবারাপেক্ষা যত্নপূর্ব্বক প্রতিপালন করেন। হাইদর্ আলি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সাবাজ্ সাহেব এই আশ্রয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিতোরের ভূম্যধিকারির নিকটে সৈন্য মধ্যে কিঞ্চিৎ কাল যাপন করণানন্তর হাইদর্ সাহেবের সাহায্যে

মহীসুরের রাজ-সংসারে এক বৎসামান্যবৃত্তি প্রাপ্ত হন।

কিয়ৎকাল পরে হাইদর্ সাহেবের মৃত্যু হইলে সাবাজ সাহেব তাহার অধীনস্থ সেনাগণের অধ্যক্ষতা প্রাপ্ত হন, এবং হাইদর্ আলি মহীসুর রাজধানীতে কর্ম্মোপলক্ষে আগমন করেন।

মহীসুর রাজ্য চিরকাল পর্য্যন্ত হিন্দু রাজাদের অধীনে ছিল; কদাপি সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের অধীন হয় নাই। পুর্ব্বে মহীসুরাধিপতি দক্ষিণ দেশের মুসলমান রাজাদিগকে (সুলতানদিগকে) কর প্রদান করিতেন; পরে দিল্লীর মোগল ভূপতিরা দক্ষিণাধিপতিদিগকে পরাজয় করিয়া মহীসুরের করগ্রাহী হন। মোগল ভূপতিদিগের দুর্ব্বলাবস্থায় ভারতবর্ষীয় বিশাল-রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া সুবাদার নবাব ও অন্যান্য উপাধিবিশিষ্ট বলবান রাজপ্রতিনিধিদিগের অধীনে ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত হয়। ইত্যবকাশে মহীসুরের রাজারা স্বকীয় স্বাধীনত্ব স্থাপন করত কর-প্রদানে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমে২ রাজ্য-বৃদ্ধি-করণে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু সে উৎসাহ অতি অল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল; এতদ্দেশীয় অপর নৃপতিগণের ন্যায় তাঁহারাও আলস্যে আবৃত হইয়া ত্বরায় সমস্ত রাজকীয় কর্ম্মের ভার মন্ত্রিবর্গের হস্তে সমর্পণ করেন। মহীসুরের জগৎকৃষ্ণরাজ নামা রাজার এই রূপ দুর্ব্বলাবস্থায় নন্দিরাজ ও দেবরাজ নামা তাঁহার মন্ত্রিদ্বয় কর্তৃক তাবৎ রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইত। নন্দিরাজ "দেওনহলি" নামক দুর্গাক্রমণ সময়ে হাইদর্ আলির যুদ্ধ বিষয়ে পারগতা ও চতুরতা দেখিয়া তাহাকে যৎকিঞ্চিৎ সৈন্যের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত করেন। এই সময়ে (১৮০৫ সংবতে) হাইদর্ আলির দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভে টিপু সুল্তানের জন্ম হয়। অতঃপর গঞ্জারাম নামক দুর্গ, রামকোট ও বাগর প্রদেশের ফৌজদারেরা কর প্রদানে নিবৃত্ত হওয়ায় নন্দিরাজ হাইদরকে তাহাদের শাসন করিতে প্রেরণ করেন। হাইদর্ রাজবৈরিদিগকে নষ্ট করিয়া হোলী দুর্গ প্রভৃতি কতিপয় পর্ব্বতীয় দুর্গে অল্পসেনা সহ এক জন বিশ্বাস-পাত্র রাখিয়া মহীসুর দেশের রাজপাট শ্রীরঙ্গপত্তনে পুনরাগমন করেন।

তৎপরে নন্দিরাজ ফরাসিস্দিগের পক্ষ হইয়া ইংরাজ্দের ও তৎপক্ষ নবাবের সহিত বিদ্রোহার্থে ত্রিচীনপল্লীদেশ আক্রমণ করেন; এবং হাইদর্ তৎসমভিব্যাহারে গমন করিয়া আত্মোন্নতির সদুপায় প্রাপ্ত হয়েন; বিশেষতঃ তিনি লুণ্ঠিত বস্তুর অদ্ধাংশের লোভ দর্শাইয়া বিনা বেতনে কতিপয় দস্যুদলকে আপন সৈন্যমধ্যে নিযুক্ত করেন। এই দস্যুরা লুণ্ঠিত ও অপহৃত স্বর্ণ, অলঙ্কার, ধান্য, বস্ত্র, অশ্ব, গবাদি নানা বিধ বস্তু জাতের অর্দ্ধাংশ প্রদান পুর্ব্বক হাইদরের ধন ও বলের এতাদৃশ বৃদ্ধি করিলেক যে ত্রিচীনপল্লীহইতে প্রত্যাগমন সময়ে তিনি অনায়াসে ১৫০০ অশ্বারূঢ় ও ৫০০০ পদাতিক সেনা ও সজ্জাদির কর্ত্তা হইলেন।

অতঃপর হাইদর্ তিন্নিবেলী দেশের পল্লিগার নামক ভূম্যধিকারিদের শাসন করিতে দিন্দিগল নগরের সেনাধ্যক্ষ (ফৌজদারি) পদে নিযুক্ত হন; এবং কেরল পার্শ্বস্থ দেশ লুট করত স্বসৈন্যের ও ধনের বৃদ্ধি করেন। অধিকন্তু নিজ ১০,০০০ সেনাকে অষ্টদশ সহস্র সংখ্যক রূপে বিখ্যাত করাইয়া প্রতারণা পুর্ব্বক রাজার নিকট অধিক বেতন লাভ করিতে লাগিলেন।

এতদ্রূপে ক্রমে২ হাইদরের এতাদৃশ সৈন্যসামন্ত সঙ্গুহ হইলে কিপ্রকারে তিনি মহীসুরের সিংহাসন আরোহণ করিবেন এই আকাঙ্ক্ষা মনে২ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ঐ রাজ্যে গোলযোগ

উপস্থিত হওয়ায় তাঁহার মানস সফল হইবার উপক্রম হয়। মহীসুরের রাজা স্বীয় সচিব নন্দিরাজের অধীনতা পরিত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইলেন। নন্দিরাজ তাহা জ্ঞাত হইয়া রাজবাটী আক্রমণপূর্ব্বক রাজ-পক্ষগণের নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করত রাজপথে তাহাদিগকে নিক্ষেপ করিলেন; ও রাজার প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নন্দিরাজের ভ্রাতা দেবরাজ সহোদরের দুষ্টাচারে ক্রোধান্বিত হইয়া তৎপক্ষ পরিত্যাগ পুরঃসর অন্য স্থানে গমন করেন। তদনন্তর সৈন্যদিগের বেতন প্রদানে নন্দিরাজের অশক্ততাপ্রযুক্ত সেনারা তাঁহার দ্বারে "হত্যা" দিয়া আহার নিদ্রা রহিত করিল। প্রভুর বিপদ্ দেখিবামাত্র হাইদর্ মহীসুরের ধনাগার ও রাজকীয় ঋণিদিগের নিকট-হইতে ধন গ্রহণ করত সৈন্যদিগের বেতন প্রদান পূর্ব্বক প্রভুকে বিপদ্হইতে রক্ষা করিলেন; এবং দেবরাজের সহিত তাঁহার মিলন করিয়া দিলেন; কিন্তু দেবরাজের ভ্রাতার সহ সখ্যতা বহুদিন ভোগ হয় নাই, যেহেতু তাঁহাকে অবিলম্বে শমন ভবনে গমন করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা মহীসুর আক্রমণ করে। হাইদর ঐ রাজ্যদায় সমাধা করিয়া নন্দিরাজেরও সর্ব্বসাধারণের বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হইতে লাগিলেন। তিনি এই গোলযোগ সময়ে নন্দিরাজের সেনাদিগকে বশীভূত করিতে, এবং স্বীয় ধন ও পরাক্রমের বৃদ্ধি করণে ত্রুটি করেন নাই। একণে তিনি প্রভুর প্রভুত্ব নিঃসত্ত্বে আত্মসাৎ করিতে চেষ্টিত হইলেন। তিনি কুন্দিরায় নামা জনৈক কর্ম্মচারী ব্রাহ্মণদ্বারা বৃদ্ধা রাণীর সহযোগে রাজার সমীপে নন্দিরাজকে মন্ত্রিপদ চ্যুত করণের কথা চালনা করিতে লাগিলেন। রাজাও স্বাধীনে রাজ্য করণাশয়ে উক্ত মতে সম্মত হইলেন। হাইদরের এ মানসসিদ্ধির পোষকতার এক ঘটনা উপস্থিত হইল। পুনর্ব্বার সেনারা নন্দিরাজের দ্বারে ধর্ন্না দিলেক। হাইদর্ তাহাদিগকে সান্ত্বনা না করিয়া বিষণ্ণ-বদনে আপনিও ধর্ন্না দিলেন। নন্দিরাজ ঘোর বিপদ দেখিয়া কিঞ্চিৎ অর্থ ও সৈন্য লইয়া রাজ্যভার পরিত্যাগ করেন; রাজাও তৎক্ষণাৎ হাইদর্ ও কুন্দিরায়ের উপরে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করেন। কিন্তু নন্দিরাজ অপদস্থ হওয়া অবমান সহ্য করণের পাত্র নহেন। তিনি রাজধানীর নিকটবর্ত্তি মহীসুর নগরে উপস্থিত হইয়া দলবল বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন; তন্নিবারণার্থে রাজা তাঁহাকে দূর করিতে আজ্ঞা করিলেন। নন্দিরাজ তাহা গ্রাহ্য না করিয়া হাইদরকে এক লিপি লিখিলেন যে "তুমি কি ছিলে; তোমাকে আমি কি করিলাম; এইক্ষণে শিরো রক্ষণার্থে বাস স্থান দিতেও চাহ না; যাহাতে তোমার অভিরুচি হয় তাহাই কর; আমি এস্থান পরিত্যাগ করিব না"। হায়! এ লিপির মর্ম্ম কি ধনোন্মত্ত অধর্ম্মি হাইদরের হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে! কখনই সম্ভব নহে। তিনি অনায়াসে মহীসুর নগর আক্রমণ পূর্ব্বক স্বপ্রভুকে পরাভব করত আজ্ঞানুবর্ত্তি করিয়া রাখিলেন।

এপর্য্যন্ত হাইদর আলীর সম্বন্ধে শুভগ্রহের প্রাদুর্ভাব ছিল; অতঃপর কিয়ৎ কালের নিমিত্তে তাঁহাকে কুগ্রহের গ্রাসে পতিত হইতে হইল। মহীসুরাধিপতি দেখিলেন যে হাইদর মন্ত্রি পদাভিষিক্ত হওয়াতেও তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার কিঞ্চিন্মাত্রও বিভিন্নতা হয় নাই। "এক শূলস্বরূপ মন্ত্রিপরিবর্ত্তনে অপর শূল উপস্থিত হইল; কি করি"। অতএব তিনি হাইদরের বিশ্বাসী কর্ম্মচারী কুন্দিরায়কে হস্তগত করিলেন; এবং ঐ ব্যক্তি আপন প্রতিপালককে বিপদ-গ্রস্থ করণের অবকাশ অনুসন্ধান করিতে লাগিল। হাইদর এ সমস্ত গুহ্য ব্যাপার না জানিয়া দূরদেশে

সেনাদিগকে প্রেরণ করত শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাচীর সমীপে অত্যল্প সৈন্যসহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন, এমত সময়ে একদা সহসা তাঁহার উপরি দুর্গস্থিত কামানহইতে গোলা প্রক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তিনি কুন্দিরায়কে অন্বেষণ করিলেন, কিন্তু সে তৎসময়ে শত্রুমধ্যে প্রবিষ্ট ছিল, অতএব সম্পূর্ণ বিপদ জানিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক ভক্তিকটে আত্ম-পরাভবের সম্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। কুন্দিরায় তাঁহার প্রায় সমুদয় অর্থ ও পরিবার অপহরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে অল্প সৈন্যসহিত রজনীযোগে পলায়ন করিতে অনুমতি দিলেন। বিপদ্‌গ্রস্ত হাইদর্ বাঙ্গালুর দেশে পলায়ন করত তথাকার বিশ্বাসি কর্ম্মচারিদের সহযোগে দলবল বৃদ্ধি করণ পুরঃসর কতিপয় মাসানন্তর কুন্দিরায়ের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবর্ত্ত হয়েন; কিন্তু ঐ যুদ্ধেও পরাজিত হইয়া দ্বিশত অশ্বারূঢ় সেনার সমভিব্যাহারে নিশিতে পলায়ন করত পুনর্ব্বার নন্দিরাজের শরণাগত হইলেন। নন্দিরাজ তাঁহার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া, বোধ হয়, পূর্ব্ববৎ ক্ষমতাপন্ন হওন মানসে শরণাপন্নকে অভয় প্রদান করিলেন।

পরন্তু ধনলোভি প্রতারকদিগের মধ্যে কতকাল সখ্য থাকিতে পারে! হাইদর্ এক প্রতারণাপূর্ব্বক যে অভিপ্রায়ে অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন তাহা সফল হইলেই অন্য এক গুরুতর প্রতারণা করণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কুন্দিরায়ের সৈন্যাধ্যক্ষদের নামে কতিপয় লিপিতে নন্দিরাজের নাম মুদ্রাঙ্কিত করত দূত দ্বারা এমত রূপে প্রেরণ করেন যে তাহাকে গুপ্তভাবে গমন করিয়া কুন্দিরায়ের সমীপে অবশেষে ধরা পড়িতে হইল। কুন্দিরায় হাইদরের শঠতাজালে পতিত হইয়া লিপি-সকল অবলোকন মাত্র সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে বিপক্ষ-পক্ষ বোধ করত হঠাৎ শ্রীরঙ্গপত্তনে পলায়ন করেন। ইত্যবকাশে হাইদর্ নায়কশূন্য সেনাদের উপরি আক্রমণ পূর্ব্বক তৎসমুদায় পরাভব করত সমস্ত কামান ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লুট করিয়া পদাতিদিগকে আত্ম সৈন্যমধ্যে আনিলেন। কিন্তু অশ্বারূঢ় সেনারা পলায়ন করিয়া কুন্দিরায়কে পরাভব সংবাদ জ্ঞাত করায়। তথাপি তিনি হাইদরের যথার্থ মর্ম্ম জানিয়া পুনর্ব্বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হন; কিন্তু সহসা হাইদর্ উপস্থিত হইয়া নূতন দলবলকে পরাজয় করত ষষ্টি সহস্র অশ্বারূঢ় সেনা লইয়া শ্রীরঙ্গপত্তন আক্রমণ পূর্ব্বক বিপক্ষ সমস্ত সেনা ও তাবৎ যুদ্ধের সজ্জা বিনষ্ট করিলেন। তদনন্তর তিনি নিরুপায়ী রাজার সমীপে এই মর্ম্মে লিপি প্রেরণ করেন যে কুন্দিরায়কে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করণে ও অপ্রাপ্ত-বেতন-প্রদানে রাজার আজ্ঞা হইলে তিনি নিরস্ত হইবেন; ইহাতে যদ্যপি রাজা তাঁহাকে স্বপদে রাখিতে অভিরুচি করেন, ভালই, নচেৎ তিনি অন্য স্থানে ধন উপার্জ্জন করিতে যাইবেন। কিন্তু তিনি আপনার অভিপ্রায় গুপ্তভাবে জ্ঞাত করাইলেন যে রাজ্য প্রাপ্ত না হইলে তিনি ক্ষান্ত হইবেন না। সুতরাং রাজাকে স্বীকার করিতে হইল, যে হাইদর তাঁহাকে রাজ্যভারহইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার নিজ ব্যয়ের নিমিত্ত তিন লক্ষ, ও নন্দিরাজকে এক লক্ষ মুদ্রা প্রতি বর্ষে প্রদান করত রাজ্যের সমস্ত কর গ্রহণ করুন। এবম্প্রকারে নানাবিধ চাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতা সহকারে হাইদর্ মহীসুর রাজ্য হস্তগত করত সিংহাসনারোহণ সময়ে ইহা প্রকাশ করেন যে "রাজ্যভার-গ্রহণে আমার কদাপি ইচ্ছা ছিল না, কেবল রাজার অনুরোধেই তদ্গ্রহণে স্বীকৃত হইলাম"। রাজা হইবার অব্যবহিত পরে কুন্দিরায়কে বিনাশ করিতে তাঁহার প্রথম অভিপ্রায় হয়, কিন্তু

রাজা ও রাণীদ্বারা উপরোধিত হইয়া হাইদর্ তাঁহাকে বিনষ্ট না করিয়া লৌহ পঞ্জরে বদ্ধ করত প্রতিদিন স্বল্প আহার দিতে লাগিলেন; এবং একবার লক্ষ মুদ্রা ব্যতিরেকে কখনই তাহাকে বা রাজাকে বার্ষিক প্রদান করেন নাই।

যা. কৃ. সি.

বেণ ও পৃথু নৃপতি।

(প্রেরিত প্রস্তাব।)

অযোধ্যা নগরী ভারতবর্ষীয় প্রতাপশালি-নৃপতিদিগের রাজধানীরূপে পরিগণিতা হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ মধ্যে কতকগুলীন চিরস্মরণীয় ব্যাপার ঘটিয়াছিল। সেই অপরিজ্ঞাত প্রাচীন সময়ে এতদ্দেশীয় লোক সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ক্রমে বর্ণ চতুষ্টয়ে প্রথম বিভক্ত হয়েন; সুতরাং অনুমান হয় তখন লোক সমাজের অবস্থা অনেক উন্নত হইয়াছিল। বোধ হয় অপরাপর দেশের ন্যায় সর্ব্বাদৌ ভারতবর্ষে বর্ণপ্রভেদ কিছু মাত্র ছিল না; তদনন্তর লোক সঙখ্যার বৃদ্ধি হইলে ক্রমশঃ যাদৃশ নানা বিধ বৃত্তি ব্যবসায়ের প্রয়োজন হইল, তদনুসারে বর্ণ বিভাগ হইয়া এক এক বংশের এক এক পৃথক্ বৃত্তি নিরূপিত হইল। যে সকল ব্যক্তি কাম-ভোগ-প্রিয়, উগ্র-স্বভাব, ক্রোধ-পরায়ণ, এবং সাহসপ্রিয় ছিলেন, তাঁহারা যুদ্ধ-ব্যবসায়ী ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গাভী ও কৃষিহইতে উপজীবিকা সংস্থান করিতে লাগিলেন, তাঁহারা কৃষি-বাণিজ্য-ব্যবসায়ী বৈশ্যরূপে পরিগণিত হইলেন; যে সকল ব্যক্তি হিংসা, মিথ্যা-কুক্রিয়া-লুব্ধ, সর্ব্ব-কর্ম্মোপজীবি, এবং অশুদ্ধচিত্ত তাহারা শুশ্রূষা-বৃত্তি শূদ্র হইল; অবশিষ্ট সাত্ত্বিক, ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ হইলেন।*

যখন এই সকল বর্ণের স্বাতন্ত্র্যভাব এতদ্দেশে অসম্পূর্ণরূপে প্রচারিত হয়, তখন বেণনামক নৃপতি ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি কোন্ স্থানে আপনার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমত উপাখ্যান আছে যে বেণ রাজা নানা প্রকার অধর্ম্মে অনুরক্ত হইয়া স্বরাজ্যের অকল্যাণ সৃজন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজা-সকল বেদাধ্যয়ন-বিহীন, এবং হোম-যাগ-তপস্যা-বর্জ্জিত হইয়াছিল। তিনি এমত কঠোর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে রাজ্যমধ্যে কেহই জপ যজ্ঞ করিতে পারিবে না; সকলে কেবল তাঁহারই সেবা করিবেক। এই রূপ অত্যাচারের ক্রমশঃ প্রাবল্য হইলে রাজ্যে আর বর্ণ-বিচার রহিল না, সকলেই স্বেচ্ছাচারে অবিহিত বিবাহাদিরদ্বারা বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন করিতে লাগিল। তৎপূর্ব্বে সমান বর্ণের সহিত বিবাহ প্রচলিত ছিল; অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যার পাণি গ্রহণ করিতেন, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যাকে বিবাহ করিতেন; বৈশ্য শূদ্রের প্রতিও এই নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিল; কিন্তু বেণ রাজার রাজত্বকালে এ নিয়ম বলবান্ রহিল না। ব্রাহ্মণেরা আপনাদের কৃত নিয়মকে এপ্রকার অবহেলিত দেখিয়া, এবং বেণ রাজার আর ২ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া ষড়্যন্ত্রপূর্ব্বক তাঁহাকে শমনভবনের অতিথি করিলেন; ও বেণ রাজার অনুগত এবং মতানুসারি ব্যক্তিবর্গকে নির্ব্বাসিত করিলেন। এবং বেণের পুত্র পৃথুকে রাজ্যে অভিষিক্ত করি-

---

* তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকাধৃত মহাভারতীয় মোক্ষধর্ম্মে এবং শব্দকল্পদ্রুমে 'বর্ণ' শব্দে দৃষ্টি করিবেন।

লেন। বস্তুতঃ বেণ রাজা যে অত্যাচারী, এবং অধার্ম্মিক ছিলেন,—তাঁহার রাজত্বহইতে যে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হয়—এই জন্যেই তিনি বিশেষ বিখ্যাত আছেন†। ইহা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে সেই প্রাচীন সময়ে তাঁহার রাজ্য সীমা অতি সঙ্কীর্ণ ছিল।

বেণের পুত্র পৃথু অতি ধার্ম্মিক এবং মহাতেজস্বী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কোন সুকবি পৃথুরাজের রাজ্যাভিষেকের বিষয় অতি পারিপাট্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন যে

"তং সমুদ্রাশ্চ নদ্যশ্চ রত্নান্যাদায় সর্ব্বশঃ।
তোয়ানি চাভিষেকার্থং সর্ব্বত্রৈবোপতস্থিরে॥
পিতামহশ্চ ভগবান্ দেবৈরাঙ্গিরসৈঃ সহ।
স্থাবরাণি চ ভূতানি জঙ্গমানি চ সর্ব্বশঃ॥
সমাগম্য তদাবৈণ্যমভ্যষিঞ্চন্নরাধিপং।
মহতা রাজরাজ্যেন প্রজাপালং মহাদ্যুতিং॥
পর্ব্বতাশ্চ দদুর্মার্গং ধ্বজভঙ্গশ্চ নাভবৎ।
অকৃষ্টপচ্যা পৃথিবী সিদ্ধন্ত্যন্নানি চিন্তয়া॥
সর্ব্বকামদুঘা গাবঃ পুটকে পুটকে মধু।"

ব্রাহ্মপুরাণ ৩ অধ্যায়।

তাঁর অভিষেক হেতু লয়ে রত্নজল।
আগমন করে সিন্ধু-তটিনী-সকল॥
পিতামহ সহ আঙ্গিরস দেবচয়।
স্থাবর জঙ্গম আর প্রাণি-সমুদয়॥
আসি অভিষিক্ত করে বৈণ্য নরপতি।
প্রজাপাল মহাতেজা রাজমহামতি॥
তাঁর রাজ্যে পথ ছাড়ি দিল গিরিগণ।
ধ্বজভঙ্গ নাহি তাঁর হয় কদাচন॥
অকর্ষণে ক্ষিতি দেয় শস্য সুপ্রচুরে।
চিন্তায় প্রস্তুত অন্ন হয় মর্ত্ত্যপুরে॥
সর্ব্বকামদুঘা হৈল গাভীর প্রকার।
পুটকে পুটকে হয় মধুর সঞ্চার॥

ফলতঃ পুরাণ দৃষ্টে প্রকৃত বোধ হইতেছে যে পৃথুহইতেই রাজ্য শাসনাদির সুশৃঙ্খলা হয়। তাঁহার পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় লোকেরা সুসভ্যতা প্রাপ্ত হয়েন নাই, তখন কৃষি এবং বাণিজ্য কার্য্যের উৎকৃষ্ট নিয়ম সকল পরিজ্ঞাত ছিল না; লোকে সামান্যতঃ ফল মূল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ করিত; কিন্তু পৃথুরাজ কৃষি-বাণিজ্যাদির নিয়ম প্রকাশ করিয়া প্রজাবর্গের সৌভাগ্যওউন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। মস্কোবি দেশীয় প্রসিদ্ধ সম্রাট্ পিতর, আপনার ভাগ্যহীন দীন অসভ্য প্রজাদিগের দুঃখমোচনে যাদৃশ অসাধারণ প্রয়ত্ন প্রকাশ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, নানা-দেশ পর্য্যটন, নানাবিধ-বিদ্যা-ভ্যাস, যুদ্ধ এবং রাজকীয় ব্যবহারাদি কর্ম্মে জ্ঞান এবং পারদর্শিতালাভার্থে, এবং স্বরাজ্যের প্রজা সমূহের মঙ্গলোন্নতির নিমিত্ত যৎপরোনাস্তি শারীরিক এবং মানসিক ক্লেশ স্বীকার, স্বরাজ্যে শিল্প এবং বিজ্ঞান শাস্ত্রাদির প্রচার, ভিন্ন দেশের সহিত স্বরাজ্যের বাণিজ্য বিস্তার, এবং প্রজাদিগের চিত্ত হইতে চির-সেবিত অজ্ঞান মূলক কুসংস্কার অপনয়ন পূর্ব্বক উত্তম লৌকিক ব্যবহার প্রচলন;—এই সকল কারণে পিতর যেমন "স্বদেশের পিতা" বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তদ্রূপ সেই অজ্ঞতমসাবৃত প্রাচীনকালে আমাদিগের দেশীয় নৃপতি মহাত্মা পৃথুও প্রজাদিগের অশেষ কল্যাণ সৃজন করিয়াছিলেন; এবং ইহা অতি উপযুক্তরূপে উক্ত হইয়াছে যে পৃথিবী পৃথু রাজার নিকট দুহিতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব পিতরকে মস্কোবি দেশীয় পৃথু বলা, কিম্বা পৃথুকে ভারতবর্ষীয় পিতর বলা কোন ক্রমেই অসঙ্গত নহে।

কথিত আছে যে দুর্দ্ধর্ষ-বিক্রম বৈণ্য নৃপতি স্বকীয় বাহুবলে বহু দেশ পরাজয় করিয়াছিলেন। তিনিই প্রথমতঃ যথা বিধানে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়েন, এবং অমাত্য মন্ত্রি ও আর ২

† বিষ্ণুপুরাণএবং ব্রহ্মপুরাণ।

রাজকর্ম্মচারিগণকে নিযুক্ত করেন। বহুকালাবধি এতদ্দেশে মহামহিম রাজাদিগের মধ্যে সূত এবং মাগধ নিযুক্ত রাখিবার যে প্রথা প্রচলিত ছিল, তাহারাও সেই পৃথুরাজকর্তৃক স্বস্ব বৃত্তিতে নিয়োজিত হয়। তিনি এই রূপ নিয়ম করেন যে সূত এবং মাগধেরা রাজসম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া রাজ বংশের চরিতানুকীর্ত্তন করিবে।

বাস্তবিক পুরাণে পৃথু মাহাত্ম্য আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে তিনি এক জন পবিত্র চরিত্র, প্রজাবৎসল, পরমধার্ম্মিক নরাধিপতি ছিলেন। এতদ্দেশীয় লোকেরা এতাদৃশ সদাশয় রাজার নিকট যথাযোগ্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতে অনুদ্যত ছিলেন না; তাঁহারা ধরণীকে পৃথুরাজের নামানুসারে 'পৃথ্বী' বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, এবং রাজা সকলকে অভিনিবেশপূর্ব্বক পৃথু মাহাত্ম্য পাঠ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

এই নৃপতি মহাত্মার অব্যবহিত পরে কোন্ ব্যক্তি কোন্ স্থানে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া কি প্রকারে রাজ্য শাসন করেন, তাহার কোন বিস্তারিত বর্ণনা নাই; বোধ হয় উক্তর বিবরণ সমস্ত লুপ্ত হইয়া থাকিবেক। কিন্তু তদনন্তর চন্দ্র ও সূর্য্য বংশের বর্ণনা আরব্ধ হইয়াছে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহোপযোগিবিষয়ের নিরূপণ।

কাগজ প্রস্তুত করণের প্রথা।

সাময়িক পত্রের সম্পাদকেরা সর্ব্বদা প্রশ্ন করিয়া থাকেন "এবার কি লিখি? কোন্ বিষয় লিখিলে পাঠকদিগের বিশেষ পরিতৃপ্তি জন্মিবে?" এবং তদুত্তরে এতাদৃশ ভূরি ২ উপদেশ নিঃসৃত হয় যে তাহাতে এতৎপত্রের তিন-চারি খণ্ড অনায়াসে পরিপূর্ণ হইতে পারে; কিন্তু সে উপদেশ অনেকেই গ্রাহ্য করেন না; এবং কদাপি গ্রাহ্য করিলেও তাহার অনুশীলন করা দুষ্কর হয়। আত্মীয়-সন্নিকটে আমরা স্বয়ং এতাদৃশ প্রশ্ন বারম্বার করিয়াছি, এবং তদুত্তরে অনেকে বিপুলার্থের আকর আমাদিগের নয়ন-পথের গোচর করাইয়াছেন; কিন্তু সামান্য কথায় কহে "বংশ বনে বেণুকার অন্ধ"; আমাদিগের পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছে। যাহাতে পাঠকদিগের উপকার ও পরিতৃপ্তি জন্মিতে পারে এতাদৃশ অনেক বিষয়ে আমরা উপদেশ প্রাপ্ত আছি, কিন্তু কোন্ বিষয়ের বিচারে অধুনা প্রবৃত্ত হইব তাহা স্থির হইতেছে না, অথচ মুদ্রাকরেরা বিলম্ব সহে না; তাহাদিগের নিমিত্তে পত্র পূরণার্থে কিঞ্চিৎ আদর্শ অবশ্য পাঠাইতে হইবেক; পত্র প্রকাশে বিলম্ব হইলে গ্রাহকশ্রেণীও অসন্তুষ্ট হন, অতএব অধুনা উত্তম প্রস্তাবের অন্বেষণে চিত্তকে শ্রান্ত না করিয়া এই বিবিধার্থসঙ্গ্রহ প্রস্তুত করণে কিং প্রয়োজন তাহারই অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহার্থে (প্রথম,) বিদ্যা, (দ্বিতীয়,) বিদ্যাব্যবসায়ী, (তৃতীয়,) তদ্ব্যবসায়োপযোগ্য অস্ত্র, অর্থাৎ কাগজ, লেখনী, ও মসি, (চতুর্থ,) মুদ্রাক্ষর, (পঞ্চম,) অক্ষর সংযোজক, (ষষ্ঠ) মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রাকর, (সপ্তম,) চিত্রকর, (অষ্টম,) পুস্তক বন্ধক, এই অষ্টাঙ্গ যোগের প্রয়োজন; তদ্ব্যতীত বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ কদাপি স্বচ্ছন্দে প্রস্তুত হইতে পারে না। অতএব তদ্বিশেষ অনুসন্ধান করায় বোধ হয় লেখক ও পাঠক উভয়েরই উপকার সম্ভব হইতে পারে।

প্রথম বিদ্যা; তদনুশীলনই বিবিধার্থের মুখ্যাংশ; প্রত্যেক পত্রেই তাহা চরিতার্থ আ-

---

* এই বিষয় লিখিবার সময় ১১৩ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী-পত্রিকা প্রাপ্ত হইলাম, তাহাহইতে বিদিত হইল যে বংশানুক্রমে সূত-জাতি রাজাদিগের কীর্ত্তি বর্ণন ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল; তাহাদের রাজ্য সকল পূর্ব্বে পুরাণ নামে খ্যাত হয়, সুমন্ত্র, লোমহর্ষণ, উগ্রশ্রবা প্রভৃতি পৌরাণিকেরা সূতকুলে উৎপন্ন হয়েন।

হে, অতএব অধুনা তদ্বিষয়ে নবীন কিছু বক্তব্য নাই। দ্বিতীয়াঙ্ক প্রথমাঙ্কে ব্যাখ্যাত। তৃতীয়, বিদ্যা-ব্যবসায়োপযোগি অস্ত্র; এবং তত্রাদৌ কাগজ। পূর্ব্বকালে এতদ্দেশে কাগজের ব্যবহার ছিল না, তৎপরিবর্ত্তে বল্কল ও পত্র ব্যবহৃত হইত, এবং তন্মধ্যে ভূর্জ্জ-পত্র ও "তিড়েট" নামক তাল বৃক্ষের পত্র সর্ব্বাগ্রগণ্য ছিল। কবচাদি লিখনার্থে অদ্যাপি ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার আছে, এবং উৎকল দেশে লিখন কর্ম্ম কেবল তাল পত্রেই নিষ্পন্ন হয়। ফলতঃ এই নিমিত্তে লিপিমাত্রের নাম "পত্র" হইয়াছে, সুতরাং ঐ তালের পর্ণ হইতেই বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ পত্রাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। বিলাতেও পূর্ব্বে বল্কলের ব্যবহার ছিল, এবং ঐ বল্কল জ্ঞাপক "পাপিরস্" শব্দহইতে কাগজ জ্ঞাপক ইংরাজি "পেপর" শব্দ উৎপন্ন হয়।

বোধ হয় প্রথমতঃ কাশ্মীর দেশীয়েরা মুশলমানদিগের নিকট কাগজ বানাইবার প্রথা শিক্ষা করে; এবং তাহাদিগহইতে ভারতবর্ষের অন্যত্র ঐ প্রথা প্রচার হয়। সে যাহা হউক কাশ্মীর দেশীয় কাগজ সর্ব্বাপেক্ষায় উত্তম; তত্তুল্য শ্রেষ্ঠ কাগজ ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি হয় না। নেপালে দুই প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়; পুস্তকাদি লেখনার্থে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা স্থূল কিন্তু সুদৃশ্য নহে; অপর প্রকার সুদৃশ্য এবং সুবিস্তীর্ণ পরিসরবিশিষ্ট, তাহার এক পৃষ্ঠায় লেখা যায়; কিন্তু ইহা ঔষধাদি পদার্থ স্থাপনার্থেই ব্যবহৃত হয় তাহার এক তার পরিমাণ ৫ অবধি ৬ হস্ত পর্য্যন্ত দেখা গিয়াছে। এই কাগজ যেমত সুদৃঢ় এমত অন্য কোন কাগজ হয় না। পরন্তু বঙ্গদেশীয় কাগজ ভারতবর্ষের অধিকাংশে ব্যবহৃত হয়। বর্দ্ধমান প্রদেশের নিয়ালা, সাতগাঁ, মামাদ, শাহবাজার এবং মৈনন গ্রাম-সকল ও বালেশ্বর, বাক্সিপুর, আরওয়াল, শাহার, হরিহর গঞ্জ, ঢাকা, দিনাজপুর, পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলিকাতা ও শ্রীরামপুর নগর-সকল কাগজ প্রস্তুত করণের প্রধান স্থান। এই সকল স্থানে যে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহা সমগুণবিশিষ্ট নহে। শ্রীরামপুর, বর্দ্ধমান, ও ঢাকাই কাগজ দেশীয় অন্য কাগজাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ; এবং পাটনাই কাগজ অপকৃষ্ট। পরন্তু ঐ কাগজ প্রস্তুত করণে যে পদার্থ ব্যবহৃত তাহা সর্ব্বত্রই প্রায় তুল্য। সন, পাট, তজ্জাত পুরাতন থলিয়া, পরদা, জাহাজের কাণ্ডার, প্রাচীন জীর্ণ কাগজ, জীর্ণ রজ্জু, জীর্ণ কার্পাস, ও নানাবিধ বল্কল কাগজ প্রস্তুত করণার্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ঐ সকল পদার্থ একত্রে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন নাই; উক্ত পদার্থের যে কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাতেই কাগজ হইতে পারে।

কাগজ বানাইবার উত্তম সময় কার্ত্তিক অবধি চৈত্র মাস; তদন্য সময়ে উত্তম কাগজ জন্মে না, অতএব তৎসময়ে কাগজ ব্যবসায়িরা কাগজে মণ্ড লেপন, কাগজ ছাঁটন ও ভাঁজ করণ কর্ম্মে কাল যাপন করে। কাগজ প্রস্তুত করণের বিহিত সময় উপস্থিত হইলে আদৌ যে পদার্থে তাহা বানাইতে হয় তাহা ধৌত করণের আবশ্যক; এবং ঐ পদার্থ দুই দিবস জলে ভিজাইলেই তৎকর্ম্ম সিদ্ধ হয়। অতঃপর ঐ ধৌত পাট কি শণ শুষ্ক করিয়া বাখারি চূন ও দগ্ধ সাজি মাটিতে মিশ্রিত করিয়া কএক দিবস ক্রমাগত পুনরায় জলে ভিজাইয়া রাখিলে ঐ পদার্থ গলিত হইয়া যায়। পদার্থ উত্তমরূপে গলিত হইলে, কাগজ ব্যবসায়িরা তাহা ঢেঁকিতে মর্দ্দন করত, কর্দ্দমের ন্যায় পিণ্ড করে। এই পিণ্ড পরিষ্কার ও শুক্ল বর্ণ না হইলে তাহা দুই তিন বার পরিষ্কার জলে ধৌত

করিতে হয়। পরে ঐ পিণ্ড এক প্রশস্ত গামলায় গুলিলে দধির ন্যায় বোধ হয়।

এতদবস্থায় ঐ দধিবৎ পদার্থ কাগজ রূপে পরিণত হইবার উপযুক্ত।

যে যন্ত্রে কাগজ প্রস্তুত হয় তাহার নাম "চৌকা"। চতুকোণাকারা এক কাষ্ঠ পরিধিতে অতি সূক্ষ্ম বংশসলাকা ও অশ্বকেশ নির্ম্মিত সূক্ষ্ম জাল সংলগ্ন করিলেই ঐ যন্ত্র প্রস্তুত হয়; ফলতঃ তাহা এক প্রকার ছাঁকনি মাত্র। কাগজ প্রস্তুতকারী পূর্ব্বোক্ত দধিবৎ পদার্থবিশিষ্ট গামলার পার্শ্বে উপবেশনপূর্ব্বক ছাঁকনি ঐ পদার্থে নিমগ্ন করণানন্তর কিঞ্চিৎ পদার্থ সহিত তাহা তুলিয়া মৃদুভাবে ঐ ছাঁকনি কম্পিত করিলে কাগজ পদার্থ তদুপরি সমভাবে জমিয়া যায়, এবং কাগজ জমিলেই শিল্পী তাহার বাম ভাগে এক কাষ্ঠ পীঠকোপরি তাহা রাখে। এবম্প্রকারে ক্রমশঃ ২৫০ তা কাগজ উপর্য্যুপরি স্থাপিত হইলে তদুপরি অপর এক কাষ্ঠ পীঠক স্থাপন করত সর্ব্বোপরি এক বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন করে। কাগজ এতদবস্থায় ২৪ ঘণ্টা কাল রাখিলে তাহাহইতে সমুদায় জল নিঃসৃত হইয়া শুষ্ক প্রায় হয়। পর দিন প্রাতে ঐ কাগজ রৌদ্রে শুষ্ক করা আবশ্যক; পরে তাহা কাষ্ঠ মুদ্গরদ্বারা মর্দ্দন করিলে তাহার সর্ব্বত্র সমান হয়।

অতঃপর ঐ কাগজে আতব তণ্ডুলের মণ্ড লেপন করণাবশ্যক; এবং ঐ মণ্ড শুষ্ক করণানন্তর গিল্লা নামক বীজ বা শঙ্খদ্বারা তাহা ঘষণ করিলে কাগজ চিক্কণ হয়। তৎপরে কাগজের প্রান্তভাগ ছাঁটিয়া তাহা ভাঁজ করা প্রয়োজন। বঙ্গদেশে কাগজ চারি প্রকারে ভাঁজ হইয়া থাকে; এবং ঐ ভাঁজানুসারে তাহার নামভেদ হয়। এক তা কাগজ ২, ৪, ৬, বা ৮ পত্রে ভাঁজিত করিলে, যথাক্রমে, "৪ রুকে", "৮ রুকে", "১২ রুকে" বা "১৬ রুকে", নাম প্রাপ্ত হয়। "রুক" শব্দ পৃষ্ঠা জ্ঞাপক; পারস্য রোখ্ শব্দের অপভ্রংশ; সুতরাং ৪ রুকে ৮ রুকে ইত্যাদি শব্দে তৎসঙ্খ্যক পৃষ্ঠাবিশিষ্ট কাগজ বোঝায়।

যন্ত্রজাত বিলাতি কাগজ সর্ব্বত্র যে প্রকার সমভাববিশিষ্ট, চিক্কণ ও উজ্জ্বল হয়, এতদ্দেশীয় কাগজ তদ্রূপ হয় না; পরন্তু বঙ্গদেশীয় কাগজেই বিবিধার্থের আদর্শ লেখা হয়, অতএব অধুনা তাহারই বিবরণ লিখিত হইল; অবকাশমতে অন্য সময়ে যে বিলাতি কাগজে বিবিধার্থ মুদ্রিত হয় তাহা প্রস্তুত করণের প্রথা বর্ণন করা যাইবেক।

কাশীর ইতিহাস।

"যে কাশ্যাং নিবসন্তি শঙ্করহরিস্বারাধনাতৎপরা-
স্তেষাং পাপচয়োঽপি যাতি বিলয়ং মুক্তিং লভন্ত্যেপি চ।
যে কাশ্যাং ভবনাশিনীং ভগবতীং শ্রীমদ্ভবানীং জনাঃ,
সেবন্তে সততং সুপূজনপরিক্রামাদিভিস্তে স্থিরাঃ॥
পূর্ব্বজন্ম শতকোটি সঞ্চিতং পাপরাশিমতুলং বিনাশয়েৎ।
কাশিকা পরপদপ্রকাশিকা দর্শনশ্রবণকীর্ত্তনাদিভিঃ॥

কাশ্যাং যেষাং নাম গৃহ্নন্তি লোকা
বীজং তেষাং জায়তে মোক্ষমার্গে।
কাশীং যে বৈ সংস্মরন্ত্যন্যদেশে
তামপ্যাত্মা শঙ্করস্তারযেচ্চ॥"

অর্থাৎ যাঁহারা প্রতিদিন পূজন পরিক্রমাদি নিয়মপূর্ব্বক বিশ্বেশ্বর হরি প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করত কাশীতে নিবাস করেন তাঁহারা বিনষ্টপাপ হওত কেবল স্বস্ব রূপাবস্থিতিকে প্রাপ্ত হন।

যাঁহারা পরমপদ-প্রদায়িকা কাশিকার দর্শন

দশাশ্বমেধ ঘাট।
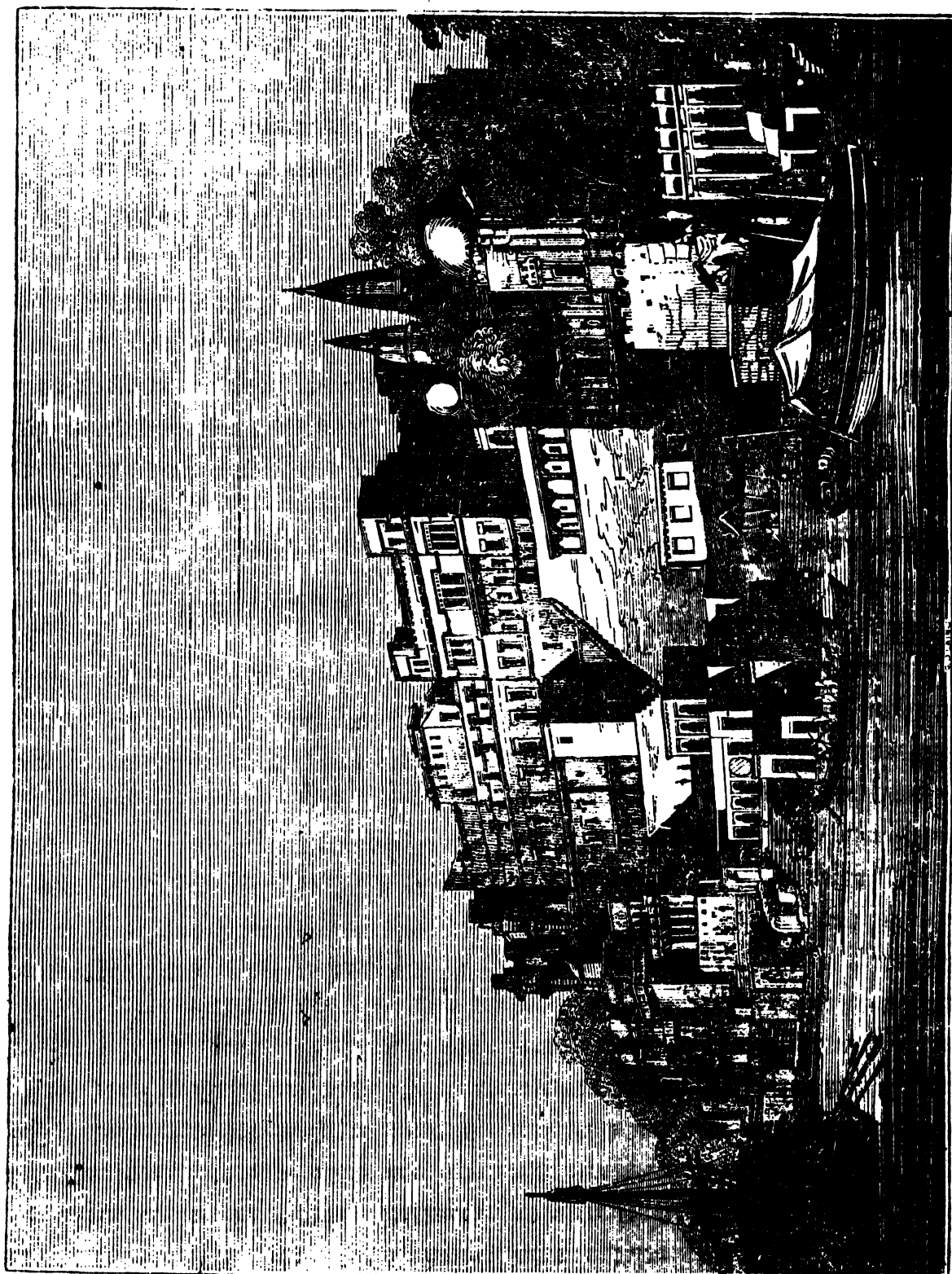
শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করেন তাঁহাদিগের পূর্ব্বজন্ম সঞ্চিত কোটি ২ অতুল পাপসমূহ বিনষ্ট হয়॥

কাশীনিবাসি ব্যক্তিরা যদি কোন বার্ত্তা-প্রসঙ্গাবসরে দেশান্তরীয় ব্যক্তির নাম-গ্রহণ করেন তবে সেই বিদেশী ব্যক্তির পক্ষে তাহা মোক্ষ বৃক্ষের বীজরোপণবৎ হইয়া উঠে। আর যাঁহারা দেশান্তরে থাকিয়া কাশীকে স্মরণ করেন তাহাদিগকেও বিশ্বেশ্বর ভবসাগর পার করেন॥

ইত্যাদি নানাবিধ স্তুতিবাদ কাশীর মহিমা-বিষয়ে পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে, এবং কাশীর এতাদৃশ উৎকট মহিমা হইবার কারণ বিষয়েও উক্ত আছে যে সৃষ্টির আরম্ভে পৃথিবী যখন জলপ্লাবিতা ছিল তখন হিরণ্যাক্ষ নামা রাক্ষস তাহাকে রসাতলে নিমগ্না করাইতে উদ্যত হয়। ব্রহ্মা অতি কাতরে সত্বরে নারায়ণের বহুবিধ স্তুতি করেন। তৎ-শ্রবণে প্রভু প্রসন্ন হইয়া কহিলেন; "ব্রহ্মন্, চিন্তা করিও না; আমি ইহার বিহিত করিতেছি।" পরে তিনি শিবকে কহিলেন; "হে মহাদেব, তোমাতে আমাতে কোন ভেদ নাহি, এবং সর্ব্ব বিষয়ে তুমি আমার তুল্য ইহাতে নিঃসন্দেহ। অতএব যাবৎ আমি এই দুষ্ট দৈত্যকে বিনাশ করিয়া পৃথিবীকে স্বস্থানে স্থাপন না করি, ঝটিতি ভূতলে গমনপূর্ব্বক তাবৎ পঞ্চক্রোশাত্মক লিঙ্গাকার হইয়া কাশীক্ষেত্রকে ছত্রবৎ ধারণ করহ"। মহাদেব তৎক্ষণাৎ লিঙ্গস্বরূপ হইয়া কাশীক্ষেত্রকে শূন্যে ধারণ করিলেন। অবশিষ্ট পৃথিবী রসাতলে নিমগ্না হইল। পরে নারায়ণ বরাহাবতার ধারণপূর্ব্বক উক্ত দৈত্যকে বিনাশ করিয়া পুনরায় পৃথিবীকে যথা স্থানে স্থাপিত করিলেন। অপর পুরাণাদি গ্রন্থে এতন্মহানগরীর উৎপত্তি ও পবিত্রতা বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বাক্যবৎ যে সকল বৃত্তান্ত বিবৃত আছে তাহা অনেকেই জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহার বর্ণনে অধুনা কালব্যয় না করিয়া ইহার প্রাচীন ইতিহাস ও সাম্প্রতিকের অবস্থা-বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

কাশীশব্দের উৎপত্তি বিষয়ে দুই মত আছে। কেহ ২ এই সুবর্ণময়ী নগরীর প্রচণ্ড-প্রভা-বিজ্ঞাপনার্থে দ্যোতিজ্ঞাপক "কাশ্" ধাতুর উত্তর অচ্ এবং ঙীষ্ প্রত্যয় পূর্ব্বক শব্দ নিষ্পন্ন করেন। অপরে কহেন চান্দ্রবংশীয় পুরূরবের কুলজাত ক্ষেত্রবৃদ্ধি রাজার প্রপৌত্র কাশীরাজ ঐ নগর স্থাপন করত স্বনামে বিখ্যাত করেন। কাশীর অপর নাম "বারাণসী"। কাশীর উভয় পার্শ্বস্থ বরুণা ও অসী নাম্নী ক্ষুদ্র নদীদ্বয়ের নামহইতে ঐ শব্দ উদ্ভব হইয়াছে। প্রলয় কালে এই নগর ধ্বংস হয় না, এই অভিপ্রায় বিজ্ঞাপনার্থে পুরাণাদিতে ইহাকে "অবিমুক্ত" শব্দেও কহে, কিন্তু এই নাম জনসমাজে প্রসিদ্ধ নহে।

কাশীরাজের পৌত্র ধন্বন্তরি। তিনি অতি প্রসিদ্ধ ভূপতি; বহুকাল কাশী নগরীতে স্বচ্ছন্দে রাজ্য করিয়াছিলেন, এবং চিকিৎসা শাস্ত্রের আদিম উপদেষ্টা রূপে গণ্য ছিলেন। পরন্তু তাঁহার পৌত্র দিবোদাস তাঁহা অপেক্ষায় প্রসিদ্ধ হন। কথিত আছে দিবোদাস এতাদৃশ ধার্ম্মিক ছিলেন, যে তাঁহার ধর্ম্মপ্রভাবে মহাদেব কাশীচ্যুত হইবার আশঙ্কায় অস্থির হইয়াছিলেন; এবং তাঁহাকে ধর্ম্মপথে বিমুখ করণাভিপ্রায়ে প্রথমতঃ যোগিনীদিগকে প্রেরণ করেন; কিন্তু যোগিনীদিগের ছলনায় দিবোদাস বিমুগ্ধ হইলেন না; তৎপরে ব্রহ্মা তদর্থে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গাতটে দশ অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে আজ্ঞা প্রাপ্ত হন, এবং যে স্থানে ঐ যজ্ঞ সম্পন্ন করেন, তাহা অদ্যাপি "দশাশ্বমেধ ঘাট" নামে বিখ্যাত আছে। উক্ত ঘাট মণিকর্ণিকাঘাটের কিয়দ্দূর দক্ষিণে স্থিত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বিতীয়া

অবধি দশমী পর্য্যন্ত তাহাতে স্নান করার প্রথা আছে। ৬৭ পত্রে এই ঘাটের এক চিত্র মুদ্রিত করা গেল। ঐ চিত্রের মধ্যভাগে যে বৃহৎ অট্টালিকা দৃষ্টা হয় তাহার নাম "ব্রহ্মপুরী"। গোয়ালিয়র রাজ্যাধিকারিণী বিখ্যাতা অহল্যা বাই এই অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া ইহাতে এতাদৃশ বৃত্তি সংস্থাপন করিয়া দিয়াছেন যে তদ্দ্বারা ষষ্ঠি জন পঞ্চদ্রাবিড় বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ অনায়াসে প্রত্যহ গ্রাসাচ্ছাদন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ব্রহ্মা যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াও দিবোদাসকে ধর্ম্মবিমুখ করিতে অক্ষম হইলে ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং বুদ্ধ রূপে অবতীর্ণ হইয়া ঐ রাজাকে বৌদ্ধ মত দিক্ষা প্রদানপূর্ব্বক ধর্ম্মচ্যুত করেন।

উক্ত কাশীরাজের বংশীয় কোন ব্যক্তির অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী দুই কন্যাকে আপন ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের পরিণয়ার্থে ভীষ্মদেব লইয়া যান। অতঃপর কাশীতে পৌণ্ড্রক নামা এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। সে বসুদেবাত্মজ শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া তত্তুল্য হওনাভিপ্রায়ে স্বকীয় স্বতঃসিদ্ধ দ্বিভুজের নিকটে কৃত্রিম দ্বিভুজ সংলগ্ন করত চতুর্ভুজে কৃত্রিম শঙ্খ চক্র গদা পদ্মাদি ধারণপূর্ব্বক এক কৃত্রিম গরুড়োপরি আরোহণ করত কহিত যে "আমিই বাসুদেব, মদ্ভিন্ন অপর বাসুদেব কে আছে"? এই কারণ তাহার অপর নাম "মিথ্যাবাসুদেব" হয়। শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে এই অপরাধ নিমিত্তে ঘোর সংগ্রামে বিনাশ করেন। তাহার পুত্র ভয়ে শিবের শরণ লয়। তদ্রক্ষণার্থে শিব এক দূত প্রেরণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সক্রোধে উভয়কে লক্ষ করিয়া সুদর্শনচক্র নিক্ষেপ করেন। তাহাতে তাহারা তৎক্ষণাৎ সুদর্শনানলে বিনষ্ট হয়, অধিকন্তু তদীয় বাট্যাদি দাহন সময়ে নিরপরাধিনী কাশীকেও সঙ্গ দোষাৎ দগ্ধা হইতে হয়। এই গল্প পাঠে বোধ হয় কাশীতে আদৌ যে সকল দেবালয়াদি স্থাপিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় কোন সময়ে অগ্নি দগ্ধ হইয়াছিল, এবং কিয়ৎকাল পরে পুনরায় তত্তৎস্থানে দেবালয়াদি নির্ম্মিত হইয়াছে। তদবধি কাশীর রাজাদিগের কোন ক্রমিক বিবরণ প্রচলিত নাই। পরন্তু যবন গ্রন্থে প্রকাশ পাইতেছে ১০৭৪ সম্বতে কাশীতে বুনার নামা রাজা ছিলেন। ইনি মহম্মদ-শাহদ্বারা পরাজিত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। কিংবদন্তি আছে যে বুনার রাজার নামেতেই কাশীর অপর নাম "বনারস" উৎপন্ন হইয়াছে।

অতঃপর দশ বৎসরান্তরে কাশী গৌড়াধিপ ভূপালবংশীয় মহীপাল রাজার অধীনা হয়। তিনি কাশী সংরক্ষণার্থে স্থিরপাল ও বসন্তপাল দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি পদাভিষিক্ত করিয়া উক্ত স্থানে প্রেরণ করেন। তাহারা কাশীর নিকটবর্ত্তি সারনাথ নামক বৌদ্ধ মঠের জীর্ণোদ্ধার করান। পাল বংশীয়দিগের হস্ত হইতে কাশীপুরী কনোজাধিপতি রাজা চন্দ্রদেবের রাজ্যান্তর্গতা হয়; এবং ক্রমাগত এক শত বৎসর কাল পর্য্যন্ত উক্ত রাজকুলের অধীন ছিল।

১১৮০ সংবতে মহম্মদ ঘোরী জয়চন্দ্রের পরাজয়ার্থে কুতবুদ্দীন নামক সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করেন। উক্ত রাজা ইহার সহিত ঘোর সংগ্রাম করিয়াও অবশেষে পরাজিত হন; এবং তাঁহার নিধনাবধি কাশী যবনরাজ্যান্তর্গতা হয়। হিন্দু রাজাদিগের শাসন সময়ে ইহার যে উন্নতি ছিল তাহা ক্রমশঃ যবন ভারে ভারাক্রান্ততাযুক্ত অবনত হইয়া নতিভাবকে সমাশ্রয় করিল। তত্রত্য দেবতাসকল হিন্দুদিগের সময়ে পত্র পুষ্প কল্লাদ্যুপচারে বিবিধরূপে পূজিত হইতেন; কিন্তু ইহাদি-

গের সময়ে অভাবতঃ একোপচারেও অতি ক্লেশে সমারাধিত হইতে লাগিলেন। সর্ব্বত্র অন্তঃপ্রান্তরে অরণ্য তুল্য হইবায় ইনি কাশী এতাদৃশ নিশ্চয় জ্ঞান বিশেষ জ্ঞানের অপেক্ষা করিত, ফলতঃ তদানীং অর্জ্জুনের বৃহন্নলা রূপে অজ্ঞাত বাসবৎ অতি দুরবস্থান্বিতা ছিলেন। আকবর্ শাহের রাজ্য কালে রাজা মানসিংহ স্বকীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিবার অভিপ্রায়ে স্বনামে এক মন্দির প্রস্তুত করান। তাহাতে চন্দ্র সূর্য্যছায়ানুসারে সময় জ্ঞাপকাদি বহুবিধ প্রস্তরময় যন্ত্র-সকল জ্যোতিঃশাস্ত্রানুসারে নির্ম্মিত করাইয়া প্রাচীরে গ্রথিত করান। তাহা অদ্যাপি "মানমন্দির" নামে লোক বিখ্যাত আছে। তদ্দর্শনার্থে উৎসুক হইয়া ভূরি২ বিজ্ঞলোকেরা কাশী যাত্রা করিয়া থাকেন; এবং তাঁহাদিগদ্বারা উক্ত মন্দির কাশীস্থ প্রধান বস্তু-মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

১৭৫৭ সংবতে হিন্দুধর্ম্মদ্বেষি ঔরঙ্গজেব বাদশাহ হিন্দুদিগ প্রতি বিরক্ত হইয়া তত্রত্য প্রধান২ বিশ্বেশ্বরাদি মন্দিরকে বিনষ্ট করে; এবং তত্তৎ স্থানে স্বকীয় ধর্ম্মানুসারে মস্জিদ্ নির্ম্মাণ করায়।

১৭৮০ সংবতে মনসারাম নামা কোন ভূম্যধিকারী দিল্লীর অধিপতি মহম্মদসাহ বাদশাহের নিকট স্বীয় পুত্র বলবন্ত সিংহের নামে রাজপদবি উপার্জ্জন করতঃ কাশীর শাসনকর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত হন, এবং তদ্দেশ ইংরাজদিগের অধিকার হওন কাল পর্য্যন্ত তথায় রাজ্যভোগ করেন।

অন্য নগরাপেক্ষায় কাশী তাদৃশী বৃহতী নহে; কলিকাতার অর্দ্ধ পরিমাণ মাত্র হইবেক। ইহার দৈর্ঘ্য ১।।০ ক্রোশ, এবং প্রস্থ ।।০ ক্রোশ মাত্র; সুতরাং আশু বোধ হয় যে ইহার জনসংখ্যা অল্প হইবেক; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে। কারণ ইহাতে যে সকল গৃহাদি আছে তাহা স্থানাভাব প্রযুক্ত অতি স্বল্প পরিসরে উপর্য্যুপরি ইচ্ছানুসারে ৪।৫ তলা পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইয়াছে। অন্যত্রের ৫ বাটীতে যাবৎ মনুষ্য নিবাস করিতে পারে ইহার একেতেই তৎতাবতের সম্পোষ্য হইতেছে। অতএব কাশী বহু জন নিকরাশ্রয়বতী হইয়াছে। প্রায় ২৪ বৎসর গত হইল এতন্নগরীর মনুষ্য সকল তত্রত্য শান্তিরক্ষক সাহেব কর্ত্তৃক পরিগণিত হয়, এবং তাহাতে ব্যক্ত হয় যে তথায় এক লক্ষ অশীতি সহস্র মনুষ্য নিবাস করিতেছে। তাহার মধ্যে পঞ্চমাংশ যবন; হিন্দুদিগের মধ্যে ২০,০০০ ব্রাহ্মণ ভিক্ষোপজীবী আছে।

বস্ত্রাদির বাণিজ্য এতদ্দেশে বিস্তর আছে; কিন্তু তদপেক্ষায় ধর্ম্মবাণিজ্য অতি প্রচুররূপে দিবা রাত্রি হইতেছে। প্রতি দেবালয়েতেই দর্শন-পূজার্থি দৃষ্টে বোধ হয় যে অত্র নগরে সকলেই নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে, কেহই স্থির হয় না। ফলতঃ কাশীস্থ মন্দিরের সঙ্খ্যা এতাদৃশ অধিক যে বলবান ব্যক্তি সপ্তাহেও কাশীস্থ সমস্ত দেবতার দর্শন পূজনাদি করিতে পারে না। এই প্রযুক্ত "কাশী হিণ্ডে, গয়া দণ্ডে, প্রয়াগ মুণ্ডে" এ বাক্য লোকে প্রচলিত হইয়াছে। এই বাক্যের অভিপ্রায় এই যে ভ্রমণপূর্ব্বক দেব দর্শন করাই কাশীর প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ, পিতৃ বিমুক্ত্যর্থে গয়াতে দণ্ডস্বরূপ যথা শক্তি দ্রব্য দেওয়াই প্রধান ধর্ম্মাঙ্গ, এবং প্রয়াগে ইতর ধর্ম্ম করণাপেক্ষায় মুণ্ডন করাই প্রধান।

কৌতুক কণা।

দান প্রদানে কাহার মঙ্গল?

(কো)ন ধনী এক পণ্ডিতকে কহিলেন, "আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিব"। পণ্ডিত উত্তর দিল,

"আমাকে উক্ত ধন প্রদান করিলে মহাশয়ের মঙ্গল; না দিলে আমার মঙ্গল"। ধনী জিজ্ঞাসিল "ইহার কারণ কি?" পণ্ডিত কহিল "তাহার কারণ স্পষ্টই আছে; আপনি ধন দিলে আপনার পুণ্য হইবেক। লইলে তোমার নিকট আমাকে বাধিত হইতে হইবেক"।

সুচতুর চোর।

জনৈক লোভী চতুর একটা অন্যের ছাগকে বিনাশ করিয়া ভক্ষণ করাতে কোন সল্লোক কর্তৃক ভর্ৎসিত হইল। ভদ্রলোক কহিলেন "ভায়া, পরের বস্তু হরণ করিয়া আহার করা শাস্ত্র বিরুদ্ধ; পরকালে ঐ ছাগের স্বামী তোমাকে দোষী করিবেক"। চতুর কহিল; "তাহাতে ভয় কি? তৎকালে আমি অপহরণ করা অস্বীকার করিব"। সদ্ব্যক্তি কহিল "অস্বীকার করিলেই কি নিষ্কৃতি আছে? তৎসময়ে ঐ অপহৃত ছাগ আসিয়া সাক্ষ্য দিবেক"। চতুর কহিল "ভালই, যদি সেই ছাগ আইসে, তবে আমি তাহার কর্ণ ধরিয়া তৎস্বামিকে সমর্পণ করিব"।

ভণ্ডামি।

কোন পণ্ডিত এক ভণ্ডকে কহিলেন "হে ভদ্র, চিরকাল ভণ্ডতাই করিবে? কিছু জপতপ কর, যাহাতে পরকালে নরক যন্ত্রনায় নিষ্কৃতি পাইবে"। ভণ্ড কহিল; "ভাই, সেও এক প্রকার ভণ্ডামি"।

অবোধ প্রহরি।

কোন লোক মদ্যপানে উন্মত্ত হইয়া পথ-পার্শ্বে পড়িয়াছিল, ইত্যবসরে রাজপ্রহরী আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ করত কহিল "ওরে, মত্ত, চল্, তোকে কারাগারে যাইতে হইবেক"। মত্ত উত্তর দিল, "হে নির্বোধ, যদি আমার চলচ্ছক্তিই থাকিত, তবে আমি আপন ঘরে যাইতাম, পদব্রজে তোমার সহিত কি প্রকারে যাইব"?

শঠের প্রত্যুত্তর।

এক ব্যক্তি শঠ কোন দোকানে উত্তম মোহন ভোগ বিক্রয়ার্থে রহিয়াছে, দেখিয়া তাহার এক মুষ্টি লইল, এবং আপণিক তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণ করিলে সে ঐ মোহনভোগ আপন মুখমধ্যে নিক্ষেপ করত কহিল, "ভাই কেন বৃথা গোল করিলে, এক্ষণে না তোমার রহিল না আমার রহিল।" অতঃপর কি ঘটিল তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন; যিনি না পারেন তাঁহার এতদ্রূপে সুখাদ্য মোহনভোগ খাওয়া কর্ত্তব্য।

উদ্বাহের অভিনয়।

কোন চিত্রাগারে নানাবিধ অপর ছবির মধ্যে তিন খানি ছবি এক স্থানে ছিল। তাহার এক খানিতে এক ব্যক্তি আপন শিরঃ জানুদ্বয়োপরি স্থাপন করত অতিশয় চিন্তান্বিত আছে।

দ্বিতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতিশয় শোকাকুল হইয়া আপন কেশ ঔৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করিতেছে।

তৃতীয় ছবিতে এক ব্যক্তি অতি আহ্লাদে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতেছে।

কোন দর্শক তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন হইয়া জনৈক পণ্ডিত সন্নিধানে প্রশ্ন করিল এই তিন প্রকার ছবির একত্র থাকার কারণ কি"? বিচক্ষণ কহিলেন "ইহার কারণ শ্রবণ কর;

"প্রথম ব্যক্তি মনে২ বিবেচনা করিতেছে যে বিবাহ করিয়া সংসার করিবেক কি না।

"দ্বিতীয় ব্যক্তি বিবাহ করত সংসারে আবদ্ধ

হইয়া শোক করিতেছে যে 'হায়! কেন এ দুষ্কর্ম্ম করত নানা দায়ে বিবৃত হইয়া আপন পদে শৃঙ্খল দিলাম'!

তৃতীয় ছবিতে চিত্রিত ব্যক্তির স্ত্রীর বিয়োগ হওয়ায় সে সংসার যাতনাহইতে আপনাকে মুক্ত মানিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিতেছে।

রাজমুখ দর্শনের ফল।

একদা প্রাতে কোন রাজা মৃগয়ার্থে যাত্রা করণ-সময়ে কদাকার ও অঙ্গহীন এক ব্যক্তিকে দেখিয়া কহিলেন "এটা বড় অশকুন দর্শন হইল। অদ্য মৃগয়ায় প্রতুল হইবেক না। অতএব এ ব্যক্তিকে বিহিত শাস্তি দিয়া কারারুদ্ধ কর"। পরে মৃগয়ায় যাইয়া মনোভিলষিত মৃগাদি প্রাপ্ত হওনানন্তর বাটী আসিয়া মনে করিলেন, আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে, এক্ষণে কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে নিষ্কৃতি দেওয়াই বিধেয়। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে সম্মুখে আনাইয়া রাজপ্রসাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "হে মনুষ্য, আমার মৃগয়ায় সুফল হইয়াছে, অতএব অধুনা তুমি আপন ঘরে যাও"। কদাকার পুরুষ কহিল "মহারাজ আপনার আজ্ঞাই বলবতী; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, অদ্য প্রাতে আপনি এই দুর্ভাগ্য অকিঞ্চনের মুখদৃষ্টি করাতে পরম সুখ উপলব্ধ হইলেন, কিন্তু আমি অদ্য প্রাতে মহারাজের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া সমস্ত দিবস অনাহারে কারাগার সম্ভোগ করিলাম"।

কোন স্বামী শ্রেষ্ঠ।

জনৈক মন্ত্রির মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়াতে তেঁহ রাজসেবা পরিত্যাগ করত বনে যাইয়া অযাচকবৃত্তি ধারণ করিয়াছিলেন। কিয়ৎকাল পরে রাজা ঐ মন্ত্রির সংবাদ অবগত হইয়া বনে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রির সহিত সাক্ষাৎ করত কহিলেন, "হে মন্ত্রিবর, আমাহইতে তোমার কি অপরাধ হইয়াছে যে তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে"? মন্ত্রী কহিল "রাজন্, আপনার কোন বিষয়ে ত্রুটি নাই। স্বীয় অবস্থার উন্নতি করণাভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি কারণ প্রযুক্ত মহাশয়কে ত্যাগ করিয়াছি।

১ কারণ। পূর্ব্বে মহাশয়ের সেবা করণ সময়ে আপনি বসিয়া থাকিতেন, আমি আপনার নিকট দণ্ডায়মান থাকিতাম। অধুনা যে প্রভু প্রাপ্ত হইয়াছি তাঁহার সম্মুখে অনায়াসে বসিয়া আরাধনা করি, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না।

২ কারণ। আপনি পূর্ব্বে ভোজন করিতেন, আমি নিকটে থাকিয়া দেখিতাম; এক্ষণে আমার প্রভু আমাকে আহার প্রদান করেন, কিন্তু তেঁহ আহার করেন না।

৩ কারণ। পূর্ব্বে তুমি শয়ন করিতে, আমি জাগ্রৎ থাকিয়া তোমার সেবা করিতাম। অধুনা আমি শয়ন করিয়া নিদ্রা যাই, আর আমার প্রভু জাগ্রৎ থাকিয়া আমাকে রক্ষা করেন।

৪ কারণ। পূর্ব্বে সর্ব্বদা আমার মনে শঙ্কা থাকিত, তোমার লোকান্তর যাত্রা হইলে পাছে আমাকে বিপক্ষ হস্তে পতিত হইতে হয়। আমার বর্ত্তমান প্রভুর কদাপি বিনাশ নাই, সুতরাং আমার ক্লেশ সম্ভাবনাও নাই।

৫ কারণ। পূর্ব্বে আমাহইতে কোন অপরাধ হইলে তুমি কুপিত হইবে এই ত্রাস আমার মনে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিত। আমার ইদানীন্তনের প্রভু এমন দয়ালু যে আমি তাঁহার ভরসায় সহস্র অপরাধ করিতেছি, তেঁহ তৎসমুদয় আমাকে মার্জ্জনা করিতেছেন।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৪, চৈত্র। [১৩ খণ্ড।

মলবারীর স্ত্রী পুরুষ। কাণ্ডীর পুরুষ। সিংহলিনী স্ত্রী।

লঙ্কা দ্বীপ।

বাল্মীক ঋষির প্রসাদে লঙ্কা দ্বীপ ভুবন বিখ্যাত হইয়াছে; হিন্দুজাতীয় আবাল বৃদ্ধবনিতারা রামায়ণের সুললিত-আখ্যায়িকা-রসে নিমগ্ন হইয়া স্ব২ আত্মীয়বর্গের নামাপেক্ষায় উক্ত দ্বীপের নাম সবিশেষ জ্ঞাত আছেন। দশাননের রাজপাট, সীতার কারাগার, হনুমানের বিক্রম-ক্ষেত্র, শ্রীরামচন্দ্রের লীলা-স্থান ইত্যাদি যে কোন

ব্যে সিংহল দ্বীপের উল্লেখ করা যায়, তদ্দ্বারা অবিলম্বে সমস্ত রামায়ণের অপূর্ব-কবিতা-লহরী মনোমধ্যে বিকসিতা হইয়া উঠে; এবং ঐ সকল কবিতা-বর্ণিত আখ্যায়িকা-সমূহ হিন্দু মাত্রেই সুবিজ্ঞাত আছেন। পরন্তু সিংহল-দ্বীপের আধুনিকী অবস্থা এতদ্দেশে প্রচার নাই। অনেকে বোধ করেন তদ্দ্বীপ মনুষ্যের গম্য নহে; এবং তাহাতে জনগণের বসতি নাই। কেহ বা কহেন যে বিখ্যাত নব্য সিংহল দ্বীপ প্রাচীন লঙ্কা নহে, কারণ লঙ্কার পরিমাণ ও ভারতবর্ষহইতে দূরতা বিষয়ক বিবরণ রামায়ণে যে প্রকার উক্ত আছে তাহা অধুনা সপ্রমাণ হয় না। কিন্তু তাহা কবির অত্যুক্তি মাত্র বোধ করিলে সেই সংশয় দূরহইতে পারে। সমস্ত পৃথিবীর পরিমাণ ২৪০০০ জ্যোতিষি ক্রোশ; তাহার একাংশে লক্ষ যোজন বিস্তৃত সমুদ্র কোথায় প্রাপ্ত হইবেক? অপর নব্য সিংহল দ্বীপের পশ্চিম পার্শ্বে সেতুবন্ধ রামেশ্বরের চিহ্ন আছে; তাহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে উক্ত দ্বীপই প্রাচীন লঙ্কা বটে।

কোন সুচতুর কবি বর্ণন করিয়াছেন যে লঙ্কা দ্বীপ ভারতবর্ষের মুকুটছিন্ন মুক্তা বিশেষ; ফলতঃ উক্ত দ্বীপের অবয়ব নোলক নামক মুক্তার ন্যায় বটে। অপর মণি মুক্তাদি যে সকল উপাদেয় দ্রব্য এই স্থানে উৎপন্ন হয় তদ্দৃষ্টে ইহাকে ভারতবর্ষের মুকুটরূপে বর্ণন করা অসঙ্গত বোধ হয় না। অধুনা এই দ্বীপের দুই শত সপ্ততি জ্যোতিষি ক্রোশ দীর্ঘতাপরিমাণ, এবং এক শত জ্যোতিষি ক্রোশ প্রস্থ; ইহার পরিধি ৭৫০ ক্রোশ, এবং চতুরস্র ২৪৬০০ ক্রোশ।

লঙ্কা-সর্বাংশ সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত হইবাতে সুতরাং দ্বীপ শব্দবাচ্য হইয়াছে। ইহার সমুদ্র সন্নিকটস্থ ভূমি নিম্ন এবং সরল; কিন্তু মধ্য ভাগ উচ্চ এবং পর্বতে পরিপূর্ণ। ঐ পর্বত সকল ৩॥ জ্যোতিষি ক্রোশের ঊর্দ্ধ নহে; এবং তাহাহইতে মহাবলি গঙ্গা, বালুগঙ্গা, বেলবে, গুইদোরা ইত্যাদি নদী-সকল নিঃসৃত হইয়া দ্বীপের সর্বত্র প্লাবন করে। ঐ প্লাবন ভূমিতে দারুচিনি, মরিচ, সুণ্ঠি, সাটিন কাষ্ঠ, আবলুস কাষ্ঠ, গুবাক, কাওয়া, ইক্ষু ইত্যাদি বিবিধ ব্যবহার্য্য বাণিজ্য দ্রব্য অনায়াসে ও সুচারুরূপে উৎপন্ন হয়।

পরন্তু সিংহলদ্বীপের মধ্যভাগস্থ পর্বতাপেক্ষায় "আদম-শিখর" নামা সমুদ্রতটস্থ এক পর্বত-শৃঙ্গ বিশেষ প্রসিদ্ধ। তদুপরি এক মনুষ্যপদচিহ্ন আছে; তাহা ৩৫০ হস্ত দীর্ঘ, এবং ১৬০ হস্ত প্রস্থ। সিংহলদ্বীপস্থ সকলেই এই চিহ্নটি বিশেষ মান্য করিয়া থাকে। তত্রত্য মুসলমানেরা কহে, তাহাদিগের শাস্ত্রোক্ত আদিপুরুষ আদম এই স্থানে এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন; তৎপ্রযুক্ত ঐ সময়ে প্রস্তরোপরি তাঁহার পদের চিহ্ন হয়। বৌদ্ধেরা কহে, বুদ্ধদেব ভারতবর্ষহইতে সিংহলে আগমন সময়ে প্রথমতঃ ঐ স্থানে উত্তীর্ণ হন, এবং তাহাহইতেই তথায় ঐ চিহ্ন হইয়াছে। কিন্তু তত্রত্য হিন্দুরা ও মলবার দেশীয়েরা প্রচার করে যে উহা ভগবান্ মহাদেবের পদচিহ্ন। সে যাহা হউক, এই চিহ্ন হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান সকলেরই মান্য হওয়াতে আদম-শিখরে অনেক যাত্রির সমাগম হইয়া থাকে, সুতরাং তথায় বাণিজ্যেরও বিস্তার সম্ভাবনা।

লঙ্কাদ্বীপ ইংরাজদিগের অধীন হইয়া অবধি উত্তর, দক্ষিণ, প্রাচ্য, পূর্ব এবং মধ্য খণ্ড, এই পাঁচ অংশে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তর খণ্ডের প্রধান নগর জাফনা; দক্ষিণ খণ্ডের প্রধান নগর গালি। বাষ্পীয়পোত সকল কলিকাতা হইতে বিলাতে গমন কালীন কয়লা

লইবার নিমিত্তে এই স্থানে গমন করিয়া থাকে, এবং লোকে ইহাকে "পইণ্ট দিগালি" বা "গালি অন্তরীপ" শব্দে কহে। প্রাচ্য খণ্ডের প্রধান নগর কলম্বো; পূর্ব খণ্ডের প্রধান নগর ত্রিঙ্কমলি; মধ্য খণ্ডের রাজপাট কাণ্ডি। এই পঞ্চ প্রধান নগর ব্যতীত অনুরাধাপুর, মান্নার, মাস্তোট, নিগম্বো, চিলান্, মাতুরা, টাঙ্গাল্, গাম্পোলা, দাম্বুল্, নুয়েরা-এলিয়া, বাদুলা ইত্যাদি অপর কএক নগর আছে, কিন্তু তাহাতে তাদৃশ অধিক লোকের বসতি নাই। পূর্বোক্ত পঞ্চ প্রধান নগরের প্রত্যেকে ১০,০০০ অবধি ৪০,০০০ লোকের বসতি আছে। পূর্বে অনুরাধাপুর লঙ্কাদ্বীপের রাজপাট ছিল; এবং অদ্যাপি তাহাতে অনেক প্রাচীন অট্টালিকাদির ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

লঙ্কাদ্বীপের জনসঙ্খ্যা অধিক নহে; সর্ব লোকের সমষ্টি বিংশতি লক্ষেরও ন্যূন হইবেক। ঐ ব্যক্তিসমূহ চারি প্রধান শ্রেণিতে বিভক্ত। প্রথম শ্রেণী তত্রত্য অসভ্য জাতি। তাহাদিগকে লোকে "বেদা" শব্দে কহে, এবং তৎসম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য গল্পও প্রচার আছে। জনশ্রুতি আছে বেদাজাতীয় ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এতাদৃশ দুর্বলা যে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে বানরের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। তাহারা নিয়ত বনে বাস করে; কদাপি ভদ্রসমাজে কি নগরে আগমন করে না। আপনারা স্বাভাবিক ভীত হইয়াও অন্যজাতীয় মনুষ্য অধীনে পাইলে নিষ্ঠুররূপে তাহাদিগকে বিনাশ করে। তাহাদিগের গৃহাদি নাই, সকলেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া থাকে, এবং ভয় পাইলে বিড়ালাদির ন্যায় অক্লেশে বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া আপদ্‌হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করে। মনুষ্য নিবাসহইতে ব্যাঘ্র ও ভল্লুক যে প্রকারে পলায়ন করে, ইহারা তদপেক্ষায় সত্বরে সভ্য সমাজহইতে দূরে প্রস্থান করিয়াথাকে, সুতরাং ইহারা সহসা অন্যজাতীয় মনুষ্যকর্তৃক দৃষ্ট হয় না। ইংরাজি সৈন্যকর্তৃক কএকবার এই বেদ্যাজাতীয় মনুষ্য ধৃত হইয়াছিল, কিন্তু তাহারা সকলেই এতাদৃশ অবাধ্য ও জড়বৎ যে তাহাদের মুখহইতে তদীয় কোন বিবরণ নিঃসৃত করান যায় নাই।

দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ জাতির সামান্যাভিধান "সিংহলী"। তাহারা ঊনবিংশ পৃথক্২ বর্ণে বিভক্ত; তন্মধ্যে "হণ্ডু"নামক বর্ণই সর্বশ্রেষ্ঠ, এবং "পারিয়া" সর্বকনিষ্ঠ। যাহারা মৃত-পশু ভক্ষণ করে এবং শব স্পর্শ করে তাহারাই শেষোক্ত অন্ত্যজ জাতিমধ্যে গণ্য হয়। ইহাদিগের প্রধান উপাধি "মুডিলিয়র্"; কিন্তু বোধ হয় ঐ উপাধি প্রাকৃত সিংহল দেশীয় নহে; মলবার দেশহইতে নীত হইয়া থাকিবেক। বঙ্গদেশে দেওয়ানী, মুৎসদ্দি, বা সিরিস্তাদারী পদতুল্য সিংহলদ্বীপে মুডিলিয়রীপদ গণ্য। তথাকার সকল প্রধান কার্য্যালয়ে এক২ জন মুডিলিয়র্ নিযুক্ত আছে। সিংহলিদিগের শরীর তাদৃশ হৃষ্ট পুষ্ট নহে; প্রায় বঙ্গদেশীয়দিগের ন্যায় একহারা, এবং উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গ। সৌহৃদ্য, দয়া, আতিথ্য, সত্যনিষ্ঠা, সৌজন্যাদি ধর্মে এই জাতীয়েরা অত্যন্ত অনুরক্ত, এবং তদর্থে সর্বোৎকৃষ্ট সভ্যজাতীয়দিগের তুল্য, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু শৌর্য্য, বীর্য্য, উৎসাহাদি গুণে নিতান্ত বঞ্চিত; সর্বত্র সকলেই নিরুদ্যম; প্রায় অনাহার না হইলে কেহ কোন কার্য্যে উদ্যম করে না; অথচ ইহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি সামান্য নহে।

সিংহলিনী স্ত্রীরা সুচারু কৃষ্ণনয়না ও গৌরাঙ্গী বটে, কিন্তু ইংরাজেরা কহেন যে তাহাদিগের

মুখশ্রী তাদৃশ উত্তম নহে। ৭৩ পত্রে মুদ্রিত চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে এতজ্জাতীয়া এক ললনার আকৃতি অঙ্কিত আছে; তদ্দৃষ্টে তাহাদিগের অঙ্গ ভঙ্গি ও বেশভূষার রীতি ব্যক্ত হইবেক। কেশ-মার্জ্জনী ও মণিমুক্তা মণ্ডিত সুদীর্ঘ শলাকা মস্তকে ধারণ করণের রীতি এতজ্জাতীয়দিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। দীন ব্যক্তি যাহারা চিরুণি বা ধাতুময় শলাকা ক্রয় করিতে অশক্ত, তাহারা এক খণ্ড রজ্জুদ্বারা কেশপাশ বদ্ধ করত তদুপরি কাষ্ঠ শলাকা ধারণ করে। মধ্যম গৃহস্থ-বনিতারা কটিদেশে শাটী বেষ্টন করত দেহে সুসজ্জ কঞ্চুকী (কাঁচুলী) ধারণ করে; কেহ২ তদুপরি জরির ফুলবিশিষ্ট মলমলের চাদর (উত্তরচ্ছদ) আবরণ করিয়া থাকে, কিন্তু তাদৃশী প্রথা প্রচরদ্রূপা নহে। পুরুষেরা যে প্রকার সাহসহীন ও নির্ব্বীর্য্য, তাহাদিগের বেশভূষাও তদ্রূপ; স্তনের কিঞ্চিৎ নিম্নে এক খানা চাদর বেষ্টন করিলেই তাহাদিগের বেশ সুসম্পন্ন হইল। কাছা বা কোচ্ছের কোন শৃঙ্খলা থাকে না। আশু দৃষ্টে ঐ বেশ স্ত্রীবেশের ন্যায় বোধ হয়; এবং ফলতঃ উক্ত বেশ ধারণ করত যুদ্ধ, বিগ্রহ, বেগে-গমনাদি বীরপুরুষ সাধ্য কোন কর্ম্ম করা যায় না। ইহারা সকলে ফল-মলাহারী; আমিষাহার ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত বিরল।

তৃতীয়শ্রেণী কাণ্ডীয় অর্থাৎ কাণ্ডীমণ্ডল নিবাসি জাতি। তাহারা সিংহলদ্বীপের পর্ব্বতীয় মধ্যদেশে বাস করে। অন্যত্র পার্ব্বত্য মনুষ্যেরা যে প্রকার বলবীর্য্যানুরাগী হয় ইহারাও প্রায় তদ্রূপ, এবং সতত সাহসিক ও উৎসাহী এবং যুদ্ধবিগ্রহে তৎপর; সুতরাং নির্ব্বীর্য্য সিংহলিদিগের অপেক্ষায় স্বাধীনতা সংরক্ষণে উপযুক্ত। বলবীর্য্য-বিষয়ে অন্নাহারী বঙ্গ-সন্তান ও রোটিকাপ্রিয় হিন্দুস্থানীয়ের মধ্যে যে প্রকার ইতর বিশেষ দেখা যায়, সিংহলী ও কাণ্ডীয় মধ্যেও তদ্রূপ; পরন্তু হিন্দুস্থানীয় ও বঙ্গীয়াপেক্ষায় তাহারা অনেক অধম; বিশেষতঃ নীতি বিষয়ে তাহারা অত্যন্ত অপকৃষ্ট। অর্থোপার্জ্জনই সকলের পরম ইষ্ট; তদর্থে সত্যতায় অনেকে একেবারে জলাঞ্জলি দেয়; তাহাদিগের মধ্যে গুরুতর প্রতিজ্ঞা ও সর্ব্বোৎকট প্রতিশ্রুতি ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে অর্থলাভরূপ সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করিলেই একেবারে বিলুপ্ত হয়।

সিংহল দেশীয় ব্যক্তি সমূহের চতুর্থ শ্রেণির নাম "মলবার"। তাহারা ভারতবর্ষীয় দক্ষিণ দেশের মলবার জাতীয়দিগের সন্তান। বাণিজ্য বশতঃ স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সিংহলদ্বীপে যে সকল মলবারেরা নিবাস করত তত্রত্য স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদিগের সঙ্কীর্ণবর্ণ সন্তানেরাই এই শ্রেণির প্রধান ব্যক্তি। তাহারা সিংহলী ও কাণ্ডীয়জাতি অপেক্ষায় সমুৎসাহি ও বাণিজ্য কার্য্যে তৎপর। পারশ্য ভাষায় একটা ইতর কথা আছে; যে "ধাবনাপেক্ষায় ভ্রমণ শ্রেয়ঃ; ভ্রমণাপেক্ষায় স্থিতি শ্রেয়ঃ; স্থিত্যপেক্ষায় শয়ন শ্রেয়ঃ; শয়নাপেক্ষায় নিদ্রা শ্রেয়ঃ; নিদ্রাপেক্ষায় মরণ শ্রেয়ঃ।" এই কথা কাপুরুষদিগের প্রিয় হইবেক ইহা সম্ভবপর বটে; সুতরাং সিংহলদ্বীপের সর্ব্বত্র সকলের মুখে সতত এই বাক্য স্ফূর্ত্তি হওয়ায় কাহার আশ্চর্য্যকর বোধ হইবেক না। পরন্তু মলবারেরা এই বাক্য মুখাগ্রে আনয়ন করে না; এবং ব্যবহারদ্বারা স্পষ্ট সপ্রমাণ করে যে ঐ কাপুরুষোক্তি তাঁহাদিগের বক্তব্য নহে। ভারতবর্ষীয় মলবারীয়দিগের বেশভূষা যাদৃশ, ইহাদিগেরও তদ্রূপ, কেবল একমাত্র বিশেষ আছে। তাহারা কর্ণমূলে অত্যন্ত

বৃহৎ ছিদ্র করত তন্মধ্যে অতি স্থূল অলঙ্কার ধারণ করিয়া থাকে। কথিত আছে ঐ ছিদ্র এতাদৃশ বৃহৎ যে তন্মধ্যে অনায়াসে হস্ত প্রবিষ্ট হইতে পারে। ইহাদিগের বনিতারা এই কদর্য্য রীতির অনুগামিনী নহে; অন্যত্র স্ত্রীলোকেরা যে প্রকার কুণ্ডলাদি অলঙ্কার কর্ণে ধারণ করে তাহারাও তদ্রূপ করিয়া থাকে, কদাপি কর্ণে বিকৃতাকার ছিদ্র করিয়া স্কন্ধ পর্য্যন্ত দোলায়মান করে না। শাটীপরিধান বিষয়ে ইহারা বঙ্গাঙ্গনাদিগের তুল্য, কিন্তু অবগুণ্ঠনে কা কথা, তাহারা মস্তকেও বস্ত্র দেয় না।

সিংহলদ্বীপস্থ মলবারীয়েরা অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম পরায়ণ, কিন্তু তাহাদিগের কেহই ধর্ম্মনিষ্ঠ নহে; যবন হইয়াও হিন্দুধর্ম্মাঙ্গ সাধনে নিবৃত্ত হয় না।

এই শ্রেণিচতুষ্টয়ের অধুনা কোন্ শ্রেণী রাক্ষসপদবাচ্য তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; পরন্তু ইহাদিগেরই একবর্ণ আসুরিক ব্যবহারপ্রযুক্ত পূর্ব্বে ঐ পদবাচ্য ছিল এমৎ বিশ্বাস হইতেছে।

লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন ভাষার নাম "পালি"। সংস্কৃত নাটক গ্রন্থে যাহাকে "প্রাকৃত ভাষা" কহে, পালিভাষা তদ্রূপ। তদ্বিশেষ মহাবংশ নামক তদ্দেশীয় ইতিহাস-গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ শ্লোক পাঠে অনায়াসে ব্যক্ত হয়; অতএব উক্ত শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

শ্লোক।

নমস্সে ত্বান্ সম্বুদ্ধান্ সুত্তদ্ধান্ সুদ্ধবংশজান্।
মহাবংশং পবখ্খামি নানুন্নানাধিকারিকান্॥
পুরানে হি কতোপেসো অতিবিথ্থারিতো ক্বচি।
অতীব ক্বচি সংখ্খিত্তো অনেকপুনরুত্তকো॥
বজ্জিতান্ তেহি দোশেহি সুখগ্গহণধারণান।
পসাদসংবেগকরং সুতিতোচ উপাগতান্॥
পসাদজনকে থানে তথা সংবেগকারকে।
জনয়ন্তান্ পসাদঞ্চ সংবেগঞ্চ সুনাথ তান্॥

লঙ্কার আধুনিক ভাষা ঐ পালিভাষার অপভ্রংশ; এবং তৈলঙ্গ যবনাদি ভাষার সহিত মিশ্রিত হইয়া সঙ্কীর্ণ হইয়াছে।

সিংহলদ্বীপস্থ লোকেরা স্বদেশীয় পুরাবৃত্ত ইতিহাসানুসন্ধানে যত্নশীল; এবং মহাবংশ, রাজাবলী, রাজরত্নাকরী ইত্যাদি নামক গ্রন্থে তাহাদিগের রাজবৃত্তান্ত সুস্পষ্ট লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে ৪২,৩৯ বৎসর পূর্ব্বে রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্র দশাননকে বধ করেন; কিন্তু উক্ত বৎসরসংখ্যা সত্য কি মিথ্যা তাহা অধুনা সপ্রমাণ করিবার উপায় নাই। প্রস্তাবিত গ্রন্থে ইহাও উক্ত আছে যে ২৩৯৮ বৎসর পূর্ব্বে শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব স্বয়ং লঙ্কাদ্বীপে গমন করত তথায় স্বধর্ম্ম প্রচার করেন, এবং তাহার তিন বৎসর পরে পুনরায় তদর্থে তথায় গমন করেন। বুদ্ধদেবের মৃত্যু-সময়ে বঙ্গদেশে সিংহবাহু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম বিজয় ও কনিষ্ঠের নাম সুমিত্র। বিজয় অত্যন্ত অসৎ ছিল। সর্ব্বদা দুর্দান্ত-সমবয়স্কব্যক্তিগণের সমভিব্যাহারে প্রজাদিগের উপরি বিষম অত্যাচার করিত। প্রজারা ঐ জাল্মের দৌরাত্ম্যে জর্জ্জর হইয়া রাজবিদ্রোহে প্রবৃত্ত হয়। রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে অক্ষম হইয়া অগত্যা আপন দুষ্ট সন্তানকে দেশবহিষ্কৃত করণপূর্ব্বক প্রজাদিগকে শান্ত্বনা করিয়া রাজ্য-রক্ষা করিলেন। দুরাত্মা বিজয় আত্ম-সদৃশ দুর্দ্ধর্ষ সপ্তশত সমবয়স্ক-সহ পোতারোহণে সমুদ্রে গমন করত অবশেষে সিংহলদ্বীপে উপস্থিত হয়। তথায় সে কুবানী নাম্নী এক রাজদুহিতারে বিবাহ করিয়া কিয়ৎকাল শিষ্টের ন্যায় কালযাপন করে। কিন্তু স্বাভাবিক দুষ্ট কতকাল ছদ্মবেশে শিষ্ট থাকিতে পারে? বিজয় কুবানীর নিকট রাজ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় প্রকাশ করিল। তাহার

সহধর্ম্মিণীও তদর্থে উদ্যোগিনী হইল। এমত সময়ে একদা এক রাজবিবাহের সমারোহ হয়; তাহাতে দেশীয় সমস্ত প্রধান লোক একত্র হইয়াছিলেন; বিজয় সমভিব্যাহারিদিগের সঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল, ইত্যবকাশে স্বাভীষ্ট সিদ্ধ করণের সদুপায় দেখিয়া মহানিশা সময়ে সঙ্গিদিগের সাহায্যে অনায়াসে রাজপ্রভৃতি সমস্ত প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিনষ্ট করিয়া আপনি রাজা হইল। অতঃপর সে অষ্টত্রিংশৎ বৎসর কাল ক্রমাগত পরমসুখে রাজ্য ভোগ করত পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। মৃত্যু সময়ে অপুত্রক প্রযুক্ত পিতাকে এতদর্থে পত্র লেখে যে "আপনার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহলরাজ্য গ্রহণার্থে প্রেরণ করুন"।

বঙ্গদেশে পত্রাগমন-সময়ে সিংহবাহুর মৃত্যু হইয়াছিল, অতএব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র সুমিত্র এই ভ্রাতৃ-পত্র প্রাপ্ত হন; এবং স্বয়ং বঙ্গরাজ্য ত্যাগ পূর্ব্বক লঙ্কাগমনে অসম্মত হইয়া আপন কনিষ্ঠ পুত্র পাণ্ডুবাসকে তথায় প্রেরণ করেন। পাণ্ডুবাস লঙ্কায় উপনীত হইবার এক বৎসর পূর্ব্বেই বিজয়ের মৃত্যু হইয়াছিল, এবং তাহার অবর্ত্তমানে উপতিস্য নামা তাহার সুবিজ্ঞ মন্ত্রী স্বহস্তে সাম্রাজ্য-ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাণ্ডুবাসের আগমনে তিনি রাজ্য ত্যাগ করত পুনরায় মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন, ও পাণ্ডুবাস লঙ্কার রাজা হন। তদবধি ১২২২ বঙ্গাব্দে সিংহলদ্বীপে ইংরাজদিগের রাজ্য স্থাপনকাল পর্য্যন্ত ক্রমাগত ২৩২৪ বৎসর লঙ্কাদ্বীপ বঙ্গজ পাণ্ডুবাসের এবং তাঁহার ছয় শ্যালকের উত্তরাধিকারিগণদ্বারা পালিত ও শাসিত হইয়াছিল; মধ্যে ২ কএকবার মলবার দেশীয় রাজারা লঙ্কা আক্রমণ করিয়া তথায় রাজশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজদিগের অধিকার হওনের পূর্ব্বে পোর্ত্তুগিস্ ও ওলন্দাজেরা লঙ্কার কোন ২ মণ্ডলের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কখন সমস্ত রাজ্য তাহাদিগের হস্তগত হয় নাই।

কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ।

কাদম্বরী গ্রন্থের প্রণেতা মহাকবি বাণভট্ট। তিনি এই গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বার্দ্ধ সমাপনান্তে লোকান্তর গমন করেন। অনন্তর তাঁহার পুত্র উত্তরার্দ্ধ লিখিয়া সমাপ্ত করেন। সংস্কৃত ভাষার গদ্য গ্রন্থের মধ্যে এই কাদম্বরী গ্রন্থ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহার পূর্ব্বার্দ্ধের লিপি-চাতুরী উত্তরার্দ্ধহইতে উত্তম বোধ হয়। সে যাহা হউক, এই কাদম্বরীর রসাস্বাদ করিলে কেহ ইহা বিস্মৃত হইতে পারেন না। এই ক্ষণে এতদ্গ্রন্থে যে প্রকার আখ্যায়িকা আছে তাহা গৌড়ীয় ভাষায় সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া প্রকাশ করিতেছি; তৎপাঠে পাঠক মহাশয়েরা গ্রন্থের ভাব জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

অথ কথা প্রারম্ভ।

বিদিশা-নামে এক নগরী, তথায় শূদ্রক নামে এক দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত ভূপতি ছিলেন; এবং কুমারপালিত নামা তাহার এক মন্ত্রী ছিলেন। এক দিবস এক চণ্ডালকন্যা সকল-গুণাকর এক শুক পক্ষিকে সুবর্ণ পিঞ্জরস্থ করিয়া, তাহা এক জন চণ্ডাল তনয়ের হস্তে দিয়া রাজদ্বারে উপস্থিতা হইল। পরে দ্বারবান্ ভূপাল সমীপে যাইয়া উহার এবম্প্রকারে উপস্থিত হওয়ার বৃত্তান্ত

বিজ্ঞাপন করিলে পর রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সভায় আনয়ন করিতে অনুমতি করিলেন। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র দ্বারপাল সত্বরে তাহাদিগকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইল। গললগ্নীকৃতবসনা চণ্ডালতনয়া যথানিয়মে রাজাকে প্রণামাদি করিয়া নিবেদিল, "মহারাজ! আপনি এই সসাগরা ধরার অধিপতি, ইহাতে যে২ রত্ন উৎপন্ন হয় সকলই মহারাজের, এই বোধে আমি এই স্বর্ণ পিঞ্জরস্থ শুকরত্নকে মহারাজের চরণে সমর্পণ করিতে বাসনা করি; অনুমতি হইলে চরিতার্থ হই। মহারাজ এই যে শুককে দেখিতেছেন ইহার নাম বৈশম্পায়ন, ইহার গুণের পরিচয় দিতে আমার সামর্থ্য নাই। অধিক কি কহিব, আপনিই এ শুকরত্ন প্রদানের উপযুক্ত সম্প্রদান"। ইহা কহিয়া চণ্ডালাত্মজা শুককে রাজসাৎ করণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিল। অনন্তর শুক নরপতি-গোচরে নিজ দক্ষিণ পদ উত্তোলন করিয়া এক শ্লোকোচ্চারণ করত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

রাজা শুকমুখবিনির্গত আশীর্ব্বচন শ্রবণগোচর করিয়া নিতান্ত বিস্ময়াপন্নভাবে মন্ত্রিকে কহিলেন, "ওহে কুমারপালিত শুনিলে শুকের কীদৃশী বাক্‌পটুতা, মনুষ্যবাক্যের সহিত ইহার কিছুমাত্র ইতর বিশেষ নাই"। সর্ব্বাধিকারী কহিলেন, "মহারাজ পূর্ব্বে তির্য্যগ্‌যোনিগত জীবের এতাদৃশ মনুষ্যবাক্যই ছিল, কোন কারণ-বশতঃ অগ্নির অভিসম্পাত হইলে ইহাদের বাক্য অস্ফুট হয়"। ইত্যাদি কথোপকথন হইতেছে এমন সময়ে ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। রাজা সেই শব্দ শ্রবণমাত্রে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় ও পিঞ্জরস্থ শুককে অন্তঃপুরে লইয়া আসিতে আদেশ দিয়া নিত্যকৃত্য স্নান পূজাদি সমাধা করিতে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমনন্তর ভূপতি ভোজনাবসানে কতিপয় পারিষদ্বর্গ সমভিব্যাহারে আস্থানমণ্ডপে উপবিষ্ট হইয়া অনুমতি করিলেন, "বৈশম্পায়নকে এই স্থানে আনয়ন কর"। অনুমতি প্রাপ্তিমাত্রে এক জন দ্বারপাল সত্বরে রাজ্ঞীসন্নিধানহইতে পিঞ্জরস্থ শুককে আনিয়া নরপতি সন্নিধানে রাখিল। পরে রাজা সমাদরপূর্ব্বক শুককে আহারাদির বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া কহিলেন "তুমি কে? কোথাহইতে আইলা? আর কি প্রকারেই বা তোমার শুকযোনিতে জন্ম হইল ইত্যাদি সমস্ত আদ্যোপান্ত আমার নিকটে ব্যক্ত করিয়া কহ। আমি শুনিয়াছি শুকজাতি জাতিস্মর অতএব তোমার পক্ষে এতাদৃশ বৃত্তান্ত কথন কিছুই কঠিন নহে"। ভূমিপতির এতাদৃশ প্রশ্নাবসানে শুক সবিনয়ে কহিল "মহারাজ! আমার বৃত্তান্ত সকল শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

"দক্ষিণাঞ্চলে বিন্ধ্যাটবী নামে এক বন আছে। তথায় অগস্ত্য নামা ঋষি পঞ্চতপা প্রভৃতি অতি ঘোরতর তপস্যা করেন। তাহার সমভিব্যাহারে লোপা-মুদ্রানাম্নী সহধর্ম্মিণী ও আষাঢ়ি নামা এক তনয় ছিল। অধিক ইধ্মকাষ্ঠ আহরণ করিত বলিয়া পিতা তাহার আর এক নাম "ইধ্মবাহ" রাখিয়াছিলেন। ঐ তপোধনের তপোবনস্থ পর্ণ কুটীরের সমীপে এক পদ্ম সরোবর আছে। তাহার পশ্চিম তীরে বহুশাখাপল্লবশোভিত এক বৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ আছে। তাহার কোঠরে এক শুকদম্পতী বাস করিত। তদ্ভিন্ন অনেক শুক ও অন্যান্য পক্ষিগণও থাকিত। তাহারা প্রতি দিন প্রাতঃকালে নিজ২ শাবকদিগকে নীড়মধ্যে সংস্থাপন করিয়া নানাস্থানে চরিতে যায়, এবং আপনাদের শিশুগণের আহারার্থ চঞ্চুদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ২ লইয়া আইসে। আমি তৎকালে মাতৃকুক্ষিতে আছি, কালসহকারে দিন পূর্ণ হইলে

আমার মাতা প্রসব বেদনায় নিতান্ত অধীরা ও পীড়িতা হইয়া আমি ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। জনক আমার বৃদ্ধতম চলচ্ছক্তি-রহিত,তথাপি নিজ শাবকের প্রতি অকৃত্রিম-স্নেহকারী, কি করেন? সামর্থ্য না থাকিলেও যথা কথঞ্চিৎরূপে বৃক্ষ-তলপতিত শুক-শাবকগণ-মুখ-গলিত শস্যকণা আহরণ-পুরঃসর অগ্রে আমার চঞ্চু মধ্যে প্রদান করিয়া মদ্ভুক্তাবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ অভ্যবহার করত অতি-কষ্টে আমার পরিপোষণ ও কালহরণ করিতেন। দৈবযোগে এক দিন অন্যান্য পক্ষিগণে কোটরমধ্যে শাবকদিগকে রাখিয়া আহারান্বেষণে গিয়াছে এমতকালে এক শবর সেনাপতি নিজ সেনাগণ সমভিব্যাহারে লইয়া মৃগয়া করিতে ঐ বনমধ্যে আইল, এবং মৃগ শবর কৃষ্ণসারাদি নানা পশু বধ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলে পর অপর এক বৃদ্ধ শবর মৃগাদি কিছু না পাইয়া আমাদের নিবাস তরুর তলে ক্ষণকাল দণ্ডায়মান রহিল। পরে বৃক্ষের মূলাবধি অগ্রভাগ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণপূর্ব্বক তাহাতে আরোহণ ও তত্রস্থ শাবকগণের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিল। তদনন্তর আমাদের কোটরহইতে সেই আমার বৃদ্ধ পিতাকে গলে ধরিয়া বাহির করিল, তৎকালে নিতান্ত ভয়প্রযুক্ত আমি তাহার জীর্ণ পক্ষ মধ্যে লীন-প্রায় হইয়া রহিলাম। পাছে আমার কোন অনিষ্ট হয় এই আশঙ্কায় পিতা তাহাকে চঞ্চ্বাঘাত করিতে লাগিলেন, তাহাতে শবর আর ক্ষণ কাল বিলম্ব না করিয়াই তৎক্ষণাৎ তাঁহার গলা টিপিয়া মারিল। ও তরুতলে শুষ্ক গলিত পত্রের উপরি নিক্ষেপ করিল। পিতাকে মৃত ও অধঃপাতিত দেখিয়া নিতান্ত ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে আপনার প্রাণ রক্ষার্থ পিতার পক্ষের মধ্যহইতে শনৈঃ২ সেই সকল জীর্ণ পত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। ক্ষণকাল বিলম্বে সেই নিষ্ঠুর শবর তরু হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই অধঃক্ষিপ্ত মারিত পক্ষি শাবকগুলিন ও মজ্জনক মৃত বৃদ্ধ শুককে গ্রহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিল। অনন্তর পিপাসায় শুষ্ক-কণ্ঠৌষ্ঠতালু হইয়া পক্ষাভাবে অসম্যগ্ গতিতে আমি সেই পদ্ম সরোবরাভিমুখে যাইতেছিলাম। তাহারই অনতিদূরে এক তপোবন ছিল। তথায় জাবালি নামে এক মুনি বাস করিতেন। হারিত নামা তাঁহার এক পুত্র ছিল। তিনি তখন কতিপয় মুনিবালককে সমভিব্যাহারে লইয়া মাধ্যাহ্নিক-কৃত্য সম্পাদনার্থ সেই সরোবরে যাইতেছিলেন। করুণানিধান ঋষিকুমার আমাকে নয়নগোচর করিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে করতলে উত্তোলনপূর্ব্বক সরোবরতীরে লইয়া চলিলেন। তথায় আমাকে জল পান করাইয়া আপনি স্নানাদি নিত্য কার্য্য করিতে লাগিলেন। পরে আশ্রমে যাইবার সময়ে আমাকেও সঙ্গে লইয়া গেলেন। জাবালি আমাকে আশ্রমস্থ পাদপতলস্থ দেখিয়া ঈষৎ সহাস্য-বদনে অন্তঃ-কুপিতভাবে কহিলেন "এ কেবল আপনার অনিয়মে ও অত্যাচারে এতাদৃশ দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়াছে। এক্ষণেও যদি এ সচেতন্য হয় তথাপি শ্রেয়োভাজন হইতে পারে"। জাবালির এতদ্রূপ বাক্যে হারিত অন্যান্য ঋষি তনয়ের সহিত পিতৃ সমীপে প্রার্থনা করিলেন, "পিতঃ! আপনি কৃপা করিয়া ইহার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করুন। ইহা শুনিতে আমাদিগের নিতান্ত লালসা হইয়াছে"। জাবালি উত্তর করিলেন; "এক্ষণে সায়ংকাল উপস্থিত; সায়ং সন্ধ্যাবন্দনাদি-সমাপনান্তে কহিব"। ইহা কহিয়া তিনি সন্ধ্যাবন্দনে প্রবৃত্ত হইলেন। নিত্য কর্ম্ম সমাধানান্তে হারিত মুনিবালকগণের সহিত আমাকে লইয়া পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! আমরা সকলেই এই শুকবৃত্তান্ত শুশ্রূষু হইয়া মহাশয়ের চরণ সমীপে উপস্থিত হইলাম, দয়া করিয়া কহিতে

আজ্ঞা হউক”। তখন জাবালি কহিলেন, “যদি তোমাদের শুশ্রূষা থাকে মনঃসংযোগপূর্ব্বক এই শুকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর।

“অবন্তীদেশে উজ্জয়িনী নামে প্রধান নগরী। তথায় তারাপীড় নামা নরপতি থাকেন। নিরতিশয়রূপ লাবণ্যবতী বিলাসবতী নাম্নী তাঁহার এক প্রধানা পট্টমহিষী ছিলেন। তদ্ব্যতীত তাঁহার অন্যান্য রাজ্ঞীও ছিলেন। তাঁহার মন্ত্রির নাম শুকনাস। এই মন্ত্রির প্রধানা পত্নীর নাম মনোরমা। ভূপতি ও সর্ব্বাধিকারী উভয়েরই পুত্র জন্মে নাই। এক দিন রাজা অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া দেখিলেন, যে রোরুদ্যমানা রাজমহিষী একান্তে বসিয়া আছেন। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে রাণী কিছুমাত্র উত্তর দিলেন না, বরং উত্তরোত্তর ক্রন্দন বাড়াইতে লাগিলেন। তখন ভূপাল রাজ্ঞীর পার্শ্বস্থ পরিচারিকাবর্গকে জিজ্ঞাসা করাতে তন্মধ্যস্থ মকরিকা নাম্নী এক জন রাজ্ঞীর তাম্বূর-করণ্ডবাহিনী কহিল, “মহারাজ! রাজমহিষী অদ্য শিব চতুর্দ্দশী তিথি উপলক্ষে মহাকাল নামক দেবদেব মহাদেবের পূজা করিতে গিয়াছিলেন। তথায় শ্রীমন্মহাভারত-পুরাণ পাঠ হইতেছিল। তাহাতে শুনিয়াছেন অপুত্র ব্যক্তির গতি মুক্তি কিছুই নাই। এই কারণে গৃহে আগমনপূর্ব্বক রোদন করিতেছেন। বুঝাইলে বুঝেন না, কাহার কথায়ও কর্ণে স্থান দেন না”। এতচ্ছ্রবণে রাজা নানা প্রকার প্রবোধ বাক্যদ্বারা রাণীকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, “প্রিয়তমে! বৃথা শোক কর; প্রাক্তনে থাকে অবশ্যই পুত্রবতী হইবে; এক্ষণে দেবব্রাহ্মণে ভক্তিমতী হও। তাঁহাদের প্রসাদাৎ এতাদৃশ ফলপ্রাপ্তি তোমার পক্ষে সুকঠিন নহে। দেখ পূর্ব্বে চণ্ডকৌশিক ঋষির প্রসাদে বৃহদ্রথ রাজা মহাবল পরাক্রান্ত জরাসন্ধ নামক এক পুত্র পাইয়াছিলেন”। রাজ্ঞী এবম্প্রকার পতির অনুমতি পাইয়া দেবব্রাহ্মণে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভক্তিমতী হইলেন। কিয়দ্দিন যাইতে না যাইতে এক দিন রাজা নিদ্রাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যে সম্পূর্ণ চন্দ্রমণ্ডল বিলাসবতীর মুখমণ্ডলে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পর দিন প্রাতঃকালে রাজা গাত্রোত্থান করিয়াই সেই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মন্ত্রি প্রবর শুকনাসের সন্নিধানে প্রচার করিলেন। মন্ত্রী শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আমোদিত হইয়া নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আপনার এতাদৃশ শুভ স্বপ্ন দর্শন বৃত্তান্তশ্রবণে আমার প্রতীতি হইতেছে, আপনি প্রাপ্তকাম হইয়াছেন। বিলাসবতীর গর্ভজাত অবিলম্বেই চন্দ্র তুল্য তনয়ের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই”। স্বপ্নের এতাদৃশ ফলশ্রুতিতে রাজা নিতান্ত পরিতুষ্ট হইলেন। পরে অমাত্যপ্রবর নিবেদন করিলেন, “মহারাজ! আমিও রাত্রিশেষে একশুভ স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি, যেন একটি ব্রাহ্মণ অতি শান্তমূর্ত্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব শ্বেতবস্ত্রযুগল পরীধান কিশোর বয়স্ আসিয়া মৎপত্নী মনোরমার জঙ্ঘাদেশে একটা সহস্রদল শ্বেতপদ্ম রাখিয়া গেলেন। উভয়ের এতাদৃশ কথোপকথনাবসানে ভূপাল মন্ত্রিকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশিয়া রাণী বিলাসবতীর সমীপে আপনাদের উভয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত কহিলেন। তাহাতে রাজমহিষীরও কিঞ্চিৎ মনের শান্তি হইল। কিয়দ্দিন গতে বিলাসবতীর গর্ভের লক্ষণ প্রকাশ পাইল। এক দিন মন্ত্রিসহিত রাজা আস্থানমণ্ডপে বসিয়া আছেন এমৎ সময়ে কুলবর্দ্ধনা নাম্নী এক প্রবীণা দাসী হাস্যবদনে অন্তঃপুরহইতে আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রাজসমক্ষে রাজ্ঞীর গর্ভ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে পর রাজা এককালে আনন্দ সাগরে

নিমগ্ন হইলেন। পূর্ণকালে বিলাসবতী পুত্রবতী হইলেন। তদুপলক্ষে রাজভবনে মহামহোৎসব হইতে লাগিল। মহানন্দে সামাত্য ভূপতি অন্তঃপুর প্রাঙ্গণে দণ্ডায়মান আছেন। এমৎ-সময়ে এক দূত বারিপূর্ণ মঙ্গল কলশহস্তে রাজসমীপে আসিয়া নিবেদন করিল। "মহারাজ! শুকনাস মন্ত্রির জ্যেষ্ঠা পত্নী মনোরমাও এক পুত্র প্রসব করিয়াছেন"। এতৎ সমাচার শ্রবণে রাজার তৎকালীন আমোদের সীমাপরিশেষ রহিল না। সংবাদবাহককে প্রার্থনাধিক অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। যথাবিধি জাত কর্ম্মাদি সমাপনান্তে রাজা পুত্রের নাম চন্দ্রাপীড়, এবং মন্ত্রী আপন পুত্রের নাম বৈশম্পায়ন রাখিলেন। শৈশবাবস্থা অতীত হইলে পর, রাজা মন্ত্রির সহিত ঐকবাক্যে তাহাদিগকে সুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপকের হস্তে বিদ্যাধ্যয়নার্থ সমর্পণ করিলেন। কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর, উহারা শস্ত্রবিদ্যা ও শাস্ত্রবিদ্যাতে বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। রাজা ও মন্ত্রির ন্যায় তাহাদের উভয়ের প্রতি উভয়ের সম্মান ও প্রীতি হইতে লাগিল। ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে তাহাদিগকে কৃতবিদ্য বোধ করিয়া রাজা তারাপীড় আপন সেনাপতি বলাহককে চতুরঙ্গিনী সেনা সমভিব্যাহারে দিয়া বিদ্যামন্দির হইতে পুত্রকে আনিতে পাঠাইলেন। সেনাপতি বিদ্যামন্দিরে রাজনন্দনের নিকটে যাইয়া নিবেদন করিল। "মহারাজকুমার! আপনি চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছেন। অতএব এক্ষণে রাজভবনে উপস্থিত হইয়া আপনার জনক জননীর মনে সন্তোষ প্রদান করুন্। পঞ্চম বর্ষ বয়সে পিতামাতার নিকট হইতে বিদ্যামন্দিরে আসিয়াছেন, এখন মহারাজকুমারের বয়স্ পঞ্চদশ বর্ষ অতীত হইয়াছে। ১০ বৎসর হইল রাজভবনে গমন করেন নাই। সম্প্রতি রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আজ্ঞা হউক। সমুদ্রোৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবার বংশ সম্ভূত পারস্য-রাজদত্ত ইন্দ্রায়ুধ নামা ঘোটক দ্বারদেশে আছে, তাহাতে আরোহণ করিয়া আগমন করুন"। রাজকুমার সেনাপতির এতাদৃশ প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া আদেশ করিলেন। "ভাল, ইন্দ্রায়ুধকে এই স্থানে লইয়া আইস"। আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র সেনাপতি ইন্দ্রায়ুধকে কুমার সন্নিহিত করিলে পর রাজনন্দন মনে২ করিলেন, বোধ করি এ ঘোটক জন্মান্তরে কোন মহাপুরুষ ছিল। কোন কারণবশতঃ শাপগ্রস্ত হইয়া এ অবস্থা পাইয়া থাকিবেক, সন্দেহ নাই। এই ভাবিয়া মনে২ তাহাকে নমস্কার করিলেন। পরে বৈশম্পায়ন সমভিব্যাহারে তৎপৃষ্ঠে সমারূঢ় হইয়া ক্ষণেকের মধ্যে রাজভবনের নিকটবর্ত্তী হইলেন। এতাদৃশ কুমারদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া পৌরেরা যৎপরোনাস্তি পরিতুষ্ট হইল। পুরদ্বারে উপস্থিতি মাত্রে উভয়ে অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে রাজসমক্ষে উপস্থিতি ও সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন, অনন্তর রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্রে উভয়ে আসনে উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে মাতৃচরণ বন্দন লালসায় গাত্রোত্থানপূর্ব্বক অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমাত্য পুত্রের সহিত রাজকুমার মাতাকে প্রণাম করিয়া শুকনাসের ভবনে উপস্থিত হইলেন। তথায় যথা বিধানে আশীর্ব্বাদাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজভবনে আগমনপূর্ব্বক স্বর্ণশৃঙ্খলে ইন্দ্রায়ুধকে বদ্ধ করিয়া রাজনির্দ্দিষ্ট প্রাসাদে পরমসুখে কাল হরণ করিতে লাগিলেন। এক দিন রাজ্ঞী সর্ব্বান্তঃপুরাধিকারী কৈলাস নামা প্রতিহারীকে দিয়া পত্রলেখা নাম্নী এক পালিত কুমারীকে রাজনন্দনের তাম্বুলবাহিনী নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। কৈলাস কৃতাঞ্জলি পুটে কুমার

সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "মহারাজকুমার! রাজ্ঞী কহিয়া দিয়াছেন যে এই পত্রলেখা আমার কন্যাবৎ প্রতিপালিতা আমার অনুগতা আছেন, ইহাকে তাম্বূলবাহিনী করিয়া নিজ ভগিনীবৎ আপন সমীপে রাখিয়া প্রতিপালন করিবে। মহারাজ দিগ্বিজয়ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়া দেশদেশান্তরীয় অপরাপর রাজবর্গকে পরাজয়ও বিনাশ করিয়া তাহাদের পরিবারদিগকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি তন্মধ্য হইতে এই কুমারীকে রাজকন্যা বোধে গ্রহণ করিয়া কন্যা নির্বিশেষে পালন করিয়াছিলাম। এক্ষণে তোমার নিকটে এই অভিসন্ধিতে পাঠাইতেছি যথাবিধান করিবে। কৈলাস এ সকল পরিচয় প্রদান করিলে পর, পত্রলেখা রাজনন্দনকে প্রণাম করিয়া করপুটে দণ্ডায়মানা রহিল। রাজপুত্র তাহাকে উক্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া তদ্দিনাবধি সেই কার্য্যের ভার তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন। পত্রলেখাও কুমারের ছায়ার ন্যায় অনুগতা হইয়া সেবা করিতে লাগিল। তারাপীড়, চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে মনস্থ করিয়া ভৃত্যদিগকে অভিষেকোপযোগি দ্রব্য সামগ্রী প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। এক দিবস রাজপুত্র মন্ত্রিবর শুকনাসের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলে তিনি তাহাকে রাজনীতি বিষয়ক কতিপয় উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর শুভদিন লগ্ন স্থির করিয়া রাজা ও মন্ত্রী উভয়ে সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তির সম্মতি গ্রহণপূর্ব্বক চন্দ্রাপীড়কে যৌবরাজ্যে ও বৈশম্পায়নকে তন্মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর যুবরাজ নিজামাত্য সমভিব্যাহারে চতুরঙ্গিনী সেনা লইয়া দিগ্বিজয় করিতে বহির্গমন করিলেন। ক্রমে২ সকল দেশ জয় করিয়া পরিশেষে তিনি উত্তর দিকে কৈলাস পর্ব্বতের নিকটস্থ কিরাতজন-বাসস্থান সুবর্ণ-পুরনামক এক নগরে পরিশ্রান্ত সেনানীর বিশ্রামার্থ শিবির সংস্থাপন করিয়া কিছু কাল অবস্থিতি করিলেন। এক দিন রাজা মন্ত্রিহস্তে সমস্ত সেনাগণের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সমর্পণ পুরঃসর আপনি ইন্দ্রায়ুধ ঘোটকে আরোহণ করিয়া কতিপয় অশ্বারূঢ় সৈন্য সমভিব্যাহারে মৃগয়া করিতে বাহির হইলেন। যাইতে২ এক কিন্নর মিথুনকে ধাবমান দেখিয়া তাহাদিগকে ধরিবার জন্যে বায়ুবেগে তৎপশ্চাৎ২ ধাবমান হইতে লাগিলেন। সঙ্গিগণ সকলেই পশ্চাৎ পড়িয়া রহিল। পঞ্চদশ যোজন গমন করিলেন তথাপি সেই কিন্নর মিথুন ধৃত হইল না। পর্য্যবসানে তাহারা এক পর্ব্বত শিখরে আরোহণ করিয়া পলায়ন করিল। অশ্ব তো পর্ব্বতে উঠিতে সমর্থ নহে। কি করেন নিরুপায় হইয়া রহিলেন। এদিকে মধ্যাহ্নকাল অতীত হইয়াছে জন মনুষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, এমৎকালে রাজকুমার ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "হায়! আমি কি নির্ব্বুদ্ধির কার্য্য করিলাম, এই কিন্নরমিথুন প্রয়াসে বৃথায়াস করিয়া জীবন হারাইতে উদ্যত হইয়াছি। যাহা হউক এক্ষণে পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। দেখি আপাততঃ কোন স্থান হইতে অন্বেষণপূর্ব্বক জলানয়ন করিতে পারি কি না; নচেৎ ঘোটক সহিত আপন প্রাণ রক্ষা করা সুকঠিন হইবেক। এক্ষণে শিবিরে প্রতিগমনের উদ্যোগ দেখা যুক্তি যুক্ত নহে।" রাজনন্দন মনে২ এই সঙ্কল্প স্থির করিয়া অশ্বারোহণে গমন করিতে২ অচ্ছোদ সরোবর নামক এক বৃহৎ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইয়া তাহাকে স্নান ও জলপান করাইয়া আপনি স্নান পানাদি সমাপন করিলেন। অশ্ব-পৃষ্ঠের আস্তর তত্রস্থ তরু-

তলে বিস্তার করিয়া বিশ্রাম করিতেছেন, এমৎ সময়ে উত্তরদিক্ হইতে শ্রবণ মনোহর সঙ্গীতধ্বনি শুনিতে পাইলেন। আর দেখিলেন যে ইন্দ্রায়ুধ মনঃসংযোগপূর্ব্বক কাণ দিয়া তাহা শুনিতেছে। রাজনন্দন পুনর্ব্বার সেই ঘোটকে উঠিয়া সেই সরোবরের উত্তর পারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে এক চতুর্ম্মুখ মহাদেবের মন্দির বিরাজমান আছে। তম্মধ্যে এক নবযৌবনা অঙ্গনা রুদ্রাক্ষমালা করে করিয়া মহাদেবের নাম জপ করিতেছেন। যুবরাজ তদ্দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমি যে এত পরিশ্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা এখন সফল বোধ হইল। পরে মন্দিরের মধ্যে সেই তপস্বিনী ও দেবদেব শ্রীমন্মহাদেবের পাষাণময়ী মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া এক কালে পরমানন্দ সাগরে নিমগ্ন হইলেন। পরে ঘোড়া হইতে নামিয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষের স্কন্ধে ঐ ঘোটক বাঁধিয়া মন্দির-মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দর্শন প্রণামাদি করিলেন। সঙ্গীত-সমাপনান্তে সেই তপস্বিনী রাজনন্দনকে কহিলেন, “হে পুরুষবর! আপনি এস্থানে যদি উপস্থিত হইয়াছেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সঙ্গে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ ও আমাকে কৃতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক”। রাজা শ্রবণমাত্র পরমপরিতুষ্ট হইয়া তৎসমভিব্যাহারে তাহার আশ্রমাভিমুখে চলিলেন। উপস্থিতিমাত্র অতিশয় যত্নসহকারে ঐ তপস্বিনী চন্দ্রাপীড়ের যথাবিধান আতিথ্য সমাধান করিয়া তাহার তথায় আগমন বৃত্তান্ত শ্রবণলালসায় প্রশ্ন করিলে পর কুমার দিগ্বিজয়ারধি কিন্নরমিথুনানুধাবন পর্য্যন্ত আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিয়া বলিলেন।

অবশেষ পরে প্রকাশ্য **

স্বর্ণকার।

গত বৎসর বিলাতে এক মহাব্যাপার হইয়াছিল। তত্রত্য মহারাণীর অনুমত্যনুসারে ভূমণ্ডলের সমস্ত উপাদেয় দ্রব্যের আদর্শ একত্র সঙ্গৃহীত হইয়াছিল। তথায় ভারতবর্ষ হইতে যে সকল দ্রব্য নীত হয় তন্মধ্যে ঢাকাই বস্ত্র ও শাল অত্যন্ত প্রশংসনীয় হইয়াছিল; পরন্তু এতদ্দেশীয় অন্যান্য বস্তু নিতান্ত অপ্রতিভ হয় নাই। অপরাপর দ্রব্যের মধ্যে এতদ্দেশীয় বিদরির বাসন ও স্বর্ণালঙ্কার অনেকের প্রশংসাভাজন হয়। বিদরির বাসনের অনুরূপ বিলাতে হয় না। স্বর্ণালঙ্কার তথায় যথেষ্ট প্রস্তুত হয়, এবং তাহার অধিকাংশই অতি সুন্দর; পরন্তু কোন২ অংশে তাহা ভারতবর্ষীয় অলঙ্কারের তুল্য হয় না। দক্ষিণ দেশীয় ত্রিচীনপল্লী নগরে যে প্রকার স্বর্ণহার প্রস্তুত হয় তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় নাই। বিশেষ আশ্চর্য্য এই, বিলাতীয় স্বর্ণাভরণ প্রস্তুত করণার্থে নানাবিধ অতি সূক্ষ্ম ও বহুমূল্য যন্ত্রাদি অপেক্ষা করে, তদ্ব্যতীত তাহা প্রস্তুত হইতে পারে না; কিন্তু ত্রিচীনপল্লীস্থ স্বর্ণকারেরা তদ্রূপ মনোহর সুন্দর হার গঠনে কোন বহুব্যয়সাধ্য যন্ত্রের ব্যবহার করে না; কয়েকটা যৎসামান্য অস্ত্রদ্বারা অতি আশ্চর্য্য ও অদ্বিতীয় সুন্দর দ্রব্য-সকল অনায়াসে প্রস্তুত করে। তাহাদিগের সমস্ত যন্ত্র এক সামান্য থলির মধ্যে রাখা যাইতে পারে, এবং ঐ থলি স্কন্ধে লইয়া তাহারা গৃহস্থের বাটী গিয়া কর্ম্ম করিয়া থাকে। এই রীতি ভারতবর্ষের মধ্য-দেশেও প্রচার আছে। আগরা, মথুরা, দিল্লী, ইত্যাদি দেশে স্বর্ণকারেরা স্ব২ গৃহে কর্ম্ম না করিয়া অনেকে গৃহস্থের বাটী গিয়া আভরণ প্রস্তুত করে।

স্বর্ণকার।

৮৫ পত্রে যে চিত্র মুদ্রিত করা গিয়াছে তাহাতে এক ইংরাজের বাটীর বারান্দায় বসিয়া এক স্বর্ণকার অলঙ্কার গঠন করিতেছে; সম্মুখে দাসীদ্বয় (আয়াদ্বয়) সতর্ক আছে যাহাতে কর্ম্মকার সামান্য ধাতু মিশ্রিত করিয়া সুবর্ণ না চৌর্য্য করে। কিন্তু তাঁহাদের সে সাবধান থাকা বিফল। কাঞ্চনকারেরা চৌর্য্যবৃত্তিতে এতাদৃশ পটু যে যৎপরোনাস্তি সতর্ক থাকিলেও তাহাদিগকে স্ববৃত্তিসাধনে নিষেধ করা অত্যন্ত কঠিন, এবং তৎপ্রযুক্তই লোকে তাহাদিগের প্রতি "পশ্যতো হর" * শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকে। ঐ চৌর্য্য করণের প্রধান অবকাশ স্বর্ণ গলাইবার সময়। তৎসময়ে স্বর্ণকারেরা সুবর্ণের পাত্রে সোহাগা দিবার ছলনায় অনায়াসে পাত্রহইতে কিঞ্চিৎ স্বর্ণ হাপরে ফেলিয়া দেয়। কোন২ সুচতুর কর্ম্মকার সোহাগার পরিবর্ত্তে মুচিতে লবণ ও শোরা নিক্ষেপ করে; তৎস্পর্শে সুবর্ণের কিয়দংশ উথলিয়া উঠিয়া মলারূপে পরিণত হয়। যাহার স্বর্ণ সে ঐ মলা নিষ্কর্ম্মণ্য জ্ঞান করে; কিন্তু কর্ম্মকার সাবধানে তাহা সঙ্গ্রহ করিয়া রাখে, এবং অবকাশমতে তাহাহইতে স্বর্ণ উদ্ধার করে। মুচিস্থ স্বর্ণ লাঘব হইবে ইত্যাশঙ্কায় এক তাম্রশলাকা ঐ মুচিতে বিলোড়ন করিতে থাকে; এবং গলিত স্বর্ণে কিয়ৎকাল নিমগ্ন থাকিলে ঐ তাম্রের কিয়দংশ স্বর্ণের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহার পরিমাণ পূর্ব্ববৎ রক্ষা করে।

রত্নাবলী নাটিকার সঙ্ক্ষেপ ইতিহাস।

কৌশাম্বী নগরে উদয়ন নামা পরম রূপবান্ সর্ব্বগুণনিকেতন এক নরপতি থাকিতেন। তাঁহার অমাত্যের নাম যোগান্ধরায়ণ। তিনি অতি সুশীল, বিনীত, রাজনীতিবিশারদ, এবং অত্যন্ত প্রভুভক্ত ছিলেন। অনুক্ষণ স্বামির কুশলান্বেষণে নিরত থাকাতে একদা কোন স্থানে এক সিদ্ধপুরুষের প্রমুখাৎ এই বাক্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, সিংহলদ্বীপে তত্রত্যাধিপতির রত্নাবলী নাম্নী এক দুহিতা সুলক্ষণ সম্পন্না হইয়া শুভক্ষণে ভূমিষ্ঠা হইয়াছেন; যে ব্যক্তি তাঁহার পাণিপীড়ন করিবেন, তিনি এই সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইবেন। মন্ত্রী এই সিদ্ধাদেশ শ্রবণাবধি স্বীয় প্রভুর অভ্যুদয়ার্থ সমুৎসুক হইয়া সেই কন্যার সহিত আপনার স্বামি উদয়ন নৃপতির বিবাহার্থ উপায় চিন্তনে প্রবৃত্ত হন্। তাহাতে সিংহলদ্বীপ যদিও কৌশাম্বী রাজধানী হইতে অধিক দূরবর্ত্তী ছিল; এবং সিংহলেশ্বর যদিও অসামান্যরূপলাবণ্য-সম্পন্না লোচনানন্দদায়িনী নন্দিনীকে দূরদেশীয় পাত্রে সম্প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তথাপি তদীয় কৌশলে ও বারম্বার প্রার্থনায় আপনার মত পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক কৌশাম্বীশ্বরকে পুত্রীর বরপাত্র করিতে সম্মত হয়েন; এবং পরিণয় ক্রিয়া সমাধার্থ অমাত্য ও আত্মীয় স্বজন সঙ্গে দিয়া অর্ণবতরিযোগে কৌশাম্বীনগরে কন্যাকে প্রেরণ করেন।

রত্নাবলী সমুদ্রযানে সিংহলহইতে আগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে দুর্দ্দৈববশতঃ হঠাৎ অর্ণবপোত ভগ্ন হইয়া সাগর সলিলে নিমগ্ন হইল; কিন্তু পরমায়ু বলে তরিস্থিত সকলেই সন্তরণদ্বারা প্রাণে রক্ষা পাইলেন, এবং রত্নাবলীও এক খান ফলকাবলম্বে তরঙ্গোপরি ভাসিতে২ এক দিকে চলিয়া গেলেন। দৈবাৎ সেই দিক্ দিয়া কৌশাম্বীনগরীয় এক জন পোতবণিক্ যানযোগে গমন করিতেছিলেন। নীরধি নীরে ভাসমানা সেই

---

* অর্থাৎ প্রত্যক্ষে চৌর্য্যকৃৎ।

লাবণ্যবতী নয়নপথবর্ত্তিনী হওয়াতে দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাকে স্বীয় তরণীতে উত্তোলন করিয়া লইলেন; এবং জলধিমধ্যে যান নিমজ্জনের সংবাদ শ্রবণে ও সেই কন্যার রূপলাবণ্য বিশেষত রত্নমালার চিহ্ন অবলোকনে জানিতে পারিলেন ইনিই কৌশাম্বীনাথের বনিতা হইবার নিমিত্ত সিংহল হইতে আসিতেছিলেন, অতএব পরম যত্নে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে সিংহলেশ্বরের অমাত্য এবং কন্যাযাত্রিগণ কোন ক্রমে সাগর তরঙ্গহইতে স্ব ২ প্রাণ পরিরক্ষণ করত স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নৃপসমীপে সামুদ্রিক দুর্ঘটনার বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে নিবেদন করিল; "আমরা সন্তরণে সমর্থ, তাহাতেই জীবন রক্ষা করিয়া আসিলাম; রত্নাবলী অবলা বালা, ফলকাবলম্বনে কিয়ৎক্ষণ জলের উপরি ভাসিয়াছিলেন; কিন্তু জলপ্রবাহ তাঁহাকে কোন্ দিকে লইয়া গেল, সন্ধান পাইলাম না; বোধ হয় জলসাৎ হইয়াছেন"। এই সংবাদে সিংহলাধিপতি সাতিশয় শোকাকুল হইলেন; এবং তথা হইতে ঐ বার্ত্তা অনতিবিলম্বে কৌশাম্বীনগরেও আসিয়া উপস্থিত হইল, সুতরাং কৌশাম্বীশ্বর বিশেষতঃ তদীয় পরমহিতৈষি মন্ত্রী রত্নাবলী-লাভে নিরাশ হইয়া বিষাদ সাগরে মগ্ন হইলেন।

কিয়ৎকালগতে কৌশাম্বীনগরীয় সেই সাংযাত্রিক সামুদ্রিক বাণিজ্যকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সাগর হইতে যে কন্যাটীকে প্রাপ্ত হইয়া প্রতিপালন করিতেছিলেন, রাজমন্ত্রী যোগান্ধরায়ণ আপনার পরম মিত্র এবং অতিশয় সদাশয় ও সচ্চরিত্র, এপ্রযুক্ত তাঁহার হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া কহিলেন "সখে এই কন্যার রূপলাবণ্য প্রত্যক্ষ নিরীক্ষণ করিতেছ, যাহাতে অভিরূপ ভর্ত্তৃভাগিনী হয় তাহার উপায় করিও, আমি সাগরহইতে প্রাপ্ত হওয়াতে ইহার নাম সাগরিকা রাখিয়াছি"। মন্ত্রী সাগরিকার আকৃতি প্রকৃতি অবলোকন করিয়া সর্ব্বাংশে সুলক্ষণা বোধ করিলেন। পরে তাঁহার গলদেশে রত্নমালার চিহ্ন দৃষ্ট হইলে সিদ্ধপুরুষের বাক্য স্মরণপথে উদিত হইল; তাহাতে সংশয় পরিহার পূর্ব্বক মনেং স্থির করিয়া কহিতে লাগিলেন "ইনিই সেই রত্নাবলী; সিংহলের দুহিতা, আপন পাণিগ্রাহকে অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপতি করিবার নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণা হইয়াছেন; যাহা হউক, আমাদের কৌশাম্বীশ্বর অতি ভাগ্যবান্, নষ্ট নিধি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। কিন্তু আপাততঃ এ রহস্য প্রকাশ করা হইবেক না। রাজমহিষী বাসবদত্তা অতি ব্যাপিকা; রাজার দারান্তর পরিগ্রহের কথায় পূর্ব্বেই ক্রুদ্ধা হইয়াছিলেন; আবার রত্নাবলী লাভের সংবাদ দিয়া, এবং রাজার বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার ক্রোধোদ্দীপন করিব না। এই সুলক্ষণা আমাদের হস্তভ্রষ্টা না হন, এবং কালক্রমে নৃপতির অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া সংসূচিত সৌভাগ্য প্রদান করিতে পারেন এমত উপায়ই করি"। এই বিবেচনা করিয়া বন্ধু বণিকের নিকটহইতে গ্রহণ করত নৃপাঙ্গনা বাসবদত্তার সন্নিধানে তাঁহাকে লইয়া গেলেন; এবং রাজ্ঞীর সখীত্বে নিযুক্ত করত সবিনয় বচনে রাণীকে নিবেদন করিলেন "আপনি এই কন্যাটীকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করিবেন"।

নৃপগেহিনী মন্ত্রির অনুরোধে এবং সাগরিকার গুণে সন্তুষ্ট চিত্তে সদ্ব্যবহার করত তাঁহাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার লোকাতীত রূপলাবণ্য দেখিয়া মনোমধ্যে এই আশঙ্কার আবির্ভাব হইল "ইহার যেরূপ সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য,

যদি স্যাৎ রাজার নয়নগোচর হয় নৃপতি মোহিত হইয়া পাণিগ্রহণাভিলাষী হইতে পারেন”। অতএব কদাচিৎ তাঁহাকে নরপতির নেত্রপথের পথিক হইতে দিলেন না; আপনি পরিজনগণের সহিত সর্বদা ঐ বিষয়ে সতর্ক রহিলেন। রাণীর কাঞ্চনমালা ও সুসঙ্গতা নামে দুই প্রধানা সখী ছিল। তাহাদের মধ্যে প্রথমা রাজ্ঞীর প্রতি বিশেষ অনুরক্তা; দ্বিতীয়া সাগরিকার সহিত আলাপ হওয়া অবধি তাঁহার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী হইল।

অনন্তর বসন্তকাল সমাগত হইলে রাজধানী-মধ্যে মদনোৎসবের সমারোহ হইতে লাগিল, এবং সমস্ত পৌরজন তদুপলক্ষে আমোদ প্রমোদে নিমগ্ন হইল। রাজমহিষী সেই উৎসবে ভগবান কামদেবের পূজা করিতেন। সে বৎসর এক উদ্যানে অনঙ্গোৎসব নিষ্পন্ন করিতে স্থির করিয়া নৃপসমীপে এই সন্দেশ প্রেরণ করিলেন; “আমরা ‘মকরন্দ’ নামক উপবনে তত্রস্থ অশোকতরু মূলে কুসুমায়ুধ দেবের অর্চ্চনা করিব; আপনি তথায় সন্নিহিত হইয়া ক্রিয়া নির্বাহ করাইবেন”।

পরে রাজ্ঞী পরিজনগণ সমভিব্যাহারে পূজার দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণপূর্বক মকরন্দোদ্যানে গমন করিলেন। সাগরিকাও সঙ্গে২ গিয়াছিলেন। রাণী ব্যস্ততাপ্রযুক্ত অগ্রে তাঁহাকে দেখিতে পান নাই। সেখানে গিয়া পূজার সকল আয়োজন হইয়াছে কি না যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সাগরিকার নিকট তদ্বিষয়ের প্রত্যুত্তর শ্রবণ করাতে বিস্ময়াপন্ন হইয়া সোদ্বেগচিত্তে কহিতে লাগিলেন “এ কি, এখানে সাগরিকা আসিয়াছে! আঃ! আমার পরিজনেরা কি অসাবধান! যাঁহার দর্শন পথহইতে যত্নপূর্বক ইহাকে রক্ষা করিতেছিলাম, এখনই যে তাঁহারই দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। যাহা হউক, এখনও রাজার আগমন হয় নাই, এই সময়ে কৌশলক্রমে ইহাকে গৃহে প্রেরণ করি”। পরে সাগরিকাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন; “সাগরিকে, তোমার কেমন বিবেচনা? মদনোৎসবে দাস দাসী সকলেই ব্যস্ত, তুমি আমার সারিকাকে কোথায় রাখিয়া আসিলে? যাও, এই পূজোপকরণ কাঞ্চনমালার হস্তে নিক্ষেপ করিয়া ত্বরায় অন্তঃপুরে গমন কর”।

সাগরিকা রাণীর আজ্ঞানুসারে উপকরণ ভাজন অন্যের হস্তে সমর্পণ পূর্বক তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু কতিপয় পদ গমন করিয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন “এখানে অনঙ্গোৎসব কি প্রকারে হয় দেখিতে অতিশয় অভিলাষ আছে। পিতার ভবনে যদ্রূপ মদন পূজা দেখিয়াছি এখানেও কি সেই রূপে হয়? যাহা হউক আমার প্রিয়সখী সুসঙ্গতা অন্তঃপুরে আছেন, সারিকার তত্ত্বাবধারণ অবশ্যই করিবেন; আমি এখন যাইব না; এই স্থানে অলক্ষিতা হইয়া নিরীক্ষণ করি”। এই স্থির করিয়া কিয়দ্দূরে এক বৃক্ষের অন্তরালে দণ্ডায়মানা রহিলেন।

এদিকে মকরন্দোদ্যানে রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে বাসবদত্তা অনঙ্গপূজা সাঙ্গ করিয়া ভর্ত্তার অর্চ্চনা করিতে বসিলেন। সাগরিকা পূজার স্থলে রাজাকে দেখিয়া তাঁহার শরীর-সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধা হওত মনে২ কহিতে লাগিলেন “এ কি? এখানে মূর্ত্তিমান রতিপতি পূজিত হন না কি? পিতার অন্তঃপুরে চিত্রগত কামদেবের পূজা হইতে দেখিয়াছি; এমন তো কখন দেখি নাই। আহা কি মনোহর রূপ! আমিও এই স্থলের তরুকুসুম-দ্বারা মূর্ত্তিমান্ এই মদনের পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করি”। এই বলিয়া পুষ্পাবচয়ন পুরঃসর উদয়ন নরপতিকে রতিপতি জ্ঞান করিয়া তদু-

দেশে কুসুমাবকিরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে হঠাৎ স্তুতিপাঠকগণ রাজার যশোগুণ বর্ণন-পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে কতিপয় শ্লোক পাঠ করিল। সাগরিকা এপর্য্যন্ত জানিতেন না কোন্ রাজার মহিষী-সন্নিধানে সখাভাবে কালযাপন করিতেছেন। ঐ শ্লোক শ্রবণে অবগত হইয়া বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন; "কিং. ইনিই সেই উদয়ন্ নৃপতি! আমার পিতা ইহাঁরই সহিত পরিণয়ার্থ আমাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন? যাহা হউক আমার এই দেহ অকর্ম্মণ্য হইলেও অদ্য ইহাঁর দর্শনে বহুমত হইল"। ফলতঃ তিনি রাজাকে নয়নগোচর করিয়াই মদনবাণে আহত হইয়া তদ্গতচিত্তে অনুক্ষণ কেবল তাঁহার চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন।

অনঙ্গপূজা সাঙ্গ হইলে রাজমহিষী এবং রাজা পরিজনগণ সমভিব্যাহারে স্ব২ স্থানে প্রস্থান করিলেন। নরেন্দ্র নয়নপথের বহির্গত হইলে সাগরিকা সোদ্বেগমনা হইয়া বিবেচনা করিলেন "এক্ষণে উদয়ন্ নৃপের অনুপম রূপ অনুক্ষণ নিরীক্ষণ ব্যতিরেকে চিত্তবিনোদের উপায় দেখি না; অতএব কদলী কাননস্থ নিকুঞ্জ অতি নিভৃত স্থল, সেই স্থানে বসিয়া চিত্রফলকে রাজার মনোহর মূর্ত্তি চিত্রিত করি"। ইহা স্থির করিয়া তথায় গমন করত ঐ কার্য্যে অভিনিবিষ্টা হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার প্রিয়সখী সুসঙ্গতা সারিকা হস্তে করিয়া তাহার অন্বেষণ করিতে২ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিতা হইল। সে দূরহইতে নিরীক্ষণ করিয়া মনে করিতেছিল "সাগরিকা গাঢ়ানুরাগে পরিপূর্ণমনা হইয়া চিত্রফলকে কি লিখিতেছেন? অন্য দিকে ইহাঁর দৃষ্টিমাত্র নাই, যাহা হউক দৃষ্টিপথ পরিহার করিয়া দেখিতে হইল কাহার চিত্র করিতেছেন"। পরে সেই রূপ করিয়া রাজার আকৃতি চিত্রস্থ করিতে দেখিয়া সহর্ষমনে আপনা আপনি কহিল "এ কি! সাগরিকা আমাদের স্বামিকে নয়নগোচর করিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়াছেন না কি? আহা! হউক২; অথবা না হইবে কেন? রাজহংসী কি রত্নাকর ত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রীতিমতী হয়?" সাগরিকা চিত্র লিখিয়া আনন্দজন্য বাষ্পসলিলে সুন্দররূপে অবলোকন করিতে শক্তা হইতেছিলেন না, ঊর্দ্ধমুখী হইয়া যেমন অশ্রুমোচন করিবেন সুসঙ্গতা নয়নপথে পতিতা হওয়াতে উত্তরীয় বসনদ্বারা চিত্রফলক আচ্ছাদন করত সহাস্য বদনে কহিলেন "এ কি প্রিয়সখী সুসঙ্গতা, আইস২, এখানে উপবেশন কর"। সুসঙ্গতা আসন পরিগ্রহানন্তর চিত্রফলক বলে গ্রহণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "সখি এ কাহার চিত্র লিখিলা"? সাগরিকা সকপট বাক্যে কহিলেন "মদনোৎসব সময়ে ভগবান্ কামদেবের মূর্ত্তি চিত্রিত করিলাম"। সুসঙ্গতা তুলিকা গ্রহণপূর্ব্বক তাহার পার্শ্বে সাগরিকার চিত্র করিয়া কহিলেন "সখি, দেখ, তুমি যেমন রতিপতির মূর্ত্তি লিখিয়াছ, আমি তেমনি রতি লিখিয়া দিলাম; এখন কেমন শোভা হইল"। তখন সাগরিকা আপনার রহস্য প্রকাশ করত সকল বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন "প্রিয়সখি এক্ষণে আশু কোন উপায় করিয়া দেও, নচেৎ প্রাণ রক্ষা সুকঠিন"।

এই সময়ে অকস্মাৎ একটা মহাকোলাহল উত্থিত হইল, সকলে যেন কহিতে লাগিল "সাবধান২, একটা বানর শৃঙ্খল ভগ্ন করত অশ্বশালা হইতে উল্লম্ফন করিয়া রাজমন্দিরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার ভয়ে অন্তঃপুরচারি ভৃত্যবর্গ কে কোথায় পলাইতেছে নিদর্শন নাই"। সুসঙ্গতা ঐ কলরব শ্রবণমাত্রে শশব্যস্তা হইয়া ভয়ে

চিত্রফলক ও সারিকাকে সেই স্থানে নিক্ষেপ পূর্ব্বক সাগরিকার হস্ত ধরিয়া বেগে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

অনন্তর রাজা বিদূষক সমভিব্যাহারে উপবন বিহার মানসে সেই কাননের দিকে আগমন করিলেন। সে সময় সারিকা পঞ্জরহইতে বহির্গত হইয়া সমীপবর্ত্তি বকুল বৃক্ষের শাখায় বসিয়া সাগরিকা ও সুসঙ্গতার কথোপকথন পুনরুক্তি করিতেছিল। পক্ষির বাক্য কর্ণগোচর হওয়াতে রাজা বিদূষককে কহিলেন "বয়স্য শুন দেখি, সারিকা কি কহিতেছে"। বিদূষক মনোযোগ পূর্ব্বক কর্ণপাত করিয়া শ্রবণানন্তর নিবেদন করিলেন "মহারাজ, সারিকা কহিতেছে তুমি যেমন রতিপতি লিখিয়াছ আমি তেমনি রতি লিখিলাম"। রাজা বলিলেন "বোধ হয় কোন কামিনী কামদেব ব্যপদেশে আপনার হৃদয়বল্লভকে চিত্রগত করিয়া অপহ্নব করিয়াছিল, তাহার চতুরা সখী বুঝিতে পারিয়া রতিস্থলে সেই স্থলে তাহাকে চিত্রিত করিয়া থাকিবে"। পরে সারিকার মুখহইতে অন্যান্য সমুদায় কথা শ্রবণ করিলেন, এবং কদলীকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া তথায় চিত্রফলকও দেখিতে পাইলেন। রাজা চিত্রার্পিতা কামিনীর মনোহর রূপ অবলোকন করিয়া একেবারে মুগ্ধ হইলেন, এবং আপনার প্রতি তাঁহার অনুরাগ জানিয়া তদর্থ নানা প্রকারে অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বানর-সঞ্জাত সম্ভ্রম অপগত হইলে সুসঙ্গতা সাগরিকার সহিত সারিকা ও চিত্রফলকের অন্বেষণ করিতে পুনর্ব্বার কদলীকাননে আগমন করিল; এবং দূরহইতে রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া আপনার বয়স্যা সাগরিকাকে কহিল "সখি, বোধ হয়, তোমার মনোরথ অচিরে পূর্ণ হইবে, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর, রাজা চিত্রফলক প্রাপ্ত হইয়া চিত্রস্থা তোমার আকৃতি অবলোকন করত কেমন অনুরাগ প্রকাশ করিতেছেন; সারিকা ঐ স্থানে বৃক্ষোপরি বসিয়া আছে, বোধ করি, তাহার প্রমুখাৎ আমাদের সমুদায় কথোপকথন শ্রবণ করিয়া থাকিবেন"। তদনন্তর সুসঙ্গতা কদলীগৃহের দিকে কিঞ্চিৎ পরিক্রম করিলে হঠাৎ রাজার নয়নপথে পতিতা হইল। রাজা তাহাকে দেখিয়া চিত্রফলক গোপনার্থ ব্যস্ত সমস্ত হওয়াতে সে কহিল "মহারাজ, শঙ্কার প্রয়োজন নাই; আমার প্রিয়সখী সাগরিকাই ঐ চিত্রস্থা হইয়াছেন। তাঁহার প্রতি আপনকার অনুরাগের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতা হইলাম। তিনি এই আসিয়াছেন, সম্মিলন হউক"। রাজা এই বাক্যে তৎক্ষণাৎ সাগরিকা সন্নিধানে গিয়া তাঁহার হস্তাবলম্বন পূর্ব্বক বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু অবিলম্বে রাজমহিষী বাসবদত্তা সখী সমভিব্যাহারে সেস্থানে আসিতেছেন, এমৎ বোধ হইল, এবং তাঁহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণে সাগরিকা সুসঙ্গতার সহিত একান্তে লুক্কায়িতা হইলেন। রাজাও বিদূষক হস্তে চিত্রফলক সমর্পণ পূর্ব্বক গোপন করিতে কহিয়া ক্ষুণ্ণমনে মহিষীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। পরে রাণী স্বীয় সখী সঙ্গে আসিয়া উপস্থিতা হইলে তাঁহার সহিত সম্ভাষণে প্রবৃত্ত হইলেন। ইতিমধ্যে বিদূষকের বক্ষদেশ হইতে দৈবাৎ সেই চিত্রফলক ভূমিতে পতিত হইল; কাঞ্চনমালা সত্বর তাহা গ্রহণ করত তন্মধ্যে রাজার ও সাগরিকার চিত্রিত মূর্ত্তি দেখিয়া বাসবদত্তাকে দেখাইতে লাগিল তাহাতে রাজা মহাবিপদে পড়িলেন; নৃপাঙ্গনা সাতিশয় মানিনী হইয়া ক্রোধভরে চলিয়া গেলেন।

বাসবদত্তা মানবতী হইয়া গমন করিলেন বটে, কিন্তু রাজা তাঁহার অনুনয়ার্থ কোন যত্ন করিলেন না; সাগরিকার রূপ হৃদয়ে জাগরূক হওয়াতে তদর্থই ব্যাকুল হইয়া বয়স্য বিদূষককে তাঁহার সহিত পুনর্ব্বার সমাগমের উপায় চিন্তা করিতে নিযুক্ত করিলেন। বিদূষক কৌশলক্রমে সাগরিকার হৃদয়ঙ্গমা সহচরী সুসঙ্গতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহাকে কহিলেন "রাজা সাগরিকাবিরহে অত্যন্ত অসুস্থ হইতেছেন, অচিরে তাঁহাদের পুনর্ব্বার মিলনের পন্থা কর। সুসঙ্গতা কহিল "আমি রাণীর সকাশাৎ প্রসাদ স্বরূপ বসন ভূষণ প্রাপ্ত হইয়াছি, তদ্দ্বারা সাগরিকাকে রাজমহিষীর স্বরূপিণী করিয়া এবং আপনি কাঞ্চনমালার বেশধারিণী হইয়া অদ্য সায়ংকালে প্রকাশ্যরূপেই নৃপসমীপে গমন করিব"। বিদূষক রাজার নিকট প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এই সুসংবাদ জ্ঞাপন করিলে রাজা আনন্দপূর্ণ হইয়া দিবাবসান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

বাসবদত্তার প্রিয়সখী কাঞ্চনমালা ঐ পরামর্শ অবগত হইয়াছিল; সে রাণীর নিকটে গিয়া সমুদায় বিবরণ জ্ঞাপন করিল তাহাতে রাজমহিষী মহাক্রুদ্ধা হইলেন, এবং সখীকে কহিলেন "চল, তাহারা না যাইতে২ আমরা সঙ্কেত স্থানে গমন করি, রাজা আমাকে সাগরিকা জ্ঞান করিয়া কি প্রকার প্রেম প্রকাশ করেন বুঝিতে পারিব"। এই স্থির করিয়া রাজ্ঞী দিবাবসান হইবামাত্র অবগুণ্ঠনবতী হইয়া কাঞ্চনমালা সমভিব্যাহারে সঙ্কেতস্থলে প্রস্থান করিলেন। রাজা বাসবদত্তার বেশধারিণী সাগরিকার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, যথার্থ বাসবদত্তা আগতা হইলেন জানিতে না পারিয়া পরম প্রেমভাজন সাগরিকা জ্ঞানে মহাসমাদরে গ্রহণ পুরঃসর নানা প্রকারে প্রণয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং তাঁহার প্রতি আপনার আন্তরিক অনুরাগ ও পরম প্রীতি প্রকাশ নিমিত্ত তাঁহার সাক্ষাতে স্বীয় মহিষী বাসবদত্তার নানা প্রকার বিমাননা করিলেন। বাসবদত্তা প্রিয়তমের মুখে পুনঃ২ আপনার অপমান শ্রবণ করিয়া আর সহিষ্ণুতা করিতে পারিলেন না, কিয়ৎক্ষণ পরে অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মানভরে মহীপতিকে বিবিধ ভর্ৎসন করিতে লাগিলেন। রাজা অপ্রতিভ হইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে প্রিয়তমার প্রসন্নতা নিমিত্ত অনেক স্তুতি বিনীতি করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে কোপের উপশম হইল না, রাণী রুষ্টা হইয়া সহচরী সমভিব্যাহারে তৎক্ষণাৎ আপন আগারাভিমুখে গমন করিলেন।

অনন্তর সাগরিকা কথিতানুসারে বাসবদত্তার বেশে আসিয়া অবগত হইলেন, রাজমহিষী সমুদায় রহস্য বিদিতা হইয়া কপটবেশে সঙ্কেত স্থানে আগমন পূর্ব্বক রাজার সহিত বিবাদ করিয়া গিয়াছেন, অতএব দুই দিকে হতাশা হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন "এক্ষণে কি করি, আত্মহত্যা ব্যতীত পরিত্রাণের উপায় দেখি না"। পরে সমীপস্থিত অশোকশাখায় লতাবন্ধনে উদ্বন্ধন পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিতে স্থির করিয়া লতাপাশে গলদেশ বন্ধন করিতে প্রবৃত্তা হন, ইত্যবসরে বিদূষক বাসবদত্তার অন্বেষণ করিতে২ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং রাণীই মানভরে উদ্বন্ধনে কলেবর ত্যাগ করিতেছেন এই ভাবিয়া তাঁহাকে তাদৃশ ব্যাপারান্বিত দেখিয়া চীৎকার পূর্ব্বক রাজাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। রাজা আসিয়া উপস্থিত হইলে উভয়ে লতাবন্ধন মোচন করিয়া দিলেন। সাগরিকার রাজসন্দর্শন লাভে

যদিও মনোমধ্যে পুনর্ব্বার জীবনাশা হইল, তথাপি আত্ম-অবস্থা বর্ণনা করত কাতর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং প্রাণ পরিত্যাগই তাঁহার পক্ষে শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া পুনর্ব্বার লতা গ্রহণপূর্ব্বক উদ্বন্ধনের উদ্যম করিলেন। রাজা এক্ষণে তাঁহাকে সাগরিকা জানিয়া তৎসমাগমে পুনর্ব্বার আপনাকে মহাসুখী বোধ করত নানা প্রকার প্রিয় বচন প্রয়োগ পুরঃসর তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

এদিকে বাসবদত্তা মানভরে ভূপতির অনুনয় অমান্য করিয়া গিয়া অবধি আপনা আপনি অনুতাপ করিতেছিলেন, শেষে সখীর সহিত পরামর্শ করিয়া রাজসমীপে গমন পূর্ব্বক সদ্ভাব প্রকাশ করা কর্ত্তব্য ইহা স্থির করিলেন, এবং তদনুসারে সখীর সহিত ঐ সময়েই পুনর্ব্বার নৃপ সন্নিধানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এবার স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিলেন সাগরিকার সহিত রাজা নানাবিধ কৌতুক ও প্রণয়ালাপ করিতেছেন, তাহাতে পুনশ্চ রোষ পরবশ হইয়া রাজার প্রতি যথোচিত অনুযোগ বাক্য প্রয়োগ করিলেন। পরে সাগরিকার হস্তাকর্ষণ পুরঃসর বলদ্বারা তাঁহাকে রাজার পার্শ্বহইতে লইয়া গিয়া এমত স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিলেন যে কেহই তাঁহার আর কোন সন্ধান পাইল না।

সাগরিকার অদর্শনে অনুদিন রাজার বিরহ বেদনা প্রবলা হইল, এবং সুসঙ্গতা শোকসাগরে মগ্না হইয়া নিরন্তর কেবল বিলাপে কালযাপন করিতে লাগিল। বিদূষক বিবিধ প্রবোধ বচনে রাজাকে সান্ত্বনা করিতেন, কিন্তু কোনমতেই রাজার ধৈর্য্য হইত না। তদনন্তর কিয়দ্দিন গতে কোশলা নগরীহইতে দূত প্রত্যাগমন করিয়া যুদ্ধ জয়ের বিবরণ রাজার সুগোচর করিল তাহাতে বিষয় কর্ম্মে মনোনিবেশ হওয়াতে সাগরিকা নিমিত্ত ভূপতির উদ্বেগ কিয়ৎপরিমাণে খর্ব্ব হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বাসবদত্তার পিতৃদেশহইতে এক জন ঐন্দ্রজালিক তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। রাজা কিঞ্চিৎ সুস্থির হইলে রাণী স্বীয় সহচরীদ্বারা তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিলেন, এক জন বিখ্যাত ঐন্দ্রজালিক সমাগত হইয়াছে, তাহার যাদু অতিশয় মনোহর ও পরম কৌতুকাবহ। নৃপতি রাণীর প্রার্থনায় আপনিও ঐন্দ্রজালিকী ক্রিয়া দর্শনার্থ কৌতুহলান্বিত হইয়া সেই ঐন্দ্রজালিককে রাজপুরীমধ্যে আনাইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সে নৃপসন্নিধানে উপনীত হইয়া অশেষ প্রকারে আপনার বিদ্যাবুদ্ধির ব্যাখ্যা করিল। রাজা সপরিবারে তাহার যাদু দর্শন করিতে মানস করিয়া সেই স্থানের এক দেশ বিজন করত আপনার মহিষী এবং অন্যান্য অন্তঃপুরচারিণীগণকে তথায় আনাইলেন। পরে ঐন্দ্রজালিক রাজাদেশে বহুবিধ ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করাইতে আরম্ভ করিল।

রাজা ঐন্দ্রজালিক দর্শন করিতেছেন ইত্যবসরে দ্বারী আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ সিংহলদ্বীপস্থ দুই ব্যক্তি আসিয়া দ্বারে উপস্থিত হইয়াছেন; তাহাতে নৃপতি ইন্দ্রজালিক ক্রিয়া স্থগিত করিতে আজ্ঞা করিয়া তাহাদিগকে প্রবেশ করাইতে আদেশ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক ঐ সময়ে স্বীয় বিদ্যাপ্রভাবে যে স্থানে বাসবদত্তা সাগরিকাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই স্থানে মায়াগ্নির উদ্দীপন করাতে তত্রস্থ গৃহ দগ্ধ হইতেছিল। ঐ দুই ব্যক্তি লোকমুখে সেই গৃহ দাহে সাগরিকার দাহ হইবার জনরব শ্রবণ করিয়াছিল। রাজসমীপে আগমনানন্তর সম্ভাষণের পর ঐ সংবাদ রাজার কর্ণগোচর করাতে

রাজা সাগরিকার প্রাণ রক্ষার্থ আপনি গিয়া সেই অনলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে২ রাজমহিষী ও অমাত্য প্রভৃতি সকলেই গমন করিল। কিন্তু অনতিবিলম্বে মায়াগ্নি অপগত হইল। পরে সিংহলেশ্বর-প্রেরিত ব্যক্তিরা রাজাকে সাগরিকার পরিচয় দিয়া তদ্বিবরণ বাসবদত্তাকেও কহিলেন। তখন বাসবদত্তা রত্নাবলীকে আত্মমাতুলপুত্রীরূপ ভগিনী জানিয়া তাহার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ নিমিত্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন, এবং সাতিশয় স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক স্বয়ং উদ্যোগিনী হইয়া তাঁহার সহিত আপন স্বামি উদয়ন্ নরপতির পরিণয় নির্ব্বাহ করিয়া দিলেন। তাহাতে রত্নাবলী এবং কৌশাম্বীশ্বর উভয়েই পরমসুখে শেষকাল যাপন করিলেন; বিশেষতঃ উদয়ন্‌নরেন্দ্র সিদ্ধাদেশানুসারে অখণ্ড ভূমণ্ডলের একাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

**
*

দিল্লী নগরের বৃত্তান্ত।

চন্দ্র বংশাবতংস পাণ্ডবজ্যেষ্ঠের ইতিহাস সর্ব্বত্রই প্রচার আছে। হিন্দু মাত্রে ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য, যুধিষ্ঠিরের রাজসভা, রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহ, ইত্যাদি বিষয়ের সকল বিবরণ সর্ব্বতোভাবে বিদিত আছেন। কাহারও পক্ষে পাণ্ডব-রাজপাট অপরিজ্ঞাত নহে। তত্রত্য সম্পত্তির অনুভব করিতে হইলে অনেকের মন একেবারে শ্রান্ত হইয়া পড়ে, এবং তদর্থই কেহ২ তাহা অলীক—কবির অত্যুক্তি—বোধ করেন। কিন্তু সেই সন্দিগ্ধচিত্তেরা ইন্দ্রপ্রস্থের ধ্বংসাবশেষও দেখেন নাই। নব্য দিল্লী নগরের কিয়দংশে ও তৎপশ্চিমে ৪।৫ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া যে সকল প্রস্তরময় অট্টালিকাদির খণ্ডাবশেষ পড়িয়া আছে তাহা দেখিলে পর ইন্দ্রপ্রস্থের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে না। ঐ সকল অট্টালিকা নব্যাবস্থায় কীদৃশ চমৎকার ও সৌন্দর্য্যময় ছিল তাহা অধুনা বর্ণনা করা অসাধ্য; তাহার এক২ অট্টালিকার আধুনিকী অবস্থার যথাযোগ্য বর্ণনায় বিবিধার্থের এক২ খণ্ড পরিপূর্ণ হইতে পারে। এই সকল অট্টালিকা কোন্ সময়ে বিনষ্ট হইয়াছিল তাহার নিশ্চয় বিবরণ প্রচারিত নাই।

পুরাণাদির আলোচনায় বোধ হয়, যুধিষ্ঠিরের সমকাল হইতে বিক্রমাদিত্যের রাজ্যকালের ৪০০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইন্দ্রপ্রস্থ ভারতবর্ষের রাজপাটরূপে গণ্য ছিল। তদনন্তর ক্রমশঃ ইহার শ্রী ভ্রষ্ট হয়। বিক্রমাদিত্যের কিঞ্চিৎপূর্ব্বে ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাল নামা এক রাজা ছিলেন। তিনি কিমায়ুন্ পর্ব্বতের শুকবন্ত নামা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করত তৎকর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া বিনষ্ট হন; শুকবন্ত ইন্দ্রপ্রস্থের সাম্রাজ্য গ্রহণ করেন। তৎসময়ে ঐ নগরীর তাদৃশী সম্পত্তি ছিল না; প্রায় সকলই বিলুপ্ত হইয়াছিল; অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ রাজা বিক্রমাদিত্য অপহরণ করিয়া নগরীকে একেবারে শ্রীভ্রষ্ট করেন। তদবধি ৮০০ বৎসর কাল ইন্দ্রপ্রস্থের কি অবস্থা ছিল তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। "কোতব-মিনার" নামক জয়স্তম্ভের সন্নিকটবর্ত্তি এক লৌহ-স্তম্ভে যে বিবরণ খোদিত আছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, সংবৎ ৪৪০ অব্দে ইন্দ্রপ্রস্থে ধাব নামে এক বীর্য্যবান রাজা হন। কিন্তু তিনি চক্রবর্ত্তি মধ্যে গণ্য হন নাই, এবং তাঁহার কোন বিশেষ বিবরণও প্রচারিত নাই।

৮০০ সংবতে তুয়ার বংশীয় মহারাজদিগের জয়পতাকা ইন্দ্রপ্রস্থে উড্ডীয়মানা হয়; এবং রাজপুত্রাদি-

দিল্লী নগরীর চাঁদনীচক্‌।
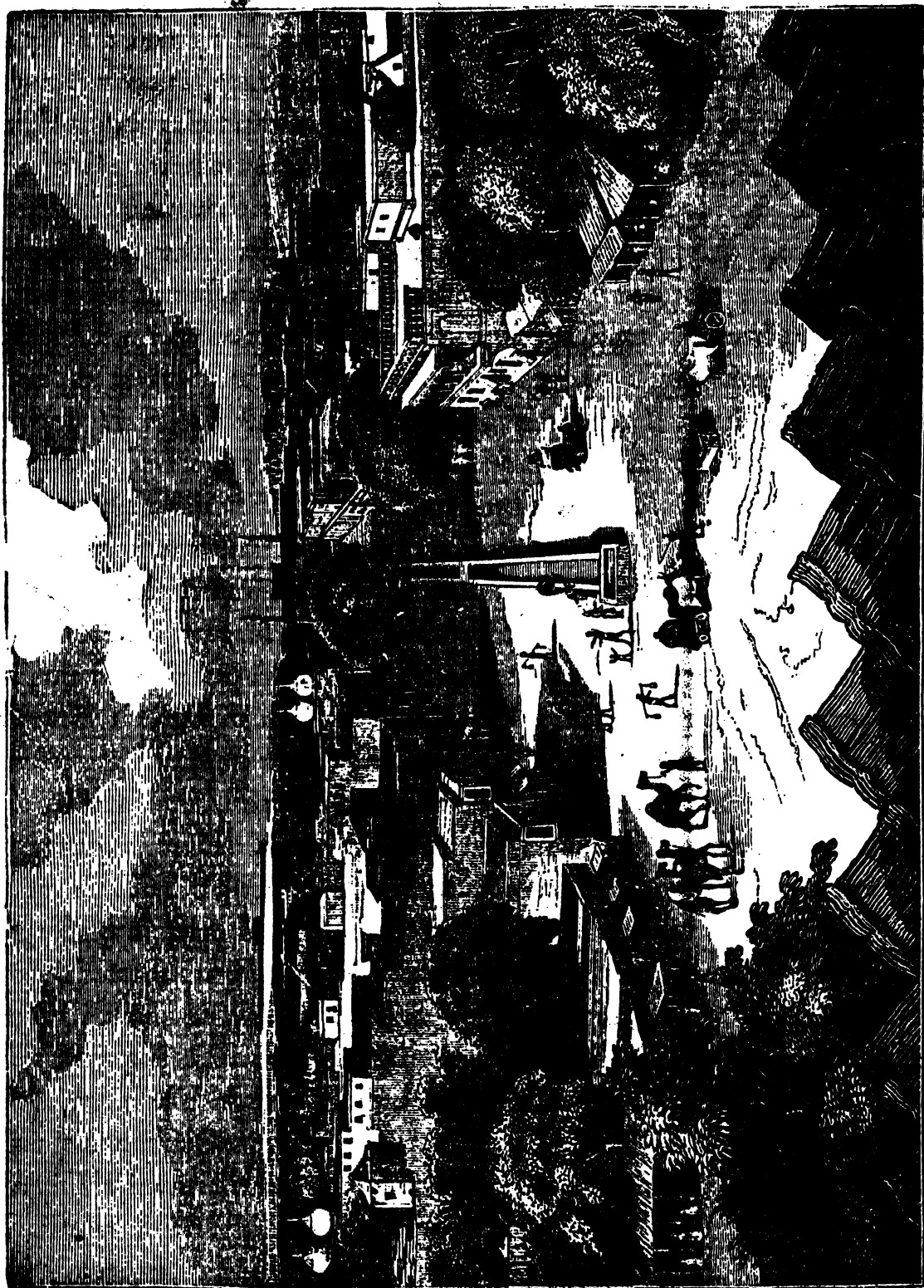
গের সিংহনাদে ইন্দ্রপ্রস্থের শত্রু-দল একেবারে ম্রিয়মাণ হয়। তদবধি পাঠান জাতীয় রাজাদিগের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত এই প্রাচীন বিখ্যাত নগরী সর্বতোভাবে সমৃদ্ধা হইয়া পৃথিবীর অদ্বিতীয়া রাজপাটরূপে গণ্য হইয়াছিল। তৎকালে তাহার তুল্য নগরী পৃথিবীর আর কুত্রাপি ছিল না। ধন, মান, বল, বীর্য্য, বিক্রম, শিল্প, সৌজন্য প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থ দেবরাজের যোগ্যই ছিল। তৎসময়ে বোধ হইত যেন এই বর্দ্ধিষ্ণু মহানগরী চিরকাল সর্ব্বাগ্রগণ্য থাকিবে; ইহার সম্পত্তি কদাপি ধ্বংস হইবার নহে; কিন্তু "কালো হি বলবত্তরঃ"! কালের করাল গ্রাসে সকলকেই পড়িতে হয়, কাহারও নিস্তার নাই। কাল একর্ম্মে ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে বিরাম করে না। কি ধন, কি মান, কি অদ্বিতীয় মহাবল পরাক্রান্ত যোদ্ধা, কি অনঙ্গমোহিনীর অনির্বচনীয় লাবণ্য, কি অপূর্ব অট্টালিকা, কি সম্পত্তি-সম্পন্ন জনসমূহ-সমাকীর্ণ নগর, সকলই তাহার জঠরানলে অনুক্ষণ পতঙ্গবৎ পতিত হইতেছে। স্বয়ং পৃথিবীও কোন সময়ে ঐ সর্বসংহারকের গ্রাসাংশ হইবে ইহাও সম্ভব হয়। অধুনা ইন্দ্রপ্রস্থ সেই ভয়ঙ্কর কাল-কর্ত্তৃক নিগীলিত হইয়াছে; কেবল কএক ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া প্রাচীন অট্টালিকার ইষ্টক ও প্রস্তর স্তূপ ইন্দ্রপ্রস্থের সাক্ষিস্বরূপ বর্ত্তমান আছে; তদ্ভিন্ন তাহার আর কিছু মাত্র অবশিষ্ট নাই। কিন্তু মহতের ধ্বংসাবশেষও আশ্চর্য্য জনক হয়। প্রধান পাদরি হিবর সাহেব এই ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে কহিয়াছিলেন, "লণ্ডন নগর ধ্বংস হইলে ইহার তুল্য হইবে না"!

ইন্দ্রপ্রস্থের অপর নাম "দিল্লী।" কিম্বদন্তী আছে, দিলীপ রাজার নাম হইতে ঐ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ২ কহে যে ২১০০ বৎসর প্রাচীন দেহলু রাজার নামই দিল্লীর আদি শব্দ। অপর মুসলমানদিগের মধ্যে প্রবাদ আছে, দিল্লী শব্দ কোমল অদৃঢ় মৃত্তিকা জ্ঞাপক "দহল্" শব্দজাত। গজননাধিপতি মহমুদ পাদশাহ ইন্দ্রপ্রস্থে আগমন সময়ে তত্রত্য মৃত্তিকার অদৃঢ়তা-প্রযুক্ত শিবির সংস্থাপনে ক্লেশ পাইয়া নগরের নাম "দহলী" রাখিয়াছিলেন; তাহার অপভ্রংশে দিল্লী হইয়াছে। কিন্তু সে প্রবাদ মিথ্যা; কারণ ভারতবর্ষে মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বাবধি দিল্লী শব্দ প্রসিদ্ধ আছে।

১৭৮৬ সংবতে মোগলবংশজাত শাহ-জহান্ পাদশাহ প্রাচীন দিল্লী নগরীর সন্নিকটে যমুনা-নদী-তটে এক নগর স্থাপন করত "শাহ জহানাবাদ" নামে বিখ্যাত করেন, এবং দিল্লী নগরের সমস্ত প্রজাদিগকে তথায় আনয়ন করেন। তদ্দ্বারাই প্রাচীন দিল্লী একেবারে উৎসন্না হয়, এবং শাহ-জহান্ কৃত নগর দিল্লী নামে বিখ্যাত হয়।

নূতন দিল্লী নগরী যমুনার পশ্চিম পার্শ্বে এক বিশাল বালুকাক্ষেত্রের মধ্যস্থ পার্ব্বত্য ভূম্যুপরিস্থিত। ইহা কলিকাতা হইতে ৮৮০ জ্যোতিবি ক্রোশ অন্তর। ইহার চতুর্দ্দিগে এক সুদৃঢ় প্রাচীর আছে। প্রসিদ্ধ পাদরি হিবর সাহেব কহেন যে ঐ প্রাচীরের মধ্যে২ প্রস্তর নির্ম্মিত যে সপ্ত তোরণ* আছে তত্তুল্য সুসজ্জ বৃহৎ দ্বার আর কুত্রাপি নাই। ঐ সপ্তদ্বারের নাম যথা, ১ লাহোর-দ্বার, ২ আজমীর-দ্বার, ৩ তখোমান-দ্বার, ৪ দিল্লী-দ্বার, ৫ মোহর-দ্বার, ৬ কাবুল-দ্বার, ৭ কাশ্মীর-দ্বার। এই দ্বার সপ্তদ্বারা নগরীর সর্বত্র গমনাগমন করা যাইতে পারে; কিন্তু পথ-সকল প্রশস্ত নহে। কেবল রাজবাটী হইতে দিল্লীদ্বার ও লাহো-

* নগরদ্বার বা বাটীর প্রধান দ্বারকে তোরণ শব্দে কহে।

দ্বার পর্য্যন্ত যে রাজমার্গদ্বয় আছে, তাহা সুবিস্তীর্ণ ও সুরম্য বটে। দিল্লীদ্বারাভিমুখমার্গ মধ্যে এক জল-পরিখা আছে; তাহাহইতে ঐ মার্গনিবাসি ব্যক্তিরা স্ব২ ব্যবহারোপযোগ্য জল প্রাপ্ত হয়। অপর দিল্লী নগরের "চাঁদনি চৌক্" নামক প্রধান বাজার এই মার্গে স্থিত, এবং ইহার উভয় পার্শ্বে অনেক সুচারু অট্টালিকা থাকাতে ঐ মার্গ অত্যন্ত মনোহর বোধ হয়। ৯৪ পত্রে যে চিত্র মুদ্রিত করা গিয়াছে তাহাতে উক্ত মার্গের অবয়ব ও তন্মধ্যস্থ জল পরিখা বিলক্ষণ প্রতীত হইবেক।

ঐ চৌকের পণ্যশালায় নানাবিধ উত্তম ২ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রসারিত থাকে। তথায় কাশ্মীরদেশীয় শাল, কাবুলদেশীয় দাড়িম্বাদি উপাদেয় ফল, ঢাকার মলমল, চীনদেশের সাটিন্, ও বিলাতি কাচের বাসন, সকল বস্তুই প্রচুররূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বহুমূল্য প্রস্তরও ঐ নগরীতে অনেক আছে, এবং বিদরির তৈজস অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইয়া থাকে। অপর ঐ নগরীতে অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তির সমাগম থাকাতে পথ সকল সর্ব্বদা হস্ত্যশ্ব-উষ্ট্রাদিদ্বারা সমাকীর্ণ থাকে, এবং তৎস্বামিদিগের প্রয়োজনীয় বস্তুর ক্রয়বিক্রয়ে বাণিজ্যের সম্যক প্রাচুর্য্য হয়।

নূতন দিল্লীতে যে সকল উত্তম অট্টালিকা আছে তন্মধ্যে শাহ জহান্ পাদশাহের "সালিমার" নামক উদ্যান অতি প্রসিদ্ধ; তাহার নির্ম্মাণে এক কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল! কুদ্সিয়া নাম্নী রাজ্ঞীর উদ্যানস্থ ভবন, এবং সাদৎ খাঁর বাটী ও রাজকুমার দারাশেকোর বাটী ও বিশেষ বিখ্যাত।

অপর তত্রত্য মস্জিদ্ সকলও অতি সুন্দর, এবং তন্মধ্যে "জমা মস্জিদ" নামক সাধারণের উপাসনা স্থান সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। তাহাতে এক কালে বহু সহস্র মনুষ্য অনায়াসে উপাসনা করিতে পারে। ঐ মস্জিদ শাহজহান্ পাদশাহের রাজ্যকালীন ১০ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার সন্নিকটে বিখ্যাত রাজমন্ত্রি রৌসনুদ্দৌলার এক মস্জিদ আছে। তাহা জমা মস্জিদের ন্যায় বৃহৎ নহে; কিন্তু তত্তুল্য সুচারুগঠিত বটে। ১৭৯৬ সংবতে পারস্য দেশের অধিপতি নাদর শাহ দিল্লীনগর জয় করত এই মস্জিদের অলিন্দে উপবেশন করত আপন সম্মুখে তত্রত্য সমস্ত প্রজাগণের মুণ্ডচ্ছেদ করান! তদবধি এই মস্জিদের সন্নিকটে প্রজার বসতি হয় নাই। দিল্লী নগরী ৩৬ পল্লীতে বিভক্ত; এবং ঐ সকল পল্লীর প্রত্যেকেতে বহুল সুচারু অট্টালিকা ও মস্জিদ থাকায় নগরের সর্ব্বত্র অতিমনোহর বোধ হয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৪, বৈশাখ। [১৭ খণ্ড।
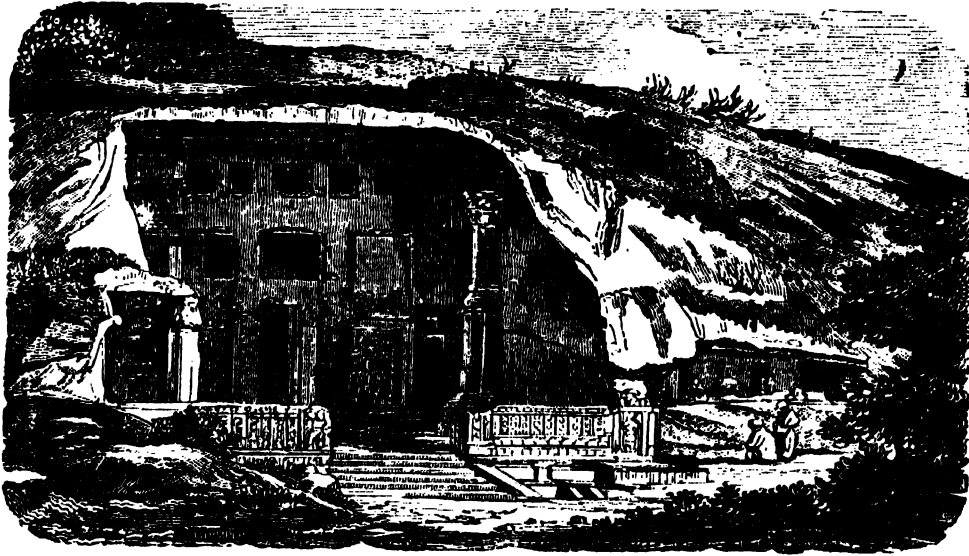
সাল্‌সেট্ দ্বীপ।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহের পঞ্চদশ সঙ্খ্যায় ইলোরার গুহা প্রসঙ্গে সাল্‌সেট্ দ্বীপস্থ গুহার উল্লেখ হইয়াছে। অধুনা তাহার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করা অভিপ্রেত।

ভারতবর্ষের পশ্চিম পার্শ্বে আরব্য সমুদ্রের পূর্ব্ব তটে কয়েকটি ক্ষুদ্র২ উপদ্বীপ আছে। তন্মধ্যে একটীর নাম বোম্বাই দ্বীপ। মহারাষ্ট্রীয়েরা তাহাকে "মুম্বই" শব্দেও কহে। ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশে ইংরাজদিগের যে সমস্ত অধিকার আছে তাহার কর্ম্মকর্ত্তা (গবরণর সাহেব) ঐ দ্বীপে বাস করেন, সুতরাং তাহা রাজপাট বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ঐ স্থলে এক সুচারু দুর্গও আছে। বাণিজ্য বিষয়ে এই দ্বীপ অতি প্রসিদ্ধ, এবং ইহাতে পণ্য-প্রিয় অনেক পারসি জাতীয় ধনাঢ্য বণিকেরা বসতি করিয়া থাকে।

এই দ্বীপের উত্তর পার্শ্বে অপর এক দ্বীপ আছে। তাহার নাম সাল্‌সেট্ দ্বীপ। পূর্ব্বোল্লেখিত দ্বীপব্যূহের মধ্যে এই দ্বীপ সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ইহার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ ৮ ক্রোশ; প্রস্থ পরিমাণ ৫ ক্রোশ;

এবং চতুরস্র ৪০ ক্রোশ। ১৮৬৩ সংবতে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের আজ্ঞায় সাল্‌সেট্ ও বোম্বাই দ্বীপ মধ্যস্থ সমুদ্রসঙ্কটোপরি এক সেতু নির্ম্মিত হয়, তাহাতে সাল্‌সেট্ দ্বীপ-বাসিদিগের অনেক উপকার হইয়াছে; কিন্তু ঐ সেতু সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত না হওয়াতে যানবাহনাদির গমনাগমনে ক্লেশ হয়। তন্মোচনার্থে অধুনা সে স্থলে এক লৌহপথ নির্ম্মিত হইতেছে তাহা প্রস্তুত হইলে বোম্বাই হইতে টানা নগরের গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইবে।

সাল্‌সেট্ দ্বীপের অধিকাংশই পর্ব্বতে পরিপূর্ণ, এবং তাহার কোন ২ শিখর প্রকৃষ্ট উচ্চও বটে। ঐ পর্ব্বতের সমুদায়াংশ তরুগুল্মে সমাকীর্ণ—শৃঙ্গাগ্র পর্য্যন্ত সকল স্থানেই নিবিড় বন—সুতরাং তাহা অনেক ব্যাঘ্র ভল্লুক বানর কুক্কুটাদির নিবাস-স্থল হইয়াছে। মধ্যে২ অসভ্য বন্য জাতীয় মনুষ্যদিগেরও আবাস আছে। তাহারা বন দগ্ধ করিয়া অঙ্গার প্রস্তুত করত তাহা হিন্দু প্রজাদিগের আবাস-নিকটে রাখিয়া যায়; এবং ঐ হিন্দুরা সেই অঙ্গার লইয়া তাহার মূল্যস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে তণ্ডুল, বস্ত্র, লৌহাস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু তথায় রাখিয়া দেয়। যে সময়ে হিন্দুরা উপস্থিত না থাকে তখন ঐ অসভ্যেরা তথায় পুনরায় আসিয়া ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যায়; কিন্তু বিনিময়ীভূত বস্তু উপযুক্ত পরিমাণে না পাইলে তথায় পুনরায় অঙ্গার আনয়ন করে না। এই প্রকার বাণিজ্য ব্যতীত হিন্দুদিগের সহিত ঐ অসভ্যদিগের অন্য কোন সংস্রব নাই; ফলতঃ যে স্থলে বাক্যালাপের বৈমুখ্য সেখানে অন্য সংস্রবের সম্ভাবনা কি?

পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বত সকলের মধ্যগত নিম্ন ভূমি অর্থাৎ উপত্যকা সকল অতীব উর্ব্বরা; এবং তাহাতে নানাবিধ উত্তম দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঐ সকল স্থানে হিন্দু প্রজাদিগের বসতি আছে; এবং মধ্যে২ পর্টুগিস্‌দিগের জাতিসঙ্কর সন্ততিও অনেক আছে। এই পর্টুগিস্ সন্তানদিগের জাতি যে প্রকার সঙ্কীর্ণ, তাহাদিগের ধর্ম্মও তদ্রূপ—হিন্দু ও খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে মিশ্রিত।

সাল্‌সেট্ দ্বীপস্থ নগর সকলের মধ্যে টানা এবং ঘোরবন্দর নগর-দ্বয়ই প্রসিদ্ধ; এবং অধুনা তাহাদিগের ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। পরন্তু এই সকল নগরাদির নিমিত্তে সাল্‌সেট্ খ্যাত্যাপন্ন নহে; ইহাতে যে সকল গুহা আছে তাহাই ইহার বিখ্যাতির প্রধান কারণ। ইলোরার গুহা সকল যে প্রকারে পর্ব্বত খননদ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, প্রস্তাবিত গুহা সকলও তদ্রূপে নির্ম্মিত; ইহার কোন অংশ ইষ্টকাদিদ্বারা গ্রথিত নহে। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে ইলোরাস্থ গুহাসকলের কিয়দংশ হিন্দু দেবতাদিগের মূর্ত্তি স্থাপনার্থে ও অপর কিয়দংশ বুদ্ধ দেবের পূজার্থে নির্ম্মিত হইয়াছে; প্রস্তাবিত দ্বীপস্থ গুহা বিষয়েও সেই বাক্য বক্তব্য।

ঐ গুহা-সকল দ্বীপের অনেক স্থানে আছে। দ্বীপমধ্যস্থ আম্বলি গ্রামের এক ক্রোশ অন্তরে কতক গুলিন গুহা আছে; তাহাদিগের নাম "যোগেশ্বর গুহা"। ঐ গুহা-সকল তচ্চতুর্ব্বর্ত্তি-ভূম্যপেক্ষায় নিম্ন ভূমিতে স্থিত, সুতরাং তাহাতে গমনের পথ ক্রমশঃ ঢালু হইয়াছে; এবং তাহা প্রকাণ্ড বট-বৃক্ষদ্বারা আচ্ছাদিত হওয়াতে অতি সুরম্য বোধ হয়। গুহার পশ্চিম পার্শ্বে ৮ টি সোপান আছে; তদ্দ্বারা পুরোবর্ত্তি গুহার দ্বার-গৃহে* উপনীত হওয়া যায়। পূর্ব্বে ঐ দ্বারগৃহের প্রাচীরে অনেক মূর্ত্তি খোদিত

*বাটীর প্রধান দ্বার প্রবেশ মাত্রই যে গৃহে উপনীত হওয়াযায় তাহার নাম "দ্বারগৃহ"।

ছিল; কিন্তু বৃষ্টিদ্বারা অধুনা তাহা লুপ্ত হইয়াছে; কেবল দ্বার প্রান্তে যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট আছে। দ্বারগৃহের অব্যবহিত-পরেই এক চতুষ্কোণাকার বৃহৎ গৃহ দৃষ্ট হয়; তাহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ পরিমাণ তুল্য; উভয় দিগেই ৮০ হস্ত। তাহার ঊর্দ্ধ পরিমাণ ১০ হস্ত। ইলোরার গুহা-সকলেতে যে প্রকার স্তম্ভ আছে, তদ্রূপ বিংশতি স্তম্ভদ্বারা প্রস্তাবিত গৃহের মধ্যভাগে এক ষোড়শ হস্ত পরিমিত গৃহ প্রস্তুত হইয়াছে, এবং তন্মধ্যে এক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। গুহার দক্ষিণ প্রাচীরের বহিস্পৃষ্ঠ বিবিধ অবয়বে খোদিত; এবং তৎ সমুদায় এক প্রশস্ত বারাণ্ডায় আচ্ছাদিত। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক ক্ষুদ্র২ গৃহ আছে; ঐ গুহা সকল উপাসকদিগের বাসস্থান ছিল; তাহাতে কদাপি দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল, এমত বোধ হয় না।

উক্ত গুহার কিয়দ্দূর অন্তরে মাগাতানি গ্রামের এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অপর এক বৃহৎ গুহা আছে। পূর্ব্বকালে তাহা নানাবিধ প্রস্তর খোদিত পুত্তলিকায় সুসজ্জীভূত ছিল; কিন্তু তিন শত বৎসর হইল সাল্‌সেট্‌ দ্বীপ পোর্টুগিস্‌ জাতীয়দিগের অধীন হওয়াতে তৎকর্ত্তৃক ঐ পুত্তলিকা-সকল বিনষ্ট হইয়াছে; এবং পর্টুগিস্‌দিগের ঐ অকীর্ত্তির সাক্ষ্যস্বরূপ অধুনা এই গুহার উপরি এক গির্জ্জা নামক উপাসনা ঘর বর্ত্তমান আছে; পরন্তু সেই গির্জ্জা এক্ষণে সৌভাগ্য সম্পন্ন নহে; উপাসকেরা ও বিত্তাভাবে সম্যগ্রূপে ভ্রষ্ট হইয়াছে; বৌদ্ধদিগের গুহা ও পোর্টুগিস্‌দিগের গির্জ্জা, উভয়েই সমভাবাপন্ন, এবং ত্বরায় বিলুপ্ত হইবার প্রাগবস্থা-প্রাপ্ত হইয়াছে। গির্জ্জা সংস্থাপকের নামহইতে এই গুহা "মণ্টপিজির" নামে বিখ্যাত।

মণ্টপিজির গুহার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে ৫ ক্রোশ অন্তরে অপর কএক গুহা আছে। তাহা "কেনেরি" নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে স্থিত। ঐ গ্রাম বোম্বাই দ্বীপস্থ দুর্গ হইতে ১০ ক্রোশ অন্তর। যে পর্ব্বতে এই গুহা-সকল খোদিত হইয়াছে তাহার সর্ব্বাংশ অতি সুচারু বৃক্ষরাজিতে সুশোভিত; এবং তদ্দ্বারা ঐ গুহা-সকল সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন থাকে; সুতরাং দূরহইতে কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না; এবং দর্শকদিগের পক্ষে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশুর ভয়ও বৃদ্ধি হয়। ষোড়শশত বর্ষ পূর্ব্বে ফাহিয়ন্‌ নামা চীনদেশীয় জনৈক তীর্থযাত্রী কেনেরির গুহা দর্শন করণানন্তর তাহার বিবরণ স্বকীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন; তৎপাঠে বোধ হয় পূর্ব্বে এই গুহা ছয় তল ছিল; অধুনা তাহার তিন তল মাত্র অবশিষ্ট আছে।

গুহার সম্মুখে উপনীত হইলেই দুই বিশাল স্তম্ভ এবং এক গোপুর দৃষ্ট হয়। ঐ গোপুরের পশ্চাতে ২০ হস্ত দীর্ঘ ও ৮ হস্ত প্রস্থ দুই গৃহ আছে; এবং তৎপশ্চাতে ১৮ হস্ত পরিমিত অপর এক গৃহ; কিন্তু 'বোধ হয়' তাহা কদাপি সম্পূর্ণ হয় নাই। এই গৃহহইতে এক অসম পথদ্বারা অপর এক গুহায় উপনীত হওয়া যায়। পথিমধ্যে অর্দ্ধ-গোলাকার দুই প্রস্তর স্তূপ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিরা তাহাকে "দেহ গোপ" শব্দে কহে; কারণ ঐ পাষাণ-স্তূপমধ্যে তাহাদিগের সিদ্ধ পুরুষদিগের শরীরাবশেষ রক্ষিত হয়। কয়েক বর্ষ হইল বোম্বাই দেশবাসী বর্ড সাহেব ঐ স্তূপ খনন করাইয়া তাহার মূলহইতে এক রৌপ্য কৌটায় কিঞ্চিৎ ভস্ম, এবং এক প্রস্তর গহ্বর মধ্যে দুই তাম্র কৌটায় কিঞ্চিৎ ভস্ম, এক খণ্ড চুনি, এক মুক্তা, কয়েক খণ্ড স্বর্ণ, এবং এক সুবর্ণ কৌটায় এক খণ্ড বস্ত্র, প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাম্র কৌটার সন্নিকটে পালি * অক্ষরে

* প্রথম পর্ব্বের ৩০ পত্রে এই অক্ষর মুদ্রিত করা গিয়াছে।

বীজক খোদিত দুই খণ্ড তাম্র পত্র ছিল। ঐ বীজক পাঠে ব্যক্ত হইয়াছে যে কৌটাস্থ ভস্ম বৌদ্ধদিগের জনৈক সিদ্ধ পুরুষের দেহাবশেষ। তাহাতে নিম্ন লিখিত বৌদ্ধ বীজমন্ত্রও ছিল। ঐ মন্ত্র যথা,

"যে ধর্ম্মাহেতু প্রভবাস্তেষাং হেতুস্তথাগতঃ।
সুবাচ তেষাং নিরোধ এবং বাদী মহাসুবর্ণঃ"॥

(অর্থ) "যে সকল ধর্ম্ম্য পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে তৎসমুদয়ের আদিকারণ তথাগত কহিয়াছেন; তাহার ধ্বংসের কারণও মহাসুবর্ণ (অর্থাৎ বুদ্ধদেব) কহিয়াছেন"। এই বীজ-মন্ত্রের স্থানে২ পাঠান্তর হইয়া থাকে; পরন্তু বস্তুত ইহাই চীন, তাতার, তিব্বত, ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, লঙ্কা, প্রভৃতি সমস্ত দেশীয় বৌদ্ধেরা মহাবাক্য রূপে মান্য করত অহরহঃ উচ্চারণ করিয়া থাকে।

শেষোক্ত গুহার সম্মুখাকৃতি ৯৭ পত্রে মুদ্রিত করা গিয়াছে। তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে এক সোপানদ্বারা এই গুহা প্রবেশ করিতে হয়; ঐ সোপান সম্মুখবর্ত্তি গৃহের উভয় পার্শ্বে দুই সুদীর্ঘ স্তম্ভ এবং দুই দেহগোপ খোদিত আছে। তন্মধ্যে এক দেহগোপের মূলে অস্ফুট অক্ষরে কয়েক ছত্র খোদিত আছে, কিন্তু তাহার অর্থ অদ্যাপি প্রচার হয় নাই। সম্মুখ গৃহের বাম পার্শ্বে দুই ক্ষুদ্র গুহা এবং তন্মধ্যে পাঁচটি বৌদ্ধমূর্ত্তি আছে। দ্বারগৃহের পশ্চাতে তিন দ্বার ও তদুপরি পঞ্চ গবাক্ষ দৃষ্ট হয়। ঐ দ্বারদ্বারা অপর এক গুহাতে প্রবেশ করা যায়। তাহার অপর পার্শ্বে ১৫ হস্ত পরিমিত দুই বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। দ্বিতীয় গুহার পশ্চাতে অপর এক গুহা দৃষ্ট হয়; তাহাই এই স্থানের প্রধান মন্দির। ইহা দীর্ঘে ৫৩ হস্ত, এবং প্রস্থে ২০ হস্ত। ইহার চতুর্দ্দিগে এক স্তম্ভ শ্রেণী আছে; এবং ইহার ছাদ গোলাকার; কেবল স্তম্ভও প্রাচীর-মধ্যগত ছাদ চেপ্টা। স্তম্ভ সকলের অগ্রভাগ হস্ত্যাকারে সুসজ্জ। হস্তি সকলের শুণ্ডে কলস আছে। তাহারা ঐ কলসহইতে বটবৃক্ষোপরি জলসেচন করিতেছে এতাদৃশ ভঙ্গি বোধ হয়। মন্দিরের প্রান্তভাগে এক বৃহদাকার দেহগোপ আছে; এবং প্রাচীরের সর্ব্বত্র অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে; কিন্তু সেই সকলের চিত্র উপস্থিত না থাকায় অধুনা তাহার বিশেষ বর্ণনা করা বিফল বোধে প্রকাশ করণে ক্ষান্ত হইলাম। চিত্র প্রস্তুত হইলে এই আশ্চর্য্য গুহা-বিষয়ে আমাদিগের আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য হইবেক।

প্রবোধচন্দ্রোদয়।

বিদ্যার সহিত প্রবোধের জন্ম হইবার পূর্ব্বে পরাৎপর পরমাত্মার বন্ধন মোচন নিমিত্ত বিবেকের সমরোদ্যোগ দেখিয়া মহামোহ ক্রোধান্ধ হইল, এবং আপনার অনুচরদিগকে নিয়োগ করিবার নিমিত্ত স্বয়ং রঙ্গভূমিতে আসিয়া আদৌ দম্ভকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিল; "বৎস! শুনিয়াছ কুলাঙ্গার বিবেক অস্মদ্‌বংশ ধ্বংসনিমিত্ত কৃতোদ্যম হইয়া শমদমাদিকে নানা তীর্থে প্রেরণ করিয়াছে। অতএব আর কাল-বিলম্ব করিতে হইবে না, তুমি কামাদির সহিত পুণ্যক্ষেত্র বারাণসী গমনপূর্ব্বক চতুর্ব্বিধ আশ্রমিদিগের আশ্রমধর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মাও। আমি এক্ষণে তাহাদিগকে এতাদৃগ্ দুরবস্থাগ্রস্ত করিয়া রাখিয়াছি যে সকলে মদ্যপান বেশ্যাসঙ্গ দ্যূতক্রীড়াদিতে নিশাযাপন করিয়া দিবাভাগে আমরা অগ্নিহোত্রী তপস্বী ব্রহ্মচারী বলিয়া নিজ ব্রহ্মণ্য জ্ঞাপন পূর্ব্বক জগদ্বঞ্চনা করিতেছে"। এই অবসরে অহঙ্কারকে আগমন করিতে দেখিয়া দম্ভ মনে২ কহিতে লাগিল "ভা-

গারথী পার হইয়া এই যে পথিকটি আসিতেছেন, ইনি কে? বোধ হয় ইনি দক্ষিণ রাঢ়হইতে আসিয়া থাকিবেন। যদি তাহা হয় তবে ইহাঁর প্রমুখাৎ পিতামহ অহঙ্কারের বার্ত্তা শুনিতে পাইব”। ইহা কহিয়া রঙ্গভূমি হইতে প্রস্থান করিল।

পরে অহঙ্কার আসিয়া কহিতে লাগিল “আঃ! একি চমৎকার! পৃথিবী মধ্যে অধিকাংশ লোককেই মূর্খ দেখিতে পাই। ইহাদের কর্ণকুহরে প্রভাকর ও ভট্টের মত প্রবিষ্ট হয় নাই, এবং ন্যায়দর্শন, মধ্যমাগম, সামুদ্রিক এবং মীমাংসা গ্রন্থে ইহাদের কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টি নাই। দেখিতে পাই, বারাণসীস্থ সকলেই অর্থোপার্জ্জনতৎপর হইয়া শুকের ন্যায় কেবল স্বাধ্যায়পাঠনিরত, কিন্তু কেহই কিছু বুঝিতে পারে না। ঐ স্থানে যে সকল যতি রহিয়াছেন তাঁহারা কেবল নিজ ২ মুণ্ড মুণ্ডন ও পণ্ডিতাভিমান করিয়া শাস্ত্র সকলকে ব্যাকুল করিতেছেন; ইহাদের বুদ্ধিমাত্র নাই। কি আশ্চর্য্য ইহাদের মতে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবিরুদ্ধ পদার্থ প্রতিপন্ন করিয়া যদি বেদান্ত শাস্ত্রমধ্যে পরিগণিত হইল তবে বৌদ্ধেরা কি অপরাধ করিল। দূর হউক, ইহাদের সহিত বাঙ্মিশ্রণও দুরিতাবহ”। এই বলিয়া তৎপ্রসঙ্গ হইতে ক্ষান্ত হইল। পরে শৈব প্রভৃতিকে ন্যায়দর্শনের অনভিজ্ঞতাহেতু যৎপরোনাস্তি নিন্দা করিয়া তদ্দর্শনেও পরাঙ্মুখ হইল; এবং গঙ্গাতীরে কুশাসনোপরি উপবিষ্ট তাপসদিগকে ধূর্ত্ত দাম্ভিক এবং ধনিবঞ্চক বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। পরে কিয়দ্দূরে অজ্ঞাত দম্ভের আশ্রমে যাগারম্ভের নানা প্রকার চিহ্ন সন্দর্শন করিয়া অনুভব করিল “এ অবশ্যই কোন সাত্তিক ব্রাহ্মণের আশ্রম হইবেক, যেহেতু দেখিতেছি হোমধূমে অত্রত্য গগণমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে; অতএব এ আশ্রম আমার প্রবেশযোগ্য বটে”। এই চিন্তা করিতে২ দ্বারদেশে প্রবেশ করিয়া দেখিল এক ব্যক্তি সকল অবয়বে গঙ্গামৃত্তিকার তিলক করিয়া বসিয়া আছে। পরে সে তাহার সম্মুখীন হইয়া নমস্কার পূর্ব্বক কুশল প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিল। দম্ভ তাহাকে হুঙ্কারধ্বনিতে আসিতে নিবারণ করিলে তত্রত্য এক পরিচারক বটু তাহাকে বিজ্ঞাপন করিল যে “অধৌত পদে পুরপ্রবেশের অনুমতি নাই। অতএব তুমি আশ্রমের বাহিরে থাক”। তাহাতে অহঙ্কার ক্রোধভরে কহিল; “হায়! আমি ম্লেচ্ছদেশে আইলাম। এখানে গৃহী হইয়া শ্রোত্রিয় অতিথির আতিথ্য করে না”। দম্ভ তন্মুখবিনির্গত ঐ কথা শুনিয়া ভুজভঙ্গিতে তাহাকে আশ্বাস দিল, তাহাতে তত্রত্য এক জন পরিচারক তন্মর্ম্ম বুঝিয়া দম্ভকে কহিল “আপনি দূরদেশীয়, আপনার কুলাদির পরিচয় আমাদের এই আশ্রমী মহাশয় অবগত নহেন”। এই কথা শুনিবামাত্র অহঙ্কার অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া সাহঙ্কার বাক্যে আত্মপরিচয় প্রদান করিল। তদনন্তর দম্ভ বটুকে দিয়া তাহাকে পাদপ্রক্ষালনার্থ অনুরোধ করিল। অহঙ্কার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দম্ভের নিকট যাইতে উদ্যত হইতেছিল, দম্ভ বটুর প্রতি ইঙ্গিত করিলে পর সে তদনুসারে তাহাকে দূরে থাকিতে অনুমতি করিল। অহঙ্কার কহিল “শুন রে মূর্খ, আমাকে তুই সামান্য জ্ঞান করিস না। আমি নিমেষমধ্যে ইন্দ্র উপেন্দ্র প্রভৃতিকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতে পারি”।

দম্ভ এই কথা শ্রবণগোচর করিয়া ইনি আমাদের পূজ্যপদ পিতামহ অহঙ্কার ইহা নিশ্চয় করিয়া মহা সাদরে তাহাকে কহিল; “পিতামহ, প্রণাম করি; আমি লোভের পুত্র দম্ভ”। অহঙ্কারও পরিচয় পাইয়া বাৎসল্যভাবে কহিল;

“কে ও, পৌত্র; দম্ভ; আইস২ আহা চিরজীবী হও। দ্বাপরশেষে তোমাকে অতি শিশু দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে কলিযুগে তুমি এমত যুবা হইয়াছ। আমার এক্ষণে বার্দ্ধক্যহেতু জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য জন্মিয়াছে। বৎস দম্ভ তোমার পুত্র অসত্য ভাল আছে”। দম্ভ কহিল “হাঁ পিতামহ, সেই তনয় বিনা আমি ক্ষণকাল প্রাণধারণ করিতে সমর্থ হই না, একারণ তাহাকে আপন সমভিব্যাহারী করিয়া রাখিয়াছি”। অহঙ্কার আরো জিজ্ঞাসিল “বৎস তোমার পিতা লোভ ও তৃষ্ণা মাতা কুশলে আছে”। দম্ভ বলিল, “পিতামহ, মহারাজ মহামোহের নিদেশানুসারে তাঁহারাও এস্থানে আমার সমভিব্যাহারে আসিয়াছেন। আমরা সকলেই কোন কার্য্যার্থ এস্থলে তৎকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছি”। অহঙ্কার কহিল “দম্ভ, তবে বল দেখি, মহারাজ মহামোহের বিবেকহইতে যে অনিষ্ট বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম তাহার বিষয় কি হইল”। দম্ভ কহিল “তিনি এই নিত্যরূপা বিদ্যা ও প্রবোধোদয়ের জন্মভূমিস্বরূপ বারাণসীতে আসিয়া বাস করিতে বাসনা করিয়াছেন”। তৎশ্রবণে অহঙ্কার সশঙ্ক হইয়া কহিতে লাগিল “এরূপ করিলে ইহার কি প্রতীকার হইবেক, কেননা এস্থলে ভগবান্ বিশ্বেশ্বর জীবের প্রয়াণকালে স্বয়ং “তত্ত্বমসি” ইত্যাদি মহাবাক্যরূপ তারকব্রহ্মমন্ত্র কর্ণে প্রদান করিয়া থাকেন। তাহাতে তাহারা অনায়াসে ভবসাগর পার হইয়া যায়”। দম্ভ বলিল; “যাহা কহিলেন সত্য বটে; কিন্তু অবশেন্দ্রিয় রিপুপরতন্ত্র ব্যক্তিগণের পক্ষে তাদৃশ সম্ভব্য নহে, কেননা সত্ত্বস্থান সম্পন্ন মানবদিগেরই তীর্থফলপ্রাপ্তি শাস্ত্রে কহিয়াছেন”। ইতিমধ্যে নেপথ্য হইতে এক ধ্বনি হইল “মহামোহ সসৈন্য হইয়া বারাণসীতে আসিতেছেন”। ইহা শুনিয়া দম্ভকহিল “পিতামহ, আপনি কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করুন্। অহঙ্কার তাহাতে সম্মত হইলে পর তাহারা উভয়েই রঙ্গভূমিহইতে অপসৃত হইল।

অনন্তর যথানির্দ্দিষ্ট রাজা মহামোহ পরিবার সহিত রঙ্গভূমিতে আসিয়া আপন মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

“আত্মাস্তি দেহব্যতিরিক্তমূর্ত্তি-
র্ভোক্তা স লোকান্তরিতঃ ফলানাং।
আশেয়মাকাশতরোঃ প্রসূনাৎ
প্রথীয়সঃ স্বাদুফলপ্রসূতৌ”॥

“দেখ মূর্খদের এ কীদৃশী দুরাশা: ‘দেহব্যতিরিক্ত আত্মা স্বতন্ত্র আছেন, তিনি পরলোকে গমন করিয়া পুণ্য পাপ ফলরূপ সুখ দুঃখ ভোগ করেন’, এই প্রকার বলিয়া ইহারা আকাশকুসুমহইতে সুস্বাদু ফলপ্রাপ্তির প্রত্যাশায় কাল হরণ করিতেছে”। অর্থাৎ গগণপুষ্পের ন্যায় দেহাতিরিক্ত আত্মা ও পরলোকে স্বর্গ নরক প্রভৃতি সকলি মিথ্যা। কেবল পৌরাণিক প্রভৃতিরা কেবল মিথ্যা কল্পনাদ্বারা এই সমস্ত জগৎকে প্রতারণা করিতেছে। দেখ, ইহারা অসদ্বস্তুর সত্তা কল্পনা করিয়া সদ্বস্তুর সত্তাবাদিগণকে নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিয়া থাকে। কিন্তু ভূতসংযোগ ব্যতীত আত্মাকে কে কোথায় দেখিয়াছে কেহই বলিতে পারে না”। ইত্যাদি নানা ভর্ৎসনা করিয়া কহিল “বৌদ্ধধর্ম্ম সর্ব্বোৎকৃষ্ট। প্রত্যক্ষমাত্র প্রমাণ। অর্থ ও কাম পুরুষার্থ। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, এই চারি ভূত। কেবল এই ভূত চতুষ্টয় সংযোগেই দেহের চৈতন্য সম্পাদন হয়। তাহাই চেতনরূপ; এতদ্ব্যতিরিক্ত ভিন্ন আত্মা নাই; পরলোকও নাই, এবং মরণই মুক্তি। আমাদের তাৎপর্য্যগ্রাহি বৃহস্পতি ঠাকুর ও এতন্মত প্রকাশক শাস্ত্র করিয়া চার্ব্বাক হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

পরে চার্ব্বাকের শিষ্য পরম্পরায় ঐ শাস্ত্র পৃথিবীতে বহুলরূপে প্রচার হইয়াছে”।

তদনন্তর সশিষ্য চার্ব্বাক রঙ্গভূমি প্রবিষ্ট হইয়া অর্থশাস্ত্র ইতিহাসাদির ভূরিং প্রশংসা করত বেদকে ধূর্ত্ত প্রলপিত বলিয়া নিন্দা করিল, এবং কহিল; “কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্য নষ্ট হইলেও যদি যাজকদিগের স্বর্গ প্রত্যাশা থাকে তবে তাহারা দাবানল দগ্ধ পাদপের ফল কেন না আশ্বাস করে? মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধে যদি তৃপ্তি জম্মে, তাহা হইলে নির্ব্বাণদীপে তৈলপ্রদানে কেন না তাহার শিখা প্রদীপ্ত হয়”? পরে শিষ্য কহিল “গুরো ইষ্টভোগই যদি পরমার্থ হইল, তবে কেন তীর্থবাসিরা নিরর্থক কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠানে তৎপর হয়?” চার্ব্বাক কহিল; “ওহে, বুঝ না, যেমন পিতা মাতা অবোধ বালককে সান্ত্বনা জন্য মোদকদানের লোভ দেখান, তেমনি পৌরাণিকেরা নির্ব্বোধদিগকে ভাবি স্বর্গাদির আশা দেখাইয়া থাকে। বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি কামিনীদিগের সহিত সহবাস ও কঠোর তপস্যায় দেহ শোষণ, এই উভয়ের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ”। ইত্যাদি নানা প্রকার প্রশ্নোত্তর সমাধা হইলে পর চার্ব্বাক “জয় জীব” শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক মহামোহকে প্রণাম করিল। মহামোহ তাহাকে স্বাগত প্রশ্নাদি করিলেন। অনন্তর চার্ব্বাক রাজনির্দ্দিষ্ট আসন পরিগ্রহ করিয়া রাজার প্রতি কলির সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানাইল। রাজা কলির কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলে পর চার্ব্বাক কহিল “আপনার চরণপ্রসাদাৎ সমস্ত মঙ্গল। তিনি এখন সম্পাদিত কৃত্য হইয়াছেন, অবিলম্বেই আপনকার শ্রীচরণ দর্শন করিবেন”। ইত্যাদি বিবিধ প্রকার কথোপকথনান্তে চার্ব্বাক কহিল; “মহারাজ, তীর্থস্থলে বিদ্যা ও প্রবোধের উদয় স্বপ্নেও আশঙ্কা করিবেন না”। মহামোহ তৎশ্রবণে পরমানন্দে সে স্থানে ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর চার্ব্বাক কহিল, মহারাজ একটা অমঙ্গল দেখিতে পাই। বিষ্ণুভক্তি নাম্নী এক যোগিনী আছে; কলিপ্রভাবে যদিও তাহার কোন প্রতিভা নাই, তথাপি তদাশ্রিত ব্যক্তিদিগের প্রতি কোন অংশে দৃষ্টিপাত করিতে সক্ষম নহি”। তাহাতে মহামোহ “সে আমাদের পরম শত্রু বটে, এবং তাহার উচ্ছেদ আমাদের সুসম্পাদ্যও নহে”। মনেং এই কথা কহিয়া প্রকাশ করিয়া কহিলেন; কামক্রোধাদি সত্ত্বে তাহার প্রাদুর্ভাব কি রূপে সম্ভব হইবেক”? ইহাতে চার্ব্বাক কহিল; “হাঁ মহারাজ, ইহা সত্য বটে; কিন্তু বিজিগীষুর ক্ষুদ্র শত্রুকেও শঙ্কা করা উচিত”। অনন্তর মহামোহ “কে এখানে আছিস্ রে” বলিয়া শব্দ করিলে পর অসৎসঙ্গ নামে এক দৌবারিক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। মহামোহ তাহাকে কহিল; “কামাদিকে জানাও বিষ্ণুভক্তির সমূলে বিনাশের নিমিত্ত আদেশ করিতেছি”। ইহাতে সে “যে আজ্ঞা মহারাজ” বলিয়া প্রস্থান করিল।

অনন্তর পত্রহস্ত এক পুরুষ রঙ্গভূমিতে প্রবেশিয়া কহিল, “আমি উৎকলদেশহইতে আসিতেছি। তত্রত্য সাগরতীরে পুরুষোত্তমক্ষেত্র নামক এক তীর্থ আছে; তথাহইতে দম্ভ ও অহঙ্কার এই পত্র দিয়া আমাকে মহারাজের চরণসমীপে প্রেরণকরিয়াছেন। লিপি লইতে আজ্ঞা হউক”। ইহা বলিয়া রাজহস্তে পত্র দিল। রাজা কার্য্যান্তর ব্যপদেশে চার্ব্বাককে পাঠাইয়া পত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। পত্রে লেখা আছে যে “মহারাজের চরণপ্রসাদাৎ এ দাসদের মঙ্গল। পরন্তু এখন শ্রদ্ধার কন্যা শান্তিদেবী মাতার আনুকূল্যাবলম্বনে উপনিষদ্দেবীকে বিবেকের সহিত মিলন করাইবার জন্যে

অনেক যত্ন করিতেছেন, এবং বৈরাগ্য প্রভৃতিরাও নিষ্কামকর্ম্ম প্রচারে সচেষ্ট আছেন। কোন ২ স্থলে তাদৃশ কর্ম্মের দৃঢ়ানুষ্ঠানও দেখিতেছি, ইহাতে যথাবিহিত করিবেন ইতি"। এতৎপাঠে মহামোহ ক্রোধান্ধ হইয়া কহিল "আঃ, মূর্খেরা শান্তিহইতে কেন ভয় পাইল? কামাদি রিপুসত্ত্বে শান্তির আশা কেবল ভ্রান্তিমাত্র। হরি হর বিরিঞ্চিও তৎসত্ত্বে শান্তিপ্রাপ্ত হন নাই, অপরের কি রূপে সম্ভব হইবেক"? পরে দূতকে আদেশ করিলেন, শুন "নিষ্কামকর্ম্ম আমাদের নিরতিশয় অনিষ্টকর, অতএব কামের নিকট গিয়া আমার নিদেশ জানাও, সে অবিলম্বে যাইয়া তাহাকে দৃঢ় বন্ধন করিয়া এখানে আনয়ন করে"। দূত "যথাজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মহামোহ স্বয়ং উপায়ান্তরের অন্বেষণে কৃতোদ্যম হইয়া দ্বারাভিমুখে "কে আছিস্ রে" বলিয়া ডাকিলে পর এক জন দ্বারবান আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাহাকে ক্রোধ ও লোভকে ডাকিতে আদেশ করিলে সে তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিল। তাহারা প্রভু সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যথোচিত স্পর্দ্ধা করিতে লাগিল, এবং কহিল; "আমরা থাকিতে কি প্রকারে শান্তির উদয় সম্ভব হইতে পারে"।

পরে লোভ নেপথ্যাভিমুখে স্বপ্রেয়সী তৃষ্ণাকে আহ্বান করিল। তাহাতে সে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। লোভ তাহাকে শান্তির উদয় নিবারণ করিতে আদেশ করিলে পর সে কহিল, নাথ "আমি স্থিরযৌবনা, প্রত্যাশাস্বরূপা, আমার রূপ দেখিয়া জগৎশুদ্ধ মুগ্ধ রহিয়াছে, কোটি২ ব্রহ্মাণ্ডেও আমার তৃপ্তি জন্মে না; আপনার ভাবনা নাই, প্রভুর নিদেশ সফল করিতে আমার বিশিষ্ট মানস আছে"। এই অবসরে ক্রোধও আপন প্রণয়িণী হিংসাকে ডাকিল। সে আসিয়া কহিল; "নাথ, আমি তোমার অঙ্গসঙ্গিনী হইয়া নিরন্তর আছি, কি আজ্ঞা হয়"। ক্রোধ তাহাকে পূর্ব্ববৃত্তান্ত জানাইয়া কহিল, "যাহাতে শান্তি না জন্মে এতাদৃশ যত্ন করিও"। এই কহিয়া লোভ তৃষ্ণা ক্রোধ হিংসা চারি জনেই মহামোহের সম্মুখীন হইয়া জয়ধ্বনি করিল। রাজা তাহাদিগকে শান্তির বিরুদ্ধাচরণের বিষয় বিজ্ঞাপন করিয়া তাহার বিনাশে যত্ন করিতে অনুরোধ করিলে তাহারা "যে আজ্ঞা মহারাজ" বলিয়া বিদায় হইল।

এদিকে রাজা শান্তির উচ্ছেদের জন্য তম্মাতা শ্রদ্ধাকে উপনিষদ্দেবীর নিকটহইতে আকর্ষণ করিতে মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ নাস্তিকতা নাম্নী এক নিপুণা বারবিলাসিনীকে বিভ্রমবতী নাম্নী দাসীকে দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলেন। অবিলম্বেই বিভ্রমবতী তাহাকে লইয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত করিল। বহুদিনান্তে রাজসাক্ষাৎকার গমনে লজ্জা বোধ করিয়া মিথ্যাদৃষ্টি বিভ্রমবতীকে জানাইলে পর সে কহিল, সখি "এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু রাজা তোমাকে দেখিবামাত্র অচেতন হইবেন, তোমার সঙ্গে তাহার আলাপের সম্ভাবনা কি"? ইত্যাদি কথোপকথনান্তে রাজসাক্ষাৎকারে উপস্থিত হইল। রাজাও তাহাকে কার্য্যসম্পাদনে নিপুণ বুঝিয়া সমাদর করিতে লাগিলেন। তাহাতে মিথ্যাদৃষ্টি সভার মধ্যে মহারাজের ব্যবহারে লজ্জা পাই বলিয়া ভঙ্গিক্রমে কেলিগৃহ প্রবেশের সঙ্কেত করিয়া সকলে তৎস্থানহইতে প্রস্থান করিল।

সমনন্তর শান্তি প্রিয়সখী করুণাকে সমভিব্যাহারে লইয়া রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইল, এবং "হে মাতঃ শ্রদ্ধে, কোথায় আছ, দর্শন ও প্রতিবচন দেও"। বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

আর কহিল, "মাতঃ, তুমি পূর্ব্বে তপোবন ও তীর্থাদি পুণ্য স্থানে থাকিলে এক্ষণে কি রূপে পাষণ্ডহস্তগতা হইয়া কাল হরণ করিতেছ? আমা বিনা তুমি স্নান ভোজন শয়নাদি কিছুই করিতে না"। এই রূপ বিলাপ করিয়া নিজ সহচরী করুণাকে কহিল; "সখি, শুন, বিনা শ্রদ্ধায় আমার অবস্থান বিড়ম্বনামাত্র। অতএব তুমি চিতারচনা কর; অগ্নি প্রবেশিয়া দেহ অবসান করি"। ইত্যাদি কাতরোক্তি শ্রবণে করুণা করুণা করিয়া কান্দিতে২ কহিল; "সখি, ধৈর্য্য ধর। ক্ষণকাল ইতস্ততো অন্বেষণ করিয়া আসি। মহামোহভয়ে কোন না কোন নিভৃতস্থানে তিনি লুকাইয়া থাকিতেও পারেন। অগ্রেই প্রাণ ত্যাগের প্রয়োজন কি"? ইহাতে শান্তি কহিল; "সখি, আমি সকল আশ্রমিকে ও তাহাদের প্রত্যেক আশ্রমে অন্বেষণ করিয়াছি, কুত্রাপি তাহার কথাও শুনিলাম না"। ইহাতে করুণা কহিল; "সখি ক্ষণৈক বিলম্ব কর; আমি এখানেই শ্রদ্ধার অন্বেষণ করি"। এমত সময়ে মহামোহ দিগম্বর সিদ্ধান্তকে রঙ্গভূমিতে প্রেরণ করিলে সে তথায় আসিয়া বৌদ্ধমতের প্রশংসা ও বুদ্ধদেবের ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করত যজ্ঞাদির প্রাণিবধহেতু নিন্দা ও প্রত্যক্ষ সুখহেতু বিষয় ভোগাদির প্রশংসা করিতে লাগিল। ইহা শুনিয়া শান্তি ও করুণা উভয়ে ভয়প্রযুক্ত গোপনে দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সিদ্ধান্ত মহাশয়ের অনুরূপ বেশধারিণী শ্রদ্ধা রঙ্গভূমিতে প্রবেশিয়া "কি আজ্ঞা করেন প্রভু?" বলিয়া তাহার সম্মুখীনী হইল। এতদ্দর্শনে শান্তির মূর্চ্ছা হইল। করুণা কহিল; "সখি, আমি অহিংসার নিকটে শুনিয়াছি, পাষণ্ডগণের এক তামসী শ্রদ্ধা আছে সেই এ হইবেক; তুমি নাম শুনিয়াই ভীতা হইতেছ কেন? তোমার জননী সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা; তিনি এতাদৃশা নহেন। সে যাহা হউক, আইস আমরা এক্ষণে তাহাকে বৌদ্ধদের মধ্যে অন্বেষণ করি" ইহা বলিয়া ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে বুদ্ধাগম নামা এক জন ভিক্ষু পুস্তক হস্তে রঙ্গভূমিতে আসিয়া বৌদ্ধ মত প্রকাশিতে লাগিল, এবং তামসী শ্রদ্ধাকে ডাকিয়া ভিক্ষুদিগকে আলিঙ্গন করিতে অনুমতি করিল।

পরে দিগম্বর সিদ্ধান্ত ও সোম সিদ্ধান্তের সহিত সাক্ষাৎ এবং পরস্পারের মত প্রকাশ হয়। অনন্তর তথাহইতে যাইতে উদ্যতা হইয়া শান্তি ও করুণা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে সোমসিদ্ধান্ত রাজসী শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিল। করুণা শান্তিকে তাহার পরিচয় দিলেন। ক্ষণকাল বিলম্বে মহামোহের কার্য্য সম্পাদনার্থে সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাকে আহ্বান করিতে মনস্থ করিয়া সে কোথায় আছে তাহা জানিবার জন্যে জ্যোতিঃশাস্ত্র বলে গণনা করিতে উপক্রম করিল, এবং কহিল; "এক্ষণে বিষ্ণু ভক্তির সহিত সে মহাত্মা ব্যক্তিদের চিত্তে অবস্থিতি করিতেছে"। ইহা শুনিয়া করুণা শান্তিকে আশ্বাস প্রদান করিল। তদনন্তর শান্তি ও করুণা সোমসিদ্ধান্ত প্রভৃতির দুশ্চেষ্টা সকল বিষ্ণু ভক্তি দেবীর নিকটে গিয়া কহিবার জন্যে রঙ্গভূমিহইতে প্রস্থান করিল।

তদনন্তর রাজা বিবেক মীমাংসানুগতা মতির সহিত রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়া মহামোহকে যথোচিত ভর্ৎসনাদি করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ মতি তাহাকে নিবেদন করিলেন; "মহারাজ, শুনিয়াছি, পুণ্যানুষ্ঠানে দেবতারা সহায় হন। অতএব মহামোহের প্রধান বীর কামকে পরাজয় করিবার নিমিত্ত বিষ্ণুভক্তির যে আদেশ আছে, তাহাতে যত্ন কর; আমিও তোমার জন্য তাহার আশ্রয় লইয়াছি"। বিবেক কহিলেন; "তবে

এখন কাম পরাজয়ে বস্তু-বিচারকে প্রেরণ করি তুমি একবার তাহাকে ডাকিয়া দেও"। আজ্ঞা পাইবামাত্র মতি তাহাকে ডাকিয়া আনিল। সে রঙ্গভূমিতে দণ্ডায়মান ও ঊর্দ্ধদৃষ্টি হইয়া "তুই নিরন্তর মনোবর্ত্তী হইয়া সাধুদের ব্যাকুলতা জন্মাইস" বলিয়া যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিল। অনন্তর মতি তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা বিবেকের সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিলেন। বস্তু-বিচার যথা নিয়মে জয়ধ্বনি করত মহারাজকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে পর রাজা তাহাকে সন্নিহিত আসনে উপবেশন করাইলেন। পরে তিনি মহারাজ মহামোহের সহিত শত্রুতা নিবন্ধন আপনার সমরোদ্যোগ বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন; "আমি তোমাকে কাম বধে পাঠাইতে মনোনীত করিয়াছি। অতএব কহ দেখি, কোন্ অস্ত্রবিদ্যা প্রভাবে তাহাকে পরাজয় করিবে"। ইহা শুনিয়া বস্তুবিচার কহিল, "মহারাজ, কুসুমময় পঞ্চশর মাত্র যাহার সাধন তাহার পরাজয়ে কি অস্ত্রবিদ্যার প্রয়োজন আছে? ইন্দ্রিয়দ্বার সকল এককালে নিরোধ করিলেই তাহাকে কাযে ২ পরাজিত হইতে হইবেক, সন্দেহ নাই"। ইত্যাদি বাক্‌কৌশল শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হইয়া বিবেক বস্তুবিচারকে যৎপরোনাস্তি ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অনন্তর বস্তুবিচার চন্দ্র চন্দনাদিপ্রিয় মিত্রের সহিত কামজয়ের সাধন কামিনী পরাজয় বোধ করিয়া বিবেক সন্নিধানে নিবেদন করিল; "মহারাজ, শীঘ্র কাম-জয়ে আজ্ঞা প্রদান করুন, বিলম্বে প্রয়োজন নাই"। ইহাতে রাজা পরমানন্দে শত্রু জয়ার্থ তাহাকে সুসজ্জ হইতে আদেশ করিলে বস্তুবিচার যথাজ্ঞা বলিয়া রাজাকে প্রণাম ও নাট্যশালাহইতে প্রস্থান করিল।

অনন্তর বিবেক সুমতিকে দিয়া ক্রোধ জয়ার্থ ক্ষমাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। সে তদনুসারে ক্ষমাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিতা করিলে সে রাজাকে প্রণামাদি করিল। রাজা তাহাকে ক্রোধ জয়ার্থ আদেশ করিলেন। ইহাতে সে কহিল; "আপনার চরণকৃপায় কামকে পরাজয় করিতে পারি, তদনুচর ক্রোধকে পরাজয় করা কি বিচিত্র? আমি তো ইহা ঈষৎকর বোধ করি"। এই কথা শুনিয়া বিবেক তাহাকে ক্রোধ জয়ে নিযুক্ত করিলেন। সেও যথাজ্ঞা বলিয়া কার্য্যসাধনে প্রস্থান করিল। এই রূপে লোভজয়ার্থ সন্তোষকে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। অনন্তর বিবেক শত্রু জয়ার্থ সুসজ্জীভূত হইয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বারাণসী যাত্রা করিলেন।

সমনন্তর রঙ্গভূমে শ্রদ্ধা, বিষ্ণুভক্তি, ও শান্তি এই তিন জন আসিয়া পরস্পর যথাযোগ্য কথোপকথন করিল। তন্মধ্যে শ্রদ্ধাকে বিষ্ণুভক্তি বারাণসীর শুদ্ধ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে তিনি তাহাকে প্রতিকূলাচারি মহামোহাদির সমুচিত ফলপ্রাপ্তি বিজ্ঞাপন করিলেন। ইহাতে বিষ্ণুভক্তি বিশেষ বৃত্তান্ত শুশ্রূষায় শ্রদ্ধাকে আদ্যোপান্ত বর্ণন করিতে কহিলে সে তথায় উভয় পক্ষীয় সৈন্যের ব্যূহরচনায় অবস্থানাবধি বিবেকের ন্যায়শাস্ত্রকে দৌত্যকর্ম্মে নিয়োগপূর্ব্বক মহামোহের সমীপে তাহার অনুচরবর্গের সহিত পুণ্যতীর্থ ত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছরাজ্যে প্রস্থান করার আদেশ কহিয়া পাঠান পর্য্যন্ত সমুদায় বর্ণনা করিয়া কহিল; "বৎসে বিষ্ণুভক্তি, শ্রবণ কর, তাহার পরে যাহা ঘটিল তাহা তোমার নিকট বর্ণন করিতেছি। সেই উভয় পক্ষীয় তুমুলসংগ্রামে সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধদর্শন প্রেরিত চার্ব্বাকাদিমতরূপ সৈন্য সকল মর্দ্দন মাত্রেতেই বিনষ্ট হইল। অনন্তর বৌদ্ধশাস্ত্র সকল নির্মূল হইয়া বেদান্তাদি দর্শনরূপ পারাবারে

নিমগ্ন হইয়া গেল”। বিষ্ণুভক্তি কহিল; “সে যাহা হউক, শ্রদ্ধে, মহামোহের বৃত্তান্ত কহ দেখি”। ইহাতে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল; “মহামোহ এখন যোগের অন্তরায় কতক ব্যক্তি লইয়া কোন নিভৃতস্থানে গুপ্ত হইয়া আছে”। বিষ্ণুভক্তি কহিল; “তবে তো এখন মহা অনর্থের শেষ রহিয়াছে, ইহাকে উপেক্ষা করা কদাচ যুক্তিযুক্ত নহে। শাস্ত্রে, শত্রুর শেষ রাখিতে নিষেধ করিয়াছেন”। ইহা কহিয়া শান্তি মনের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে শ্রদ্ধা উত্তর করিল, মনঃ এক্ষণে পুত্র পৌত্রাদির বিনাশজন্য শোকে মরণোদ্যত হইয়াছেন”। এতচ্ছ্রবণে অট্ট অট্ট হাসিয়া বিষ্ণুভক্তি কহিতে লাগিল; “এমন, হইলেই আমরা কৃতকার্য্য হই, ও আত্মাও প্রাপ্তবৈরাগ্য হইতে পারে, অতএব আইস, আমরা মনের বৈরাগ্য জননের জন্যে আদৌ বেদান্তদর্শনকে প্রেরণ করি”। এই বলিয়া রঙ্গভূমিহইতে সকলেই প্রস্থান করিল।

তদনন্তর তথায় মনঃ ও সঙ্কল্প আসিয়া রাগদ্বেষাদি পুত্র, অসূয়াদি পুত্রী, তৃষ্ণাদি স্নুষা প্রভৃতি নিজ বংশের কালগ্রাসে পতন দেখিয়া যৎপরোনাস্তি পরীতাপ করিতে ২ মূর্চ্ছিত হইল। সঙ্কল্প তাহাকে নানা প্রবোধ বাক্যদ্বারা সান্ত্বনা করিলে পর মনঃ তাহাতে কহিল; এ “দুরবস্থার সময়ে আমার প্রাণসমা প্রিয়তমা প্রবৃত্তি কোথায়”? তাহাতে সঙ্কল্প উত্তর করিল “মহাশয়, তিনি কি এখনও জীবিতা আছেন? আমি শুনিয়াছি পুত্রাদির শোকে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন”। মনঃ প্রেয়সীর এতাদৃশী অমঙ্গলময়ী বার্ত্তা শ্রবণগোচর করিয়া মরণ ব্যবসায়ে কৃত নিশ্চয় হইয়া সঙ্কল্পকে চিতা রচনার্থ আদেশ করিলে পর তথায় বৈয়াসিকী সরস্বতী অর্থাৎ বেদান্তদর্শন আসিয়া তদানীং তাহার বৈরাগ্যোৎপত্তির নিমিত্ত নানা প্রকার প্রবোধ দিয়া কহিল, “হে মনঃ! তুমি কি কারণে এতাদৃশ শোকসাগরে নিমগ্ন হইতেছ। জলবুদ্বুদবৎ ক্ষণভঙ্গুর এই পাঞ্চভৌতিক দেহ বিনষ্ট হইয়া পঞ্চভূতেই মিশ্রিত হইয়াছে। আর আত্মা নিত্য পদার্থ, তাহার কোন অংশেই বিনাশ সম্ভব নহে। জন্যমাত্রের বিনাশ সর্ব্বথা অনির্ব্বার্য্য, ইহা তুমি বিশিষ্টরূপে অবগত আছ”। ইহা শ্রবণ করিয়া মনঃ তাহাকে নিবেদন করিল; “দেবি! তুমি যাহা কহিতেছ সকলই সত্য, কিন্তু শোকবিহ্বলচিত্তে বিবেক যে স্থান লাভ করিতেছে না তাহার কি উপায় করি? পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয় কদাচ এক অধিকরণে অবস্থিতি করিতে সমর্থ নহে”। ইহাতে ঐ সরস্বতী নানা প্রকার শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা পুত্রাদির কেবল অনিষ্টকারিতা সংস্থাপন করিলে পর মনঃ তাহার সমীপে ব্যগ্রতা সহকারে নিবেদন করিল; “দেবি যদি মমতাপাশচ্ছেদনের কোন বিশিষ্ট উপায় থাকে অন্বেষণ করুন”। ইহাতে সরস্বতী কহিলেন; “বৎস, ইহার প্রথম উপায় জন্যপদার্থ সকলের অনিত্যতা চিন্তন”। ইত্যাদি নানা উপদেশ শ্রবণ করিয়া মনঃ কহিল; “দেবি, এখন আমার ব্যামোহ প্রায় দূর হইল বটে, কিন্তু এই শোকযাতনাহইতে পরিত্রাণ পাই এমত কোন ঔষধ আজ্ঞা করুন”। ইহাতে সরস্বতী অচিন্তারূপ মহৌষধ সেবনের আদেশ করিলেন। তাহাতে মনঃ শোকোত্তীর্ণ হইয়া সরস্বতীর শরণাগত হইলে পর তিনি তাহার নিকটে পুত্রাদি বিয়োগজন্য শোক ইতরের হয় জ্ঞানিরা বৈরাগ্যকে সুদৃঢ় করে ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিলেন। অনন্তর বৈরাগ্য সেখানে উপস্থিত হইল। সরস্বতী মনের সহিত তাহাকে পরিচয় ও মিলন করিয়া দিলেন।

**
**

হরিদ্বারের মেলা।

হরিদ্বারের মেলা।

হরিদ্বার নগরী পরিমাণে অতি ক্ষুদ্র, এবং হর্ম্ম্যাদির বাহুল্যাভাবে আহার্য্য শোভায় বিহীন বটে, কিন্তু উত্তর ভাগে অনতিদূরে হিমগিরির ভূরি২ গণ্ড শৈল, এবং পশ্চাতে মনোহর অরণ্য সংলগ্নপ্রায়, ও সম্মুখে হিমালয়ের নির্ঝর হইতে বেগে পতনশীল ত্রিপথগার প্রবল জলপ্রবাহ বহমান হওয়াতে, স্বভাবতঃ পরম রমণীয়। সমীপবর্ত্তি পর্ব্বতের গৈরিকমৃত্তিকার স্বাভাবিক শোণিমাভায় উপরিস্থ নভোভাগ অরুণবর্ণ হইয়া সন্ধ্যাভ্র তুল্য চমৎকার শোভা বিস্তার করিতেছে। অপর ভাগীরথীতীরস্থ রাজপথের প্রান্তে একমাত্র অট্টালিকাবলী বিনির্ম্মিতা হইয়াছে বটে, কিন্তু চতুষ্পার্শ্ব পরিশূন্য থাকাতে তাহার শোভাতেও নগরীর রমণীয়তা বৃদ্ধিশীল হইতেছে; ফলতঃ তন্মাত্র অবলোকনেও অন্তঃকরণ সাতিশয় প্রফুল্ল হয়। হরিদ্বার নগর এতদ্দেশীয় কোন২ পুরাণশাস্ত্রে "গঙ্গাদ্বার" নামে প্রসিদ্ধ। অনুমান হয় যোগার্থ গ্রহণ পুরঃসর ঐ অভিধান সৃজন হইয়া থাকিবেক; যেহেতু গঙ্গানদী এই ভারতবর্ষের প্রশস্ত ভূভাগে স্বীয় স্রোতের বিস্তার করিয়া সাগর সহিত সঙ্গতা হইবার নিমিত্ত হিমালয়ের নির্ঝরহইতে পতনানন্তর ঐ স্থানের অদূর উত্তরেই প্রবহবতীরূপে দৃশ্যা হইয়াছেন; অতএব গঙ্গার আদিম দ্বার বলিয়া ঐ স্থানকে গঙ্গাদ্বার কহা অসঙ্গত নহে।

উক্ত নগরীর দৈর্ঘ্য প্রস্থ পরিমাণ অত্যন্ত অল্প; এবং তথায় রাজপথ বা গৃহাদির প্রাচুর্য্য নাই। তত্রত্য প্রশস্ত বর্ত্মমধ্যে একমাত্র রাজপথ আছে। তাহার প্রস্থ পরিমাণ দশ হস্তের অধিক নহে। তদ্ভিন্ন যে সকল পথ আছে তাহা পরিগণনীয় হইতে পারে না। অপর ইষ্টকালয় মধ্যে ভাগীরথীতীর সন্নিহিত অট্টালিকাই গণ্য। গঙ্গাতীরে "হরকা পৈরী" নামে এক সুশোভন ঘাট আছে। পূর্ব্বে ঐ ঘট্ট ক্ষুদ্রাকারে ছিল; ইংরাজদিগের অধিকারে অতি প্রশস্তরূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ ঘাটের উপরিভাগে ভাগীরথীর গর্ভেই দুই ভাগে বিভক্ত এক মন্দির আছে। তাহাতে মহাদেবের এক প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান। পরম্পরাগত চিরন্তনী কিম্বদন্তী এই যে ঐ ঘাটের নিকট মহাদেবের পদচিহ্ন ছিল, তন্নিমিত্ত ঐ তীর্থ অস্মরণীয় কালাবধি মহাদেবের নামান্তর (হর) হইতে "হরকা পৈরী" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছে।

গঙ্গানদী হিমালয়ের নির্ঝর হইতে নিপাতানন্তর হরিদ্বারের সম্মুখ দিয়া প্রথমতঃ প্রবহমানা হইয়াছেন। বোধ হয় এই কারণে শাস্ত্রানুসারে উক্ত স্থানের অধিক মাহাত্ম্য ও তাহা তীর্থ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যদিও হরিদ্বারে গঙ্গাস্নান জন্য পুণ্যাতিশয়ত্ব সকল সময়েই হইতে পারে, তথাপি সূর্য্য মেষরাশিস্থ হইলে অর্থাৎ বৈশাখমাসে বিশেষ ফলোপদেশ থাকিতে পারে; কেননা মেষসংক্রান্তির কিয়দ্দিন থাকিতে বহুদূর হইতে অসংখ্য লোক তীর্থযাত্রী হইয়া আগমন করিয়া থাকে। সেই সময়েই হরিদ্বারের মেলা হয়। মেলার নিমিত্ত যে কত লোকের সমাগম হয় তাহার সংখ্যা করা যায় না। দ্বাদশ বৎসর অন্তর তদুপরি আরো জনতা হইয়া থাকে। বৃহস্পতি নামক গ্রহ আপনার স্বাভাবিক গতিক্রমে দ্বাদশ বর্ষান্তে বৈশাখমাসে কুম্ভরাশিস্থ হন; সে সময় স্নানদানে ফলাধিক্য নির্দ্দিষ্ট থাকাতে অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসিয়া থাকে; দ্বাদশ বৎসরানন্তর যে মেলা হয় তাহাকে তত্রত্য লোকেরা "কুম্ভমেলা" বলে।

হরিদ্বারের মেলার উপলক্ষে হিন্দুস্থানের নানা প্রদেশে বিবিধ মানবমণ্ডলীর সমাগম হয়, তাহাদের মধ্যে যদিও ধর্ম্মার্থ তীর্থযাত্রী অধিক, তথাপি বাণিজ্যব্যবসায়ি প্রভৃতি লোকও অল্প সঙ্খ্যায় আগমন করে না। পঞ্জাব, কাবুল ইত্যাদি বহুদূরস্থ দেশহইতে অনেক বণিক্ ভূরি ২ বাণিজ্য দ্রব্য সমভিব্যাহারে ব্যবসায়ার্থে আসিয়া থাকে; এবং সমধিক লাভ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে। অপর অন্যান্য স্থানের মেলায় যদ্রূপ বসন ভূষণ ও ভোজনপাত্র পানপাত্র ইত্যাদি সামান্য পণ্য পণ্যবীথার মধ্যে প্রসারিত হয়, হরিদ্বারের মেলায় কেবল তদ্রূপ দ্রব্যসামগ্রীর ক্রয়বিক্রয় হয় না। ঐ মেলায় নানা জনপদ হইতে নানাবিধ ব্যবহার্য্য জীব জন্তু বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে। দূরদেশীয় পণ্যজীবিরা অপ্রাণি পণ্য যে সমস্ত হস্তি অশ্বাদি বাহনদ্বারা আনয়ন করে সে সকলও বিক্রয় করিয়া থাকে; অতএব বিক্রয়ার্থ কত পশু আনীত হয় তাহার সঙ্খ্যা করা যাইতে পারে না।

হরিদ্বার নগরীমধ্যে হট্ট বা বিক্রয়শালা অধিক নাই; সুতরাং মেলার উপলক্ষে যে সকল বিক্রেয় সামগ্রী দেশ বিদেশ হইতে আনীত হয়, তৎসমুদায় মাঠে ঘাটে নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রসারিত হইয়া থাকে; মেলার কিয়দ্দিন অগ্রে কতিপয় প্রশস্ত স্থানে কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত ভূরি ২ গৃহাদি নির্ম্মিত হয় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অপরিমিত পণ্য আনীত হয় যে সেই সকল আলয়েতে সমুদায় ব্যবসায়ির সম্পোষ্য হইতে পারে না; অতএব অনেকে অনাবৃত স্থানে দ্রব্যসামগ্রী স্থাপন পূর্ব্বক ক্রয়বিক্রয় করে। বাণিজ্যকারিদিগের পুঞ্জ ২ বাণিজ্য সামগ্রী এবং তীর্থযাত্রি ও ক্রয়বিক্রয়ি লোকের জনতা এই দুই বিষয়ে সকল স্থান এমত সঙ্কীর্ণ হয় যে স্বচ্ছন্দে গমনাগমনও দুর্ঘট হইয়া উঠে।

মেলার উপলক্ষে যে সমস্ত বাণিজ্য দ্রব্য আনীত হয় তন্মধ্যে নানাবিধ শুষ্ক সুস্বাদু ফল, ও কাশ্মীরীয় শাল এবং অশ্ব, উষ্ট্র প্রভৃতি পশু সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক স্থানের লোকেরা সে সকলের ক্রয় নিমিত্তও আগমন করিয়া থাকে।

হরিদ্বারের মেলায় নানা দেশের বাণিজ্যকারি লোকের বিশেষতঃ ভূয় ২ তীর্থযাত্রির সমাগমে যদিও অতিশয় জনতা হয়, এবং যদিও সমস্ত বৈশাখমাস গঙ্গাস্নান বিধেয় হওয়াতে ঐ জনতা দীর্ঘকাল থাকে, তথাপি সেখানে অবস্থানের অসুবিধা হয় না; নিকটবর্ত্তি স্থানের অধিকাংশ তীর্থযাত্রী স্নান পূজাদি ক্রিয়া কলাপ সমাপন পূর্ব্বক প্রত্যহ স্ব২ ভবনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে; সুতরাং নিশাভাগে জনতার অনেক হ্রাস হওয়াতে তীর্থবাসি ও ব্যবসায়ি লোকে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে। এই মেলায় কত লোকের সমাগম হয় এক্ষণে নিশ্চয় সঙ্খ্যা করা যাইতে পারে না। কিন্তু পূর্ব্বকালে যখন ঐ স্থান মহারাষ্ট্রীয় রাজার অধিকৃত ছিল তখন প্রত্যেক তীর্থযাত্রি ও বাণিজ্যকারির প্রতি কর নির্দ্ধারিত থাকাতে কিয়দংশ লোকের সঙ্খ্যা হইতে পারিত। কথিত আছে কোন২ বৎসর দ্বাদশ লক্ষ মনুষ্য একত্র হইয়াছে।

এই মেলায় যে রূপ অসঙ্খ্য মানব ও অন্যান্য অগণ্য জীব জন্তু একত্র সমাগত হয় তাহাতে তাহাদের আহারীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভাব হইবার সম্ভাবনা আছে; কেননা ক্ষুদ্র নগর হরিদ্বারের নিকট ক্ষেত্রাদিতে তাদৃশ অসঙ্খ্য প্রাণির সম্পোষণোপযুক্ত শস্যাদি উৎপন্ন হওয়া সম্ভাব্য নহে; কিন্তু এই জনতাতে কাহার পক্ষে কোন

দ্রব্যের অভাব হয় না। বাণিজ্যার্থ অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় বিবিধ ভক্ষ্যও নানা স্থান হইতে আনীত হইয়া থাকে। অপর তণ্ডুলাদি অহরহ ভূরি২ পরিমাণে ব্যবসায়ি লোককর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। পরন্তু দূরদেশ হইতে যে সকল বাণিজ্যকারী অন্যান্য পণ্য আনয়ন করে তাহারা আপনাদের খাদ্যসামগ্রী একেবারে প্রায় গৃহ হইতেই সঙ্গ্রহ করিয়া আনিয়া থাকে।

হরিদ্বারের মেলায় তীর্থযাত্রী ও ব্যবসায়ী লোকের যদ্রূপ জনতা হয় সন্ন্যাসী, যোগী, দণ্ডী, ইত্যাদি ভূরি২ উদাসীন লোকেরও সমাগম হওয়াতে তাহাদের জনতাও তদ্রূপ হইয়া থাকে; ফলতঃ ভারতবর্ষমধ্যে যে স্থানে যত প্রকার উদাসীন আছে প্রায় সকলেই আসিয়া থাকে। ঐ সকল লোক নানা বেশধারী, তাহাদের মধ্যে এক জাতীয় সন্ন্যাসির প্রতিমূর্ত্তি ১০৮ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত হইয়াছে।

উল্লেখিত উদাসীন লোকদিগের মধ্যে গোসাঁই নামে বিখ্যাত এক জাতীয় সন্ন্যাসী অতিশয় পরাক্রমী। তাহারা দলবদ্ধ হইয়া সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকার কালে ঐ গোসাঁইরা প্রায় সর্ব্বদা অত্যাচার করিত; কিন্তু ইদানী ইংরাজ রাজপুরুষদের শাসনে তাহাদের দমন হইয়াছে।

যে সকল ব্যক্তি পুণ্যোদ্দেশে হরিদ্বারের মেলায় গমন করেন তাঁহাদিগকে বিশেষ ব্রত নিয়ম বা শ্রাদ্ধ শান্তি কিছু করিতে হয় না। সঙ্কল্পবাক্য অভিলাপ পূর্ব্বক সকলেই গঙ্গাস্নান করেন। যাঁহারা স্বয়ং সঙ্কল্পবাক্য বিরচনে অক্ষম, পুরোহিতেরা তাঁহাদিগকে সঙ্কল্প করাইয়া থাকেন। অতএব উক্ত তীর্থে গঙ্গাস্নানই মুখ্যকর্ম্ম হওয়াতে স্নানকালে গঙ্গার গর্ভে ও তীরে লোকারণ্য হয়। ঐ স্থানে গঙ্গানদীর জল তিন হস্তের অনধিক গভীর হওয়াতে সকলে নীরে দণ্ডায়মান হইয়া স্নান তর্পণ সমাধা করেন; এবং অবলারাও অধিক দূরে গিয়া অবগাহন করিতে সঙ্কুচিতা হয় না। স্নান সমাপন হইলে তীর্থযাত্রিদের মধ্যে যে সকল পুরুষ মৃতপিতৃক এবং যে সমস্ত স্ত্রী বিধবা, তাহারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া কেশ সকল চতুষ্পথে নিক্ষেপ করেন। তাহার কারণ এই পরম্পরাগত জনপ্রবাদ আছে, যত অধিক সঙ্খ্যক ব্যক্তির চরণ করণক ঐ কেশ সংস্পৃষ্ট হয় কেশধারির তত পুণ্যবৃদ্ধি হইতে থাকে।

অপর তীর্থ যাত্রিরা হরিদ্বারের হরকা-পৈরী তীর্থে গঙ্গাস্নান করিয়া ঘট্টের উপরিস্থ দেব নিকেতনে প্রবেশ পূর্ব্বক তথায় মহাদেবের দর্শনপ্রণাম পূজনাদি করিয়া থাকে। কোন২ তীর্থযাত্রী সমধিক পুণ্যসঞ্চয় মানসে নিকটবর্ত্তি অন্যান্য তীর্থে গমন করেন। কিয়দ্দূরে পঞ্চতীর্থ নামক যে স্থান, তথায় অমৃতকুণ্ড, তপ্তকুণ্ড, রামকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, এবং সূর্য্যকুণ্ড নামে কুণ্ডপঞ্চক আছে। সে সকলেতে স্নান তর্পণাদি করিলে মহাফল হয় বলিয়া যাত্রিরা ঐ স্থানে গিয়া যথাবিধি ঐ সমস্ত ক্রিয়াকলাপ করে। কোন্২ যাত্রী ঐ তীর্থ সাঙ্গ করিয়া তথা হইতে হিমালয়ের যে নির্ঝর হইতে ভাগীরথী পতিত হইতেছে তদ্দর্শন মানসে তদভিমুখে গমন করিয়া থাকেন।

**
*

ভোজরাজার বিবরণ।

ভোজ রাজার নাম সকলেই শ্রুত আছেন; এবং ইনি বিদ্যানুরাগে সর্ব্বদৈব অনুরক্ত থাকিয়া বিদ্যাব্যবসায়িদিগকে বিদ্যানুরূপে ভূরি২ পা-

রিতোষিক প্রদান করিতেন, ও আজন্ম মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় এই অনুরাগেই প্রমত্ত ছিলেন, ইহাও অনেকে শ্রুত আছেন। কিন্তু ইহার প্রকৃত ইতিহাস কিছুমাত্র প্রচার নাই; ভোজ-প্রবন্ধাদি গ্রন্থে যাহা কিছু দৃষ্ট হয় তাহা অলীক-গল্পে পরিপূর্ণ; পরন্তু অন্য উপায় না থাকায় উক্তগ্রন্থে যে সকল বাক্য সম্ভব পর বোধ হয় তাহা এস্থলে সংক্ষেপে প্রকাশ করা যাইতেছে।

ধারা নামেবিখ্যাত নগরীতে সিন্ধুল নামা রাজা ছিলেন; তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় সাবিত্রী রাজ্ঞীর গর্ভহইতে এক পুত্র সমুৎপন্ন হয়। জ্যোতির্বেত্তারা ঐ বালকের নাম ভোজ রাখিয়াছিলেন। পুত্রটির পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম হইলে রাজা আপনার মরণ-সময় নিকটবর্ত্তী জানিয়া মনে২ বিচার করিতে লাগিলেন; "এই রাজ্য পুত্রকে কিম্বা মুঞ্জ ভ্রাতাকে অর্পণ করি? সমর্থ ভ্রাতা সত্ত্বে অপটু পুত্রকে দেওয়ায় লোকাপবাদ,এবং পুত্রের ক্লেশের সম্ভাবনা।" ইত্যাদি বিচারে ভ্রাতাকেই সর্ব্বতোভাবে রাজ্য দেওয়া শ্রেয় ভাবিয়া তাহাকে রাজ্যে অভিষিক্ত-করণপূর্ব্বক তাহার ক্রোড়ে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন।

বৃদ্ধ রাজার মরণানন্তর ভোজ বুদ্ধিসাগর নামা প্রধান অমাত্যকে পদচ্যুত করিয়া সেই পদে অন্য কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন। ইহা শুনিয়া মুঞ্জরাজা চিন্তায় ব্যাকুল হওত এক বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে স্বকীয় শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া বিচার করিতে লাগিলেন; "আমি অনুমান করি, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে এই ভোজ অত্যন্ত প্রতাপী হইবেক; আমি ইহার সম্পর্কে এবং বয়োপেক্ষাও মান্য, পরন্তু আমাকে তৃণবৎ মানিয়া সকল রাজকীয় কর্ম্ম করিতেছে। বোধ হয় আমি রাজলক্ষ্মী বিহীন হইলাম। ভোজ যখন বুদ্ধিসাগরকে পদচ্যুত করিয়াছে, তখন অবিলম্বে আমারও তাদৃশ গতি করিয়া আপনি একাকী রাজ্যাধিপতি হইবে এই ইহার বাসনা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।" ব্রাহ্মণ কহিল, "নৃপতে, এই সময়ে ইহার বিহিত উপায় না করিলে আপনার মঙ্গল-সম্ভাবনা অসম্ভাবনীয়া হইবে। এতাদৃশ বিষয়ে পরম্পরাসিদ্ধ এই মাত্র এক উপায় স্থিরীকৃত আছে। শত্রুকে ছোট বড় জ্ঞান না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার বিবিধপ্রকারে বিনাশ করিবে; কদাপি অবহেলা করিবে না। অন্যথা ব্যাধিবৎ; তদ্দ্বারাই সে বিনাশকে পায়। অতএব আপনার পক্ষেও এই সৎপরামর্শ।" রাজা এ প্রকারে পরামর্শ স্থির করিয়া আপনার পরম প্রীতিপাত্র বঙ্গদেশাধিপতি বৎস রাজার আহ্বান করণার্থে এক সুচতুর দূতকে পাঠাইলেন। দূতবার্ত্তা শুনিবামাত্র রাজা সসজ্জ হওত রথে আরোহণ করিয়া ধারা নগরাভিমুখে বেগে যাত্রা করিলেন। এবং যথাকালে উক্তনগরাধিপতি মহারাজের নিকটে উপনীত হইয়া প্রণামাদি কুশল প্রশ্ন করত রাজাজ্ঞায় যথোচিত স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। তৎক্ষণাৎ মুঞ্জরাজা সভাসদদিগকে বহিঃপ্রেরণ করিয়া বৎসরাজের নিকট স্বাভিপ্রায়কে ব্যক্ত করিয়া কহিলেন; "হে বৎসরাজ, রাজা তুষ্ট হইলে ভৃত্যবর্গের সম্মান করে; তাহারা আপনার প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া প্রত্যুপকারে তৎপর হয়। আমি তোমাকে কোন কার্য্যার্থে অনুরোধ করিব তুমি তাহার প্রতিপালনপূর্ব্বক আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ কর"। বৎসরাজ কহিলেন; "মহারাজ, আজ্ঞা করুন, আমি অবশ্য করিব"। রাজা বলিলেন, "হে বৎসরাজ, যে বনে ভুবনেশ্বরী দেবী আছেন সেই বনে উক্ত দেবীর প্রীত্যর্থে তাঁহার সম্মুখে ভোজের শিরশ্ছেদন করিয়া আমার নিক-

টে ঝটিতি আনয়ন করহ”। রাজার এতাদৃশ নিষ্ঠুর বাক্য-শ্রবণে বৎসরাজ সভয়ে গাত্রোত্থান করত নিবেদন করিলেন; “মহারাজ, আমি মহাশয়ের ভৃত্য, বহু প্রকারে প্রতিপালিত এবং অনুগৃহীত, আমার এতাদৃশ ক্ষমতা নাই যে মহাশয়ের বাক্যের প্রত্যুত্তর প্রদান করি; তথাপি এবিষয়ে অন্যায্য বোধ হইবায় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিব, অপরাধ মার্জ্জনা করিতে হইবেক। দেখুন প্রথমতঃ ভোজের প্রচুর ধন, বিপুল বল বা বহু সহায় নাই; কেবল সে পক্ষির তত্তুল্য উদর পরিপুর্ণ করত ইতস্ততো ভ্রমণদ্বারা দিনপাত করিতেছে। তদ্দ্বারা কি মহাপরাধ ঘটিল যে মহাশয়ের তদ্বধে এতাদৃশ উৎকট ইচ্ছা হইয়াছে”? এতৎবাক্য শ্রবণানন্তর রাজা বৎসরাজকে বুদ্ধিসাগরের বৃত্তান্ত আনুপুর্ব্বিক জ্ঞাত করাইলেন। তৎশ্রবণে ঈষৎ হাস্যপূর্ব্বক বৎসরাজ প্রত্যুত্তর দিলেন; “মহারাজ, দেখুন ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকার্থে যে দিন স্থির করিয়াছিলেন সেই দিনে শ্রীরামকে বনবাসার্থে যাত্রা করিতে হইয়া ছিল। মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেব ত্রিকালজ্ঞ হইয়াও পরদিবসের কথা জানিতে পারিলেন না। পাপিষ্ঠ কলিযুগী ব্রাহ্মণের কথায় সত্য জ্ঞান করিয়া আপনার প্রাণের প্রিয়তম মন্মথমুর্ত্তি ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহা মহাশয়ের সর্ব্বথা অকর্ত্তব্য। অপর দেখুন, ভোজের বিনাশ করাতেই মহাশয়ের অভীষ্ট সম্পন্ন হইবে ইহাও মনে করিবেন না; কারণ অত্যল্প দিবস মহাশয়ের রাজ্যপ্রাপ্তি হইয়াছে; ইতিমধ্যে যে মহাশয়ই রাজা এতাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয় সৈন্য সামন্ত প্রজাদিগের কাহারো হয় নাই। অনেকে কহে, মৃতরাজা রাজ্য পুত্রকেই দিয়াছেন, ভ্রাতাকে কেবল প্রতিনিধিস্বরূপ করিয়া গিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত ভোজ বালক থাকিবেন তত দিবস ইনিই রাজ্যের প্রতিপালন করিবেন, সমর্থ হইলে ভোজ রাজ্যপ্রাপ্ত হইবে। অতএব ভোজের বধ শুনিলে ঐ সকল সৈন্য সামন্ত প্রজা প্রভৃতি মহাশয়ের এই নগরকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিবে; অধিকন্তু মহাশয়ের উপরি আঘাত করাও আশ্চর্য্য নহে। অতএব এই বিষয়ে ক্ষান্ত হউন। পুত্রবধ সর্ব্বপ্রকারে অশ্রেয়স্কর।” বৎসরাজের এই সদুপদেশ-বাক্য-শ্রবণে রাজা অতিক্রোধান্বিত হইয়া বলিলেন, “বৎসরাজ, বোধ হয় তুমিই এই সমস্ত রাজ্যের অধিপতি; আমার সেবক কদাপি নহ। তাহা হইলে মদাজ্ঞা লঙ্ঘন কদাপি করিতে না”। বৎসরাজ সভয়ে কহিলেন, “মহারাজ, পূর্ব্বে যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন তাহাই করিব আর ক্রোধ প্রকাশিবেন না”। তদনন্তর সত্বরে উঠিয়া রাজাকে প্রণাম করত উক্ত কার্য্য সম্পাদনার্থে প্রস্থান করিলেন। তৎসময়ে বৎসরাজের ভয়ানক আকৃতি দর্শন করিয়া সম্পূর্ণ সভাসদ্ প্রভৃতি পলায়নচ্ছলতঃ স্ব২ ভবনে প্রবিষ্ট হইল। বৎসরাজ রাজসদনহইতে বহির্ভূত হইয়া তত্রত্য আবাসরক্ষণার্থে স্বকীয় ভৃত্যবর্গকে প্রেরণ করত এক দূতকে ভোজের অধ্যাপকের আহ্বান-নিমিত্ত পাঠাইলেন।

অধ্যাপক সমাগত হইলে বৎসরাজ প্রণাম করিয়া ভোজকে নিকটে আনিতে তাঁহার প্রতি আজ্ঞাপ্রদান করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ এক ছাত্রকে প্রেরণ করিলেন। সে ভোজ-নিকটে গিয়া তাঁহাকে পুনঃ২ আহ্বান করিল; কিন্তু ভোজ তাহা শুনিয়াও তথায়আগমন করিলেন না। ইহাতে বৎসরাজ কুপিত হইয়া স্বয়ং অন্তঃপুরহইতে বলাৎকারে ভোজকে ক্রোড়ে লইয়া রথে

সমারোহিত করত স্বহস্তে নগ্নখড়্গ ধারণপূর্ব্বক ভুবনেশ্বরী দেবীর মন্দিরাভিমুখে রথ চালান করিতে আজ্ঞা দিলেন। এই বাক্য শুনিবামাত্র পুরবাসি প্রজা সৈন্যগণ প্রভৃতি সকলে মহা-কোলাহলপূর্ব্বক খড়্গাদি শস্ত্র লইয়া বৎস-রাজের অভাবে অশ্ব গজ রথাদিকে সরোষে আঘাত করিতে লাগিল। ভোজমাতা দাসী প্রমুখাৎ এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বহুপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। বৎসরাজ সন্ধ্যার সময়ে ভুবনেশ্বরীমন্দিরের সম্মুখে ভোজকে উপ-নীত করিয়া কহিলেন; "রাজকুমার, তোমার ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করহ; তিনি এই নির্জ্জন অরণ্যে তোমাকে পরিত্রাণ করুন"। ভোজ কহিল, "ওহে বৎসরাজ, তুমি অবোধের সদৃশ বাক্য কহি-তেছ। দেখ কালবশতঃ সাক্ষাৎ রামচন্দ্রকে বনে যাইতে, বলিকে বন্ধনে নিবদ্ধ হইতে, বৃষ্ণিদিগকে নিধনহইতে হইল, এবং নলের রাজ্যচ্যুতি, দেব-তার কারাগারে স্থিতি, রাবণেরও মৃত্যু, হইয়াছে। কালেতেই সকল হয়। কেহ কাহাকে রক্ষা করে না"। ইত্যাদি অনেক শান্তিকারক বাক্য প্রকাশ করিয়া অবশেষে স্বকীয় জঙ্ঘাক্ষতহইতে উৎপন্নরুধির-দ্বারা এক পদ্য লিখিয়া সেই পদ্য বৎসরাজের হস্তে সমর্পণ করত কহিলেন; "বৎসরাজ, আর বিলম্ব কেন? যদর্থ আমাকে এই স্থানে আনিয়াছ, সেই কার্য্য সম্পন্ন করহ"। এতাদৃশ বালকের প্রগল্ভ বাণী শুনিয়া বৎসরাজের অনুজ জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা প্রতি সদুপদেশপ্রয়োগ করত কহিলেন; হে ভ্রাতঃ, ক্ষণভঙ্গুর শরীর ধারণ করিয়া রাজার প্রীত্যর্থে কি নিমিত্তে চিরস্থায়ি অস্মৎকুল-কলঙ্কদায়ি মহাপাতকপ্রদ কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই-তেছেন? দেখুন মরণানন্তর দেহসম্বন্ধি বন্ধুবান্ধ-বাদি কেহ আত্মার সঙ্গে যায় না; কেবল ধর্ম্মই সহগামী হয়। পরলোকে অধর্ম্ম-প্রতিকারের উপায় কদাপি হইতে পারে না; এ অধর্ম্ম করিলে অবশ্য নরক ভাগী হইতে হইবে"। এতাদৃশ অনুজের জ্ঞা-নোপদেশক-বাক্য শ্রবণে বৈরাগ্যোৎপত্তি হইবায় বৎসরাজ আপনাকে ধিক্কার করিয়া ভোজকে প্র-ণাম করত কহিল; "হে মহারাজ, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি আপনার ভৃত্যানুভৃত্য হইয়া এতাদৃশ অকর্ত্তব্য-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াতে নিতান্ত অপরাধি হইয়াছি"। ভোজ কহিলেন; "ইহা-তে তোমার কিঞ্চিন্মাত্র দোষ নাই, দোষ-গুণ স্বামিরই ধর্ত্তব্য; সেবকের কদাপি নহে"। এই প্রকারে সমাশ্বাসিত হইয়া বৎসরাজ ভোজকে আপন রথে প্রত্যানয়ন করত রাজভবনের গো-পন-স্থানে লুকাইত করিয়া রাখিল; এবং সিল্পি-দ্বারা নির্ম্মিত যথার্থ ভোজ-মুখানুরূপ এক কৃত্রিম মুখ হস্তে লইয়া মুঞ্জরাজার নিকট উপস্থিত হওত প্রণামপূর্ব্বক কহিল, "মহারাজ, যদর্থে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন তাহার ফলস্বরূপ এই ভোজের মস্তক লইয়া আপনার কার্য্য সফল করুন"। তদ্দৃষ্টে রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "বৎসরাজ, খড়্গ-প্রহার-সময়ে ভোজ কিছু বাক্য উচ্চারণ করিয়া-ছিল কি না"? বৎসরাজ বলিল; "মহারাজ, মুখব্যাপারে কোন বিশেষ কথা না কহিয়া বটপত্রে লিখিত এক পদ্য মহাশয়কে দিতে বলিয়াছিল, তাহা এই লউন"। রাজা ঐ পত্র লইয়া ক্ষণমাত্র রোদন করত কহিলেন; "বৎস-রাজ, এই মস্তক কোন দূর স্থানে নিক্ষেপ কর"। বৎসরাজ তন্নিক্ষেপার্থে বহির্গমন করিলে পর রাজা ব্রাহ্মণকে বটপত্রে লিখিত পদ্যপাঠে অনুরোধ করিলেন। ঐ পদ্য যথা,

"মান্ধাতা চ মহীপতিঃ কৃতযুগেলঙ্কারভূতো গতঃ
সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ ক্বাসৌ দশাস্যান্তকঃ।

অন্যে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যে চাভবন্ ভূভৃতো।
নৈকেনাপি সমঙ্গতা বসুমতির্ম্মন্যে ত্বয়া যাস্যতি॥”

অস্যার্থঃ। “পূর্ব্বে সত্যযুগে এই পৃথিবীতে অতি প্রতাপী মান্ধাতা প্রভৃতি মহান্ রাজা-সকল হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহারা সকলে একাকী পরলোকে গমন করেন; ত্রেতাযুগে অপার বারিধিতে প্রস্তরময়-সেতুবন্ধন, রাবণাদি-বধ, ইত্যাদি অদ্ভুত কার্য্য করণে সমর্থ শ্রীরামচন্দ্রও স্বধামে একাকী প্রস্থান করিয়াছিলেন; এতদ্ভিন্ন অপর যুধিষ্ঠিরাদি ভূরি২ মহারাজারাও একাকী লোকান্তর হইয়াছেন। এই পৃথিবী কাহারও সঙ্গে যায় নাই; কিন্তু বোধ করি ইহা তোমার সঙ্গে যাইতে পারিবে”। ঐ পদ্য শ্রবণে রাজা দুঃখান্বিত হইয়া রাণীর নিকটে বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং কহিলেন, “হে প্রিয়ে, পুত্রঘাতী মহাপাতকী আমাকে স্পর্শ করিও না। সম্প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণবর্গকে ঝটিতি আনয়ন করাও। যাহাতে আমি এই পাপহইতে মুক্ত হই, অগ্রে তাহারই চেষ্টা কর”। রাজার এতাদৃশ সকরুণবাণী শ্রবণ করিয়া রাজ্ঞী সত্বরে পুরোহিতকে ডাকিতে আজ্ঞা দিলেন। ব্রাহ্মণেরা শ্রবণমাত্রে রাজার নিকটে সমাগত হইয়া আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক নিবেদন করিলেন; “মহারাজ, কি নিমিত্তে আমাদিগকে আহূত করিয়াছেন”? রাজা কহিলেন “ভো ভট্টাচার্য্যমহাশয়েরা, আমি আমার ভ্রাতষ্পুত্রকে বধ করিয়াছি; ইহার যথার্থ কি প্রায়শ্চিত্ত হইতে পারে তাহা আপনারা বিবেচনা করিয়া আদেশ করুন”। তাঁহারা কহিলেন; “মহারাজ, আমরা মহাশয়ের নিতান্ত আশ্রিত অতএব কটু কথা বলিতে দুঃখ বোধ হয়, তথাপি শাস্ত্ররীত্যা ইহার প্রায়শ্চিত্ত সবস্ত্রে অগ্নিপ্রবেশ; পরে মহাশয়ের যাহা ইচ্ছা; আমরা বিধিনিষেধে অসমর্থ”। রাজা বলিলেন, “মহাশয়েরা যাহা বিবেচনাপূর্ব্বক আজ্ঞা করিলেন তাহা আমার পক্ষে অতি উত্তম হইয়াছে; মহাপাপী হইয়া জীবনাপেক্ষায় অগ্নিপ্রবেশে প্রাণত্যাগ করাই কর্ত্তব্য”।

এই কথা জনপরম্পরাদ্বারা তৎক্ষণাৎ নগরস্থ সকলেরই কর্ণগোচর হইয়া গেল। বুদ্ধিসাগরেরও কর্ণগত হইবামাত্র তিনি অত্যাশ্চর্য্য বোধ করিয়া ত্বরায় ভবনে উপনীত হইলেন, এবং দ্বারপালকে বলিলেন; “দ্বারপাল, ইতঃপর রাজভবনে কোন ব্যক্তিকে প্রবেশ করিতে দিও না, তাহা হইলে তুমি দণ্ডার্হ হইবে”। অতঃপর বৎসরাজের সহিত সাক্ষাৎ হইবায় তদ্দ্বারা রাজবৃত্তান্ত সমস্ত জ্ঞাত হইলেন। বৎসরাজ মৃদুস্বরে কহিলেন; “মহাশয়, আপনি মনে করিয়া থাকিবেন যে আমি যথার্থ ভোজকে বিনাশ করিয়াছি; বস্তুতঃ তাহা নহে। ঐ বার্ত্তা কেবল রাজার ভয়ে আমি জনরব করিয়াছি, ফলতঃ ভোজকে কোন গোপনীয় স্থানে লুক্কাইত করিয়া রাখিয়াছি; মহাশয়ের অনুমতি হইলেই সমানয়ন করিব”। এই বাক্য শ্রবণমাত্র অন্তরে পরমানন্দ প্রাপ্ত হওত দৃশ্যে সশোক-মুখাকৃতির অনুকরণাচরণকে অবলম্বন করত রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণতিপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইলেন। সভাতে রাজার সহিত উক্ত বার্ত্তার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে আন্দোলন হইতেছিল, ইতিমধ্যে দৃষ্টি হইল, সর্ব্বাঙ্গ বিভূতি-ভূষিত কাষায়-কৌপীনধারী স্ফটিক-কুণ্ডল-মণ্ডিত সাক্ষাৎ মন্মথমূর্ত্তি এক অপূর্ব্ব যোগী সভার সম্মুখে আসিতেছেন। তদ্দৃষ্টে বুদ্ধিসাগর গাত্রোত্থানপূর্ব্বক সপ্রণতি নিবেদন করিলেন, “হে যোগিন্, আসিতে আজ্ঞা হউক; অদ্য আমাদিগের পরমভাগ্য যে মহাশয়ের শ্রীচরণ-

দর্শন হইল”। পরে রাজা সম্মান পুরঃসর যোগিকে পবিত্রাসনে বসাইয়া নিবেদন করিলেন, “হে যোগিন্, ভ্রাতষ্পুত্রঘাতি মহাপাতকী পামরের গৃহে কি অভিপ্রায়ে পাদার্পণ করিলেন”? যোগী কহিলেন; “মহারাজ, তন্নিমিত্তে মনে ক্ষোভ করিবেন না; কল্য প্রাতঃকালে তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র আপনি তোমার নিকটে আসিবেন; পরন্তু আমি যাহা নিবেদন করিতেছি তাহা নিঃসন্দেহে নিষ্পন্ন কর। এই বুদ্ধিসাগর মন্ত্রিকে অদ্য রাত্রিতে হোমদ্রব্য লইয়া শ্মশানে পাঠাইয়া দিবেন। সে সময়ে আমিও সেই স্থানে থাকিব। কোন দেবতা-বিশেষোদ্দেশে হোমাদি করিব, তাহাতে মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রাণদান পাইবেন”। রাজা অতিহৃষ্ট হইয়া তদনুরূপ আজ্ঞা দিলেন। তদনন্তর বুদ্ধিসাগর প্রভাতের প্রাক্কালে উচ্চৈঃশব্দে সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন “যে এক যোগী শ্মশানে হোমাদি বিধানে ভোজের জীবিত প্রদান করিলেন”। বুদ্ধিসাগরের বিশ্বস্ত এই বাণী শ্রবণ করিয়া নগরস্থ সকলেই চমৎকৃত এবং আনন্দিত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে বুদ্ধিসাগর অমাত্যবর্গ যোগি সমভিব্যাহারে সর্ব্বাভরণ ভূষিত ভোজকে পুরোবর্ত্তী করিয়া রাজভবনের অতি সন্নিহিত সদনে উপনীত হওত যথোচিত আসনে সন্নিবিষ্ট হইলেন। পরে স্বীয় কথোপকথন রাজার কর্ণগোচর হয় এমত অভিপ্রায় বুদ্ধিসাগর যোগিকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন “মহাশয়; আপনি ভোজের প্রাণ দান করিয়াছেন এতন্নিমিত্ত কিঞ্চিৎ পারিতোষিক গ্রহণ করিতে হইবেক”। যোগি কহিলেন; “আমাদিগের সর্ব্বত্রই নিবাস স্থান, ভিক্ষান্ন, নদী সরোবরস্থ জল, বল্কল বস্ত্র ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই সুপ্রাপ্য আছে, অতএব তদর্থে অর্থ লওয়া ব্যর্থ। উপভোগ ব্যতিরেকে কেবল সঞ্চয় করায় ফলাভাব। আমরা গুরূপদেশানুসারে সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করি; এবং যে স্থানে মনুষ্যকে বিপদাপন্ন দেখি, কেবল পরোপকারার্থে তাহার তৎক্ষণাৎ গুরুপ্রসাদাৎ প্রতীকার করিয়া থাকি। তাহাতে প্রাপ্তীচ্ছার কিছু মাত্র উল্লেখ নাই”। রাজা কুড্যান্তরিত হইতে ইহা শুনিয়া যোগি প্রভৃতিকে সভায় আনিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহারা রাজাজ্ঞানুসারে সভায় গমন সময়ে বহুবিধ বাদ্যাদি-কুতূহলে ভোজকে অগ্রবর্ত্তি করিয়া রাজসভায় উপস্থিতিপূর্ব্বক যথাযোগ্য প্রণামাদি করিয়া উপবিষ্ট হইলেন। রাজা যোগির চরণকমলে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ করিয়া ভোজকে আলিঙ্গন করত রোদন করিতে লাগিলেন; এবং ভোজের বহু প্রকার পরিতোষ বাক্যে রোদনে নিবৃত্ত হইয়া অধোবদন হওত তাহাকে রাজসিংহাসনে সংস্থাপনপূর্ব্বক নিখিলরাজ্য সমর্পণ করিলেন, এবং কতিপয় গ্রাম প্রত্যেক স্বপুত্রদিগকে প্রদান করিয়া স্বয়ং স্বপত্নী সহিত তপস্যা সাধনার্থে তপোবনে যাত্রা করিলেন।

ভোজরাজা পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রধান মন্ত্রি বুদ্ধিসাগরের সৎপরামর্শানুসারে সুখে রাজ্যপ্রতিপালন করিতে লাগিলেন। রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ বুদ্ধিসাগরই করিতেন, রাজা কেবল পণ্ডিত-জনমণ্ডলীকৃত গদ্যপদ্যাবলী-শ্রবণ-লীলা-কৌতূহলপীযূষ-পানেই অবিরত রত থাকিতেন। অতএব তাঁহার বিদ্যানুরাগিতা গুণজ্ঞতা দাতৃত্বাদি গুণ সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল। ঐ প্রযুক্ত পুষ্প সুরভিদ্বারা সমাকর্ষিত ভ্রমরের ন্যায় বিবিধ-বিদ্যা-বিজ্ঞ-বুধজনেরা রাজসমাজে সমাগত হইয়া কীর্ত্তি-বর্ণন-বিষয়ে

স্বকৃত পদ্য শ্রবণ করাইতে বাধিত হইত। রাজা তৎশ্রবণ করত প্রচুরমুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিতেন। অভাবতঃ জঘন্য সংস্কৃতে বা ইতর-ভাষাতেও যে যে পদ্য নিবদ্ধ করিয়া শ্রবণ করাইত তাহাকেও প্রতি পদ্যে লক্ষমুদ্রা পুরস্কার দিতেন। ইহাতে বোধ হয় যে তৎকালের বিদ্যাব্যবসায়িরা অতি সুখে অনায়াসে কাল-যাপন করিতেন।

[কোন আত্মীয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকটহইতে এই প্রস্তাব প্রাপ্তহইয়া অবিকল প্রকাশ করিলাম। ভোজ প্রবন্ধের নীরহইতে ক্ষীর বিভিন্ন করা কিদৃশ কঠিন তাহা এই প্রস্তাব লেখক কি পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইয়াছেন তাহা আমরা শ্রুত হই নাই; পরন্তু তাহা পাঠক মহাশয়েরা এতৎ পাঠে অনায়াসে অনুমান করিতে পারিবেন। "প্রতি পদে লক্ষ মুদ্রা"!!! একথা শুনিলে ভোজরাজ প্রতিবর্ষে কয়জন পণ্ডিতের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন এই প্রশ্ন মনে উদয় হয়। বিঃ সং সং।]

মেষভুক্।

গত পরশ্ব অপরাহ্ণে কএক জন আত্মীয় সমভিব্যাহারে প্রীতিভোজন করিতেছিলাম, এমত সময়ে কেহ নিয়মাতিরেক আহার করাতে বহ্বাহারিদিগের প্রসঙ্গে অনেক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা উল্লেখিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে এক মেষাহারির বিবরণ অত্যন্ত অদ্ভুত; বোধ হয়, পাঠক-মহাশয়েরা তাহার শ্রবণে বিস্ময়াপন্ন হইতে পারেন।

বক্তব্য আখ্যায়িকা যে পরম সত্য ইহাতে কোন সন্দেহ নাই; কারণ ইংরাজদিগের জনৈক প্রধান সেনাপতি মেজর জেনেরল্ হার্ডউয়িক্ সাহেব স্বচক্ষে ঐ মেষাহারিকে নিম্নে প্রকাশ্য পৈশাচিক কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া তাহার বিবরণ লিপি-বদ্ধ-করত লণ্ডন নগরীয় আসিয়াটিক সোসাইট্যাখ্য সভার সাময়িক গ্রন্থের তৃতীয় পর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছেন।

তিনি লেখেন ইংরাজি ১৭৯৬ অব্দের ৩ রা মার্চ মাসের প্রাতঃকালে উক্ত মেষভোগী আপনার গুরু ও মেষদ্বয়-সমভিব্যাবহারে ফতেঃগড় নগরের সেনানিবাসে উপনীত হয়। তাহাকে দর্শন করণার্থে তত্রত্য অনেক প্রসিদ্ধ সাহেব ও হিন্দু ও মোসলমান একত্র হইলে পর সে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ বক্তৃতা করণানন্তর পুরোবর্ত্তি মেষের পৃষ্ঠদেশে দংশন করণপূর্ব্বক আপন দন্তদ্বার তাহাকে শূন্যে উত্তোলন করিলেক, এবং ক্ষণেককাল তদবস্থায় রাখিয়া পরে মস্তক ঘূর্ণায়মান করিয়া তাহাকে ভূম্যুপরি নিক্ষেপ করিল। অতঃপর ভূমিতে জানুরোপণ পূর্ব্বক স্বয়ং উপবেশন করত মেষের পাদচতুষ্টয় প্রসারণ করিয়া ধরিল; এবং দন্তদ্বারা তাহার উদর বিদারণ করিতে লাগিল। মেষের উদর বিদীর্ণ হইলে পর ঐ পিশাচ-প্রকৃতি তন্মধ্যে আপন মস্তক প্রবৃষ্ট করাইয়া শোণিত পান করিতে লাগিল, এবং তিন চারি পল পর্য্যন্ত রক্তশোষণ করণানন্তর শোণিত-বিলেপিত বিকৃতাকার মুণ্ড মেষোদরহইতে বহিষ্কৃত করিয়া প্রশংসা প্রত্যাশায় দর্শকদিগের প্রতি বিলোকন করিলেক।

অতঃপর ঐ দুস্পৃহ-আম-মাংস-ভোজী মেষের চর্ম্ম নির্মুক্ত করিয়া মস্তক, হস্ত, পদ, পর্শুকাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পৃথক্ করত তদুপরি কিঞ্চিৎ ধূলি-লেপন করিল, এবং ঐ ধূলি লেপন বিষয়ে দর্শকদিগকে কহিল, যে তাহা করাতে সে অনায়াসে অস্থিহইতে মাংস ও শিরা ছিন্ন করিতে পারিবেক। মাংস-সকল ধূলায় ধূসর হইলে পর সে ব্যক্তি তৎসমুদায় অনা-

মেষভুক্।

গ্রাসে ভক্ষণ করিলেক; অস্থি ভিন্ন কিছু মাত্র অবশিষ্ট রাখিলেক না; অধিকন্তু মাংসের সহিত তল্লিপ্ত ধূলি-পটলও অক্লেশে ঐ পৈশাচিকের জঠারানলে নিক্ষিপ্ত হইল। মাংস সমুদায় ভুক্ত হইলে পর সে ব্যক্তি কএকটি অর্কপত্র চর্ব্বণ করত তাহার দুগ্ধ পান করিয়া দর্শকদিগকে কহিল, "আমি যাহা ভক্ষণ করিয়াছি তৎসমুদায় এই রসের সাহায্যে ত্বরায় জীর্ণ হইয়া যাইবেক, এই ক্ষণে আপনাদিগের অনুমতি হইলে অপর মেষটিকে ভক্ষণ করি"।

উপরে যে ছবি প্রকাশ করা গেল তাহাতে এই শেষ বক্তৃতার অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে। দক্ষিণ পার্শ্বে দণ্ডায়মান সুদীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট বৃদ্ধটি এই বাতাহারির গুরু। ইহাঁরা উভয়ে বহুকাল একত্র কালযাপন

করিয়াছিলেন। ইষ্ট দেবটি শিষ্যের ন্যায় আমমাংসে রত ছিলেন না; শিষ্যের ভুক্তাবশেষ অস্থি সিদ্ধ করত কিঞ্চিৎ ঝোল প্রস্তুত করিয়া তদবলম্বনে দিনপাত করিতেন; কিন্তু শিষ্যটি তৎসময়ে ক্ষান্ত থাকিতেন না; গুরুর প্রসাদ ঝোল ও তদুপযুক্ত অন্ন ভক্ষণে তাঁহার তুল্যাবয়ব মনুষ্যকে অনায়াসে লজ্জান্বিত করিতেন। পরন্তু যে ব্যক্তি অম্লানমুখে এককালে দুইটি স্থূলকায় মেষের আম মাংস ভোজন করিতে পারে, সে তৎপরে অপরাহ্লে অন্যাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজন করিবে ইহাতে প্রশংসাধিক্য হয় না। গুরু শিষ্য উভয়েই রাজবারা-দেশবাসি হিন্দু। ইহারা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমে অনেক স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল; যে গ্রামে গমন করিত তথাকার গেহিনীরা পাছে মেষভুক্ অবি-মাংসাভাবে নৃশিশু আস্বাদনে উদ্যত হয়, ইত্যাশঙ্কায় আপন২ অবগণ্ড অপত্যদিগকে লুক্কায়িত করিত।

১৯ সে বৈশাখ; ১২৬০।

কণিকাসমুচ্চয়।

যাদৃশ দ্রব্য তাদৃশ মূল্য।

এক জন কবি কোন কৃপণ ধনির নিকট গিয়া ধনির যথেষ্ট প্রশংসা করিল। ধনী সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন; “হে কবিবর, অদ্য আমার নিকট টাকা নাই, কল্য তুমি আইলে তোমাকে কিঞ্চিৎ পারিতোষিক দিব”। পর দিন কবি অর্থ প্রত্যাশায় ধনির নিকট গিয়া পারিতোষিক যাচঞা করিলে পর ধনী কহিল; “আপনি কেবল কথা দ্বারা আমাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। আমিও তোমাকে পারিতোষিক প্রদানের কথায় তুষ্ট করিয়াছি; প্রকৃত ধন কিমর্থে দিব?”

সুচতুর তার্কিক।

এক জন মোসলমান কোন স্বজাতীয় পণ্ডিতের নিকট উপনীত হইয়া কহিল; “মহাশয়, আমার তিনটি সন্দেহ হইয়াছে, তাহা ভঞ্জন করিতে অনুমতি করুন।

১ প্রশ্ন। সকলে কহে পরমেশ্বর সকল স্থানে আছেন, তবে কেন তাঁহাকে দেখিতে পাই না?

২ প্রশ্ন। প্রবাদ আছে মনুষ্যহইতে কোন কর্ম্ম হয় না, সকল কর্ম্ম পরমেশ্বর করেন; তবে কি প্রকারে পাপ করণের শাস্তি মনুষ্যের প্রতি বিধান হইতে পারে?

৩ প্রশ্ন। শাস্ত্রে কহে শয়তানেরা সর্ব্বদা পাপাচরণে রত থাকে এতৎপ্রযুক্ত তাহাদিগকে সৃষ্টিকর্ত্তা অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া রাখিয়াছেন; ইহাও উক্ত আছে ঐ শয়তানদিগের শরীর তেজঃ পদার্থে নির্ম্মিত; অতএব এ স্থলে জিজ্ঞাস্য অগ্নিতে ঐ তেজঃ পদার্থের কি শাস্তি হইতে পারে?”

এই বাক্য শ্রবণে পণ্ডিত কোন প্রত্যুক্তি না করিয়া ঐ প্রশ্নকর্ত্তার মস্তকে একটা মৃৎপিণ্ড নিক্ষেপ করিল। প্রশ্নকর্ত্তা লোষ্টাঘাতে রাগান্ধ হইয়া বিচারকর্ত্তা কাজির নিকট গমনপূর্ব্বক বিচার প্রার্থনা করিল। কাজি উক্ত পণ্ডিতকে ডাকাইয়া কহিলেন; “হে পণ্ডিত, তুমি প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ইহাকে কি কারণে আঘাত করিয়াছ?” পণ্ডিত কহিলেন; “ধর্ম্মাবতার, আমি তাহাকে মারি নাই, ঐ লোষ্ট্রাঘাতে তাহার প্রশ্ন ত্রয়ের উত্তর প্রদান করিয়াছি। প্রথমতঃ প্রশ্নকর্ত্তা কহে তাহার শিরে লোষ্ট্রাঘাতে বেদনা হইয়াছে; অথচ কোন্ স্থানে কি প্রকারে বেদনা হইয়াছে তাহা দৃষ্টিগোচর নহে। দ্বিতীয়তঃ সে কহে, সকল কর্ম্ম পরমেশ্বর করেন তবে আমি কি প্রকারে উহাকে মারিলাম? তৃতীয়তঃ সে কহে

তেজঃ পদার্থকে তেজে দাহ করিতে পারে না, তাহা হইলে মৃত্তিকার শরীরকে মৃৎপিণ্ডে কি প্রকারে পীড়া দিতে পারে”?

সুল্‌তান্ মহম্মদ।

সুল্‌তান্ মহম্মদ এইযাজ্ নামক মন্ত্রিকে যথেষ্ট বিশ্বাস করিতেন; একারণ অন্য কর্ম্মাচারিরা তাহার প্রতি হিংসা করিয়া বাদশাহের নিকট সর্ব্বদা কহিত; “এইযাজ্ প্রতিদিন রাজভাণ্ডারে নির্জ্জনে যাইয়া থাকে, বোধ হয়, রাজদ্রব্য হরণ করিয়া লয়”। কিন্তু বাদশাহ স্বচক্ষে না দেখিলে ঐ কথায় বিশ্বাস করিতে স্বীকৃত হইলেন না। পরে এক দিবস এইযাজ্ আপন নিয়ম মত রাজভাণ্ডারে প্রবেশ করিলে পর তাহার বিদ্বেষিরা বাদশাহকে সংবাদ করিল। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ স্বয়ং আগমন পূর্ব্বক রাজকোষের এক গবাক্ষ দ্বারা দৃষ্টি করিলেন যে এইযাজ্ একটা সিন্দুকহইতে এক খানি জীর্ণ বস্ত্র লইয়া রাজমন্ত্রির পরিচ্ছদ ত্যাগ করত ঐ জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিল; এবং ক্ষণকাল পরে তাহা পুনর্ব্বার দেহহইতে বিমুক্ত করতঃ সেই সিন্দুকে রাখিয়া রাজপ্রসাদ বস্ত্র পরিধান করিল। বাদশাহ তদ্দৃষ্টে ধনাগারে প্রবেশ পূর্ব্বক এইযাজকে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। এইযাজ্ কহিল; “ধর্ম্মাবতার, আমি আপনার প্রসাদে অত্যুচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছি; কি জানি এই ধনমদে আমার অহঙ্কার জন্মে, একারণ আমার পূর্ব্ব দরিদ্রাবস্থার পরিধেয় বস্ত্রখানি যত্ন করিয়া রাখিয়াছি; প্রত্যহ এক বার তাহা পরিধান করি, যাহাতে পূর্ব্ব দৈন্য অবস্থা স্মরণ হইয়া এক্ষণকার উচ্চ অবস্থায় গর্ব্বিত এবং অসৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত না হই”। বাদশাহ ঐ বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন।

ধূর্ত্ত আরব।

এক জন ধূর্ত্ত ক্ষুধার্ত্ত পথিক দেখিলেক যে এক জন এয়াবারী মোসলমান জলাশয়ের তীরে বসিয়া ভোজন করিতেছে, সম্মুখে একটা কুক্কুর বসিয়া আছে। পথিক তন্নিকটে শিষ্টাচারে কহিল; “মহাশয় আমি তোমার বাটীহইতে আসিতেছি”। এয়াবারি কহিল; “বাটীর কুশল? আমার স্ত্রী ও পুত্র ও উষ্ট্র ও কুক্কুর ভাল আছে”? পথিক কহিল “সকলেরই কুশল”। তৎশ্রবণে এয়াবারি কিছু প্রত্যুক্তি না করিয়া আহার করিতে লাগিল। ধূর্ত্ত মনে২ বিচার করিল, এ ব্যক্তি আহার করিতে সম্বোধন করিল না; স্বয়ং ভোজন শেষ করিতে লাগিল, অতএব অন্য উপায় করা কর্ত্তব্য। পরে সম্মুখস্থ কুক্কুরটির প্রতি লক্ষ করিয়া কহিল, “হে এয়াবারি; তোমার কুকুরটি জীবিত থাকিত এই কুক্কুরটির তুল্য বড় হইত”। এয়াবারি জিজ্ঞাসিল; “আমার কুক্কুর কি মরিয়াছে”? ধূর্ত্ত কহিল “তোমার উষ্ট্রের মাংস যথেষ্ট খাইয়া উদর স্ফীত হইয়া মরিয়াছে”। “উষ্ট্র কেন মরিল”? ধূর্ত্ত উত্তর দিল “তোমার স্ত্রীর মৃত্যু হওয়ায় সে তৃণপানাভাবে মরিয়াছে”। এয়াবারি প্রশ্ন করিল “স্ত্রী কি প্রকারে মরিল”? ধূর্ত্ত কহিল “তোমার পুত্রের মৃত্যু হইবায় শোকে কাতর হইয়া মরিয়াছে”? “পুত্র কি প্রকারে মরিল”? ধূর্ত্ত প্রত্যুত্তর দিল “ঘরের ছাদ পতনে তোমার পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে”। এয়াবারি এই রূপ আপন সর্ব্বনাশের সংবাদ শুবণে অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া অন্নত্যাগ করত আপন বাটীর তত্ত্ব লইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে প্রস্থান করিল। ধূর্ত্ত সেই অবকাশে তাহার ভুক্তাবশেষ অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া সুখে ভোজন করিল।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, জ্যৈষ্ঠ। [১৮ খণ্ড।

(পারস্‌দিগের প্রাতরাশ।)
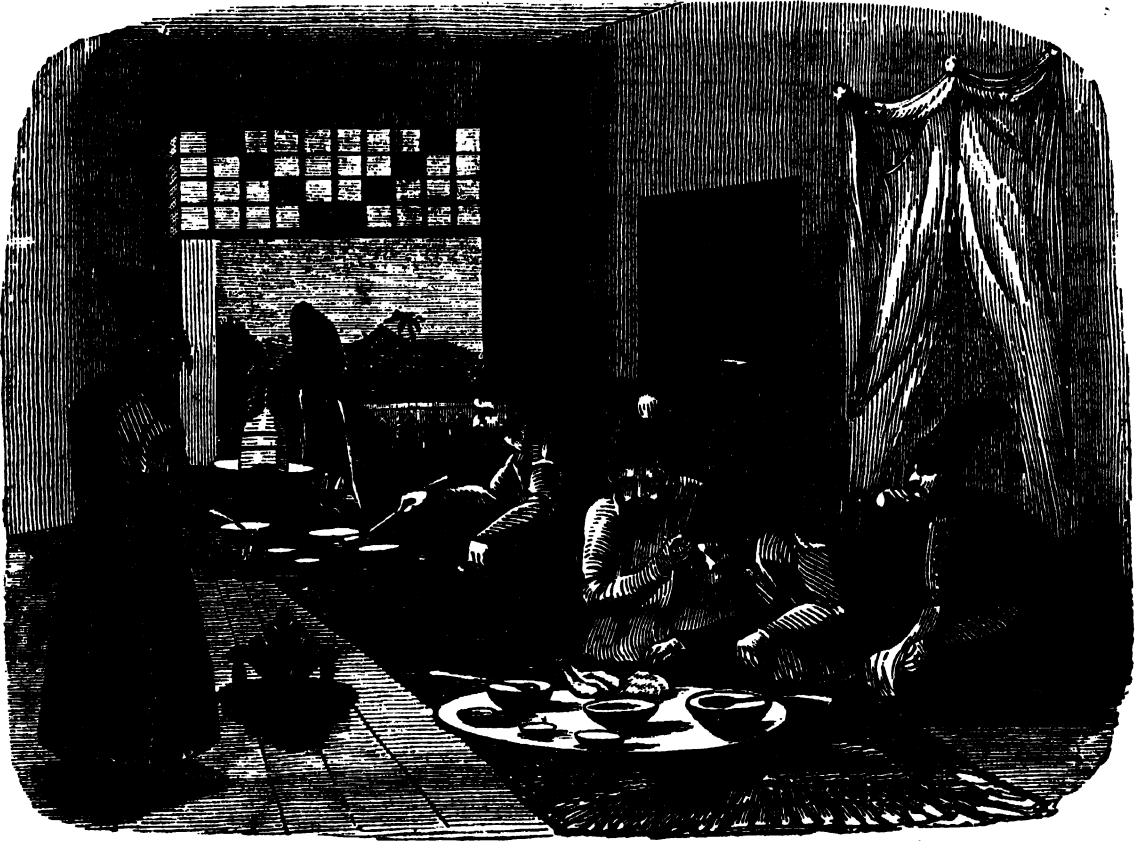
পাঠান্‌দিগের চরিত্র।

এতৎ পত্রের প্রথম পর্ব্বে (১২৬ পত্রে) পাঠান্ জাতির বিবরণ এবং তদীয় স্ত্রীদিগের অবস্থা-বিষয়ে দুই প্রস্তাব প্রকটিত হইয়াছে; অধুনা তাহাদিগের চরিত্র বিষয়ে যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করা অভিপ্রেত।

পাঠান্‌দিগের প্রধান ধর্ম্ম অতিথিসপর্য্যা; তৎসাধনে তাহারা সর্ব্বদা অনুরক্ত থাকে; সহস্র অনিষ্ট ঘটিলেও কোনক্রমে তৎকর্ম্মে বিরত হয় না। পৃথিবীমধ্যে আরবজাতীয়েরা অতিথিসেবায় সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; পরন্তু এতদ্বিষয়ে পাঠান্ জাতীয়েরা আরবহইতে নিকৃষ্ট নহে; তাহাদিগেরও প্রধান পৌরুষ্য অতিথিসেবা। যে ব্যক্তি

তৎকার্য্যে বিমুখ তাহাকে তাহারা অত্যন্ত অধম—কুলাঙ্গার—জ্ঞান করে; ফলতঃ তাহাদিগের পক্ষে আতিথ্যে বিমুখ এবং জাতি-ভ্রষ্ট এই উভয় পদ তুল্য রূপে কটূক্তি-বোধক হয়; এবং উভয়ার্থে তাহারা "পুস্তান্‌বলী বিহীন" এই বাক্য প্রয়োগ করে।

এই অতিথিসেবায় পাত্রাপাত্রের বিচার নাই; হিন্দু মোসলমান সকলেই ইহার ফলভোগী হইয়া থাকে। অত্যন্ত দরিদ্র ব্যক্তিও আফ্‌গানস্তান দেশের এক প্রান্তহইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে হইলে কদাপি অন্নাভাবে ক্লেশ পায় না; পাঠান্‌দিগের আতিথ্য-পরতার সাহায্যে সে সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিতে পারে। গৃহস্থেরা ঐ অতিথিসেবায় আপনাদিগকে শ্লাঘ্য করিয়া মানে; ও কদাচ কোন গৃহস্থ প্রতিবাসির গৃহে সমাগত অতিথিকে অপর কেহ আপন গৃহে আহ্বান করিয়া আনিলে ঐ গৃহস্থ দ্বয়ের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হয়।

এতদ্বিষয়ে পাঠান্‌দিগের মধ্যে এক আশ্চর্য্য-ব্যবহার আছে। কাহার কোন উৎকট প্রার্থনা থাকিলে সে ব্যক্তি অভিপ্রেত গৃহে উপনীত হইয়া ঐ প্রার্থনা প্রকাশ করত যে পর্য্যন্ত তাহা সফল না হয় তদবধি পান ভোজন বা আসন গ্রহণে অস্বীকার করে; এবং গৃহস্থ ঐ অনুরোধ গুরুতর জ্ঞান করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ প্রার্থনাপূরণে স্বীকৃত হয়; তাহাতে আপনার নিতান্ত অমঙ্গল হইবেক এ বোধ না হইলে কদাপি অস্বীকার করেন না। এই ব্যাপারের নাম "নান্নাবতি"। স্ত্রীলোকেরা অন্যের গৃহে গিয়া নান্নাবতি-প্রতিপালনে অক্ষম হইলে, যাহার নিকট নান্নাবতি দিবেক তাহার সদনে আপনার অবগুণ্ঠনীয় বস্ত্র প্রেরণ করে। যে ব্যক্তি ঐ অবগুণ্ঠন প্রাপ্ত হয় সে আপন সম্মান রক্ষার্থে অবগুণ্ঠন-প্রেরিকার অভিপ্রায় তৎক্ষণাৎ সফল করে। এই উপায়-দ্বারা অনেক গুরুতর কর্ম্মও নিষ্পাদিত হইয়া থাকে। তিমুরশাহের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ত্রী প্রধান উজির সর্ফরাজখাঁর নিকট আপন অবগুণ্ঠনীয় বস্ত্র প্রেরণ করিয়া আপন পুত্র শাহ-জেমানকে রাজ্যপ্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। সর্ফরাজখাঁ তিমুর শাহের জেষ্ঠজকে রাজ্যাভিষেক করিতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু এই অনুরোধ-বশতঃ তৎক্ষণাৎ তাঁহার মতান্তর হয়। এতদ্দেশে যাহাকে "ধর্ণাদেওয়া" কহে নান্নাবতিও তদনুরূপ; পরন্তু ধর্ণায় দাতা ভোক্তা কাহার পক্ষে শ্লাঘ্যতা নাই; নান্নাবতি উভয় পক্ষেই শ্লাঘ্য কর।

পাঠান্‌ জাতীয়েরা অনেকেই দস্যুবৃত্তিতে তৎপর, এবং পথিকদিগকে একাকী পাইলে তাহার সম্পত্তি অপহরণে প্রায় ত্রুটি করে না, কিন্তু গৃহে অতিথি সমাগত হইবামাত্র গৃহস্বামী সম্যগ্‌রূপে তাহার মঙ্গলচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়, এবং যে পর্য্যন্ত সে ব্যক্তি গৃহে উপস্থিত থাকে সে পর্য্যন্ত তাহার রক্ষণাবেক্ষণে যৎপরোনাস্তি আগ্রহ প্রকাশ করে। কোন দুর্দ্দান্ত শত্রু অতিথি-বেশে গৃহে সমাগত হইলে তাহাকেও যথাযোগ্য গ্রাসাচ্ছাদন-প্রদান করে; কোন ক্রমে আতিথ্যচারে ব্যতিক্রম করে না; অধিকন্তু যে গ্রামে অতিথি সমাগত হয় তত্রত্য সকলেই তাহার মঙ্গল চেষ্টায় ব্যগ্র হইয়া শত্রুহইতে তাহাকে রক্ষা করে; তৎপ্রযুক্ত অনেকে এক গ্রামে পরদুহিতাপহরণপূর্ব্বক অন্য গ্রামে পলায়ন করত সেই কন্যার জ্ঞাতি-পরিজনের ক্রোধহইতে অনায়াসে রক্ষা পায়; অনেক নরঘাতকেরাও এতদ্রূপে রাজদণ্ডহইতে ত্রাণ পাইয়াছে।

পাঠান্‌, পারস্‌, আরব্‌ ইত্যাদি সকল মোশলমানেরা একাসনে আহার করিয়া থাকে, এবং

একত্রে ভোজনের অনির্বচনীয় প্রেম সম্যগ্রূপে অনুভব করিয়া থাকে। ১২১ পত্রে পারস্দিগের ভোজের এক চিত্র মুদ্রিত করা গিয়াছে; তদ্দৃষ্টে তদবস্থার বিবরণ অনায়াসে সুব্যক্ত হইবে। ভোক্তাদিগের মস্তকে টুপির পরিবর্ত্তে উষ্ণীষ থাকিলেই পাঠান্দিগের চিত্র হইত; চিত্রকর-প্রমাদে অন্যথা হইয়াছে।

একত্রে ভোজনে যে প্রকার পরস্পর প্রীতি জন্মে তাহা স্মরণ করিলে * এবং পাঠান্দিগের আতিথ্যভক্তির বিবরণ পাঠ করিলে, কদাপি বোধ হয় না যে তাহারা পথিকদিগের অনিষ্টে ব্যগ্র হইবে; তথাচ এবিষয়ে তাহাদিগের এক অত্যন্ত কুব্যবহার আছে। প্রাতঃকালে যে ব্যক্তিকে অতিথিজ্ঞানে গ্রামস্থ সকলে আহ্লাদপূর্ব্বক অন্ন-পানাদিদ্বারা তুষ্ট করে, এবং আপদ্ হইতে তাহাকে রক্ষাকরণার্থে স্ব ২ প্রাণসমর্পণে উদ্যত থাকে, অপরাহ্নে গ্রামান্তরে একক পাইলে সেই অতিথির সর্ব্বস্বাপহরণে অনায়াসে প্রবৃত্ত হয়, ক্ষণমাত্রের নিমিত্তে মনে দ্বিধা কল্পনা করে না।

প্রস্তাবিত জাতীয়েরা অতিথি সেবায় যাদৃশ তৎপর আত্মীয়-স্বজন-সহ প্রীতিভোজনেও তদ্রূপ; গৃহে একটি মেষ বলি হইলেই গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ চারি পাঁচ জন আত্মীয় বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া সকলে একত্রে প্রীতি-ভোজনে প্রবৃত্ত হয়। এই ভোজে কোন বিশেষ খাদ্য-দ্রব্যের আয়োজন করণের আবশ্যক প্রায় থাকে না;—মেষমাংসের ঝোল ও রুটিকা হইলেই সকলে পরিতৃপ্ত হয়; পরন্তু অন্ন ব্যঞ্জনেরও প্রাচুর্য্য থাকে। অপর ভোজন সময়ে পরিচিত ব্যক্তি গৃহে সমাগত হইলে গৃহস্বামী কদাপি তাহাকে অনাহারে প্রতিগমন করিতে দেয় না; যৎসামান্য যে কিছু দ্রব্য গৃহে প্রস্তুত থাকে তদবলম্বনেই উভয়ে একত্রে ভোজন করে। তাহাদের পেয় দ্রব্য তক্র, এবং রামতুলসীর বীজ-মিশ্রিত সর্করাজল। কোন২ স্থানে মেষ দুগ্ধে এক প্রকার মাদক দ্রব্যও প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু তাহা পাঠান্দিগের প্রসিদ্ধ নহে।

কাবুল ও তন্নিকটস্থ স্থানে নানাবিধ সুখাদ্য ফল অত্যন্ত প্রচুররূপে জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তাহাও পাঠান্দিগের এক প্রধান খাদ্য। তথায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রাক্ষা এক পয়সায় একসের পরিমাণে বিক্রীত হয়। স্থূলত্বক্-শ্বেত-অঙ্গুর যাহা কার্পাশ আচ্ছাদিত করিয়া বহু যত্নে কলিকাতায় নীত হইয়া এক বা দুই টাকায় দুই শতটি বিক্রীত হইয়া থাকে, কাবুল দেশে তাহা ক্রেতব্য নহে; অত্যন্ত অধম বোধে প্রায় সকলে তাহা ভক্ষণ করে না; কেবল গবাদির ভক্ষণনিমিত্ত তাহা সঙ্গৃহীত হয়। ৩ পয়সায় উত্তম দাড়িম্বের সের, এবং সুখাদ্য সেবৃফল এক টাকায় ২।৷০ মন বিক্রীত হইয়া থাকে। বাদাম, খোবানি, আলুবোখারা, ইত্যাদি অপর উৎকৃষ্ট ফল সকলও অত্যন্ত সুলভ। মূলা, সালগাম, কপি, সসা, ফুটি, অলাবু, ইত্যাদি দ্রব্য এক পয়সায় অনায়াসে ৮—১০ সের প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ভোজনান্তে পাঠানেরা ধূম্রপান, * নস্য গ্রহণ ও

---

* একত্রে ভোজন বিষয়ে মহাভারতে এক সন্নীতি আছে। রাজা দুর্য্যোধন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত একত্রে ভোজন করিতে বাঞ্ছা করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যুক্তি করেন,

"প্রীতি ভোজ্যানি চান্নানি আপদ ভোজ্যানি বা পুনঃ।
ন চ মাং প্রীয়সে রাজন্ নচৈবাপদ্গতা বয়ং"॥

অর্থাৎ "পরের সহিত ভোজন দুই প্রকার প্রীতি-ভোজন, ও আপদ্ভোজন; আপনার সহিত আমার তাদৃশ প্রীতিও নাই, এবং আপদগ্রস্তও নহি অতএব একত্রে ভোজন নিষ্ফল"।

* ধূম্রপানে পাঠান্ অপেক্ষায় পারস্জাতীয়েরা অত্যন্ত রত: শ্রুত হইয়াছি দ্বাদশ জন বন্ধু দেশ-ভ্রমণানন্তর পথের ক্লেশ বর্ণন করিতে২ কহিয়াছিলেন; "আমারদের দ্বাদশ জন পথিকের মধ্যে একাদশটী কুলিয়ান্ (হুঁকা) ছিল, আর একটী হুঁকার অভাবে আমরা অত্যন্ত ক্লেশ সহ্য করিয়াছি"।

উপন্যাস কথন ও শ্রবণে কালক্ষেপ করে। রাজা মন্ত্রিভূত পিশাচাদি সম্বন্ধীয় ও আদিরসঘটিত গল্পই তাহাদিগের মধ্যে প্রসিদ্ধ, এবং তদ্বর্ণনে বৃদ্ধেরা অত্যন্ত তৎপর। সন্ধ্যার পর বীণা, রবাব, সারিঙ্গ্যাদি, বাদ্যযন্ত্রসহকারে রাগরাগিণীর আলাপ করণ ওকবিতা পাঠও পাঠান্‌দিগের প্রিয়-কর্ম্ম; এবং অনেকে তাহাতে সুনিপুণ বটে। ফলতঃ পাঠানেরা আহ্লাদক-রসানুরাগী; এবং সর্ব্বদা সুখ-সম্ভোগে দিনপাত করে। তাহাদিগের দেশে ব্যবসায়িনী নর্ত্তকীঅধিক নাই; অল্পবয়স্ক বালকেরা তৎকর্ম্ম সাধন করে। পরন্তু উদ্যানাদি রম্যস্থানে উপনীত হইলে পাঠানেরা আহ্লাদপূর্ব্বক স্বয়ং নর্ত্তনে প্রবৃত্ত হয়; তৎসময়ে তাহাদিগের সুদীর্ঘ শ্মশ্রু ও স্বাভাবিক গম্ভীর স্বভাব নৃত্যের প্রতি কোন প্রতিবন্ধক হয় না। এই নৃত্য পাঠানদিগের পরম্পরাগত প্রথা, কিন্তু অধুনা আফগানস্থান দেশের কেবল পশ্চিম-পার্শ্বস্থ পল্লিগ্রামে প্রসিদ্ধ আছে; নগরনিকটে ও পূর্ব্বপার্শ্বে প্রায় লুপ্ত হইয়াছে; ইহার পরিবর্ত্তে ব্যবসায়ি নর্ত্তক নর্ত্তকীর তৌর্য্যত্রিকীক্রিয়ায় প্রমোদিত হওয়াই প্রথা। ভারতবর্ষে যাহাকে তাণ্ডব কহে, প্রস্তাবিত নৃত্যও তদ্রূপ, পরন্তু তাহার বর্ণন করা বাহুল্য; নিম্নে প্রকাশিত চিত্রে তাহার ভাব অনায়াসে প্রতীত হইবেক।

(পাঠান্‌দিগের নৃত্য।)

আফগানদিগের স্বদেশানুরাগ ও সময় প্রিয়তা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; এবং তৎপাঠে পাঠকবৃন্দের অনায়াসে বোধ হইতে পারে, যে যে ব্যক্তিরা সর্ব্বদা সঙ্গ্রামে রত, তাহারা যুদ্ধ উপস্থিত

দুরানি ভদ্রলোক। দামানি। ছিন্নকি। ইউসফ্ জৈ। খিলজি।

পাঠান্ জাতি।

না থাকিলে তদনুকরণ মৃগয়ায় নিযুক্ত হইবেক; ফলতঃ তাহাই বটে। তরুণ ও বৃদ্ধ সকলেই একত্রে অশ্বারোহণে বা পদব্রজে মৃগয়ায় যাত্রা, এবং বন বেষ্টন পূর্ব্বক কুক্কুর ও বন্দুক সহকারে অনেক পশু বধ করিয়া থাকে। কেহ২ একক মৃগাদির পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া বহু দূর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করত জীবহিংসা করিয়া থাকে। কেহ বা জলাশয়ের নিকট মৃত্তিকা মধ্যে গুহা খনন করিয়া তন্মধ্যে লুক্কায়িত থাকে; রজনীযোগে জলপানার্থ তথায় মৃগ-শৃগাল-ব্যাঘ্রাদি পশু আইলে তাহাদিগকে বন্দুকদ্বারা বধ করে।

প্রস্তাবিত দেশের সর্ব্বত্রই অশ্বযাত্রা হইয়া থাকে; বিশেষতঃ বিবাহোপলক্ষে বরপাত্র একটি উষ্ট্র প্রদান করিতে স্বীকৃত হন। তাঁহার ১০।১২ জন সমবয়স্ক বন্ধু ঐ উষ্ট্র প্রাপ্ত্যর্থে আপন২ অশ্বারোহণ পূর্ব্বক একত্রে ৫।৬ ক্রোশ পর্য্যন্ত অত্যন্ত বেগে গমন করেন; সর্ব্বাগ্রে যাঁহার অশ্ব নিরূপিত স্থানে উত্তীর্ণ হয়, তিনি ঐ উষ্ট্র প্রাপ্ত হন। যে ব্যক্তি সর্ব্ব পশ্চাতে থাকে তাহাকে তাহার সহযোগি অশ্বারোহিদিগকে এক ভোজ দিতে হয়. এমত পণে ও অশ্বযাত্রা হইয়া থাকে। অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শর বা বন্দুকদ্বারা লক্ষভেদ করাও কাবুলদেশের প্রচলিত প্রথা; ধনাঢ্য ও দরিদ্র, উত্তম ও অধম, সকলেই এতৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অপর মল্লযুদ্ধাদি সৌর্য্যক্রিয়ামাত্রেতেই পাঠানেরা পরম-প্রীতি-পূর্ব্বক স্বয়ং নিযুক্ত হইয়া থাকে;

এতদ্দেশীয় বাবুদিগের ন্যায় স্বয়ং এক উচ্চাসনে পঙ্গুবৎ উপবিষ্ট থাকিয়া বিদেশীয় ভৃত্যদ্বারা তৎকর্ম্মসাধন করায় না।

অন্যান্য দেশে ঋতু ও অবস্থা ভেদে যে প্রকার বেশ-ভূষার প্রভেদ হইয়া থাকে, আফ্গানস্থান প্রদেশেও তদ্রূপ। পরন্তু তদ্বিষয়ে আমাদিগের কিছু বক্তব্য নাই; ১২৫ পৃষ্ঠায় যে চিত্র মুদ্রিত করা গেল তদ্দৃষ্টে এতদ্বিষয়ে যাথার্থ্য পরিজ্ঞান হইবেক; অতএব অধুনা পাঠান্দিগের চরিত্র বিষয়ে এল্ফিনিষ্টন্ সাহেব যাহা স্থির করিয়া কহিয়াছেন এস্থলে তদুদ্ধার করত এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছি। তিনি কহেন "দ্বেষ, জিঘাংসা লোভ, পরদ্রব্যাপহরণ, এবং হঠতা তাহাদিগের প্রধান দোষ; এবং স্বাধীনপ্রিয়তা, বান্ধবানুরাগিতা, সৎস্বামিত্ব, আতিথ্যচর্য্যা, উৎসাহ, ক্লেশসহিষ্ণুতা, মিতব্যয়িতা, শ্রমনৈপুণ্য, এবং ধৈর্য্য তাহাদিগের গুণ। অপর মিথ্যা, চাতুর্য্য ও লাম্পট্য দোষ-বিষয়ে তাহাদিগের প্রতিবাসী অন্যজাতীয়ের ন্যায় তাহারা নিন্দনীয় নহে"।

আজ্তেকীয় নরবলি।

কলিকাতাহইতে প্রায় দ্বাদশ সহস্র জ্যোতিষি ক্রোশ অন্তরে আমেরিকাখণ্ডের মধ্যভাগে মেক্সিকো নামে এক দেশ আছে। পূর্ব্বে তাহা "আনাহুয়াক্" নামে বিখ্যাত ছিল। তাহার প্রাচীন ইতিহাস অধুনা লুপ্ত হইয়াছে; পরন্তু প্রবাদ আছে ১৩ শত বর্ষ পূর্ব্বে তোল্তেক্ নামা এক সুসভ্যজাতি উত্তরাঞ্চল হইতে সমাগত হইয়া তদ্দেশে বসতি করে। তাহারা যে-সকল অপূর্ব্ব অট্টালিকাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহার কতিপয় ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে শিল্পবিদ্যায় তাহারা উত্তম পারদক্ষ ছিল, এবং আনাহুয়াক্ দেশে আপনাদিগের রাজ্য সুবিস্তীর্ণ করিয়াছিল; কিন্তু ঐ রাজ্য বহুকাল স্থায়ি হয় নাই। দুর্ভিক্ষ, মহামারি এবং জয়হীন-যুদ্ধে অল্পকাল মধ্যে তোল্তেক্দিগকে আনাহুয়াক্ হইতে দূরীকৃত করিয়াছিল। তদনন্তর প্রায় এক শত বর্ষকাল আনাহুয়াক্দেশ তত্রত্য প্রাচীন প্রজার অধীনে থাকে। ১১২৬ সংবতে চিচেমেক্ নামা এক জাতি মনুষ্য আনাহুয়াক প্রদেশে উপনীত হয়; কিন্তু তাহাদিগের রাজ্য তোল্তেক্দিগের রাজ্যাপেক্ষায় সল্পস্থায়ি হইয়াছিল। ত্রিংশৎ বর্ষ মধ্যেই আকল্হুয়ান্ নামা অপর এক জাতির হস্তগত হয়; এবং কাল ক্রমে ঐ আকল্হুয়ান্ জাতি আজ্তেক্ নামা অপর এক জাতি-কর্ত্তৃক তথাহইতে দূরীকৃত হয়।

পূর্ব্বোক্ত অপরাপর জাতির ন্যায় আজ্তেক্ জাতিও অমরিকার উত্তরাঞ্চলহইতে সমাগত হইয়াছিল। ১৩৮১ সংবতে তাহারা আনাহুয়াক্ দেশে রাজ্য স্থাপন করে। সৌর্য্য, বীর্য্য ও সুসভ্যতা গুণে এই জাতি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল। সভ্যতাবিষয়ে অমরিকা দেশবাসি প্রাচীন প্রজা কেহই এই আজ্তেক্দিগের তুল্য হইতে পারে নাই। অঙ্কবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, যুদ্ধ বিগ্রহাদি বিষয়ে তাহারা সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ ছিল। উত্তমবস্ত্র, সুচারু অলঙ্কার, ধাতুময় অস্ত্র, সুপ্রশস্ত অট্টালিকা, ইত্যাদি কোন পদার্থের নিমিত্তে তাহারা পরের নিকট শিক্ষা লইত না; সমুদায় স্বদেশে স্বজাতীয় শিল্পিদ্বারা সুপরিপাটীরূপে প্রস্তুত হইত। তদ্দেশে অনেক বিচারালয় ছিল। সর্ব্বপ্রধান

বিচারালয়ে দ্বাদশ জন বিচারকর্ত্তা থাকিত। দেশের অধিপতি পর্য্যন্ত সকলে এই বিচারালয়ের অধীন থাকিত, এবং যদিচ রাজা বিচারকর্ত্তাদিগকে নিযুক্ত করিতেন তথাপি পাছে রাজভয়ে বিচারকর্ত্তারা অবিচার করেন এই আশঙ্কা দূরী করণার্থে দেশরীত্যনুসারে রাজা তাহাদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিতেন না। উৎকোচগ্রাহী বা পক্ষপাতী বিচারকর্ত্তা প্রাণদণ্ডদ্বারা আপন অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে বাধ্য হইত। পরন্তু আজ্‌তেক্‌দিগের এই সকল সদ্‌গুণাবলী ও ধর্ম্মবিষয়ক উৎকটনীতি এক কুব্যহার দ্বারা একেবারে কলঙ্কিত হইয়াছিল। তাহারা দেবোদ্দেশে নরবলি প্রদান পূর্ব্বক তন্মাংস ভক্ষণ করিত! দেবোদ্দেশে বলিদান অতি প্রাচীন প্রথা, এবং অনেক প্রাচীন ধর্ম্মে ইহার উল্লেখ আছে। চামুণ্ডার উপাসকেরা, ইংরাজদিগের প্রাচীন পূর্ব্বপুরুষেরা ও অন্যান্য ব্যক্তিরা নরবলি প্রদান করিত; কিন্তু কেহই আজ্‌তেক্‌দিগের ন্যায় নিষ্ঠুর রূপে এতৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিত না। এতদ্বিষয়ে তাহারা নিতান্ত জঘন্য আসুরিক ভাব ব্যক্ত করিত।

তাহারা এক অনাদি অদ্বিতীয় অব্যক্ত পরমেশ্বরের অধিকার স্বীকার করিত, কিন্তু কহিত তাঁহার অধীনে অল্পক্ষমতাপন্ন অনেক দেবদেবী আছে, তাহারা পরমেশ্বরের অনুমত্যনুসারে পৃথিবীর নানা কার্য্যসম্পাদনার্থ নিযুক্ত হইয়া থাকে। ঐ সকল দেবোদ্দেশে তাহারা নরবলি প্রদান করিত। তাহাদিগের শাস্ত্রোল্লেখিত তেজ্‌কোতল্‌পোকা নামা এক দেবতা আছেন; তিনি পৃথিবীর আত্মরূপ ও সৃষ্টিকর্ত্তা। আজ্‌তেকেরা তাঁহাকে অতি মনোহর রূপলাবণ্যবিশিষ্ট নবীন পুরুষাকারে ধ্যান করিত, এবং তাঁহার মূর্ত্তি সন্নিধানে মহা মহোৎসবে নরবলি প্রদান করিত। ভাবি উৎসবের এক বর্ষকাল পূর্ব্বে সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত যুদ্ধে ধৃত এক জন বন্দিকে তাহারা ঐ দেবতার প্রতিনিধিত্ব পদে বরণ করত তাহাকে রাজার ন্যায় সমাদর করিত; সুবিজ্ঞ পণ্ডিত-সকল তাহার উপদেশার্থে নিযুক্ত হইতেন; তাহার সেবার্থে মনোহর বস্ত্র, সুস্বাদু নৈবেদ্য, উপাদেয় গন্ধ দ্রব্য, এবং সুকোমল পুষ্পাদি সমাহৃত হইত; সে বাদ্যযন্ত্র সহকৃত তৌর্য্যত্রিকরসে দিবা রাত্রি যাপন করিত; এবং বহুসংখ্যক ভৃত্য নিয়ত তাহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত; পুরজন সকলেই দেবতাবোধে তাহাকে প্রণাম করিত, এবং ভূপতি ও সকল রাজকীয় প্রধান২ ব্যক্তিরা মহা সমারোহ পূর্ব্বক তাহাকে স্ব২ ভবনে নিমন্ত্রণ করিতেন। তাহার সম্ভোগার্থে যুবজনমনোহরা স্থিরযৌবনা পরমাসুন্দরী চারিটি স্ত্রী সতত নিযুক্ত থাকিত। বর্ণনাতীত অপর্য্যাপ্ত সুখসম্ভোগে তাহার দিনযামিনী যাপিত হইত। অবশেষে এক বর্ষান্তে কালস্বরূপ মহোৎসবের দিন উপস্থিত হইলে তাহার সেবকেরা রাজব্যবহার্য্য তরণীতে তাহাকে এক হ্রদপ্রান্তে এক শিখরিমূলে লইয়া যাইত। দেশস্থ সমস্ত লোক একত্র হইয়া মহা সমারোহে তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথাহইতে পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করাইত। ঐ সময়ে দেবপ্রতিনিধি বন্দী আপন পুষ্পহার ও বাদ্যযন্ত্র দূরে নিক্ষেপ করিত, এবং সেই প্রমদা চতুষ্টয়ের নিকট বিদায় লইত। শিখরিশৃঙ্গে জটিলকেশবিশিষ্ট ভীষণকায় ছয় জন পুরোহিত (?) তাহাকে তেজ্‌কোতল্‌পোকা দেবের সমীপে নিক্ষেপ করিয়া, পাঁচ জন তাহার হস্ত পাদাদি ধারণ করিত, ষষ্ঠ ব্যক্তি রক্তাম্বরপরিধান পূর্ব্বক এক প্রস্তরময় ছুরিকাদ্বারা তাহার বক্ষদেশে ছিদ্র করত তথাহইতে হৃৎপদ্ম ছিন্ন করিয়া প্রাণ বিয়োগ হইতে না হইতে

ঐ হৃৎপদ্ম ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যদেবেরে দর্শন করাইয়া আজ্‌ক্রাতলপোকা দেবের সমীপে নিক্ষেপ করিত। অতঃপর যে ব্যক্তি ঐ দেবোপহার্য্য মনুষ্যকে যুদ্ধে বদ্ধ করিয়াছিল সে ঐ শব মাংসে ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া স্ত্রী-পুত্র-জ্ঞাতি-পরিজন সকলে একত্রে মহা সমারোহ পূর্ব্বক ভক্ষণ করিত!

আজ্‌তেক্‌দিগের দেবতারা যে কেবল যুবক ব্যক্তির বলি প্রাপ্তে সন্তুপ্ত থাকিতেন এমত নহে; স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বালিকা, সকলেই তাহাদিগের প্রীত্যর্থে সর্ব্বদা শমনসদনে প্রেরিত হইত; বিশেষতঃ রাজ্যাভিষেক মন্দির-প্রতিষ্ঠাদি কোন প্রধানোৎসবোপলক্ষ হইলে নরবলির ইয়ত্তা থাকিত না। ধর্ম্ম-শব্দের কি আশ্চর্য্য মহিমা! তদুদ্দেশে অতি সভ্য মনুষ্যেরাও কি পর্য্যন্ত ভয়ানক ক্রিয়ায় নিযুক্ত না হইতে পারে! এবং কি আশ্চর্য্য যে পৃথিবী মধ্যে অত্যন্ত ভয়ানক কুক্রিয়ার অধিকাংশই ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘটে!! কথিত আছে আনাহুয়াক্ দেশে ১৫৪২ সংবৎসরে "হুইট্ জিলো-পোট্‌ক্লি" দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা-সময়ে দ্বিসপ্ততি সহস্র তিন শত চতুশ্চত্বারিংশদ্ ব্যক্তিকে পূর্ব্বোক্ত নিষ্ঠুররূপে এক কালে বলি দেওয়া গিয়াছিল!!! অধিকন্তু এই আসুরিক ক্রিয়া চিরঃস্মরণীয়-করণাভিপ্রায়ে আজ্‌তেকেরা বৃহদ্বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া উপহৃত ব্যক্তিদিগের মুণ্ড সংস্থাপন করিত। যে সময়ে স্পেন-দেশীয় মনুষ্যেরা মেক্সিকোদেশ জয় করেন তখন তাঁহারা এতাদৃশ এক এক গৃহে লক্ষ২ নরমুণ্ড দেখিয়াছিলেন।

আরব লোকদ্বারা পারস্‌দিগের পরাজয়।

(বহুহইতে প্রাপ্ত।)

ইতি পূর্ব্বে (৩৬ পত্রে) আরব লোকদ্বারা পারস্ দেশের পরাজয় বিষয়ে এক প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে; অধুনা তাহার শেষাংশ প্রকাশ করা যাইতেছে।

আরব লোকেরা কাদেশা জয় করিয়া তথায় কর সঙ্গ্রহে ও মসজীদ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়াছিল। অপর পারস্য লোকেরা করাৎ নদীদ্বারা আগমন পূর্ব্বক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিত তন্নিবারণার্থে তাহারা উক্ত নদীর তটে এক নগর স্থাপন করিয়া ঐ নগর শুভ্রভূমিতে সংস্থিত হইয়াছিল বলিয়া তাহার নাম "বস্র" রাখিয়াছিল। কালক্রমে ঐ নগর বাণিজ্যে অতি বিখ্যাত হইয়া উঠিল। পারস্যরীত্যনুসারে অনেক লোক স্ব২ দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক তথায় আসিয়া বাস-করিতে লাগিল।

অতঃপর সাইদ ৬০ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া মেদিনা নগর আক্রমণ করিতে গমন করেন। ইহা শুনিবামাত্র য়িজ্‌ডরিন্ দেশের সম্রাট স্বীয়-রাজপাটহইতে পলায়ন করিলেন। পূর্ব্বকালে রোম দেশীয়েরা ঐ নগর আক্রমণ করিয়া পরাহত হইয়াছিল; কিন্তু অধুনা বিনা যুদ্ধে সাইদ তাহা হস্তগত করিলেন। একা তথায় প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাদৌ তিনি কোরাণের এক অধ্যায় পাঠ করিয়াছিলেন।

আরবেরা মেদিনা নগর লুঠ করিয়া অনেক সম্পত্তি পাইয়াছিল। পারস্ দেশের প্রাচীন রাজা খোশ্রো পূর্ব্বে মহম্মদের পত্র অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে মরমর্ প্রস্তরে নির্ম্মিত তাঁহার অপূর্ব্ব অট্টালিকা আরবদিগের হস্তগত হইল। তথায় কৌষেয় বস্ত্রের এক আসন ছিল; তাহাতে

এক অপূর্ব্ব উদ্যান চিত্রিত ছিল। ঐ উদ্যানস্থ বৃক্ষের পত্র মরকত-মণিতে প্রস্তুত, এবং তাহার মধ্যে নীলকান্ত মণিতে নির্ম্মিত অত্যাশ্চর্য্য এক উৎস (ফোয়ারা) ছিল। সূর্য্য কিরণে তাহার সচ্ছবারি অতি মনোহর-রূপে ভাষমাণ হইত। ঐ অট্টালিকার প্রধান প্রবেশ গৃহের পরিমাণ দীর্ঘে ৬০০ শত হস্ত, প্রস্থে ২৪০ হস্ত এবং ঊর্দ্ধে ২০০ হস্ত। ঐ গৃহের ছাদে রাশিচক্র চিত্রিত ছিল। ঐ গৃহের সমুদায় দ্রব্য উষ্ট্রদ্বারা মেদিনা-নগরে নীত হয়। লুঠিত দ্রব্যের পঞ্চমাংশ খলিফা ওমার গ্রহণ করেন; অবশিষ্ট চারি অংশ ৭০০০ সহস্র সৈন্য প্রত্যেকে ৪৫০ টাকা অংশ করিয়া লয়। অবশেষে উক্ত আসন সাধারণের ব্যবহারার্থ রাখেন কি সকলকে অংশ করিয়া দেন ওমার এই চিন্তা করিতেছিলেন; এমত সময়ে আলি তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন; "উত্তম কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়াই তোমার কর্ম্ম; দেখ যাহা পরিধান করিয়াছ তাহা জীর্ণ হইবে, ও যাহা আহার করিতেছ তৎসমুদায় পরিপাক হইয়া মল মুত্র হইবে; কিন্তু যাহা অপর লোককে প্রদান করিতেছ, তাহা অগ্রে পরলোকে যাইয়া তোমার নিমিত্তে থাকিবেক"। এই কথায় ওমার উক্ত আসন খণ্ড২ করিয়া সকলকে বণ্টন করিয়া দিলেন; যে খণ্ড আলি পাইয়াছিলেন তাহার মূল্য ৩০০ শত রৌপ্য মুদ্রা। কথিত আছে যে সমুদায় দ্রব্য মেদাইনা নগরহইতে লুঠিত হইয়াছিল তাহার মূল্য ৩০ ত্রিংশৎ কোটি টাকা। মেদাইনা নগর প্রচুর সম্পত্তি সম্পন্ন ছিল, কিন্তু কুফা নগরের শ্রীবৃদ্ধিদ্বারা তাহার সম্পত্তির হ্রাস হয়।

অতঃপর আরবেরা ছয় মাস পর্য্যন্ত জলোলা নগর অবরোধে রাখিয়া পরে জয় করত তাহার অনেক সম্পত্তি লুঠ করে। তন্মধ্যে স্বর্ণ-পুরুষারূঢ় এবং নানা প্রকার রত্নে বিভুষিত এক স্বর্ণময় উষ্ট্র ছিল। মেদাইনার লুঠিত দ্রব্য লইয়া সাইদ কুফা নগরে এক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু আরবেরা সুখসম্ভোগে নির্বীর্য্য হইবে এই আশঙ্কায় খলিফা ওমার তাঁহার নিকট দূতদ্বারা পত্র প্রেরণ করিলেন। দূত সাইদ সম্মুখে উপস্থিত হইয়া পত্র প্রদান করিল। উক্ত পত্রে খলিফা লিখিয়াছিলেন "আমি শ্রুত হইয়াছি মেদাইনা নগরের উৎকৃষ্টতাদ্বারা মদীয় রাজপাটের শ্রী মলীনা করিয়াছ, অতএব মৎসদৃশ দরিদ্র লোকের ভৃত্য তথায় প্রবেশ করিতে লজ্জিত হইবে, একারণ যে তোমাকে পত্র দিবে সেই ঐ নগরের দ্বার দগ্ধ করিয়া আসিবেক"। দূত অব্যবহিত পরে অগ্নিদ্বারা তাহা দগ্ধ করিয়াছিল।

মেদাইনা নগর জয় করণের অব্যবহিত পরেই আরবেরা সুশ নামক নগরাক্রমণ করত ছয় মাস পর্য্যন্ত অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। অবশেষে এক জন পারস্ জাতীয় বিশ্বাসঘাতক এক শত মুসলমান সৈন্য সহযোগে জল প্রণালীদ্বারা নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহা আরবদিগের হস্তগত করাইল। হর্ম্মজাল নামক নগরাধিপতি ঐ যুদ্ধে শত্রুকর্তৃক ধৃত হইয়া বন্দিরূপে মক্কাতে প্রেরিত হইলেন। তথায় উপনীত হইয়া তিনি দেখিলেন কালিফা ওমার নগরস্থ মস্জিদের সোপানোপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছেন, এক খানি জীর্ণবস্ত্র তাঁহার দেহোপরি লম্বমান আছে, অনুচরাদি কেহ সমভিব্যহারে নাই। হর্ম্মজাল অধিপতি শুভ্রবর্ণ বস্ত্র পরিহিত ও মণি মুক্তা খচিত হেম মুকুটে সালঙ্কৃত ছিলেন। ওমার জাগরিত হইয়া তাঁহাকে অনলঙ্কৃত করণার্থে স্বীয় অনুচর গণকে আজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক হর্ম্মজালকে কহিলেন; "তুমি অনেক আরব সৈন্য হত করিয়াছ এজন্য তোমার অতি শীঘ্র মৃত্যু হইবে"।

হর্ম্মজাল অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া ওমারের নিকটে এক পাত্র জল প্রার্থনা করিলেন; ও তাঁহার প্রার্থনামতে কোন ব্যক্তিকর্তৃক বারি আনীত হইলে হর্ম্মজাল জল পাত্র হস্তগত করিয়া কহিলেন; "যদি তুমি আমাকে বধ না কর তবে আমি এই জল পান করি। ওমার কহিলেন আমি তোমাকে নষ্ট করিব না"। কিন্তু এই বাক্য কথন মাত্রই হর্ম্মজাল জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। তদ্দৃষ্টে ওমার কহিলেন "তুমি ঐ পাত্রের জল যে পর্য্যন্ত পান না করিবে তাবৎ তোমাকে আমি কখন বধ করিব না"। অতঃপর ওমার তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া বল পূর্ব্বক মুসলমান করিলেন।

পূর্ব্বোক্তযুদ্ধের কিয়ৎকাল পরে পার্সিয়ার নানা স্থানহইতে ১৫০ সহস্র সৈন্য একত্রিত হইয়া মেহবেণ্ড নগরে যুদ্ধার্থে গমন পূর্ব্বক প্রাচীরাবৃত শিবিরে দুইমাস পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিয়াছিল; কিন্তু আরব সৈন্যের ঐ শিবির আক্রমণ করিতে পারিলেক না; অতএব এক দিবস ছলনা পূর্ব্বক তাহারা পলায়ন করিল। পারস্যসেনারা তাহাদের প্রতি আক্রমণার্থে স্বশিবির হইতে বহির্গত হইল। তদ্দৃষ্টে আরবেরা "আল্লা হো আক্‌বর্" এই জয়ধ্বনি পূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া পরস্পর তুমুল সঙ্গ্রামে প্রবৃত্ত হইল। উভয় দলের পদধূলিতে দিবাকর আচ্ছন্ন হইল, এবং পরস্পরের শূল ও খড়্গের শব্দে দিক্ সকল পরিপূর্ণ হইল। এবম্প্রকারে এক ঘণ্টা কাল ঘোরতর সঙ্গ্রাম হইলে পর পার্সিয়ার সৈন্য সম্পূর্ণ রূপে পরাভূত হইল, এবং সমরক্ষেত্রে ৩০ সহস্র সহচরগণ আহত হইল অপরে তাহাদের পরীখা বেষ্টিত শিবিরে প্রত্যাগমন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু তৎকালেও তাহাদিগের দুর্ভাগ্যের শেষ হয় নাই, শিবিরের পরীখা উত্তীর্ণ ওহন কালে প্রায় ৮০০০ সহস্র সৈন্য পরীখা মধ্যে জলমগ্ন হইয়া হত হইল। আরব লোক মধ্যে এই রণ "জয়ের জয়" নামে বিখ্যাত। এই পরাজয় প্রযুক্ত পার্সিয়া ভাষা আরবি ভাষাতে মিশ্রিত হইল এবং এই যুদ্ধে পার্সিদের যে প্রাচীন ধর্ম্ম অগ্নি আরাধনা তাহা একেবারে উন্মূলিত হইল; এবং পারসমাত্রে কোরা-'ণের ধর্ম্ম গ্রহণ অথবা মৃত্যু স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। পার্সিয়ার সেনাপতির শিবিরে মধুর ভারবাহক ৪০ টা গর্দ্দভ ছিল তাহারা ঐ সেনাপতির পলায়ন কালে পথ রুদ্ধ করিল; তাহাতে তিনি পথিমধ্যে শত্রুকর্তৃক ধৃত হইলেন।

পেতামা নামা প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর ধ্বংস হইলে পর তৎস্থানে হমদান্ নামে এক নগর স্থাপিত হয়। ঐ নূতন নগরের মধ্যে ইস্তযোমদিকাই নামক এক প্রসিদ্ধ কবরস্থান আছে। ঐ নগর সন্ন্যাসিদ্বারা অতি সুরক্ষিত ছিল। আরব লোকেরা আক্রমণ করিলে পর পারস্য লোকরা নগরহইতে বহির্গত হইয়া তাহাদের সহিত তিন দিবস প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া অবশেষে পরাস্ত হয়।

এই সংগ্রামের প্রথম দিবস "বিক্ষোভ" নামে বিখ্যাত হয়; দ্বিতীয় দিবসের সংগ্রাম "নব্‌সৈন্যদল" নামে এবং তৃতীয় দিনে অনেক প্রাণির বধ হইয়াছিল এজন্য "পক্ষি ভেদ সংগ্রাম" সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ হয়। তৃতীয় রাত্রির যুদ্ধে মহা গোলযোগ হওনপ্রযুক্ত ঐ রাত্রির যুদ্ধ "কুক্কুর রোদন" সংজ্ঞায় বিখ্যাত হয়। এই যুদ্ধে এক জন আরবি বিশেষ উৎসাহ প্রকাশ করিয়াছিল। সে আঙ্গুর ফলের প্রসংসা করত এক গীত রচনা করিয়াছিল, তন্নিমিত্ত সে স্বদেশীয়দিগেরদ্বারা দেশ বহিস্কৃত হইয়াছিল; এবং পারস দেশের আক্রমণ শুনিয়া তিনি আরব সৈন্যের সহিত যোগ

দিলেন। কিন্তু আবুসায়দ নামক সেনাপতি তাঁহাকে ধৃত করত আপন গৃহমধ্যে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কাদেসির যুদ্ধ বিবরণ শুনিয়া তিনি আবুসৈবদের স্ত্রীকে কহিলেন, "আমি ধর্ম্মের নিমিত্তে যুদ্ধ করিব; আমাকে বন্ধন মুক্ত কর"। ঐ স্ত্রী তাঁহাকে মুক্ত করিলে তিনি যুদ্ধ স্থলে সমাগত হইয়া বিশেষ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করণ পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া শৃঙ্খল পুনরায় ধারণ করিলেন। আবুসায়দ তাঁহার গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া স্ত্রীকে কহিলেন "এই যুদ্ধে এক বিদেশীয় লোক অত্যন্ত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছে"। মহিলা ঐ কথা শুনিয়া কহিল "হে নাথ, তুমি যাঁহাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছ সেই ব্যক্তিই ঐ রণপাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছে" আবু সায়দ পরমাহ্লাদে ঐ রণ জয়ি ব্যক্তিকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন, আর তাঁহাকে মুক্ত করিয়া আপন সুশিক্ষিত অশ্ব ও বর্ম্ম প্রদান করিয়া কহিলেন, "অতঃপর তুমি দ্রাক্ষারস পান করিলেও আমি তোমাকে আর শাস্তি দিব না"। তিনি উত্তর করিলেন "আমি দ্রাক্ষারসের প্রশংসা করাতে রাজার নিকট শাস্তি পাইয়াছি, এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকটে সমর্পিত হইয়া কহিতেছি যে আর আমি দ্রাক্ষারস পান করিব না"।

অনন্তর আরবেরা এ নগর আক্রমণার্থ যাত্রা করে। স্বীয় প্রভুর সহিত এক জন পারস্য কুলীনের বিবাদ থাকাতে যুদ্ধ সময়ে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক সেই নগরের এক প্রান্ত দ্বার খুলিয়া দিয়া ২০০০ সহস্র আরব সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করাইয়াছিল; এবং আরবেরা ঐ নগর পরাজয় করিয়া সেই বিশ্বাসঘাতককে তথাকার কর্ত্তা করে। অতঃপর মুসলমানেরা যিজার্দ্দিদান্‌প্রদেশে সৈন্য প্রেরণ করে। পারসদেশের অন্যান্য প্রজার ন্যায় তথাকার লোকেরাও অগ্নিপূজক ছিল। আরবেরা ঐ প্রদেশ জয় করিয়া পারসিদিগের হোম-বেদী এবং মন্দির সকল বিধ্বংস করত কাস্পিয়ান হ্রদের সমীপবর্ত্তি ডর্বন্ নগর আক্রমণ করিয়া তুরস্কদেশীয় লোকদিগের সাক্ষাৎ করিল। তাহারা খড়্গ মৃত্তিকায় প্রোত করিয়া পূজা করিত; এবং তাহাদিগের ঘোটকের গলদেশ যুদ্ধাহত শত্রুদিগের মস্তক চর্ম্মে বিভূষিত করিয়া রাখিত। তাহারা পূর্ব্বে পারস্য সৈন্যই দেখিয়াছিল, আরবদিগকে দেখে নাই; অধুনা তদ্দৃষ্টে সবিস্ময় হইয়া জিজ্ঞাসিল "আপনারা মনুষ্য কি স্বর্গদূত"? আরবেরা উত্তর করিল "আমরা মনুষ্য বটি, কিন্তু স্বর্গদূত আমাদিগের পক্ষে হইয়া যুদ্ধ করেন"। এতচ্ছ্রবণে তুরস্ক দেশের লোকেরা প্রথমে মুসলমান দিগের সহিত যুদ্ধে ক্ষান্ত থাকিল, কিন্তু এক জন তুরস্ক সৈন্য পরীক্ষার্থ বৃক্ষ ব্যবহিত হইয়া অতি সংগোপনে ধনুরাকর্ষণ পূর্ব্বক এক জন আরবের প্রতি শর নিক্ষেপ করিল। ঐ শরে সেই আরব হত হইয়া ভূমিতলে পতিত হওয়াতে সে জানিল যে উহারা যথার্থই মনুষ্য, ঈশ্বর দূতের সহিত কোন স্বাপক্ষ্য নাই। তৎপরে উভয় দল ক্রমে২ বিবাদে প্রবৃত্ত হইল।

তৎসময়ে পারস্যদেশের প্রাচীন কর্ত্তা হর্ম্মজাল মুসলমান হইয়া মক্কা নগরে বাস করিতেন। তিনি আরবদিগকে উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক কহিয়াছিলেন। "স্পাহান নগর পারস্যদেশের মস্তকস্বরূপ, এবং ফার্স ও কার্ম্মনদেশ হস্তস্বরূপ, এবং রে ওআজর্বজান চরণ, অতএব আদৌ স্পাহান জয় করত মস্তক ছেদ কর, তাহা হইলে সমুদায় পারস্য দেশ তোমাদিগের জয় হইবেক"। তদীয় পরামর্শানুসারে আরবেরা স্পাহান নগর জয় করিয়া ইস্তাকা নগরে গমন করিল। ঐ নগরের নিকটে যে

রণ হয় তাহাতে ১,২০,০০০ এক লক্ষ বিংশতি সহস্র সংখ্যক পারস্য সৈন্য উপস্থিত ছিল, তথাপি তাহারা আরবদিগের নিকটে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল।

অতঃপর আরবেরা ইস্‌ডরিত সম্রাট্‌কে ধৃত করিতে ধাবমান হয়। ঐ সম্রাট্‌ অক্‌সস্‌ নদী উত্তীর্ণ হইয়া চীন দেশাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। পথিমধ্যে তাতার দেশীয়দিগের সাহায্য-প্রত্যাশায় অক্‌সস্‌ নদী তীরে মেরু নগরে বাস করেন; কিন্তু তত্রত্য কুলীন লোকেরা তাঁহাকে আরবদিগের অধীন করিতে চেষ্টা করিতেছে ইহা অবগত হইয়া রাত্রিকালে অট্টালিকার ছাদহইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পলায়ন করত প্রাতঃকালে শ্রান্ত হইয়া নদীতীরে এক গোধূম-পেষকের বাটীতে নিভৃত প্রদেশে শয়ন করিয়া রহিয়াছিলেন। এমত সময়ে ঐ ব্যক্তি তাঁহার মণি মুক্তাদি খচিত ও বিবিধ প্রকার স্বর্ণাভরণ দেখিয়া তল্লোভে এক খড়্‌গাঘাতে তাঁহার প্রাণ নাশ করে। তাঁহার মৃত্যু অবধি পারসিদিগের রাজত্বের শেষ হয়। ঐ সম্রাটের পুত্র চীনদেশীয় রাজার সেনাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন, এবং এক জন আরবের সহিত ঐ রাজপুত্রের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল। আরবেরা অক্‌সস্‌ নদী উত্তীর্ণ হইয়া চীন দেশের সীমায় উপস্থিত হইলে তথাকার রাজা উহাদিগের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন।

আক্‌বর্‌ বাদশাহের জীবন চরিত।

(প্রেরিত প্রস্তাব।)

সাধারণ-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্য এবং অতুল-পরাক্রমশালী বীর-পুরুষদিগে জীবন-চরিত আলোচনা করিলে মনে অপ্রমেয় আনন্দ জন্মে। কি প্রকার নিয়মে তাঁহারা জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছেন, কি কৌশলেই বা নানা প্রকার ঘোরতর যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন, সংগ্রাম-স্থলে কি রূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, কি প্রকারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের চরিত্রই বা কি প্রকার ছিল, এ সমস্ত জানিতে সকলেরই মনে ঔৎসুক্য হয়। বিশেষতঃ যে সকল বীরপুরুষেরা এই বঙ্গভূমিতে একবার আপনাদিগের মানবলীলা করিয়া দেহ যাত্রা সম্বরণ করিয়া গিয়াছেন,—যে সকল প্রভূত বীর্য্যবন্ত ব্যক্তিরা আপন বাহুবলে ইহাকে শাসন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহাহিগের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে সমধিক প্রয়াস হয়; অতএব মনের এই অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য বিখ্যাত আক্‌বর্‌ বাদশাহের জীবন চরিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আক্‌বরশাহ হুমাউন্‌ বাদশাহের পুত্র। যৎকালীন হুমাউন্‌ রাজ্য-লইয়া আপন সহোদর ভ্রাতৃগণের সহিত বিবাদ করেন, তখন তাঁহার এই পুত্রের জন্ম হয়। হুমাউন্‌ একদা ভাতৃবিরোধ মধ্যে পাঠান সিয়া খাঁ দ্বারা আক্রান্ত হন, এবং আক্রমণকারিকে কোন মতে পরাজয় করিতে না পারিয়া মালবরাজ্জের অধীনে আশ্রয় লন। কিন্তু পরে সেই বিশ্বাসঘাতক তাঁহাকে শত্রুহস্তে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্তে ষড়্‌যন্ত্র করিতেছে, জানিতে পারিয়া তিনি তথাহইতে পলায়ন করত ত্বরায় সিন্ধুনদের অভিমুখে যাত্রা করেন। পথি মধ্যে তিনি সাতিশয় দুঃখ ও কষ্ট বহন করিয়াছিলেন, এবং জল প্রভৃতি নানা প্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য-বিরহে মতপ্রায় হইয়া অবশেষে পারসিয়ার রাজার নিকটে উপনীত হন। এই রূপ ঘোরতর বিপদ্‌ সময়ে

তিনি আপন পুত্র আক্‌বরের জন্ম-সংবাদ শ্রবণ করেন; কিন্তু আপনি স্বয়ং তখন অতিশয় ক্ষীণবল থাকাতে পুত্রটীকে শত্রুহস্তে রাখিয়া আপনার জীবন রক্ষার্থে পলায়ন করিলেন। পরে পারস দেশীয় রাজার নিকটে শীয়া ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্য সঙ্গ্রহ করত কাবুল কান্ধাহার প্রভৃতি স্থান সমূহ আক্রমণ করেন। এই শেষোক্ত স্থানে তাঁহার ভ্রাতা ছিলেন। তিনি গৃহ ভিত্তিতে আক্‌বর্ এক চিতার উপরে শায়িত রহিয়াছে এতদ্রূপ ভয়ানক চিত্র বিচিত্র করিয়া হুমাউন্‌কে দেখাইলেন, এবং কহিলেন যে হুমাউন যদি ঐ নগর আক্রমণ করেন তবে তিনি এই চিত্রিত বিষয় যথার্থ সিদ্ধ করিবেন। কিন্তু হুমাউন ইহাতে কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ বা বিমর্ষ না হইয়া এই মাত্র কহিলেন, যে যদি তিনি এরূপ করেন তবে তাঁহাকে বিস্তর দুঃখ সহ্য করিতে হইবে। সে এই ভয় প্রদর্শিত বাক্য কর্ণাকর্ণন করিয়া আর সে কার্য্য করণে মত করিল না।

এখানে দিল্লীরাজ্য আক্রমণকারী শের শাহ্ বলপূর্ব্বক রাজ্য গ্রহণ করিয়া রাজকার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র সলিম ও অবশেষে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র সেকন্দর সিংহাসনোপবিষ্ট হন। এই শেযোক্ত রাজার রাজ্য কালে হুমাউন আপনার অপহৃতরাজ্য পুনঃ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করেন। এতদুপলক্ষে এক ভয়ঙ্কর সঙ্গ্রাম হয়। ঐ যুদ্ধে আক্‌বর্ ত্রয়োদশবর্ষীয় বালক হইয়াও যেরূপ বীরত্ব ও অপ্রতিহত প্রভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা অত্যাশ্চর্য্য বোধ হয়। তাদৃশ কোমলবয়সে যুদ্ধনিপুণতা প্রদর্শন করা অতি বিরল প্রচার পায়। ইহাতেই অনুভব হয় তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হইলে কত দূর পর্য্যন্ত সাহস ও বীর্য্য গুণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি অতুল শক্তিশালী ছিলেন। এই যুদ্ধে পাঠানেরা পরাজিত হয়, এবং হুমাউন পুত্রের সহযোগিতায় পুনর্ব্বার সিংহাসন প্রাপ্ত হয়েন, ও কিয়ৎ পরে বার্দ্ধক্যাবস্থা প্রযুক্ত এক অতি সামান্য আঘাতে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

তাঁহার পরলোক গমন হইলে পর ১৬১২ সংবৎসরে আক্‌বর্ শাহ সিংহাসনোপবিষ্ট হন। বাল্যাবস্থায় তিনি যে একবার বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা উপরোক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠকবর্গের এক প্রকার স্থিরানুভূতি হইয়াছে। এক্ষণে রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যে রূপ প্রণালীক্রমে রাজ্য শাসন করেন তদ্দর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

তাঁহার রাজ্য-বিবরণ প্রকটন করিতে গেলে প্রায় কেবল যুদ্ধ-বিবাদের বর্ণন করিতে হয়। অতি শৈশব কালে সিংহাসনারূঢ় হওয়াতে তিনি চতুর্দ্দিগে বিপক্ষ জালে বেষ্টিত হইলেন। পাঠান্ ওমরারা, রাজপুত্রবংশীয় রাজকুমারেরা এবং তাহার অধীনস্থ কর্ম্মকারিরা পরস্পর বিবাদ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহার উপরি রাজ বিদ্রোহী হইতে লাগিল; কিন্তু আক্‌বর্ এই সমস্ত শত্রুকুল অনায়াসে পরাভূত করিলেন। এবিষয়ে তিনি যে সুন্দর কৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহা অতি প্রশংসনীয়; তাহাতে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে তিনি অতি যোদ্ধা ছিলেন। এস্থলে দুই একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করা যাইতেছে, তদ্দ্বারা তাহার রণ-নিপুণতা প্রত্যয়ীভূত হইবে। একদা আক্‌বর্ শাহ বঙ্গদেশস্থ রাজবিদ্রোহচারিদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া গঙ্গা নদী মধ্যবর্ত্তী থাকাতে সুতরাং আপন সমস্ত সৈনিকদল পরপারে সুযোগক্রমে সঙ্গ্রহ করিতে পারিলেন না। এরূপ অব-

স্থায় অন্য কোন যোদ্ধা পতিত হইলে সহজেই যুদ্ধে ক্ষান্ত হইত; কিন্তু আক্‌বর্ এক শত ঘোটক লইয়া নিকটস্থ স্থানহইতে কতিপয় সৈন্য একত্র করত একেবারে অবিলম্বে শত্রুদল বেষ্টিত করিলেন। এদিগে শত্রুরা নদীপারে অবস্থান করিয়া মনেতে স্থিরবিশ্বাসিত হইয়াছিল যে বাদশাহ কখনই নদীপার হইয়া তাহাদিগের আক্রমণ করিতে পারিবেন না; অতএব অকস্মাৎ তাঁহার যুদ্ধসজ্জা ও পটহের শব্দ শ্রবণ গোচর করিয়া তাহারা যে কি পর্য্যন্ত বিস্মিত ও হতবুদ্ধি হইয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। তাহারা হঠাৎ ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্রসম মহারাজ অনুচরসহ উপনীত দেখিয়া ভয়ে দিগ্‌দিগন্তর পলায়ন করিল। আক্‌বর্ শত্রুশিবিরে প্রবেশ করিলেন, এবং বিপক্ষদিগের প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জিমান্‌কে আক্রমণ করিলেন। সে অনেক সাহস পূর্ব্বক জীবন রক্ষণে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে হত হইল। তাহার সৈন্যসমূহ স্বামিভ্রষ্ট হইয়া পলায়ন পরায়ণ হইল। এই রূপে আক্‌বর্ বুদ্ধিকৌশলে অনায়াসে অল্প সৈন্য লইয়া তদপেক্ষা সমধিকসৈন্যবিশিষ্ট শত্রুদিগকে পরাভূত করিলেন।

অপর এক সময়ে তিনি সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন যে মোগলজাতীয় কতিপয় প্রধান লোকেরা গুজরাট্ দেশে এক রাজবিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছে, এবং তত্রত্য প্রধান নগর আহ্‌মদাবাদ আক্রমণ করিয়াছে। সংবাদ শ্রবণগোচর মাত্র তিনি আগরাহইতে দুই সহস্র অশ্বারোহী মনুষ্য তথায় প্রেরণ করিলেন; এবং স্বয়ং কতিপয় সৈন্য লইয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ যাত্রা করিলেন। এক সপ্তাহ মধ্যে তিনি বিবাদ স্থলে উপনীত হইলেন। শত্রুদিগের সৈন্য ইহা নয়ন গোচর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে "ইহারা কাহার সৈন্য"? আক্‌বরের জনৈক পদাতিক উত্তর করিল যে "এ সৈন্য রাজার, রাজদ্বারা চালিত হইতেছে"। রাজবিদ্রোহচারীরা এরূপ অসম্ভাবিত উত্তর প্রাপ্ত হইয়া ভয়ে কম্পমান্ হইল; এবং অধিক আয়াসে সাহস অবলম্বন করিয়া একেবারে প্রথমেই পলায়ন না করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু অবিলম্বে পরাভূত হইল। যখন সৈন্যেরা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত ছিল তখন আক্‌বর স্বয়ং দুই শত সৈন্য লইয়া শৈলশিখরে উপস্থিত থাকিয়া ইতস্ততো নয়ন নিক্ষেপ করিতেছিলেন; হঠাৎ দেখিলেন যে পাঁচ শত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁহার পশ্চাৎ ধাবমান্ হইতেছে। তদ্দৃষ্টে তাঁহার প্রধান২ মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ পলায়ন করণে পরামর্শ দিলেন; কিন্তু আক্‌বর্ এরূপ ভীরুতা ঘৃণা করিয়া আর এক কৌশল করিলেন। তিনি রণবাদ্য করিতে আদেশ করিলেন, এবং আপনার সেই অল্প সৈন্য এই ভাবে চালাইতে লাগিলেন যে যেন তাহা শুদ্ধ সম্মুখের সৈন্য মাত্র বোধ হয়। বিপক্ষেরা অধিক সৈন্য সম্মুখে আছে অনুভব করিয়া সাতিশয় ভয়ে পলায়ন করিল। আক্‌বর্ ও তাহাদিগের পশ্চাৎ২ কিয়দ্দুর গমন করিলেন; এবং অনায়াসে রাজবিদ্রোহ নিবারণ করিলেন।

আর এক সময়ে তিনি কেবল এক শত পঞ্চাশৎ ঘোটক লইয়া এবং অতি পরাক্রান্ত বহুসঙ্খ্যক সৈন্যদলের পশ্চাৎ আক্রমণ করিয়া স্বাভীষ্ট সফল করেন; এবং তাহাতে সমুদায় সৈন্যেরা আশ্চর্য্য হইয়া পলায়ন করে। একবার বঙ্গদেশের সুবা দাউদ্ খাঁর সহ যুদ্ধ করণ সময়ে তিনি এরূপ তাহাকে ভয় প্রদর্শন করান যে সে তদবধি বাদশাহের সহিত যুদ্ধ করিতে কোন মতে সাহসী হইতে পারে নাই।

আক্‌বর্‌ বাদশাহের যুদ্ধ নিপুণতার বিষয়ে কতিপয় কথা উপরে লিখিত হইল; এক্ষণে তাঁহার শান্তি স্থাপন ও রাজ্য বিচারের বিষয় বর্ণনে প্রবৃত্ত হই। তাঁহার সমস্ত কার্য্যমধ্যে আইন "আক্‌বরি নামে" যে গ্রন্থ প্রচার করান তাহাই সর্ব্ব প্রধান। ইহাতে তাঁহার স্থিরবুদ্ধি এবং তাঁহার মন্ত্রী আবুল ফাজেলের গুণের বিলক্ষণ পরিচয় হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে তাঁহার রাজ্য, রাজ্যশাসন-প্রণালী এবং তাঁহার সমস্ত রাজ কার্য্য বিশিষ্টরূপে প্রতিপন্ন আছে। রাজ্যের প্রধান২ গুরুতর বিষয় অবধি অতি সামান্য ক্ষুদ্র২ কার্য্য পর্য্যন্ত ইহাতে লিখিত আছে। তাঁহার অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশের সীমা এবং ভূমির উপস্বত্ব ও প্রজাসঙ্খ্যা এই গ্রন্থের মধ্যে সুন্দররূপে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার এরূপ করণের তাৎপর্য্য এই যে তিনি তদ্দ্বারা প্রজাদিগের উপর যথার্থ উচিত কর নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাদিগকে অত্যাচারহইতে মুক্ত করিবেন। আক্‌বর্‌ প্রজাদিগকে অনেক প্রকারে ক্লেশহইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই; তত্রাচ তিনি স্বয়ং যে কর নিরূপিত করিয়াছিলেন, তাহা বড় ন্যূন নহে। তাঁহার নিয়মে ভূমির উপস্বত্বের তৃতীয়াংশের এক অংশ রাজকররূপে গণ্য হইত। তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে হিন্দুদিগের রাজ্যকালে উপস্বত্বের ষষ্ঠাংশ এবং পারসিকদিগের নিয়মানুসারে দশাংশ কররূপে রাজকর্তৃক গৃহীত হইত; কিন্তু তাহারা ঐ কর ব্যতীত অন্য২ নানা প্রকারে শুল্ক লইয়া প্রজাদিগকে দুঃখিত করিত। তিনি আর সমস্ত কর রহিত করিয়া কেবল এক মাত্র ভূমির কর নির্দ্ধারণ করাতে প্রজাদিগের কল্যাণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। করসেতুর াদন দুঃখিদিগের উপর কর, বৃক্ষের উপর কর, গৃহপালিত পশুদিগের বিক্রয়ের শুল্ক, ও অন্যান্য নানা প্রকার কর, যাহাতে দুঃখি প্রজাদিগের অনিষ্ট হয় বা বাণিজ্যের প্রতিবন্ধক হয় তৎ সমস্ত আক্‌বর্‌ উঠাইয়া দিয়াছিলেন। অতএব যদিও তাঁহার নিয়মানুসারে প্রজাদিগকে ভূমির কর অধিক দিতে হইত তথাপি অপরাপর করের সমষ্টির সহিত তুলনা করিলে অতি অল্প বলিয়া বোধ হয়। তিনি এই সমস্ত কর উঠাইবাতে প্রজারা অনেক দুঃখহইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হইয়া অনেক সুখসম্ভোগ করিয়াছিল।

আক্‌বরের জীবন চরিত উপলক্ষে ধর্ম্ম সম্পর্কীয় কতিপয় কথা উল্লেখ করিতে হইল। তিনি কোন ধর্ম্ম বিশেষের বশবর্ত্তী বা অধীন ছিলেন না; সুতরাং সর্ব্বদেশীয় সমস্ত ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন; এবং পৃথিবীর দূরবর্ত্তী খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের কথা শুনিয়া তিনি তাহাদিগকে দেখিবার বাসনায় গোয়া নিবাসী পর্ত্তুগিস্‌দিগকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে তাঁহারা কতিপয় ধর্ম্মযাজক পণ্ডিতগণকে তাহাদিগের ধর্ম্মপুস্তক সহিত আগরা নগরে প্রেরণ করেন। তাহারা পত্র প্রাপ্ত হইয়া আমোদিত হইল, এবং সংবৎ ১৬২৪ অব্দে তিনজনা ধর্ম্মোপদেশককে প্রেরণ করিল।

খ্রীষ্টধর্ম্ম-ঘোষকেরা গোয়াহইতে যাত্রা করিয়া অতি শীঘ্র সুরাট রাজধানীতে উপনীত হইল। তথাহইতে কতিপয় অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে তাহারা ক্রমে২ তাপতীও নর্ম্মদ নদী পার হইয়া মান্দু নগর এড়াইল, এবং অবশেষে উজ্জয়িনী নগরে পঁহুছিল।

আক্‌বর্‌ শাহ অতি সম্মানপূর্ব্বক তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন, এবং নানা প্রকার সদালাপ-

দ্বারা তাহাদিগকে বাধিত করিলেন। তাহারা তাঁহাকে খ্রীষ্টের মরণের প্রতিমূর্ত্তি দেখাইবাতে তিনি সসম্ভ্রমে তৎপ্রতি ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ জনিত হইলেন। কথিত আছে যে খ্রীষ্টমাতা মেরির প্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট করিয়া আক্‌বর্‌ সাতিশয় মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন যে ঐ সুচারু রূপ স্বর্গীয় রাজ্ঞীর যথার্থ প্রতিমূর্ত্তি বটে। পরে বাইবল্‌ গ্রন্থ লইয়া তিনি অত্যাহ্লাদে শিরোপরি রাখিয়াছিলেন। ফলতঃ আকার প্রকার ও ব্যবহারে এই আভাস জানাইলেন যে তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিবেন। কিন্তু ক্রমে২ দিবা পক্ষ অয়ন যাইতে লাগিল তত্রাপি তিনি ঐ ধর্ম্মে অভিষিক্ত হয়েন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম-ঘোষকেরা দুরাশয়ে বিশ্বাস করিয়া অবশেষে সন্দিগ্ধ হইল। তখন গোপনে কতিপয় রাজামাত্য কহিল "তোমাদিগের আশা বৃথা। বাদশাহ কখনই খ্রীষ্টধর্ম্মে দিক্ষিত হইবেন না, তবে তিনি যে এরূপ আনুরক্তি দেখান সে কেবল আমোদ নিমিত্ত মাত্র। ফলিতার্থ অন্য কোন মনোগত কারণ হেতু নহে"।

একদা আকবর্‌ তাঁহাদিগকে কহিলেন যে কোন সুপ্রসিদ্ধ মুসলমান তাহার ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করণ কারণ আপন ধর্ম্মপুস্তক কোরাণ হস্তে করিয়া বিনা ক্লেশে কণ্টক বৃক্ষোপরি পড়িয়াছিল; অতএব তাঁহারা যদি সেই রূপে স্বীয় ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতে পারেন তবে তিনি তাঁহাদিগের ধর্ম্মানুগামী হইতে পারেন। খ্রীষ্ট ধর্ম্মঘোষকেরা তাহাতে অসম্মত হইলেন; এবং বাদশাহও তাহাদিগের প্রতি তাদৃশ সম্মান না করিয়া তাচ্ছীল্য ভাব করিতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহারা সংবৎ ১৬৩৯ অব্দে গোয়াতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

সংবৎ ১৬৪৭ অব্দে পুনরায় এক দল খ্রীষ্ট-ধর্ম্মঘোষকেরা আগরা নগরে আগমন করিয়াছিল; কিন্তু তাহারাও নিষ্ফলে প্রত্যাবর্ত্তন করে। ইহার চারি বৎসর পরে আক্‌বর্‌ পুনরায় তাহাদিগকে আহ্বান করিলেন। তৎসময়ে রাজা লাহোরে উপস্থিত ছিলেন; সুতরাং পর্ত্তুগিসদিগকে দামায়ন দিয়া কাম্বের খাড়িতে যাইতে হইয়াছিল। তাহারা বিশেষ পরিশ্রম পূর্ব্বক লাহোরে উপনীত হয়। বাদশাহও আপনার স্বভাবানুসারে তাহাদিগকে বিস্তর সমাদর করিলেন। বিশেষতঃ তাহারা দেখিল যে তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মে কোন আস্থা নাই, যেহেতু তিনি অর্থাবশ্যক হইলে অনায়াসে মস্‌জিদ ভঙ্গ করিতেন। কিন্তু পরিশেষে যখন তাহারা দৃষ্ট করিলেক যে তিনি সূর্য্যোপাসক, তখন তাহাদিগের সকল আশা ভরসা একেবারে ছিন্ন হইল। অপিচ আর একটি রহস্যের ব্যাপার দেখিয়া তাহারা নিতান্ত বিরক্ত হইল। অর্থাৎ তিনি আপনাকে এক প্রকার দেবাংশ বলিয়া বোধ করিতেন। তিনি প্রাতঃকালে গবাক্ষ দ্বারে বসিয়া সকলের দণ্ডবৎ প্রণাম লইতেন। পীড়িত ব্যক্তিরা তাঁহার আশীর্ব্বাদ দ্বারা রোগ মুক্ত হইবে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে আনাইতেন। এই রূপ নানা প্রকার রহস্যজনক ব্যবহার করিতেন। যাহা হউক মিশনরিরা তাঁহার এবম্বিধ ব্যবহার দেখিয়া পলায়ন করিল।

আক্‌বর্‌ শাহ এই রূপে ৫১ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া তাঁহার একৈক পুত্র সেলিমকে রাখিয়া ১৬৬২ সংবতে পরলোক গমন করেন।

আক্‌বর্‌ শাহের জীবন চরিত ও রাজ্য বৃত্তান্তের স্থূল বিবরণ উপরিভাগে ব্যক্ত করিলাম; এক্ষণে সেই প্রসিদ্ধ যবন রাজার চরিত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ

আলোচনা করা আবশ্যক। সকলকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবেক যে তিনি মোগলদিগের মধ্যে এক অতি সাহসী ও প্রধান রাজা ছিলেন; আরঙ্গজেবের ন্যায় দুরাচারী পাপিষ্ঠ ও নরাধম ছিলেন না। আক্‌বর্ যুদ্ধ-ক্ষম ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বুদ্ধিকৌশল ও অন্যান্য উপায় দ্বারা রণজয়ী হইতেন, কেবল স্বীয়বীর্য্যদ্বারা জয়ী হইব এমত চেষ্টা করিতেন না। আশু লোকে কহিতে পারেন যখন তাঁহার অধীনে প্রায় পঞ্চ লক্ষ সৈন্য ছিল তখন তাঁহার গোপনভাবে ও ষড়যন্ত্রদ্বারা যুদ্ধ করা কোনমতেই উচিত ছিল না; প্রকাশ্য হইয়া সম্মুখযুদ্ধে যুদ্ধ করা সর্বতোভাবে তাঁহার পক্ষে বিধেয় ছিল। কিন্তু ফলতঃ তিনি ইহাতে দোষী নহেন; বরং প্রশংসনীয়ও হইতে পারেন, যেহেতু যুদ্ধে কল কৌশলই অত্যন্ত আবশ্যক। বহু সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া সঙ্গ্রাম করিলে যে সর্বদা জয়ী হওয়া যায়, একথা ভ্রান্তিমুলক। কার্য্যতৎপর কৌশলী ব্যক্তি অল্প সৈন্য লইয়া অনায়াসে লক্ষ২ সৈন্য পরাজয় করিতে পারে, ইহার দৃষ্টান্ত অনেকানেক স্থলে প্রত্যক্ষীভূত হইয়াছে। গ্রীস ও রোম রাজ্যের ইতিহাস পাঠাধ্যয়ী যুবকেরা ইহা বিশিষ্টরূপে জ্ঞাত আছেন, সন্দেহ নাই।

আক্‌বর্ বাদশাহের রাজ্যশাসন ও রাজকার্য্য নিষ্পাদন বিষয়ে বিচক্ষণতা যে কি প্রকার ছিল তাহা আইন আক্‌বরি গ্রন্থদ্বারা বিশেষ ব্যক্ত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে কিছু আর ব্যক্ত না করিয়া এই মাত্র কহা যাইতেছে যে তাহার ঐ গ্রন্থকে লোকে অদ্যাবধি অতি অমূল্য বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও তিনি অতি প্রশংসা যোগ্য। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়স্ক শিশু হইয়া এক অতি বিস্তীর্ণ রাজ্যের সিংহাসনোপরি অধিকঢ় হইয়া তিনি যে রূপ সুবিচারক্রমে প্রজা-পালন ও রাজকর্ম্ম করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি অবশ্যই লোকের সাধুবাদের যোগ্য।

আকবরের ধর্ম্ম বিষয়ক অভিপ্রায় নিরূপণ করা বড় সুকঠিন। তিনি যে কি ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা তাঁহার সমুদয় জীবন বৃত্তান্ত স্থিররূপে অবলোকন করিলেও স্থির হয় না। প্রচলিত মুসলমান্ ধর্ম্মে তাঁহার কিছু মাত্র আস্থা ছিল না; খ্রীষ্টীয়ান্ ধর্ম্মে তাঁহার অনুরক্তি দেখিতে পাই নাই; যেহেতু তিনি খ্রীষ্টীয়ান্ মিসনরিদিগকে বিশেষরূপে ভক্তি দেখাইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে তাচ্ছীল্য করিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন; কিন্তু কার্য্যদ্বারা তাঁহার ভাবের কিছু মাত্র আভাস পাওয়া যায় না। কেহ২ কহেন যে তিনি ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের সহিত কথোপকথন করিতে আহ্লাদিত হইতেন এই নিমিত্তই খ্রীষ্টীয়ান মিসনরিদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন আমরা দেখিতেছি তিনি বাইবেল পুস্তক শিরোপরি রাখিয়াছিলেন, ও নানা প্রকারে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন, অথচ তাহা অভিষেক করেন নাই; তখন তাঁহাকে ভণ্ড ব্যতীত আর কি কহা যাইতে পারে? যাহা হউক, তাঁহার দোষ-গুণ বিবেচনা করিয়া অবশ্যই এরূপ কহিতে হইবেক যে তিনি মোগলদিগের মধ্যে এক প্রধান রাজা ছিলেন, ও যাবনিক রাজাদিগের মধ্যে কেহই তাঁহার তুল্য বিবিধ গুণালঙ্কৃত হয় নাই।

বাইসন্ বা মার্কিন্ মহিষ।

দেশভেদে তরু গুল্মের যে প্রকার জাতিভেদ হইয়া থাকে পশু পক্ষী বিষয়েও তদ্রূপ। শীত-প্রধান সুইডন্, নর্‌ওয়ে ও সিবিরিয়া দেশে যে সকল পশু-পক্ষী জন্মে গ্রীষ্মপ্রধান ভারতবর্ষে তাহার কিছু মাত্র দৃষ্ট হয় না; অপর অত্রত্য হস্তি ব্যাঘ্রাদি পশুও ইউরোপ খণ্ডে প্রাপ্য নহে।

অস্ত্রেলিয়া দেশে কাঙ্গারু পশু, দক্ষিণ আমরিকা দেশে লামা ও আল্পাকা পশু, নর্‌ওয়ে ও সুইডন্ দেশে রিণ হরিণ, অফরিকা দেশে ক্বাগা ও হিপপোটিমস্ পশু, ইত্যাদি দেশ ভেদে এক২ বিশেষ পশু বা পক্ষী আছে, যাহা তদন্যত্র প্রাপ্য হয় না। উত্তর আমরিকার অসাধারণ পশুমধ্যে বাইসন্ নামা জীব অতি প্রসিদ্ধ। ঐ জীব এতদ্দেশীয় মহিষাকার, এতৎপ্রযুক্ত তাহাকে "মার্কিন মহিষ" শব্দেও কহা যায়। পরন্তু মহিষহইতে অনেক বিষয়ে ইহার লক্ষণ ভেদ আছে। উপরে যে চিত্র মুদ্রিত করা গিয়াছে তদ্দৃষ্টে ব্যক্ত হইবে, যে কেশরির ন্যায় এই পশুর স্কন্ধদেশ সুদীর্ঘ স্থূল কেশাবৃত; ইহার শৃঙ্গও মহিষ শৃঙ্গের তুল্য দীর্ঘ নহে; অপর গো ও মহিষের দেহে ত্রয়োদশ খানি পর্শুকা (পাঁজরা) থাকে, ইহার দেহে পঞ্চদশ পর্শুকা দৃষ্ট হয়।

পুং বাইসন্ প্রায় ছয় হস্ত দীর্ঘ, এবং চারি হস্ত ঊর্দ্ধ। শীতকালে ইহাদিগের দেহের সর্ব্বত্র ঘোর-কটাবর্ণ কেশে আবৃত থাকে, গ্রীষ্মারম্ভে তাহা পড়িয়া যায়; কেবল মস্তক স্কন্ধ ও গলদেশে অবশিষ্ট

থাকে; পরন্তু তাহারও বর্ণের ব্যতিক্রম হয়; শীতকালের প্রায় কৃষ্ণ-কটাবর্ণের পরিবর্ত্তে গ্রীষ্মে ঈষৎ পীতাক্তকটাবর্ণ প্রাপ্ত হয়। মস্তক ও ককুদোপরিস্থ কেশ এক হস্ত দীর্ঘ। বাইসন্ পশুর মস্তক অতি বৃহৎ; কিন্তু অন্য পশুর ন্যায় তাহা তাহাদিগের শরীরের ঊর্দ্ধভাগে স্থিত নহে। তাহাদিগের চক্ষুঃ কৃষ্ণবর্ণ অতি ক্ষুদ্র এবং তীক্ষ্ণ; শৃঙ্গ খর্ব্ব ও তীক্ষ্ণাগ্র; কপোল ও বক্ষদেশ প্রশস্ত, পদ খর্ব্ব ও সুদৃঢ়; পশ্চাদ্ভাগ কৃশ ও দুর্ব্বল-প্রায়; পুচ্ছ এক হস্ত পরিমাণ এবং কেশে মণ্ডিত। ইহাদিগের ককুদ গবাদির ককুদ-প্রায় কেবল স্নেহ-পিণ্ড নহে; তন্মধ্যে অনেক মাংসপেশী আছে, যদ্দ্বারা ইহারা আপন২ ভীম-স্কন্ধ অনায়াসে সঞ্চালন করিতে পারে।

এতদ্দেশীয় মহিষের ন্যায় মার্কিন্ মহিষ দলবদ্ধ হইয়া বাস করে। কথিত আছে এক২ দল পশু এক কালে দুই তিন ক্রোশ স্থান আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। লুইস্ এবং ক্লার্ক সাহেব লেখেন যে তাঁহারা অভাবতঃ বিংশতি সহস্র বাইসন্ এক২ দলমধ্যে দেখিয়াছিলেন। ইহাদিগের স্বভাবও মহিষের ন্যায়। প্রাতে ও অপরাহ্নে ইহারা ক্ষেত্রে চরিয়া থাকে; ও মধ্যাহ্নে সূর্য্যোত্তাপে জলাশয়ের নিকট শরবন-মধ্যে লুক্কায়িত থাকে।

এই সকল বৃহৎ দলে স্ত্রী ও পুং বাইসনেরা পৃথক২ অবস্থিতি করে; কেবল প্রত্যেক দল স্ত্রী বাইসনের মধ্যে দুইটা করিয়া পুং বাইসন্ প্রহরিস্বরূপে উপস্থিত থাকে।

ইহারা স্বভাবতঃ ভীত এবং মনুষ্যের নিকট-হইতে পলায়ন করে; কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে অত্যন্ত সাহসের সহিত মনুষ্যের প্রতিহিংসায় প্রবৃত্ত হয়।

মার্কিন্ দেশীয়েরা এই পশুকে বশীভূত করিতে কোন চেষ্টা করে নাই; অতএব এই পশু বশীভূত হইতে পারে কি না এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের কোন উপকার সম্ভব কি না তাহা অধুনা নিশ্চয় করা কঠিন; বোধ হয় বিশেষ চেষ্টা করিলে মার্কিন্ জাতীয়েরা কৃতকার্য্য হইতে পারেন। পরন্তু এ বিষয়ে তাহাদের বিশেষ উদ্যম নাই, কারণ ইহার মাংস, মেদ, শৃঙ্গ ও কেশ প্রাপ্ত হইলেই তুষ্ট হয়, এবং তাহা বনে মৃগয়াদ্বারা অনায়াসে উৎপন্ন হয়; সুতরাং তদর্থে ঐ পশু গৃহে পালন করণের শ্রম স্বীকার করা বৃথা। মার্কিন্ লোকেরা এই পশুর মাংস অতি সুস্বাদু বোধ করে; এবং কহে যে হরিণ মাংসে ও মেষ মাংসে যে প্রকার প্রভেদ, সামান্য গোমাংসে ও বাইসন্মাংসেও তদ্রূপ। মার্কিন্ লোকেরা বাইসন্ পশুর জিহ্বা ও ককুদ সুখাদ্য বলিয়া অনেক প্রশংসা করে।

বাইসন্-লোমে সুচারু বস্ত্র প্রস্তুত হয়; এবং ছুরিকাদির মুষ্টি ও বারুদ রাখিবার আধার নির্ম্মাণার্থে তাহাদিগের শৃঙ্গ প্রশস্ত ও ব্যবহার্য্য। অপর ইহাদিগের ত্বক্‌ও অতি স্থূল ও দৃঢ়, ও নানাবিধ প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদনার্থে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে এক বাইসন্-শবহইতে অভাবতঃ দুই মন মেদ (চরবি) উৎপন্ন হইতে পারে।

বৃদ্ধ বাইসনেরা অতি স্থূলকায়, সুতরাং বেগে গমনে অক্ষম হয়, তৎপ্রযুক্ত অনায়াসে ব্যাঘ্রাদি-কর্তৃক বিনষ্ট হয়। ব্যাঘ্রেরা এই পশু মাংসাস্বাদনে অত্যন্ত লোলুপ, এবং দলবদ্ধ হইয়া বাইসন্ দলের পশ্চাৎ২ ভ্রমণ করে। কোন কারণ বশতঃ দলস্থ কেহ স্বদলের সহ সমবেগে চলিতে না পারায় অন্যাপেক্ষায় পশ্চাতে পড়িলেই ব্যাঘ্রেরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনষ্ট করিয়া স্ব২ উদর পূর্ত্তি করে। ভল্লূকেরাও এই পশুর এক প্রধান শত্রু, এবং সময় পাইলেই অনিষ্ট করে। পরন্তু মনুষ্যই

ইহাদিগের পরম শত্রু; ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, কেহই তত্তুল্য নহে। উত্তরআমেরিকার যে২ স্থানে এই পশুর নিবাস আছে, তত্রত্য সকলেই ইহাদিগকে বিনাশ করিতে উদ্যত। কেহ বন্দুকদ্বারা কেহ বা শরদ্বারা বাইসন্ বধ করে। কেহ২ বা দলবদ্ধ হইয়া এক দল বাইসন্‌কে কোন বেষ্টিত স্থানে তাড়াইয়া লইয়া যায়; এবং তথায় অস্ত্রাদি-দ্বারা বহুসঙ্খ্যক পশু অনায়াসে ধ্বংস করে। কথিত আছে এতাদৃশ মৃগয়ায় এক দিবসের মধ্যে অন্ততঃ দুই সহস্র জীব ধ্বংস হইয়া থাকে।

কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ।

(৮৪ পত্রহইতে ক্রমাগত।)

পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে অতিথি ও তপস্বিনী উভয়ে সায়ং-সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে একান্তে শিলাপট্টে বসিয়া আছেন এমত সময়ে রাজনন্দন অতিশয় বিনয়পূর্ব্বক কন্যাকে জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন; "তুমি কে? কি কারণ তুমি সংসার-সুখে বিরক্তা হইয়া এই তরুণাবস্থায় যোগসাধনতৎপরা হইয়াছ? আমার নিতান্ত ইচ্ছা হয় তোমার সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করি"। রাজনন্দনের এবম্ভূত সবিনয়-প্রশ্নাবসানে ঐ কন্যা কিছু মাত্র উত্তর না করিয়া মৌনভাবে অধোবদনে ক্ষণকাল রোদন করিতে লাগিল। তাহাতে চন্দ্রাপীড় নিরতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন, "আমি কি কুকর্ম্মই করিলাম, কেনই বা অকারণে ইহার আশ্রমে আসিয়া ইহার মনে ক্ষোভ দিলাম। আমার এস্থলে আসা সর্ব্বতোভাবেই অসৎকর্ম্ম করা হইয়াছে"। রাজা চন্দ্রাপীড়ের এতাদৃশ মনের ঔদাস্য ও বিষাদ দর্শনে ঐ কন্যা তাঁহাকে কহিতে লাগিল, "মহারাজ! আমি অতি মন্দভাগিনী। যদি আমার বৃত্তান্ত-শ্রবণে তোমার নিতান্তই কুতুহল হইয়া থাকে, শ্রবণ করুন্; আমি আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি। মহারাজ, শুনিয়া থাকিবেন, দেবলোকে অপ্সরানামে এক গন্ধর্ব্ব-কন্যা আছেন। তাহাহইতে চতুর্দ্দশ কুল উৎপন্ন হয়। প্রথম ব্রহ্মার মনঃহইতে, দ্বিতীয় বেদহইতে, অগ্নিহইতে তৃতীয়, পবনহইতে চতুর্থ, অমৃত-মন্থনহইতে পঞ্চম। জলহইতে ষষ্ঠ। সূর্য্য কিরণহইতে সপ্তম। চন্দ্রকরহইতে অষ্টম। নবম নক্ষত্রহইতে। দশম ভূমিহইতে। একাদশ বিদ্যুৎহইতে। দ্বাদশ মৃত্যু হইতে। ত্রয়োদশ মন্মথহইতে। এবং চতুর্দ্দশ কুলের বিবরণ এই যে দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণের মধ্যে দুই কন্যার নাম মুনি ও অরিষ্টা। গন্ধর্ব্বের সহবাসে ঐ দুই কন্যাহইতে এই কুলের উৎপত্তি হয়। গন্ধর্ব্বের মধ্যে ঐ দুই কুল প্রধান। মুনিহইতে চিত্ররথাদি ষোড়শ সহোদরের এক কুল। অরিষ্টাহইতে তম্বুরু-প্রভৃতি ছয় সহোদরের অপর কুল। চিত্ররথ ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় কিম্পুরুষবর্ষের মধ্যে হেমকূট নামে এক পর্ব্বত আছে, তথায় গন্ধর্ব্ব রাজ্য শাসন করেন। তিনি সহস্র২ গন্ধর্ব্বকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। চৈত্ররথ নামক মনোহর কানন তাঁহারই সমারোপিত। এই যে অচ্ছোদ সরোবর দেখিলেন ইহা তাঁহারি খাত। আর এই মন্দিরে চতুর্ম্মুখ মহাকাল কে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। অপর তুম্বুরু প্রভৃতি দ্বিতীয় গন্ধর্ব্বকুলের প্রধান হংস। ইনিই চিত্ররথের অনুমতিক্রমে গান্ধর্ব্বরাজ্যে অভিষিক্ত হন। ইনি চন্দ্রকিরণপ্রসূত গন্ধর্ব্বকুলসম্ভূতা গৌরী নাম্নী এক কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ দুই মহাপ্রভাব হইতে এই অশুভলক্ষণা মাদৃশী কন্যা উৎপন্না হয়। পিতা আমার অপুত্র, একারণ আমাকেই পুত্রবৎ

লালন পালন করিতে লাগিলেন। অসামান্য রূপ লাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া পিতা আমার নাম মহাশ্বেতা রাখিলেন এবং যথাযোগ্যকালে সুশিক্ষকের হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়া অনেক প্রকার বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া আমি এক দিন ঋতুরাজ বসন্তের সমাগমে জননী সমভিব্যাহারিণী হইয়া ঐ অচ্ছোদসরসীতে স্নানার্থ আসিয়াছিলাম। তীরস্থিত তরুগুল্মলতাদির বিকসিত কুসুমের সৌরভে সেই সকল স্থান আমোদিত হইয়াছে দেখিয়া তৎসৌরভের আস্বাদলোভে লুব্ধ ভ্রমরীর ন্যায় প্রিয়বয়স্যাগণকে সঙ্গে লইয়া সেই সকল পাদপের স্নিগ্ধ ও সুশীতল ছায়ায় বেড়াইতে লাগিলাম। এমত সময়ে তত্রত্য গন্ধবহের মন্দ২ সঞ্চারবশত এক আশ্চর্য্য সুগন্ধ আসিয়া আমার নাসিকারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। আমি তৎক্ষণাৎ সঙ্গিনীগণকে পরিত্যাগ করিয়া একাকিনী সেই সৌরভাভিমুখে চলিলাম। পশ্চাৎ২ কেবল আমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী এক জন সখীমাত্রই আসিতে লাগিল। নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম এক মুনিবালক নিম্ননাভি, গজস্কন্ধ, কম্বুগ্রীব, আকর্ণদীর্ঘনয়ন, আজানু লম্বমানবাহু, মনোহররূপ, স্বস্বরূপ অপর এক ঋষিকুমারকে বয়স্যভাবে সমভিব্যাহারে লইয়া ইতস্ততঃ বনবিহার করিতেছেন। ঐ মুনি তনয়ের কর্ণদ্বয়ে দুইটি সুরভি পুষ্প ছিল। তাহারি সদ্গন্ধে চতুর্দ্দিক্ সৌরভময় হইয়াছিল। এতাদৃশ সুকুমার ঋষিকুমারকে নয়নপথের অতিথি করিয়া আমি এক কালে পঞ্চশরের আজ্ঞার বশীভূত হইলাম। উভয়ের নয়নে২ আলিঙ্গন হইলে পর আমি তাহাকে প্রণাম করিলাম। তদনন্তর তাহার সহচর বয়স্যকে জিজ্ঞাসিলাম, ইনি কে? কোন ঋষির তনয়? ইহার নাম কি? আর কোন বৃক্ষের পুষ্প ইনি শ্রবণে ধারণ করিয়াছেন? তাহাতে সেই মুনিকুমার কহিলেন। "ইনি শ্বেতকেতু নামা দেবর্ষির পুত্র, ইহাঁর নাম পুণ্ডরীক; তপোবলবিষয়ে ইনিও পিতার তুল্য হইয়াছেন। ইহাঁর কর্ণভূষণীভূত যে সুরভি কুসুম দেখিতেছ ইহা পারিজাতমঞ্জরী। যে প্রকারে তিনি ইহা প্রাপ্ত হইলেন তাহা শ্রবণ কর। অদ্য চতুর্দ্দশীতিথি উপলক্ষে তিনি কৈলাসপর্ব্বতে গিয়া হরপার্ব্বতীকে দর্শন ও বন্দনাদি করিয়া আসিতেছেন এমৎ সময়ে এক বনদেবতা মনোহারিণী কামিনীর রূপ ধারণ করিয়া পথিমধ্যে ইহার সম্মুখীনা হইয়া কহিলেন; 'মহাশয়! আপনি এই পারিজাতমঞ্জরী লইয়া কর্ণপূর করুন। আমি ইহা আপনার যোগ্য বোধে অনেক যত্ন করিয়া আনিয়াছি। কৃপাবলোকনপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করিতে আজ্ঞা হউক'। পুণ্ডরীক মহাশয় সে কথায় কাণ না দিয়াই চলিয়া আইসেন ইহা দেখিয়া আমি বিনয় পূর্ব্বক কহিলাম; 'সুহৃদ্বর! ইহার করতল হইতে পারিজাতমঞ্জরী লইয়া ইহাকে পূর্ণমনোরথা করুন। এই কথাশ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ তাহার হস্তহইতে ঐ মঞ্জরীদ্বয় লইয়া নিজকর্ণভূষণ করিলেন'। আমি সঙ্গি-মুনিবালকের প্রমুখাৎ এই সকল শুনিতেছি এমৎ সময়ে সেই স্থানে পুণ্ডরীক স্বয়ং আগমন করিয়া "অয়ি সন্তোষপ্রিয়ে! যদি তোমার এই মঞ্জরী লইতে বাসনা হইয়া থাকে, দিতেছি গ্রহণ কর"। ইহা বলিয়া আপন কর্ণহইতে সেই দুই মঞ্জরী স্বহস্তে আমার কর্ণভূষণ করিয়া দিলেন। সুকুমার ঋষিকুমারের কোমল করস্পর্শে আমার বোধ হইল, যেন ঐ হস্ত দ্বিতীয় পারিজাতমঞ্জরী। আর আমার গণ্ডস্পর্শে পুণ্ডরীকেরও তৎকালে সাত্ত্বিকভাবের উদয় হইল। তদুপলক্ষে জপের অক্ষমালা

তাহার হস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেল। অধঃস্পর্শহইতে না হইতেই আমি তাহা শূন্য মার্গেই ধরিয়া নিজ গলদেশে পরিধান করিলাম। এমৎ সময়ে আমার এক জন ছত্রবাহিনী পরিচারিকা জননীর নিকটহইতে আসিয়া কহিল; "রাজ্ঞী স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছেন তুমি শীঘ্র আসিয়া স্নানাদি সমাধা কর"। এই কথা শ্রবণ করিয়া অনিচ্ছাতেই আমি জননীসমীপে যাইতে উদ্যত হইলাম। এমৎ সময়ে পুণ্ডরীকসহচর কপিঞ্জল প্রণয়গর্ভ কোপে তাঁহার সমীপে নিবেদন করিতে লাগিল। "মিত্র তোমার এতাদৃশ নীচপদে পাদার্পণ করা সমুচিত কর্ম্ম নহে"। ইহাতে পুণ্ডরীক কহিলেন "মিত্র কপিঞ্জল। তুমি অন্যথা ভাবিও না। দেখ ঐ ধূর্ত্তা বালা আমার অক্ষমালা লইয়া চলিল গেল, আমি কি রূপে ক্ষমা করিয়া থাকি"। এই কথা কহিয়া পুণ্ডরীক তৎক্ষণাৎ আমাকে কহিলেন; "অয়ি চপলে! আমাকে অক্ষমালা প্রত্যর্পণ না করিলে তোমাকে এক পদও চলিতে দিব না"। ইহাতে আমি তাহাকে "তুমি স্বহস্তে আমার গলদেশহইতে অক্ষমালা গ্রহণ কর" বলিয়া তাহার হস্তে সেই মালা সমর্পণ করিয়া স্নানবিধিসমাপনার্থ সরোবরে নামিলাম। তদবধি সেই পুণ্ডরীকের অসামান্য রূপলাবণ্য আমার হৃদয়পুণ্ডরীকে প্রবিষ্ট হইয়া রহিল। গৃহে গিয়া কেবল তাহার সেই মোহনমূর্ত্তি চিন্তা করিতে২ প্রায় দিন অবসান করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে একান্তে বসিয়া চিন্তা করিতেছি, এমৎসময়ে আমার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী তরলিকা তথায় আসিয়া আমাকে কহিল; "স্বামিনি আপনার গৃহাগমনের পরে সেই মুনিকুমার আপনার বৃত্তান্ত আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। আমিও তোমার সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত কহিলাম। তাহাতে তিনি নিরতিশয়-ব্যগ্রতাসহকারে আপন পরিহিত চীরখণ্ডে কিছু লিখিয়া আমার হস্তে দিয়া আপনার নিকট দিতে কহিয়া দিলেন। সে পত্র এই আপনি লইয়া দেখুন দেখি"। ইহা কহিবামাত্র তৎক্ষণাৎ আমি তাহার করতলহইতে সেই পত্র লইয়া দেখিলাম, তাহাতে এই লিখিত হইয়াছে।

"তুমি মৃণালতন্তুবৎ শুক্ল মুক্তালতাদ্বারা আমার মানসজাতকে লোভ ও আশা দিয়া মানস সরোবরগামি রাজহংসের ন্যায় অতি দূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ"। পত্রের এতাদৃশ মর্ম্মার্থাববোধে আমার প্রতীতি হইল, যে যেমন আমি তাহার জন্যে জ্বলিতেছি সেও আমার নিমিত্ত এখন তেমনি কামপরবশ হইয়াছে। ইহাতে আমি তরলিকাকে ভূয়োভূয়ঃ তাহারি কথা জিজ্ঞাসিতে লাগিলাম। সায়ংকাল হয়২ এমৎ সময়ে তৎসহচর কপিঞ্জল আসিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইলেন। আমি সত্বর হইয়া পাদ্যার্ঘাসন প্রদান ও স্বাগত প্রশ্ন করিলে পর তিনি আমাকে কিছু কহিতে উপক্রম করেন এমৎ ভাব বুঝিয়া তাহাকে কহিলাম; 'মহাশয়! আপনি নির্ভয়ে কহুন। এই যে তরলিকাকে দেখিতে পান ইনি আমাহইতে ভিন্ন নহেন'। ইহাতে তিনি অকুতোভয়ে কহিতে লাগিলেন; "সুন্দরি! তোমার বিরহে আমার প্রিয়তমপুণ্ডরীক এখন তখন হইয়া রহিয়াছেন, যখন তাহার জীবন তোমার অধীন বোধ হইতেছে। তোমার সমাগমব্যতিরেকে তাঁহার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হওয়া অতি সুকঠিন হইয়া উঠিবেক।" তাহায় আমায় এই রূপ কথোপকথন হইতেছে এমৎ সময়ে আমার মাতা গৌরী আমার শারীরিক অসুস্থতা শুনিয়া তথায় আমাকে দেখিতে আইলেন। তাহার উপস্থিতিমাত্রেই

কপিঞ্জল তৎক্ষণাৎ পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কহিয়া তৎস্থানহইতে প্রস্থান করিলেন। মাতাও আমাকে কুশলাদি জিজ্ঞাসিয়া চলিয়া গেলেন। রাত্রি হইল, চন্দ্রও উঠিলেন। তখন জ্যোৎস্নাভিসারিকা হওনের উপযুক্ত বেশভূষাদি পরিগ্রহ করিয়া আমি প্রাণেশ্বর পুণ্ডরীকের দর্শনাভিলাষে এই অচ্ছোদসরোবরের পশ্চিমতটে উপস্থিত হইয়া দূরহইতে “হা মহাশ্বেতে পাপীয়সি! হা দুরাত্মন চণ্ডালচন্দ্রমঃ”! ইত্যাকার নানা প্রকার বিলাপধ্বনি শুনিতে পাইলাম। নিরতিশয় ব্যাকুলতায় আমি নিকটে যাইয়া দেখিলাম পুণ্ডরীক প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং তৎকালে আমার শোকের আর ইয়ত্তা রহিল না। অনেকক্ষণপর্য্যন্ত রোদনবিলাপাদি করিয়া সমভিব্যাহারিণী তরলিকাকে কাষ্ঠাহরণ পূর্ব্বক চিতা রচনা করিতে আদেশ দিলাম। সহমরণের উদ্যোগ করিতেছি এমৎকালে চন্দ্রমণ্ডলহইতে এক দিব্যমূর্ত্তি পুরুষবর ভূতলে আসিয়া পুণ্ডরীকের ঐ মৃতদেহ লইয়া উর্দ্ধে উঠিলেন। প্রস্থানকালে তিনি আমাকে কহিয়া গেলেন “বৎসে মহাশ্বেতে! তোমার চিতারচনা পূর্ব্বক প্রাণত্যাগের কোন আবশ্যক নাই। কিয়ৎ কালবিলম্বে ইনিই পুনর্জ্জীবিত হইয়া তোমার পাণিগ্রহণ করিবেন। তাহার শবগ্রহণপুরঃসর গগণমার্গে উঠিয়া যাইবার সময়ে কপিঞ্জল “আমার মিত্রকে লইয়া কোথায় যাও” বলিয়া তাহার পশ্চাৎ২ উঠিতে লাগিলেন। উহাদের অলৌকিক ব্যাপারদর্শনে আমি তদানীং কর্ত্তব্যাবধারণে বিমূঢ়া হইয়া বসিয়া আছি। তদ্দর্শনে তরলিকা তৎকালোচিত নানা প্রবোধ বাক্যদ্বারা আমাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিল; “স্বামিনি! দৈবী আজ্ঞা হেলন করা তোমার অকর্ত্তব্য। ধৈর্য্য ধর; মরণব্যবসায়হইতে নিবৃত্তা হও”। এই রূপ সৎপরামর্শে নির্ভর করিয়া তথায় সেই নিশা অবসান করিলাম। পরদিন প্রভাত হইবামাত্র এই সরোবরে স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া পুণ্ডরীকপ্রীতিহেতু তদীয় বল্কল কমণ্ডলু অক্ষমালা প্রভৃতি ধারণপূর্ব্বক সন্তুতিবৎসল-জনক-জননী-কুটুম্ব-সখীজনপ্রভৃতি সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া এই অশরণশরণ ত্রিলোকীনাথ দেবদেবমহাদেবের শরণাগতহইয়া রহিয়াছি। আমার পিতা মাতা নিজ আত্মীয়বর্গে পরিবৃত হইয়া আমাকে লইয়া যাইবার বাসনায় এখানে আসিয়া অনেক যত্ন করিয়াছিলেন। পরন্তু আমার ঈদৃশনিষ্ঠাদর্শনে পর্য্যবসানে তাঁহাদিগকে স্ব২ অধ্যবসায়হইতে পরাঙ্মুখ হইতে হইয়াছে, কেবল তরলিকামাত্র আমার পরিচারিকা সহচরী হইয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছে। অদ্যাপি আমি তাদৃশ নিয়মে নিয়ন্ত্রিতা হইয়া এই স্থলে পড়িয়া আছি। আমি সেই অভাগিনী আপনি আমার বিষয় কি জিজ্ঞাসেন”? এই কহিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। চন্দ্রাপীড় স্বহস্তে জলানয়নপূর্ব্বক তাহার মুখ প্রক্ষালন ও নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করত তথায় দিবা যাপন করিলেন।

সুবিচক্ষণ উদাসীন।

জনৈক উদাসীন একাকী অরণ্যে ভ্রমণ করিতে২ দুই জন বণিককে সন্নিহিত দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন; “তোমরা কি একটা উষ্ট্র হারাইয়াছ”? বণিকেরা প্রত্যুত্তর করিল; “হাঁ! হারাইয়াছি”। উদাসীন কহিলেন; “তাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণা এবং বাম পদ ভগ্ন বটে”? বণিকেরা কহিল; “সত্য বটে”। উদাসীন পুনর্জ্জিজ্ঞাসিলেন; “এবং সম্মুখের একটা

দন্ত গিয়াছে”। বণিকেরা। “যথার্থ”। উদাসীন। “তাহার পৃষ্ঠোপরি এক পার্শ্বে মধু, এবং অন্য পার্শ্বে গোধূম পূরণ ছিল”? বণিকেরা। “তাহাই অবিকল বটে। অপর যখন আপনি ঐ উষ্ট্রটি সম্প্রতি দেখিয়াছেন, এবং বিশিষ্টরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন, তখন বোধ করি অনায়াসেন্তাহাকে আমাদিগকেও দেখাইতে পারেন”। উদাসীন। “মহাশয়, আপনাদিগের উষ্ট্র আমি কদাপি দেখি নাই, এবং তাহার বৃত্তান্তও ইতিপূর্ব্বে শুনি নাই”। বণিকেরা। “বিলক্ষণ! তবে যে কথকগুলি বহুমূল্য প্রস্তরাদি তাহার দ্রব্য পূরণের মধ্যে ছিল তাহা কোথায় গেল? তাহা আমাদিগকে প্রত্যর্পণ করুন”? উদাসীন পুনর্ব্বার কহিল, “আমি তোমাদিগের উষ্ট্রও দেখি নাই, এবং মণি মুক্তাদিও লই নাই, অতএব তাহা কি প্রকারে দিব”? ইহাতে বণিকেরা তাহাকে ধৃত করিয়া কাজির নিকট লইয়া গেল; কিন্তু তথায় অত্যন্ত অনুসন্ধানে ও নিগূঢ় প্রশ্নদ্বারাও তাহাকে কোন প্রকারে অপরাধী করিতে সক্ত হইল না। অতঃপর তাহাকে মায়াবী বলিয়া বিচার আরব্ধ হইল। এমত সময়ে ঐ উদাসীন নিরুদ্বেগে নিবেদন করিতে লাগিল; “আপনাদিগের বিস্ময় দর্শনে আমি আমোদ প্রাপ্ত হইয়াছি; এবং আপনাদিগের সন্দেহেরও কিঞ্চিৎ কারণ আছে স্বীকার করি; কিন্তু আমি বহুকালাবধি একাকী অরণ্যে বাস করিয়া তত্রত্য সকলবস্তুর পরিচয় প্রাপ্ত আছি; তন্মধ্য দিয়া স্বামিত্যাগি একটা উষ্ট্র গমন করিয়াছে ইহা আমি অনায়াসেই স্থির করিয়াছিলাম, যেহেতুক উক্ত উষ্ট্র পদচিহ্নের পশ্চাৎ কোন নরপদ চিহ্ন দৃষ্ট হয় নাই; পথিমধ্যে এক পার্শ্বের কণ্টকাদি চর্ব্বণ করাতেই ঐ কণ্টকভুক্পশুর এক চক্ষের কাণতা আমার নিশ্চয় হইয়াছিল, এবং সমস্ত মার্গে এক পদের অতি ক্ষীণ চিহ্ন হওয়াতেই তাহার খঞ্জতা উপলব্ধি হইয়াছিল। যথা ২ দন্তাঘাত করিয়াছে তথায় এক স্থলে বন্য শাখাদির মধ্যে ভেদ না হওয়াতেই তাহার দন্তৈকপাত নিষ্পন্ন করিয়াছিলাম, অপর ঐ পশুর গমনীয় পথিমধ্যে এক পার্শ্বে ভ্রমরের ও অন্য দিগে পিপ্পলিকার সমারোহে তাহার দ্রব্য পূরণের বিষয়ে আমার অবশ্যই সংস্কার হইতে পারে”।

কিয়াজ জাতীয়দিগের উদ্বাহ প্রথা।

পারশ দেশের উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে কিয়াজ নামা এক জাতি মনুষ্য আছে। তাহাদিগের চরিত্র বিষয়ে আমরা এক আশ্চর্য্য বিবরণ শ্রুত হইয়াছি। গার্ডনর নামা জনৈক ইংরাজ তদ্দেশ ভ্রমণ করত স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে ঐ জাতীয় ব্যক্তি বিবাহ সুখাভিলাষী হইলে মনোনীত কোন স্ত্রীর সম্মুখে আপন ধনুঃ রাখিয়া দেয়। ঐ স্ত্রী উক্ত ধনুঃ লইয়া চুম্বন করত তাহা প্রত্যর্পণ করিলেই বিবাহ সম্পন্ন হইল; অন্য কোন সমারোহের প্রয়োজন থাকে না। যদ্যপি কদাচিৎ ঐ স্ত্রী স্বামিত্যাগ করিতে অভিলাষ করে, তবে তাহার স্বামির ধনুঃ লইয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেই স্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইল, অপর কোন প্রক্রিয়ার উপেক্ষা নাই। স্ত্রীলোকেরা স্বয়ং বিবাহানুরাগিণী হইলে অভিপ্রেত ব্যক্তির ধনুর জ্যাবিমুক্ত করিলেই বাঞ্ছা সফল হয়। যদিচ কিয়াজদিগের উদ্বাহ প্রক্রিয়া এতাদৃশ যৎসামান্য বটে, পরন্তু এই নিয়মে বিবাহিত স্ত্রীকে লোকে অনায়াসে বিক্রয় করিতে পারে; তাহাতে স্ত্রী সম্মতা না হইলে দেশস্থ বিচারপতিরা ঐ বিক্রেতা স্বামির সাহায্য করে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৮, আষাঢ। [১৯ খণ্ড।

জয়পুর-রাজ্যের ইতিহাস।

এতদ্দেশে ইংরাজ রাজপুরুষেরা এক কুপ্রথার অনুগামী হইয়া রাজ্যের নাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাজপাটের নামে রাজ্য-সকল খ্যাত করেন। তদনুসারে বঙ্গদেশের নবাব মুর্শিদাবাদের নবাব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মারবার-রাজ্য যোধপুর, ও মিবার-রাজ্য উদয়পুর নামে বিখ্যাত হইয়াছে। যে প্রদেশ ইংরাজি গ্রন্থে জয়পুর নামে প্রচারিত আছে, তাহার প্রকৃত নাম ঢুণ্ডার। রাজপুত্রদিগের মধ্যে ঐ প্রাচীন নামই প্রসিদ্ধ; পরন্তু অম্বকেশ্বর মহাদেবের নামহইতে আম্বের নাম ও

এতদ্দেশসম্বন্ধে প্রকাশিত আছে; উদয়পুর নগরের সন্নিকটে আম্বের নামে এক নগরও বর্ত্তমান আছে। এতৎপত্রের প্রথম খণ্ডের ১৯ পত্রে যে মানচিত্র প্রকটিত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে জয়পুর রাজ্যের অবস্থিতি ও সীমা অনায়াসেই সুব্যক্ত হইবেক। ঐ রাজ্য মিবার রাজ্যের তুল্য প্রাচীন নহে, পরন্তু তথাকার রাজা সর্ব্বতোভাবে মিবার দেশীয় ভূপতির তুল্য মান্য বটেন, কারণ উভয়েই রঘুকুলতিলক শ্রীরামচন্দ্রের বংশজাত। রাঘব সন্তান লবের বংশ কি প্রকারে মিবার রাজ্য অধিকার করেন তাহা পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। অধুনা ঢুণ্ডার-দেশের ইতিহাস-প্রসঙ্গে কুশের বংশ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

রাজপুত্র কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থে কুশ-সন্তানদিগের নাম প্রচার নাই। তাহাতে এই মাত্র লিখিত আছে যে কুশবংশীয় জনৈক ভূপতি পৈতৃক রাজধানী কোশলা-দেশ ত্যাগ করত শোণনদীতটে "রোটস্" নামক এক দুর্গ স্থাপন করেন। ঐ দুর্গ অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে, এবং তথায় বহুকাল-পর্য্যন্ত তাঁহার অপত্যেরা বাস করিয়াছিল। সংবৎ ৩৫১ অব্দে নল নামা জনৈক কুশসন্তান নিষধ নামে এক নগর স্থাপন করেন, তাহার আধুনিক নাম নরবার। ঐ নগরে নল রাজার বংশজাত ক্রমানুয়ে তেত্রিশ পুরুষ "কচ্‌বহ" বংশ নামে বিখ্যাত হইয়া আধিপত্য প্রচার করিয়াছিলেন। অবশেষে ৩৩৫ বৎসর অতীত হইলে পর শোরাসিংহ ভূপতির মৃত্যু সময়ে তাঁহার অপৌগণ্ড বালকের অধিকার তাহার খুল্যতাত অপহরণ করিলেক। শোরাসিংহের মহিলা প্রাণভয়ে যৎসামান্য-বেশে পৈতৃক-সত্ত্বচ্যুত শিশুটিকে মস্তকোপরি লইয়া পলায়ন করিল, এবং পশ্চিমাভিমুখে বহুদূর ভ্রমণ-করণানন্তর অবশেষে অত্যন্ত শ্রান্তা হইয়া খোগং নগরের নিকট উপস্থিতা হইল। তথায় পথ-প্রান্তে ভূতলে শিশুটিকে রাখিয়া রাজ-বালা বনফল সঙ্গ্রহ করিতেছিল, এমত সময়ে এক সর্প ফণা বিস্তৃত করিয়া তাহার শিশুর মস্তক ছত্রবৎ আচ্ছাদন করিয়াছে দেখিয়া ভয়ে চীৎকার করিল। জনৈক পথিক ব্রাহ্মণ তদ্দৃষ্টে তাদৃশ ভয়ার্ত্তা শিশুর মাতাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন, "ভাগ্যবতি, ত্রাসিতা হইও না, বরং আনন্দিত হও, এই শকুন দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে তোমার এ পুত্রটি অতি মহৎ লোক হইবেক"। কিন্তু ব্যাকুলহৃদয়া জননী তাহাতে তৃপ্তা না হইয়া এই মাত্র কহিল; "অধুনা আমি ক্ষুধায় মুমূর্ষু প্রায়া, ভাবি সৌভাগ্যে আমার কি ফল"। পথিক তদ্বাক্যশ্রবণে দয়ায় আর্দ্র হইয়া তাহাকে খোগং নগরের পথ দেখাইয়া দিলেন। রাজমহিলা চাঙ্গারিস্থ পুত্রটিকে মস্তকোপরি লইয়া তথায় গমন করিল, এবং পথিমধ্যে তত্রত্য রাজমহিষীর দাসীর সহিত সাক্ষাৎ হইবাতে তাহার নিকট উপজীবিকা প্রার্থনা করিল। খোগং নগর তৎসময়ে রলুণ্সি নামা অসভ্য মীনা জাতীয় রাজার অধীন ছিল। তাহার মহিষী উপাগত শোরাসিংহের মহিলাকে দাসী বৃত্তিতে নিযুক্ত করিল, এবং তদবস্থায় ঐ সূর্য্যবংশীয় রাজমহিলা পুত্রসহ দিনপাত করিতে লাগিল।

একদা মীনা রাজার পাচকের অনুপস্থিত থাকাপ্রযুক্ত শোরাসিংহের স্ত্রী পাক কর্ম্মে নিযুক্তা হন, এবং মীনা রাজা তৎকর্ত্তৃক পক্ব অন্নব্যঞ্জন ভোজনে অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া পাচিকাকে সমীপে আহ্বান করত তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিলেন, ও সূর্য্যবংশীয়া রমণীর আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া তাহাকে ভগিনী বলিয়া সম্বোধন করিলেন, এবং তাহাকে

ও তাহার অপৌগণ্ড শিশুটিকে ভগিনী-ভাগিনেয়-বৎ প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। এবংপ্রকারে কিয়ৎকাল গতে উক্ত শিশুটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইল, এবং স্বীয় সদাচার দ্বারা অনায়াসে আপন রক্ষক মীনা-রাজকে পরিতৃপ্ত করিল। এই বালকের নাম ঢোলরায়। ইহার সমকালে দিল্লী নগরে তুয়ার-বংশীয়রাজ পুত্রদিগের অধিকার ছিল। ভারতবর্ষীয় অন্যান্য রাজারা ঐ তুয়ার বংশীয় দিল্ল্যধিপতিদিগকে অধিরাজ বলিয়া গণ্য করিতেন, এবং অনেকে তাহাদিগকে কর দিতেও বাধ্য ছিলেন। মীনারাজ এই তুয়ার বংশীয় দিল্লীশ্বরকে যথাযোগ্য কর প্রদান করিতেন। একদা স্বয়ং কর-প্রদানার্থে দিল্লী-যাত্রায় অনিচ্ছুক হইয়া আপন প্রিয় ভাগিনেয় ঢোলরায়কে তদর্থে প্রেরণ করেন।

ঢোলরায় মীনারাজের প্রতিনিধিস্বরূপে ক্রমাগত পাঁচ বৎসর কাল দিল্লীনগরে বাস করেন। তৎপরে তাঁহার প্রতিপালকের স্বত্বাপহরণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়, এবং তদভিপ্রায়ে তিনি কতকগুলি স্বজাতীয়সহচর-সমভিব্যাহারে লইয়া খোগংনগরে প্রত্যাগমন করেন। তথায় মীনারাজের কুলাচার্য্য তাঁহার সহযোগী হইল, এবং তাহার পরামর্শে তিনি দিবালীর পর্ব্বদিনে আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করণের কাল স্থির করিলেন। উক্ত দিবসে প্রাচীন প্রথানুসারে ভ্রাতৃ-বন্ধু-সমভিব্যাহারে রলুনসিরাজ এক মহা সরোবরে অবগাহন করিতেছিলেন, এমত সময়ে অকৃতজ্ঞ ঢোলরায় স্বজাতীয় সহচর-সহিত তাঁহাদিগকে আক্রমণপূর্ব্বক সবংশে বিনাশ করত খোগংনগর অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি দেওসা নগরে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য রাজার কন্যাকে বিবাহ করেন। উক্ত রাজা বুগুজরবংশীয় রাজপুত্র; স্বয়ং নিঃসন্তান-প্রযুক্ত তিনি আপন রাজ্য নিজ জামাতাকে প্রদান করিলেন। ঢোলরায় এই রাজ্য-প্রাপ্তে সবল হইয়া মৌচ-দেশ-বাসী অসভ্য মীনাজাতীয়দিগের রাজ্যাপহরণপূর্ব্বক মৌচনগরে আপন রাজপাট স্থাপন করত, নিজ পূর্ব্বপিতামহ শ্রীরামচন্দ্রের নামে উক্ত নগরের নাম রামগড় রাখিলেন।

তদনন্তর ঢোলরায় আজমীরাধিপতির মরোণী নাম্নী পরমাসুন্দরী দুহিতার পাণিগ্রহণ করেন। একদা তিনি সেই মহিলাসহ জম্বাহী-মাতা দেবীর সন্দর্শন বন্দনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, এমত সময়ে একাদশ সহস্র মীনাজাতীয় সৈন্য একত্র হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেক। ঢোলরায়ের সহিত অধিক সৈন্য না থাকাতেও পলায়ন করিতে অস্বীকার করত রাজপুত্র বীর্য্যমদে মত্ত হইয়া তিনি শত্রুদলের সহিত তুমুল সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন, এবং শত্রুশোণিতে সমরক্ষেত্র প্লাবিত করিয়া অবশেষে তাহাদেরই হস্তে প্রাণে বিনষ্ট হইলেন। তৎকালে তাঁহার পত্নী মরোণী অন্তর্বত্নী ছিলেন।

স্বামিবিয়োগে মরোণী অত্যন্ত খিদ্যমানা হইয়া অবশিষ্ট সৈন্যসহ স্বদেশে পলায়ন করিলেন। তথায় তাঁহার এক পুত্র জন্মে। তাহার নাম কণ্ডুখল। তৎকর্তৃক ঢুণ্ডার দেশের অনেক অংশ মীনাজাতির হস্তহইতে অপহৃত হয়। তাঁহার পুত্র মৈদলরায়ও প্রতিবাসী অনেক মীনাদিগকে পরাজয় করিয়া আপন রাজ্য বিস্তার করেন। তৎপরে হুনদেব ও তৎপশ্চাৎ কুন্তলরায় পৈতৃক দৃষ্টান্তানুসারে মীনাজাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধদ্বারা রাজপুত্র-রাজ্যের বিপুল বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কুন্তলের পুত্র পজুন। শ্রীকবিচাঁদ কৃত "পৃথ্বীরায় রাস" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার শৌর্য্যগুণের অনেক প্রশংসা লিখিত আছে।

রলুন্সি-মীনার দাসীপুত্র ঢোলরায়হইতে পজুন ষষ্ঠ পুরুষ; পরন্তু ঐ ছয় পুরুষ রাজপুত্রদিগের

মহিমা ও গৌরব এ প্রকারে বিস্তৃত করিয়াছিলেন, যে চোহান বংশীয় মহাসম্রাট দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরায় পজুনকে আপন সহোদরা প্রদান পূর্ব্বক স্বীয় সভাস্থ অষ্টাধিকশত সেনানায়ক কুলীন মহাশয়দিগের অগ্রগণ্য করিতে সন্দিগ্ধ হয়েন নাই। ফলতঃ শৌর্য্য ও কুলমর্য্যাদায় পজুন তাৎকালিক বীরমণ্ডলীর মধ্যে প্রধান হওনের অযোগ্য ছিলেন না। তাঁহার তীক্ষ্ণাস্ত্রানলে যবনেরা বারদ্বয় পরাস্ত হইয়া সিন্ধুতটহইতে পলায়ন করিয়াছিল; তিনিই প্রসিদ্ধ যবন-সেনানায়ক সাহাবুদ্দীনকে পরাভব করিয়া গজনন্ নগর অবধি তাহার পশ্চাৎ পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিলেন; তাঁহার শৌর্য্যপ্রভাবে মহোবাদেশ চণ্ডালদিগের হস্তহইতে অপহৃত হইয়া দিল্যধিপতির রাজ্যান্তর্গত হইয়াছিল; এবং প্রধানতঃ তাঁহারই সাহায্যে পৃথ্বীরাজ কান্যকুব্জের রাজা জয়চন্দ্রের দুহিতাকে হরণ করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত ব্যাপারে তাঁহার মৃত্যু হয়। কান্যকুব্জাধিপতি, দুহিতাপহরণ হওয়াতে, অত্যন্ত কোপে ক্রমাগত পাঁচ দিন পৃথ্বীরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ যুদ্ধে পজুনের অত্যদ্ভুত বীর্য্য বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়াছিল। কবিচাঁদ ঐ যুদ্ধের অতি সুচারু বর্ণন করিয়াছেন। তিনি লেখেন, "মিবার বংশীয় গোবিন্দ গেহ্লোট্ "পজুনের সহায়তায় নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "পতন দৃষ্টে শত্রুদল আনন্দে নৃত্য করিতে লা- "গিল; তখন পজুন সমরক্ষেত্রে বজ্রবৎ উপনীত "হইলেন; উভয় হস্তে খড়্গ ধরিয়া শত্রুমুণ্ড "নিপাত করিতে লাগিলেন। চারিশত ব্যক্তি "তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল, তাঁহার সাহা- "য্যার্থে কেবল কেহরি, পীপা, বোহো, নরসিংহ "এবং কচরা উপস্থিত ছিল। নিরন্তর বল্লম ও "খড়্গ সঞ্চালিত হইল; রণক্ষেত্রে মস্তক বৃষ্টি "হইতে লাগিল; নরশোণিতে ক্ষেত্র প্লাবিত হইল; "এমত সময়ে পজুন ইতিমাদকে * আক্রমণ "করিয়া তাহার মস্তক ভূমিতে নিপাত করি- "লেন; কিন্তু সেইক্ষণেই ঐ যবনের বল্লম তাঁহার "হৃদিশায়ী হইল। কূর্ম্মশ্রেষ্ঠ † বীরশয্যায় শয়ন "করিলেন। অপ্শরারা তাঁহার নিমিত্তে পর- "স্পর বিবাদ করিতে লাগিল; রণভূমি শববৃন্দে "আচ্ছাদিত হইল; মহাদেব মালা গ্রন্থনার্থে "অনেক মুণ্ড প্রাপ্ত হইলেন। পজুন ও গোবিন্দের "পতন সময়ে এক প্রহর দিবা অবশিষ্ট ছিল। "ভ্রাতৃ-শব উদ্ধারার্থে পহুন ব্যাঘ্রবৎ শত্রুমধ্যে "উপনীত হইলেন; কনৌজ পঁক্তি-ভূষিত হইল, "জয়চন্দ্রের মেঘবৎ নিবিড় সৈন্য পশ্চাদভি- "মুখ হইল। পজুনের ভ্রাতা ও পুত্র কর্ণের সদৃশ "বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল; উভয়েই বীরশয্যায় "শায়ী হইল, ও সূর্য্যদেব তাহাদিগকে স্বলোকে "আনয়নার্থে আপন রথ প্রেরণ করিলেন; তা- "হারা অরুণমণ্ডলের মাহাত্ম্য ভোগ করিয়া- "ছিল। ঐ ঘোরতর সঙ্গ্রামের ভীষণনাদে গঙ্গা "ভয়ে সঙ্কুচিত হইলেন; চন্দ্রদেব কম্পিত হই- "লেন; দিক্পাল-সকল হাহাকার করিতে লা- "গিল; কনৌজের অগ্রগতি স্থকিত হইল, এবং "ঐ অবকাশে কূর্ম্ম পিতার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পা- "দন করিলেন।

" পজুন তাঁহার স্বামির বর্ম্মস্বরূপ ছিলেন। "কান্যকুব্জের বীরমণ্ডলীকে তিনি অপর্য্যাপ্ত "অস্ত্র দান করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণবর্ণন "কবিরও অসাধ্য। শেষনাগোপরি পাদা- "র্পণ করত তিনি নরবন নির্ম্মূল করিয়াছি-

* রাজা জয়চন্দ্রের পক্ষ যবন সেনানায়ক।

† কচ্ছবহ শব্দের আদি কচ্ছপ; কবি চাঁদ তাহারই প্রতিশব্দ দ্বারা কচ্ছবহ বংশজ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

"লেন; বীরসন্তান কেহই তাঁহার অগ্রসর হইতে "পারে নাই। পজুন বীর-শয্যায় শয়ন করিয়া "কহিয়াছিলেন, 'শত-বর্ষমাত্র মনুষ্যায়ুঃ; তা- "হার অর্দ্ধেক রজনী অপহরণ করে, অবশিষ্টের "অর্দ্ধাংশ বাল্যক্রীড়ায় বিফল হয়; পরন্তু ঈশ্বর "আমাকে খড়্গ ধরিতে সক্ষম করিয়াছেন'। "এই কথা বলিতে-বলিতেই তিনি যমরাজের "হস্তে আরোহণ করিলেন; তথাহইতে আত্ম- "জের হস্ত শত্রুমধ্যে বিকসিত দেখিলেন; তদ্দৃষ্টে "তাঁহার আত্মা সন্তৃপ্ত হইল। মালসি সপ্তবার "অস্ত্রাহত হইয়াছিলেন, তাঁহার অশ্ব অস্ত্রাঘাতে "জর্জ্জর হইয়াছিল; পজুনের পুত্র অত্যদ্ভুত "ক্রিয়ার কর্তৃত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন"।

মালসি পজুনের কনিষ্ঠ সন্তান। পজুনের লোকান্তর হইলে পর তিনি আম্বের রাজ্যের অধিপতি হন, এবং পৈতৃক সদ্গুণাবলির সর্ব্ব ভাগধেয়-ভোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজল, তৎপুত্র রাজদেব, তৎপরে ক্রমান্বয়ে কীলন, কুন্তল, জনিস, উদয়কর্ণ, নরসিংহ, বম্বীর, উদ্ধারণ, এবং চন্দ্রসেন, ঢুণ্ডার রাজ্যে আধিপত্য করেন। তাঁহাদের কীর্ত্তি বিষয়ে আমাদিগের কিছু মাত্র বক্তব্য নাই। উদয়কর্ণের পুত্র বালোজি পিতার সঙ্গে বিবাদ করিয়া স্বয়ং এক রাজ্যের সূত্রপাত করেন; তাহা অল্পকাল মধ্যে অতি স্ফীত হইয়াছিল, এবং অদ্যাপি শিকাবতী নামে প্রসিদ্ধ আছে।

চন্দ্রসেনের পুত্র পৃথ্বীরাজ। তাঁহার সপ্তদশ পুত্র ছিল, তন্মধ্যে দ্বাদশ জন বয়ঃপ্রাপ্ত হন। ঐ দ্বাদশ সন্তানকে তিনি আপন রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং তাহাদিগহইতে কচ্বহ বংশের দ্বাদশ শাখা স্থাপিত হয়। উক্ত দ্বাদশ শাখা কচ্বহ বংশের "বার কোটরি" নামে বিখ্যাত আছে। পৃথ্বীরাজ পুত্রদিগের মঙ্গলার্থে সম্যক্ যত্নবান্ ছিলেন, তথাপি অবশেষে পুত্র হস্তেই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার আত্মজ ভীমসিংহ তাঁহাকে বধ করিয়া তাহার রাজ্যাপহরণ করে, এবং ঐ পিতৃঘাতক অপর এক পিতৃহাদ্বারা শমন-সদনে প্রেরিত হয়; তাহার নাম ঐশকর্ণ। সে পিতৃবধের পাপহইতে মুক্ত হওনাভিপ্রায়ে তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিয়াছিল। আম্বের রাজ্যের রাজাবলিমধ্যে এই পিতৃহন্তা-দ্বয়ের নাম প্রায় লিখিত হয় না; পরন্তু তাহারা পিতাপুত্রে অম্বের দেশের জারা হইয়াছিল এমত যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

ঐশকর্ণের পুত্র বাহারমল্ল। তিনি সর্ব্বাদৌ যবনদিগের অধীনতা স্বীকার করেন; এবং বাবরশাহ কর্তৃক "পাঁচ-হাজারি-মনসব" * উপাধি প্রাপ্ত হন। পরন্তু তদপেক্ষা তাঁহার পুত্র ভগবান দাস যবনদিগের বিশেষ ঘনিষ্ট ছিলেন। আক্বর বাদশাহ তাঁহাকে কি প্রকারে মুগ্ধ করিয়াছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, পরন্তু যবনদিগের সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ-ভাবের আখ্যান অধিক কি লিখিব, তিনি আক্বরের দ্বিতীয় পুত্র রাজকুমার সলিমের সহিত আপন দুহিতার বিবাহ প্রদানপূর্ব্বক সূর্য্যকুল সকলঙ্ক করিয়াছিলেন। ঐ সলিম পিতৃবিয়োগান্তে জাহাঙ্গির নামে দিল্ল্যধিপতি হন; এবং এই পরিণয়ের ফলস্বরূপ রাঘব বংশের কুলকামিনী গর্ভে খোস্রো নামা দুর্ভাগা রাজকুমারের জন্ম হয়।

ভগবান্ দাসের তিন সহোদর ছিল; সুরৎ সিংহ, মাধব সিংহ, এবং জগৎ সিংহ। জগৎ সিংহের পুত্র মানসিংহ। ভগবানের মৃত্যুর পর তিনি আম্বের রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি আক্বর বাদশাহের অতিপ্রিয়তম ছিলেন; ও বহু প্রকারে যবনরা-

* অর্থাৎ পাঁচ হাজার অশ্বের অধিপতি।

জের মঙ্গল চেষ্টা করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক উৎকল-দেশ পরাজিত হয়; আসাম-দেশে কর সংস্থাপিত হয়,এবং কাবুল-দেশ সুশাসিত হয়। সময়ে২ তিনি বাঙ্গালা, বেহার, কাবুল, এবং দক্ষিণ দেশের রাজপ্রতিনিধি (সুবাঃদার) পদে বৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষমতা এতাদৃশ বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে আকবর পাদশাহ পর্য্যন্ত তাহাকে ভয় করিতেন। কবি-ভারতচন্দ্র-কৃত অন্নদামঙ্গল গ্রন্থে তাঁহার অনেক বর্ণনা আছে।

আকবরের মৃত্যু সময়ে মানসিংহ আপন ভাগিনেয় খোসরোকে উত্তরাধিকারি করণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য না হইবাতে অনিষ্টই ঘটিয়াছিল। আকবর খোস্রোকে চিরকালের নিমিত্ত কারাবদ্ধ, এবং তাহার সহচরদিগের মস্তক চ্ছেদন করেন। মানসিংহ অতি ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, ও তাঁহার অধীনে বিংশতি সহস্র দিগ্বিজয়ি রাজপুত্র সৈন্য ছিল, অতএব আকবর ভয়প্রযুক্ত তাহাকে অন্য কোন শাস্তি না দিয়া সমুচিত অর্থ দণ্ড করত যাহাতে তিনি পুনরায় রাজবিদ্রোহাচরণে সক্ষম না হইতে পারেন এমৎ কৌশলে বঙ্গদেশের রাজপ্রতিনিধি (সুবাঃদার) পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করত রাজসভাহইতে দূরীকৃত করিয়াছিলেন। মোসলমান ইতিহাসবেত্তারা কহেন যে সংবৎ ১৬৭১ অব্দে বঙ্গদেশে মানসিংহের মৃত্যু হয়; কিন্তু রাজপুত্র ইতিহাসজ্ঞেরা তাহার অন্যথা লিখিয়াছেন। তাহাদিগের মতে উক্ত অব্দের দুই বৎসর পরে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে খিল্জি পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধে মানসিংহের নিপাত হয়।

দয়ার মাহাত্ম্য।

ইংরাজি ১৮৫৩ অব্দের ১লা জুন দিবসে ডেবিড হেয়ার সাহেবের মৃত্যু-দিবসীয় বার্ষিকী সভাতে শ্রীযুক্ত নবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক পঠিত।

দয়ার নিধান পরমেশ্বর আপন প্রজাদিগের রক্ষার নিমিত্ত কত প্রকার উপায়ই বিধান করিয়া দিয়াছেন! তিনি মনুষ্যমনে যে এক দয়ার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন তাহার দ্বারাই বা আমাদিগের কত উপকার হইতেছে! এই দয়া মনের একটি বৃত্তি-বিশেষ, এবং ইহা ন্যূনাধিক-বিধানে সকল শরীরেই স্থিতি করিতেছে। অপরাপর সকল বৃত্তি অপেক্ষা ইহার লক্ষণও পৃথক্, ভাবও ভিন্ন, এবং কার্য্যও স্বতন্ত্র। প্রত্যুপকার প্রত্যাশা হইয়া লোকের হিত করিতে যে প্রবৃত্তি হয় তাহার নাম দয়া নহে, সেও দয়ার লক্ষণ নহে; প্রবল ব্যক্তির প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত অনেকে যে তাহার যৎকিঞ্চিৎ ক্লেশে আপনাকে অধিক ক্লিষ্ট দেখাইয়া বাহ্যে মনের মহৎ ঔদার্য্যভাব প্রকাশ করে, তাহাও দয়ার ভাব নহে; মানের ও যশের আকাঙ্ক্ষায় কোন ক্রিয়া উপলক্ষে বহু-লোক-সমারোহ করিয়া ধনি লোকে যে প্রচুর অর্থ দান করে, আপনার কীর্ত্তিকে চিরস্থায়িনী করিবার মানসে এক ব্যক্তি যথেষ্ট অনুরাগপূর্ব্বক বহু-ধনাদি ব্যয় করিয়া যে বৃক্ষশ্রেণী-শোভিত দূর-প্রস্থিত সুগম্য-সরণি ও পথিক-জনের অশেষ ক্লেশান্তকারি পান্থশালা বা জলশূন্য-স্থল-বিশেষে দীর্ঘিকা সরোবর প্রভৃতি বৃহৎ২ জলাশয় প্রস্তুত করিয়া দেয়, সেও দয়ার কার্য্য নহে; এবং যদি কোন কোটিপতি অন্য কোন প্রবৃত্তি-বিশেষের বশীভূত হইয়া এক ব্যক্তিকে আপনার

সর্ব্বস্বও দান করে তথাপিও সে দয়ার কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। পরদুঃখ দর্শন করিলে তাহা দূর করিবার জন্য আপনাহইতে মনের যে ইচ্ছা হয়, তাহার নাম দয়া, ও সেই দয়ার লক্ষণ, এবং সেই দুঃখ জন্য মনোমধ্যে যে দুঃখের ভাব উপস্থিত হয়, সেই দয়ার ভাব; ও ঐ ইচ্ছার অনুসারে যথাসাধ্য যে কিছু কার্য্য করা হয়, তাহাই দয়ার কার্য্য। এই ইচ্ছার সহিত স্বার্থপরতা-সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকার বিষয়েরই সংস্রব নাই। ইহা স্বার্থপরতার সম্পূর্ণ বিপরীত-বৃত্তি। এ বৃত্তির নিকট জাতির বিচার নাই, গুণের বিচার নাই, মানের বিচার নাই, এবং আত্ম পর লোকের বিচার নাই, স্বদেশ বিদেশ প্রভৃতি স্থানেরও ভেদ নাই, এবং কোন সময়েরও ইতরবিশেষ নাই। যে সময়ে, যে স্থানে, যে কোন লোক-সম্বন্ধে, ইহার কারণ উপস্থিত হয়, তৎক্ষণাৎ এই বৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার আশ্চর্য্য নিরপেক্ষভাব আর কিছুরই অপেক্ষা রাখে না। ইহা কোন্ ব্যক্তি না জানেন যে কোন দয়ার্দ্রচিত্ত মহাত্মা এক ব্যক্তি সম্ভ্রান্ত ও গুণবন্তকে বিপদে পতিত দেখিলে তজ্জন্য যে রূপ কাতর হইবেন, এবং তাহাকে বিপদ্হইতে মুক্ত করিতে যে প্রকার যত্ন করিবেন, কোন গুণহীন সামান্য মনুষ্যকে বিপন্ন দেখিলেও তিনি তদ্রূপ কাতর ও যত্নশাল হইবেন? আত্মীয় লোকের দুঃখ দেখিলেও তাহা দূর করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, নিষ্পর ব্যক্তির যন্ত্রণা জন্য তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাকে সেই যন্ত্রণাহইতে মুক্ত করিতে ব্যগ্র হয়েন। স্বদেশের দুরবস্থা দূর করিতে তাঁহার যাদৃশ অনুরাগ, ভিন্ন দেশের দুঃখমোচন করিতেও তিনি তাদৃশ ইচ্ছুক হয়েন।

দয়া ধর্ম্মের মূল, এবং দয়াই আমাদিগের বিশেষ বন্ধু। দয়ার সহায়তাক্রমে আমরা এমত সকল কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছি যে তদ্দ্বারা ধর্ম্মরূপ মহাফলকে লাভ করিতে পারিতেছি। আমরা বাল্যকালে স্বগ্রামবাসী সমবয়স্ক সুহৃদের নিকট যে দয়ার মাধুর্য্যভাবকে লাভ করি; বয়ঃপ্রাপ্তে অজ্ঞাত দূরদেশ যাত্রা করিয়াও প্রবাস-বাসি নিষ্পর লোকের নিকটে সেই দয়ার আশ্রয় প্রাপ্ত হই। সে স্থলে না মাতার অমূল্য বাৎসল্যভাবকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, না পিতার মমতাপূর্ণ নিরীক্ষণকে ঈক্ষণ করিবার উপায় হয়, না বালসংসর্গি পূর্ব্বপরিচিত সুহৃৎগণের সকরুণ বাক্য শুনিবারই সম্ভাবনা থাকে; সেই স্নেহ ও মমতা-শূন্য-স্থলে কেবল দয়াই আমাদিগের রক্ষা করেন। যখন কোন পথিক ভ্রমণ করিতেং অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হওনপ্রযুক্ত গমনে অশক্ত হইয়া মৃতকল্পের ন্যায় পথিমধ্যে পতিত হইয়া থাকে, ও যে সময়ে সে ব্যক্তি অসহ্য রোগের যন্ত্রণায় ব্যাকুলিত হইলে বা নিদারুণ পিপাসা জন্য তাহার হৃদয় শুষ্ক হইলে সে যন্ত্রণা দূর করিতে, বা বিন্দুমাত্র জল প্রাপ্ত হইতে, তাহার আপনার কোন সাধ্য থাকে না,—তখন তৎপথগামি কোন না কোন লোকের হৃদয়ে দয়া আবির্ভূতা হইয়া সেই অনাথ-ব্যক্তির যন্ত্রণা হরণ করেন; যখন ঘোরতর বাতবৃষ্টিতে কাতর হইয়া, বা অসহ্য হিমজনিত যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া নিরাশ্রিত ভ্রমণকারিরা আশ্রয়-প্রাপ্তির জন্য কোন গৃহস্থ-আশ্রমে গমন করে, তখন সেই দয়া আসিয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য আশ্রমবাসির প্রতি অনুমতি করেন, এবং যখন প্রবাস যাত্রি লোকে কোন দৈব বিপাকে পতিত হইয়া দুই তিন দিবস অনশনে কালহরণ করত অন্নের নিমিত্ত লালায়িত হয়, তখন সাক্ষাৎ জননীরূপা দয়া ভিন্ন

আর কে অন্নদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করে? আত্মীয় স্বজনহইতে বিমুক্ত হইয়া যিনি কখন অপরিচিত-প্রবাস গমন করত দুঃখে পতিত হইয়াছেন তিনিই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন যে আমাদিগের কত হিতের নিমিত্ত দয়াময় পরমেশ্বর মনুষ্য-মনে দয়ার সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। দয়া বন্ধুহীনের বন্ধু এবং নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। এ সংসারে দয়া না থাকিলে কি আর আমাদিগের নিস্তার ছিল? দয়া না থাকিলে কি রাজার নিকট প্রজার রক্ষা ছিল? প্রভুর নিকট দাসের রক্ষা ছিল? ও প্রবলের নিকট দুর্বলের রক্ষা ছিল? মোহ বা ভ্রমবশতঃ দোষ করা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ; কিন্তু লোকে যদি সেই দোষকে দয়া-দৃষ্টিতে ক্ষমা না করিয়া সর্বদা গ্রহণ করিত তবে আমাদিগের অসুখের আর শেষ থাকিত না। কোন্ সবল ব্যক্তি আপন স্বভাবের প্রতি নির্ভর করিয়া এমত নির্দ্দোষ কর্ম্ম করিতে পারেন যে তজ্জন্য তাঁহাকে কখন কাহারো দয়ার আশ্রিত হইতে না হয়? মনুষ্যহইতে সর্বদা সকল কর্ম্ম নির্দ্দোষ হওয়া অসম্ভব; কিন্তু দয়া-দৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের দোষ মার্জ্জনা করাই সম্ভব। এই দয়ার কার্য্য সংসারে প্রচলিত আছে বলিয়াই ইহার এপ্রকার সুশৃঙ্খলা দৃষ্ট হইতেছে, নতুবা ইহার সমুদায় প্রণালী ওতপ্রোত হইয়া যাইত, এ পৃথিবীতে দয়ার অল্পতা হইলে যে কি হইত তাহা পূর্ব পূর্ব এক এক ব্যক্তি নির্দ্দয় মনুষ্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিলেই স্পষ্টরূপে মনে উদয় হইতে পারে। যদি বিখ্যাত নির্দয় নিরো নামক রোম দেশায় নৃপতির ন্যায় সকল রাজা দয়াহীন হইত, তবে পদে পদে ছলগ্রহণ করিয়া প্রজার সর্বস্ব হরণ-পূর্বক সকলে আপনার লোভকে চরিতার্থ করিত; রাজদণ্ডে প্রতিক্ষণেই প্রজা পীড়িত হইত; রাজার ক্রোধহইতে অপরাধি প্রজার কোনমতেই আর নিষ্কৃতি পাইবার উপায় থাকিত না। মহা মহা বীরগণ যদি সকলেই নির্দ্দয় হইয়া সর্বদা সংগ্রাম করিত তবে ধরণী নর-শোণিতে প্লাবিতা হইত, এত দিনে আর কেহ মনুষ্যের মূর্ত্তি দেখিতেও পাইত না। এ সংসারে দয়া না থাকিলে যাহার সহিত লোকের একবার শত্রুতা হইত তাহার সহিত আর কোন কালেই সে ব্যক্তির মিত্রতা হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। সৎকর্ম্মশালি সাধুর সমীপে দুষ্কর্ম্মশীল লোকে কখন ঘৃণার্হ ভিন্ন কৃপার পাত্র হইতে পারিত না; পণ্ডিত কখন মূর্খকে হেয়জ্ঞান না করিয়া উপদেশের পাত্র বোধে জ্ঞানালোকের দ্বারা তাহার অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট করিতেন না, প্রবল ব্যক্তি ক্ষীণবলের প্রতি দৌরাত্ম্য করিতে মনে করিলে আর কোন মতেই তাহা নিবারণ হইবার উপায় থাকিত না।

দয়াশূন্য লোকে কোন্ কুকর্ম্ম না করিতে পারে? নির্দ্দয় যবন রাজাদিগের আক্রমণে এই ভারতভূমির প্রতি কি অত্যাচার না হইয়াছে? এখনও সে সমস্ত কথা মনের গোচর হইলে ভারতবর্ষবাসিদিগের নেত্রজল অবশ্যই নিঃসৃত হয়। গজনের নরপতি নিষ্ঠুর মহম্মদ প্রথমতই বহু সংখ্যক নিষ্কোষ-অসিহস্ত সেনা সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া নির্দ্দোষ হিন্দুদিগকে নেত্রপথে পতিত মাত্রেই নিপাত করিয়াছে, হিন্দুদিগের বহুযত্ন ও জ্ঞানসম্পন্ন জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি অসাধারণ গ্রন্থ-সকল অগ্নিসমর্পণ করত ভস্মসাৎ করিয়াছে; বহু কাল ও ব্যয়সাধ্য দেবালয়প্রভৃতি হিন্দুদিগের অসামান্য শিল্প-নৈপুণ্যের চিহ্নস্বরূপ অপূর্ব প্রাসাদ-সকল ভগ্ন করিয়া ধরাসাৎ করিয়াছে; পিপাসায় ব্যাকুলিত ব্যক্তিকে জল

না দিয়া সেই ক্লেশে তাহার প্রাণ নষ্ট করিয়াছে; তাহাদিগের হস্তে গর্ভবতী স্ত্রীকে গর্ভস্থ সন্তানের সহিত শমন-ভবনে গমন করিতে হইয়াছে। সে নিষ্ঠুরতার কথা কত বলিব, বলিতে বলিতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়, শোণিত শুষ্ক হয়, বাক্য স্তব্ধ হয়, এবং হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কিন্তু দয়ার কি গুণ! পূর্ববৃত্তান্ত-লেখকেরা ব্যক্ত করিয়াছেন, যে এক সময় কোন রাজার অধীনস্থ এক ভৃত্য রাজ্যলোভে মুগ্ধ হইয়া আপন প্রভুর প্রাণ নষ্ট করত সিংহাসনারূঢ় হইবার জন্য স্বমতস্থ কএক ব্যক্তির সহিত তাহার মন্ত্রণা স্থির করিয়াছিল; ইতিমধ্যে ঐ রাজার অপর কোন প্রভুভক্ত এক ভৃত্য তাহা জানিতে পারিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত গোপনে রাজার জ্ঞাতসার করিলেক। রাজা স্বীয় সরল স্বভাবপ্রযুক্ত এক জন সামান্য ভৃত্যের কথিত ঐ গুরুতর কথার প্রতি বিশ্বাস না করিয়া তাহা তুচ্ছ করিলেন। অনন্তর এবিষয়ে রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য ঐ প্রভুভক্ত ভৃত্য এক দিন কৃতঘ্নদিগের এই ভয়ঙ্কর ব্যাপারের সমস্ত কথোপকথন কোন গুপ্ত স্থানহইতে আপন প্রভুর কর্ণগোচর করিয়া দিলেক; তথাপি রাজা স্বীয় দয়ার্দ্রচিত্তহেতু তাহাতে বিচলিত হইলেন না। পরদিন আপন সিংহাসনে বসিয়া বিদ্রোহাচারিদিগের দোষ নিশ্চয় করিবার জন্য প্রমাণ গ্রহণ করিলে তাহাদিগের অপরাধ সপ্রমাণ হইল, এবং অপরাধিরা আপনাদিগের অপরাধ স্বীয় স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিলেক। কিন্তু কি দয়াবান রাজা! তিনি আপন প্রাণবিদ্রোহিদিগের প্রতি কোন গুরুতর দণ্ডের অনুমতি না দিয়া তাহাদিগের দুর্বল স্বভাব জন্য কেবল দোষিদিগকে স্বীয়২ পদচ্যুত করিলেন। দয়া ও নির্দ্দয়তার বৈলক্ষণ্য ভাব কত প্রদর্শন করিব? কত কত নির্দয় ব্যক্তি স্বহস্তে আপন সন্তানের মস্তক ছেদন করিয়াছে তাহাতে তাহাদিগের কিছুমাত্র ক্লেশবোধ হয় নাই; কিন্তু দয়াবান ব্যক্তির স্বহস্তে কাহারো প্রাণ নষ্ট করা দূরে থাকুক তিনি স্বচক্ষে একটি পিপীলিকার প্রতি আঘাত ও দর্শন করিতে পারেন না। পশু পক্ষির হত্যা দর্শন করিলেও সদয়-হৃদয়-জনের অজস্র অশ্রু নির্গত হয়।

প্রবল লোকের দয়া হেতুই যে দুর্বলের হিত হয়, মহতের করুণাদ্বারাই যে ক্ষুদ্রলোকে রক্ষা পায়, এমনই নহে; দয়া সর্বাধারে অবস্থিতি করিয়া সকলেরই হিত সাধন করেন।

পূর্বকালীয় প্রাচীন বৃত্তান্তের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্তও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায় যে অতি সামান্য লোকের করুণাহেতু মহাসম্রাটেরও জীবন রক্ষা হইয়াছে। কোন রাজা এক সময়ে মৃগয়ার্থী হইয়া আপনার সৈন্য সামন্ত আত্মীয় অন্তরঙ্গ যান বাহন সমস্ত সঙ্গে লইয়া রাজধানীর অতি দূরদেশে গমন করিয়াছেন; অনন্তর তাঁহাকে এমত দুর্দৈবে পতিত হইতে হইয়াছে যে প্রচণ্ড ঝঞ্ঝনাঝটিকা-সমাশ্রিত ঘোরতরমেঘাচ্ছন্ন অন্ধকারাবৃত নিশায় তাঁহার সমুদয় বৈভব বিহীন হইয়া তিনি একাকী কোন দীনহীন অনাথের ন্যায় এক জন অরণ্যবাসী সামান্য লোকের আশ্রিত হইয়াছেন; এবং সেই দরিদ্র ব্যক্তি দুর্দ্দশাপন্ন রাজার দুঃখ দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত যত্নপূর্বক আপন পর্ণকুটীরে স্থানপ্রদান করত তাঁহার বিশ্রামের জন্য আপনাদিগের এক মাত্র পর্ণশয্যা তাঁহাকে প্রদান করিয়াছে; এবং সমস্তরজনী অগ্নিদ্বারা তাঁহার সেবা করিয়া তাঁহাকে শীতকম্পন-ক্লেশহইতে রক্ষা করিয়াছে। রাজা তাহার দয়াক্রমে আপনার স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পর-

দিন স্বরাজ্যে গমন করত পুনর্ব্বার পরম সুখে আপন আত্মীয়গণের সহিত একত্রিত হইয়াছেন; কিন্তু যদি ঐ অরণ্যবাসি লোকের শরীরে দয়া না থাকিত তবে রাজা রাজ্যের অধিপতি হইয়া বা বহু বৈভবের ঈশ্বর হইয়া কোনক্রমে উল্লেখিত বিপদহইতে রক্ষা পাইতে পারিতেন না। অতএব দয়া যেমত প্রধানের শরীরে থাকিয়া ক্ষুদ্রের উপকারী হয়েন সেই মত সামান্য লোকের শরীরস্থ হইয়া কখন কখন মহৎকেও রক্ষা করেন।

অদ্য যাঁহার গুণকীর্ত্তি স্মরণ উদ্দেশে আমরা এস্থলে সকলে সমাগত হইয়াছি, তিনিও এই উৎকৃষ্ট বৃত্তির এক অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থল। তিনি স্বীয় কারুণ্য স্বভাবপ্রযুক্ত এদেশের কি উপকার না করিয়াছেন? তিনি যদি সেই অজ্ঞানান্ধকারাবৃত সময়ে এই দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশের প্রতি তাঁহার অসাধারণ দয়া না প্রকাশ করিতেন, তবে কোথায় বা বঙ্গবাসিদিগের ইংরাজি ভাষায় নিপুণ হইয়া জ্ঞানপ্রাপ্ত হওয়া, কোথায় বা বঙ্গভাষার উন্নতি, কোথায় বা স্বদেশের দুর্দ্দশা দেখিয়া তাহা দূর করিবার জন্য ব্যগ্র হওয়া, এবং কোথায় বা এদেশে সুরীতি সংস্থাপনের এই সকল আন্দোলন, থাকিত? ডেবিড হেয়ার সাহেবেরই দয়ার কার্য্যক্রমে এতদ্দেশীয় অনেকে মনুষ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, ধর্ম্মবিষয়ে জ্ঞান পাইয়াছেন; রাজদ্বারে মান্য হইয়া উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন; স্বীয় উপার্জ্জিত ধনদ্বারা পূর্ব্বের দুরবস্থা দূর করিয়া যান বাহন, দাস, দাসী, ও উত্তম অট্টালিকা প্রভৃতি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছেন। বিশেষতঃ এতন্নগরস্থ অনেক অট্টালিকা, অনেকের বৈভব, অনেকের মান, অনেকের জ্ঞান, তাঁহারই দয়ার পরিচয় প্রদান করে। তিনি যে কি প্রকার দয়াশীল কি প্রকার পরোপকারী ছিলেন, তাহা তাঁহার কৃত কার্য্যেতেই প্রকাশ রহিয়াছে, তিনি পরের হিতের নিমিত্ত যত শ্রম, যত ব্যয়, ও যত মানের লাঘবতা স্বীকার করিয়াছেন, আপন কার্য্যে কখন তাহার সহস্রাংশের একাংশও করেন নাই। ডেবিড হেয়ার সাহেব বঙ্গদেশে আসিয়া অতি অল্পদিন পরেই তাঁহার স্বীয় লাভাংশের বাণিজ্যকার্য্য অপর এক ব্যক্তিকে সমর্পণ করিয়া এদেশের ও এ দেশীয় লোকের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যাহাতে এ দেশে বিদ্যার প্রচার হইয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকার এ স্থানহইতে প্রস্থান করে, যাহাতে বঙ্গবাসিদিগের দেশভাষা প্রকৃত ভাষার ন্যায় হইয়া সকলের নিকট আদরণীয়া হইতে পারে, যাহাতে এ দেশীয়েরা ইংরাজি ভাষায় সুশিক্ষিত হইয়া রাজার নিকট মান্য ও গণ্য হয়, এই তাঁহার অভিসন্ধি ছিল, এবং তজ্জন্য তিনি যে আয়াস ও যে যত্ন স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করা দুঃসাধ্য। দিবা-নিশি কেবল সেই বিষয়েরই মন্ত্রণায় নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহার সেই সকরুণ কার্য্য সিদ্ধকরণের জন্য তিনি স্বয়ং সর্ব্বত্র গমন করিতে কোন স্থানের বিচার করেন নাই, ছাত্রযোগ্য বালকদিগকে বিদ্যালয়ে পরিগণিত-করণাভিপ্রায়ে তাহাদিগের অভিভাবককে অনুরোধ করিতে কোন পাত্রের বিচার করেন নাই, এবং যখন যে কর্ম্ম করিলে তাহার ঐ শুভাভিপ্রেত কর্ম্মের মঙ্গল হইতে পারে তাহা তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করিবার জন্য আপনার আহারের ও নিদ্রার সময় বিচার করেন নাই। এই সকল ব্যাপারে তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ উদ্দেশ ছিল না; কেবল এ দেশীয় লোকের কোন হিতোপযোগি কর্ম্ম করিতে পারিলেই তাহাতে তিনি আপনার হিত বলিয়া বোধ করিতেন। তাঁহার শরীরে অন্য কোন প্রকার সুখভোগের প্রবল

ইচ্ছা প্রকাশ পায় নাই। সর্বদা কেবল এতন্নগরস্থ প্রতি বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ভ্রমণ করিয়া আপনার কার্য্যদ্বারা ও বাক্যদ্বারা তত্রস্থ শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে উৎসাহ প্রদান করিতেন, এবং কেবল তাহাতেই নিরস্ত না থাকিয়া যখন যাহার অবকাশ জানিতে পারিতেন তখনই তাঁহার নিকট বিদ্যা প্রচারের ও বিদ্যালয়সংস্থাপনের কথা প্রসঙ্গ করিতেন। সময়ে সময়ে নগরস্থ অনেকের নিকট আপনি অনাহূত গমন করিয়া তাহাদিগের সহিত কেবল ঐ সকল বিষয়ের পরামর্শ করিতেন, এবং সে বিষয়ে তাহারা কোন হিত করিলে যেন তাঁহার আপনার হিত হয়। এই মত করিয়া সকলের সাহায্যপ্রার্থনা করিতেন। তাঁহাদিগের পুত্রেরা বিদ্বান হইলে বা তাঁহাদিগের দেশের হিত হইলে যেন তাঁহার আপনার পুত্র বিদ্বান হইবে কি তাঁহার দেশ উপকৃত হইবে, এই রূপ যত্ন ও আগ্রতার সহিত তিনি তাহাদিগকে অনুরোধ করিতেন। তাঁহার উৎসাহের কথা—তাঁহার দয়ার বিবরণ—কি আর উল্লেখ করিব; তাঁহারই করা এই হেয়ার স্কুল, তাঁহারই উৎসাহে উৎপন্ন এই হিন্দুকালেজ, এবং তিনিই এই সর্বোপকারি মেডিকেলকালেজকে বিশেষ যত্নে উন্নত করিয়াছিলেন; অতএব যাঁহারা এই সকল বিদ্যালয়দ্বারা জ্ঞান ও উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, হইতেছেন, এবং হইবেন, তাঁহারা কি দয়াবান ডেবিড হেয়ার সাহেবের অসামান্য করুণাকে বিস্মৃত হইবেন? এবং তাঁহার নাম ও কীর্ত্তি স্মরণের উদ্দেশে প্রতিবৎসর এই রূপে সকলের নিকট তাঁহার গুণকীর্ত্তন না করিয়া নিরস্ত থাকিতে পারিবেন?

কলিকাতা
ইং ১৮৫৩ অব্দ ১ লা জুন।

কুম্ভীর।

ভারতবর্ষীয় দুর্দ্দান্ত জলচরজীবের মধ্যে কুম্ভীর অতীব প্রসিদ্ধ; ইহার তুল্য ভয়ানক নদী-নিবাসী জন্তু বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই। শরীরের লক্ষণ-বিবেচনায় ইহারা টিকটিকির সহিত পরিগণিত হইতে পারে; পরন্তু পরিমাণে গৃহবাসী ভবিষ্যদ্বক্তা ক্ষুদ্র টিকটিকির সহিত ভয়ঙ্কর কুম্ভীলের কোন তুলনাই হয় না। ৮।১০ হস্ত দীর্ঘ কুম্ভীর, বোধ হয়, বঙ্গদেশবাসী সকলেই যথেষ্ট দেখিয়াছেন, এবং ১২।১৪ হস্ত দীর্ঘ নক্র দুষ্প্রাপ্য নহে; অপর তাহাহইতে বৃহৎ ১৬।১৮ হস্ত পরিমাণ কুম্ভীরও দৃষ্ট হইয়াছে।

এই দুর্দ্ধর্য জন্তু বঙ্গদেশের নদীমাত্রেই সুপ্রাপ্য, এবং কদাপি বৃহৎ২ পুষ্করিণীতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইউরোপ খণ্ডে ইহার উৎপত্তি নাই, এবং আফরিকা ও আমরিকা খণ্ডে যে সকল কুম্ভীর বর্ত্তমান আছে, তাহাদিগের অবয়ব অবিকল বঙ্গদেশীয় কুম্ভীরের তুল্য নহে; কিঞ্চিৎ ইতর বিশেষ আছে; কেবল আফরিকা খণ্ডের নীল নদীবাসী কুম্ভীল তাহাদিগের বঙ্গীয় ভ্রাতৃদিগের সহিত সম্যক্ সৌসাদৃশ্য রাখে।

সামান্য প্রবাদ আছে, কুম্ভীরের প্রতি এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিলে, তৎসময়ে কুম্ভীল চক্ষু-লজ্জায় দর্শককে আক্রমণ করে না। সে কথা সত্যের সহিত কি পর্য্যন্ত সদ্ভাব রাখে, তাহা পাঠকবৃন্দ নির্ধার্য্য করিবেন, মনুষ্যাপেক্ষায় তাহার চক্ষুতে অধিক পরদা আছে, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রযুক্ত আমাদিগের স্বীকর্তব্য বটে; তাহাদিগের প্রত্যেক চক্ষুতে তিনটি করিয়া পাতা থাকে। কুম্ভীর স্কন্ধে পর্শুকা (পাঁজরা) হয়; ইহা এক

কুম্ভীর।

অসাধারণ লক্ষণ, অন্য কোন প্রাণিতে ইহা দৃষ্ট হয় না, এবং এতৎপ্রযুক্তই ইহারা কৌশলে পার্শ্ব-পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হয় না; ও কুম্ভীরের আক্রমণ হইতে পলায়ন সময়ে বক্রগতি অবলম্বন করিলে অনায়াসে নিরাপদ হওয়া যাইতে পারে। তাহাদের পুরঃপদে পাঁচ অঙ্গুলি ও পশ্চাৎ পদে চারিটি করিয়া অঙ্গুলী হয়, কিন্তু তাহার তিনটিতে মাত্র নখ থাকে, অবশিষ্ট অঙ্গুলী গুলিন নখবিহীন; পশ্চাৎ পদের অঙ্গুলী হংস-পদবৎ ত্বক্‌দ্বারা লিপ্ত। দেহস্থ ত্বক্ সর্ব্বত্র অসমচতুষ্কোণাকার অস্থি পিণ্ডদ্বারা সমাবৃত; তদ্দ্বারা কুম্ভীরদেহ অত্যন্ত দৃঢ় ও অস্ত্রদ্বারা অভেদ্য হয়। কিংবদন্তী আছে যে কুম্ভীরের জিহ্বা নাই, কিন্তু তাহা অসত্য। ইহাদিগের প্রকৃষ্ট জিহ্বা আছে, কেবল অন্য পশুর জিহ্বার ন্যায় সরল নহে, এবং তৎপ্রযুক্ত পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ রাষ্ট্র হইয়াছে।

উদর পূরণোপযুক্ত খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে কুম্ভীর মনুষ্যের বশ্য হইয়া থাকে, কিন্তু স্বভাবতঃ তাহারা অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ; অশ্ব-গবাদি যে কোন পশুকে জলমধ্যে প্রাপ্ত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিনাশ করে; অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইলে স্থলে গমন করিয়াও জীব হিংসা করে। কথিত আছে, কোন২ দুর্দ্দান্ত কুম্ভীর নৌকাহইতে অসাবধান নাবিক ধরিয়া প্রস্থান করিয়াছে। তটিনীতটে জলপানার্থ গবাদি আগমন করিলে, কুম্ভীলেরা নিজ ভীষণ পুচ্ছদ্বারা তাহার পুরঃপদে সবলে আঘাত করে; সেই আঘাতেই সুতরাং ঐ গো ভূমে পতিত হয়, এবং সেই অবকাশে কুম্ভীর তাহার স্কন্ধে দংশন করত জলে লইয়া যায়। অনেক কুম্ভীর নদীতটে রৌদ্রোত্তাপে শুষ্ক বালুকায় শয়ন করত হন্তব্য পশু-প্রত্যাশা করিতে থাকে, গো-মেষ-ছাগাদি যে কোন পশু দুর্ভাগ্য

বশতঃ তন্নিকটে আগত হয় তৎক্ষণাৎ স্কন্ধ ধরিয়া ঐ গিলগ্রাহ তাহার জীবন-প্রত্যাশা একেবারে বিলোপ করে।

কুম্ভীলেরা সদ্যোমাংস-ভক্ষণ করিতে অক্ষম; এই কারণ গবাদি পশুকে বধ করত জলমধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখে; কিয়ৎকাল তথায় থাকিয়া মাংস গলিত হইলে, তাহা ভক্ষণ করে; যে পর্য্যন্ত ঐ শব মনোমথ গলিত না হয়, তদবধি তাহার পার্শ্বে প্রতীক্ষা করিয়া থাকে; কদাপি অন্যত্র গমন করে না; ও দৈবযোগে অন্য কোন কুম্ভীর তথায় আইলে পরস্পরে তুমুল সংগ্রাম করে। স্বভাবতঃ বহুভুক্ হইয়াও, কুম্ভীলেরা বহুকাল অনাহারে থাকিতে পারে। একদা কোন সাহেব একটা কুম্ভীলের মুখ সীবন করিয়া এক পুষ্করিণী-মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করত ছয় মাস পরে তাহাকে তথাহইতে উদ্ধার করিয়া দেখিলেন, কুম্ভীর পূর্ব্ববৎ চঞ্চল ও বলবান্ আছে।

কুম্ভীর-বদনে এক পংক্তি দন্ত থাকে, ঐ দন্তসকল অন্তঃশূন্য অর্থাৎ ফোকরা। ঐ শূন্য স্থানে অপর এক পংক্তি দন্তের অঙ্কুর থাকে; প্রথম দন্তপংক্তি ভগ্ন হইলেই অপর পংক্তি উত্থিত হয়। এবম্প্রকারে কুম্ভীরের শরীরের বৃদ্ধ্যনুসারে তাহার মুখমধ্যে ক্রমশঃ আট দশবার দন্তের উত্থাত হইয়া থাকে। কুম্ভীরের অণ্ড সংখ্যা ২৫। বালুকার উপর ঐ অণ্ড প্রসব করিয়া কিঞ্চিৎ বালুকাদ্বারা তাহা আচ্ছাদন করত কুম্ভীরেরা প্রস্থান করে, শাবক উৎপাদনার্থে অন্য কোন চেষ্টা করে না।

প্রাণিতত্ত্বজ্ঞেরা বিবিধ-প্রকার কুম্ভীরজাতিনির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু অধুনা তাহার উল্লেখ করিবার অভিপ্রায় নাই। বঙ্গদেশে দুই প্রকার কুম্ভীর প্রসিদ্ধ আছে; প্রথম কুম্ভীর, দ্বিতীয় ঘড়িয়াল। শেষোক্ত-প্রকার-কুম্ভীরকে "মৎস্যকুম্ভীর" শব্দেও কহে। পাঠকবর্গ এই উভয় প্রকার কুম্ভীরই জ্ঞাত আছেন, অতএব তাহাদের বাহুল্য বিবরণ করা বিফল।

ঠগ।

যবন রাজাদিগের দৌর্ব্বল্যাবস্থায় ভারতবর্ষে রাজশাসন বিষয়ে অত্যন্ত শিথিলতা জন্মিয়াছিল; এবং তদবকাশে নানাবিধ দস্যুর প্রাদুর্ভাব হয়। ঐ সকল দস্যুদল-মধ্যে ঠগ নামক দস্যুরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। তাহাদের ভয়ানক ব্যাপার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে গাত্রে লোমাঞ্চ হইয়া উঠে। অন্য দস্যুহইতে ঠগেরা তিন বিষয়ে স্বতন্ত্র। প্রথম তাহারা লোকের সম্পত্তি লইয়া ক্ষান্ত থাকে না; যে কেহ তাহাদিগের হস্তে পতিত হয়, আদৌ তাহাকে বিনাশ করিয়া পরে সর্ব্বস্বাপহরণ করে। দ্বিতীয়; মনুষ্যকে বধ করণার্থে তাহারা কদাপি লৌহাস্ত্রাদি ব্যবহার করে না; গলদেশে গামছা ফাঁস দিয়া বধ্যদিগকে বিনাশ করে; তৃতীয়, ঠগিব্যবসায় নিজ-ধর্ম্মাঙ্গ-বোধে তাহারা কালীর উপাসনা করিয়া একর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, এবং কালীর প্রত্যাদেশ না হইলে তাদৃশ নরহত্যা করে না। তাহারা এই কাঁশুড়িয়া ব্যবসায় অতি প্রাচীন বলিয়া জ্ঞান করে, এবং কহিয়া থাকে; পূর্ব্বকালে কালী কঙ্কালী দেবী রক্তবীজ দানবের সহিত ব্যাপককাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াও তাহার রক্তজাত দানবদিগকে নিঃশেষ করিতে অশক্ত হইয়া অবশেষে আপন বাহুস্থ ঘর্ম্মদ্বারা দুই অসুর উৎপাদন করত তাহাদিগকে এক২ গামছা-প্রদান-পূর্ব্বক অনুমতি করিলেন, "এই দানবদিগের গলায় ফাঁসি দিয়া বধ কর,

যাহাতে ইহাদিগের রক্ত ভূমিতে পতিত হইয়া দানববংশ বৃদ্ধি না হয়”। ঘর্ম্মজাত অসুরদ্বয় দেবীর আজ্ঞানুসারে ঐ দানবদিগকে বধ করত কঙ্কালীমায়ীর নিকট গামছা প্রত্যানয়ন করিলেক; কিন্তু দেবী তাহা প্রতিগ্রহণ না করিয়া কহিলেন, “ঐ গামছা আমাকে প্রত্যর্পণ করিও না; ইতঃপরে তোমার বংশ ঐ গামছা-সহকারে উপজীবিকা প্রাপ্ত হইবে। রক্তবীজ পৃথিবীর অনেক অনিষ্ট করিত, সেই আপদ্‌হইতে তোমরা মনুষ্যজাতিকে মুক্ত করিলে, অতএব তোমার বংশের উপকারার্থে কিয়দংশ মনুষ্য বিনাশে কাহার অনিষ্ট হইবে না”। এই গল্প কি পর্য্যন্ত মিথ্যা তাহার বর্ণন করা বাহুল্য, পরন্তু ঠগেরা এতদবলম্বনে অতি বিস্ময়জনক ধর্ম্ম ও ভয়ানক ব্যবসায় সংস্থাপন করিয়াছে; ও নির্ব্বিঘ্নে তদাচরণের নিমিত্তে অনেক সুন্দর নিয়ম ও পৃথক্ সাঙ্কেতিক ভাষা সংস্থাপন করিয়াছে। তদবলম্বনে স্বকার্য্যসাধন করাতে আশু কেহই তাহাদিগের অভিপ্রায় জ্ঞাত হইতে পারে না।

ঠগদলস্থ ব্যক্তিবর্গ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। একের নাম বোর্কা, দ্বিতীয়ের নাম কুবুল। বোর্কারা কাঁশুড়িয়াদিগের দলপতি; তাহারা অতিশয় শিল্পনিপুণ ও কর্ম্মঠ; তৎপ্রযুক্ত দলমধ্যে অধিক বোর্কা থাকিবার আবশ্যক হয় না। কুবুল নামারা সামান্য ঠগ; তাহাদের তাদৃশ নৈপুণ্য থাকে না। উহারা প্রথমাবস্থায় চররূপে, তদনন্তর পান্থশালার পরিচারক বা দাসভাবে, পর্য্যবসানে বধ্যদিগকে ফাঁসিদেওন কালে হস্তধারকরূপে নিযুক্ত হয়। ঐ শেষ অবস্থায় তাহারা সমসিয়া নামে বিখ্যাত। তদবস্থায় কিয়ৎকাল ঠগব্যবসায় নিযুক্ত থাকিয়া যখন কেহ দৃঢ় বিশ্বাস করে যে আমার যথেষ্ট সাহস আছে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণে ঠগদলভুক্ত কোন বিখ্যাত প্রাচীন বোর্কার নিকটে সবিনয়ে নিবেদন করিয়া থাকে; “মহাশয় আমাকে কৃপা করিয়া চেলা (অর্থাৎ শিষ্য) করুন।” তাহাতে সেই বৃদ্ধঠগ তৎক্ষণমাত্র তাহার গুরু হইতে সম্মত হয়েন। পথিমধ্যে ঐ চেলা ধনাঢ্য কিন্তু অল্প সহচর সম্পন্ন পথিক দেখিলে গুরুসন্নিধানে কহে; “মহাশয়, আপনার অনুমতি হইলে আমি এই ব্যক্তিকে হনন করিতে সমর্থ হই”। অতঃপর ঐ পথিক ঠগদিগের মনোনীত স্থানে নিদ্রিত হইলে সেই গুরু নিজ চেলাকে তিন চারি জন দলস্থ ঠগের সহিত অনতিদূরবর্ত্তি কোন মাঠে লইয়া গিয়া ঐ শিষ্যকে ঠগব্যবসায়ে দীক্ষা প্রদান করে। তাহার ক্রম এই; প্রথম সকলে যে পথাভিমুখে যাত্রা করিবে তদ্দিগকে সম্মুখীন হইয়া গুরু নিরতিশয় ভক্তিযোগ সহকারে “ও কালি, কঙ্কালি, ভদ্রকালি! ও কালি মহাকালি, কলিকাতাবালি আমাদের অধিকারস্থ উপস্থিত পান্থ যদি তোমার এই অনুচরের হাতে মরিতে পারে বোধ কর, তাহা হইলে আমাদিগকে থিবাউ (অর্থাৎ সুচিহ্ন) জানাও”। এই বীজমন্ত্র উচ্চারণ করে।

অতঃপর যদি তাহারা আধঘণ্টার মধ্যে দক্ষিণদিকে কোন শুভ শকুন দেখিতে পায়, এবং বামভাগে কিছুই না দেখে, তাহা হইলে তাহারা বোধ করিয়া থাকে যে ইহা কালীরই অনুমতি হইল; এবং ঐ অনুমত্যনুসারে ঐ চেলা গিয়া সেই পথিককে বধ করিবে এই নিৰ্দ্দিষ্ট হয়। শুভশকুন না হইলে ঐ উপস্থিত পথিককে দলস্থ অন্য জন ঠগ গিয়া বধ করে।

দেবীর এতাদৃশ প্রত্যাদেশ হইলে ঠগেরা চেলাকে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করে। তথায় গুরু তখন একখানি রুমাল বা গামছা হস্তে লইয়া

পশ্চিমাভিমুখে দণ্ডায়মান হয়; এবং তাহার অঞ্চলে হয় একটি টাকা কিম্বা কোন একটি রৌপ্যখণ্ড বাঁধিয়া রাখে। সেই বন্ধনের নাম গুরু-গ্রুন্থি। তাহাদের এতাদৃশ বন্ধনের নিয়ম উক্ত গুরু ব্যতীত অন্য কোন পুরোহিতাদিদ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না। ঐ গ্রন্থিযুক্ত রুমাল এক জন প্রধান যাজক লইয়া সেই চেলার হস্তে সমর্পণ করে। সে তাহা লইয়া এক জন হস্ত-ধারক (সমসিয়া) সমভিব্যাহারে হন্তব্য ব্যক্তির নিকটে দণ্ডায়মান হয়। তদনন্তর সে তাহাকে কোন ছলে জাগরিত করিয়া দলপতির সঙ্কেতানুসারে তাহার গলদেশে ঐ রুমাল নিক্ষেপ পূর্ব্বক পাক দিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্রাণে বিনাশ করে। কার্য্য সম্পন্ন করণানন্তর চেলা গুরুর নিকটে গমন ও অভিবাদন পুরঃসর সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে গুরু তাহাকে যৎপরোনাস্তি প্রশংসা ও ধন্যবাদ প্রদান করেন। তাহাতে সে নিরতিশয় হর্ষে প্রফুল্ল হইয়া কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপে স্বকুটুম্ব ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে প্রভুত পারিতোষিক পাঠাইয়া দেয়। তদনন্তর ঐ চেলা শুভচিহ্ন দেখিয়া সেই রুমালের গ্রন্থি খুলিয়া তাহাহইতে ঐ টাকাটি লইয়া অপর লুণ্ঠিত দ্রব্যের সহিত একত্র করিয়া গুরু সন্নিধানে উপঢৌকন প্রদান করে। গুরু সেই সকল উপহৃত দ্রব্য লইয়া নিজহইতে আরো কিছু দিয়া এক টাকা চারি আনার শর্করা ও অবশিষ্ট সম্পত্তির মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া আনয়ন করত কোন সঙ্গোপন-স্থানে, নিম্ব কিম্বা আম্র অথবা বদরী-বৃক্ষমূলে, এক খানি কম্বল বিছাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ঐ ১।০ শর্করা সংস্থাপন করে; এবং তাহার নিকটে কালীদেবীকে নিবেদিত একটি সিঁধকাঠী ও একটি টাকা রাখে। অতঃপর দলপতি অথবা কালীর উপাসনায় তৎপর এবং যাহার প্রতি কালীমায়ীর অনুগ্রহ আছে, এমত কোন প্রধান ঠগ ঐ চিনি নিবেদন করণার্থে যুগ্ম-সংখ্যায় কয়েক জন সমভিব্যাহারী বোর্কা নামা ঠগ লইয়া তন্নিকটে পশ্চিমাভিমুখে উপবেশন-পূর্ব্বক মৃত্তিকায় গর্ত্ত করিয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ শর্করা-নিক্ষেপপূর্ব্বক মন্ত্র পাঠ করে। তন্মন্ত্র যথা; "হে মহাদেবি, দুঃখের সময়ে জুরা নায়েক ও খোদক বনওয়ারিকে যে প্রকারে এক লক্ষ ত্রিষষ্ঠি সহস্র মুদ্রা দিয়াছিলে, তদ্রূপ আমাদিগেরও আশা পূর্ণ কর"। মন্ত্র পাঠানন্তর ঐ গর্ত্তে ও সিঁধকাঠীর উপরে কিঞ্চিৎ জল অর্পণ করিয়া নিবেদিত চিনি সকলে ভক্ষণ করে। এই চিনির অনেক মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। ঠগেরা কহে, যে ব্যক্তি একবার মাত্র উক্ত চিনি আস্বাদন করিয়াছে, সে ঠগব্যবসায়ে নিযুক্ত না হইয়া তিষ্ঠিতে পারে না; যৎপরোনাস্তি সম্পত্তি সম্পন্ন রাজারাও ঐ শর্করা ক্রমে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ঠগিকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এতদ্রূপে চিনি নিবেদনের নাম "টপোনি"। ঠগেরা নরহত্যা করিলেই এক২ বার এই টপোনি নিবেদন করে; কিন্তু তদর্থে এক টাকা চারি আনার অধিক ব্যয় করে না; কেবল শিষ্য-দীক্ষাকরণ-সময়ে টপোনির পর মিষ্টান্ন বিতরণ হইয়া থাকে। এই রূপে দীক্ষিত না হইলে কেহ ঠগদলভুক্ত হইয়া ফাঁশুড়িয়া-কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারে না।

এবম্প্রকারে দীক্ষিত দস্যুদলেরা ভারতবর্ষের অনেক অনিষ্ট করিয়াছে। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে প্রতিবর্ষে ইহারা সহস্র২ পথিকদিগকে বধ করিত। প্রসিদ্ধ গবর্ণর বেণ্টিঙ্ক সাহেব এই দস্যুদিগের সমূলে ধ্বংস করণার্থে সুচারু উপায় স্থির করিয়া স্লিমান নামক জনৈক প্রধান সাহেবকে এতৎকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে সকল দস্যু

ঠগকে ধৃত করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকে নিজং অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল। নিম্নে উদ্ধৃত ঐ স্বীকৃত বাক্যদ্বারা এই দুরাত্মাদিগের আসুরী-বৃত্তির বিবরণ স্পষ্ট ব্যক্ত হইবেক।

শেখ ইমাএত নামক এক জন বিখ্যাত ঠগ কহে "প্রায় ৩৫ বৎসর অতীত হইল সর্ব্বাগ্রে আমি পোনের বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে পিতার সহিত দাক্ষিণ্য হিন্দুস্থানে ঠগামি করিতে যাত্রা করিয়াছিলাম। আমার পিতার নাম হিজা। তাঁহার অধীনে ৮০।৯০ জন ঠগ নিযুক্ত থাকিত। তৎকালে ইলিচপুর নামক নগরের বাহিরে এক মস্‌জিদের নিকট কতিপয় দাক্ষিণাত্য ঠগের সহিত আমরা একত্রে বাস করিতেছিলাম। এক দিন গন্মু ও লালজু নামক আমাদের দলস্থ দুই জন ঠগ ভুপালের নবাব উজীর মহম্মদ্ খার পিতৃব্য নবাব সব্জী খাঁর অশ্বপালক সইসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার স্বামির কথা জিজ্ঞাসিলে সে কহিল "আমাদিগের প্রভু নবাব সব্জীখাঁ নিজ পুত্র সমভিব্যাহারে দুই শত অশ্বারোহি সেনার অধ্যক্ষরূপে হৈদরাবাদে ছিলেন। এক্ষণে কোন কারণ-বশতঃ পুত্রের সহিত বিবাদ বিসংবাদ করিয়া ভুপালে বাটী যাইতেছেন"। এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করত ঐ ঠগদ্বয় দলমধ্যে আসিয়া তাহা আদ্যোপান্ত প্রচার করিল। তৎপরে দুলিল্ খাঁ ও খলীল্ খাঁ নবাব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ছলপূর্ব্বক নিবেদন করিল, "মহাশয়, আমরা মধ্যহিন্দুস্থানহইতে আসিয়া অশ্ব-বিক্রয়ার্থে দাক্ষিণ্য হিন্দুস্থানে বহু দিবস বাস করিয়াছিলাম, এক্ষণে স্বদেশে যাইতে উদ্যত হইয়াছি। পথে দস্যু ভয় আছে, অতএব আপনার সমভিব্যাহারে যাইতে ইচ্ছা করি"। নবাব সাহেব অতি সরল স্বভাব। তাহাদের আকার প্রকার ও সবিনয় বাক্যে নিরতিশয় হর্ষ হইয়া পরদিন আর একবার তাঁহার নিকট আসিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারাও তদনুসারে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং নবাব সাহেবকে একেবারে বাক্যজালে মুগ্ধ করিল; ও তিনি আমাদের দলবলের সঙ্গে স্বদেশ যাত্রায় বাহির হইলেন। তাঁহার সঙ্গে দুই জন সহিস, দুই জন অশ্বারোহি সৈন্য, একটি ক্রীতা তরুণা দাসী, দুইটি ঘোড়া, একটি ঘোড়ী এবং একটি টাটুঘোড়া মাত্র ছিল। দাসীটি প্রতিদিন তাঁহার জন্যে সিদ্ধি ঘুঁটিয়া সব্জী প্রস্তুত করিত। প্রচুররূপে ঐ মাদক-দ্রব্য পান করিয়া নবাব সব্জী খাঁ নামে বিখ্যাত হইয়া ছিলেন। আমরা সকলে একত্রে তিন চারি আড্ডা পার হইয়া বৈতুল নামক প্রদেশে ডোবা গ্রামের নিকটস্থ এক প্রশস্ত নিবিড় অরণ্যানীর মধ্যে উপস্থিত হইলাম। তথায় এক স্রোতোবহা নদী দেখিতে পাইয়া খলাল্‌খাঁ কহিলেন, "খাঁ সাহেব, আমরা সকলেই পথশ্রান্ত হইয়াছি, এই স্থলে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া শ্রান্তি দূর করিলে ভাল হয়"। ইহাতে নবাব সাহেব কহিলেন "ভাল কহিয়াছ; আমিও অতিশয় পরিশ্রান্ত হইয়াছি; এখানে কিঞ্চিৎ সব্জী প্রস্তুত করিয়া গ্রহণ করিব"। এই কথা বলিয়া তিনি ঘোড়াহইতে উত্তরিলেন, এবং ঢাল তলবার খুলিয়া ভুমীতলে এক আসন প্রসারণপূর্ব্বক উপবেশন করত দলীল ও খলীলকে সিদ্ধি পান করিতে আমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা ঐ অবসরে তাঁহার উভয় পার্শ্বে বসিল; দাসী সিদ্ধি প্রস্তুত করণে নিযুক্তা হইল; সহিসেরা অশ্বমার্জ্জন করিতে লাগিল, এবং অশ্বারোহি সৈন্যদ্বয় অতি দূরে ধূমপানে নিযুক্ত হইল; লাল্‌জু ঠগও তাঁহার সম্মুখে গিয়া বসিল; এবং গুমানী পশ্চাতে

দাঁড়াইয়া অতি মনোনিবেশ পূর্ব্বক উপবিষ্ট ব্যক্তিদিগের কথোপকথন শুনিতে লাগিল। এবম্প্রকারে সকল প্রস্তুত হইলে সঙ্কেত করিবামাত্র দলীল ও খলিল নবাবের পদদ্বয় ধরিল এবং গুমানি পশ্চাৎ হইতে গলদেশে গামছা দিয়া তাঁহাকে বিনাশ করিল। ঐ অবকাশেই আমাদিগের সমভিব্যাহারীরা দাসী, অশ্বপাল প্রভৃতি সকলকে গামছাদ্বারা গলাটিপিয়া বধ করিল"।

হুস্তর নামক এক জন ঠগ কহে, "নাগপুর ও জবলপুরের মধ্যস্থলে ছাপরা নগরে আমাদের সহিত এক ব্যক্তি মুনসির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তথাহইতে একত্রে আমরা লক্ষণাদৌন গ্রামে আগমন করি। জনরব ছিল তৎপরদিনে এক জন ইংলণ্ডীয় সেনাপতির সহিত কতিপয় হিন্দুস্থানীয় সৈন্য তথায় উপাগত হইবে। মুনসী সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগের হস্ত হইতে বহির্গত হইবে বোধ করিয়া সেই সন্ধ্যার সময়েই তাহাকে সপরিবারে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইলাম।

"গ্রামের উপান্তবর্ত্তি আমাদের শিবির সন্নিধানেই মুনসি শিবির সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অপরাহ্নে সৈন্যদিগের কতিপয় ব্যক্তি অগ্রসর হইয়া আইল, এবং গ্রামের অপর পার্শ্বে অবস্থিতি করিল। গ্রাম আমাদিগের ও তাহাদের মধ্যবর্ত্তি হইল। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে দশদিগ তমসাচ্ছন্ন হইলেপর নূরখাঁ তাহার পুত্র সাদিখাঁ ও অপরাপর কতিপয় ব্যক্তি সমভিব্যাহারে মুনসির তাম্বুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সারঙ্গী নামক বাদ্যযন্ত্রে তাল সংযোগ করিয়া আপনাদের রীত্যনুসারে গান করিতে লাগিল। পরিচারক সকলেই তাহাদের কার্য্যানুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল। ইত্যবসরে তাহাদের মধ্যহইতে এক জন ঠগ দেখিবার ছলে মুনসির নিকটহইতে তাহার তলবার স্বহস্তে লইল। তৎকালে মুনসির স্ত্রী ও বালিকাদ্বয় অন্তঃপট গৃহে বসিয়া গান বাদ্য শুনিতেছিল। ঝিরনি অর্থাৎ সঙ্কেত হইবামাত্র বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া মুনসির "ডাকু ডাকু" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকারধ্বনি করত পলায়নে উদ্যত হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাহাকে ধৃত করত গলে গামছা দিয়া প্রাণে বিনষ্ট করিয়া ফেলিল। স্বামির এতাদৃশ দুর্গতি স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া তৎপত্নী আপনার শিশুসন্তানকে ক্রোড়ে লইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবমানা হইতেছিল, এমৎসময়ে ঘুরুখাঁ নামক এক জন ঠগ তাহাকে ধরিয়া গামছাদ্বারা গলদেশ দাবন করত যমসদনে পাঠাইল, এবং তাহার ক্রোড়হইতে সেই শিশুটিকে লইয়া গেল, আর তাহার অপর কন্যাটিকে সেই তাম্বুর মধ্যেই বিনাশ করিয়া ফেলিল। সহিসেরা তৎকালে ঘোড়ার গাত্র মার্জ্জন করিতেছিল। তন্মধ্যে এক জন তাদৃশ বিপদ্ উপস্থিত দেখিয়া "ডাকাইত্ ২" বলিয়া চীৎকার করিবামাত্র তাহার সঙ্গিগণ ও অপরাপর লোকদিগের সহিত ধৃত ও হত হয়।"

*** "তাহাদিগের চীৎকারে পাছে গ্রামস্থ লোক সচকিত হয় এতন্নিমিত্ত আমাদিগের দলস্থ লোকেরা উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে লাগিল। কেহ ২ বা দুই টা ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া "ঘোড়া পলাইল, ঘোড়া পলাইল" বলিয়া চীৎকার করিল; সেই ধ্বনিতে মুনসির সহচরদিগের ক্রন্দন-ধ্বনি বিলুপ্ত হইয়াছিল"।

নিম্ন লিখিত ব্যাপার অতি আশ্চর্য্য; ইহাতে ষাষ্ঠি জন মনুষ্য এক কালে ঠগকর্ত্তৃক হত হইয়াছিল।

দুর্গা নামক ঠগ কহে, "ওএলেস্লি নামা প্রসিদ্ধ

সেনানি-কর্ত্তৃক গাবিলগড় দুর্গ নাগপুরের রাজার হস্তে প্রত্যর্পণ করা যায়। তিনি দুর্গের নিয়ন্তৃত্বপদে গরীবসিংহকে নিযুক্ত করেন। গরীবসিংহ ঐ দুর্গে কতকগুলিন হিন্দুস্থানীয় সৈন্য সংস্থাপন করিবার অভিসন্ধিতে অয়োধ্যা ও গঙ্গা যমুনার মধ্যবর্ত্তি প্রদেশহইতে সৈন্যানয়ন করাইবার জন্যে কিঞ্চিৎ টাকা দিয়া আপন কনিষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানসিংহকে তদ্দেশে প্রেরণ করেন।

"জ্ঞানসিংহ নিজ দল সমভিব্যাহারে নাগপুর হইয়া জুন মাসে জবলপুরে উপস্থিত হন। তৎকালে আমরা নানা স্থানে ঠগবৃত্তি সাধনানন্তর তথায় আসিয়া একত্রিত হইয়াছিলাম। জ্ঞানসিংহের সঙ্গে বাওয়াম্ন জন পুরুষ সাত জন স্ত্রী, আর একটি চারি বৎসর-বয়সের ব্রাহ্মণ বালক ছিল।

"আমাদের ঠগদলস্থ কতিপয় ব্যক্তি নগরমধ্যে, কতক সেনানিবাশ স্থানের সন্নিধানে, কতকগুলিন নগরের অনতিদূরস্থ মৃজাপুরের পথে যাইতে অধরের সরোবর সন্নিহিত স্থানে, শিবিরে অবস্থিতি করিতেছিল। দাক্ষিণ্য হিন্দুস্থানহইতে জ্ঞান সিংহের উপস্থিতির সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র প্রত্যেক ঠগদলহইতে প্রধান২ ব্যক্তিরা নগরে গিয়া তাহাদের সঙ্গে মিল করিবার ও তাহাদের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য নিযুক্ত হইল। প্রথমতঃ ঠগেরা তাহাদিগকে ভিন্ন২ পথ দিয়া লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে ভিন্ন২ দলের সঙ্গে বিভাগ করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু যদিচ তাহারা পথিমধ্যে নানা স্থানহইতে আসিয়া একত্র হইয়াছিল, তথাপি তাহারা জ্ঞান সিংহহইতে তাহার সহচরদিগকে পৃথক্ করা দুঃসাধ্য বোধ করিল। অতএব আমরা সকলে এক বাক্যে নিজ ২ দল সঙ্কলন পূর্ব্বক তাহাদিগকে জনমানব-বর্জ্জিত নিতান্ত অপরিচিত পথে লইয়া গিয়া উপযুক্ত স্থান পাইলেই একেবারে শমনসদনে প্রেরণ করিব এই মত স্থির করিলাম।

"শিহোরা নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আমরা তাহাদিগকে বেলেহরি ও মাইহরির বড় রাস্তা পরিত্যাগ করাইতে এবং চন্দিয়া ও পুরাতন দুর্গ বন্দুগড়ের মধ্যবর্ত্তি পথ দিয়া চলিতে লওয়াইতে লাগিলাম। সে পথদ্বারা গমন করিলে নিবিড় এক বনমধ্যে উপস্থিত হইতে হয়। সে যাহা হউক, আমরা ঐ সকল স্থান দিয়া তাহাদের সমভিব্যাহারেই চলিতে লাগিলাম; কিন্তু আমাদের অভিলষিত উপযুক্ত স্থান ও সময় না পাইয়া অবশেষে বেওয়া নামক স্থানে উপস্থিত হইলাম। নিয়ত সহবাসে তাহাদের মনে উত্তরোত্তর যৎপরোনাস্তি বিশ্বাস বাড়িতে লাগিল। রেওয়া হইতে সিমারিয়ায়, ও তথাহইতে চিত্রকূট যাইবার অর্দ্ধেক পথে এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সেখানে একটা বৃহৎ বটবৃক্ষ ছিল। তথায় আমরা নিয়মানুসারে দলস্থ কয়েক জনকে হত্যোপযোগি স্থানান্বেষণে প্রেরণ করিলাম। তাহারা দুই আড়াই ক্রোশ দূরে এক বিস্তারিত জঙ্গলমধ্যে এক স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া আইল। বনের উভয় পার্শ্বে অনেক ক্রোশ পর্য্যন্ত লোকের বসতি ছিল না। মধ্যরাত্রি অতীত হইয়াছে এমৎকালে পান্থ-দলকে কহিলাম এই সময়ে আইস আমরা যাত্রা করি। তদনুসারে তাহারাও চলিল। আমরা ঐ অবকাশে আপন২ নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। দুই২ জন ঠগ প্রত্যেক পথিকের সঙ্গ লইল, অবশিষ্টেরা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল। ঐ দুই২ জন ব্য-

ক্তিই এক একটি পথিককে হত্যা করিবার জন্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহারা গমন কালে পথি-মধ্যে নিজ হন্তব্য ব্যক্তিকে কথাবার্ত্তার কৌ-শলে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে লাগিল।

"নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইবামাত্র ভিন্ন২ স্থানে একেবারে সঙ্কেত হইল, ও আমরা পশ্চা-ভস্থ হইতে অগ্র্য পর্য্যন্ত সকলকে বিনাশ করি-লাম। *** কেবল বালকটি রক্ষা পাইয়াছিল। মঙ্গল ব্রাহ্মণ তাহাকে পোষ্যপুত্র করিয়া ঠগি-কর্ম্মে সুশিক্ষিত করে। গত বৎসর সে সাগোর নগরে ধরা পড়িয়া কালাপানিতে (সমুদ্র পারে) প্রেরিত হইয়াছে।"

ঠগদিগের সাঙ্কেতিক বাক্য ও ধর্ম্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আমাদিগের বক্তব্য আছে; কিন্তু স্থানা-ভাবপ্রযুক্ত অদ্য এই স্থলেই এই প্রস্তাবের উপ-সংহার করিতে হইল।

**
*

প্রয়াগ।

রাণাদিতে প্রয়াগের মাহাত্ম্য-বিষয়ে প্রচুর প্রশংসা আছে; পদ্মপুরাণে লি-খিত আছে,

ততঃ পুণ্যতমং নাস্তি ত্রিষু লোকেষু সূতজ।
প্রয়াগং সর্ব্বতীর্থেভ্যঃ প্রবদন্ত্যধিকং দ্বিজাঃ॥
শ্রবণাত্তস্য তীর্থস্য নাম সঙ্কীর্ত্তনাদপি।
মৃত্তিকালম্ভনাদ্বাপি সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

"ব্রাহ্মণেরা কহেন সকল তীর্থাপেক্ষায় প্রয়াগ শ্রেষ্ঠ; হে সূতজ, তাহাহইতে পুণ্যতম তীর্থ ত্রি-লোকে আর নাই। তাহার নামোচ্চারণ অথবা নাম শ্রবণ কিম্বা মৃত্তিকা স্পর্শ করিলেই সর্ব্ব পাপহইতে মুক্তি হয়"। এই প্রসিদ্ধ তীর্থ কলি-কাতাহইতে ৪৯০ ইংরাজি ক্রোশ অন্তর। যে স্থলে গঙ্গা ও যমুনা সংমিলিত হইয়াছে সেই সন্ধিস্থানে ইহার স্থিতি। শাস্ত্রে লিখিত আছে, সরস্বতী নদীও এই স্থানে আসিয়া একত্রিত হইয়াছে, এবং তদর্থেই এই তীর্থের নাম "যুক্ত ত্রিবেণী" এবং সঙ্ক্ষেপে "ত্রিবেণী" হইয়াছে; কিন্তু সরস্বতীর মিলন প্রত্যক্ষ হয় না। গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যগত স্থানের নাম দোয়াব (দ্বিঅপ); এবং ঐ দোয়াবের শেষভাগে, যে স্থলে উক্ত নদীদ্বয় সংমিলিতা হয়, তথায় এক নগর আছে, তাহা হিন্দুমণ্ডলী মধ্যে প্রয়াগ নামে বিখ্যাত। মোগল সম্রাট আকবর পাদশাহ ঐ রম্য নগরে এক সুচারু দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া নগরের নাম পরিবর্ত্তন করত "আল্লাহবাদ" নামে বিখ্যাত করেন। এবং ইংরাজ ও মো-সলমানদিগের মধ্যে ঐ যাবনিক নামই প্রসিদ্ধ। দুর্গের যে অংশ প্রয়াগ তীর্থের সম্মুখবর্ত্তি তদু-পরি বায়ু সেবনার্থে এক মনোহর গৃহ আছে। তাহার ছাদ চত্বারিংশৎ স্তম্ভোপরি স্থাপিত, এই নিমিত্ত ঐ গৃহের নাম "চালীস সতুন্" অর্থাৎ চত্বারিংশৎ-স্তম্ভ হইয়াছে। প্রস্তাবিত বায়ু সেব-নার্থ গৃহ অতি রম্য; এবং পূর্ব্বে মোগল সম্রা-টেরা অনেকে তথায় বাস করিতেন। ১৬৪ পৃষ্ঠায় ঐ গৃহ ও প্রয়াগ তীর্থের সম্মুখবর্ত্তী দুর্গাংশের এক চিত্র মুদ্রিত করা গিয়াছে, তদ্দৃষ্টে ইহার যথার্থভাব বোধ হইবেক। এই দুর্গ ত্রিকোণা-কার, চিক্কণ প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত, এবং তাহার দুই পার্শ্বে প্রশস্ত নদী ও অপর পার্শ্বে সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা আছে, অতএব বহুসঙ্খ্যক তোপ সহ-কার ভিন্ন ইহা ভেদ করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। ইহার প্রবেশদ্বার অতি মনোহর, এবং তাহার ছাদহইতে নগর ও নদীর দৃষ্টি বর্ণনাতিরেক কম-নীয় বোধ হয়। দুর্গস্থ রাজবাটীর অধোভাগে মৃত্তিকা মধ্যে কয়েকটা বৃহৎ২ গৃহ আছে।
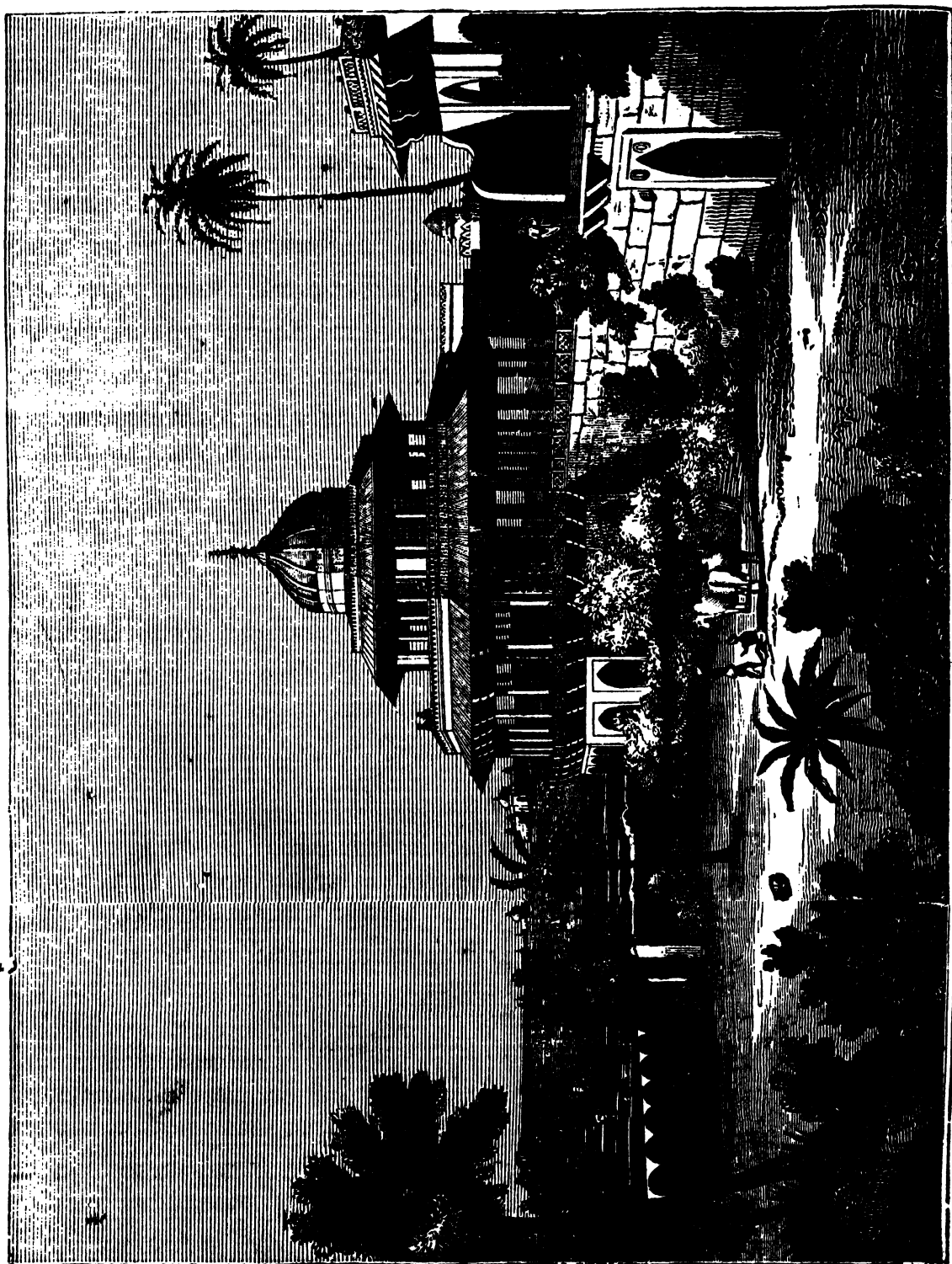
প্রয়াগ।

গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন-সময়ে যখন দুর্গস্থ প্রস্তর নির্ম্মিত-অট্টালিকা রৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তখন ঐ মৃত্তিকাধঃস্থ গৃহ-সকল সুখদ শীতল বায়ুতে পূর্ণ থাকে, এতৎপ্রযুক্ত অনেকে তথায় গমন করিয়া তত্রত্য শীতল বায়ু-সেবনদ্বারা প্রয়াগ-দেশের দুঃসহ গ্রীষ্ম-যাতনাহইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন।

যদিচ অনেক মোগল সম্রাটেরা অতি রম্য বোধ করিয়া প্রয়াগনগরে বাস করিতেন, তত্রাপি এতন্নগরে প্রশস্ত অট্টালিকাদি অধিক নাই; ও ধনাঢ্য মুসলমান প্রজার সংখ্যাও অল্প; নগরস্থ লোকের অধিকাংশই হিন্দু তীর্থযাত্রিক, এতৎপ্রযুক্তই দিল্লী আগরা ও অপরাপর প্রদেশের যবনেরা ঐ নগরকে "ফকীরাবাদ" অর্থাৎ ভিক্ষুকাবাস শব্দে কহে।

যমুনা নদীর তটে কয়েকটা সুন্দর সোপান আছে, কিন্তু তত্ত্বাবধারক না থাকায় অধুনা তাহা ভগ্ন দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা যাতায়াত করাও ক্লেশকর হইয়াছে।

প্রয়াগের প্রসিদ্ধ অট্টালিকার মধ্যে "জমা মস্‌জিদ" নামক যাবনিক ভজন-স্থান সর্ব্বাগ্রগণ্য। যমুনা-নদীতটে বৃক্ষরাজি-সুশোভিত প্রশস্ত-বীথী-পরিবেষ্টিত ঐ মস্‌জিদ অত্যন্ত কমনীয় বোধ হয়। ইহার কিয়দ্দূরে রাজকুমার খোস্‌রোর আজ্ঞায় নির্ম্মিত এক পান্থশালা (সরাই) ও উদ্যান আছে। ঐ উদ্যান দুই জন যবন রাজকুমার ও এক রাজকন্যার সমাধি স্থান। তত্রত্য বৃক্ষরাজির শোভা ও সমাধি-গৃহের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত আশ্চর্য্য; কিন্তু রক্ষকাভাবে অধুনা তাহার অনেক দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে, এবং, বোধ হয়, ত্বরায় লোপ হইবে। প্রাচীন পদার্থের মধ্যে প্রয়াগ নগরে এক অত্যুচ্চ জয়স্তম্ভ আছে। তাহা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সম্রাট অশোক রাজা স্থাপিত করিয়া তদুপরি এক শাসন-পত্র খোদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকানন্তর বহুকাল ঐ স্তম্ভ কোন হিন্দু-রাজার লক্ষ্য হয় নাই। ৮০০ অব্দে কনৌজাধিপতি শূদ্র রাজা সমুদ্র গুপ্ত ঐ স্তম্ভোপরি অপর এক অনুশাসন-পত্র খোদিত করান। তৎপরে জনৈক মোসলমান সম্রাটও এক বীজক খোদিত করিয়াছিলেন। প্রয়াগ তীর্থে মুণ্ডন, স্নান ও মহাপ্রস্থান-বিষয়ক বিধি পাঠকবৃন্দ সকলেই জ্ঞাত আছেন, অতএব নিরর্থক বোধে এস্থলে তাহার উদ্ধার করায় ক্ষান্ত রহিলাম।

প্রাকৃত-ভূগোল।

অনুষ্ঠান-প্রকরণ।

যে বিদ্যাদ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধর্ম্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার নাম ভূগোল-বিদ্যা।

ঐ বিদ্যার সুলভার্থে ভূগোলবেত্তারা তাহাকে তীন অংশে বিভাগ করিয়াছেন। ভূগোল-বিদ্যার যে অংশে পৃথিবীর অবয়ব নিরূপণ করে, গ্রহদিগের সহিত তাহার পরস্পর সম্বন্ধ অনুসন্ধান করে, তাহার গতি বেগ ও তৎপ্রথা সাব্যস্থ করে, তাহার পরিমাণ স্থির করে, গ্রহাদির দৃষ্টিদ্বারা পৃথিবীস্থ স্থান-সকলের পরস্পর দূরতা-নির্ণয় করে, মানচিত্র-নির্ম্মাণের প্রথা প্রদর্শন করে; ফলতঃ যে অংশ অঙ্কশাস্ত্রের সাহায্য ভিন্ন বোধগম্য হয় না:—তাহার নাম "অঙ্ক-ভূগোল" বা "গণিত-ভূগোল"। দ্বিতীয়, যে অংশে জল স্থল বিভাগ,—সমুদ্র, হ্রদ ও নদীর ধর্ম্ম,—জলের লবণাক্ততা স্রোত জোয়ার ও উষ্ণতার বিবরণ,—পর্ব্বত, অধিত্যকা, উপত্যকা, ক্ষেত্র ও দ্বীপভেদ,—বায়ুর গতি, ভূমিকম্প, নীহারস্ফোট, বৃষ্টির নিয়ম, ঋতুর ক্রম, দেশ ও ঋতুভেদে মনুষ্য-পশু-পক্ষী-বৃক্ষভেদ,—ইত্যাদি পৃথিবীর প্রকৃতাবস্থার বিবরণ বিষয়ক বিদ্যার আলোচনা থাকে, তাহার নাম "প্রাকৃত-ভূগোল"। অপর যে অংশে রাজ্য, দেশ, নগর, গ্রাম, লোক-

মন্ত্রণা বাণিজ্যাদি বিষয়ের বিবৃতি থাকে, তাহার নাম "ব্যাবহারিক-ভূগোল"।

অঙ্কভূগোল অতি দুরূহ বিদ্যা। বীজগণিত, রেখাগণিত, ও জ্যোতিঃশাস্ত্রে সুন্দর দৃষ্টি না থাকিলে তাহার পরিজ্ঞান হওয়া অসাধ্য; অপর ঐ বিদ্যা সাময়িক পত্রে বিচারোপযুক্ত নহে, সুতরাং তাহার উল্লেখ করণে অধুনা স্পৃহা নাই। ব্যাবহারিক-ভূগোলও সাময়িক পত্র পাঠকদিগের মনোরঞ্জক নহে, এবং তদ্বিষয়ের অনেক গ্রন্থও সুপ্রাপ্য আছে, অতএব তাহাও এই প্রস্তাবকর্ত্তার লক্ষ্য নহে। অবশেষে প্রাকৃত-ভূগোল। বঙ্গভাষায় তদ্বিষয়ে কোন গ্রন্থ নাই; ও তাহার পরিজ্ঞান বিশেষ ফলদায়ক; তাহার আলোচনায়, বোধ হয়, অনেকে সুতৃপ্ত হইতে পারেন, অতএব তদর্থে মধ্যে ২ বিবিধার্থের দুই তীন পত্র নিয়োগ করিলে কাহার বিরক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রকৃত পদার্থের ধর্ম্ম বিচার দুই প্রকারে সুসাধ্য; প্রথম, কার্য্য দৃষ্টে ধর্ম্মের অনুমান; দ্বিতীয়, ধর্ম্ম দৃষ্টে কার্য্যের নির্ণয়। পরিভাষায় এই প্রকারদ্বয়কে হেতুসাধন ও সাধ্যসাধন শব্দে কহে। বৃক্ষহইতে আম্র ভূমিতে পতিত হইল, এই কার্য্য দৃষ্টে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, এই বিধির উদ্ভাবন করার নাম হেতুসাধন। অপর গুরূপদেশ, মানসিক কল্পনা বা অন্য কোন উপায়দ্বারা পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি আছে, এই বিধি স্থির করত, আম্রের পতন প্রভৃতি সেই বিধির প্রয়োগের নাম সাধ্যসাধন। অব্যক্ত ধর্ম্মের অনুসন্ধানার্থে হেতুসাধন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তৎসাহায্য ভিন্ন পদার্থ-বিদ্যার উপকার দর্শে না। কিন্তু উপদেশার্থে সাধ্যসাধন ফলদায়ী, অতএব এই প্রস্তাবে তাহারই অবলম্বন করিব।

দ্বিতীয় প্রকরণ।

জল স্থল ভেদ।

বহুল প্রমাণদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, পৃথিবী কদম্বকুসুমবৎ গোলাকার; পরন্তু তাহার উপরিভাগ সম নহে; কোন স্থান উচ্চ কোন স্থান নিম্নভাবে অবস্থিতি করিতেছে। ঊর্দ্ধভাগাপেক্ষায় নিম্নভাগ প্রশস্ত, এবং তাহার সর্ব্বত্র জলে পরিপূর্ণ। ভূগোলবেত্তারা অনুমান করেন জলপূর্ণ নিম্নভাগে পৃথিবীর দশাংশের সাত অংশ স্থান ব্যাপ্ত করে; অবশিষ্ট তীন অংশ মাত্র উচ্চ; এবং তাহাই স্থল।

ভূগোলের মানচিত্র প্রতি দৃষ্টি করিলেই স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে পৃথিবী কথকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। ঐ দ্বীপ বা ভূমিখণ্ড-সকল এক বৃহৎ জলশয্যায় বিস্তারিত আছে। ঐ জলশয্যার নাম সমুদ্র। তাহা পৃথিবীর ভূভাগের সর্ব্বত্র বেষ্টন করে, কুত্রাপি বিচ্ছেদ নাই; ফলতঃ পৃথিবীমণ্ডলে এক মাত্র সমুদ্র আছে। কিন্তু ঐ মহাসমুদ্রের সর্ব্বত্র সমভাববিশিষ্ট নহে; স্রোত-তরঙ্গাদি-ভেদে স্থানে ২ তাহার লক্ষণ ভেদ হয়। তদ্দৃষ্টে ভূগোলবেত্তারা তাহাকে দুই খণ্ডে বিভাগ করেন; প্রথম, প্রাচ্যগর্ভ, দ্বিতীয়, প্রতীচীগর্ভ। প্রাচ্যগর্ভ ৪খণ্ডে বিভক্ত; তদ্যথা ১ কুমেরু-সমুদ্র, ২ দক্ষিণ-সমুদ্র, ৩ ভারত-সমুদ্র, ৪ স্থির-সমুদ্র। প্রতীচীগর্ভ সুমেরু ও আত্লান্তিক সমুদ্রে বিভক্ত। এই ছয় সমুদ্রের সীমা ও স্থিতি ভূগোলের মানচিত্র দৃষ্টে অনায়াসেই ব্যক্ত হয়, অতএব এস্থলে তাহার বিবরণ করা বাহুল্য।

ভূগোলের স্থল-খণ্ড-সকল সর্ব্বত্র সমতুল্য নহে; পরিমাণ ও আকৃতি বিষয়ে অত্যন্ত ভেদ আছে। সামান্য মানচিত্রের বামপার্শ্বে যে খণ্ড দৃষ্ট হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। ইংরাজেরা তাহাকে "প্রাচীন-পৃথ্বী" কহেন। এই খণ্ডের প্রধান অংশের নাম আশিয়া খণ্ড, ও অপর অংশদ্বয়ের নাম ইউরোপ এবং আফরিকা। বস্তুতঃ ইউরোপ আশিয়া খণ্ডের এক বাহু মাত্র, ও আফরিকা এক দ্বীপ বিশেষ; বোধ হয়, তাহার উৎপত্তির বহুকাল পরে কোন কারণবশত এক সঙ্কটস্থল দ্বারা আশিয়া খণ্ডের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ফলতঃ ইউরোপ ও আশিয়া এক মহাদ্বীপ ও আফরিকা অপর এক দ্বীপ, উভয়ে এক সঙ্কটস্থল-দ্বারা মিলিত হইয়া পৃথিবীর পূর্ব্বার্দ্ধ সংপূর্ণ করে।

মানচিত্রের দক্ষিণভাগে যে বৃহৎ ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয় তাহাকে ইংরাজেরা "নূতন পৃথ্বী" কহেন; কারণ পূর্ব্বতন কালে ইহার অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের পরিজ্ঞান ছিল না; সংবৎ ১৫৫১ অব্দে অমরিকস্ নামা এক জন নাবিক, ও তাহার কিঞ্চিৎ পরে কলম্বস্ নামা বিখ্যাত নাবিক, ঐ বৃহৎ পৃথ্বী-খণ্ডের উদ্ভাবন করেন। পূর্ব্বার্দ্ধের ন্যায় পৃথ্বীর এই অপরার্দ্ধও দ্বীপদ্বয়ের সমষ্টি। আশিয়া ও আফরিকা যে প্রকারে এক স্থল-সঙ্কট-দ্বারা সম্মিলিত, উত্তরার্দ্ধের দ্বীপদ্বয়ও তদ্রূপ এক স্থল-সঙ্কট-দ্বারা সংযোজিত; কিন্তু ঐ স্থলসঙ্কটদ্বয় সমধর্ম্মাপন্ন নহে; সুয়েজ

স্থলসঙ্কট বালুকাময়, ও পানামা গ্রানিট নামক সুদৃঢ় প্রস্তরদ্বারা নির্ম্মিত। পৃথ্বীর উত্তরার্দ্ধের নাম আমরিকা এবং স্থিতিভেদে উত্তর ও দক্ষিণ শব্দদ্বারা প্রভেদ হয়।

অঙ্কভূগোলবেত্তারা পৃথিবী মণ্ডলোপরি নানাবিধ রেখা কল্পনা করিয়া থাকেন। পৃথ্বীর মধ্যভাগে পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ যে রেখা কল্পনা করেন, তাহার নাম নিরক্ষবৃত্ত। ঐ রেখা পৃথিবীকে উত্তর দক্ষিণ এই দুই খণ্ডে বিভাগ করে। উক্ত খণ্ডদ্বয়ের উত্তরার্দ্ধে ভূমিভাগ অধিক, দক্ষিণার্দ্ধে অত্যল্প। পূর্ব্বোক্ত রেখার উভয়পার্শ্বে কিয়দ্দূর অন্তরে অপর দুই রেখা কল্পনা করেন, তাহাদিগের নাম অয়নান্তবৃত্ত। তদনন্তর অপর দুই রেখা আছে, তাহাদের নাম কুমেরু ও সুমেরু বৃত্ত। অয়নান্তবৃত্তদ্বয়ের মধ্য-গত স্থানের নাম গ্রীষ্মমণ্ডল; তদুভয়পার্শ্বে, সমমণ্ডলদ্বয়, ও তৎপরে সুমেরু ও কুমেরু বৃত্তের পার্শ্বে হিমমণ্ডলদ্বয়। এই মণ্ডল পঞ্চকে জল স্থলের বিশেষ অসমতা আছে।

নিরক্ষবৃত্তের উত্তরে উত্তরায়ণান্তবৃত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানের সহস্রাংশের ২৯৭ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

উত্তর-সম-মণ্ডলের সমস্ত স্থানের সহস্রাংশের ৫৫৯ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

সুমেরু হিম মণ্ডলের　　ঐ　ঐ　৪০০ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

নিরক্ষবৃত্তের দক্ষিণে দক্ষিণায়নান্তবৃত্ত পর্য্যন্ত ঐ ঐ ৩১২ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

দক্ষিণ-সম-মণ্ডলের　　ঐ　ঐ　৫১১ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

কুমেরু মণ্ডলের　　ঐ　ঐ　০০০ অংশ স্থল, অবশিষ্ট জল।

ফলতঃ পৃথিবীর উত্তরার্দ্ধে ১৬ অংশ ভূমি ও দক্ষিণার্দ্ধে ৫ অংশ। পৃথিবীর একার্দ্ধে এতাদৃশ অধিক ভূমি ও অপরার্দ্ধে তাহার স্বল্পতা দৃষ্টে ভূগোলবেত্তারা বহুকালাবধি কল্পনা করিতেন যে দক্ষিণ সমুদ্রে কোন স্থানে আশিয়াদি ভূমিখণ্ডের ন্যায় এক বৃহৎ দ্বীপ আছে, কিন্তু কেহই তাহার অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। ত্রয়োদশ বর্ষ হইল উয়িল্‌ক্‌স্ নামা জনৈক মার্কিন নাবিক অস্ত্রেলিয়া দ্বীপের দক্ষিণে পৃথিবীর প্রান্তভাগে এক বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দৃষ্টি করিয়াছিলেন। অধুনা তাহাই ঐ কল্পিত দক্ষিণ-খণ্ডের প্রতিনিধি হইয়া তন্নামে বিখ্যাত হইয়াছে; কিন্তু যে সময়ে উয়িল্‌ক্‌স্ সাহেব তৎস্থানে উপনীত হইয়াছিলেন, তৎকালে তাহা নীহারে মণ্ডিত ছিল, তৎপ্রযুক্ত তাহার বিশেষ বিবরণ অদ্যাপি প্রচার হয় নাই।

প্রস্তাবিত ভূমিখণ্ড-ত্রয়ের চতুর্দ্দিকে অনেক দ্বীপ আছে; এবং ক্রমশঃ অপর অনেক দ্বীপ সমুদ্রহইতে উত্থিত হইতেছে, ও কোন২ দ্বীপ জলধিতে নিমগ্ন হইয়া বিলুপ্ত হইতেছে। ভূগোলবেত্তারা সপ্রমাণ করিয়াছেন, নূতন গিনি নামক দ্বীপের পূর্ব্বে যে কতকগুলি ক্ষুদ্র২ দ্বীপ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আছে, পূর্ব্বে তাহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বৃহৎ২ দ্বীপাকারে ব্যক্ত ছিল; সমুদ্রের আক্রমণে ছিন্নভিন্ন হইয়া তাহার অধিকাংশ জলে নিমগ্ন হইয়াছে, এবং অবশিষ্ট ভাগ ক্ষুদ্র২ দ্বীপাকারে পরিণত হইয়াছে; ও ঐ ক্ষুদ্র দ্বীপব্যূহও ক্রমশঃ জলে নিমগ্ন হইতেছে। পরন্তু ঐ রহস্য-ব্যাপারের বিবরণ পর্ব্বত-সৃষ্টির বিবরণ না জ্ঞাত হইলে স্পষ্ট বোধগম্য হইবে না, অতএব আদৌ পর্ব্বত-সৃষ্টির বিবরণ বক্তব্য।

* সামান্য ভূগোল গ্রন্থে এই স্থলসঙ্কটের নাম "পানামা ডমরুমধ্যস্থান"; কিন্তু সঙ্কীর্ণ স্থানকে ডমরুমধ্যস্থান শব্দে বিখ্যাত করিতে আমাদিগের অভিরুচি হইল না।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের মাসিক কার্য্যের বিবরণ।

গত ৮ই জুলাই দিবসে মেং ওয়ায়িলী সাহেবের বাটীতে উক্ত সমাজের মাসিক বৈঠক হয়; তাহাতে শ্রীযুক্ত ওয়ায়িলী, শ্রীযুক্ত সিটন্‌কার, শ্রীযুক্ত বেলী, শ্রীযুক্ত কাল্‌বিন, শ্রীযুক্ত প্রাট্, শ্রীযুক্ত পাদরি লং, শ্রীযুক্ত বাবু রসময় দত্ত এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন; এবং তাঁহারা নিম্নে লিখিত প্রস্তাব-সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

প্রথম। কলম্বসের জীবনচরিত গ্রন্থের কোন২ স্থান পরিবর্জ্জন করিয়া, স্থানে২ টিপ্পনী ও এক ভূমিকা সহযোগপূর্ব্বক, বঙ্গভাষায় অনুবাদ করা কর্ত্তব্য।

দ্বিতীয়। সেক্সপিয়র সাহেবের গ্রন্থহইতে লাম্ব সাহেব কর্ত্তৃক সঙ্কলিত গল্পের অনুবাদ যাহা

ডাক্তর রোয়র সাহেব প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা অবিলম্বে প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয়। ভবিষ্যতে যে কোন গ্রন্থ অনুবাদ করণের অনুমতি হইবে, অনুবাদক আদৌ তাহার কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া সমাজে সমর্পণ করিবেন। সমাজ তাহার রচনার পারিপাট্য নিরূপণার্থে তাহা শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও শ্রীযুক্ত পাদরি জে. রবিন্‌সন্ সাহেবকে সমর্পণ করতঃ তাঁহাদের অভিপ্রায় লইবেন; ও রচনা উত্তম বোধ হইলে পর ঐ আদর্শ পাদরি লং সাহেবকে সমর্পিত করিবেন। তিনি তাঁহার গ্রাম্য পাঠশালায় তাহা পাঠ করিয়া নিরূপণ করিবেন, ঐ রচনা গ্রাম্য বালকদিগের বোধগম্য হয় কি না।

চতুর্থ। "ইজিপ্‌শিয়ন্" নামক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ কি প্রকার হইয়াছে তাহা নিরূপণানন্তর সমাজকে বিজ্ঞাপন করণার্থে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সরকার এবং শ্রীযুক্ত পাদরি জে. রবিন্‌সন্ সাহেবকে অনুরোধ করা কর্ত্তব্য।

শ্রীযুক্ত গ্রাট্ সাহেব সমাজকে জ্ঞাত করিলেন, যে ডাক্তর বেড্‌ফোর্ড সাহেব প্রস্তাব করিয়াছেন, এতদ্দেশীয় ব্যক্তিবূ্যহের উপদেশার্থে প্রজাবর্গের সুস্থতা বিষয়ক কয়েকটী প্রবন্ধ ইংরাজিতে রচনা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে অনুমতি হইল, ডাক্তর বেড্‌ফোর্ড সাহেবকে অনুরোধ করা যায়, তিনি আদৌ এতদ্রূপ একটি প্রস্তাব রচনা করিয়া সমাজে সমর্পণ করুন।

শ্রীযুক্ত উডরো সাহেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীযুক্ত গ্রাট্ সাহেবকে অনুরোধ করা গেল, যে তিনি পূর্ব্বোক্ত সাহেবের নিকটহইতে সমাজের সাম্পাদক্য কর্ম্মের ভার গ্রহণ করুন।

দৃষ্টান্ত-বিন্দু।

সময় বুঝিয়া কথা না কহিলে তাহা উৎকৃষ্ট হইলেও কাহারও ভাল লাগে না, যেমন যুদ্ধে শৃঙ্গাররসবর্ণনা। ১।

উপযুক্ত সময়ের কথা নিকৃষ্টা হইলেও সকলকে ভাল লাগে, যেমন বিবাহ কালের গালি। ২।

যাহা হইতে লভ্য সম্ভাবনা থাকে তাহার আশা করা উচিত হয়, শুষ্ক সরোবরহইতে কাহারো পিপাসা দূর হইতে পারে না। ৩।

যাবৎ কিছু না কহে তাবৎ ভাল মন্দ কিছু জানা যায় না, যেমন বসন্তকালে স্বরমাত্রের শ্রবণে কাক ও কোকিলের ইতরবিশেষ করা যায়। ৪।

দুইটা মিষ্টবাক্য কহিলেই উত্তমের অভিমান শান্তি হয়, যেমন কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধজল প্রক্ষেপেতেই আবর্ত্তনকালীন দুগ্ধের স্ফীততার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ৫।

সকলেই বলবানের সাহায্য করে দুর্ব্বলের সহায় কেহ নাই, যেমন গৃহ ও বনদাহের কালে বায়ু সেই অগ্নির সহায় হয়, কিন্তু প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলে। ৬।

সবলের কিছু করিতে না পারিয়া সকলেই দুর্ব্বলের উপরি বল প্রকাশ করে, যেমন প্রবল বায়ুতে পর্ব্বত নাড়িতে পারে না, কিন্তু বৃক্ষ-সকল সমূলে উন্মূলন করিয়া ফেলে। ৭।

যে যাহাতে মজিয়া থাকে তাহার তাহাতেই রুচি, যেমন ইক্ষুর মধ্যগত কীট আম্রফলে থাকিতে পারে না। ৮।

পরস্পরের স্বভাবের ঐক্য হইলেই উভয়ের মনের ঐক্য হয়, যেমন দধিসংযোগে দুগ্ধ জমে, কিন্তু কাঁজি দিলেই ছিন্ন হইয়া নষ্ট হয়। ৯।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, শ্রাবণ। [২০ খণ্ড।

পাটনা।

পাটনা অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নগর। পরন্তু যে স্থানে ইহার স্থিতি তাহা ঐ নগর অপেক্ষাও প্রসিদ্ধ। ভুবন-বিখ্যাত পাটলিপুত্র নগর, যাহার অতুল বিভব ও অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য হইতে "কুসুম পুর" আখ্যার উৎপত্তি হয়,—যাহা রামায়ণ, মহাভারত, মুদ্রারাক্ষসাদি এতদ্দেশীয় সমস্ত প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—যাহাতে অবস্থান করিয়া নন্দ-চন্দ্রগুপ্তাদি দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপান্বিত ভূপাল-সকল ভারতবর্ষের আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন,—পূর্ব্বকালে সেই মহানগর ঐ স্থানে ছিল। ঐ নগর কলিকাতাহইতে প্রায় ৪০০ জ্যোতিষি ক্রোশ অন্তর। গঙ্গার বামতটে এক উচ্চ প্রস্তরময় স্থানে

তাহার স্থিতি; এবং অধুনা বাহার অঞ্চলের প্রধান নগররূপে গণ্য। তাহার ঐশ্বর্য্যের আধিক্যতা জ্ঞাপনার্থে ঐ মহানগর "পত্তন" ও তদপভ্রংশে "পাটনা" শব্দে বিখ্যাত হইয়াছে।

ঋতুভেদ-বিষয়ে বঙ্গদেশ ও পাটনায় কোন ইতরবিশেষ নাই; উভয়ত্রই হিম-শিশির-গ্রীষ্ম-বর্ষার সম প্রভাব আছে; কিন্তু বঙ্গ-দেশের বায়ু বাষ্প-পূর্ণ ও অসুস্থজনক; পাটনার বায়ু শুষ্ক ও স্ফূর্ত্তিপ্রদ; বিশেষতঃ প্রাতঃকালে ও অপরাহ্নে তত্রত্য বায়ু নিতান্ত সুখদ বোধ হয়, এবং তৎসময়ে নদীতটে বা প্রশস্ত তৃণক্ষেত্রে পর্য্যটন করা বিশেষ মনঃপ্রসাদক।

মোগল সম্রাট্‌দিগের রাজ্য সময়ে পাটনা নগর বারংবার শত্রুকর্তৃক আক্রমিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে অনেক অনিষ্টও ঘটিয়াছিল। কিয়দংশে এই আপদের নিরাকরণার্থে কোন নগরাধিপ তাহার চতুর্দ্দিগে এক প্রশস্ত প্রাচীর ও উপযুক্ত স্থানে এক দুর্গ স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ প্রাচীর অধুনা ভগ্ন দশাপন্ন—(ভারতবর্ষের কোন স্থান অধুনা ভগ্ন দশাপন্ন নহে?)—পরন্তু তদ্দৃষ্টে নগরের দৃঢ়তা সম্যক্ প্রতীতি হয়।

অত্যন্ত মনোহর বা অত্যন্ত বৃহৎ বিশেষ আশ্চর্য্যজনক অট্টালিকাদি কোন প্রাচীন বস্তু এতন্নগরে দৃষ্ট হয় না। পরন্তু মোসলমানদিগের সৌভাগ্যকালের চিহ্ন-স্বরূপ অনেক পদার্থ তথায় আছে। ধনাঢ্যদিগের বাটী-সকল প্রশস্ত এবং সুন্দর, ও তাহাদের সঙ্খ্যাও প্রচুর। প্রায় সকল বাটীর সম্মুখে খোদিত কাষ্ঠের বারান্দা আছে। দেবালয় ও যাবিনক ধর্ম্মস্থানও অনেক। গঙ্গার গর্ভহইতে দুই ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত ঐ সকল প্রস্তরময় দেবালয়ের চূড়া, মস্‌জিদের গুম্বুজ, (গোলাকার চূড়া) দুর্গের প্রাচীর ও গার্হস্থ্য প্রাসাদের বারান্দা অতি কমনীয় বোধ হয়, এবং তরণিস্থ ভ্রমণকারির মনে নগরের ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অনেক সম্ভাবের উদয় করে।

পাটনা তীর্থ-স্থানের মধ্যে গণ্য নহে; সুতরাং তাহাতে ধর্ম্মোন্মুখ যাত্রির সমাগম নাই, এবং কোন দেব মন্দিরও বিশেষ বিখ্যাত নাই। পাটনাদেবী বা পাটনেশ্বরী দেবীর দুই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষায় প্রসিদ্ধ; কিন্তু তাহা নব্য এবং যৎসামান্য।

নগরের পশ্চিম পার্শ্বে শাহ অর্জ্জনির ইমাম্‌বাড়া নামক এক বিস্তৃত যাবনিক ভজন-গৃহ আছে; মহরম্‌-পর্ব্বোপলক্ষে তাহাতে লক্ষাধিক লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

নগরের লোক-সঙ্খ্যা ২,৮৪,১৯৪; তন্মধ্যে বাহার প্রদেশের প্রসিদ্ধ রাজা কল্যাণ সিংহের পৌত্র রাজা ভূপসিংহ সর্ব্বাগ্রগণ্য; তিনি অধুনা ইংরাজ রাজপুরুষদিগের নিকট ২৫,৪৯৪ টাকা বার্ষিক বিত্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষায় ধনাঢ্য মহাজন মীর আব্‌দুল্লা। তিনি যাবনিক ধর্ম্মশাস্ত্রের সুদ-গ্রহণ-নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া অর্থ কর্জ্জদেওন ব্যবসায়ে আপন সম্পত্তি অপর্য্যাপ্ত বৃদ্ধি করিয়াছেন। হিন্দু অপেক্ষায় মোসলমান জাতি অধিক। হিন্দুমধ্যে কাহার এবং কুর্ম্মি অধিক। ব্রাহ্মণ ক্ষেত্রিয় ও রাজপুত্রও অনেক আছে, কিন্তু কায়স্থাদি বঙ্গ-দেশে-প্রসিদ্ধ জাতি অতি বিরল। নগর-মধ্যে চামার (চর্ম্মকার) ও ডোম জাতির বসতি নাই। নগর-প্রান্তে ঐ অন্ত্যজ জাতিরা বাস করে। তাহারা শিল্পকার্য্যে সুনিপুণ। চর্ম্মকারেরা যে সকল অশ্বসজ্জা প্রস্তুত করে তাহা "দানাপুরে সাজ" নামে কলিকাতায় প্রসিদ্ধ আছে।

প্রসিদ্ধ নগরের চতুর্ব্বর্ত্তি স্থান প্রায় ঐ নগরের নামে বিখ্যাত হয়; প্রভেদ করণার্থে তৎপূর্ব্বে

কেবল প্রদেশ জ্ঞাপক "জিলা" শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে; তদনুসারে বারাণসী নগরের চতুর্বর্ত্তি স্থান জেলা বারাণসী, দিল্লীর চতুর্বর্ত্তি স্থান জেলা দিল্লী, বর্দ্ধমান নগরের চতুর্বর্ত্তি স্থান জেলা বর্দ্ধমান নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। পাটনার চতুর্বর্ত্তি স্থান জেলা-পাটনা; তাহাতে 'পাটনাতিরিক্ত বাঁকিপুর, নৌবৎপুর, বৈকুণ্ঠপুর,' দানাপুর, শেরপুর, কাটুকা, জয়পুর, এবং ফলওয়ারি নামক নগর-সকল আছে; তন্মধ্যে দানাপুর, সর্ব্বতোভাবে প্রসিদ্ধ। ইংরাজদিগের কয়েক দল সেনা ঐ স্থানে নিবাস করিয়া থাকে, এবং তাহাদিগের নিবাস-গৃহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর। পাটনা জিলার বিখ্যাত-নদীর সঙ্খ্যা ছয়, যথা পুম্পুন, মোরহর, দর্থা, সৌগর, মোহনা, এবং পঞ্চওয়ার। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুই নদীতে বর্ষাকালে তরণির যাতায়াত হইয়া থাকে, অপর নদীরা অতি ক্ষুদ্র, এবং তরণির গম্য নহে।

পাটনা জিলায় যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তন্মধ্যে অহিফেণ সর্ব্ব-প্রধান; তত্রত্য ১৪,২৭১ বিঘা ভূমি ঐ পদার্থ উৎপাদনার্থে নিয়োগ হইয়া থাকে, ও প্রতি বিঘায় প্রায় ৬ অবধি ১২ সের আফিম্ উৎপন্ন হয়। অপর পাটনাই গজি, দোসুতি, মেজের চাদর, ও তোয়ালে নামক গাত্র সম্মার্জনী সকলেই জ্ঞাত আছেন। তত্রত্য শস্য-সকলও উত্তম; পরন্তু তদ্বিষয়ে অধুনা মনোনিবেশ করিতে প্রস্তাবকারের অভিপ্রায় নাই। স্থানান্তরে আফিম্ প্রস্তুত-করণের প্রথা বিবৃত হইয়াছে; অপর-পদার্থ-বিষয়ে পাঠকদিগের অভিরুচি অনুসারে পরে বিহিত করা যাইবেক।

সওয়াই জয়সিংহের চরিত্র।

মান সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাও ভাউ সিংহ ঢুণ্ডার-দেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তিনি পৈতৃক রাজ্যের সহিত পিতৃগুণের ভাগধেয় লাভ করেন নাই, সুতরাং মানসিংহের রাজ্য তাঁহার হস্তে চ্যুতগৌরব হইয়াছিল। স্বাভাবিক অল্পমতি, ও সতত মদ্যপানে অনুরক্ত ঐ নির্ব্বীর্য্য ভূপতি অল্পকালমাত্র রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন; পাঁচ বৎসর মধ্যেই তাঁহার পরলোক প্রাপ্তি হয়। তাঁহার পুত্র মহাসিংহও সুরা ও লাম্পট্য বশতঃ ত্বরায় শমন সদনে প্রেরিত হয়।

মোগল-সম্রাট্দিগের নিকট মানসিংহ যে প্রকার সম্মান লাভ করেন, তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্র ও পৌত্র তাহা প্রাপ্ত হয় নাই; যোধপুর ও বীকানের দেশের ভূপতিরা সেই মান একেবারে অপহরণ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ জাহাঙ্গির পাদশাহের সহিত বীকানের দেশের রাজদুহিতা বিখ্যাতা যোধা-বাইর পরিণয় হওয়াতে জাহাঙ্গিরের সভায় ঢুণ্ডারাধিপদিগের অনুরোধ অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

ঐ যোধা-বাইর মন্ত্রণায় জাহাঙ্গির মহাসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিকে ঢুণ্ডার রাজ্য প্রদান না করিয়া মান সিংহের ভ্রাতা জগৎ সিংহের পৌত্র জয় সিংহকে সমর্পণ করেন। কথিত আছে জাহাঙ্গির রাজপুৎনী * মহিলার সহিত পরামর্শ স্থির করিয়া অন্তঃপুরের বারান্দাহইতে জয় সিংহকে "আম্বের রাজ" এই বাক্যদ্বারা সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন; "যোধা-

* স্ত্রীত্বে রাজপুত্র শব্দের উত্তর ঈপ্ হইয়া রাজপুত্রী শব্দ নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু রাজবারা দেশে রাজপুৎনী শব্দই বিখ্যাত।

বাইর অনুগ্রহে তুমি রাজ্য প্রাপ্ত হইলে; অতএব তাঁহাকে সেলাম কর”। কিন্তু রাজপুত্র-ব্যবহারানুসারে রাজপুত্র-রাজার স্বজাতীয় স্ত্রীকে সেলাম করা প্রথা নহে, অতএব জয়সিংহ কহিলেন; “আপন পরিবারের অন্য কোন মহিলাকে সেলাম করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যোধা-বাইকে তাহা করিতে অক্ষম”। ইহাতে যোধা-বাই সহাস্য-বদনে কহিলেন; “ভাল, সেলাম না কর, তত্রাপি আমি তোমাকে আম্বের-রাজ্য প্রদান করিলাম”।

মোগল্ সম্রাট্‌দিগের সভায় জয়সিংহকে “মির্জ্জা রাজা” শব্দে সম্বোধন করিত। তিনি উক্ত সম্রাট্‌দিগের অনেক উপকার করিয়াছিলেন, তদর্থে আওরঙ্গজেব পাদশাহ তাঁহাকে “ছ-হাজারী মন্‌সব্” উপাধি প্রদান করেন। বিখ্যাত শিবাজী-কর্ত্তৃক আওরঙ্গজেব পাদশাহের দাক্ষিণ্য রাজ্যের অধিকাংশ অপহৃত হইলে, জয়সিংহ তদ্বিরুদ্ধে নিযুক্ত হন, এবং অপূর্ব্ব সৌজন্য ও সদ্বিবেচনাদ্বারা তাহাকে ধৃত করেন। ঐ ধৃত করণ-সময়ে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন, শিবাজীর প্রাণরক্ষা করিবেন; কিন্তু আওরঙ্গজেব পাদশাহ তদন্যথা করিতে উদ্যত হইলেন; অতএব, শিবাজী যাহাতে বন্দি-মুক্ত হইয়া পলায়ন করিতে পারেন এমত উপায়ও করিয়াছিলেন। পরন্তু ঐ বাক্য-নিষ্ঠতা জয়সিংহের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। শিবাজীর মুক্তির কিয়ৎকাল পরেই তিনি বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজকুমার দারাকে বিনাশ করেন।

তাঁহার অধীনে দ্বাবিংশতিসহস্র দিগ্‌বিজয়ি রাজপুত্র-সেনা ও তদীয় মহাবল-পরাক্রান্ত সেনানী-সকল সতত আজ্ঞাবহ ছিল; ঐ সকল আস্পদের আধিপত্যে তিনি যৎপরোনাস্তি মদোন্মত্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে-তিনি আপন সেনা-মণ্ডলী-মধ্যে উপবেশন-পুরঃসর দুই হস্তে দুই কাচপাত্র লইয়া বাম হস্তস্থ পাত্র সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করত অহঙ্কার-পূর্ব্বক কহিতেন “এই সেতারা দেশ চূর্ণ হইল; দিল্লীর ভাগ্য আমার দক্ষিণ হস্তে আছে, তাহাও এতাদৃশ অক্লেশে নিক্ষেপ করিতে পারি”। এই দাম্ভিক বাক্য ত্বরায় দিল্ল্যধিপের কর্ণগোচর হয়। তাহাতে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বাহ্যে কিছু প্রকাশ না করিয়া গোপনে জয় সিংহের ধ্বংস করিবার উপায় করিতে লাগিলেন, এবং জয় সিংহের দ্বিতীয় পুত্র কীরৎ-(কীর্ত্তি)-সিংহকে রাজ্য প্রদানের আশ্বাস দিয়া তৎপিতার বিনাশে নিয়োগ করিলেন। দুরাত্মা কীরৎসিংহ যবনের ঐ আশ্বাসে মুগ্ধ হইল; কিন্তু পিতার খাদ্য আফিমে গরল মিশ্রিত করত মহাপাতক স্বীকার করিয়াও স্বকীয় কামনা সিদ্ধ করিতে পারিলেক না। দিল্ল্যধিপ তাহাকে কেবল কামাঃ প্রদেশটি প্রদান করিয়া আম্বের রাজ্য তাহার জ্যেষ্ঠজ রামসিংহকে সমর্পণ করিলেন।

রাম সিংহ আওরঙ্গজেব পাদশাহের নিকট চারি হাজারি মন্‌সব্ উপাধি, ও আসাম-দেশে যুদ্ধ যাত্রায় প্রেরিত সেনার আধিপত্য পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কৃষ্ণসিংহ; তৎপুত্র বিষণ্ (বিষ্ণু) সিংহ। তিনি পৈতৃক মান রক্ষা করিতে সক্ষম হয়েন নাই। তাঁহার ভাগ্যে জয়সিংহের ছয়-হাজারি-মন্‌সবের অর্দ্ধাংশ মাত্র বিধান হইয়াছিল; তাহাও তিনি অতি অল্পকাল ভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জয় সিংহ। তিনি সংবৎ ১৭৫৫ অব্দে আওরঙ্গজেব পাদশাহের ৪৪ বৎসর রাজ্য সময়ে রাজ্যাভিষিক্ত হন। প্রথম-জয়সিংহহইতে প্রভেদ-করণার্থে ও গুণাধিক্য বিজ্ঞাপনার্থে লোকে তাঁহাকে সওয়াই জয়সিংহ শব্দে অভিধান করিয়া থাকে।

ঐ বিখ্যাত রাজা ক্রমানুয়ে ৪৪ বৎসর আম্বের রাজ্যের সিংহাসনোপবিষ্ট ছিলেন; এবং ঐ ব্যাপককাল ক্রমাগত রাজনীতির চর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন, অথচ তদবকাশে বিদ্যার আলোচনায় বিমুখ ছিলেন না। বিদ্যোৎসাহিতা-গুণে, বোধ হয়, গত অষ্টশত বৎসর-মধ্যে কোন হিন্দু রাজা সওয়াই জয় সিংহের তুল্য হইতে সক্ষম হয়েন নাই। জ্যোতিঃশাস্ত্রের পর্য্যালোচনার নিমিত্তে তিনি কাশী, দিল্লী, মথুরা, উজ্জয়িনী, ও জয়পুর নগরে প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অপূর্ব্ব জ্যোতিষি যন্ত্র সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। অদ্যাপি উক্ত যন্ত্রের অধিকাংশ বর্ত্তমান আছে। তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, তাদৃশ বৃহৎ ও যথাবিহিত শাস্ত্রসিদ্ধ জ্যোতিষি যন্ত্র আর কুত্রাপি প্রস্তুত হয় নাই। মোসল্‌মান্ ও পোর্টুগিজ-গ্রন্থহইতে তিনি বহুবিধ জ্যোতিষ্ গ্রন্থও প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে "রেখাগণিত," "জয়সিংহ কল্পদ্রুম," ও "জিজ্‌মহম্মদশাহি", এই তিন গ্রন্থ প্রসিদ্ধ. এবং তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। গ্রহ-নক্ষত্রাদির অংশমানাদি বিষয়ে যাহা তিনি গণনা করিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশ অপর প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বেত্তাদিগের গ্রন্থদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। তিনি তাৎকালিক ইউরোপীয় ও পারস্যদেশীয় অনেক জ্যোতির্বেত্তার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিয়াছিলেন, এবং যাবনিক-পঞ্জিকার ভ্রম সংশোধন করত দিন স্থির করিয়া দেন।

বিদ্যাবিষয়ে জয়সিংহ যাদৃশ উৎসাহী, সৎকীর্ত্তি-সম্পাদনেও তাদৃশ অনুরাগী ছিলেন; ও সেই অনুরাগের ফলস্বরূপ বারিপূর্ণদীর্ঘিকা, সুচারু-পান্থশালা (সরাই) ও সুপ্রশস্ত অতিথিশালা ভারতবর্ষের অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে। জয়পুর-নগর তাঁহাদ্বারাই স্থাপিত হইয়া তন্নামে বিখ্যাত হয়। বিদ্যাধর নামা জনৈক বঙ্গদেশীয় সদ্বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রনিয়মানুসারে ঐ নগরের পত্তন করত উত্তর-দক্ষিণাদি-দিগনুসারে পথসকল সমভাগে স্থাপন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, উক্ত নগরের ন্যায় প্রশস্তবীথী-পরিবেষ্টিত যথা-শাস্ত্র নির্ম্মিত নগর ভারতবর্ষের আর কুত্রাপি নাই। বিদ্যাধর রাজনীতি ও জ্যোতির্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন, ও তত্তদ্বিষয়ে তিনি জয়সিংহকে সতত সাহায্য করিতেন; ফলতঃ বিদ্যাবিষয়ে জয়সিংহের যে সুখ্যাতি আছে তাহার প্রধান ভাগধেয় বিদ্যাধরের ন্যায্য।

বিদ্যানুশীলনে যৎপরোনাস্তি অনুরাগ সত্ত্বেও জয়সিংহ অস্ত্র-ব্যবসায়-রূপ-কুলধর্ম্ম-প্রতিপালনে বিমুখ ছিলেন না; প্রত্যুত তিনি সাম, দান, ভেদ, দণ্ডরূপ চতুর্বিধ-রাজনীতি-সাধনে সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকিতেন; এবং তাৎকালিক রাজাদিগের মধ্যে তদ্বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার নাম চির-বিখ্যাত করিত না; বিদ্যোৎসাহিতাই তাঁহার প্রধান গুণ, তদ্বিরহে রাজপুত্র-ইতিহাস-লেখকদ্বারা বর্ণিত তাঁহার অপর অষ্টোত্তর শত গুণ বিফল হইত।

রাজ্যাভিষিক্ত হওনানন্তর জয়সিংহ আওরঙ্গজেব পাদ্‌শাহকর্ত্তৃক দক্ষিণ-দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্বপদে নিযুক্ত হন, ও তৎকর্ম্মে সম্যক্ পারদর্শিতা প্রকাশ করেন। উক্ত পাদ্‌শাহের মৃত্যুর পর রাজ্য-প্রাপ্তির নিমিত্তে বাহাদুর্‌শাহ ও বেদর্-বখ্‌ত, এই উভয়ের পরস্পর বিবাদ-সময়ে তিনি শেষোক্ত রাজকুমারের সাহায্যে নিযুক্ত হন; এবং ঢোলপুরের যুদ্ধে বেদর্-বখ্‌তের নিপাত হওয়াতে, তাঁহার অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়াছিল। জয়সিংহের শাস্তি নিমিত্ত বাহাদুর্-

শাহ আম্বের রাজ্য অপহরণে প্রবৃত্ত হন, এবং মোগলসৈন্য তাঁহার দেশ হরণ করিতে নিযুক্ত হয়। জয়সিংহ এই দুর্দৈবে অন্যোপায়-বিরহে মারওয়ার-দেশাধিপতি অজীৎসিংহের সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহাদুরশাহের বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষ্কোষ করত অল্পকাল-মধ্যেই স্বদেশ হইতে শত্রু-দলকে দূরীকৃত করেন।

অতঃপর তিনি বহুকাল প্রতিবাসি মিবার ও বুন্দি রাজ্যের অধিপতিদিগের সহিত বিরুদ্ধতাচরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু এস্থলে তাহার বাহুল্য বিবৃতি করা অভিপ্রেত নহে।

সংবৎ ১৭৭৭ অব্দে দিল্লাধিপতি মহম্মদশাহ-কর্তৃক তিনি আগরা ও তৎপরে মালব দেশের শাসনকর্তৃত্বের ভার প্রাপ্ত হন, এবং তৎসময়ে মহারাষ্ট্র সেনানায়ক বাজিরায়ের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়। এই সময়ে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিজয়সিংহ দ্বারা এক অনিষ্ট ঘটিবার সূত্র হইয়াছিল; তদ্বিবরণ এই;—বিষ্ণু সিংহের মৃত্যু-সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র বিজয়সিংহ অপৌগণ্ড ছিলেন, রাজকার্য্যে সুতরাং সম্যক্ অক্ষম, অতএব তাঁহার মাতা বৈমাত্রেয় জয়সিংহের নিকট তাঁহাকে না রাখিয়া কিচিবারা-দেশে আপন পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। তথায় বিজয় বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর তাহাকে স্বীয় আভরণাদি সমর্পণ করিয়া দিল্লীর প্রধান রাজমন্ত্রী (উজীর) কমরুদ্দীনের নিকট প্রেরণ করেন। কমরুদ্দীন প্রচুর মণিমুক্তাদি উৎকোচে মুগ্ধ হইয়া তৎপক্ষের উন্নতি চেষ্টায় অগ্রসর হইলেন; এবং আম্বের রাজ্যের প্রধান অংশ বস্বা প্রদেশ তাহাকে দিতে জয় সিংহকে অনুরোধ করিলেন। জয়সিংহ গৃহবিচ্ছেদে অনিচ্ছুক, অতএব প্রস্তাব-মাত্রেই বৈমাত্রেয়কে ঐ প্রদেশটি দিতে স্বীকৃত হন; কিন্তু তাঁহার বিমাতা তাহাতে সম্মত না হইয়া যাহাতে সমস্ত আম্বের রাজ্য তাঁহার পুত্র প্রাপ্ত হন, এমত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তদর্থে দিল্লাধিপতিকে পাঁচ-কোটি মুদ্রা ও পাঁচ-সহস্র অশ্বারোহি সেন্য কর দিতে স্বীকার করিলেন। সকল বস্তুরই মূল্য আছে; রাজাদিগের ন্যায়-বিচারও বিক্রয় হইতে পারে; বিশেষতঃ আওরঙ্গজেব পাদশাহের বংশজাত অকর্ম্মণ্য মোগল্ সম্রাটেরা যে পূর্ব্বোক্ত উৎকোচে মুগ্ধ হইবেন ইহাতে সন্দেহ কি? তাহার প্রস্তাব মাত্রেই বিজয় সিংহকে আম্বের রাজ্য প্রদানের অনুমতি হইল, এবং তাহার সনন্দ-পত্রও প্রস্তুত হইতে লাগিল। জয়সিংহ এই বিষম-সঙ্কট উপস্থিত দেখিয়া রাজমন্ত্রিবর্গকে ও কচ্বহ-বংশের বার-কোঠরি অর্থাৎ দ্বাদশ শাখার প্রধান২ ব্যক্তিব্যূহকে আহ্বান করিয়া সমস্ত ব্যাপার বিজ্ঞাপন করিলেন। সভাসদ সকলেই আশ্বাস-প্রদান-পূর্ব্বক কহিল, “যদ্যপি আপনি অকাপট্যে বস্বা প্রদেশ দিতে স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমরা এ বিষয় কুশলে সমাধা করিতে পারি”। জয়সিংহ তৎক্ষণাৎ ঐ প্রদেশের দানপত্র লিখিয়া প্রদান-পূর্ব্বক সপথ করিয়া কহিলেন, “আপনারা যাহা অনুমতি করিবেন, তাহাই আমার গ্রাহ্য”। সভাস্থ প্রধান ব্যক্তিরা বিজয়সিংহের নিকট উপনীত হইয়া “সীতারাম” স্মরণ-পূর্ব্বক সপথ করিয়া কহিলেন, “যদ্যপি জয়সিংহ এই দানপত্রের অন্যথা করেন তাহা হইলে আমরা সকলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে আম্বের দেশের রাজসিংহাসনে সংস্থাপন করিব”। বিজয় তাহার মাতা ও কমরুদ্দীনের অমতে এই প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন, এবং সঙ্গনয়ের নামক নগরে জ্যেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিতে স্বীকৃত হইলেন। এই

প্রকারে সকল কথা অবধারিত হইলে পর জয়সিংহ ভ্রাতৃশিবিরে যাত্রা করিতেছিলেন, এমত সময়ে তাঁহার নাজির আসিয়া কহিল, "রাজমাতা কহিতেছেন, 'আমার দুই লালজীর * পরস্পর সম্মিলন দর্শনে নয়ন সন্তৃপ্ত করি, এই আমার প্রত্যাশা"। জয়সিংহ ঐ প্রার্থনা সভাস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগকে বিজ্ঞাপন করিলেন; এবং তাঁহারা কহিলেন "ইহাতে কোন বাধা নাই"।

এই আদেশানুসারে নাজির সহচরী সমভিব্যাহারে রাজমাতার গমনার্থে তীন শত পালকী প্রস্তুত করেন, কিন্তু তাহাতে রাজমাতার পরিবর্ত্তে ভট্টী-জাতীয় প্রধান বীর উগ্রসেন ছয় শত সেনা সমভিব্যাহারে প্রবেশ করিলেন। পথিমধ্যে রাজমাতার নামে অর্থ-বিতরণ হইতে লাগিল, এবং প্রজাবর্গ রাজসংসারে ভ্রাতৃবিরোধের উপসংহার দৃষ্টে আনন্দ উৎসবে মগ্ন হইল। এবম্প্রকারে মহাডোল † সঙ্গনয়ের-নগরে রাজবাটীতে সমাগত হইলে জয়সিংহ ভ্রাতৃসহিত সাক্ষাৎ ও সমালিঙ্গন-পুরঃসর বস্‌বা-প্রদেশের দানপত্র সমর্পণ করিয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ, যদ্যপি আম্বেরের রাজ্য ইচ্ছা কর, তাহাও লও, আমি নিজ সত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বস্‌বা লইতে প্রস্তুত আছি"। বিজয় এই স্নেহ-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া কহিলেন; "ইহাতেই আমি সন্তৃপ্ত হইলাম"।

অতঃপর নাজির আসিয়া কহিল, "মাজী (রাজমাতা) আদেশ করিতেছেন, সভাসদেরা স্থানান্তর হইলে তিনি এই স্থানে আসিয়া যুবরাজদ্বয়কে দর্শন করেন; নচেৎ অন্তঃপুরে মহাশয়দিগের গমন হইলে ভাল হয়"। জয়সিংহ সেই বাক্যের প্রত্যুত্তর দিতে সভাস্থ প্রধানদিগকে অনুরোধ করিলেন, ও তাহাদের আদেশমতে ভ্রাতৃদ্বয়ে অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দ্বারপ্রান্তে আসিয়া জয়সিংহ কটিদেশহইতে পেশ্‌কবজ্‌ অস্ত্র বিমুক্ত করিয়া ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ-পূর্ব্বক কহিলেন, "এ স্থলে ইহার প্রয়োজন কি"? বিজয়ও ভ্রাতৃদৃষ্টান্তে নিরস্ত্র হইলেন, কিন্তু গৃহপ্রবেশ করিয়া দেখেন, মাতৃক্রোড়ে উপাগত না হইয়া ভট্টীজাতীয় উগ্রসেনের উদরে পতিত হইয়াছেন। ঐ ভট্টীপ্রধান রজ্জুদ্বারা তৎক্ষণাৎ বিজয়ের হস্তপদ বন্ধন করত মহাডোলের শিবিকা মধ্যে প্রবেশ করাইয়া জয়পুরে লইয়া গেলেন। তদনন্তর এক ঘণ্টা কাল মধ্যে বিজয়সিংহ জয়পুরের দুর্গে বন্দী হন, এবং জয়সিংহ রাজ সভায় প্রত্যাগমন করিলেন। সভাস্থ প্রধান বীরমণ্ডলী "বিজয়সিংহ কোথা?" এই প্রশ্ন করিতে লাগিল। জয়সিংহ তদুত্তর কহিলেন, "হামারে পেটমে", (সে আমার উদরমধ্যে আছে,)। "আমরা উভয়েই বিষ্ণু সিংহের পুত্র, এবং আমিই জ্যেষ্ঠ। যদ্যপি তোমাদিগের ইচ্ছা হয় বিজয় রাজ্য করিবে, তবে আমাকে বধ করিয়া তাহাকে আনয়ন কর। তোমাদিগেরই জন্য আমি বিশ্বাসঘাতকতায় প্রবৃত্ত হইয়াছি; কারণ বিজয়সিংহ অংশ পাইলে যবনদিগকে স্বদেশে আনিয়া তোমাদিগের অবশ্যই বিনাশ করিত"। প্রধানবীরমণ্ডলী নিরুপায় দেখিয়া ঐ বাক্যে স্তব্ধভাবে বিমর্শ হইয়া স্বস্বস্থানে প্রস্থান করিল। উজীর কমরুদ্দীন বিজয়ের সমভিব্যাহারে ছয় হাজার অশ্বারোহি সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা বিজয়ের নিমিত্তে বিবাদে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু জয়সিংহ কহিলেন, "বিজয় আমার ভ্রাতা;

* লালজী বা লাল। পুত্রবাচক স্নেহদ্যোতক শব্দ; হিন্দুস্থানি সকলেই পুত্রকে ঐ বাক্যে সম্বোধন করিয়া থাকে। মনুষ্য নামে ব্যবহার্য্য বাঙ্গালা "লাল" শব্দ ঐ বাক্যহইতে জাত।

† রাজরাণীর গমনার্থ যান সমূহের নাম মহাডোল।

তাহার অন্বেষণে তোমাদের প্রয়োজন কি? স্তব্ধভাবে প্রস্থান কর, ভালই; নচেৎ তোমাদের ঘোড়াগুলি রাখিয়া যাইতে হইবে"। তাহাতে তাহারাও নিরুপায়বোধে গৃহে প্রত্যাগমন করিল; সুতরাং বিজয় যাবজ্জীবন কারাগারে বন্দী রহিলেন।

রাজপুত্র কবিরা এই ব্যাপারকে জয়সিংহের নবোত্তর-শত-গুণাবলী-মধ্যে গণনা করিয়াছেন; কিন্তু ইহা কি পর্য্যন্ত সদ্গুণ তাহা পাঠক মহাশয়েরাই নিরূপণ করিবেন; আমরা এই মাত্র কহিতে পারি, এই ছলনা-সাধনে জয়সিংহ সম্যক্ চাতুর্য্য প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং ইহা না হইলে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করা দুষ্কর হইত।

আম্বের-দেশের রাজারা সর্ব্বত্রই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধীন রাজ্য বৃহৎ ছিল না। বিষ্ণুসিংহ আম্বের, দেওসা, ও বস্বা, এই তিনটি প্রদেশের (জিলার) রাজ্য করিতেন; তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেওতি রাজ্য তাহাতে সংযোগ করিয়াছিলেন। তদুপার্জ্জনের বিবরণ অত্যন্ত বিস্ময়জনক। ঐ দেওতি-দেশ লব-সন্তান বুগুজর-বংশের অধিকার ছিল। সেই বংশীয়েরা সর্ব্বদা জাত্যভিমানে মত্ত থাকিতেন, সুতরাং কচ্বহ-বংশের ন্যায় যবন রাজাদিগকে দুহিতা-প্রদান করিয়া ঐহিক বৈভব বৃদ্ধি করিতে পারেন নাই। জয়সিংহের সমকালে বুগুজর-জাতির ভূপতি নিজ রাজপাট রাজোর-নগরে আপন কণিষ্ঠ ভ্রাতাকে রাখিয়া দিল্ল্যধিপতির পক্ষে অনূপশহরে সেনাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত ছিলেন।

ঐ তরুণ বুগুজর একদা বরাহ মৃগয়ায় গমনার্থী হইয়া মধ্যাহ্ন-ভোজ্যের নিমিত্ত তাঁহার ভ্রাতৃবধূর নিকট অত্যন্ত ব্যগ্রতাপ্রকাশ করিতেছিলেন; তাহাতে ঐ রাজমহিলা দেবরকে উপহাস-পূর্ব্বক কহিল; "তুমি এতাদৃশ ব্যগ্র, বোধ হয় যেন জয়সিংহের উপরি বল্লম-সঞ্চালন করিবে"। বীর্য্যবান্ যুবরাজের পক্ষে এই উপহাস অত্যন্ত কর্কশ বোধ হইল, কারণ পূর্ব্বে জয়সিংহের আদিপুরুষ ঢোলরায় বুগুজর রাজার নিকটহইতে দেওসা প্রদেশ প্রাপ্ত হইয়া (১৪৭ পত্রে দেখ) তাহার বংশকে দরিদ্র করিয়াছিলেন; অতএব "ঠাকুরজীকি দুহাই; আমি তাহা না করিয়া তোমার হস্তহইতে অন্ন গ্রহণ করিব না"। এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ দশ জন অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে বুগুজর-কুমার আম্বের-নগরে উপনীত হওনপূর্ব্বক জয়সিংহের প্রতিক্ষায়, নগরের প্রাচীরপার্শ্বে অবস্থিতি করিলেন। দিন পক্ষ মাস গত হইল, তত্রাপি জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ হয় না। অন্নাভাবে সহচর সকলেই প্রস্থান করিলেক। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বুগুজর নিজ অশ্ব ও খড়্গাদি বিক্রয় করিয়া উদরপূর্ত্তি করিলেন, তত্রাপি অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; পাগড়ির অর্দ্ধভাগ বিক্রয় করিয়া এক দিন যাপন হইল; অবশেষে প্রস্থান বা অনাহার অবলম্বন করা এই দুই মাত্র গতি, অখণ্ড-প্রতিজ্ঞ বুগুজর শেষ পক্ষই আশ্রয় করিয়া ক্রমাগত চারি দিবস অনাহারে বল্লম হস্তে দণ্ডায়মান আছেন, এমত সময়ে সওয়াই জয়সিংহ সুখাসনারোহণ-পূর্ব্বক সেই পথে গমন করিলেন; তদ্দৃষ্টিমাত্র বুগুজর-হস্তহইতে বল্লম নিক্ষিপ্ত হয়; কিন্তু চারি দিন অনাহারের হস্ত-নিঃসৃত বল্লম জয়-সিংহকে বিদ্ধ করিলেক না, সুখাসনের পার্শ্বভেদ করিয়া রহিল। রাজহন্তার বধার্থে তৎক্ষণাৎ শত খড়্গ নিষ্কোষিত হয়, কিন্তু রাজা তাহা নিবারণপূর্ব্বক বুগুজরকে আম্বের নগরে আনাইয়া তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলেন। সে নিঃসংশয়ে কহিল, "আমি দেওতির

বুগুজর; ভাবীর (ভাইজের) সহিত কথান্তর হওয়াতেই বহ্লম মারিয়াছি। এইক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি"। অপর তিনি নিজ-বৃত্তান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া আরও কহিলেন, "আমি চারি দিন অনাহার ছিলাম, নচেৎ বহ্লম নিজ-কর্ম্ম সফল করিত"। জয়সিংহ বাহ্যে ঔদার্য্য-প্রকাশ-করণার্থে তাহার বন্ধন মুক্ত করিয়া রাজ-প্রসাদ বস্ত্র (খেল্‌য়ৎ) ও অশ্ব প্রদান-পূর্ব্বক ৫০ জন অশ্বারোহি-সমভিব্যাহারে তাহাকে গৃহে প্রেরণ করিলেন। বুগুজর গৃহে আসিয়া ভ্রাতৃবধূর নিকট আপন কীর্ত্তি বর্ণন করিল; কিন্তু ঐ সুশীলা স্ত্রী তৎশ্রবণে বিষণ্ণচিত্তা হইয়া এই মাত্র কহিলেন; "তুমি কালসর্পকে আঘাত করিয়া রাজোর-নগরে জলাঞ্জলি দিয়াছ"।

ইতঃপর এক মাস মধ্যেই একদা বুগুজর-কুমার রাজপাটহইতে অতিদূরে গণগৌর (গণ গৌরী-দেবীর) পূজা করিতে গিয়াছিলেন, এমত সময়ে জয়সিংহ পাঁচ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বধ করত দেওতি-দেশ স্বরাজ্যসাৎ করিলেন। যে রাজ-মহিলার বাক্যে এই তুমুল ব্যাপার ঘটিয়াছিল, তিনি অন্তর্বত্নী ছিলেন; কিন্তু নিজ বাক্য-দোষে তাঁহার ভাবি পুত্রের পৈতৃক সত্ত্বচ্যুত হইয়াছে, এই কথা স্মরণ হওয়াতে আপনাকে ধিক্কার করিয়া হৃদয়ে ছুরিকাঘাত করত পরলোকে যাত্রা করিলেন।

জয় সিংহের দোষরাশি-মধ্যে মদ্যপানাসক্তি অতি প্রধান। তদ্বিষয়ে অনেক রহস্যজনক আখ্যায়িকা প্রচার আছে। অহঙ্কার দোষও তাঁহার সম্বন্ধে খর্ব্ব ছিল না;—মোগল্ সম্রাট্‌দিগের অধীনতা স্বীকার করিয়াও তিনি রৌপ্যমণ্ডিত এক প্রশস্ত যজ্ঞশালা নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমারোহ করাইয়াছিলেন। বোধ হয় সেই যজ্ঞীয় ঘোটক যজ্ঞশালার চতুর্দিগে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকিবেক; কারণ দূরে ভ্রমণ করত একবার মিবার রাজার অশ্বশালার, বা রাটোরদিগের ক্ষেত্রের, অন্তর্গত হইলে তাহার নিষ্কৃতি হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সংবৎ ১৭৯৯ অব্দে সওয়াই জয় সিংহের মৃত্যু হয়; তৎসঙ্গে তাঁহার তিন স্ত্রী ও কয়েক উপপত্নী সহমৃতা হইয়াছিল। বোধ হয়, ভারতবর্ষের বিদ্যোৎসাহিতাও সেই চিতায় আরোহণ করিয়াছিলেন।

ডিবি-কদরু বা নিষিদ্ধ-ফল।

লঙ্কাদ্বীপের বর্ণনাবসরে এই অদ্ভুত ফলের বিবরণ লেখা অভিপ্রেত ছিল; কিন্তু ছবি উপস্থিত না থাকায় সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। সম্প্রতি অপর পৃষ্ঠায় ঐ ফলোৎপাদক বৃক্ষের এক চিত্র প্রকাশ করা গেল। তদ্দৃষ্টে অনায়াসে প্রতীতি হইবে, দোলায়মান-ফলবিশিষ্ট ঐ বিটপ অতীব সুন্দর। ইহার পুষ্প সুগন্ধিপূর্ণ; ফলের বহির্দেশ অতি কমনীয় কমলা-নেবুর বর্ণ, ও অন্তর্ভাগ উজ্জ্বল-রক্তিম-বর্ণ। ঐ ফল-দৃষ্টে বোধ হয় যেন কেহ তাহার এক অংশ দন্তদ্বারা দংশন করিয়া লইয়াছে; ফলতঃ এতদ্দেশীয় হিজলি-বাদামের একাংশ যে প্রকার ক্ষত বোধ হয় ইহাও তদ্রূপ; পরন্তু দৃশ্যে ডিবি-কদরু তাহাহইতে অত্যন্ত মনোহর। লঙ্কাদ্বীপে ইহার তুল্য সুদৃশ্য ফল আর নাই। পরন্তু ঐ কমনীয় ফল মনুষ্যের খাদ্য নহে; ইহার রস ভয়ঙ্কর বিষময়; তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র কণ্ঠাধোগত হইলেই প্রাণ-সংহার করে।
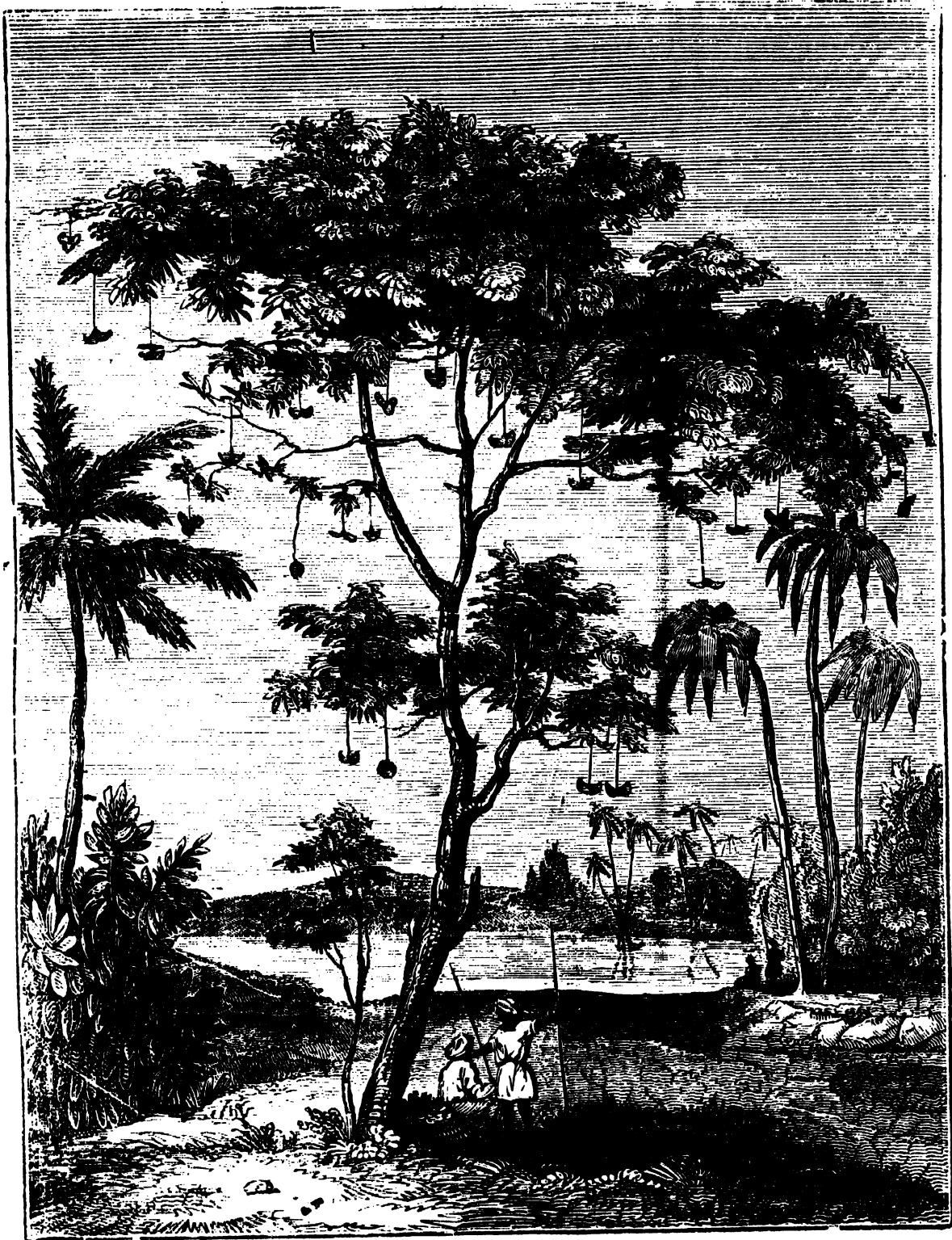
ডিবি-কদরু বৃক্ষ।

মোসলমানদিগের বিশ্বাস আছে; জগদীশ্বর পৃথিবীর সৃজন করিয়া লঙ্কাদ্বীপের মধ্যভাগে এক সুরম্য উদ্যানে আদম ও ঈব নামা, প্রথম সৃষ্ট নরনারী যুগ্মকে স্থাপন করত তত্রত্য সমস্ত ফল পুষ্প সম্ভোগ করিতে অনুমতি করেন, একমাত্র বৃক্ষ নিষিদ্ধ ছিল। পাপাত্মা শয়তানের পরামর্শে ঈব ঐ সুদৃশ্য নিষিদ্ধ-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করত পৃথিবীতে পাপ ও মৃত্যুর সমানয়ন করে, এবং স্ত্রী-পুরুষে ইডনের উদ্যানহইতে বহিষ্কৃত হয়। লঙ্কাদ্বীপে প্রবাদ আছে, ভিবিকদরু সেই নিষিদ্ধ বৃক্ষ, ঈবের দন্তাঘাতে তৎফলের একাংশ ক্ষত হইয়াছিল, এবং তাহার অপত্যবর্গের জ্ঞাপনার্থে এপর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ঐ ফলে ঐ দন্তচিহ্ন হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, এই সুন্দর অথচ বিষাক্ত ফলের নাম নিষিদ্ধ-ফল রাখায় অসংলগ্ন হয় নাই।

রাজপুত্র ইতিহাস।

চতুর্থ সঙ্খ্যা।

আমরা এতৎ পত্রের দ্বাদশ খণ্ডে রাজপুত্র-ইতিহাস-প্রসঙ্গে-মিবার-দেশীয় রাণাদিগের যশোরাশি-সঙ্কীর্ত্তনে সংযত থাকিয়া চিতোর নগরের শেষরক্ষক অদ্বিতীয় অজয় সিংহের বংশজ হামীর এবং লাক্ষা রাণার রাজকার্য্য-সম্পাদন বর্ণন করিয়াছি; অধুনা তাহার পরপর বৃত্তান্ত-বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলাম।

লাক্ষার জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডা পিত্রাজ্ঞা-পালনার্থে আপন কনিষ্ঠ মোকল্জিকে রাজ্য-সমর্পণ করিয়া বিমাতার ঈর্ষ্যাহইতে মুক্ত হইবার বাসনায় মাণ্ডু-রাজধানীতে উপনীত হওনের অনতি-বিলম্বে রাজমাতার পিতা রাওরীণ্মল্ এবং ভ্রাতা যোধা যিনি যোধপুর নগর সৃজন করেন ও অপরাপর তদ্দলস্থ ব্যক্তিবর্গে মরুদেশ মণ্ডোর পরিত্যাগ করিয়া অনায়াসে মিবার দেশের অপর্য্যাপ্ত-সুখ-সম্ভোগ-লালসায় তথায় সমাগত হইলেন। দৌহিত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বৃদ্ধ রীণ্মল্ সর্ব্বদা বাপ্পা রাওলের সিংহাসনারূঢ় হইতেন; এবং বালক ক্রীড়ার্থে ইতস্ততঃ গমন করিলেই মিবার বংশীয় রাজছত্র ভিন্ন-বংশীয়ের মস্তকোপরি দেদীপ্যমান হইত। এমৎ গর্হিত ব্যাপারদৃষ্টে রাজার বৃদ্ধা ধাত্রী ক্রোধ-সংবরণে অসমর্থা হইয়া রাজমাতৃ-সমীপে আপন মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করে। তিনি আপন পিতাকে তজ্জন্য অনুযোগ করাতে কেবল স্বীয় অপত্যের স্থায়িত্ব-বিষয়ে সন্দেহ-সূচক বাক্য শ্রবণ করিলেন। ইহাতে রাজ্ঞী ভীতমনা হইয়া উপায়-চিন্তায় অস্থিরা আছেন; এমত সময়ে ঐ দুর্দান্ত পিতা চণ্ডার সহোদর ফেলবারা ও কোয়েরিয়া-প্রদেশের অধিপতি রঘুদেবকে বিনাশ করিলেক। রঘুদেব সমস্ত-রাজগুণসম্পন্ন বিধায় সকলেরি প্রেমাস্পদ ছিলেন। তাঁহাকে সম্মানসূচক পরিচ্ছদ-প্রদানপূর্ব্বক তৎপরিধান-সময়ে গোপনে হত্যা করিবায় তৎকালে তাঁহার হত্যাকারির নাম প্রচার হয় নাই; এবং তাঁহার স্বদেশীয়-কর্তৃক তিনি তদবধি পিতৃ-দেবতার মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বত্র পূজ্যপাদ হইয়াছেন।

এমত বিপৎকালে চণ্ডা ব্যতিরেকে মিবার-দেশকে আর কে রক্ষা করে? রাজ্ঞী তাঁহাকে সংবাদ করিলেন; এবং চণ্ডাও স্বদেশোদ্ধারের উপায়-চিন্তাতে মগ্ন হইলেন। তিনি স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গমন-কালীন দুই শত আভীর জাতীয় বিশ্বস্থ সহচর সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহারা স্বীয়-পরিবার-সন্দর্শনচ্ছলে স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক নগরদ্বাররক্ষকদিগের অধীনে দাসত্ব স্বীকার

করিল। অপর চণ্ডা রাজ্ঞীকে উপদেশ দিলেন নগরের চতুঃপার্শ্বীয় গ্রাম্যগণকে ভোজন করাইবার উদ্যমে প্রত্যহ যুবরাজকে সসৈন্যে নগরের অভিদূরে প্রেরণ করেন, এবং দিবালীর দিবসে চিতোরহইতে দক্ষিণ সার্দ্ধত্রিক্রোশ-ব্যবহিত মালব দেশের রাজমার্গস্থিত গোঁসুণ্ডা নামক স্থানে ঐ ভোজনোপলক্ষে অবশ্যই উপনীত হয়েন। এই পরামর্শে চণ্ডার অভিপ্রেত সিদ্ধ হইল; দিবালীর দিবস উপস্থিত হইল; গোসুণ্ডার নিমন্ত্রণ সমাপ্ত হইল; রজনীযোগের প্রাক্কাল সমাগত হইল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত চণ্ডা কাহার নয়নগোচর হয়েন নাই। ধাত্রীমাতা এবং রাজপুরোহিতপ্রভৃতি এতৎ পরামর্শের সহযোগি-সকলেই ক্ষুব্ধমনে নগরাভিমুখে প্রত্যাগমন করত চিতোরি নামক উচ্চস্থলে উপনীত হইলেন, এমত সময়ে দ্বাবিংশতি অশ্বারূঢ় ব্যক্তি তৎপার্শ্ব দিযা বেগে হয়-সঞ্চালন করিল, এবং তন্মধ্যে ছদ্মবেশধারি চণ্ডা-বীর অশ্ব-সঞ্চালন-কালীন গুপ্তভাবে আপন কনিষ্ঠকে রাজসম্মান প্রদান করিলেন। অশ্বারোহিরা রামসেতু অবধি অবাধে আগত হইয়া তথায় জিজ্ঞাসিত হইল; "তোমরা কে?" তাহারা উত্তর করিল "গোসুণ্ডার ভোজ উপলক্ষে নিকটবর্ত্তি পর্ব্বতহইতে উত্তীর্ণ হইয়া রাজ-প্রত্যাগমনের সমভিব্যাহারি হইয়াছি;" এবং ঐ বাক্যে বিশ্বাস জন্মাইয়া ক্রমে অগ্রসর হইল। পরে অবশিষ্ট সমস্ত দল পশ্চাৎ ২ ধাবমান হইয়া আইলে তাহাদিগের গুপ্ত অভিপ্রায় ব্যক্ত হইয়া উঠিল। তখন চণ্ডা খড়্গ প্রসারণ করিলেন। তাঁহার সুব্যক্ত চীৎকারধ্বনি-শ্রবণে আভীর সমস্ত সমরে অগ্রসর হইল; চিতোরের প্রধান দ্বারপাল এক জন ভট্টি-রাজপুত্র অসঙ্গত যুদ্ধে অপারগ হইয়া চণ্ডার প্রতি খড়্গ নিক্ষেপ-পূর্ব্বক আঘাত মাত্র করিয়া স্বয়ং হত হইলেন। দ্বাররক্ষক সকলেই বিনাশকে পাইল; এবং রাটোর বংশীয় তদীয় সহচরেরাও নির্ম্মায়ে তৎপথে প্রেরিত হইল।

রীণমলের শেষাবস্থা অতি ঘৃণাস্পদ হইয়াছিল। তিনি এক জন সহচরীর প্রতি প্রেমাবিষ্ট ও মদ্যরসে বিহ্বল হইয়া বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ম্মনাশে ব্যগ্র ছিলেন, নগর মধ্যে কোলাহল কিছু মাত্র শ্রবণ করেন নাই। অবলা ঐ কোলাহল শ্রবণমাত্র স্বীয় ধর্ম্মনাশকের সমুচিত-দণ্ডবিধান-করণাভিলাষে তাহার উষ্ণীষ-দ্বারা তাহাকে পর্য্যঙ্কে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিল। ইতোমধ্যে চণ্ডার সৈন্যসকল তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়; তখন রীণমল্ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কিঞ্চিৎ চৈতন্য প্রাপ্ত হইলেন। অতি কষ্টেও বন্ধন-মুক্ত হইতে অপারক ঐ রাজপুরুষ অত্যন্ত হেয় অবস্থায় কোন ক্রমে দণ্ডায়মান থাকিয়া একটা তৈজস-পাত্র হস্তে পাইয়া তদ্দ্বারা অনেককে ভূমিতে শায়িত করিতেছিলেন, এমত কালে একটা গুলির আঘাত প্রাপ্তিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তাহাতে চণ্ডার প্রতিহিংসা সম্পূর্ণ হইল না। রীণমলের পুত্র যোধা বর্ত্তমান ছিল তিনি তাহারই প্রতি ধাবমান হইলেন। তাহাতে যোধা এক বেগবান্-হয়ারোহণে নগরহইতে পলায়ন করিয়া স্বদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করণার্থে হরবা সঙ্কলা নামা এক রাজপুত্র প্রধানের আশ্রয় প্রার্থনা করিতে প্রয়াণ করিলেন। চণ্ডা ঐ অবকাশে তাহার পৈতৃকরাজ্য মণ্ডোরাক্রমণে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহা পরাজয় পূর্ব্বক আপন পুত্রদ্বয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ গম্ভীর রাজপুত্রের বীরত্বপ্রভাবে অনেকে কম্পায়মান হইত। তিনি যাবজ্জীবন আশ্রম-বিহীন হইয়া সাংসারিক মায়া জনসমূহের প্রতি অর্পণে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন; এবং

দৈহিক সুখকে সর্ব্বতোভাবে অকিঞ্চিৎকর বিবেচনায় তিনি শারীরিক ক্লেশ স্বীকার এবং ধনবিতরণদ্বারা পুণ্য-সঞ্চয়ে অহরহঃ তৎপর ছিলেন। ন্যায় পক্ষে কেহ কোন সাহায্য অপেক্ষা করিলে, তদ্দণ্ডেই হরবা সমর-সজ্জায় তৎসাহায্যে অগ্রসর হইতেন, এবং পথশ্রান্ত পথিক আশ্রয় আকাঙ্ক্ষা করিলে অমনি তৎক্ষণাৎ শঙ্কলার অবারিত দ্বার তাহাকে আহ্বান-পূর্ব্বক ক্রোড়ে করিয়া লইত।

মিবার-রাজ্যে অপিচ সমস্ত রাজস্থানে অদ্যাপি সদাব্রতের প্রাদুর্ভাব দৃষ্টি হয়; এবং যথা২ দেবার্চ্চনার নিয়ম আছে, তথা২ অতিথি সেবারও বাহুল্য আছে। এই স্থলে ইংরাজি ইতিহাসবেত্তা সরল-স্বভাব টড্ সাহেব লেখেন "যদি আতিথ্যধর্ম্মের প্রাচুর্য্য দেশের অসম্পূর্ণ সভ্যতার চিহ্ন হয়, তবে হায়! সম্যক্ সভ্যতা কি দুরবস্থা"! এতাদৃশ এক সদাব্রতের আতিথ্যে যোধা সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে এক শত বিংশতি সৈন্য সমভিব্যাহারে সমাগত হইলেন। দিবাবসানে ব্রতাবসানও হইয়াছিল; অতিথি-ক্রিয়ার অসঙ্গতি-বিধায় মঞ্জিষ্ঠা কাষ্ঠের সহিত গোধুম ও সর্করা মেলন-পূর্ব্বক রন্ধন করত তাহাই তাঁহারা ভক্ষণ করিয়া রাত্রিযাপন করিলেন। পরদিন প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া পরস্পর মুখাবলোকনে ওষ্ঠ কেশে রক্তিমাবর্ণ দৃষ্টে সকলেই বিস্ময়াপন্ন হন। হরবা শঙ্কলা তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভুক্ত-কাষ্ঠের গুণ ব্যাখ্যা না করিয়া কহিলেন, "যেহেতুক বার্দ্ধক্যের শ্বেতবর্ণের পরিবর্ত্তে যৌবনের অরুণোদয় এবং আশার নবীন নীরদের সঞ্চার হইয়াছে, অতএব তোমাদের সৌভাগ্য পুনরায় সদবস্থা-প্রাপ্তে পূজনীয় হইবেক"। এই কথায় আশ্বাসিত হইয়া যোধা তাঁহার সহায় গ্রহণ করিলেন, এবং তদানুকূল্যে শতাধিক উগ্র-হয়াধিপতি মেয়োপ্রদেশের প্রধান বীরকে সঙ্গী করিলেন। পাবুজি নামক অপর এক বীরকেও ঐ রূপে স্বদলে গ্রথিত করিয়া যোধা স্বদেশোদ্ধারের চেষ্টায় মণ্ডোরে উপনীত হইলেন। তথায় চণ্ডার পুত্রদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ইহাদিগকে সামান্য জ্ঞানে তাচ্ছীল্য করিয়া সমরে হত হইলেন; ও দ্বিতীয় মুঞ্জাজী স্বসৈন্যকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে২ গডওয়ার নামক রাজ্যের প্রান্তভাগে শত্রু-হস্তে প্রাণ-সমর্পণ করিলেন। যোধার প্রতি হিংসা সফল হইল; বরং মণ্ডোরের বীরৈক পরিবর্ত্তে মিবার-বংশীয় বীরদ্বয়ের নিপাত হওয়াতে, যোধা ক্ষান্ত হইয়া বিবাদভঞ্জন-হেতুক এবং "মুণ্ডকাটি" অর্থাৎ শোণিত বিনিময়ে যে স্থলে মুঞ্জার পতন হইয়াছিল সেই পর্য্যন্ত মিবার রাজ্যে সংযোগ করিয়া দিতে স্বীকার করিলেন। ইহাতেই সমস্ত গডওয়ার দেশ মিবারের অন্তর্গত হইল, এবং তদবধি তিন শত-বৎসর-পর্য্যন্ত তদধীনেই ছিলেন।

রাজপুত্রচরিত্রের এই এক প্রধান ধর্ম্ম যে, পরস্পরে প্রবল বৈরতায় নিযুক্ত হইলেও যাবজ্জীবন মনোমধ্যে সেই হিংসানল প্রতিপালন করিয়া চিরবৈরতারূপ আচরণে ঐ অনির্ব্বাণীয় অগ্নি কদাপি প্রজ্জ্বলিত রাখে না; প্রত্যুত পরক্ষণেই পরস্পরের সহায়তা এবং সহযোগিতা প্রদান এবং প্রাপণের প্রথা, তাহাদিগের মধ্যে বিলক্ষণরূপে প্রচার আছে। মাড়ওয়ারবংশীয় ভূপতিরা চিতোরের ভূপতি প্রতি-হিংসায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করত কিয়ৎকাল পরে তৎপুত্র যুবরাজকে সিংহাসনারূঢ় করাইতে প্রাণপণে প্রযত্নবান্ হইয়াছিলেন। এই সদ্গুণ বিষয়ে ইতিহাসবেত্তা টড্ সাহেব লিখেন, "রাজপুত্রদিগের এতৎ চমৎকার ব্যবহার আদ্যোপান্ত প্রকাশ আছে, এবং ভবিষ্যতেও এই রূপ থাকিবেক সন্দেহ নাই; বরং এই সরলতার সূত্র প্রবল থাকিয়া পর-

স্পর প্রণয়ের গাঢ়তা জন্মিয়া পাছে অস্মদাদির পক্ষে এক ভয়ানক দিবস উপস্থিত হয় এই আমার সন্দেহ। তাহাদিগের দুর্জ্জয় যবন বৈরি কবরে মহানিদ্রাবস্থায় শয়িত হইয়াছে, এবং তদনুগামি মহারাষ্ট্রীয় ভীষণ নাশকেরা কারাগারে মৃতকায়ার ন্যায় পতিত আছে; এক্ষণে তাহারা শত্রু মিত্র উভয় রহিত হইয়া কেবল মাত্র ইংরাজদিগের মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছে”।

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে মোকল প্রথমে চণ্ডার রাজ্যত্যাগ দ্বারা, দ্বিতীয়তঃ তৎকর্তৃক শত্রুহস্তহইতে মুক্ত হইয়া ১৪৫৪ সংবতে রাজ্যাভিষিক্ত হয়েন। তৎসময়ে তৈমুরলঙ্গ নামক অদ্বিতীয় তাতার সেনাপতি আশিয়া-খণ্ডের অপরাপর অংশ জয় করত ভারতবর্ষে উপনীত হইয়া দিল্লীশ্বরকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ফিরোজশাহ পাদশাহের প্রপৌত্র এক যুবরাজ সঙ্গ্রামে অগ্রসর হইবামাত্র তৈমুরের ভয়ানক সমরে যথোচিত শাস্তি পাইয়াছিলেন, ও তথাহইতে পলাইয়া গুর্জ্জর দেশাভিমুখে গমন করিয়া মিবারে প্রবৃত্ত হইতেছিলেন, ইতোমধ্যে রাণা মোকল আরাবল্লি-পর্ব্বতোপান্তে রায়পুর নামক স্থানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন; এবং ক্রমে স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীয়মান করিয়া স্বদেশকে বিলক্ষণরূপে বিস্তৃত করিয়াছিলেন। লাক্ষা-রাণা যে রাজবাটীর সূত্রপাত করাইয়াছিলেন, মোকল তাহা সমাপন করাইয়া “চতুর্ভূজা” দেবীকে দাক্ষিণ্য-পর্ব্বতে স্থাপন করিয়াছিলেন।

তাঁহার তিন পুত্র এবং লালবাই নাম্নী এক পরমা সুন্দরী দুহিতা ছিল। গাগ্রাত্তন্ দেশের কিচি সেনাপতির সহিত ঐ কন্যার বিবাহসম্বন্ধের নির্ব্বন্ধ হয়। পাণিগ্রহণ-সময়ে পণ-স্বরূপে তিনি বিদেশীয়দিগের আক্রমণ হইতে শ্বশুরের নিকট সাহায্য-প্রার্থনা করিয়াছিলেন। পরে মালবদেশীয়াধিপতি হোশঙ্গের বিরুদ্ধে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া ঐ কিচিনস্তান পূর্ব্বস্বীকৃত সহায়তা প্রাপ্ত্যর্থে মেদিরিয়া নামক স্থানে (যথায় রাণা পর্ব্বতীয়দের শাসনার্থে গমন করিয়াছিলেন) উপস্থিত হইয়া তাহা উপলব্ধ হন; কিন্তু ঐ পার্ব্বত্যভূমিতে রাণা স্বয়ং কালহস্তে পতিত হইলেন। তাহার বিশেষ বৃত্তান্ত এই। মোকলের পিতামহ লাক্ষা-রাণার পিতা ক্ষেত্রসিংহের এক সূত্রধরপত্নীর গর্ভে চাচা এবং মেরা নামক দুই পুত্র জন্মিয়াছিল। দেশপ্রথানুসারে মিবারের “পঞ্চম পুত্রেরা” অর্থাৎ দাসীসন্তানেরা সর্ব্বদা কোন বিশেষ পদে অভিষিক্ত না হইয়া রাজার সম্মুখে থাকিয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিত। দ্বিতীয়শ্রেণিস্থ কুলীনেরা তদপেক্ষা উচ্চাসনে উপবেশন করিতেন। এতৎ প্রথার বিপর্য্যয়ে রাণা মোকল সপ্তশত অশ্বারূঢ়সৈন্যের সেনাপতিত্ব পদে উপরোক্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে নিযুক্ত করেন, ও তাহাতে কুলীনেরা তাহাদিগের দ্বেষী হইয়াছিলেন। দৈবযোগে ঐ দ্বেষ সফল করণের উপায় হইল। পারিষদ্‌বর্গসহ এক দিবস মেদেরিয়ার কুঞ্জমধ্যে বসিয়া রাণা একটা বৃক্ষের নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। তদুত্তরে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি অজ্ঞানতাছলে ঐ উভয় ভ্রাতার এক জনকে প্রশ্ন করিতে ইঙ্গিত করিল। রাণা অকপটে প্রস্তাবিত প্রশ্ন করায় ভ্রাতৃদ্বয় তাহাদিগের নিন্দিত বংশের প্রতি অবজ্ঞা অনুমানে আপাতত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে রাণাকে বিনাশ করিলেক। রাজহত্যাকারিরা তদনন্তরই চিতোরাক্রমণে তৎপর হইয়াছিল; কিন্তু নগরের দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া পরাঙ্মুখ হয়; ও তৎপরেই যুবরাজ কুম্ভ তাঁহার পিতৃশত্রু মাড়োয়ারাধিপতির সহায়তায় নির্ভর করিয়া তদনুকূলে শত্রুসহ সঙ্গ্রামে জয়যুক্ত হইলেন।

রাজদ্বয়েরা অবশেষে উদয়পুর বেষ্টনকারি পর্ব্বত-শ্রেণির এক উচ্চশিখরস্থিত রাটাকোট-নামক স্থানে লুক্কায়িত হয়। তথায় ঐ দুর্বৃত্তেরা চোহান-বংশীয় এক কুমারী-কন্যাকে সবলে আনয়ন করাতে ঐ অভাগিনী রমণীর পিতা ঐ নিবিড় আবাসের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুবরাজকুম্ভ এবং তাঁহার বন্ধু মাড়োয়ারাধিপতি এই উভয়ের রণযাত্রাহইতে প্রত্যাগমন সময়ে ঐ দুর্ভাগ্য পিতা বস্ত্রদ্বারা মুখাবৃত করিয়া অধোবদনে রাজদ্বয়সমীপে আপন অবমানের বার্ত্তা গোচর করিল। রাণা তথায় অবস্থিতি করিয়া রাত্রিকালে চর সহকারে পর্ব্বত শিখরারোহণে প্রবৃত্ত হইলেন। ঐ দুর্গমপথে রজনীযোগে সকলে পরস্পর শরীরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। কেবল ঐ ন্যায্যক্রোধে রাগান্ধ পিতা সর্ব্বাগ্রে পথদর্শক হইয়া গমন করেন। পথিমধ্যে এক গহ্বরে এক ব্যাঘ্রীর প্রজ্বলিত নয়নদ্বয় দৃষ্টি করিয়া তাঁহার, পশ্চাৎস্থিত রাঠোর ভূপতির হস্ত চাপিয়া ইঙ্গিত করাতে তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় খড়্গ ঐ ব্যাঘ্রীর শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলেন। তৎপরে শিখর-প্রান্তে উঠিতে২ তথাহইতে রাজসমভিব্যাহারি কবির পতন হইল। ঐ শব্দ শুনিয়া চাচার বালিকা নিদ্রাবস্থা-হইতে রোদন করিয়া উঠে। তাহার পিতা কহিল, উহা কেবল ভাদ্র মাসের মেঘের গর্জ্জনমাত্র। তাহাতেই আশ্বাসিত হইয়া বালিকা পুনর্নিদ্রিত হয়; এমত সময়ে রাণা সদলে সমাগত হইয়া দুর্বৃত্ত ভ্রাতৃদ্বয়কে তৎক্ষণাৎ যমালয়ে প্রেরণ করিলেন, এবং চোহানবংশীয়া রমণীকে দস্যুহস্তহইতে উদ্ধার করিয়া তথাকার সমস্ত দ্রব্যাদি সৈন্যদিগকে বিতরণ করিলেন।

প্রাকৃত ভূগোল।

তৃতীয় প্রকরণ।

পর্ব্বত-সৃষ্টির বিবরণ।

পৃথিবী কি প্রকারে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং তাহার অন্তর্ভাগের পদার্থ ও অবস্থা কীদৃশ, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পর্ব্বত শ্রেণির অবস্থা ও পদার্থের অনুসন্ধানদ্বারা প্রতীতি হয়, পৃথিবীর, বর্ত্তমান অবস্থার পূর্ব্বে পুনঃ২ জলপ্লাবন ও অগ্নিসঞ্চার-দ্বারা তাহার গাত্রোপরিভাগের সম্যক্ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় এই জলপ্লাবন ও অগ্নি-সঞ্চারকে "প্রলয়" শব্দে কহে; কিন্তু শাস্ত্রোক্ত তদ্বিবরণের সত্য-মিথ্যা-বিষয়ে আমরা বাক্যব্যয় করিতে অধুনা স্পৃহা রাখি না।

ভূ-তত্ত্ব-বিদ্যায় পারদর্শি মহাশয়েরা নিরূপণ করিয়াছেন, পলাণ্ডু-ত্বকের ন্যায় কতকগুলি পার্থিব পদার্থের স্তরদ্বারা পৃথিবীর উপরিভাগ আবৃত আছে। ঐ স্তরগুলি ক্রমশঃ২ সংস্থাপিত হইয়াছে; ও মধ্যে২ এক২ বার প্রলয় হইয়াছিল। এক এক স্তর সংস্থাপিত হইতে কত সহস্র বৎসর কাল গত হইয়াছিল তাহা নিরূপণ করা কঠিন; অপর ঐ স্তর সকলের সীমা ও পরিমাণ নিরূপণ করাও দুষ্কর। যে সকল স্তরের পরীক্ষা করা গিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় গ্রানিট্ নামক এক প্রকার দানাবিশিষ্ট প্রস্তর সর্ব্বাদৌ প্রস্তুত হয়, এবং ঐ প্রস্তর পৃথিবীর অন্তর্ভাগে আছে। কোন২ ভূতত্ত্ববিৎ অনুমান করেন, এই জলস্থলময়ী পৃথিবী উক্ত প্রস্তর-নির্ম্মিত অণ্ডস্বরূপ; কালক্রমে তদুপরি অন্য পদার্থ চারি জাতীয় স্তরে স্থাপিত হইয়াছে। ঐ স্তরজাতি-চতুষ্টয়ের সর্ব্বাদৌ স্থাপিত স্তর কয়লাবিশিষ্ট; অতএব তাহাকে "আঙ্গার্য্য স্তর" বা "প্রথম স্তর" শব্দে কহি। তদনন্তর যে স্তর তাহা চূর্ণময়, অথবা তাহার অধিকাংশ চূর্ণ; তাহার নাম "চূর্ণস্তর" বা "দ্বিতীয় স্তর"। তৎপরে "তৃতীয় স্তর"; তাহার প্রধান অঙ্গ বালুকা। তদুপরি মৃত্তিকা বা মৃৎপ্রস্তর। এই স্তর চতুষ্টয়াতিরিক্ত অগ্নি-দগ্ধ-প্রস্তরের পিণ্ডও অনেক স্থানে আছে; তাহাকে আগ্নেয় প্রস্তর শব্দে কহি। স্থানভেদে, ও যে২ পদার্থে পূর্ব্বোক্ত স্তর-সকল প্রস্তুত হয় তাহার পরিমাণভেদে, কোন২ স্থানে এক শ্রেণিগত প্রস্তরের ভিন্ন২ অংশের প্রস্তর-গত অনেক লক্ষণ ভেদ হয়, তথা নামের ও পরিবর্ত্তন হইয়া এক২ শ্রেণিমধ্যে ভিন্ন২ বর্গের

সৃষ্টি হয়; পরন্তু ভূমণ্ডলের যে পর্য্যন্ত স্থান অনুসন্ধিত হইয়াছে ও তাহার সর্ব্বত্র যে২ প্রকার প্রস্তর-স্তর দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত কএক প্রকার স্তরের কোন না কোন শ্রেণির সহিত সমন্বয় হইয়া থাকে।

এই সকল স্তর স্থাপিত হওনাবধি পৃথিবীর অন্তর্ভাগ সমভাবে অবস্থান করিতেছে এমত বোধ হয় না; প্রত্যুত প্রতীতি হইতেছে সময়ে২ অগ্নি জল বা অন্য কোন প্রবল কারণ ঐ স্তরকে স্ফীত করিয়া ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিয়াছে, এবং তদ্দারা যে স্তর পূর্ব্বে সমভূমি ছিল তাহার এক দেশ কুব্জাকার হইয়া উঠিয়াছে, অথবা তাহার কোন২ স্থান ভগ্ন হইয়া তাহার অগ্রভাগ ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়াছে। নিম্নে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট ব্যক্ত হইবে পৃথিবীর স্থলভাগে প্রস্তর-স্তর এই প্রকারে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইলেই পর্ব্বত হয়। চিত্রের j চিহ্ন অবধি প্রত্যেক পার্শ্বে কএক স্তর আছে; ঐ স্তরের উভয় পার্শ্বের অগ্রভাগ (ক খ গ ঘ চিহ্ন) আদৌ সম্মিলিত ছিল, ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হওয়াতেই ভগ্ন হইয়া ঊর্দ্ধাভিমুখ হইয়াছে।
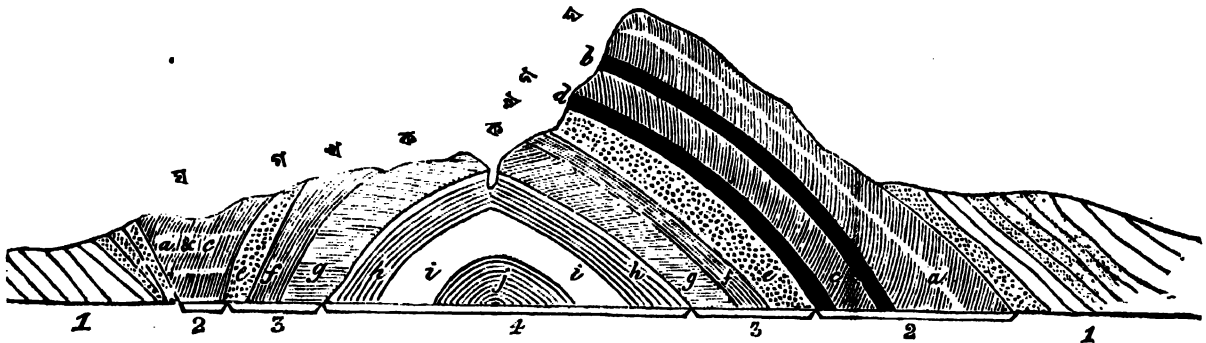
যে শক্তিতে পৃথ্বীর স্তর উৎক্ষেপণ করে তাহা পৃথিবীর এক স্থানে বল প্রকাশ করিলে কুব্জাকার এক পর্ব্বত-পিণ্ড সম্ভবে; তাহাকে অসংশ্লিষ্ট পর্ব্বত শব্দে কহি। পরন্তু ভূমণ্ডলে এবম্প্রকার অসংশ্লিষ্ট পর্ব্বত অল্প আছে; অধিকাংশ পর্ব্বত অতি দীর্ঘাকারে শ্রেণি-নিবদ্ধ হইয়া থাকে। হিমালয় পর্ব্বত ব্রহ্মদেশহইতে পারস দেশ পর্য্যন্ত অষ্টাদশ শত ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে। বিন্ধ্যগিরি রাজমহলহইতে আওরঙ্গাবাদ-পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ; সোলেঃমান্ পর্ব্বত পেশাওর হইতে সমুদ্র-পর্য্যন্ত দীর্ঘ; ঘাটাখ্য পর্ব্বত আওরঙ্গাবাদ হইতে কন্যাকুমারী অন্তরীপ অবধি প্রশস্ত-প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া সমুদ্রকে ভারতবর্ষ প্লাবিত করিতে নিষেধ করিতেছে। এই সকল পর্ব্বতশ্রেণির সর্ব্বত্র সমোচ্চ নহে, স্থানে২ নিম্ন আছে। ঐ নিম্ন-স্থান-সকল অনুপ্রস্থগামী—অর্থাৎ যে দিগে পর্ব্বত দীর্ঘ তাহার প্রস্থদিগে ঐ নিম্ন স্থানের বিস্তৃতি। ঐ নিম্ন স্থান প্রশস্ত হইলে "উপত্যকা," ও সঙ্কীর্ণ হইলে "পার্ব্বত্য পথ" বা "গিরি-সঙ্কট" শব্দে বিখ্যাত হয়।

যে শক্তিদ্বারা পৃথিবীর স্থল ভাগকে উৎক্ষেপ করিয়া পর্ব্বতের সৃষ্টি করে তাহা সমুদ্র গর্ভেও স্বীয় ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং তদ্দারা যে পর্ব্বতের উৎপত্তি হয় তাহা জলমধ্যে নিমগ্ন থাকিলে "মগ্নগিরি" শব্দে প্রসিদ্ধ হয়; এবং তাহা জলহইতে উত্থিত হইলেই দ্বীপ শব্দের বাচ্য হইয়া উঠে। কোন২ মগ্নগিরির অগ্রভাগে প্রবাল-কীটেরা আপন আবাস সংস্থাপন করে; এবং ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধি হইয়া জলসীমাহইতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়, তৎপরে জোয়ারদ্বারা তদুপরি মৃত্তিকার সংস্থাপন হইলেই দ্বীপের সৃষ্টি হইল। ফলতঃ দ্বীপমাত্রেরই মূল পর্ব্বত, এবং তাহা পৃথিবীর দেহস্থ পার্থিব পদার্থের উৎক্ষেপণদ্বারা উৎপন্ন হয়। সমস্ত পৃথিবী কোন কালে জলে নিমগ্ন ছিল কি না তাহা আমরা উপস্থিত-প্রমাণ-দৃষ্টে নিঃসংশয়ে কহিতে প্রস্তুত নহি; পরন্তু হিমালয়ের শিখরস্থ প্রস্তর মধ্যে সমুদ্রজ-সম্বূকের স্থিতি দৃষ্টে ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, হিমালয় কোন সময়ে সমুদ্রের গর্ভশায়ী ছিল; পৃথিবীর কোন বিশেষ শক্তিদ্বারা ইদানীন্তন সেই জল-শয্যাহইতে শির-উত্তোলন করিয়া গিরিরাজ পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রস্তাবিত শক্তি এক বার কি পুনঃ২ চেষ্টায় হিমালয়কে উৎক্ষেপ করিয়াছিল ইহা নিশ্চয় করা হয় নাই। ভূ-তত্ত্বানুসন্ধায়িরা অনুমান করেন পুনঃ২ চেষ্টায়ই এই বৃহৎ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়াছে; পরন্তু সে সকৃৎ বা বারংবার চেষ্টায় সম্পন্ন হউক, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে শক্তি অষ্টাদশ শত ক্রোশ দীর্ঘ ও শত ক্রোশ প্রস্থ হিমালয়-

পর্ব্বতকে চারি ক্রোশ ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে তাহার চিন্তন করিতে হইলে মন এক-কালে অবসন্ন হইয়া পড়ে। —সপ্রমাণ হইয়াছে আসিয়া-খণ্ডের গোবি নামক বিস্তীর্ণ মরুভূমি ও আফরিকা খণ্ডের সাহারা মরুভূমি কোন সময়ে সমুদ্রের গর্ভ-স্থান ছিল; নব্য কালে পৃথিবীর আন্তরিক শক্তিদ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া জল-শূন্য হইয়াছে।

পর্ব্বত-শ্রেণির এক পার্শ্ব দুর্গম ও প্রায় ঋজুভাবে উচ্চ, ও অপর পার্শ্ব ক্রমশঃ ঢালু হইয়া থাকে। হিমালয়ের দক্ষিণভাগ প্রায় ঋজুভাবে উচ্চ, সুতরাং অত্যন্ত দুর্গম, ও উত্তর ভাগ ক্রমশঃ নিম্ন, তথা সুগম। ভারতবর্ষের ঘাট পর্ব্বত, সোলিঃমান্ পর্ব্বত, বিন্ধ্য পর্ব্বত, সহ্যাদ্রি পর্ব্বত, আরাবলি পর্ব্বত, ইউরোপ খণ্ডের আল্পস্ ও পিরিনিস্ পর্ব্বত ও দক্ষিণ অমরিকার আণ্ডিস্ পর্ব্বতও ঐ প্রকার; তাহাদের যে পার্শ্ব সমুদ্রাভিমুখ সেই পার্শ্ব অতি দুর্গম ও প্রায় ঋজুভাবে উচ্চ; ও যে পার্শ্ব স্থলাভিমুখ তাহা ক্রমশঃ নিম্ন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে দ্বীপ-সকলের মূল পর্ব্বত, সুতরাং ঐ পর্ব্বতের দৌর্ঘতানুসারে দ্বীপের দৈর্ঘ্য নিরূপণ হয়। প্রায়দ্বীপ-সম্বন্ধেও এই নিময় প্রচার আছে। কামস্কাট্কা প্রায়দ্বীপ উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, তন্মধ্যস্থ পর্ব্বতশ্রেণীও তদনুরূপ। মেক্সিকো প্রায়দ্বীপও উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ, ও তত্রত্য পর্ব্বতও তদনুসারে প্রশস্ত। অপর এই নিয়ম পৃথিবীর বৃহৎ২ খণ্ডেও অপ্রচরিত নহে। দক্ষিণ আমরিকা ও তত্রত্য আণ্ডিস্ নামক পর্ব্বতশ্রেণী উভয়েই উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ; আসিয়া খণ্ড পূর্ব্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ, ও তত্রত্য হিমালয় ও আলতাই ও কুয়েনলুন-পর্ব্বত-শ্রেণী-সকলও তদনুরূপ।

অস্থি মনুষ্য-দেহের যে প্রকার আধার, সেই প্রকার পৃথিবীর স্থূল ভাগের আধার পর্ব্বত। প্রত্যেক দ্বীপের এক দেশে এক২ পর্ব্বত বা পর্ব্বতশ্রেণী আছে; ঐ দ্বীপের সমস্ত ভূমি প্রস্তাবিত পর্ব্বতের উপর নির্ভর করে। পৃথিবীর বৃহৎ২ ভূমি-খণ্ড-সকল বহু দ্বীপের সমষ্টি; সুতরাং তাহাতে সমুচিত পর্ব্বতেরও স্থিতি আছে। ঐ সকল পর্ব্বতের কিয়দংশ ভূমি-খণ্ডকে ভগ্ন প্রাচীরবৎ বেষ্টন করে; আশু বোধ হয় যেন ঐ পর্ব্বত ভূমি-প্লাবনকারী সমুদ্রকে নিবারণ করণার্থে স্থাপিত হইয়াছে। বৃহৎ-ভূমি-খণ্ডের বেষ্টনকারি পর্ব্বতকে আমরা ভগ্ন প্রাচীরের সহিত তুলনা করিলাম, কারণ তাহার সর্ব্বত্র সমোচ্চ নহে; অনেক স্থানে বিচ্ছেদ আছে; ঐ স্থানে২ বিচ্ছেদ না থাকিলে নদী সকলের জল নির্গমনের উপায় থাকিত না।

ক্ষৌণী-বিদ্যায় বিশারদ মহাশয়েরা নিরূপণ করিয়াছেন সমান্তরে স্থিত পর্ব্বতশ্রেণি-সকল সমকালে উৎপন্ন হইয়াছে, ও তাহার পদার্থও সমতুল্য। এই নিয়মদ্বারা ভূমণ্ডলের প্রাচীন বৃত্তান্ত অনায়াসে নিরূপণ হইয়া থাকে। সমান্তরাল-পর্ব্বত-শ্রেণিদ্বয় শত ক্রোশ অন্তরে স্থিত হইলেও তাহাদের পরস্পর সম্মুখবর্ত্তি উচ্চ ও নিম্ন স্থান এতাদৃশ বোধ হয় যেন এক পর্ব্বত ভগ্ন হইয়া দুই স্থানে স্থাপিত হইয়াছে, ও উভয়কে নিকটে আনিলে মিলিত হইয়া ঐক্য হইতে পারে।

উচ্চতা বিষয়ে হিমালয় পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষায় শ্রেষ্ঠ; তাহার তুল্য উচ্চ ও প্রাচীন পর্ব্বত আর কুত্রাপি নাই। তাহার সর্ব্বোর্দ্ধ শিখর সিকিম রাজ্যের উত্তর ভাগে কাঞ্চনজিঙ্গা নামে বিখ্যাত আছে। ভূগোলবেত্তারা সমুদ্রের জল সীমাহইতে পর্ব্বতের উচ্চতা নিরূপণ করেন। তন্নিয়মানুসারে কাঞ্চনজিঙ্গা ১৮,৯৮৪ হস্ত উচ্চ। পৃথিবীর প্রধান ২ পর্ব্বতের উচ্চতা নিম্নে নিরূপিত হইল।

আশিয়া খণ্ডের পর্ব্বত।

কাঞ্চনজিঙ্গা	(হিমালয়ের শিখর)	১৮,৯৮৪	হস্ত উচ্চ
ধবলগিরি	(ঐ)	১৮,৪০০	„
যমুনেত্রী	(ঐ)	১৭,১১৩	„
নন্দাদেবী	(ঐ)	১৭,০৬৫	„
গোসাঁই-থান্	(ঐ)	১৬,৪৬৭	„
চুমালারি	(ঐ)	১৫,৯৬০	„
মৌনারোয়া	(সাণ্ডউইচ্দ্বীপ)	১০,৬৫৯	„
ওফির	(সুমাত্রা)	৯,২২৭	„
ইটালিট্জ্কোয়া	(আলতাই শ্রেণী)	৭,১৫৮	„
আরারাট্	(আর্মানি দেশ)	৬,৪০০	„

আমরিকা খণ্ডের পর্ব্বত।

আকোন্কা-গুয়া	(আণ্ডিসের শিখর)	১৫,৩৩৪	„
চিম্বরোজো	(ঐ)	১৪,২১৩	„
সোরাটো	(ঐ)	১৪,১৯১	
ইলিমানি		১৪,১৮০	„
ভেস্কোবাসাডো		১৪,০৬৭	„
ভেসিয়া কাস্সাডা		১২,১৪৭	„
কোটোপাক্সী		১২,৫৭৪	„
পোপোকাটিপেটল্		১১,৮১৪	„
সেণ্টইলিয়াস্		১১,৯০৮	„

ইউরোপ খণ্ডের পর্ব্বত।

মণ্ট-ব্লাঙ্ক (শ্বেত শিখর)	১০,৪৪৬	,,
মণ্ট-রসা	১০,৩৮১	,,
জঙ্গফ্রা	৯,১৫৩	,,
সেণ্ট-বর্ণার্ড	৫,৩১২	,,
এটনা	৭,২৪৬	,,
বিশুবিয়স্	২,৬২১	,,

আফরিকা খণ্ডেরপর্ব্বত।

গীশ	১০,০০০	,,
আমিদ্ আমিদ্	৮,৬৬৬	,,
আত্লাস্	৮,১২০	,,
লামাল্মোন্	৭,৪৬৭	,,
তেনেরিফ্	৭,৯৮৭	,,

ব্যাঘ্র-মৃগয়া।

কোন আত্মীয় কহেন, "নির্ব্বল মনুষ্য দ্বারা বল-সুসাধ্য মৃগয়া কদাপি সম্ভবে না, ফলতঃ তদ্রূপ ব্যক্তি কেহ কখন ঐ উৎসাহবর্দ্ধক কর্ম্মে প্রবৃত্ত নহেন। একটা সামান্য গল্প আছে, কোন ধনাঢ্যের হৃষ্ট পুষ্ট কুক্কুর গ্রাম-প্রান্তে কৃচিৎ দরিদ্রের গৃহ-পালিত স্বল্পাহারে-জীর্ণ-তনু এক দুর্ব্বল কুক্কুরকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিল, 'চল, আমরা উভয়ে একত্রে ধাবমান হইয়া পরস্পরের ক্ষমতা নিরূপণ করি'। দরিদ্রের শ্বান গাত্রোত্থানেই অশক্ত, এবম্প্রকার-প্রশ্নে এই মাত্র কহিল, 'ভ্রাত, ধাবনাপেক্ষায় অপর এক উত্তম পরীক্ষা আছে; আইস, আমরা এই ভস্মরাশিতে শয়ন করিয়া দেখি, কে কতক্ষণ অবধি শুপ্ত থাকিতে পারে'। নির্ব্বল ব্যক্তিদিগের নিকট ব্যাঘ্র মৃগয়ার প্রসঙ্গ করিলে, শেষোক্ত প্রস্তাবের অনুরূপ কোন উপায় কল্পনা হইতে পারে"। পরন্তু আমরা তাঁহার সিদ্ধান্ত বিশ্বাস করি না। আমাদিগের সূর্য্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজপুরুষেরা ঐ ভীরুতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা আহ্লাদপূর্ব্বক অনায়াসে অকুতোভয়ে অহরহঃ ব্যাঘ্রশিকারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন; তৎস্মরণে, তথা ইংরাজদিগের দৃষ্টান্ত দর্শনে, ও ইহার উপকার বিবেচনায়, অন্ততঃ ভয়ানক ব্যাপার-বর্ণনার অদ্ভুত মনঃপ্রসাদকারি ক্ষমতার রসে সুতৃপ্ত হইয়া, আমরা বোধ করি এই ব্যাঘ্র-মৃগয়া-বিষয়ক প্রস্তাব পাঠক বৃন্দের নিতান্ত অগ্রাহ্য হইবে না।

সুমাত্রা দ্বীপের লোকেরা এতদ্দেশীয়াপেক্ষায় নির্ব্বীর্য্য। তাহারা কহে, "আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা মরণান্তে ব্যাঘ্র-রূপ ধারণ করেন; ঐ ব্যাঘ্ররূপি পিতৃপুরুষদিগকে বধ করা পাপজনক"। সুতরাং হন্তার অভাবে উক্ত দ্বীপে শার্দ্দুল-বংশ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং তাহাদের ভয়ে অনেক প্রজা জন্মভূমি-পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে পলায়ন করিয়াছে। বঙ্গ-দেশ শার্দ্দুলের প্রিয়, এবং সর্ব্বত্র তাহা সুপ্রাপ্য; কিন্তু ইংরাজদিগের মৃগয়ানুরাগিতাদ্বারা তাহার কুক্রিয়ার অনেক প্রতিকার হইয়া থাকে। যে সকল স্থানে ব্যাঘ্রের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব, তত্রত্য প্রজাদিগকে ইংরাজ-রাজপুরুষেরা এক একটি ব্যাঘ্র বধ করিলে ১০ টাকা করিয়া পারিতোষিক দিয়া থাকেন; ঐ উৎসাহেও অনেকে এই ভয়ানক শত্রুর সংহারে প্রবৃত্ত থাকিয়া প্রতিবাসির ইষ্ট সাধন করিয়া থাকেন।

এতদ্দেশীয় শিকারিরা ব্যাঘ্র-বিনাশার্থে ধনুর্ব্বাণাদি নানাবিধ অস্ত্রের অবলম্বন করিয়া থাকে। অযোধ্যা-প্রদেশীয় শিকারিরা যে স্থানে ব্যাঘ্র যাতায়াত করে, সেই স্থানে কতকগুলি পত্রে এক প্রকার আঠা লিপ্ত করত বিস্তৃত করিয়া রাখে। ব্যাঘ্র তথায় আইলেই উক্ত আঠাযুক্ত পত্র তাহার পদে লিপ্ত হয়, এবং ঐ পত্র মস্ত

ব্যাঘ্র-মৃগয়া।

করিতে ঐ পদ নিজ গালে-ঘর্ষণ করিলে তাহার গালেও তাহা লিপ্ত হয়, এবং তাহাকে মুক্ত করিতে আপনার গাত্রে গাল ঘর্ষণ করে, এবং ঐ প্রকারে গাত্রে পত্র লাগিলে তাহার মুক্তি কারণ বিরক্ত হইয়া ভূমিতে গড়াগড়ি দিলেই সর্ব্বাঙ্গে আঠাযুক্ত পত্র লিপ্ত হইয়া ব্যাঘ্রকে কোপান্বিত করত চীৎকার করায়; এই চীৎকার শুনিলেই তৎস্থানে আসিয়া শীকারিরা তাহাকে অনায়াসে বিনাশ করে। ইংরাজদিগের প্রধান অস্ত্র বন্দুক, এবং ব্যাঘ্র-সংহারার্থে তাঁহারা তাহাই ব্যবহৃত করিয়া থাকেন। বহু-পরিজন-পরিবৃত হইয়া ইংরাজেরা গজপৃষ্ঠে ব্যাঘ্র মৃগয়ায় যাত্রা করেন, এবং ঐ উৎসাহ-বিবর্দ্ধক কর্ম্মে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। একবার মাত্র যে বীর্য্যবান্ পুরুষ ব্যাঘ্র-শিকারের সুখাস্বাদন করিয়াছেন, তিনি তাহা আর কদাপি বিস্মৃত হইতে পারেন না। পরন্তু এতৎকর্ম্মে যে প্রকার হর্ষ তদনুরূপ আপদেরও সম্ভাবনা। উপরে যে চিত্র মুদ্রিত করা গেল তাহাতে উক্ত আপদের এক লক্ষণ প্রকাশ আছে। কয়েক জন সাহেব একদা যথা-নিয়মে ব্যাঘ্র-মৃগয়ায় যাত্রা করিয়া বনমধ্যে প্রবেশ মাত্রেই এক ভীম-কায়া ব্যাঘ্রীর সন্দর্শন করেন। সেই হিংস্র-পশু সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হস্তী দেখিবামাত্র পুরোবর্ত্তিনী একটা হস্তিনীকে আক্রমণ করিলেক। ঐ হস্তিনী অতি তরুণা, ও কদাপি ব্যাঘ্র-মৃগয়ায় ব্যবহৃতা হয় নাই; ভয়ানক সার্দ্দূলীর দর্শনে অত্যন্ত ভীতা হইয়া পলায়ন-পরায়ণা হইল, কোন মতে মাহুতের তাড়না গ্রাহ্য করিলেক না; এবং ঐ অবকাশে ব্যাঘ্রী হস্তিনী-পৃষ্ঠে আরোহণ করত তদারোহি সাহেবের উরুদেশ-দংশনপূর্ব্বক তাঁহাকে আপন পৃষ্ঠে লইয়া পলায়ন করিল। সমভি-

ব্যাহারি সকল সাহেব বন্দুক প্রসারণ করিলেন; কিন্তু পাছে ব্যাঘ্রী-পৃষ্ঠস্থ সাহেবকে গুলি লাগে এই ভয়ে কেহই বন্দুক ছুড়িতে পারিলেন না, ও ব্যাঘ্রী অবিলম্বে নিবিড়-বনে প্রবেশ করিল। সঙ্গিগণ বান্ধবের উদ্ধারে নিরাশ্বাস হইয়াও তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করণাভিলাষে তাহার শবোদ্ধারে প্রবৃত্ত হইয়া ব্যাঘ্রী যে পথে পলায়ন করিয়াছিল তদনুগামী হইলেন। রক্তের চিহ্ন দৃষ্টে কিয়দ্দূর আসিয়া দেখেন শরবন-মধ্যে ব্যাঘ্রী সাহেবের উরুদেশ মুখমধ্যে লইয়া মরিয়া আছে, ও সাহেব তৎপার্শ্বে অচেতন হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। অন্বেষকেরা সকলে তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রীর মস্তক কাটিয়া সাহেবকে উদ্ধার করিল, এবং দলান্তর্গত জনৈক চিকিৎসক যথাবিহিত চিকিৎসাদ্বারা কিয়ৎকাল-মধ্যে তাঁহাকে আরোগ্য করিলেন।

আরোগ্য হইয়া উক্ত সাহেব আপন উদ্ধারের বিবরণ ব্যক্ত করেন। তিনি কহেন, ব্যাঘ্রীর দংশনমাত্র তিনি অচেতন হইয়াছিলেন, কিন্তু তৎপৃষ্ঠে কিয়ৎকাল থাকিয়া তাঁহার চেতনা হয়; তখন তাঁহার স্মরণ হইল কটিদেশে বারুদ-পূর্ণ দুই পিস্তল আছে, ও তাঁহার একটা লইয়া তিনি ব্যাঘ্রীর মস্তকে আঘাত করেন। তাহাতে ব্যাঘ্রী তাহাকে সবলে দংশন করাতে তিনি পুনরায় অচেতন হন। কিন্তু ক্ষণকাল-পরে তাঁহার পুনঃ চেতনা হইলেই তিনি অবশিষ্ট পিস্তল ব্যাঘ্রীর পুরঃ-পদের মূলে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই ব্যাঘ্রীর মৃত্যু হয়, ও তদনন্তর তাঁহার বন্ধুরা তাঁহাকে মৃত্যুর গ্রাসহইতে উদ্ধার করে।

অহিফেণ-প্রস্তুত-করণের প্রথা।

অহিফেণ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রস্তুত হয় না। তুর্ক-দেশ, পারস-দেশ ও ভারতবর্ষ ঐ পদার্থের প্রধান উৎপত্তি-স্থান; তদন্যত্র ইহার উৎপাদন করণের প্রথা নাই। ভারতবর্ষের দুই প্রদেশে আফিম্ প্রস্তুত হয়; প্রথম, মালব-দেশ, দ্বিতীয়, গঙ্গার মধ্যভাগের চতুবর্ত্তি-স্থান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিম-সীমা আগরা; পূর্ব্ব-সীমা দিনাজপুর; উত্তর-সীমা গোরক্ষপুর, ও দক্ষিণ-সীমা হাজারিবাগ। এই সীমান্তর্গত ছয় শত ইংরাজি ক্রোশ দীর্ঘ ও দুই শত ক্রোশ প্রস্থ ভূমি অহিফেণ উৎপাদনার্থে নিযুক্ত আছে, ও তদুৎপন্ন সমস্ত আফিম্ ইংরাজ রাজপুরুষেরা ক্রয় করিয়া লন, অন্য কেহ তাহার কিঞ্চিৎমাত্র ক্রয় করিতে পায় না। কদাপি কেহ ক্রয় করিলে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েই দণ্ডার্হ হয়। অহিফেণের ব্যবসায়ে প্রতি বৎসর প্রায় চারি কোটি টাকা উৎপন্ন হইয়া থাকে, ও তৎসমুদায় রাজভাণ্ডারে প্রবিষ্ট হয়; রাজকীয় আদেশ ব্যতীত ঐ বস্তুর ব্যবসায়ে এতদ্দেশে প্রজাবর্গ কেহ প্রবৃত্ত হইতে পারে না।

এই ব্যবসায়ের নির্ব্বাহার্থে কোম্পানির দুই প্রধান কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট আছে; তাহাতেই আফিম্-প্রস্তুতের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রস্তাবিত কার্য্যালয়ের এক কার্য্যালয় পাটনা-নগরে, অপর কার্য্যালয় গাজিপুরে স্থিত; এবং তাহারা কুঠি শব্দে বিখ্যাত। এই দুই কুঠি কলিকাতাস্থ আফিম্-লবণ-শুল্ক-বিষয়ক সমাজের (বোর্ডের) অধীন। প্রস্তাবিত কুঠিদ্বয়ে আফিম্ প্রস্তুত করণার্থে সম-বিভক্ত ভূমি নিয়োজিত নাই, সুতরাং আফিম্ও সম পরিমাণে প্রস্তুত

হয় না। গাজিপুর অপেক্ষায় পাটনার কুঠিতে তিন গুণ অধিক অহিফেণ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গাজিপুরের কার্য্যালয়-জাত অহিফেণ "বারাণসী-আফিম্" এবং ঐ কুঠি বারাণসীর সদর কুঠি নামে বিখ্যাত। বারাণসীর সদর-কুঠির অধীনে অপর আট কুঠি নিরূপিত আছে; তদ্যথা ১ বারাণসী, ২ গাজিপুর, ৩ আজীমগড়, ৪ জুয়ানপুর, ৫ সলীমপুর, ৬ গোরক্ষপুর, ৭ কাণ্পুর, ৮ ফতেঃপুর। এই অষ্ট কার্য্যালয়ের প্রত্যেকে এক২ জন ইংরাজ কর্ম্মাধ্যক্ষ থাকে। সে ঐ কুঠির অন্তর্গত সমস্ত ভূমি ও কার্য্যের তত্ত্বাবধারণ করে, ও তাহার সুগমতার্থে কুঠির অন্তর্গত ভূমি-সকল যথা বিহিত পরিমাণে খণ্ড২ করিয়া ক্ষুদ্র২ কুঠি সংস্থাপনপূর্ব্বক তাহাতে এক২ জন কর্ম্মনির্ব্বাহক নিযুক্ত করে। ঐ কার্য্য-নির্ব্বাহকের নাম 'গোমাস্তা,' ও ঐ ক্ষুদ্র কুঠির নাম 'কুঠি-এলাকা'।

অহিফেণ পোস্ত নামক তরুহইতে উৎপন্ন হয়। উক্ত তরুর ফলকে লোকে "পোস্তের ঢেঁড়ি" শব্দে কহে; এবং তাহা ছেদন করিলে যে নির্য্যাস নির্গত হয় তাহারই নাম "অহিফেণ" বা "আফিম্"। বাণিজ্যার্থে এই পদার্থ-উৎপাদনের প্রথম প্রক্রিয়া পোস্ত-রোপণ। তদর্থে গোমাস্তারা প্রতিবাসি কৃষিদিগকে কুঠি-এলাকার যে পরিমাণে ভূমি রোপণ করিতে পারে তদনুসারে অর্থ দাদন দেয়। তাহারা ঐ দাদনের সহিত এক২ হাত্‌চিঠা প্রাপ্ত হয়। উক্ত হাতচিঠাতে তাহারা যে সকল দাদন প্রাপ্ত হয়, ও সময়ে২ যে আফিম্ বা অন্য পদার্থ প্রস্তুত করিয়া গোমাস্তাকে আনিয়া দেয় তৎসমুদায় লেখা থাকে। যে ব্যক্তি এ প্রকারে দাদন গ্রহণ করে, তাহাকে কুঠির লোকেরা "লম্বরদার" শব্দে কহে। ইংরাজি ১৮৫০ অব্দে বারাণসীর কুঠির অধীনে ২১,৫৪৯ ব্যক্তি প্রস্তাবিত-প্রকারে দাদন লইয়া ১,০৭,৮২৩ বিঘা ভূমিতে পোস্ত-রোপণ করিয়াছিল।

গ্রামের নিকটে যে সকল ভূমিতে জল সেচনের ও তত্ত্বাবধারণের সদুপায় থাকে তাহাই পোস্তচাসের উপযুক্ত। ভূমি উর্ব্বরা হইলে কৃষিরা বর্ষাকালে তাহাতে ভুট্টা বা অন্য কোন শস্য রোপণ করে, এবং আশ্বিন মাসে ঐ শস্য উৎপন্ন হইলে পর ভূমি খনন করিয়া তাহাতে সার দিয়া পোস্ত রোপণের নিমিত্ত প্রস্তুত করে। অনুর্ব্বরা ভূমিতে পোস্ত রোপণ করিতে হইলে আষাঢ়-অবধি কার্ত্তিক পর্য্যন্ত তাহা খনন করিতে হয়, সুতরাং তাহাতে অন্য কোন শস্য উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষেত্র বীজ-রোপণের উপযুক্ত হইলে কৃষকেরা অগ্রহায়ণমাসে তাহাতে পোস্তের বীজ-নিক্ষেপ-করণপূর্ব্বক চারি দিবস পরে তদুপরি হল-কর্ষণ করত ক্ষেত্রকে ছয় হস্ত পরিমাণ চৌকায় বিভাগ করে ও জল সেচনের সদুপায়ার্থে মধ্যে২ জল-প্রণালী রাখে। পোস্তের বীজ ১০।১২ দিবস মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, এবং তাহার পুষ্ট্যর্থে সুবৃষ্টি হইলে দুই বার নচেৎ পাঁচ ছয় বার তাহাতে জল সেচন করিতে হয়। অপিচ পৌষের শেষে অত্যন্ত প্রখর কোয়াসা বা অসম গ্রীষ্ম বা অনাবৃষ্টি হইলে জল-সেচনাদি সকল পরিশ্রম বিফল হয়; কারণ উক্ত কারণে পত্র-শাখাদি খর্ব্ব করিয়া পোস্ত গুল্মকে এতাদৃশ নিস্তেজ করে, যে তাহাতে উত্তম ফল হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

সুপ্রজাত পোস্তের তরু ২॥—৩ হস্ত ঊর্দ্ধ। মাঘের শেষে তাহাতে মনোহর শ্বেত বর্ণ পুষ্প বিকশিত হয়। কৃষকেরা ঐ পুষ্পের দল-সকল সঙ্গ্রহ করিয়া অগ্নির উপর একখানি সরাব উপুড়

করিয়া স্থাপন করত তদুপরি একটি দল রাখে। অগ্ন্যুত্তাপে সে দলহইতে রস নির্গত হইলেই তাহার সহিত অপর একটি দল সংযোগ করে; এবং ক্রমশঃ সরাবটি পরিপূর্ণ হইলেই উত্তপ্ত সরাবাকার পত্রটি পৃথক করিয়া রাখে। ঐ সরাবাকার পোস্ত দল অহিফেণের কুঠিতে "পাতা" শব্দে বিখ্যাত, এবং বিহিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে। সদর-কুঠিতে বর্ণ ও আয়তন ভেদে ঐ পাতার তিন প্রকারে প্রভেদ হইয়া থাকে; ও আফিমের পিণ্ড (গোলা) প্রস্তুত করিতে ঐ পাতা বিশেষ প্রয়োজনীয়।

দলবিমুক্তকরণের পাঁচ সাত দিন পরে ঢেঁড়িসকল সুপক্ব হইয়া উঠে। ঐ অবস্থাই আফিম্-প্রস্তুত-করণের উপযুক্ত। ফাল্গুণ মাসের শেষার্দ্ধ অবধি চৈত্রের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এতৎকার্য্যের প্রশস্ত কাল। তৎকালে অপরাহ্নে ৪ ঘণ্টার সময় কৃষকেরা "নস্তর" নামক অস্ত্রদ্বারা পোস্ত ফলের ত্বক্ চিরিতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যা-পর্য্যন্ত তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত থাকে। ঢেঁড়ির ত্বকছেদ করিলেই তাহাহইতে কিঞ্চিৎ রস নির্গত হয়। প্রথমতঃ তাহার বর্ণ শুক্ল; সমস্ত রাত্রি পোস্ত ফলের উপর থাকিলে তাহার ঈষৎ-পদ্মবর্ণাক্ত মলিন বর্ণ হয়। তৎসময়ে ঐ রস ঢেঁড়িহইতে পৃথক্ করা আবশ্যক। কৃষকেরা অতি প্রত্যূষে "সিতুয়া" নামক লৌহ চমসদ্বারা তৎকর্ম্ম সম্পন্ন করত ঐ রস অগভীর মৃৎপাত্রে স্থাপন করে। তাহাতে উক্ত রসের ঘন ও তরল পদার্থ পৃথক্ হয়। তরল পদার্থের নাম "পশেওয়া" ও ঘনীভূত পদার্থের নাম "আফিম্" বা "অহিফেণ"। সুপুষ্ট পোস্তের ঢেঁড়ি পাতিহাঁসের অণ্ডের ন্যায় বৃহৎ; ও তাহা ২।৩ দিবস অন্তর পাঁচ ছয় বার চিরিত হইয়া থাকে। বায়ু ও বৃষ্টির সুযোগ হইলে ১ এক বিঘা উর্ব্বরা ভূমি হইতে ১২।১৩ সের আফিম্ প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু সচরাচর ৭ বা ৮ সেরের অধিক হয় না।

পশেওয়া পৃথক্ হইলে পর এক মাস প্রত্যহ এক২ বার উক্ত ঘন পদার্থ বিলোড়ন করিয়া শুষ্ক করিতে হয়; পরন্তু তাহা একেবারে নীরস করিবার আবশ্যক নাই। কোম্পানির বিক্রেয় আফিমের ৭০ অংশ স্থূল পদার্থ ও অবশিষ্ট ৩০ অংশ জল; সুতরাং তদ্রূপ বা তাহাহইতে কিঞ্চিৎ অধিক জলবিশিষ্ট থাকিতে থাকিতেই কৃষকেরা আফিম্ শুষ্ক করিতে নিবৃত্ত হয়; ও নিজ২ প্রস্তুতীকৃত সমস্ত পোস্ত-দল পশেওয়া ও আফিম কুঠি-এলাকায় অর্পণ করে। শুষ্ক পোস্ততরুর চূর্ণ "গুঁচলা" নামে বিখ্যাত এবং আফিমের পিণ্ড বাক্স-বন্দি-করণার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়, অতএব কুঠি এলাকায় তাহাও ক্রীত হইয়া থাকে। অবশিষ্ট পোস্তের ঢেঁড়ি ও বীজ। ঐ উভয় দ্রব্যও বিবিধ-ব্যবহারের উপযুক্ত। পোস্ত-ঢেঁড়ির পাচন নানাবিধ ঔষধে প্রয়োগ হইয়া থাকে, বিশেষতঃ বিস্ফোটকাদির বেদনা-নিবারণার্থে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। পোস্তের বীজ "পোস্তদানা" নামে বিখ্যাত। তাহাতে একপ্রকার সুস্বাদু মোদক প্রস্তুত হইয়া থাকে, ও পাকশালায়ও তাহার ব্যবহার আছে। অপর তাহাহইতে একপ্রকার উত্তম তৈল প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা অতি শীঘ্র শুষ্ক হয়, এই জন্য চিত্রকরেরা রং প্রস্তুত করিতে তাহার ব্যবহার করে। রন্ধনকার্য্যে ও দীপের নিমিত্তেও তাহা অব্যবহার্য্য নহে। অপর পোস্তদানাহইতে তৈল নিষ্পীড়ন-করণানন্তর যে খলি অবশিষ্ট থাকে তাহাও ব্যবহারযোগ্য। দরিদ্রেরা ঐ খলিতে এক প্রকার রোটিকা প্রস্তুত করত তদবলম্বনে দিনপাত করে। গবাদির পক্ষে ঐ খলি বিশেষ

পুষ্টিকর, ও বিস্ফোটকের প্রতিকারার্থে প্রলেপ (পুলটিস্) প্রস্তুত-করণেও ঐ খলির ব্যবহার আছে; অন্ততঃ দুর্গন্ধ গলিত খলি যাহা অন্য কোন ব্যবহারের যোগ্য নহে তাহা শস্য ক্ষেত্রে নিক্ষেপ করিলে ঐ ক্ষেত্রের পুষ্টিকর হয়।

বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের মাসিক কার্য্যের বিবরণ।

গত ১২ আগষ্ট শুক্রবার দিবসে শ্রীযুক্ত ওয়াইলি সাহেবের বাটীতে প্রস্তাবিত সমাজের মাসিক সভা হইয়াছিল; তাহাতে শ্রীযুক্ত সিটন-কার্, শ্রীযুক্ত ওয়াইলি, শ্রীযুক্ত উড্রো, শ্রীযুক্ত প্রাট্, শ্রীযুক্ত পাদরি লং, শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেব, শ্রীযুক্ত বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এবং শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উপস্থিত থাকিয়া নিম্নে লিখিত প্রস্তাব-সকল গ্রাহ্য করিয়াছেন।

১ প্রস্তাব। লালবাজারস্থ মেং ডি রোজারিও কোং ও যোড়াসাঁকোস্থ তত্ত্ববোধিনী সভার কার্য্যালয়ে শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, এই উভয়ের নিকট সমাজকর্তৃক প্রকাশিত পুস্তকের বিক্রয়-স্থান নির্দ্ধারণ করা কর্ত্তব্য।

২ প্রস্তাব। ভবিষ্যতে সমাজকর্তৃক যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইবেক তাহার ১০ বা ততোধিক খণ্ড গ্রাহকের প্রতি শত করা ১৫ টাকা মূল্যের লাঘব করা যাইবেক।

৩ প্রস্তাব। যাহাতে পল্লীগ্রামে সভার পুস্তক প্রচলিত হইতে পারে ও প্রধান২ হাট ও বাজারে পুস্তক বিক্রেতা প্রেরিত হইতে পারে, তদুপায় যোড়াসাঁকোস্থ সভার পুস্তক-বিক্রয়-স্থানের অধ্যক্ষের সহিত স্থির করা যাইবেক।

৪ প্রস্তাব। যাহাতে ত্বরায় এক পঞ্জিকা প্রস্তুত হইতে পারে এমত উপায় করা কর্ত্তব্য। সামান্য পঞ্জিকায় যে সকল নিয়মিত বিবরণ থাকে তদতিরিক্ত তাহাতে পদার্থ-বিদ্যা, ইতিহাস, অবস্থা-বিধান-বিদ্যা, রাজকীয় নিয়মাদি বিবিধ বিদ্যার আলোচনা থাকিবে।

৫ প্রস্তাব। নিম্নে লিখিত পুস্তক-সকলের অনুবাদ করা কর্ত্তব্য কি না স্থির করণার্থে তাহা সমাজের সভ্য মহাশয়দিগের নিকট প্রেরণ করা আবশ্যক। উক্ত পুস্তক যথা, "সুমেরু দেশ" (আর্কটিক্ রিজন্স্) "কীটের গৃহ-নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য", "বিহঙ্গমের গৃহ-নির্ম্মাণ-চাতুর্য্য"।

৬ প্রস্তাব। মেকালে সাহেব-কৃত ওয়ারণ্ হেষ্টিং সাহেবের জীবন-বৃত্তান্ত-বিষয়ক প্রস্তাবের অনুবাদ প্রস্তুত করণার্থে অবিলম্বে উপায় স্থির করা কর্ত্তব্য।

উক্ত প্রস্তাব-সকল গ্রাহ্য হওনানন্তর কলম্বসের জীবন চরিত, ডেবিস্ সাহেব-কৃত চীন-দেশীয়দিগের বিবরণ, পিতরের জীবন-চরিত, চেম্বর সাহেব কৃত ক্ষুদ্র-পুস্তকের সঙ্গ্রহ; ও পর্সি সাহেব-প্রণীত উদ্ভট-বাক্য-সঙ্গ্রহ গ্রন্থ-সকলের অনুবাদ কি পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়াছে তাহার বিজ্ঞাপন পত্র সভায় পঠিত হইয়াছিল।

কণিকাসমুচ্চয়।

এক ব্যক্তির পুত্র কূপমধ্যে পতিত হইলে সে তাহাকে কহিল, "দেখ, তুমি যেন আর কোথাও যাইও না, আমি এক্ষণেই রজ্জু ও ঝুড়ি লইয়া আসিতেছি"।

এক ব্যক্তি কোন এক বিজ্ঞকে জিজ্ঞাসিল,

"হাঁ হে, তুমি বড় কি তোমার ভ্রাতা বড়"? সে কহিল; "হাঁ এক্ষণে আমিই বড় বটি, কিন্তু কনিষ্ঠের আর এক বৎসর বয়ঃক্রম হইলে আমরা উভয়ে সমবয়স্ক হইব"।

এক কদাকারা ও কদাচারা স্ত্রী নিতান্ত পীড়িতা হইয়া নিজ পতিকে সম্বোধন-পূর্ব্বক কহিল, "নাথ, যদি আমার মৃত্যু হয়, তাহাহইলে তুমি কি রূপে সদ্ভাবে কালযাপন করিবে"? সে কহিল, "যদি তুমি না মর, তাহা হইলেই বা আমি কি প্রকারে বাঁচিতে পারি"।

এক জম্বুক-শাবক আপনার জননীকে কহিল, "হে মাতঃ! যখন আমাকে কোন কুক্কুরে তাড়িবে, তখন তাহার হস্তহইতে পরিত্রাণ পাইতে পারি, এমৎ কোন বিশেষ কৌশল শিখাইয়া দেও"। তদুত্তরে সে কহিল "এ বিষয়ে অনেক উপায় আছে, কিন্তু তোমার আপন আবাসে বাস করাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট উপায়"।

এক জন বস্ত্রহীন ফকির এক ধনবান্ বণিকের নিকটে যাইয়া কহিল, "মহাশয়! যদি আমি এখনই তোমার দ্বারে মরি, তাহা হইলে তুমি আমার কি গতি করিবে"? সে কহিল, "আমি তখন তোমার দেহ শব-পরিচ্ছদে আচ্ছাদন করিব"। ফকির কহিল, "আমাকে জীবদবস্থায় এক খানি উত্তরচ্ছদ বা অঙ্গরাখা পরিধান করাও; দেহাবসানে বরং নগ্নাবস্থায় কবরস্থ করিও"।

এক ব্যক্তি জনৈককে জিজ্ঞাসা করিল, "যদি কেহ স্নানার্থ সরোবরে অবতরণ করে, তবে তাহার কোন দিকে দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য"? সে উত্তর দিল, "যদ্যপি ঐ ব্যক্তি বিজ্ঞ হয় তবে তাহার আপনার তীররক্ষিত পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি রাখা অতি কর্ত্তব্য"। এবং তাহার কারণ-জিজ্ঞাসায়? সে কহিল, "তাহা হইলে চোরের ভয় থাকে না"।

পরম্পরায় শ্রুত হইয়াছে, যে আফ্লাতুন্ কোন সময়ে এক উদাসীনকে এই কথা কহিতে শুনিয়াছিলেন, যে "হে পরমেশ্বর, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে বন্ধুদিগের হস্তহইতে রক্ষা করুন্"। তাহাতে আফ্লাতুন্ তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, "এ তোমার কি প্রকার প্রার্থনা"? সে উত্তর করিল, "শত্রু সঙ্গ অনায়াসেই ত্যজ্য হইতে পারে, কিন্তু বন্ধু সহবাস পরিহার অতি দুষ্কর"।

এক জন বিদূষকের বিবাহের চারি মাস পরে ঐ স্ত্রী এক পুত্র প্রসব করণানন্তর কিয়দ্দিন গতে আপন স্বামিকে জিজ্ঞাসিল; "প্রিয়তম! তুমি এ বালকের কি নাম রাখিবে"? সে কহিল "দেব দূত। কেননা দেব দূত নহিলে নয় মাসের পথ চারি মাসে কি রূপে আইল"।

এক ব্যক্তি আফ্লাতুন্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "মহাশয়, আপনি বহু কাল অর্ণবযানে আরোহণ-পূর্ব্বক সমুদ্রের স্থানে২ ভ্রমণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন দেখি, অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি দেখিয়াছেন"? তিনি কহিলেন, "সমুদ্রহইতে আমার কূলপ্রাপ্তিই অতি আশ্চর্য্যের বিষয়"।

এক মনুষ্য ও একটা ব্যাঘ্র এক গৃহ-মধ্যে প্রবেশিয়া এক খানি চিত্রপটে এমন এক প্রতিমূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিল যে মনুষ্য বাঘের গলা টিপিয়া মারিতেছে। তাহাতে মনুষ্য ব্যাঘ্রকে কহিল "দেখরে বাঘ, মনুষ্য কেমন পরাক্রমী"। সে কহিল, "ইহার চিত্রকর মনুষ্য না হইয়া যদি বাঘ হইত তাহা হইলে ইহার বিপরীতই ঘটিত"।

***

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, ভাদ্র। [২১ খণ্ড।

হিমালয়স্থ-নদী-পারহওনের ঝূলানামক সেতু।

গঙ্গার উৎপত্তি।

কএক মাস পূর্ব্বে এতৎপত্রে হরিদ্বারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল; অধুনা পাঠক-মণ্ডলীর সহিত সে স্থানহইতে গোমুখী-পর্য্যন্ত মানসিক-পর্য্যটনে আমাদিগের ঈপ্সা হইয়াছে।

হরিদ্বারহইতে উত্তরাভিমুখে কিয়দ্দূর গমন করিলেই হৃষীকেশ-নামক এক ক্ষুদ্র-তীর্থ-স্থানে উপনীত হওয়া যায়। তথায় স্নানাহ্নিক-তর্পণ-সমাপনানন্তর উত্তর-পূর্ব্বাভিমুখে কএক ক্রোশ গমন করিলে তীর্থ-যাত্রী অলক-নন্দা-প্রয়াগে উপস্থিত হন। ঐ স্থানে প্রবল-বেগবতী অলকনন্দা নাম্নী নদী পূর্ব্বদিগ্‌হইতে আসিয়া গঙ্গার সহিত মিলিতা হইয়াছে। সামান্য তীর্থ-যাত্রিরা অনেকে হৃষীকেশহইতেই বৈদ্যনাথ বা কেদারনাথ দর্শনার্থে গমন করেন,—কেহ বা

অলকনন্দা দর্শনানন্তর তৎপথের পথিক হন; কিন্তু আমাদিগের বাঞ্ছা গঙ্গার উৎপত্ত্যভিমুখে যাত্রা করি, সুতরাং প্রস্তাবিত প্রয়াগহইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। তৎপথের কিয়দ্দূরে যশোবারা-নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে; তথায় ভাগীরথী পার হইতে হয়। হিমালয়ের গণ্ডশৈল-মধ্যস্থ বেগবান্ স্রোতঃ সকল পার হওয়া অতীব ভয়াবহ ব্যাপার। তাহাতে তরণী-সঞ্চালনের কোন উপায় নাই; উপায় থাকিলেও ঐ নদীসকলের দুর্গম তটারোহণ করা অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য; অতএব তাহার পার হওনার্থে সেতুই মাত্র উপায়। যে সকল নদী অতি সঙ্কীর্ণ, তাহার উপর দুই খানি দেবদারুকাষ্ঠ স্থাপন করিয়া হিমালয়স্থ অসভ্যেরা সেতুর কার্য্য নিষ্পন্ন করে, এবং তাহার নাম "সঙ্গ"। কিন্তু যে সকল নদী প্রশস্তা, এবং ক্ষণভঙ্গুর সঙ্গদ্বারা পারাপারের যোগ্যা নহে, তদুপরি তাহারা অপর এক প্রকার সেতু নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহার নাম "ঝুলা"। পূর্ব্ব পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত করা গেল, তাহাতে উক্ত ঝুলার আকৃতি প্রদর্শিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে ভয়ঙ্কর-বেগবতী নদীর গর্ভহইতে ২০।৩০ হস্ত ঊর্দ্ধে ঐ রজ্জু-দোলায় নদী-প্রবাহ অবতরণ করা কীদৃশ ভয়ঙ্কর। বসিবার রজ্জু দেখিতে অতি দুর্ব্বল বোধ হয়, সুতরাং উপবেশনকারী প্রাণপণে তদুপরিস্থ টানিবার রজ্জু ধরিয়া থাকেন; এবং ঝুলারোহণে অনভ্যস্ত হইলে অনেকের শিরঃকম্প হইয়া উঠে। অধিকন্তু প্রশস্ত-নদীর মধ্যভাগে মনুষ্য-ভারে রজ্জু অত্যন্ত দোলায়মান হইয়া বিশেষ ক্লেশ-বৃদ্ধি করে।

পূর্ব্বোক্ত যশোবারা গ্রামে ভাগীরথীর গর্ভের উপরে এক ঝুলা আছে; তদ্দ্বারা নদী অবতরণ করত কিয়দ্দূর অন্তরে রৈতাল নামক গ্রামে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। হিমালয়ের নির্জ্জন-স্থানে ইহার নগরাভিমান আছে; অন্যত্র হইলে ইহাকে গ্রাম শব্দেই অভিধান করা যাইত। তত্রত্য গৃহ-সংখ্যা ৩৫; তাহা দেবদারুকাষ্ঠে নির্ম্মিত, ও দুই বা তিন তল উচ্চ। তাহার প্রথম তল গবাদির বাস-স্থান, দ্বিতীয় তল ধান্যাগার, এবং তৃতীয় তল মনুষ্যের আবাস। ঐ তৃতীয় তলের চতুর্দ্দিগে এক বারান্দা থাকে, তাহা দেখিতে কমনীয় বটে; কিন্তু ঐ গৃহ-সকলের অন্তর্ভাগ অত্যন্ত অপরিষ্কৃত, এবং দংশমশকাদি কীট-পতঙ্গে পরিপূর্ণ। এই রৈতাল গ্রাম পর্য্যন্ত ক্লেশে যানবাহন আনিতে পারা যায়। তৎপরে পথ অতি কষ্টগম্য; তাহাতে পদব্রজে গমন করাই একমাত্র উপায়; ও স্থানে ২ পাদুকা পরিত্যাগ করত হামাগুড়ি দিয়া গণ্ডশৈল আরোহণ করাও আবশ্যক। এ পথে কায়িক-পর্য্যটনে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ, কিন্তু মানসিক ভ্রমণে, বোধ হয়, আনন্দেরই সমৃদ্ধি হইতে পারে।

রৈতাল-হইতে ১৫,০৫২, পদ ভূমি পর্য্যটন করিলে তাবারা নামক এক ক্ষুদ্র গ্রামে উপনীত হওয়া যায়। তাহাতে দশ জন মাত্র গৃহস্থের নিবাস আছে। সমস্ত পথ ভগ্ন-শৈলে পরিপূর্ণ, এবং অত্যন্ত ক্লেশে তদুপরি আরোহণ করিতে হয়। তাবারা গ্রামে "কৈলাক-তাল" নামক এক ক্ষুদ্র হ্রদ আছে, তাহা দিনিগার নদীর উৎপত্তি স্থান। তথাহইতে অপর আড্ডা ডঙ্গল নামা এক ক্ষুদ্র ক্ষেত্র। তথায় গ্রামাদি মনুষ্যাবাসের কোন চিহ্ন নাই। পথিমধ্যে এক স্থান অতি ভয়ঙ্কর; তাহার উভয় পার্শ্বে নীহার-মণ্ডিত অত্যুচ্চ দুই শিখর আছে, এবং ঐ শিখরাগ্রহইতে মধ্যে ২ শতাধিক হস্ত-পরিমিত প্রস্তর-খণ্ড ও হিমশিলা নিপতিত হইয়া থাকে। অপিচ ডঙ্গলহইতে

শুসি-নামক গ্রামে যাইবার পথ তদপেক্ষায় ভয়ঙ্কর। তথায় যাত্রিদিগের মস্তকে কখন কি পড়ে অনুক্ষণ এই আশঙ্কা; অপর সেই স্থান দিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিবারও উপায় নাই। তাহা পথ শব্দেরই বাচ্য নহে। তাহার সর্ব্বত্র শিখরাগ্র-হইতে নিপতিত প্রস্তর ও হিমশিলা-খণ্ডে পরিপূর্ণ; হস্ত পদ উভয়ের আশ্রয় ভিন্ন তদুপরি আরোহণ করা অসাধ্য। গঙ্গা এই পর্ব্বতমধ্যে অত্যন্ত ভীষণা; তথায় ঐ নদী সর্ব্বত্র গভীর পার্ব্বত্য-গর্ভ দিয়া ভয়ানক-বেগে ভ্রমণ করিতেছে; মধ্যে২ এক গণ্ডশৈলহইতে অপর গণ্ডশৈলে নিপতিতা হইতেছে; সর্ব্বত্র ফেণায় পরিপূর্ণ; স্থানে২ প্রবল বেগবান্ ক্ষুদ্র স্রোতঃ সকল আসিয়া সম্মিলিত হইতেছে; স্রোতোবেগে ভারবিশিষ্ট প্রস্তর-খণ্ড-সকল ক্ষুদ্র দারু-খণ্ডের ন্যায় জলে বাহিত হইতেছে। এবম্প্রকার ভীষণ নদীর গর্ভোপরি ২০।৩০ বা ৪০ হস্ত ঊর্দ্ধে গরাদিয়া বিহীন, দুই হস্ত পরিমিত প্রস্থ, প্রতিপদবিক্ষেপে কম্পায়মান সঙ্গ-নামক সেতুদ্বারা তাহা পুনঃ২ পার হইতে হয়। অধিকন্তু পার হওন সময়ে সঙ্গ-প্রতি একাগ্রে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক, কারণ একবার-মাত্র সেতুর নিম্নস্থ জলপ্রবাহের প্রতি নয়ন নিক্ষেপ করিলেই তৎক্ষণাৎ শিরঃকম্প হইয়া সঙ্গহইতে পড়িবার সম্ভাবনা। অনভ্যস্ত অল্পপ্রাণ ইতর লোককে এই সঙ্গ পার করিতে হইলে বস্ত্রদ্বারা তাহাদের নয়ন রোধ করিতে হয়।

শুসি অতি ক্ষুদ্র গ্রাম; তাহাতে ৯টি মাত্র গৃহ আছে, তৎ ছয়টি প্রজা বিহীন। এই গ্রামহইতে দেরেলি পর্য্যন্ত ১৪,৩৪৫ পদ স্থান সুরম্য, ও তত্রত্য পর্ব্বত-সকলও বিকট-শ্বেত-নীহারের পরিবর্ত্তে সুকোমল হরিৎবর্ণ দেবদারু, ক্ষীরখর্জ্জুর, রাই ও হের, বৃক্ষে সুশোভিত। পথিমধ্যে শ্রীকণ্ঠ পর্ব্বতের সংদর্শন হয়।

দেরেলিহইতে ১৩,০০০ পদ অন্তরে ভৈরবঘাটির সঙ্গ। তদ্বৎ ভয়ানক সেতু অনুভবকরাই কঠিন। তাহার অতিদূরে ভাগীরথী ও জাহ্নবী একত্রে সম্মিলিতা হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে জাহ্নবী গঙ্গার অপরাভিধান; কিন্তু হিমালয়-পর্ব্বতস্থ লোকেরা এক স্বতন্ত্রা নদীসম্বন্ধে ঐ নাম ব্যবহার করে। প্রস্তাবিত স্থানে গঙ্গাপেক্ষায় জাহ্নবী প্রশস্তা নদী।

ভৈরবঘাটিহইতে উত্তরাভিমুখে পথ নাই, কেবল গণ্ডশৈলের রাশি। স্থানে২ ঐ গণ্ডশৈল প্রাচীরবৎ, ও শতাধিক হস্ত উচ্চ; মই ও ভারার সাহায্য ভিন্ন তদুপরি আরোহণ করিবার অন্যোপায় নাই। এক সহস্র পদ ভূমি ঐ প্রকারে পার হইলে পর, পথ কিঞ্চিৎ সুগম্য হয়; এবং ঐ পথে ১০০০ পদ ভূমি পর্য্যটন করণানন্তর গৌরীকুণ্ডে উপনীত হওয়া যায়; ও তাহার সম্মুখে কেদার-গঙ্গা ভাগিরথীর সহিত সম্মিলিতা হয়। তৎস্থানহইতে প্রায় ২০০০ পদ ভূমির অন্তরে গঙ্গোত্তরী শিখরের স্থিতি। ঐ শিখর অতীব উচ্চ। তাহার সর্ব্বত্র শুক্লাম্বরবৎ-নীহারে আবৃত। মূলপ্রান্তে ভাগীরথীর দক্ষিণতটে ভাগীরথী-শিলা-নামে বিখ্যাত বৃহৎ এক শৈলখণ্ড আছে। তদুপরি গঙ্গোত্তরী মন্দিরের স্থিতি। ঐ মন্দির প্রস্তরময়, ও যৎসামান্য। তাহাতে শিব, গঙ্গা ইন্দ্রাদি দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। তৎসন্নিকটে দারু-নির্ম্মিত এক পান্থশালাও আছে। জৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গঙ্গা এই স্থানে ২৮ হস্ত প্রস্থ, ও ১।। বা ২ হস্ত গভীর; এবং তথায় তৎসময়েও শীতের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব, যে সমস্ত জল জমিয়া যায়, এবং তত্রত্য প্রচুর-প্রাপ্য ভূর্জপত্রের কাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া যাত্রিরা শরীর উষ্ণ না রাখিতে পারিলে, অবিলম্বে প্রাণ বিয়োগের

সম্ভাবনা। হিন্দু-তীর্থ-যাত্রি-মাত্রেই প্রায় এই স্থানহইতে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কদাচিৎ কেহ তদুত্তরে অগ্রসর হয়। যৎপরোনাস্তি ক্লেশ সহ্য করত তথাহইতে চারি দিবস উত্তরাভিমুখে গমন করিলে গোমুখীতে উপনীত হওয়া যায়।

উক্ত গোমুখী অতি অদ্ভুত স্থান। তথায় অতি উচ্চ এক হিমশিলার প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রাচীর ২০০ হস্ত স্থূল, এবং নীহার ও বরফের স্তরে প্রস্তুত হইয়াছে; মধ্যে২ বরফ গলিত হইয়া পড়িতে২ পুনঃ জমিয়া শুক্ল-জটার ন্যায় লম্বমান আছে। অনেকে অনুমান করেন, এই জটাবৎ বরফহইতে শিবের-জটাহইতে-গঙ্গার উৎপত্তি-বিষয়ক-আখ্যায়িকার প্রচার হইয়াছে। সে যাহা হউক, ঐ জটামণ্ডিত-বরফের প্রাচীরমূলে এক ছিদ্রহইতে গঙ্গা ভূমণ্ডলে অবতীর্ণা হন। ঐ ছিদ্র-সম্মুখে নদী ১৮ হস্ত প্রস্থ, ও ১ হস্ত গভীর। এই স্থানের চতুর্দ্দিগে বরফভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না; সর্ব্বত্রই পর্ব্বতাকার বরফ ও নীহার-পিণ্ড বিরাজমান আছে। রজনীযোগে ও প্রাতঃকালে নীহার ও বরফ প্রচুর শীতদ্বারা প্রস্তরবৎ দৃঢ় হইয়া থাকে; দিবসে ক্রমশঃ রৌদ্রের বৃদ্ধ্যনুসারে তাহা গলিতে আরব্ধ হয়, ও মধ্যে২ পর্ব্বতের অগ্রভাগহইতে বৃহদ্ বৃহদ্ বরফ-খণ্ড-সকল ছিন্ন হইয়া বজ্রের ন্যায় শব্দ করত নদীর গর্ভে নিপতিত হয়। বেলা দুই প্রহর একটার পর এই নীহারস্ফোট এতাদৃশ ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, যে তৎসময়ে তথায় মনুষ্য তিষ্ঠিতে পারে না। এই স্থানের উত্তরভাগ মনুষ্যের গম্য নহে। সুতরাং এই স্থানহইতে আমাদিগকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। উহার ঊর্দ্ধে সুমেরু তথা ব্রহ্মার কমণ্ডলু, তদূর্দ্ধে শিবের জটা ও বিষ্ণুর পদ-প্রভৃতি হইতে গঙ্গা কি প্রকারে উৎপন্না হন তাহার পথ প্রদর্শন-করণার্থে পুরাণাদি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ আছে; তাহাই তৎপথের সেতুয়া হইবেক।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্র বিষয়ক প্রস্তাবের সমালোচন।

কলিকাতাস্থ বিটন্-সোসাইটী নামক সমাজে সৌর ফাল্গুণীয় অষ্টাবিংশ-দিবসে সদ্গুণাকর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য-শাস্ত্র বিষয়ক একটি প্রস্তাব পাঠ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত-যন্ত্রে সম্প্রতি তাহা সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের নামোচ্চারণেই পাঠক বৃন্দের মনে উক্ত প্রস্তাবের ঔৎকর্ষ্য-বিষয়ে নানাবিধ সম্ভাবের উদয় হইতে পারে; ফলতঃ তৎপাঠে কেহই অপরিতুষ্ট হইবেন না। গদ্য-রচনায় বিদ্যাসাগর বহু দিবসাবধি প্রসিদ্ধ আছেন; তাঁহার প্রণীত "বেতাল পঞ্চবিংশতি," "জীবনচরিত" ও "বঙ্গদেশের ইতিহাস" সহৃদয় পাঠকবর্গ প্রকৃষ্ট-সমাদর পূর্ব্বকপাঠ করিয়া থাকেন। রচনাসম্বন্ধে উল্লিখিত প্রস্তাব ঐ সকল পূর্ব্ব-প্রকাশিত পুস্তক হইতে কোন মতে লাঘবাস্পদ নহে—বরং সারল্য-গুণে উৎকৃষ্টই বলিতে হইবেক। সংস্কৃতানভিজ্ঞ-সামান্য-পাঠক-পক্ষে দুরূহ সংস্কৃত শব্দ ও বহু শব্দের দীর্ঘ-সমাস অনায়াসে বোধগম্য হয় না, সুতরাং যে সকল গ্রন্থ রচনায় তদ্রূপ শব্দ ও সমাসের প্রাচুর্য্য থাকে তাহার ক্লিষ্টতা অনায়াসেই সম্ভবে। বেতাল-পঞ্চবিংশতি-গ্রন্থের স্থানে২ উক্ত দোষ কেহ২ প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু উপস্থিত প্রস্তাবে তাহার লেশমাত্র নাই। সুমধুর কোমল

ভাষায় রচিত হইয়া এই প্রস্তাব সরলতার শুক্লাম্বরে পরিশুদ্ধরূপে বিভূষিত হইয়াছে। রচনার উৎকর্ষাপকর্ষ-বিষয়ে সকলের অভিপ্রায় কদাপি তুল্য হয় না, পরন্তু প্রস্তাবিত রচনা বঙ্গভাষায় গদ্য রচনার এক শ্রেষ্ঠ দৃষ্টান্তস্বরূপে গণ্য হইবেক, বলাতে, বোধ হয় অনেকেই আমাদিগের সপক্ষ হইবেন; একান্ততঃ আমাদিগের অনুরোধে উক্ত প্রস্তাব পাঠ করিলে কাহারও শ্রম বিফল হইবে না।

যদিচ সংস্কৃত-ভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য এই উভয় বিষয়ই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য, পরন্তু ফলতঃ এই প্রস্তাব সংস্কৃত-সাহিত্য-বিষয়েই ব্যাপৃত আছে। ইহার দুই পত্র মাত্র সংস্কৃত ভাষার প্ররোচক, এবং তাহাতেও সংস্কৃতের গুণকীর্ত্তন মাত্র আছে, ভাষার ধর্ম্ম ও লক্ষণ বিষয়ে প্রায় কিছু মাত্র উক্ত হয় নাই। "সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র বহু বিস্তৃত"; তৎসমুদায়ের বিবরণ কোন সমাজে বসিয়া নির্দ্দিষ্ট-অল্পকাল-মধ্যে পাঠ করা কদাপি সম্ভবে না; এবং প্রস্তাব-কর্ত্তারও সে অভিপ্রায় ছিল না। সংস্কৃত ভাষার প্রধান২ কাব্য গ্রন্থের স্থূল মর্ম্ম প্রকাশ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য; ও তদভিপ্রায়ে তিনি সম্পূর্ণ সিদ্ধকাম হইয়াছেন। রঘুবংশ, কুমার-সম্ভব, কিরাতার্জ্জুনীয়, শিশুপালবধ, নৈষধ, ভট্টি, রাঘব-পাণ্ডবীয়, গীতগোবিন্দ, মেঘদূত, ঋতু-সংহার, নলোদয়, সূর্য্য-শতক, শান্তিশতক, নীতি-শতক, শৃঙ্গার-শতক, বৈরাগ্য-শতক, কাদম্বরী, আর্য্যাসপ্তশতী, দশকুমার-চরিত, বাসবদত্তা, চম্পূকাব্য, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথা-সরিৎসাগর ও একাদশ খানি উত্তমোত্তম নাটকের বিবরণ এই প্রস্তাব-মধ্যে বিবৃত আছে; এবং তাহার অধিকাংশই অতি সদ্বিবেচনার সহিত লিখিত হইয়াছে। রচনার দোষগুণ নিরূপণে বিদ্যাসাগর বিশেষ তৎপর; কালিদাসের ক্ষমতা-বিষয়ে তাঁহার উক্তি সর্ব্বতোভাবে সত্য; তাঁহার লিপি-চাতুর্য্যের আদর্শস্বরূপে তাহা এ স্থলে উদ্ধার করিলে, বোধ হয়, সকলেই সুতৃপ্ত হইবেন।

"সংস্কৃত ভাষায় যত মহাকাব্য আছে কালিদাসপ্রণীত রঘুবংশ সেই সর্ব্বাপেক্ষা সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট। কালিদাস কীদৃশ কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, বর্ণনা করিয়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য। যাঁহারা কাব্যের যথার্থরূপ রসাস্বাদনে অধিকারী সেই সহৃদয়-মহাশয়েরাই বুঝিতে পারেন কালিদাস কিরূপ কবিত্বশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট মহাকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট খণ্ডকাব্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট নাটক লিখিয়া গিয়াছেন। বোধ হয় কোন দেশের কোন কবি আমাদিগের কালিদাসের ন্যায় সকল-বিষয়ে সমান সৌভাগ্যশালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন না।

"তিনি যে অলৌকিক কবিত্বশক্তি পাইয়াছিলেন, স্বরচিত-কাব্য-সমূহে সেই শক্তি সম্পূর্ণরূপে প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা-সকল পাঠ করিয়া চমৎকৃত ও মোহিত হইতে হয়। তাহাতে অত্যুক্তির সংস্রবমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না; আদ্যোপান্ত স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। বস্তুতঃ এবম্বিধ সম্পূর্ণরূপ স্বভাবানুযায়িনী ও একান্তহৃদয়গ্রাহিণী বর্ণনা সংস্কৃত ভাষায় আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কালিদাসের উপমা অতি মনোহর; বোধ হয়, কোন দেশের কোন কবি উপমা-বিষয়ে কালিদাসের সদৃশ নহেন। তিনি এরূপ সংক্ষেপে, ও এরূপ লোকসিদ্ধ বিষয় লইয়া, উপমা সঙ্কলন করেন যে পাঠকমাত্রেরই অনায়াসে ও আবৃত্তিমাত্র উপমান ও উপমেয়ের সৌসাদৃশ্য হৃদয়ঙ্গম হয়। তাঁহার

রচনা সংস্কৃত রচনার আদর্শস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। যাঁহারা তাঁহার পূর্ব্বে সংস্কৃত রচনা করিয়া গিয়াছেন, কিম্বা যাঁহারা তাঁহার উত্তরকালে সংস্কৃত রচনা করিয়াছেন, কি কবি কি অন্যান্য গ্রন্থকার, কাহারই রচনা তাঁহার রচনার ন্যায় চমৎকারিণী ও মনোহারিণী নহে। তাঁহার রচনা সরল, মধুর ও ললিত; তিনি একটীও অনাবশ্যক অথবা পরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করেন নাই। কালিদাসের গ্রন্থ পাঠ করিলে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ঐ সমস্ত তাঁহার লেখনীর মুখ হইতে অক্লেশে ও অনর্গল নির্গত হইয়াছে, রচনা বা ভাবসঙ্কলনের নিমিত্ত এক মুহূর্ত্তও চিন্তা করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ এরূপ রচনা ও এরূপ কবিত্বশক্তি এই উভয়ের একত্র সঙ্ঘটন অতি বিরল। এই নিমিত্তই ভারতবর্ষীয় লোকেরা কালিদাসকে সরস্বতীর বরপুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; এই নিমিত্তই কালিদাসপ্রণীত কাব্যের এত আদর ও এত গৌরব; এই নিমিত্তই প্রসন্নরাঘবকর্ত্তা জয়দেব স্বীয় নাটকের প্রস্তাবনাতে কালিদাসকে "কবিকুলগুরু" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং এই নিমিত্তই কি স্বদেশে কি বিদেশে কালিদাসের নাম দেদীপ্যমান্ হইয়া রহিয়াছে।

"কালিদাস, এই রূপ অলৌকিক কবিত্বশক্তি ও এই রূপ অদ্বিতীয় রচনাশক্তি সম্পন্ন হইয়াও, এরূপ অভিমানশূন্য ছিলেন এবং আপনাকে এরূপ সামান্য জ্ঞান করিতেন যে শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তিনি রঘুবংশের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন, "যেমন বামন উন্নতপুরুষপ্রাপ্য-ফলগ্রহণাভিলাষে বাহুপ্রসারণ করিয়া উপহাসাস্পদ হয়, সেইরূপ, অক্ষম আমি; কবিকীর্ত্তিলাভে অভিলাষী হইয়াছি, উপহাসাস্পদ হইব।" কালিদাস অদ্বিতীয় বিদ্যোৎসাহী গুণগ্রাহী বিখ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের অন্তর্ব্বর্ত্তী ছিলেন; সুতরাং ঊনবিংশতি শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন"।

বিদ্যাসাগর-কৃত জয়দেবের দোষগুণ বর্ণনাও আমাদিগের প্রীতিজনক বোধ হইয়াছে, অতএব তাহাও এই স্থলে উদ্ধার করিলাম।

"গীতগোবিন্দ জয়দেবপ্রণীত। এই মহাকাব্যের রচনা যেরূপ মধুর, কোমল ও মনোহর, সংস্কৃত ভাষায় সেরূপ রচনা অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ এরূপ ললিত পদবিন্যাস, শ্রবণমনোহর অনুপ্রাসচ্ছটা ও প্রসাদগুণ প্রায়ঃ কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। তাঁহার রচনা যেরূপ চমৎকারিণী, বর্ণনাও তদ্রূপ মনোহারিণী। জয়দেব রচনাবিষয়ে যেরূপ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, যদি তাঁহার কবিত্বশক্তি তদনুযায়িনী হইত, তাহা হইলে তাঁহার গীতগোবিন্দ এক অপূর্ব্ব মহাকাব্য বলিয়া পরিগণিত হইত। জয়দেব কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি হইতে অনেক ন্যূন বটেন, কিন্তু তাঁহার কবিত্বশক্তি নিতান্ত সামান্য নহে। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশে যত সংস্কৃতকবি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"গীতগোবিন্দ আদ্যোপান্ত সঙ্গীতময়, কেবল মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে। সঙ্গীত সমূহে রাগ তালের বিলক্ষণ সমাবেশ আছে। অনেকানেক কলাবতেরা, ভাষাসঙ্গীতের ন্যায়, গীতগোবিন্দ গান করিয়া থাকেন। গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে। জয়দেব পরম বৈষ্ণব ছিলেন, এবং প্রগাঢ় ভক্তিযোগ-সহকারে বৈষ্ণবদিগের পরম দেবতা রাধা কৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

"এরূপ কিংবদন্তী আছে, এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা অদ্যাপি বিশ্বাস করিয়া থাকেন, যে গীতগোবিন্দের "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই

অংশটী কৃষ্ণ আসিয়া স্বহস্তে লিখিয়া গিয়াছেন। রাধার মানভঞ্জনার্থে যখন কৃষ্ণ অনুনয় করিতেছেন সেই স্থলে, "মম শিরসি মণ্ডনং, দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই বাক্য লিখিত আছে। ইহার অর্থ এই, (কৃষ্ণ রাধিকাকে কহিতেছেন) তোমার এই উদার পদপল্লব আমার মস্তকে ভূষণস্বরূপ অর্পণ কর। জয়দেব "মণ্ডনং" পর্য্যন্ত লিখিয়া, এই ভাবিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ সাহস করিয়া লিখিতে পারিতেছেন না, যে প্রভুর মস্তকে পদার্পণের কথা কিরূপে লিখিব। পরিশেষে, ঐ অংশ লিখিতে কোন ক্রমেই সাহস না হওয়াতে, সে দিবস লেখা রহিত করিয়া স্নানে গমন করিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ অত্যন্ত রসিক, সামান্য নায়কের ন্যায় বর্ণিত হইলে, অপরাধ গ্রহণ করেন এরূপ নহেন; বরং তাঁহার প্রণয়িনীর পদপল্লব তদীয়মস্তকে অর্পিত বর্ণন করিলে, প্রসন্নই হয়েন। অতএব তিনি, প্রস্তুত বিষয়ে স্বীয় পরিতোষ দর্শাইবার এবং পরমভাগবত জয়দেবকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত, জয়দেবের স্নানোত্তর প্রত্যাগমনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, তদীয় আকার অবলম্বন করিয়া, স্নাত প্রত্যাগত জয়দেবের ন্যায়, গৃহে উপস্থিত হইলেন। জয়দেবের ব্রাহ্মণী পদ্মাবতী রীতিমত অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। জয়দেবরূপী কৃষ্ণ সেই অন্ন ব্যঞ্জন আহার করিলেন, এবং আহারান্তে জয়দেবের পুস্তক পরিষ্কৃত করিয়া "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ স্বহস্তে লিখিয়া রাখিলেন। অনন্তর পদ্মাবতী, শয্যা প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইয়া, রীতিমত তদীয় পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইতে বসিলেন। এই অবসরে প্রকৃত জয়দেবও স্নান করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। জয়দেব জানিতেন, পদ্মাবতী প্রতিদিন পাত্রাবশিষ্ট প্রসাদ পাইয়া থাকেন, প্রাণান্তেও কদাপি তাঁহার আহারের পূর্ব্বে জলগ্রহণ করেন না। সে দিবস তাঁহাকে অগ্রে আহারে প্রবৃত্ত দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া হেতু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি পূর্ব্বাপর সমস্ত ব্যাপার বর্ণন করিলেন। জয়দেব, যৎপরোনাস্তি বিস্ময়াপন্ন হইয়া, পুস্তক উদ্ঘাটন করিয়া, দেখিলেন "দেহি পদপল্লবমুদারম্" এই অংশ লিখিত রহিয়াছে। তখন বুঝিতে পারিলেন ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং আসিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। পরে শয়নাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শয্যা পাতিত আছে, প্রভু অন্তর্হিত হইয়াছেন। তখন, আপনাকে যৎপরোনাস্তি ভাগ্যবান্ ও প্রভুর অসাধারণ কৃপাপাত্র স্থির করিয়া, প্রভুর প্রসাদ বলিয়া পদ্মাবতীর পাত্রাবশিষ্ট গ্রহণ দ্বারা আত্মাকে চরিতার্থ করিলেন।

"কেন্দুবিল্ব গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল। বীরভূমির প্রায়ঃ দশক্রোশ দক্ষিণে, অজয়-নদের উত্তরতীরে, কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিল্বনামে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ কেন্দুলি-গ্রামে অদ্যাপি, জয়দেবের স্মরণার্থে, প্রতিবৎসর পৌষমাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে। জয়দেব কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন তাহার নিশ্চয় হওয়া দুর্ঘট"।

বিদ্যাসাগর মহাশয় যমকাদি শব্দালঙ্কার বিশিষ্ট যে কএকটি চিত্রকাব্যের দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়াছেন তাহা মনোহর বটে; কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই, তাহার অর্থলিখিত হয় নাই; তদভাবে অনেকেই তাহার রসাস্বাদনে অশক্ত হইবেন। একটির অর্থ আমরা নিম্নে লিখিলাম; অবশিষ্টের নিমিত্তে সুবিচক্ষণ গ্রন্থকারের প্রতি অনুরোধ রহিল, অবকাশমতে তিনি বিহিত করিবেন।

নসমা নসমা নসমা নসমা, গমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ ভ্রমদ, ভ্রমর চ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

পদপাঠ। (নলোদয়)

নস মানস-মান-সমান-সমাগম আপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রম অদভ্র-মদ-ভ্রমদ-ভ্রমর-চ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ॥

টীকা। "সঃ" সেই "কামি জনঃ" কামি লোক, "বসন্তনভঃ" আকাশের ন্যায় বসন্ত কালকে, "সমীক্ষ্য" দেখিয়া, "মানসমানসমান" মনোগত মানের সমান বা তুল্য "সমাগম;" মিলন "খলু" নিশ্চয় "ন আপ" প্রাপ্ত হইতেছেন না। সেই আকাশ কি প্রকার তাহা কহিতেছেন। যে আকাশ, "অদভ্রমদ" অতি মত্ত, এবং "ভ্রমদ" মেঘ ভ্রমজনক, এবম্ভূত "ভ্রমরচ্ছলতঃ" ভ্রমরের ছলে, "ভ্রমদভ্রং", ভ্রমণশীল মেঘে ব্যাপ্ত।

নিষ্কৃষ্টার্থঃ। কামি লোক আকাশে ভ্রমণশালি মেঘ উঠিয়াছে এতদ্রূপ ভ্রমজনক অতি মত্ত ও মেঘরূপি ভ্রমরবিশিষ্ট বসন্তকালকে দেখিয়া মনোগত মানের অনুরূপ মিলন করিতে অসমর্থ হইয়াছেন, অর্থাৎ মানের সময় প্রিয়-দর্শনে যে রূপ ব্যবহার করিতে হয় ঔৎসুক্য বশতঃ তাহার বিপরীত করিতেছেন।
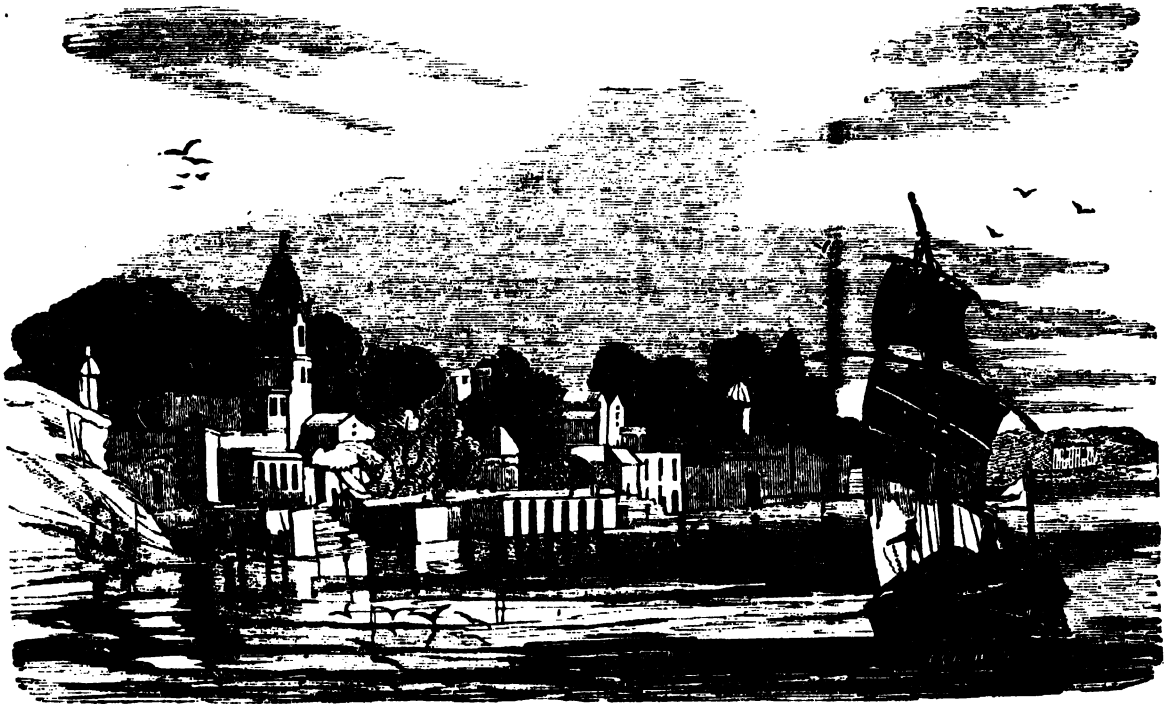
কাণপুর।

কলিকাতাহইতে ৬৫০ ক্রোশ অন্তরে গঙ্গার দক্ষিণ-তটে কাণপুর নামে বিখ্যাত এক নগর আছে। অশীতি-বর্ষ-পুর্ব্বে তাহা অতি যৎসামান্য গ্রামরূপে গণ্য ছিল। কৃষ্ণ নামা জনৈক অল্প-সম্পত্তি-সম্পন্ন ভূম্যধিকারী ঐ গ্রামের স্থাপন করত স্বনামে তাহার অভিধান করেন। কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশ কাহ্নাইয়া, কানোড়া ও কাহ্ন; এবং ঐ কাহ্ন শব্দের অপভ্রংশে পুর শব্দের যোগে প্রস্তাবিত নগরের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

সংবৎ ১৮২৯ অব্দে ইংরাজ রাজপুরুষেরা রো-

হিলা-জাতীয়দিগের সহিত যুদ্ধে কৃতকার্য্য হইয়া অযোধ্যার নবাবের সহিত ফৈজাবাদ নগরে এক সন্ধি করেন। তৎসময়ে নবাবের রাজ্য-রক্ষার্থে কএক দল ইংরাজি সৈন্য অযোধ্যা-প্রদেশে রাখিবার কথা অবধারিত হয়; এবং ঐ সৈন্য প্রথমতঃ বিল্‌গ্রাম নগরে স্থাপিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহার কিয়ৎকাল পরে ১৮৩৪ সংবৎসরে ঐ স্থান উত্তম বোধ না হওয়াতে সৈন্য-দলকে কান্থপুর-গ্রামের নিকটে স্থাপিত করা হয়; তদবধি উত্তরোত্তর ঐ গ্রামের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া কিয়ৎকালপরে তাহা প্রকৃষ্ট-নগর-রূপে গণ্য হইয়াছিল।

১৮৫৭ সংবৎসরের অগ্রহায়ণ-মাসে অযোধ্যার নবাবের সহিত এতদ্দেশের গবর্ণর জেনেরল্ সাহেবের যে সন্ধি হয় তদ্দারা গঙ্গা-যমুনান্তর্গত স্বীয় সমস্ত ভূমি নবাব ইংরাজদিগকে সমর্পণ করেন। ইংরাজেরা ঐ ভূমি স্বরাজ্যসাৎ করত তাহা সাত জিলায় বিভক্ত করেন; এবং তাহার এক জিলা সেনা-নিবাসস্থান কান্থপুর-হইতে কাণপুর-নামে বিখ্যাত হয়।

কাণপুর জিলা ৬২ ইংরাজি ক্রোশ দীর্ঘ, এবং ৪৮ ক্রোশ প্রস্থ। ইহার উত্তর-সীমা গঙ্গা-নদী; দক্ষিণ-সীমা যমুনা নদী; পূর্ব্ব-সীমা ফতেঃপুর জিলা, ও পশ্চিম-সীমা কান্যকুব্জ ও ঘটিয়া পরগনা এবং এতওয়া জিলা। এই সীমান্তর্গত স্থান দ্বাদশ পরগনায়* বিভক্ত; ও তৎসমুদায়ের বার্ষিক রাজস্ব ২০,৩৫,৩১১ টাকা।

প্রস্তাবিত জিলার স্থানে২ পাণ্ডু, রিগু, সেনগুর আদি কএকটি নদী আছে; কিন্তু তাহাতে তত্রত্য ভূমির কোন উপকার হয় না,—বরং যে২ স্থানে ঐ নদী আছে তন্নিকটবর্ত্তি ভূমি অন্যত্রাপেক্ষায় অধম। কেবল এক মাত্র নদী এই নিন্দার পাত্রী নহে; তাহার নাম ঈশন্। তদীয় জল ক্ষেত্রে সেচন করিবার উপযুক্ত, এবং তাহার নিকটবর্ত্তি ভূমি বিশেষ ফলবতী। এতৎপ্রদেশের কৃষি-কার্য্য প্রায় বৃষ্টি ও কূপোদকেই নিষ্পন্ন হয়, এবং তত্রত্য কূপ-সকলও অতি গভীর। ইহার দক্ষিণাঞ্চলে ৪০।৪৫ হস্ত গভীর খাত না করিলে জল-প্রাপ্তি হয় না। তদ্দেশে পুষ্করিণী অত্যন্ত বিরলা।

কাণপুর প্রদেশের দ্বাদশ-পরগনার মধ্যে জজমৌ পরগনা সর্ব্ব-প্রধান; তাহাতেই কাণপুর নগরের স্থিতি। উক্ত নগর দুই ভাগে বিভক্ত। যে স্থানে পূর্ব্বে কান্থপুর গ্রাম ছিল তাহা "প্রাচীন-কাণপুর"- (কাণপুর কোহনা) নামে, ও যথায় ইংরাজ-সৈন্যের শিবির সংস্থাপিত আছে তাহা "কাণপুর শিবির" (কম্পু কাণপুর), নামে বিখ্যাত। প্রাচীন-কাণপুর শিবির-হইতে প্রায় এক ক্রোশ অন্তর। তাহা অধুনা ভগ্ন দশাপন্ন; এবং তিন সহস্র প্রজায় সমাকীর্ণ।—কম্পুকাণপুর কলিকাতা হইতেও বৃহৎ। তাহার দৈর্ঘ্য-পরিমাণ ৩ ক্রোশ, এবং প্রস্থ ৬০ পোয়া; কিন্তু তাহার লোক-সঙ্খ্যা অল্প; সকলে ৫৮,৮২১ ব্যক্তি মাত্র। নগরের প্রধান রাজপথের-সঙ্খ্যা ৪২; ও তৎসমুদায়ই প্রশস্ত, এবং তাহার প্রত্যেকের উভয় পার্শ্বে ইষ্টক-নির্ম্মিত উত্তম জল-প্রণালী আছে। সুচারু-অট্টালিকাদি-বিষয়ে প্রস্তাবিত নগর প্রসিদ্ধ নহে; তন্নিবাসি প্রধান২ ইংরাজ রাজ পুরুষেরা অনেকেই আটচালায় কাল-যাপন করেন। অপিতু তথায় ১৮৪৯ টা ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী আছে। অপর গৃহ-সকল মৃৎতৃণাদিদ্বারা রচিত, ও তাহার সঙ্খ্যা ৮,৯০১।

---

* তদ্যথা ১ রসুলাবাদ, ২ বিল্‌হুর, ৩ ডেরপুর, ৪ শিউলি, ৫ শিরাজপুর, ৬ সেকন্দ্রা, ৭ আকবরপুর, ৮ বিঠুর, ৯ ভগ্নীপুর, ১০ ঘাটমপুর, ১১ জজমৌ, ১২ সরসলিমপুর।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কাণপুর প্রদেশে পুষ্করিণী অতি বিরলা, তৎ-পরিবর্ত্তে তথায় অনেক কূপ আছে। নগর-মধ্যে যে সকল কূপ আছে তাহার সমষ্টি তিন সহস্রের ন্যূন হইবেক না। তন্মধ্যে ৪০০ কূপ সাধারণের ব্যবহারোপযোগ্য, অবশিষ্ট-গুলিন গৃহস্থদিগের বাটীর অন্তর্গত।০

বাণিজ্য-বিষয়ে কাণপুর অতি প্রধান। প্রতি বৎসর অভাবতঃ এক কোটি টাকার পদার্থ তথায় ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ পদার্থ-সকলের মধ্যে বস্ত্র, ধান্যাদিশস্য, গোচর্ম্ম ও মদ্য সর্ব্বপ্রধান। ১২৭১ সংবৎসরে ১৮,৫৫,০০০ টাকার বস্ত্র তথায় নীত হইয়াছিল। প্রস্তাবিত নগরে প্রস্তুতীকৃত গোচর্ম্ম ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্র বিখ্যাত; এবং তাহা প্রস্তুত করণার্থে তথায় অষ্টাধিকত্রিশত কার্য্যালয় নিযুক্ত আছে। এই সকল বাণিজ্যকার্য্যের সুসাধনার্থে ঐ নগরে অনেক বণিক্-কার্য্যালয় (কুঠি) আছে। তন্মধ্যে শাহ বিহারিলাল, শাহ রঘুবরদয়াল, নরসিংহ দাস ও চতুর্ভুজ, চৈনসুখ ও বক্সীরাম, এবং ঠাকুরপ্রসাদ, এই কএক মহাজনেরা তত্রত্য কুঠিওয়ালের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় ধনবন্ত।

ইংরাজদিগের কাণপুরস্থ সেনা-নিবাস-গৃহ অতি প্রশস্ত। তাহাতে সহচরের সহিত ৭০০০ সৈন্য অনায়াসে বাস করিতে পারে; পরন্তু সর্ব্বদা তথায় তাদৃশ-সঙ্খ্যক সৈন্য থাকে না। অধুনা এক দল ইংরাজ ও তিন দল দেশীয় পদাতি এবং এক দল অশ্বারোহি সেনা তথায় নিবাস করিয়া থাকে। কাণপুর-নগর-নিবাসি সমস্ত ব্যক্তির পাঁচ অংশের চারি অংশ ব্যক্তি হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী; অথচ, তত্রত্য বিদ্যালয়ের অধিকাংশ পারস্য-ভাষাধ্যাপনার্থে সংস্থাপিত আছে। তত্রত্য সমস্ত বিদ্যালয়ের সঙ্খ্যা ১৪১; তাহার ৭১ টা পারসি, ৪৭ টা হিন্দী ১৩ টা আরবি, ৭ টা ইংরাজি ও ৩ টা সংস্কৃত, ভাষায় শিক্ষাদানার্থে প্রবৃত্ত আছে। এই সকল পাঠশালার মাসিক ব্যয় ৬৫৯ টাকা, এবং তাহাতে ১৪৪৬ জন বালক বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

প্রাকৃত-ভূগোল।

চতুর্থ প্রকরণ।

ভূমিকম্প।

পূর্ব্ব-প্রকরণে পর্ব্বত-সৃষ্টির বিবরণ-প্রসঙ্গে পৃথিবীর আন্তরিকশক্তি-বিশেষের পুনঃ ২ উল্লেখ করা হইয়াছে। ঐ শক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশকে সতত আন্দোলিত করিতেছে; নিম্ন-স্থানকে ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত করিতেছে; উচ্চ-স্থানের অধঃপতন করিতেছে; সমুদ্র-গর্ভকে পর্ব্বতাকারে পরিণত করিতেছে, পর্ব্বতকে সমুদ্রসাৎ করিতেছে; ফলতঃ বায়ুর বেগে যে প্রকারে জলকে ঊর্ম্মিবিশিষ্ট করে, প্রস্তাবিত শক্তি এই বিশ্বধারিণী পৃথিবীর পৃষ্ঠ-দেশকে তদ্রূপ তরঙ্গায়িত করিয়া রাখিয়াছে। এ কথায় জনগণের আশু বিশ্বাস হওয়াই দুষ্কর। অনেকে কহিতে পারেন, "কি? যে পৃথিবী সর্ব্ব-পদার্থের আধার; যাহার অবলম্বনে অতলস্পর্শ সমুদ্র ও দৃঢ়ত্বের উপমাস্বরূপ পর্ব্বত-সকল স্ব ২ স্থানে বিরাজমান আছে, তাহার পৃষ্ঠ জল-তরঙ্গের ন্যায় অস্থির? একথা ভদ্রের অগ্রাহ্য"। পরন্তু তাঁহাদিগকে নিরস্ত করা দুষ্কর নহে। ভূমিকম্পের ও আগ্নেয় পর্ব্বতের বৃত্তান্ত তাঁহাদিগের কর্ণগোচর করাইলেই অনেক ভ্রম দূর হইতে পারে।

ভূতত্ত্বানুসন্ধায়িরা অনুমান করেন পৃথিবী কোন সময়ে অগ্নি প্রজ্বলিত-পিণ্ডবৎ ছিল; ক্রমশঃ তাহার পৃষ্ঠদেশ শীতল হইয়া জীব-জন্তুর বাসোপযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ অদ্যাপি শীতল হয় নাই; অগ্ন্যুত্তাপে এপর্য্যন্ত দ্রব-ভাবাপন্ন আছে। সেই দ্রব-পদার্থে বা তন্নিকটস্থ উত্তপ্ত প্রস্তর বা মৃত্তিকায় কোন ক্রমে জলের স্পর্শ হইলেই বাষ্প জন্মে; ও সেই বাষ্পের উদ্ঘাটন-শক্তিতে ভূমিকম্প ও তদানুসঙ্গিক উপদ্রব ঘটিয়া থাকে। রসা-

য়ন বিদ্যায় পারদর্শি কোন২ পণ্ডিত কহিয়া থাকেন চূর্ণবীজ, ক্ষারবীজ, মৃদ্বীজ, * ইত্যাদি কতকগুলিন ধাতু-বিশেষ পৃথ্বীর অন্তর্ভাগে নিহিত আছে; তাহাতে জলস্পর্শ হইলেই অগ্নির উৎপত্তি হয়; ও সেই অগ্নি তত্রত্য প্রস্তর-মৃত্তিকাদি পদার্থ দ্রব করে; এবং ঐ দ্রব পদার্থ-সমস্ত বিস্তারিত ও পরস্পর ঘর্ষিত ও বিলোড়িত হইয়া ভূমিকে কম্পিত করে, ও স্থানে২ প্রস্ফুটিত হইয়া আগ্নেয় গিরির উৎপাদন করে। লৌহচূর্ণ ও গন্ধক যৎকিঞ্চিৎ জলের সহিত মিশ্রিত করত মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলে, অল্পক্ষণ-মধ্যে সেই পদার্থের প্রস্ফোট হইয়া তত্রত্য চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি ভুমিকে কম্পিত করে। এই ঘটনাদৃষ্টে কোন২ রসায়নবেত্তা কল্পনা করেন যে গন্ধক-মিশ্রিত লৌহের খনিতে জল নিপতিত হইলে প্রস্তাবিত উপদ্রব সমুৎপন্ন হয়। এই কারণ-সকলই অনেকাংশে সঙ্গত বোধ হয়। আগ্নেয় গিরি ও ভূমিকম্পের সহিত, গন্ধক মৃদ্বীজাদি দাহ্য-পদার্থের ও জল ও অগ্নির পরস্পর নৈকট্যসম্বন্ধ আছে ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা অনেক ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরন্তু তাহার পূর্ব্বাপর ইতিবৃত্ত সপ্রমাণ বর্ণন করা অধুনা দুষ্কর; এবং তদ্দ্বারাই যে পৃথিবীর সমস্ত পর্ব্বত সৃষ্ট হইয়াছে সম্প্রতি ইহাও আমাদিগের বক্তব্য নহে। এই পরম-রহস্য-ব্যাপারের লক্ষণ-ধর্ম্মাদির আদ্যন্ত অদ্যাপি যথাযোগ্যরূপে অনুসংহিত হয় নাই; এবং যাবৎ তৎকার্য্য উত্তমরূপে সম্পন্ন না হয় তাবৎ প্রস্তাবিত-বিষয়ে পদার্থ-বিদ্যাব্যবসায়িদিগকে অজ্ঞতা স্বীকার করিতে হইবে।

বঙ্গদেশে ভূমিকম্পের প্রাদুর্ভাব নাই; সুতরাং এতদ্দেশীয় লোকেরা তাহার ভয়ঙ্কর স্বভাব জ্ঞাত নহেন। দক্ষিণ আমরিকা এই পার্থিবোৎপাত বিষয়ে বিখ্যাত। তথায় ভূমি প্রায় মধ্যে২ কম্পিত হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের অপর্য্যাপ্ত অনিষ্টও ঘটিয়া থাকে। সেই আপদ কালীন পৃথিবীর অন্তর্ভাগে ভয়ঙ্কর ধ্বনি হইতে থাকে; প্রাচীর-সকল বিদীর্ণ হইতে থাকে, গৃহ-ছাদ ভগ্ন হইয়া পড়ে। পশু-সকল ভয়ে কম্পিত কলেবর—পদ বিস্তৃত করিয়া রক্ষা পাইবার চেষ্টা করে। বিহঙ্গম-সকলে আকাশে উড্ডীন হয়; মনুষ্য-সকল গৃহাদি-সর্ব্বস্ব-পরিত্যাগপূর্ব্বক ক্ষেত্রে শয়ন করিয়াও স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয় না; পাছে পৃথিবীর কম্পনে বিলুণ্ঠিত হয়, এজন্য পরস্পরে হস্ত ধারণ করিয়া থাকে; পরন্তু তাহাতেও নিষ্কৃতি নাই; সমুদ্র ক্ষণৈকের নিমিত্ত তটহইতে বহু-দূরে অপসরণ করে, কিন্তু পর ক্ষণেই স্ফীত হইয়া অতি বেগে ভূভাগোপরি ধাবমান হয়, এবং সম্মুখে যে কোন পদার্থ পড়ে সকলি ভাসিয়া যায়। কোন২ সময়ে ঐ সমুদ্রতরঙ্গ ৩০ বা ৪০ হস্ত ঊর্দ্ধে গৃহ-প্রাচীরবৎ উত্থিত হইয়া ক্ষেত্রে শয়িত জনগণোপরি নিপতিত হয়। সংবৎ ১৮২৯ অব্দে এতদ্রূপ ক্ষৌণ্যুৎপাতে আমরিকা-দেশের গোয়াটিমালা নগর উৎসন্ন হইয়াছিল। ১৮৬৮ সংবৎসরে তত্রত্য কারাকাস্ নগর দ্বাদশ-সহস্র-প্রজা-সহিত ঐ আপৎকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয়। ১৮৫৯ বর্ষে কুইটো ও রিওবাম্বা নগর ৪০,০০০ মনুষ্য-সহিত উক্ত কারণে এককালে সমভূমি হইয়াছিল। লাইমা-নগর ভূমিকম্পদ্বারা পঞ্চাশৎ-বৎসর-মধ্যে দুই বার বিনষ্ট হয়। দক্ষিণ-আমরিকার কালাও, আকুইপা, কোপিয়াপেনা, বালপারাসিও এবং শান্তিয়াগো নগর-সকলও গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে ঐ কারণে বিনষ্ট হইয়াছে। চিলি-দেশে কন্সেপ্‌শন্ নগর ১২০ বৎসরের মধ্যে ভূমিকম্পে তিন বার উৎসন্ন হইয়াছে।

এই উপদ্রব-সময়ে যে কেবল গৃহাদি বিনষ্ট হয় এমত নহে; নগরাদির ভূভাগ পর্য্যন্ত ওতপ্রোত হইয়া পড়ে। পৃথিবী স্থানে২ স্ফুটিত হয়; প্রাচীন জলোৎস-সকল বিলুপ্ত হয়; নূতন স্থানহইতে উৎস নির্গত হয়; প্রাগুক্ত স্ফুটিত স্থানহইতে জল, বাষ্প, কর্দ্দম, ধূম, ধাতু নিস্রাবাদি পদার্থ অতি দূরে নিক্ষিপ্ত হয়। কথিত আছে, ১৮৩৯ সংবৎসরে কালাব্রিয়া-দেশে যে ভূমিকম্প হইয়াছিল তাহাতে কএক ক্ষুদ্র পর্ব্বত সঞ্চালিত হইয়া স্থানান্তরস্থ হইয়াছিল। এ কথা কি-পর্য্যন্ত সত্য তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। পরন্তু গত-বিংশতি-বৎসর-মধ্যে চিলি-দেশের পশ্চিম-পার্শ্বস্থ সমুদ্র-তটের যে পুনঃ২ অবস্থাভেদ হইয়াছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইংরাজি ১৮২২ অব্দে উক্ত-দেশের বালপারাসিও নগরের উত্তরে ২৫ ক্রোশ ভূমি দুই হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। অপর তাহার তিন বৎসর পরে সেন্ট-মারিয়া-দ্বীপ জল-সীমাহইতে ৬ হস্ত ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল; এবং তাহার চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি জলের গভীরতা তদনুসারে হ্রাস হয়।

সিন্ধু-নদীর প্রাচ্য-শাখার পূর্ব্বকালে এক ফুট-পরিমাণ-

* এই দিগে ধাতুর ইংরাজি নাম কাল্‌সীয়ম্, পোটেসীয়ম্, সিলিসীয়ম্।

মাত্র জল থাকিত; ৩৪ বৎসর হইল কচ্ছদেশে যে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ঐ নদীর গর্ভ ১০ ফুট নিমগ্ন হইয়া যায়, সুতরাং তদবধি তত্রত্য জল বিংশতি ফুট গভীর হইয়াছে। অপর তদ্দ্বারা ভূজনামা নগর ও তাহার চতুর্দ্দিগবর্ত্তি ভূমি নিমগ্ন হইয়া রণ্ন-নামক হ্রদে পরিণত হয়, ও একাংশে ৫০ ক্রোশ স্থান অতি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ উৎক্ষিপ্ত উচ্চ স্থানে অনেকে উক্ত আপদ্হইতে প্রাণ রক্ষা পাইয়াছিল, একারণ তাহা "আল্লাবন্দ" অর্থাৎ ঈশ্বরের বাঁধ নামে বিখ্যাত করিয়াছে।

১৮১২ সংবৎসরে অগ্রহায়ণ মাসের ২৪ সে লিস্বন্ নগরের ভূমিহইতে বজ্রবৎ এক বিষম শব্দ নিঃসৃত হয়, ও তদব্যবহিত পরে এতাদৃশ ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়, যে তাহাতে তৎক্ষণাৎ উক্ত নগরকে একেবারে উৎসন্ন করিলেক. এবং ছয় মিনিট-কাল-মধ্যে তত্রত্য ষষ্টি-সহস্র লোক বিনষ্ট হইল। ঐ ভূমিকম্প প্রতি মিনিটে বিংশতি জ্যোতিষি ক্রোশ স্থান ধাবমান হইয়া অত্যল্প-কালের-মধ্যে সমস্ত ইউরোপ খণ্ড ও আফরিকার কিয়দংশ ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তদ্দ্বারা সমুদ্র স্ফীত হইয়া নিয়মিত জল সীমাহইতে স্থানে স্থানে ২০।৩০ বা ৪০ হস্ত উর্দ্ধে উত্থিত হওত নিকটবর্ত্তি ভূভাগের অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটাইয়াছিল।

সংবৎ ১৮৩৯ অব্দের মাঘ মাসে কালাব্রিয়া নগরে যে ভূমিকম্প হয় তাহা পূর্ব্বোক্ত ভূমিকম্পের ন্যায় বহুদূর-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হয় নাই; তাহার বেগ ৫০০ জ্যোতিষি চতুরস্র ক্রোশের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; পরন্তু তত্তুল্য ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের বার্ত্তা অদ্যাপি অন্যত্র কুত্রাপি শ্রুত হয় নাই। তদ্দ্বারা এক-ক্ষণ-কালের মধ্যে দুই শত নগর ও গ্রাম এবং লক্ষাধিক মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছিল; ও অনেক ক্ষেত্রাদি প্রশস্ত-ভূমি-খণ্ড-সকল স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এই ক্ষেত্রবিপ্লবনে এক২ জনের অধিকারস্থ ভূমি অন্যের অধিকারে নীত হওয়াতে অনেক বিবাদ বিসম্বাদ ও রাজদ্বারে অভিয়োগাদি উপস্থিত হইয়াহিল।

ক্ষৌণী-বিদ্যা-বিশারদ মহাশয়েরা পরীক্ষাদ্বারা স্থির করিয়াছেন, ভূমির কম্পন তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথম, উৎক্ষিপ্ত-কম্পন। ইহার ঘটন-সময়ে, বোধ হয় যেন ভূমি উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইল। সংবৎ ১৮৫৩ অব্দে যে ভূমিকম্পে রিওবাম্বা-নগর নষ্ট হয়, তাহা এই প্রকার। তদ্দ্বারা পর্ব্বত-মূল-স্থিত গ্রামের মনুষ্য-পশ্বাদি পর্ব্বতোপরি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল। দ্বিতীয়, সমভূম্যনুসারি বা উর্ম্মিবৎ কম্পন। তদ্দ্বারা ভূমি জল-তরঙ্গের ন্যায় বিচলিত হয়; সামান্য ভূমিকম্প প্রায়ঃ এই প্রকারেই হইয়া থাকে। তৃতীয়, ঘূর্ণিত বা অর্দ্ধঘূর্ণিত কম্পন। ইহা অত্যন্ত ভয়ানক। এতদ্দ্বারা গৃহ, বৃক্ষ, ক্ষেত্রাদি স্থানান্তরিত হইয়া যায়। লিস্বন্ ও কালাব্রিয়ার ভূমিকম্প এবম্প্রকারে হইয়াছিল।

ভূমিকম্পের গতি সর্ব্বদা সম প্রকার হয় না। তড়াগাদির স্থির জলে লোষ্ট ফেলিলে তরঙ্গমণ্ডল যে প্রকারে সর্ব্বত্র সমভাবে বিস্তৃত হয়, ভূমিকম্পও প্রায় তদ্রূপ বিস্তৃত হইয়া থাকে; কদাপি ঐ মণ্ডল-গতি অণ্ডাকারে ব্যাপ্ত হয়। অপর কোন২ ভূমিকম্প তদ্রূপ না হইয়া এক দিগে অগ্রগামী হয়। একাদশ বর্ষ হইল গোয়াডুলুপ্ প্রদেশে যে ভূমি-কম্প হয় তাহা প্রস্থে ৩০ বা ৩৫ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়া দীর্ঘে ক্রমাগত দুই সহস্র ক্রোশ স্থান অগ্রগামী হইয়াছিল।

ভূমিকম্পের স্থিতি-কাল অতি অল্প; বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত প্রবল, তাহার স্থিতি ততই অল্প হয়। অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কম্পন এক বিপল কালের মধ্যেই শেষ হয়। কারাকাস্ প্রদেশের ভীষণ ভূমিকম্প যাহাতে ঐ সমস্ত প্রদেশ বিনষ্ট করিয়াছিল, তাহার স্থিতিকাল দুই পল মাত্র; তন্মধ্যে ভূমি তিন বার কম্পিত হইয়াছিল; তাহার এক২ বারের কম্পন ৫।৬ বিপল কাল স্থায়ি। কোন২ স্থলে ভূমি কিয়ৎকাল আস্তে২ বিচলিত হইয়া পরে এক বার অতি সবলে কম্পিত হয়। পরন্তু অত্যন্ত অনিষ্টকর ভূমিকম্প এক কালেই ঘটিয়া থাকে; তৎপূর্ব্বে প্রায় কোন স্বল্প কম্পন হয় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ভূমির কম্পন-সময়ে পৃথিবী-মধ্যে গভীর ধ্বনি হইয়া থাকে। উক্ত ধ্বনি প্রস্তরময়-পথ দিয়া কামানের শকট গেলে যে প্রকার শব্দ হয়, তদ্বৎ, অথবা মেঘের গর্জ্জনবৎ, কিম্বা দূরাগত কামান-ধ্বনির ন্যায় বোধ হয়। তাহা ভূমি-কম্পনের নিয়তানুবর্ত্তি নহে; কারণ কোন২ ভূমিকম্প-সময়ে ঐ শব্দ শ্রুত হয় না। যে ভূমিকম্পদ্বারা রিওবাম্বা-নগর উৎসন্ন হইয়াছিল তৎসহ কোন ধ্বনি কর্ণগোচর হয় নাই। অপর, কোন২ স্থানে পৃথিবীর গর্ভে পুনঃ২ অতি ভীমনাদ আকর্ণিত হইয়াছে, অথচ তৎসহ কোন ভূমিকম্পের অনুভব হয় নাই। মেক্সিকো-দেশে গোয়ালাক্সোয়াটো নগরে ক্রমাগত এক মাস পৃথ্বী-গর্ভে বজ্রবৎ শব্দ হইয়াছিল; অথচ তথায় বা তত্রত্য খনির গর্ভ-মধ্যে ১০৬৪ হস্ত নিম্নে কোন কম্পন ঘটে নাই। অনুসন্ধানদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, ভূমি-

কম্পনের প্রবলতানুসারে ধ্বনির বৃদ্ধি হয় না। ভূমিকম্পের সময়ে প্রায় সমকালে প্রস্তাবিত ধ্বনি বহু-দূর-পর্য্যন্ত শ্রুত হইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হয় ঐ ধ্বনি পৃথিবীর মৃত্তিকাদ্বারা চালিত হয়; অন্য ধ্বনি যে প্রকারে বায়ু-দ্বারা বাহিত হয়, ইহা তদ্রূপ নহে; কারণ স্থির বায়ুতে শব্দ ২॥ পল কালে ৬০০ হস্ত পরিমিত স্থান গমন করে, এবং কাষ্ঠে ও শুষ্ক মৃত্তিকায় ঐ শব্দ তাহাহইতে দশ গুণ শীঘ্র অনুসৃত হয়; সুতরাং মৃত্তিকামধ্যে কোন স্থানে শব্দ হইলে বায়ুদ্বারা বাহিত হইয়া তাহা কোন দূর প্রদেশে পৌছিবার অনেক পূর্ব্বে মৃত্তিকাদ্বারা তথায় নীতহইয়া থাকে।

পঞ্চম প্রকরণ।

আগ্নেয় গিরি।

চতুর্থ প্রকরণে উক্ত হইয়াছে, ভূমিকম্পন-সময়ে পৃথিবীর কোন২ স্থান স্ফুট হইয়া যায়। যে সকল স্থান ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পরে স্ফুট হয়, ও তদ্দ্বারা উষ্ণ জল, কর্দ্দম, ধূম, ভস্ম, অগ্নিশিখা, বা দ্রবীভূতপ্রস্তরাদি নির্গত হয়, তাহাকে লোকে আগ্নেয়-গিরি কহে। অত্যুচ্চ অনেক শিখরাগ্রদ্বারাও উক্ত পদার্থ-সকল উদ্গীরিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই শিখর-সকলও আগ্নেয়-গিরি পদের বাচ্য হইয়াছে।

"১৫৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির অন্তঃপাতি নেপল্‌স নগরের নিকটে এইরূপে এক অভিনব আগ্নেয়-গিরি উৎপন্ন হয়; তাহার নাম 'নবগিরি'। পূর্ব্বে তৎপ্রদেশে মধ্যে মধ্যে ভূমিকম্প হইত; পরে উক্ত বৎসর ২৭ সে ও ২৮ সে সেপ্‌টেম্বরে ২০ ঘণ্টার মধ্যে অন্যূন ২০ বার ভূমিকম্প হয়। পরদিবস সূর্য্যাস্তের দুই ঘণ্টা পরে এক বৃহদ্‌ গহ্বর উৎপন্ন হইয়া প্রস্তর, ধাতু-নিস্রব, জল-সম্বলিত ভস্ম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইতে লাগিল। নেপল্‌স নগরে রাশি রাশি ভস্ম আসিয়া পতিত হইল, এবং পিউজোলি নামে যে এক নগর নিকটে ছিল, তন্নিবাসিরা তাহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ঐ প্রদেশ সমুদ্রের সন্নিকট, একারণ তাহার তট উচ্চ হইয়া উঠিল, এবং তট হইতে কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রের জলও শুষ্ক হইল। এই পর্ব্বত ২৯৩ হাত উচ্চ এবং ইহার শিখর দেশস্থ গহ্বর ২৮০ হাত গভীর"। (তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা; বৈশাখ ১৭৭৪ শক।)

কয়েক বৎসর হইল অমরিকা খণ্ডে মেক্সিকো-দেশের প্রান্তভাগে এক বিস্তৃত তৃণক্ষেত্রের মধ্যে "জরুলো" নামে প্রসিদ্ধ এক আগ্নেয়-গিরি উক্ত প্রকারে হঠাৎ উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহা বিংশত্যধিক-একাদশশত হস্ত উচ্চ। সমুদ্র-গর্ভে এতদ্রূপ আগ্নেয় পর্ব্বত পুনঃ২ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

আগ্নেয়-পর্ব্বতের লক্ষণ যে প্রকার বর্ণিত হইল, ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইবে, তাহার আদি ঘটনা ভূমিকম্প; এবং সেই ভূমিকম্পদ্বারা পৃথিবীর এক দেশ স্ফুট না হইলে আগ্নেয়-গিরির সম্ভব হয় না; ফলতঃ আগ্নেয়-গিরি-মাত্রেই এক বা ততোধিক স্ফুট স্থান আছে। তাহাকে আগ্নেয় গিরির গহ্বর শব্দে কহি। এই গহ্বর মাত্রই যে সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে এমত নহে। কোন২ গহ্বর সর্ব্বদা প্রজ্বলিত আছে, কেহ বা শত২ বৎসর নির্ব্বাণ থাকিয়া এক২ বার প্রজ্বলিত হওত ভয়ানক উপদ্রব উপস্থিত করে। সেই অগ্ন্যুৎপাতের পূর্ব্বাপর ধারার বিশেষ এই; প্রথম, ভূমিকম্প, দ্বিতীয়, পৃথিবী গর্ভে বিকট ধ্বনি; তৃতীয়, গিরি-গহ্বরহইতে বাষ্পের উত্থিতি; চতুর্থ, ভস্ম, উষ্ণ জল, অগ্নি শিখা ও দগ্ধ প্রস্তরাদির উৎক্ষেপণ। এই উৎক্ষেপণের আনুসঙ্গিক ধ্বনি হইয়াথাকে। পঞ্চম, অগ্ন্যুত্তাপে দ্রবীভূত ধাতু ও প্রস্তরদ্বারা গিরি-গহ্বর পরিপূর্ণ হওন; ষষ্ঠ, উক্ত গলিত ধাতু ও দ্রবীভূত প্রস্তরের স্রোত বহন। এই অগ্ন্যুৎপাত কীদৃশ "ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাহা না দেখিলে অনুভব করা যায় না। প্রভূত ধূম ও ভস্মরাশি নিঃসৃত হইয়া আকাশমণ্ডল ঘোরতর আচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত করে; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অগ্নিময় প্রস্তরখণ্ড প্রচণ্ড বেগে যুগপৎ উৎক্ষিপ্ত হইয়া ২।৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়; ১০।১৫ ক্রোশ দীর্ঘ দ্রবময় ধাতুপ্রবাহ প্রবাহিত হইয়া চতুঃপার্শ্ববর্ত্তি গ্রাম, নগর, বন, উপবন, ও শস্যক্ষেত্র-সকল, মনুষ্য, পশু, পতঙ্গ প্রভৃতি সমুদায় জীব-সম্বলিত একেবারে প্রোথিত করিয়া ফেলে; এবং বজ্রতুল্য ঘোরতর গভীরনাদ শত শত ক্রোশ-হইতে মুহুর্মুহু শ্রুত হইতে থাকে। এক ব্যক্তি *** বিসুবিয়স্‌ পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত দেখিয়া আসিয়া এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন, যে 'একেবারে ৫,০০,০০০ পাঁচ লক্ষ হাউই ২।৩ সহস্র হস্ত ঊর্দ্ধে উঠিয়া রক্তবর্ণ গোলা বৃহৎ বৃহৎ অগ্নিময় প্রস্তরের ন্যায় পতিত হইলে যেমন দেখায়, ঘণ্টায় ১,২০০ বার করিয়া এই প্রকার ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিতে লাগিল।' আর তিনি ধাতু-নিস্রব ও তদানু-

মঙ্গিক ব্যাপার দেখিয়া এই রূপ লিখিয়াছেন, যে 'এই সমুদায় অগ্নিময়ী নদী স্থানে স্থানে ঘোরতর অন্ধকার, কোন কোন স্থানে অত্যল্প আলোক দ্বারা নানাবিধ কাল্পনিক আকার প্রকার প্রকাশ, অতিশয় ভীষণ শব্দ ও প্রচণ্ডবেগে বস্তু বিনির্গমন, এই সমস্ত ব্যাপার আমি কখনও বিস্মৃত হইব না। এ সকল ভয়ঙ্কর কাণ্ড আমার যে প্রকার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল, তাহা চিত্তক্ষেত্রহইতে কোনক্রমে অপনীত হইবার নহে।" (তত্ত্ববোধোনী পত্রিকা; বৈশাখ ১৭৭৪; ৪ পত্র।)

আগ্নেয় গিরির আদি কারণ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে জলই মুখ্যরূপে গণ্য হইয়াছে; অগ্ন্যুৎপাত-সময়ে আগ্নেয়গিরির গহ্বরহইতে তজ্জাত বাষ্প যে সর্ব্বাগ্রে উত্থিত হইবে ইহা আশ্চর্য্য নহে। পৃথিবীর পৃষ্ঠহইতে কিয়দ্দূর নিম্নে জল প্রবাহিত হইতেছে, ইহা প্রমাণসাধ্য; এবং ক্ষৌণ্যন্তরস্থ দাহ্য-বস্তুর সহিত সেই জলের সংস্পৃষ্ট হওয়াও দুষ্কর নহে। অপর, ভূমিকম্পদ্বারা পৃথিবীর কোন২ স্থান স্ফুট হইয়া থাকে; সেই স্ফুট স্থান দিয়া পৃথিবীর অন্তর্ভাগে জল প্রবিষ্ট হইতে পারে। উচ্চ আগ্নেয় গিরির উৎপাত সময়ে তচ্ছিখরস্থ বরফ দ্রব হইয়া অনেক জলের উৎপত্তি করে। কোটাপাক্সী পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত সময়ে তত্রত্য বরফ দ্রব হইয়া এতাদৃশ প্রভূত জল-প্রবাহিত হয় যে তদ্দ্বারা তাহার নিকটবর্ত্তি নগর-সকল একেবারে প্লাবিত হইয়া যায়।

সকল আগ্নেয় পর্ব্বত এক প্রকার পদার্থ উদ্গীরণ করে না। কোন২ পর্ব্বতে কেবল উষ্ণ জল নির্গত হয়; কোন পর্ব্বত হইতে কেবল কর্দ্দম উৎক্ষিপ্ত হয়। জাবা-দ্বীপে এক স্থান আছে, তাহা অতি আশ্চর্য্য। তথায় এক বিস্তৃত ক্ষেত্র মধ্যে ক্ষণে২ প্রভূত ধূম নির্গত হয়; ও তৎপরেই দূরাগত-মেঘ-গর্জ্জনবৎ ধ্বনি আকর্ণিত হয়, ও ধূম নির্গমনের গহ্বরহইতে ৩২ হস্ত পরিধি পরিমিত অর্দ্ধ গোলাকার এক কর্দ্দম পিণ্ড ২০। ২৫ হস্ত উর্দ্ধে ধিরে২ উত্থিত হওত কিঞ্চিৎ ধ্বনি করণপূর্ব্বক প্রস্ফুট হইয়া চতুর্দ্দিগে কৃষ্ণবর্ণ কর্দ্দম নিক্ষিপ্ত করে। এই কর্দ্দম বর্ষণ ১০।১৫ বিপল কাল অন্তরে ক্রমাগত ঘটিতেছে; কদাপি বিশ্রাম হয় নাই। অন্য কালাপেক্ষায় বর্ষাকালে এই কর্দ্দম উৎক্ষেপণ প্রকৃষ্টরূপে হইয়া থাকে। ঐ মৃত্তিকা কিঞ্চিৎ উষ্ণ বোধ হয়, এবং উক্ত স্থানের অতিদুর পর্য্যন্ত গন্ধকের গন্ধে পরিপূর্ণ। তত্রত্য জল অত্যন্ত লবণাক্ত। আমরিকা-খণ্ডের কোন২ আগ্নেয় পর্ব্বতহইতে ঝামা, গন্ধক, কয়লা এবং কদাপি জীবিত মৎস্য উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। লবণ, নিশাদল এবং সোহাগাও আগ্নেয় গিরিহইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত পদার্থ-সকল কি পরিমাণে নির্গত হয় তাহার অনুভব করিতে হইলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। ১৫৯৪ সংবৎসরে দ্রবীভূত প্রস্তর বর্ষণদ্বারা তিন দিবসের মধ্যে ৩২০ হস্ত উচ্চ ও ৫৫৮০ হস্ত পরিধি পরিমিত এক পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছিল। ১১২০ হস্ত উচ্চ জরুলো পর্ব্বতের উৎপত্তি-বিষয় পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। ২২ বৎসর হইল এক-শত-ধনু-গভীর-সমুদ্র-গর্ভ-মধ্যে এক অগ্ন্যুৎপাত হয়। তাহাতে এতাদৃশ প্রভূত ভস্মরাশি নির্গত হইয়াছিল, যে জলসীমাহইতে ৬৩ হস্ত উচ্চ ও ২১৬০ হস্ত পরিধি পরিমিত এক দ্বীপ উৎপন্ন হয়। এক বৎসর কাল মধ্যে ঐ ভস্মরাশির অধিকাংশই ধৌত হইয়া যায়। পরন্তু অদ্যাপি সে স্থানে এক চর-অর্থাৎ চড়া আছে। ১৭৯৩ সংবৎসরে বিসুবিয়স্-পর্ব্বতহইতে যে গলিত প্রস্তর নির্গত হইয়াছিল তাহার পরিমাণ,৩,৩৫,৮৭,০৫৮ চতুরস্র ফুট। তৎপরে ১৮৫০ সংবৎসরে ৪,৬০,৯৮৭৬৬ চতুরস্র ফুট পরিমিত গলিত প্রস্তর সেই পর্ব্বতহইতে নির্গত হয়। সংবৎ ১৭২৫ অব্দে এটনা-পর্ব্বতহইতে ৯,৩৮,৩৮,৯৫০ ফুট পরিমিত দ্রবীভূত প্রস্তর এক কালে বিনির্গত হয়। ঐ পদার্থ কলিকাতা নগরোপরি নিপতিত হইলে এই নগর অনায়াসে ২৫ হস্ত প্রস্তরের নিম্নে অবস্থিত হইত। আইসলাণ্ড দ্বীপের স্কাপ্টা-জোকল গিরিহইতে এককালে এত গলিত প্রস্তর নির্গত হইয়াছিল, যে তাহাতে উক্ত গিরির এক দিগে ৭ ক্রোশ প্রস্থ ও ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ও শত হস্তাবধি ৪০০ হস্ত গভীর, ও অপর পার্শ্বে ৪ ক্রোশ প্রস্থ ও ২৫ ক্রোশ দীর্ঘ ও পূর্ব্ববৎ গভীর, গলিত-প্রস্তর-পূর্ণা দুই নদী উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ পদার্থে কলিকাতাহইতে নবদ্বীপ অবধি সমস্ত স্থান ৫০ হস্ত স্থূল প্রস্তরে প্রোথিত হইত।

সকল আগ্নেয় গিরিতে প্রস্তর সমভাবে দ্রব হয় না। প্রস্তরের জাতিভেদে,ও গিরি-গহ্বরস্থ অগ্নির উত্তাপানুসারে, তথা পর্ব্বতের উচ্চতানুরূপে, দ্রবীভূত প্রস্তরের তরলতার প্রভেদ হইয়া থাকে সুতরাং তাহার স্রোতের বেগও বিভিন্ন

হয়। অত্যন্ত তরল প্রস্তর পার্ব্বত্য নদীর ন্যায় বেগবান্। পরন্তু তাহা কিঞ্চিৎ ঘনীভূত হইলে তাহার বেগ অত্যন্ত মৃদু হয়। বোরেলি সাহেব লিখিয়াছেন কোন সময়ে এটনা পর্ব্বতের দ্রবীভূত প্রস্তর ক্রমাগত নয় বৎসর কাল অগ্রগামি হইয়া ২ ক্রোশ স্থান ব্যাপিয়াছিল। এই দ্রবীভূত-প্রস্তর-প্রবাহ প্রথমতঃ প্রজ্বলিত অগ্নিবৎ থাকে; বায়ু-সংস্পর্শে তাহার উপরিভাগ ত্বরায় শীতল হয়; কিন্তু তাহার অন্তর্ভাগ বহু কাল উত্তপ্ত থাকে। জরুলো পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাতের ৫০ বৎসর পরে হোম্‌বোলড্‌ট সাহেব দেখিয়াছিলেন, তাহার প্রস্তর-প্রবাহ উৎতপ্ত আছে, এবং তাহা হইতে ধূম নির্গত হইতেছে।

যে সকল আগ্নেয় গিরি অতি খর্ব্ব, তত্রত্য গহ্বর সর্ব্বদা প্রজ্বলিত থাকে, এবং তাহার অগ্ন্যুৎপাতও শীঘ্র ঘটিয়া থাকে; অপর যে আগ্নেয় পর্ব্বত অতি উচ্চ তাহা বহুকাল নির্ব্বাণ থাকিয়া পরে এক২ বার প্রজ্বলিত হয়। লিপারি দ্বীপে স্ত্রম্বোলী নামক ক্ষুদ্র আগ্নেয় গিরি সর্ব্বদাই প্রজ্বলিত আছে; ও আমরিকা দেশের কোটোপাক্সি পর্ব্বত প্রায় শত বর্ষান্তে একবার প্রজ্বলিত হয়। পরন্তু শত বর্ষান্তরে উক্ত পর্ব্বতের উপদ্রবে মনুষ্যের যে প্রকার অনিষ্ট হয়, স্ত্রম্বোলী পর্ব্বতের অগ্ন্যুৎপাত প্রত্যহ ঘটিলেও তাহা সম্ভবে না।

কোন২ আগ্নেয় গিরি কিয়ৎকাল অগ্ন্যুদ্গীরণ করত পরে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তাদৃশ নির্ব্বিন্ন গিরি অনেক স্থানে বর্ত্তমান আছে। যে সকল আগ্নেয় গিরি প্রজ্বলিত আছে, বা মধ্যে২ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, তাহার সমষ্টি ২৭০। এই ২৭০ টা পর্ব্বতের অধিকাংশ ক্ষীরসমুদ্রের দ্বীপ-সকলে স্থিত। এক জাবা দ্বীপে ৫৮ টা আগ্নেয় গিরি নির্ণীত হইয়াছে; তাহার ১৭ টা মধ্যে২ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে। আসিয়া-খণ্ডে প্রজ্বলিত আগ্নেয় গিরি প্রায় নাই; কেবল তাতার দেশের খিচান্ পর্ব্বত মধ্যে২ প্রজ্বলিত হইয়া থাকে।

বিড়ালাদি পশুর বিবরণ।

সম-ধর্ম্মাবলম্বি পশু-সকল এক শ্রেণি-মধ্যে নির্ণীত হইয়া থাকে। বিড়াল, ব্যাঘ্র, সিংহাদি পশু-সকলের আকৃতি ও স্বভাব-গত কোন প্রভেদ নাই, সুতরাং তাহারা এক শ্রেণিমধ্যে সঙ্কলিত হয়। সেই শ্রেণির নাম "বিড়ালাদি শ্রেণী"। বিহঙ্গম-বূহ্য-মধ্যে বাজ-পক্ষির (বাজাদি) শ্রেণী যাদৃশ, স্তন্যজীবী মধ্যে বিড়ালাদি পশুও তাদৃশ; ইহারা উভয়েই জীব-হিংসাদ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, ও তদর্থে তাহারা উভয়েই অতি ভয়ঙ্কর নখ প্রাপ্ত হইয়াছে; এবং পাছে ভ্রমণ-সময়ে মৃত্তিকা-স্পর্শে তাহার তীক্ষ্ণতার হানি হয় এই অমঙ্গল নিবারণার্থে জগৎস্রষ্টা ঐ নখ অঙ্গুলীর ন্যায় নমনশীল করিয়া দিয়াছেন। বিড়ালাদি পশু ইতস্তত করণ সময়ে তাহাদের নখ অঙ্গুলির ত্বগ্-মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে; এবং কেবল জীব-হিংসা-করণ-সময়ে নখ নিঃসারণ করত আপন২ খাদ্য পশুর দেহ ভেদ করে। বাজ পক্ষির নখেও এই কৌশল স্পষ্ট প্রতীত হয়। বিড়ালাদি হিংস্র পশুর দন্ত সূচ্যাগ্র ও অতীব তীক্ষ্ণ, এবং মাংস ভেদকরণার্থে সুপ্রশস্ত; কিন্তু তদ্দ্বারা চর্ব্বণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয় না; পরন্তু প্রস্তাবিত পশুদিগের খাদ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিবার ও কদাপি আবশ্যক নাই। তাহাদিগের জিহ্বা অতি আশ্চর্য্য। তদুপরি এক প্রকার অতি তীক্ষ্ণ কণ্টক হইয়া থাকে। উখা নামক লৌহাস্ত্র যাদৃশ, ব্যাঘ্রাদি পশুর জিহ্বাও তদ্রূপ বোধ হয়। অস্থি সংলগ্ন মাংস কণিকা যাহা দন্তদ্বারা ছিন্ন করা যায়-না, তাহা বিমুক্ত করিয়া লইবার নিমিত্ত এই জিহ্বা অতি প্রয়োজনীয়। অস্থির উপর তাহা দুই এক বার ঘর্ষণ করিলেই তৎসংলগ্ন সমস্ত মাংস-কণিকা অনায়াসে বিমুক্ত হয়। ইহাদিগের নয়নেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় তীক্ষ্ণতার উপমাস্বরূপে বহুকালাবধি প্রসিদ্ধ আছে; তাহাদিগের বল বিষয়েও বাক্যব্যয় করা বিফল; ব্যাঘ্র সিংহাদি পশু অত্যন্ত বলবান এ কথা পাঠকবর্গ কি অজ্ঞাত আছেন?

চিতা বাঘের শীকার।

প্রস্তাবিত পশু-সকল দেখিতে অতি সুন্দর। তাহাদিগের দেহের প্রধান বর্ণ পীত শুক্ল ও কৃষ্ণ; অনেকের দেহ পীত বর্ণোপরি উজ্জ্বল কৃষ্ণ বর্ণের বিন্দু বা রেখাদ্বারা চিত্রিত। ইহারা কেহ ইচ্ছা বশতঃ উদ্ভিদ্ বস্তু ভক্ষণ করে না; সকলেই মাংসাশী, এবং স্বয়ং জীব-সংহার করিয়া ঐ মাংসের উৎপাদন করে। ঐ জীব-সংহার-সময়ে তাহারা হন্তব্য পশুর পশ্চাৎ বেগে অধিক দূর ধাবমান হয় না। অতি ধীরভাবে গোপনে তাহার নিকটে আসিয়া, পরে এক লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক তাহার উপর পড়িয়া তাহাকে বিনাশ করে। দূরহইতে লম্ফ দিবার প্রয়োজন হইলে প্রথমতঃ ভুমিতে উপবিষ্ট হইয়া লম্ফদ্বারা উৎক্রাম্য ভুমির দূরতা নিরূপণ করণানন্তর লম্ফ প্রদান করে।

এই প্রস্তাবিত শ্রেণি মধ্যে অনেক জাতীয় পশু আছে। তৎসমুদায়ের বিবরণ একটি প্রস্তাবে প্রকাশ হইতে পারে না; এক সিংহেরই যথাযোগ্য বিবরণে বিবিধার্থের এক খণ্ড পরিপূর্ণ হইতে পারে; সুতরাং তদর্থে স্থান ও অবকাশের প্রতীক্ষা করিতে হইল। ২০৮ পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে প্রস্তাবিত শ্রেণিস্থ চিতা নামক ব্যাঘ্রের বিনাশ করণ প্রথা প্রকটিত আছে। শীকারিকর্তৃক তাড়িত হইলেই ঐ পশু অনায়াসে বৃক্ষারোহণ করিয়া থাকে। তৎসময়ে বৃক্ষ মূলে কুক্কুর রাখিয়া নিকটহইতে বন্দুকদ্বারা এই পশু বিনাশ করাই প্রশস্ত উপায়।

কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ।

(১৪৩ পত্রহইতে ক্রমাগত।)

সায়ং সন্ধ্যা বন্দনাদি সমাপনান্তে কথা প্রসঙ্গে চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতাকে জিজ্ঞাসিলেন; "ভাল, মহাশ্বেতে, তরলিকা নাম্নী পরিচারিকার কথা কহিয়াছ; সে এখন কোথায়? তাহাকে যে এখানে দেখি না, কারণ কি?" ইহাতে মহাশ্বেতা কহিতে লাগিলেন, "পূর্ব্বে আপনার সমীপে চতুর্দ্দশ প্রকার গন্ধর্ব্ব কুল বর্ণন করিয়াছি, তন্মধ্যে অমৃতোৎপন্ন যে কুল তাহাতে মদিরা নাম্নী এক কন্যা জন্মে; গন্ধর্ব্বরাজ চিত্ররথের সহিত তাহার বিবাহ হয়; তাহার গর্ভে কাদম্বরী নাম্নী এক কন্যা হয়; ঐ কন্যার সহিত আমার একত্র শয়নাসন-ভোজন-বিদ্যাভ্যাস-প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য হইত, এই হেতু তাহার সহিত আমার নিতান্ত সখিভাব আছে। তিনি আমার এতাদৃশাবস্থা দেখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, যাবৎ আমার পাণি গ্রহণ না হইবেক তাবৎ তিনিও কাহকে পতিত্বে বরণ করিবেন না। তাঁহা ব্যতীত চিত্ররথের আর সন্তান নাই, সুতরাং তাঁহার ঈদৃশভাব-দর্শনে তাঁহার জনক-জননীর যে প্রকার মনঃক্ষোভ তাহা কি কহিব? তাহাদের অনুরোধে কাদম্বরীকে প্রবোধ দিবার জন্যে আপনার আগমনের পূর্ব্বেই আমি তরলিকাকে তাহার নিকট পাঠাইয়াছি"। ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথন করিতে২ চন্দ্রাপীড় ও মহাশ্বেতা নিশা যাপন করিলেন। পর দিন প্রাতে নিত্যকৃত্য সমাপনান্তে শিলাতলে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে তরলিকা কাদম্বরীর নিকটহইতে তাহার বীনাবাহক কেয়ূরককে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিয়া উপস্থিতা হইবামাত্র

মহাশ্বেতা জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন, "কহ-তরলিকে, কাদম্বরী কেমন আছেন? আর বিবাহ বিষয়েই বা কি মনন করিয়াছেন?" তাহাতে তরলিকা, "কাদম্বরী কুশলিনী আছেন, ও যাহা২ কহিয়া দিয়াছেন তাহা আপনি তাহার এই বীণা-বাহক কেয়ূরকের প্রমুখাৎ শ্রবণ করুন," বলিয়া স্তব্ধ রহিল। মহাশ্বেতা কেয়ূরকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র সে বদ্ধকরপুটে কহিতে লাগিল, "স্বামিনি! দুঃখের কথা কি জিজ্ঞাসেন! কাদম্বরী আপনার অবস্থায় নিতান্ত দুঃখিনী হইয়া কাল হরণ করিতেছেন। গৃহে আছেন বটে, কিন্তু সংসার-সুখে এককালে জলাঞ্জলি দিয়াছেন; কিছুতেই তাঁহার মন প্রবোধ মানে না। আর আমাদের আগমনকালে কহিয়া দিয়াছেন যে যদি ভূয়োভূয়ঃ মহাশ্বেতা এ প্রকার আমাকে পাণি-গ্রহণের অনুরোধ করিয়া পাঠান, তাহা হইলে আমি তাহার ন্যায় তপস্বিনী হইব"। মহাশ্বেতা এই সংবাদ শ্রবণগোচর করিয়া মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এক্ষণে তাহাকেও দিয়া অনুরোধ করিয়া পাঠাইলে ইষ্টসিদ্ধি হওয়া দুর্ঘট হইবেক; আমি স্বয়ং তথা যাইয়া তাহাকে এ বিষয়ে লওয়াইতে চেষ্টা করি, তাহাতে কথঞ্চিৎ স্বীকার করিলেও করিতে পারে বোধ হয়। ইতিপরেই তিনি তাহার নিকট যাইতে কৃতোদ্যমা হইয়া চন্দ্রাপীড়কে কহিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার সহিত হেমকূট-পর্ব্বতে আগমন করুন্। সেই স্থান গন্ধর্ব্বরাজের অধিকৃত। তথায় দিনেক অবস্থিতি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন"। ইহাতে চন্দ্রাপীড় সম্মত হইলেন। অনন্তর মহাশ্বেতা, তরলিকা, চন্দ্রাপীড়, কেয়ূরক, এই চারি জন হেমকূট শিখরে আরোহণপূর্ব্বক কাদম্বরীর সদনে উপস্থিত হইলেন। সন্দর্শনমাত্র কাদম্বরী তাহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনাপূর্ব্বক স্বহস্তে এক রত্ন জড়িত পাঠ আনিয়া রাজাকে উপবেশন করিতে দিলেন; এবং তরলিকাকে চামরব্যজন করিতে আদেশ দিয়া আপনি মহাশ্বেতার সহিত একাসনে সমাসীনা হইলেন। কেয়ূরক স্বকার্য্যসাধনে তৎপর রহিল। কাদম্বরী রাজার পরিচয় গ্রহণ ও মহাশ্বেতাকে কুশলাদি প্রশ্নের অবসানে স্বহস্তে তাম্বুলবীটিকা নির্ম্মাণ করিয়া মহাশ্বেতাকে দিতে উদ্যত হইলে তিনি অগ্রে রাজার হস্তে তাম্বুল প্রদান করিতে তাহাকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে ঈষৎ সহাস্য বদনা কাদম্বরী লজ্জায় নম্রমুখে চন্দ্রাপীড়ের হস্তে তাম্বুল প্রদান করিতে স্বহস্ত প্রসারিত করিবামাত্র অতি মাত্র আনন্দিত হইয়া রাজনন্দন তৎক্ষণাৎ তাহা লইলেন। করে২ স্পর্শ হইবাতে উভয়ে উভয়ের মন হরণ করিলেন। করেন কি, তদবস্থা সেই অবস্থা উভয়ের কেহই ব্যক্ত করিতে পারিলেন না; কিন্তু তাঁহাদের সমস্ত স্মরদশা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিহইতে লাগিল। ইতিমধ্যে কাদম্বরীর পিতা গন্ধর্ব্বাধিরাজ রাজা চিত্ররথ মহাশ্বেতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মহাশ্বেতা কাদম্বরীর মত লইয়া প্রাসাদ-সমীপস্থ প্রমদবন নামক রমণীয় উপবনে রাজা চন্দ্রাপীড়কে অবস্থিতি করিতে নির্দ্দেশ করিয়া চিত্ররথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে চলিলেন। চন্দ্রাপীড়ও তদনুসারে কাদম্বরীর কতিপয় পরিচারিকারে সঙ্গে লইয়া সেই উদ্যানস্থ মণিময় মন্দিরে যাইয়া অবস্থিতি করিলেন। এখানে কাদম্বরী কএক জন সহচরী-সমভিব্যাহারে চন্দ্রশালায় প্রবেশপূর্ব্বক মণিময় পর্য্যঙ্কে শয়ানা থাকিয়া মনে২ চিন্তা করিতে লাগিলেন; "আমি এ কি করিলাম? অজ্ঞাত-কুলশীল এই রাজনন্দনের সহিত সম্ভাষণ করিয়া বুঝি প্রমাদ ঘটা-

ইলাম। পরিবারের কেহ যদি আমার এবম্বিধ অপরিচিত পুরুষ সম্ভাষণ শুনিতে পায় তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয়।” এই রূপ চিন্তা করত কাদম্বরী শয্যাগতা থাকুন। এদিকে চন্দ্রাপাড় উপবনস্থ মন্দিরে অবস্থিতি করিয়া কাদম্বরীর রূপ লাবণ্য-মাধুরীতে মনোনিবেশ করিয়া কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর মহাশ্বেতার অনুরোধে কাদম্বরী স্নানাহ্নিকাদি সমাধা করিয়া কেয়ূরকের সঙ্গে মদলেখাকে দিয়া নানাবিধ উপাদেয় আহার দ্রব্যসামগ্রী বহু মূল্য বেশভূষাদি রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। চন্দ্রাপাড় তাহা ব্যবহার ও অভ্যবহার করিলেন। রজনী উপস্থিতা হইল। কাদম্বরী প্রিয় সমাগমোচিত বেশভূষা সমাধান করিয়া কতিপয় সহচরীর সঙ্গে চন্দ্রাপীড়কে দেখিতে চলিলেন। দূরহইতে দেখিতে পাইয়া চন্দ্রাপীড় বহুমান পুরঃসর গাত্রোত্থান করিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। পরস্পরের কুশলাদি প্রশ্ন অবসান হইলে পর কাদম্বরী নিজ নিকেতনে আগমন করিলেন। পর দিন মহাশ্বেতা পূর্ব্বকৃত প্রতিজ্ঞানুসারে কাদম্বরীকে কহিয়া রাজাকে বিদায় করিয়া দিলেন। তথায় গন্ধর্ব্বানীত অশ্বে আরূঢ় হইয়া রাজা আদৌ অচ্ছোদসরস্তীরে আইলেন। অনন্তর ইন্দ্রাযুধ নামা নিজ ঘোটকে আরোহণ করিয়া হিরণ্যপুর নিকটস্থ আপন সেনা নিবাশ স্থানে গমন করিলেন। সর্ব্বাগ্রে শিবিরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চন্দ্রাপাড় বৈশম্পায়ন ও পত্রলেখার সমীপে হেমকুট ও মহাশ্বেতার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণন করিয়া কহিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কেয়ূরক কাদম্বরীর প্রীতিদত্ত তাম্বুল কুসুম প্রভৃতি লইয়া উপস্থিত হইল; এবং সে সমস্ত রাজার হস্তে প্রদান করিল। তন্মধ্যে শেষহার নামক এক সর্প-মণিময় হার ছিল; তাহা বাহির করিয়া চন্দ্রাপীড়ের হস্তে প্রদান করিল। রাজাও পরম সন্তোষপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ করিলেন। মিত্র হস্তে পান দান ও নিজ গলে হার পরিধান করিলেন। পরে হস্তিশালায় গন্ধমাদন হস্তি দর্শনার্থ কেয়ূরককে একান্তে লইয়া গিয়া মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিবাতে সে কাদম্বরীর প্রীতির কথা সমস্ত বিজ্ঞাপন করিল। পর দিন আপনি পত্রলেখাকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রাযুধে আরোহণ করিলেন, এবং অপর ঘোটকে কেয়ূরককে সমারূঢ় করিয়া হেমকুটোপরি ক্রীড়া-কাননে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় দেখেন কাদম্বরী চন্দ্রাপীড় বিরহে নিতান্ত খিদ্যমানা ও রোরুদ্যমানা হইয়া কাল হরণ করিতেছেন। বহুতর প্রবোধদ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাজা পত্রলেখাকে কাদম্বরী-সমীপে রাখিয়া আপনি শিবিরে পুনর্ব্বার আগমন করিলেন। আগত মাত্রে দেখিলেন যে তাহার পিতা রাজা তারাপীড় স্বত্যয়কে আনয়নার্থ এক জন অশ্বারূঢকে দিয়া এক পত্র পাঠাইয়াছেন। পত্র প্রাপ্তিমাত্র তাহা পাঠ করিয়া দেখিলেন যে রাজা তারাপাড় শীঘ্র রাজধানীতে আসিতে লিখিয়াছেন।

অনন্তর বৈশম্পায়নকে সৈন্য সমভিব্যাহারে আসিতে অনুমতি প্রদান করিয়া আপনি সেই অশ্বারূঢ়ের সহিত একাকী উজ্জয়িনীর অভিমুখে চলিলেন। গৃহে উপস্থিত জনকজননী ও মন্ত্রিবর শুকলাল ও তৎপত্নী জননীসমা মনোরমাকে দর্শন বন্দনাদি করিয়া আত্মকশলাদি বিজ্ঞাপন করিয়া কহিলেন। পরে প্রিয়বর বৈশম্পায়ন সেনা সঙ্গে আসিতেছেন বলিয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিলেন।

এখানে হেমকুটে চন্দ্রাপীড়-রক্ষিত পত্রলেখার সহিত কাদম্বরীর নিরতিশয় প্রীতি হইয়াছিল।

একারণ তিনি তাহার সমীপে চন্দ্রাপীড়ের অনুরাগ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে পর পত্রলেখা রাজার কাদম্বরী প্রীতির বিষয় সমস্ত বর্ণনা করিল; এবং কহিল, "আমি অবিলম্বে তোমার সহিত রাজার মিলন করিয়া দিব"। ইহাতে কাদম্বরী পরমানন্দে কেয়ূরককে সঙ্গে দিয়া পত্রলেখাকে নানা প্রকার কৌশল শিখাইয়া রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিতে প্রস্তুত হইয়া কহিলেন, "পত্রলেখে! আমি বুঝিলাম যে তুমি কোন রূপে যে রাজপুত্রকে এস্থানে আনিতে পার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাকে আনিলে আমার ভদ্রতা রক্ষা হইবেক না; কেননা আমি মহাশ্বেতার সন্নিধানে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তুমি দুঃখিতা থাকিতে আমি কদাচ কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিব না। যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয় তাহা হইলে বড় লজ্জার বিষয়। ইহা না হইলেই বা কি কারণে সেই প্রেমভাজন প্রিয়তম রাজতনয় বার২ এস্থলে আসিয়া অপূর্ণ মনোরথে ফিরিয়া যাইবেন। আমি এক্ষণে তাহার বিরহে তন্মনস্ক হইয়া সর্বদাই তাহাকে হৃদয়মধ্যে দেখিতেছি। অতএব তাহাকে আসিতে অনুরোধ করণের আবশ্যক নাই।" এই সকল কথা কহিতে২ কাদম্বরী মূর্চ্ছিতপ্রায়া রহিলেন। পত্র লেখার বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইল যে ইনি রাজনন্দনের জন্যেই এতাদৃশাবস্থায় পতিতা হইলেন। সন্ধ্যা অতীত হইল দেখিয়া পত্রলেখা কাদম্বরীকে কহিতে লাগিল; "দেবি! ধৈর্য্য অবলম্বন কর। আমি এখনই যাইয়া রাজকুমারকে লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিতা হইব। ইহাতে অন্যথা ভাবিও না।" কাদম্বরী পত্রলেখার এতাদৃশ আশ্বাসবাক্য কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র বিষধরদংষ্ট ব্যক্তি বিষহর মন্ত্র শ্রবণে প্রত্যুজ্জীবিত হইবার ন্যায় একবার নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া তাহাকে কহিলেন; "পত্রলেখে! এক্ষণে তোমার যথারুচি উপায়ান্বেষণ কর।"

অনন্তর পত্রলেখা কেয়ূরককে সঙ্গে লইয়া রাজতনয়-সমীপে উপস্থিত হইল, এবং কাদম্বরীর আদ্যোপান্ত পূর্ব্বরাগ-সম্ভূত-স্মরাবস্থা বর্ণন করিয়া অবাঙ্মুখে ক্ষণকাল তুষ্ণীভাবে দণ্ডায়মানা রহিল। রাজতনয় তাহাকে কহিলেন, "পত্রলেখে! তুমিতো অগ্রেই এ সমস্ত বিষয় অবগত ছিলে, আমার তথায় অবস্থিতি কালে কেন জানাও নাই? এক্ষন আমি সন্নিহিত নহি; কি করিতে পারি?" এই কথা বলিতে২ পত্রলেখার হস্ত স্বহস্তে ধারণ করিয়া নিজ জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। সায়ংকাল অতীত হইলে তথাহইতে আসিয়া আপনার শয়নাগারে প্রবেশ করিলেন। শয়ন করিয়া রাজকুমার পত্রলেখার সহিত কেবল কাদম্বরীর রূপলাবন্যাদির বিষয়ে কথোপকথন করিতে২ নিশা যাপ করিলেন। রাজাকে চিন্তা সপত্নীর বশীভূত দেখিয়া নিদ্রারূপা প্রণয়িনী তাহার নয়ন পথ অতি ক্রমণ করিয়া দূরবর্ত্তিনী হইল।

পর দিন রাজা পত্রলেখার কর ধরিয়া পদব্রজে যাইতে২ শিপ্রা-নদী তটে উপস্থিত হইলেন। অশ্বপাল তৎপশ্চাৎ২ ইন্দ্রায়ুধকে বৃশ্মি ধরিয়া আগমন করিল। তথায় এক কার্ত্তিকেয়ের মন্দির ছিল। দেব দর্শনার্থ মন্দিরাভিমুখে যাইতেছেন, এমৎ সময়ে রাজা দেখিতে পাইলেন যে কতিপয় অশ্বারূঢ় ব্যক্তি অত্যন্ত দ্রুতবেগে আগমন করিতেছে। ইহাতে তিনি পার্শ্ববর্ত্তিনী পত্রলেখাকে কহিলেন; "আমার বোধ হয় যেন কেয়ূরক এই স্থানে আসিতেছে।" ইতিমধ্যে কেয়ূরক তথায় উপস্থিত ও দণ্ডবৎ ভূপচরণোপান্তে ভূমি পতিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল। রাজা তাহাকে স্বাগত প্রশ্নাবসানে জিজ্ঞাসিলেন, "কহ, কেয়ূরক

কি নিমিত্তে এ অসময়ে তোমার আগমন হইল? কাদম্বরীতো সর্ব্বতোভাবে কুশলে আছেন?”

কৌতুক কণা।

সলজ্জ চিকিৎসক।

এক ব্যক্তি চিকিৎসক সমাজ স্থান দিয়া গমন সময়ে আপনার মস্তক ও মুখ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিত, ইহাতে তত্রত্য জনেরা তাহাকে জিজ্ঞাসিল, “তোমার এতাদৃশ করণের কারণ কি?” সে কহিল, “এই সমাজ-স্থানস্থ শবদিগকে দেখিয়া আমার লজ্জা বোধ হয়; কেননা ইহারা সকলেই আমারই ঔষধ-সেবন-দ্বারা এই স্থানে প্রেরিত হইয়াছে।”

স্নানের চিহ্ন তীলক।

“আহোল” অর্থাৎ এক-দ্বিদর্শী কোন নেত্র রোগির নিকটে কোন সময়ে একটা কপোত আইল, ঐ সময়ে এক উদাসীন তথায় আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসিল, “মহাশয়, যাহার আহোল নামক নেত্র রোগ থাকে, সে কি যথার্থ এক বস্তু দুই করিয়া দেখিয়া থাকে?” সে প্রত্যুত্তর দিল, “যদি এ কথা সত্য হইত, তাহা হইলে আমি অবশ্যই এই নিকটস্থ দুইটি কপোতকে চারিটি দেখিতাম।”

সুপথ্য ও সুখাদ্য কি?

জনৈক বৈদ্যকে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, “পৃথিবীর মধ্যে পথ্য হয় অথচ সুখাদ্য এমত কি বস্তু আছে?” সে কহিল “ক্ষুধা”।

বিচার পতির নিকট কিদৃশ খাদ্য প্রাপ্য।

কেহ কোন কাজির সন্নিধানে গিয়া কহিল, “আমি অতি ক্ষুধার্ত্ত, আমাকে কিছু খাদ্য প্রদান করিতে অনুমতি করুণ।” তিনি কহিলেন, “রে মূর্খ, তুই ক্ষিপ্ত, কখন কি শুনিস্ নাই যে কাজির নিকট গালি খাওয়া ব্যতীত অন্য কিছুই খাইতে পাওয়া যায় না”।

কীদৃশ অপত্য চিরস্থায়ী।

লোকে কহিয়া থাকে, কোন ব্যক্তি সেকেন্দর শাহ নামক বাদশাহকে কহিয়াছিল; “আপনি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি; আপনি কতকগুলিন বিবাহ করুন্; তাহাতে আপনার অনেক সন্তান সন্ততি জন্মিতে পারিবেক; তদ্দ্বারা আপনার বংশের নাম ও সিংহাসন চিরস্থায়ী হইবেক”। বাদশাহ তদুত্তরে কহেন, “আপনার সদ্বিচার ও কীর্ত্তিই অনন্তকাল স্থায়ী হইয়া নাম রক্ষা করিবেক; পৃথিবীস্থ সমস্ত ব্যক্তির উপরি প্রভুত্ব সংস্থাপন করিয়া এককালে কামিনীগণের মায়া-জালে বদ্ধ হইয়া অধীনতা প্রকাশ করা অতি নির্ঘৃণের কর্ম্ম”।

সদুত্তর।

এক রাজা তনয়ের সহিত একত্রে মৃগয়ায় গমন করিয়াছিলেন। যাইতে২ পথিমধ্যে অতিশয় গ্রীষ্ম বোধ হওয়াতে আপনাদের গাত্রের বস্ত্রাদি বিমুক্ত করিয়া সমভিব্যাহারি এক জন বিদুষকের স্কন্ধে রাখিলেন। অনন্তর ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক তাহাকে কহিলেন; “রে বিদুষক, তোমার স্কন্ধে এক গর্দ্দভের বোঝা হইল।” সে কহিল, “একের কথা কি বলেন, বরং দুই গাদার হইয়াছে।”

কুব্জের বাঞ্ছা।

কেহ জনৈক কুব্জকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল যে, “তুমি আপনার পৃষ্ঠ সোজা হওয়া কি অন্যের পৃষ্ঠে তোমার তুল্য কুঁজ হওয়া চাহ?” সে কহিল, “অন্যের পৃষ্ঠে কুঁজ হওয়াই ভাল বাসি, কেননা

তাহা হইলে তাহারা যেমন আমাকে দেখিতেছে আমিও তদ্রূপ তাহাদিগকে দেখিতে পারি।”

প্রকৃত প্রত্যুত্তর।

এক বাদশাহ নিজ মন্ত্রির সহিত একত্রে খর্জ্জুর ফল ভক্ষণ করিতে ছিলেন। রাজা ভুক্ত-খর্জ্জুরের বীজ-সকল মন্ত্রির সম্মুখে ফেলিতে লাগিলেন। ভোজনানন্তর রাজা উপহাসচ্ছলে মন্ত্রিকে কহিলেন, “তুমি বড় উদরম্ভরি, এত খর্জ্জুর খাইয়াছ যে তাহার বীজ-সকল তোমার নিকটে রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে।” মন্ত্রি উত্তর করিল; “না মহারাজ, এমত নহে, বরং আপনিই উদরম্ভরি হইতে পারেন, কারণ আপনার সম্মুখে খর্জ্জুর কি তাহার বীজ কিছু মাত্র পড়ে নাই।”

অহঙ্কারের পথ্য।

এক ব্যক্তি উচ্চপদাভিষিক্ত হইলে তাহার কোন বন্ধু তাহার নিকটে আহ্লাদ করণার্থ আগমন করিল। সে জিজ্ঞাসিল; “তুমি কে? ও কি জন্য আসিয়াছ?” বন্ধু কহিল “আমি তোমার প্রাচীন বন্ধু, শুনিলাম তুমি অন্ধ হইয়াছ তজ্জন্য এখানে শোক প্রকাশ করিতে আসিয়াছি”।

চোর ধরিবার সদুপায়।

চোরকর্ত্তৃক জনৈক ফকিরের উষ্ণিশ অপহৃত হওয়াতে সে গোরস্থানে যাইয়া বসিল। লোকেরা তদ্দৃষ্টে কহিল; “আপনার পাগড়ি লইয়া চোর ঐ বাগানের দিকে চলিয়া গিয়াছে; আপনি এখানে বসিয়া কি করিতেছেন?” ফকির কহিল; “হাঁ এইক্ষণে সে পলাইয়াছে বটে; কিন্তু অবশেষে তাহাকে এখানে আসিতে হইবেক, এই জন্যেই এখানে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া রহিয়াছি।”

কোন্ ব্যবসায়ের দোষ অনায়াসে সম্বরণ হইতে পারে।

কোন চিত্রকর এক নগরে উপনীত হইয়া বৈদ্য ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইল। কিয়দ্দিন গতে তাহার দেশস্থ এক ব্যক্তি ঐ নগরে আগমনানন্তর তাহাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসিল, “তোমার এখন কি কর্ম্ম করা হয়?” সে কহিল, “চিকিৎসা ব্যবসায়।” প্রশ্নকর্ত্তা পুনর্জ্জিজ্ঞাসিল, “প্রাচীন ব্যবসায় পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়”? চিত্রকর উত্তর করিল; “কারণ এই ব্যবসায়ে কোন ত্রুটি হইলে তাহা অনায়াসে মৃত্তিকাসাৎ হইবেক”।

অকর্ম্মণ্য রাজা।

এক দিন সেকন্দর শাহ কোন এক বাতুলকে কহিলেন; “রে পাগল, তুই আমার নিকট কিছু যাচ্ঞা কর্।” সে কহিল, “আমি মাছির জ্বালায় বাঁচি না, যদি তুমি ইহাদিগকে বারণ কর তাহা হইলে সুখী হই”। সেকেন্দর কহিলেন, “যাহা অনায়াস সাধ্য এমন কিছু যাচ্ঞা কর।” সে কহিল, “যদি মাছিটাও তোমার সাধ্য না হইল তবে তোমার নিকট আমি আর কি চাহিব?”

কে কার?

কোন সময়ে এক ব্যক্তি মনে২ কহিতেছিল, “জগদীশ্বর স্বর্গ ও মর্ত্তে যে কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন, তৎতাবৎই আমার জন্য, সুতরাং তিনি আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ করিয়াছেন”। ইতিমধ্যে একটা মসা তাহার নাসিকার উপরি বসিয়া কহিল; “তোমার এত অহঙ্কার করা উপযুক্ত নহে, কেননা ঈশ্বর সৃষ্ট তাবৎ বস্তুই তোমার জন্য হইলেও তুমি আমার জন্য হইয়াছ; দেখ, আমি তোমার নাসিকায় বসিয়া তোমার রক্ত পান করিতেছি, ইহাতে আমি কি তোমা হইতে মহত্তর হইলাম না?”

কাহাকে আলোক ধরি?

এক জন অন্ধ রাত্রিকালে একটা প্রদীপ হস্তে

ও একটা কলসী মস্তকে লইয়া বাজারে যাইতেছিল। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া কহিল, “তুইত বড় নির্ব্বোধ, তোর পক্ষে দিবা রাত্রি তুল্য, তুই কি জন্য হস্তে একটা প্রদীপ লইয়া যাইতেছিস্?” সে কহিল, “সত্য বটে, কিন্তু এদীপ আমার জন্য নহে, কেবল তোমাদের নিমিত্তও লইয়া যাইতেছি, ইহা না লইলে অন্ধকারে তোমরা আমার এ কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পার”।

কবি ও গর্দ্দভে কত অন্তর।

এক জন দরিদ্র কবি এক ধনির অত্যন্ত সন্নিকটে গিয়া বসিল। উভয়ের মধ্যে এক বিতস্তি প্রমাণ স্থানের অতিরিক্ত স্থান ছিল না। ইহাতে ধনমত্ত অন্তঃকুপিত ঐ ধনী তাহাকে জিজ্ঞাসিল, “তোমার ও গর্দ্দভের মধ্যে কত অন্তর?” সে উত্তর করিল “কেন? এক বিতস্তি মাত্র।”

বিনা অঙ্গুরীয়কে বন্ধুর স্মরণ।

কোন কৃপণের সহিত এক ব্যক্তির বন্ধুতা ছিল। একদা সে কৃপণকে কহিল, “বন্ধো, দেশ বিদেশে ভ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তুমি আপন অঙ্গুরীয়কটি আমাকে দেও। আমি তাহা ধারণে ও সময়ে২ তদ্দর্শনে বিদেশে তোমার স্মরণ করিব।” সে কহিল, “যদি তুমি আমারে স্মরণ করিতে চাহ তাহা হইলে তুমি আপনার রিক্ত অঙ্গুলী দর্শন করিও; তদ্দৃষ্টে তখনই স্মরণ হইবে, যে আমি এই অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিবার জন্যে আমার বন্ধুর নিকট চাহিয়াছিলাম, তিনি আমাকে তাহা দেন নাই”।

ভূত ধরিবার পন্থা।

এক ব্যক্তি স্বপ্নাবস্থায় একটা ভূতকে দেখিল, ও তাহার গালে এক চপেটাঘাত করিয়া কহিল, “রে দুরাত্মন্, তুই কেবল প্রাণিগণকে প্রতারণা করিবার জন্য এত লম্বমান শ্মশ্রু ধারণ করিতেছিস্।” এই বলিয়া, তাহার শ্মশ্রু ধরিয়া পুনর্ব্বার আর এক চপেট ঘাত করিবামাত্র তাহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল, ও দেখিল যে আপনি আপনার দাড়ি ধরিয়া রহিয়াছে।

বিচার পতি হওনের অযোগ্যতা।

এক বাদশাহ এক জন বুদ্ধিমানকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন; “আমি তোমাকে এই নগরের বিচারপতি করিতে ইচ্ছা করি”। সে কহিল, “আমি এ কর্ম্মের উপযুক্ত পাত্র নহি”। বাদশাহ কহিলেন, “কেন?” সে কহিল, “যদি আমি সত্য কহিয়া থাকি, তবে আমার ক্ষমা করিবেন, ও যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি তাহা হইলে মিথ্যাবাদিকে এতাদৃশ পদাভিষিক্ত করা যুক্তিযুক্ত হয় না”।

***

দৃষ্টান্ত বিন্দু।

বাসার্থ পরের গৃহে কদাচ যাইবে না, গেলে তেজের হানি হয়, যেমন সমসূত্রপাতভাবে রবিমণ্ডল-মধ্যবাসী হইবার জন্যে গমন কালে চন্দ্রমণ্ডলের দিন ২ কান্তি হীন হইতে থাকে। ১০।

বিশ্বস্রষ্টা যে নিয়মে যাহাকে যেমন সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার অন্যথা কদাচ হয় না, যেমন কর্ণে বাক্য কহে না, রসনা তাহা শুনে না। ১২।

গুণির গুণগ্রহণে মূর্খ অসমর্থ হইলে গুণির কোন অনিষ্ট নাই; পেচক যে দিনের শোভা দেখে না, তাহাতে দিবসের কি হানি হয়? ১৩।

যেখানে পণ্ডিত নাই তথায় মূর্খের মান থাকে, যেমন সূর্য্যোদয় হইলে প্রদীপের আলোক কেহই লয় না। ১৪।

বুদ্ধিহীন ব্যক্তি সুবুদ্ধির বচনবৈদগ্ধী কি রূপে

জানিতে পারিবেক, ভেকে কখন কমলের সৌরভ জানিতে পারে না। ১৫।

খলেরা লোকের দোষ বিনা কদাচ গুণ গ্রহণ করে না, যেমন স্তনে জোঁক ধরাইলে রক্ত ব্যতীত দুগ্ধপান করে না। ১৭।

ধৈর্য্যেতেই কার্য্য সিদ্ধ হয়, অধীর হওয়ায় কোন ফল নাই, যথাযোগ্য সময়েই বৃক্ষে ফল হইয়া থাকে, অত্যন্ত জলসেচনাদিদ্বারাই যে অবিলম্বে ফলে, তাহা নহে। ১৮।

যাহাতে কোন কার্য্য না হয় তাহাতে যত্ন করিলে কি ফল? পর্ব্বতের উপরি কূপ খনন করিলে কি জল উঠে? ১৯।

যাহাদের কোন শঙ্কা ও লজ্জা নাই, তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে, যেমন দেবদেব মহাদেব সর্ব্বসমক্ষে দিগম্বর বেশে অর্দ্ধনারীশ্বর রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। ২০।

অতি মহাত্মা ব্যক্তির যৎসামান্যেতেই সন্তোষ হইয়া থাকে, যেমন হরের অর্কপুষ্প ও হরির তুলসী-দলে। ২১।

উত্তম বস্তু অনায়াসেই মন্দ হইতে পারে, কিন্তু মন্দ উত্তম হওয়া অতি সুকঠিন, যেমন কাঁজিস্পর্শে দুগ্ধ ছিন্ন হয়, কিন্তু কদাচ আর তাহা প্রকৃত দুগ্ধ হয় না। ২২।

ক্ষুদ্র ব্যক্তির মস্তকস্থ মুকুটও শোভার কারণ হয়, যেমন জ্যোৎস্না-তলস্থ সমস্ত বস্তু আলোকময় করে। ২৩।

স্বভাবতঃ রসিক হইলে শত্রুর প্রতিও রস বিতরণে ত্রুটি করে না, যেমন ইক্ষু যত নিষ্পীড়িত হয়, ততই রস দেয়। ২৪।

কুসঙ্গ করিতে গেলেই প্রকৃতির হানি হইয়া উঠে, যেমন মূককে বুঝাইতে গেলে মূকভাবাপন্ন হইতে হয়। ২৫।

প্রত্যেকের প্রকৃতি ভিন্ন২ হয়, কোটি যত্নেতেও তাহার ঐক্য দুঃসম্পাদ্য, যেমন সমুদ্রহইতে উৎপন্ন বিষ ও অমৃত উভয়ের ভিন্ন২ গুণ, একে প্রাণ নাশ, অন্যে জীবন দান করে। ২৬।

প্রীতিসত্ত্বে দুষ্টহইতেও কেহ অনিষ্ট আশঙ্কা করে না; যেমন ভ্রমর কেতকী-পুষ্পে আসক্ত হইয়া তাহার কণ্টকে গাত্র বিদ্ধ হইবার ভয় করে না। ২৭।

ধন যত বৃদ্ধি হইতে থাকে, পুরুষের বাসনা ততই বাড়ে, কিন্তু তাহার হ্রাসে তাহার হ্রাস কদাচ হয় না; যেমন জলের বৃদ্ধি অনুসারে কমল-নালের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু তাহার ন্যূনতায় ইহা ন্যূন হয় না। ২৮।

যাচ্ঞা সর্ব্বাপেক্ষা লঘু কর্ম্ম, ইহাতে মহত্ত্ব কিছু মাত্র থাকে না; ভগবান্‌ও বলিরাজার নিকট যাচ্ঞা করিবার সময়ে বামন হইয়াছিলেন। ২৯।

এক প্রকার মূলবস্তুজাত বস্তু-সকল কদাচ ভিন্নাকার হইতে পারে না, যেমন সূত্রনির্ম্মিত নানা বস্ত্র সূত্রই হয়, ও লৌহজন্ম নানাবিধ পাত্র এবং অস্ত্র লৌহ হইয়া থাকে। ৩০।

যেমন ব্যক্তির সেবা করা যায় তাহারি অনুরূপ ফল ফলে, যেমন রত্নাকর সেবায় রত্ন, সরোবর সেবায় শম্বুক। ৩১।

সদসৎ-সঙ্গ-করণের ফল সুখ-দুঃখ, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ লৌহকার ও গন্ধবণিকের দোকানে বসিলেই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। ৩২।

পদচ্যুত হইলে মিত্রও শত্রুতাচরণ করিয়া থাকেন, যেমন কমলিনী-নায়ক সূর্য্যদেব নিজ প্রণয়িনী কমলিনীকে স্বস্থান জলচ্যুতা হইলে শুষ্ক ও ম্লান এবং দগ্ধ করেন। ৩৩।

---

৩৬ বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, আশ্বিন। [২২ খণ্ড।

বিশপ্‌স কালেজ।

কলিকাতার সম্মুখস্থিত-ভাগীরথীর তট-সন্দর্শন।

যে পদার্থের নামাদি কিঞ্চিৎ প্রসঙ্গ জ্ঞাত থাকি তাহার বিবরণ শ্রবণে যাদৃশ তৃপ্তি জন্মে, সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞাত বস্তুর বিবরণ তাদৃশ মনঃপ্রসাদকর হয় না। সামান্যতঃ বোধ হইতে পারে যে নূতন বস্তুর বর্ণনাই অনেকের প্রীতিকর, কিন্তু মনের তত্ত্ব পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে ইহার বৈপরীত্যই স্পষ্ট সাব্যস্ত হয়। তদর্থে আমরা সাময়িক পত্রের সম্পাদকদিগকে সাক্ষিরূপে স্বীকার করি; তাঁহারা অক্লেশেই ইহার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিতে পারেন। কান্যকুব্জের বর্ণনা ও আনাহুয়াক-দেশের বিবরণ কোন এক পত্রে প্রকাশিত করিলে, পাঠকবৃন্দের অধিকাংশেই পূর্ব্বে-অশ্রুত আনাহুয়াক-দেশের বিবরণ-পরিবর্ত্তে বিখ্যাত কান্যকুব্জের বর্ণনা আদৌ আহ্লাদ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া থাকেন; অথচ কান্যকুব্জ-নগরের আখ্যানের কিয়দংশ তাঁহারা সকলেই জ্ঞাত আছেন, ও আনাহুয়াক-দেশের আশ্চর্য্য ইতিহাসের তুল্য প্রসঙ্গ তা-

হাতে কিছু মাত্র নাই। এই প্রচরদ্রূপরীতির কারণ কি অধুনা তাহা আমাদিগের অনুসন্ধেয় নহে। পরন্তু তাহার সত্যতায় নির্ভর করিয়া আমরা সম্প্রতি অজ্ঞাত-দূর-দেশের পরিবর্ত্তে কলিকাতার সম্মুখবর্ত্তি সুবিজ্ঞাত-ভাগিরথী-তটের বর্ণনে কৃত-সঙ্কল্প হইলাম। এবিষয়ে আমাদিগের যাহা বক্তব্য তাহা,বোধ হয়, পিতামহ-সম্পর্কীয় বৃদ্ধ-মহাশয়দিগের পক্ষে নূতন বোধ হইবেক না, ও তদ্বিষয়ে তাঁহারা আমাদিগকে অনেক সদুপদেশও প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু বিবিধার্থে মণিমুক্তাদির পরিবর্ত্তে লোষ্ট্রসঙ্গ্রহ করিলেও তাঁহারা, অনুমান করি, নপ্তৃ-সম্বন্ধ-বশতঃ উপহাসচ্ছলে এপর্য্যন্ত আমাদিগকে কোন পরামর্শ প্রদান করেন নাই; বিনা সাহায্যে আমরা স্বীয় সাধ্যানুসারে যাহা করি তদ্দৃষ্টেই স্মিত-মুখে স্তব্ধ থাকেন; সম্প্রতি এই প্রস্তাব রচনায় প্রাচীন-গল্প-কথন-রূপ তাঁহাদের স্বকীয় ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করাতে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা আমাদিগকে এতন্নগরসম্বন্ধীয় কোন উত্তম আখ্যায়িকার উপদেশ প্রদান করেন, ইহাও আমাদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য।

বিদেশীয় লোক পোতারোহণে গঙ্গাসাগরসঙ্গমদ্বারা কলিকাতায় আগমন সময়ে নগরের দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে বাম-পার্শ্বে একটি ত্রিতলগৃহ দেখিতে পান। তাহা অধুনা কোম্পানির উদ্যান-রক্ষকের আবাস স্থান। ষষ্টি বৎসর হইল ঐ উদ্যানের স্থাপনা হয়। এতদ্দেশীয় ও বিদেশীয় বৃক্ষলতাদির সঙ্গ্রহ ও প্রয়োজনীয় বিদেশীয় বৃক্ষাদির এতদ্দেশে প্রচার করণার্থে কর্ণেল্ কিড্ সাহেব ১৭৯২ সংবৎসরে ঐ উদ্যানের সূত্রপাত করেন, এবং তদবধি রক্সবরা, য্যাক্, বুকানান, ওয়ালিক্, গ্রিফিৎ প্রভৃতি কয়েক জন অতি প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্বিদ্যা-ব্যবসায়ির কর্ত্তৃত্বে তথায় তরুগুল্মাদির ধর্ম্ম নিরূপণ ও এতদ্দেশে উপকারজনক বৃক্ষাদির প্রচার সুচারুরূপে হইয়া আসিতেছে; পরন্তু ইউরোপখণ্ডে এতদ্রূপ উদ্যান উদ্ভিদ্বিদ্যানুশীলনার্থে যে প্রকার সাহায্যকর, সুশৃঙ্খলাভাব প্রযুক্ত প্রস্তাবিত উদ্যান তদ্রূপ উপকারি নহে। উদ্যানের মধ্য ভাগে উদ্যান সংস্থাপক সাহেবের এক সুচারু সমাধি স্থান আছে।

এই উদ্যানের উত্তরে একটি অতি কমনীয় অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। তাহার নাম "বিশপ্স কালেজ," অর্থাৎ প্রধান পাদরির চতুষ্পাটী। ৩৩ বৎসর হইল ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল। ইংরাজদিগের প্রসিদ্ধ প্রধান পাদরি মিডল্টন্ সাহেব এতদ্দেশীয় লোককে যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্মে পরিদীক্ষিত করত তদ্ধর্ম্মঘোষকতা কর্ম্মের উপযোগিতা সম্পাদনার্থে এই বিদ্যালয় নির্ম্মাণ করান। অধুনা তথায় এক গির্জা, এক চতুষ্পাটী, মুদ্রাযন্ত্র এবং শিষ্য ও শিক্ষকদিগের আবাসস্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠে এই অট্টালিকার এক চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ঐ রম্য প্রাসাদের যথার্থ শোভা ব্যক্ত হয় নাই। যাঁহারা সূর্য্যোদয় বা সূর্য্যাস্ত সময়ে গঙ্গার মধ্যভাগে তরণীহইতে ঐ অট্টালিকা সন্দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদিগদ্বারা তাহার যথার্থ সৌন্দর্য্যের অনুভব হইয়াছে।

বিশপ্স কালেজের কিয়দ্দূর অন্তরে শিবপুরের টেঁকের অগ্রভাগে "সালিমার" নামে বিখ্যাত একটী উত্তম অট্টালিকা আছে। ত্রিংশৎ বর্ষ হইল তাহাতে কলিকাতাস্থ প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি সের জান্ রইড্ সাহেব বসতি করিতেন। এই বাটীর অনতিদূরে শিবপুরের চর (চড়া)। শত বর্ষ পূর্ব্বে গঙ্গার গর্ভে এই চরের কোন চিহ্নও ছিল না। পঞ্চাশৎ বৎসরের মধ্যে এই চর উত্থিত হইয়া নদীর আয়তন সঙ্কীর্ণ, ও ঐ নদীদ্বারা জাহাজ যাতায়াতের ক্লেশ বৃদ্ধি, করিয়াছে।

উলুবেড়িয়ার দক্ষিণে গঙ্গার গর্ভে এপ্রকার চর দুই এক সপ্তাহের মধ্যে উত্থিত হয়, ও পরে অতি অল্প দিন মধ্যেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়া থাকে। প্রস্তাবিত চরের বাধা প্রযুক্ত ভাগিরথীর দক্ষিণ তট দিয়া অগ্র গমন না করিয়া আমাদিগকে বাম-তটাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। ঐ তট পূর্ব্বোক্ত তটাপেক্ষায় বিশেষ কমনীয়। তাহাতে প্রথমতঃ মুচিখোলার রম্য উদ্যান-সকল দৃষ্টি গোচর হয়। ইংরাজি ১৭৬৮ অব্দে ঐ সকল উদ্যা-নের কিছুই আরব্ধ হয নাই। তৎপরে অতি অল্পকাল মধ্যেই তত্রত্য অপূর্ব্ব অট্টালিকা ও তচ্চতুর্দিগ্বর্ত্তি রম্য পুষ্পবাটিকা ও তৃণক্ষেত্রাদি সংস্থাপিত হয়। ১৭৮০ অব্দে বিবি ফে লিখিয়াছি-লেন, "এই নদীতট অতিসুন্দর-অট্টালিকা-সমূহে পরিশোভিত। ঐ সকল অট্টালিকা কুঞ্জবন ও তৃণ-ক্ষেত্রে বেষ্টিত; এবং তাহাতে যে কোন পদার্থ দৃষ্টি-গোচর হয়, তৎ সমুদায়ই তন্নিবাসিদিগের সুখ-সম্পত্তির ও সদ্রসানুশীলনের সাক্ষ্যস্বরূপ বর্ত্তমান আছে।" বিবি ফের সময়হইতে এপর্য্যন্ত তথায় অনেক উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে; অতএব তাঁহার প্রশংসা বাক্য অধুনা অতি যোগ্য বোধ হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি?

মুচিখোলার উত্তরে খিদিরপুর। জনৈক ইংরা-জের এতদ্দেশীয়া স্ত্রীর গর্ব্ভজাত জেমস্ কিড্নামা এক ব্যক্তি ঐ উপনগরের সংস্থাপন করে; এবং তাহারই নামহইতে ঐ উপনগরের নাম "কি-ড়েরপুর" হয়। কিড়েরপুরের অপভ্রংশে অধুনা খিদিরপুর হইয়াছে। কিড্ সাহেব তথায় জাহাজ নির্ম্মাণ ও মেরামত করণের এক উত্তম স্থান সংস্থাপন করেন। তরণী-নির্ম্মাণের স্থানকে এত-দ্দেশে গুদি শব্দে কহে; কিন্তু কিড্ সাহেবকৃত গুদি তাঁহার নাম-সম্বলিত গুদি জ্ঞাপক ইংরাজি "ডক্" শব্দে বিখ্যাত। ঐ ডক্ অধুনা কোম্পা-নির সম্পত্তি। প্রয়াগে-গন্তব্য বাষ্পীয়-নৌকা-সকল তথায় মেরামত হইয়া থাকে।

খিদিরপুরের উত্তরে যে নালা তাহার নাম আদি গঙ্গা। ইহা টালির নালার সহিত গড়িয়াহাটে মিলিত হইয়া তেঁতুলবেড়িয়া পাঁচপোতা প্রভৃতি বন্যস্থান দিয়া সূর্য্যপুরের খালে মিশাইয়া সাগর গমন করে, এই হেতু গড়িয়ার দক্ষিণে রাজপুর বারুইপুর ইত্যাদি স্থানের গঙ্গা স্রোতোহীনা হইয়া আছে, তত্রত্য ধনিরা সে পদ্ধতিতে এক ২ খাত করিয়া পূর্ব্ববৎ গঙ্গার ন্যায় তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বকালের ভাগিরথী ঐ নালা দিয়া সমদ্রাভিমুখে গমন করিতেন; অল্পকাল হইল ঐ মার্গ পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন। ইংরাজি ১৭ ৬ অব্দে এই নালা "গোবিন্দপুরের খাড়ি" নামে বিখ্যাত ছিল। ঐ নালাহইতে চাঁদ-পালের ঘাট পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি ডিহি গোবিন্দপুর; পরন্তু গোবিন্দপুর-গ্রাম তৎসমুদায় স্থান ব্যাপ্ত করে নাই; অধুনা কোম্পানির দুর্গ যে স্থানে সংস্থিত তাহাই ঐ গ্রামের স্থিতি-স্থান। রাম-কান্ত ঘোষ নামা জনৈক ভূম্যধিকারী উক্ত গ্রা-মের প্রধান ছিলেন। দুর্গ নির্ম্মাণার্থে কোম্পানি তাঁহার ও অন্যান্য গ্রামবাসির নিকট উক্ত গ্রাম ক্রয় করত ১৭৫৭ অব্দে বর্ত্তমান উইলিয়ম দুর্গের সূত্রপাত করেন। এই দুর্গ নির্ম্মাণে দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছিল; এবং ইহার বপ্রোপরি ৭৮০ টা কামান সংস্থাপিত আছে। দুর্গের দক্ষিণ ভাগে এক বৃহৎ ঘাট দৃষ্ট হয়। পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ী মৃত জেম্স প্রিন্সেপ্* সাহেবের স্মরণার্থে ঐ ঘাট নির্ম্মিত হইয়াছে; পরন্তু সৌন্দর্য্য বা ব্যবহার

* তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি প্রাচীন পালি অনুশাসনপত্র পাঠ। তদ্বিবরণ বিবিধার্থের প্রথম পর্ব্বের ৫২ পত্রে প্রকাশিত আছে।

বিষয়ে ইহার কোন প্রশংসা নাই। উপকারিতা-সম্বন্ধে দুর্গের উত্তর ভাগস্থ ঘাট বিশেষ প্রসিদ্ধ। ২২ বৎসর হইল পুণ্যাত্মা রাজচন্দ্র মাড় বিপুল-ধন-ব্যয়-করিয়া এই সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করেন। তদবধি দিবা রাত্রি সহস্র ২ মনুষ্য ঐ ঘাট ব্যবহার করত তাঁহার ব্যয় সার্থক করিতেছে।

এই ঘাটের সন্নিকটে গঙ্গাহইতে জল উত্তোলন করণার্থে এক বাস্পীয় যন্ত্র স্থাপিত আছে; কিন্তু পাঠকবর্গ কেহই তদ্দ্বারা উত্তোলিত জল ব্যবহার করেন না, ও নগরের হিন্দু পল্লীতে তজ্জলদ্বারা রাজপথ অভিষিক্ত হয় না, সুতরাং উক্ত যন্ত্রের বর্ণনে বিমুখ হইয়া চাঁদপালঘাটে প্রস্থান করিলে কেহই বিরক্ত হইবার নহেন। শেষোক্ত ঘাট কলিকাতার অতি প্রাচীন ঘাটের মধ্যে গণ্য। যে সময়ে ইংরাজেরা কলিকাতার প্রান্তভাগে একটী ক্ষুদ্র কুঠি স্থাপিত করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায়ে নিযুক্ত ছিল, তৎকালে চাঁদপাল নামা এক জন মোদক ঐ ঘাট সন্নিকটে কুঠির হিন্দুকর্ম্মচারিদিগের ব্যবহারার্থ এক ক্ষুদ্র দোকানে মিষ্টান্নাদি বিক্রয় করিয়া কিঞ্চিৎ সম্পত্তি সঞ্চয় করিয়াছিল। তাহারই ব্যয়ে এই ঘাট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, পরন্তু তাহারই নামে উহা বিখ্যাত, ইহা প্রাচীন পুরুষদিগের অনেকেই জ্ঞাত আছেন। এই ঘাটের সহিত ইংরাজ সম্বন্ধীয় কলিকাতার ইতিহাসের অনেক সম্বন্ধ আছে। ইংরাজদিগের সমস্ত গবর্ণর জেনরল্ এই ঘাটে আসিয়াই ভারত-ভূমিতে প্রথম পাদার্পণ করেন, এবং এই স্থানহইতেই তাঁহাদের অনেকে বিদায় লইয়াছেন। সুপ্রিম কোর্ট নামক বিচারালয়ের প্রথম বিচারপতি ইম্পে সাহেব এই স্থানে পাদুকাবিহীন হিন্দু-দৃষ্টে সহযোগি এক জন বিচারপতিকে কহিয়াছিলেন; "ভ্রাত; দেখ, কোম্পানি এতদ্দেশীয় লোককে কি দুর্দ্দশাগ্রস্ত করিয়াছে; ইহাদিগের জুতা ও মোজা পরিবারও সম্পত্তি নাই। আমরা ত্বরায় ইহাদিগের মঙ্গলের যত্ন করিব"। অপর ফ্রান্‌সিস্ সাহেব এই ঘাটে নাবিবার সময় ১৯ টি তোপধ্বনি শ্রবণ করিবেন তাঁহার যে প্রত্যাশা ছিল তদন্যথা সম্মান সূচক ১৭ টি তোপধ্বনি শুনিয়া গবর্ণর হেষ্টিংস্ সাহেবের শত্রুত্বে কৃত-সঙ্কল্প হন, যাহাতে নন্দকুমারের ফাঁসি ও হেষ্টিংস্ সাহেবের নামে অভিযোগ বিষয়ক তুমুল ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

চাঁদপালের ঘাটের কিয়দ্দূর উত্তরে কাল্বিন্ ঘাট। তথায় পূর্ব্বে এক খাল ছিল; তদ্দ্বারা গঙ্গা বাদার সহিত সম্মিলিতা হইয়াছিল। লার্ড-সাহেবের বাটীর উত্তরভাগস্থ রাজপথ উক্ত খালের গর্ভদেশ। ঐ খালের অগ্রভাগে এতদ্দেশীয় তরণি মেরামত হইত, এই কারণ লোকে ইহাকে কাঁচা-গুদির ঘাট শব্দে বিধান করিত। অধুনা ঐ খালের কোন চিহ্ন নাই; পরন্তু প্রাচীন মানচিত্রে ইহা স্পষ্টরূপে চিত্রিত আছে। ইহার অনতিদূরে পুলিস্ ঘাট। তাহার পুরোভাগে এক সুচারু অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তাহা প্রাচীন নহে। তাহার নাম "মেট্‌কাপ্-হাল" কয়েক বর্ষ হইল কলিকাতাস্থ সাধারণ গ্রন্থালয় সংস্থাপনার্থে তাহা নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই ঘাটের নিকটে ইংরাজদিগের বাণিজ্য বিষয়ক কর্ম্ম কর্ত্তার আবাস ছিল, ও তাঁহার আলয়ের পশ্চাৎ হইতে লালদীঘি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমিতে এক রম্য উদ্যান ছিল। ১৭৫৬ অব্দে ইংরাজেরা কলিকাতা জয় করত অধুনা যে স্থানে লার্ড সাহেবের বাটী আছে, তথায় কর্ম্ম কর্ত্তার নিমিত্তে এক বাটী স্থাপন করেন, এবং কর্ম্মকর্ত্তার প্রাচীন বাটীতে পোত সম্পর্কীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে "বংসাল" নামক এক কার্য্যালয় সংস্থাপিত করেন।

বংসালের উত্তরে কয়লা-ঘাট। পূর্ব্বে তাহার সম্মুখে যে বাটী ছিল, তাহাতে বাণিজ্য-বিষয়ক শুল্ক-সঙ্গ্রহকারক কর্ম্মকারির কার্য্যালয় নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই কার্য্যালয়কে লোকে "পরমিট্" শব্দে কহে। ঐ পরমিট্ ঘরহইতে পুরাতন কিল্লার ঘাট-পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি, যাহাতে অধুনা খাতাবাড়ী ও পরমিট আছে,তাহাতে পূর্ব্বে ইংরাজদিগের আদিম দুর্গ সংস্থাপিত ছিল। ঐ দুর্গ ইংরাজি ১৭০০ অব্দে অতি সঙ্গোপনে নির্ম্মিত হইয়া ১৭৫৬ অব্দ পর্য্যন্ত দুর্গরূপে ব্যবহৃত হইয়াছিল। শেষোক্ত বর্ষে নূতন দুর্গের শিলারোপ অর্থাৎ পত্তন হওনাবধি ইহা পরিত্যক্ত হয়; পরন্তু তৎপরে ৬৩ বৎসর ঐ দুর্গের বাটীসমূহ বর্ত্তমান ছিল। ১৮২০ অব্দে তৎসমুদায় নির্মূলীভূত হয়। ১৭৫৬ অব্দে নবাব সিরাজউদ্দৌলা দ্বারা কলিকাতার অধিকার হওন সময়ে তাঁহার জনৈক সেনানায়কের অনবধানতায় ১৪৬জন ইংরাজ এক অত্যন্ত ক্ষুদ্র গহে কারাবদ্ধ হয়, ও তাহাতে রুদ্ধ-শ্বাস হইয়া তাহাদের ১২৩ ব্যক্তি এক রাত্রিমধ্যে মরিয়া যায়। এই ভয়ানক ব্যাপার চিরস্মরণীয়-করণার্থে ইংরাজেরা লালদীঘির বায়ু-কোণে এই দুগের একাংশে এক উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। ১৮২০ অব্দ পর্য্যন্ত তাহা বর্ত্তমান থাকে। কিল্লা-নির্ম্মূল করণ-সময়ে তাহারও নির্ম্মূল হয়। পুরাতন দুর্গের পত্তন ও তচ্চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি স্থানের প্রাচীন ইতিহাস অতি শ্রুতি-সুখকর, এবং এই স্থানে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে আমাদিগের মানস ছিল, কিন্তু যে বান্ধবের প্রচুর-সাহায্যানুরোধে এই প্রস্তাব-লেখক আপন সম্বন্ধে "আমরা" শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তিনি কলিকাতার প্রাচীন-ইতিহাস-বিষয়ে ত্বরায় এক প্রস্তাব বিবৃত করিবেন; অতএব অধুনা তদ্বিষয়ে স্তব্ধ থাকিয়া ক্লাইব্ ইষ্ট্রিট্ ও বিবিরাসের ঘাট সন্নিকট দিয়া রাজা দেবীসিংহের ঘাটে প্রস্থান করিব।

ঐ ঘাট নির্ম্মাতা সৈলিলক্রমে পূর্ণিয়ার করসঙ্গ্রহ-কার্য্যে ব্রতী হইয়া প্রজাদিগের দৈহিক-যাতনা দিয়া এমৎ পীড়ন করিয়াছিল যে তাহা অকর্ত্তব্য নহে; এবং মুরসিদাবাদের তাদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া গণিকাগণের ইজারা লইয়াছিল। তৎপরে তাঁহার সদৃশস্বভাবী হেষ্টিংস্ সাহেবের সাহায্যে প্রভু ভৃত্য উভয়ে প্রচুর উৎকোচরসে মুগ্ধ হইয়া দিনাজপুর প্রদেশ উৎসন্ন করিয়াছিল। শেষোক্ত কার্য্যে হেষ্টিংস্ সাহেব ৩,০০,০০০ টাকা উৎকোচ লইয়াছিলেন।

তৎপরে কয়েকটা নুতন ঘাটের অভ্যন্তরে দিবান কাশীনাথের ঘাট। পূর্ব্বে ইহা শরবনে পরিপূর্ণ, ও কদমতলার-ঘাট নামে বিখ্যাত ছিল। কিংবদন্তী আছে, বনমধ্যে একটি অতি যৎসামান্য পর্ণকুটীরে শাহজুম্মা নামা এক যবন ফকীর বাস করিত। সে প্রথমতঃ সুন্দর-বন হইতে কলিকাতায় আগমন করে, এবং তাহার প্রতি কাশীনাথ বাবুর ভক্তি দৃষ্টে তাঁহাকে তপোবলে প্রচুর সম্পত্তি প্রদান করে। সে যাহা হউক, সপ্ততি বৎসর গত হইল কাশীনাথ বাবু কলিকাতার এক জন প্রধান ধনাঢ্য মান্য ও সৎকীর্ত্তিশালি-ব্যক্তিরূপে গণ্য ছিলেন। তৎকালে ইংরাজ গবর্ণর ও কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ের বিচারপতি ইম্পে সাহেবের সহিত কাশীযোড়ার রাজার সম্বন্ধে যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হয় তাহাতে দিবান কাশীনাথ এক পক্ষের প্রধান ছিলেন। শাহজুম্মার মৃত্যুর পর কাশীনাথ বাবু কদমতলার ঘাট আপন নামে বিখ্যাত করেন। পূর্ব্বে ঐ ঘাটের অভ্যন্তরে অপর এক ঘাট ছিল, তাহার নাম হজুরিমল্লের ঘাট। অধুনা তাহার কোন চিহ্ন নাই। বাণিজ্যবিষয়ে শেষোক্ত ঘাট

অতি প্রসিদ্ধ ছিল। সপ্ততিবর্ষপূর্ব্বে হজুরিমল্লের তুল্য ধনী কলিকাতায় কেহ ছিল না, এই হেতুই একটা সামান্য কথা প্রচার আছে—

"গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি।
বনমালী সরকারের বাড়ি॥
হজুরি মল্লের কড়ি।
উমিচাঁদের দাড়ি॥"

শ্রুত আছে হজুরিমল্ল শিখধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; এবং তাঁহার বাটীতে ৩০ সম্প্রদায় গায়ক দিবারাত্র তদ্ধর্ম্ম-প্রণেতা গুরুনানকের মহিমা গান করিত। অধুনা বৈঠকখানা-বাজারের সন্নিকটে একটি গলি তাঁহার নামে প্রচলিত আছে।

অন্তঃপর টাক্‌সাল্। তাহার নির্ম্মাণ ও তত্রত্য আশ্চর্য্য যন্ত্র-সকল যাহাতে প্রত্যহ ৬,০০,০০০ টাকা মুদ্রিত হইতে পারে, তদ্বিরণ প্রকাশকরণার্থে একটি স্বতন্ত্র প্রস্তাব প্রকটন করণের অভিপ্রায় আছে। তদুত্তরস্থ দশ বারটি নব্য ঘাট গলিত শব ও গঙ্গার তট পূরণের জন্য নগর পরিষ্কারের মল ও জঞ্জালে পরিপূর্ণ; তদুল্লেখে ঘৃণা সহ্য না করিয়া বনমালীসরকারের ঘাটের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিব; তদ্দর্শনে তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্যের স্মরণ হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত পদে তাঁহার বাটীর উত্তমতা ইঙ্গিত হইয়াছে; ফলতঃ অন্যান্য বাটীর সহিত তুলনায় তৎকালে সে বাটী অতি উত্তম ছিল; এ পর্য্যন্তও তাহার ধ্বংসাবশেষ কিঞ্চিৎ বর্ত্তমান আছে। বনমালী সরকারের ঘাটের কিয়দ্দূর উত্তরে রঘুরাম মিত্রের ঘাট, অধুনা তাহার নাম বাঘবাজারের ঘাট। তাহা দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত বিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্রের পুত্র সংস্থাপন করেন। উদ্ধৃত পদ্যে ঘাট নির্ম্মাতার পিতা ছড়ির মাহাত্ম্য বিষয়ে বিখ্যাত আছেন। ঐ ছড়ি কি প্রকারে বলবতী হইয়াছিল, তাহার সুবোধার্থে কলিকাতার প্রাচীন রাজকার্য্য বিষয়ক বৃত্তান্ত এই স্থলে উদ্ধৃত করিতে হইল।

প্রথমাবস্থায় এতদ্দেশে ইংরাজ কর্ম্মকারিদিগের বেতন অতি অল্প ছিল। প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তৎকালে ৩০০ টাকা মাত্র মাসিক বেতন প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার অধীন কর্ম্মকারিরা অপেক্ষাকৃত অল্পবেতনে নিযুক্ত ছিল; অনেকে ৫০ টাকার ঊর্দ্ধ বেতন প্রাপ্ত হইত না; কিন্তু ঐ অল্পপুরস্কারে ইংরাজ বণিকেরা কি সন্তুষ্ট থাকিতে পারে? সকলেই নিজ২ লাভার্থে স্বতন্ত্র বাণিজ্য করিত, এবং নানা প্রকারে এতদ্দেশীয় লোকের অনিষ্ট করত আপন২ অভীষ্ট সাধনে ব্যগ্র ছিল। অপর কেহই এক কর্ম্মে দীর্ঘকাল নিযুক্ত থাকিত না, পুনঃ২ পদ পরিবর্ত্তন করিত। কলিকাতার কর সঙ্গ্রহ কার্য্যে যে ব্যক্তি নিযুক্ত হইত, সে জমিদার শব্দে বিখ্যাত ছিল। সে ব্যক্তি এতদ্দেশীয় লোক সম্বন্ধীয় বিবাদের বিচার করিত, ভূমির রাজস্ব সঙ্গ্রহ করিত, নগরস্থ অষ্টাদশটি বাজার ইজারা দিত, ধান্য, তণ্ডুল, ছোলা, ঘৃত, তামাক, তাম্বুল, সূতা, তৈল, কার্পাস, গুবাকাদি সকল পদার্থের শুল্ক সঙ্গ্রহ করিত, একচাটিয়া বাণিজ্যের *ইজারা দিত; ফলতঃ হিন্দু সম্বন্ধে সে অধিরাজ হইতেও অধিক ক্ষমতাপন্ন ছিল; অথচ তাহার বার্ষিক বেতন ২০০০ টাকার অধিক ছিল না; এবং তাহাও সে ক্রমাগত এক বৎসরকাল ভোগ করিতে পারিত না। বর্ষে এক দুই কদাপি তিন বার কর্ম্মকারির পরিবর্ত্তন হইত; সুতরাং যে সকল লোক তৎকর্ম্মে নিযুক্ত হইত, তাহারা কেহই তৎকর্ম্ম-সাধনের উপযুক্ত হইত

* কাচ প্রস্তুত করণ, বাক্স প্রস্তুত করণ, সিন্দুর বিক্রয়, অহিফেণ বিক্রয়, বাজি বিক্রয়, পুরাতন ভগ্ন লৌহ পাত্র ক্রয় বিক্রয়, পেরেক বিক্রয় ইত্যাদি নানাবিধ বণিক কর্ম্মের একচাটিয়া ছিল। তদ্বিষয়ে জমিদার সাহেব যাহা করিতেন, তাহার অন্যথা হইবার উপায় ছিল না।

না; হইলেও কেহ তাহাতে মনোনিবেশ করিত না; সকলেই কর্ম্মালয়ের দিবানের প্রতি সমস্ত ভারার্পণ করত স্বয়ং নিজ২ বাণিজ্য-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকিত। এই প্রযুক্ত, বস্তুতঃ উক্ত দিবানই কলিকাতার রাজস্বরূপ হইত। গোবিন্দরাম মিত্র এই দিবানি কর্ম্মে ১৭২০ অবধি ১৭৫০ অব্দ পর্য্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন, এবং যদিচ তাঁহার বেতন প্রথমতঃ ৩০ পরে ৫০ টাকা মাত্র ছিল, অথচ তিনি ঐ ব্যাপক কাল মধ্যে অনেক ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন; ও আপন প্রভু জমিদারের নামে বিচার বিতরণ করণচ্ছলে আপন ছড়ির মাহাত্ম্য সুচারু রূপে প্রচারিত করিয়াছিলেন।

কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ।

(২১৩-পত্র হইতে ক্রমাগত।)

এই সকল প্রশ্ন করিতে২ রাজা কেয়ূরক ও পত্রলেখাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপনার ক্রীড়োপবনে গমন করিলেন। তথায় স্নানাহ্নিকভোজনাদি ক্রিয়া সমাপনান্তে অপরাহ্নে কেয়ূরককে সমীপে আহ্বান করিয়া কাদম্বরীর বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে পর সে আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করিয়া কহিল। রাজা তচ্ছ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত ও মূর্চ্ছিত হইলেন। অনেক শুশ্রূষাদ্বারা কেয়ূরক ও পত্রলেখা রাজাকে সচেতন করিলে পর তিনি তাহাদিগকে কহিলেন; "শুন, তোমরা কাদম্বরীর অবস্থা দেখিয়াছ; এক্ষণে তদপেক্ষায় আমার অধিক যাতনা হইয়াছে। যদি তাঁহার মনে২ এমৎ অভিপ্রায় ছিল, তবে তিনি পূর্ব্বে কেন ব্যক্ত করেন নাই। ভাল, লজ্জা প্রযুক্ত স্বয়ং কহিতে অসমর্থা হইয়াও যদি তিনি তোমাদের কাহারো দ্বারা মনোগত-ভাব জানাইতেন, তাহা হইলেও আমরা পরস্পর পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতাম। এখন কি করি? মনোরথ নদী পার হওয়া তো অধুনা সুকঠিন হইয়া উঠিল। সে যাহা হউক, যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, তথাপি একবার উভয়ের ইষ্টসাধনে যত্ন পাইতে হইবেক।" ইত্যাদি নানা প্রকার কথোপকথন হইতে২ সূর্য্য অস্ত গেলেন। রাজা চন্দ্রাপীড়ের চিন্তার সহিত বিভাবরী বর্দ্ধমানা দেখিয়া কেয়ূরক রাজসন্নিধানে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিল; "মহারাজ! ধীর হউন, হেমকূট যাত্রার উপায় দেখুন"। এই সমস্ত পরামর্শ ও চিন্তা করিতে২ রাত্রি অবসন্না হইল। প্রাতঃকালে জনশ্রুতিদ্বারা রাজার শ্রবণগোচর হইল যে তাঁহার পরমমিত্র বৈশম্পায়ন রাজকীয় সেনা সঙ্গে লইয়া দশপুরী নামক স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, অবিলম্বেই রাজধানীতে আসিবেন। ইহাতে তিনি পরমানন্দে মিত্র সঙ্গে হেমকূট যাত্রার সদ্যুক্তি করিতে মনস্থ করিয়া কেয়ূরকের নিকট আজ্ঞা করাতে সে নিবেদন করিল; "মহারাজ! আপনি বৈশম্পায়নের সহিত পরামর্শ করিয়া অবিলম্বে হেমকূটযাত্রায় যত্ন করুন; আমি অগ্রে যাইয়া কাদম্বরীর নিকটে আপনার আগমন-বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন করিয়া তাহাকে সুস্থা করি"। এই কথা শুনিবামাত্র চন্দ্রাপীড় পরমানন্দিতমনে তাহাকে আলিঙ্গনাদি করিয়া বিদায় করিলেন। তৎসমভিব্যাহারে মেঘনাদ নামক এক জন প্রতীহাররক্ষী ও পত্রলেখাকে দিয়া কহিয়া পাঠাইলেন, "আমি বৈশম্পায়নের সহিত ইতিকর্ত্তব্যতা স্থির করিয়া অবিলম্বেই যাইতেছি"।

তাহারা তথা হইতে গমন করিলে পর চন্দ্রাপীড় বৈশম্পায়নের নিকট দশপুরীতে পত্র পাঠাইয়া আপনি পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন। যথাবিধানে রাজপুত্র পিতৃচরণে

সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলে তিনি পুত্রের মুখচুম্বন মস্তকাঘ্রাণ করিয়া নিকটে বসাইলেন; এবং শুকনাসকে কহিলেন, "মন্ত্রিবর! রাজকুমার এক্ষণে দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছেন, ইহার বিবাহ দেওয়া অতি আবশ্যক। অতএব তুমি অন্তঃপুরমধ্যে যাইয়া বিলাসবতীর সহিত পরামর্শ স্থির কর; অনন্তর কন্যা অন্বেষণ করিতে হইবেক"। ইহা কহিয়া সকলেই রাজ্ঞী সমীপে অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

সমনন্তর চন্দ্রাপীড় জনক জননীর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইন্দ্রায়ুধ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া দশপুরীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। বন্ধু দর্শন লালসায় চন্দ্রাপীড় অতি সত্বর সেনামধ্যে যাইয়া উপস্থিত হইবামাত্র সৈন্যেরা তাঁহাকে দণ্ডবদ্ভূমিপতিত হইয়া প্রণাম করিল; ও চন্দ্রাপীড়ের প্রশ্নোত্তরে কহিল; "মহারাজকুমার! আপনি বৈশম্পায়নকে সেনা সঙ্গে পশ্চাৎ আসিতে আদেশ করিয়া রাজধানী যাত্রা করিলে পর তিনি লোক পরম্পরায় শুনিলেন, যে সেনানিবেশ স্থানহইতে দশক্রোশ দূরে অচ্ছোদ নামক এক অপূর্ব্ব সরোবর আছে, তথায় পর্ব্বদিনে স্নান ও তত্তট প্রতিষ্ঠাপিত ত্র্যম্বক নামক দেবদেব মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে নর অনায়াসে ভবসাগর পারে যাইতে সমর্থ হয়। এতাদৃশ তীর্থ মাহাত্ম্য শ্রবণে তিনি কতিপয় রাজকীয় পুরুষ সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় যাত্রা করিলেন, ও উপস্থিত হইয়া অকস্মাৎ ক্ষিপ্তচিত্তবৎ ইতস্ততঃ ভ্রমণ তৎপর রহিলেন। সঙ্গিগণের সান্ত্বনায় তাঁহার মনের কিঞ্চিন্মাত্র শান্তি জন্মিল না। আনিতে উদ্যত হইবাতে আইলেন না। কাহারো সহিত সম্ভাষণ হাস্য পরিহাসাদি কিছুই করেন না। নানা প্রযত্ন করিয়াও তাঁহার মনে প্রবোধ দেওয়া যায় নাই। এক্ষণে মৌনাবলম্বী একাগ্রচিত্ত যোগির ন্যায় তথায় অবস্থিতি করিতেছেন। আমরা কালাতিপাতে বৃদ্ধ ভূপতির ক্রোধের সম্ভাবনা বোধ করিয়া তাঁহাকে না লইয়াই চলিয়া আইলাম। তিনি শরীর-গতকুশলে আছেন, তদ্বিষয়ে মহারাজকুমারের কিছুমাত্র চিন্তা নাই"। এই সংবাদ শুনিয়া চন্দ্রাপীড় "আমিই তাহাকে লইয়া আসিব" এই সংকল্প মনে ২ স্থির করিয়া সেনা সমভিব্যাহারে উজ্জয়িনীতে আইলেন।

এস্থলে শুকনাস ও মনোরমা নিজ তনয় বৈশম্পায়নের এবম্ভূত দুর্দ্দশা-বৃত্তান্ত লোক পরম্পরায় শুনিতে পাইয়া তদ্দিনে নিতান্ত ক্ষোভসাগরে নিমগ্ন হইয়া নিজগৃহে আছেন। এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া রাজা তারাপীড় ও তন্মহিষী বিলাসবতী প্রবোধ দানছলে মন্ত্রিগৃহে তৎকালে উপস্থিত ছিলেন। এমৎকালে চন্দ্রাপীড় রাজভবনে আসিয়া এই সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণমাত্র অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া শুকনাসের গৃহে গমন করিলেন। তথায় গিয়া দেখেন সকলই রোরুদ্যমান। ইহাতে তিনি নিতান্ত কুণ্ঠিতভাবে সকলকে যথাযোগ্য অভিবাদনাদি করিয়া তাহাদের নিকটে সমাসীন হইলেন। তখন তারাপীড় নিজ তনয়কে কহিলেন, "বৎস, তোমারই অনবধানতাতে আমার মন্ত্রিবর শুকনাসের এতাদৃশ অনির্ব্বচনীয় মনঃক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে, অতএব ইহার যদি কোন প্রতীকার থাকে চেষ্টা কর"। পিতার এতাদৃশ অনুজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র রাজতনয় তৎক্ষণাৎ নিবেদন করিলেন, "পিতঃ! আপনার আশীর্ব্বাদে আমিই তাহাকে অবিলম্বে সঙ্গে লইয়া আসিব চিন্তিত হইবেন না"। ইহা কহিয়া রাজকুমার হর্ষ প্রফুল্লমনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। বুঝি বিধাতা অনুকূল হইয়া আমার কাদম্বরীর প্রাপ্তির সূত্রপাত করিয়া দিলেন। ক্ষণ-

কাল বিলম্বে রাজা ও রাজ্ঞী নিতান্ত দুঃখিত-মনে নিজ তনয়কে বৈশম্পায়নের আনয়ন হেতু বিদায় প্রদান করিলেন। চন্দ্রাপীড় নগরহইতে বহির্গমন করিয়া যাইতে২ পথিমধ্যে চিন্তা করিতে লাগিলেন, আমি অগ্রে সুহৃদ্বর বৈশম্পায়নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মহাশ্বেতার সঙ্গে দেখা করিব। পরে তাহার সমভিব্যাহারে হেমকূটে যাইয়া কাদম্বরীকে দেখিব। তদনন্তর পত্রলেখা, মদলেখা, কেয়ূরক প্রভৃতির সহিত দর্শনাদি করিব। ইত্যাদি চিন্তা করিতে২ পথিমধ্যেই মেঘনাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কোথাও বৈশম্পায়নের অনুসন্ধান পাইয়াছ"। ইহাতে সে নিবেদন করিল "মহারাজকুমার! বৈশম্পায়ন কোন স্থানে গিয়াছেন, কি কোথায় আছেন তদ্বিষয়ে তাহার কোন বার্ত্তাই শুনিতে পাই নাই। মধ্যে বর্ষাকাল সম্মুখ দেখিয়া পত্রলেখা আমাকে কহিলেন, 'মেঘনাদ! বোধ হয় রাজা তারাপীড় এ সময়ে চন্দ্রাপীড়কে স্থানান্তর গমনে অনুমতি প্রদান করিবেন না, সুতরাং তাঁহার এস্থলে আগমনের সম্যক্ ব্যাঘাত দেখিতে পাই; আমরাতো অগ্রেই এখানে আসিয়াছি। অতএব তুমি একবার চন্দ্রাপীড়ের নিকটে যাও দেখি। এক্ষণে তোমার এখানে অবস্থিতি করণের তো কোন আবশ্যক দেখিতে পাই না'। পত্রলেখার এতাদৃশ বাক্যে আমি আপনকার চরণোপান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অন্যত্র কুত্রাপি যাই নাই; কোন সমাচার কহিতেও পারি না"। চন্দ্রাপীড় সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মেঘনাদকে সঙ্গে লইলেন, এবং অচ্ছোদ-সরস্তীরাভিমুখে চলিলেন। দুই তিন ক্রোশ পথ অবশিষ্ট থাকিতে২ রাজা মনে২ যুক্তি করিয়া সঙ্গিগণকে জানাইলেন; "আমরা যদি এককালে সকলে একত্র গমন করি, তাহা হইলে বৈশম্পায়ন জানিতে পারিয়া স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেও করিতে পারেন, অতএব একদা একত্রে না যাইয়া পৃথক্ ২-ভাবে চতুর্দ্দিক্ দিয়া ঐ স্থলে উপস্থান করা উচিত"। এতদ্রূপ প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া সকলেই পৃথক্ ২হইয়া তদন্বেষণে চলিলেন। কেহ কুত্রাপি তাহার কোন উপষ্টম্ভই পাইলেন না। তাহাতে চন্দ্রাপীড় নিরতিশয় শোকসাগরে মগ্ন হইয়া মহাশ্বেতার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন, এবং দেখিলেন, মহাশ্বেতা অনবরত-গলিত-বাষ্প-বারি-ধারা-কুল-লোচনে কুটীরদ্বারে উপবিষ্টা আছেন রাজা তৎপার্শ্বস্থ শিলাপট্টে সমাসীন হইয়া তৎপরিচারিকা তরলিকাকে জিজ্ঞাসিলেন; "তরলিকে! কি কারণে দেবী মহাশ্বেতা রোদন করিতেছেন?" ইহাতে মহাশ্বেতা সবাষ্পগদ্গদস্বরে আপনিই উত্তর করিতে লাগিলেন; "মহারাজ! আর জিজ্ঞাসেন কি? আমি অতি মন্দ ভাগ্যবতী। যে রূপে বন্ধু স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আমার এস্থলে অবস্থান আপনি সকলি জানেন। মধ্যে এক দিন আপনার মত এক যুবা পুরুষ আসিয়া আমার আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন; এবং আমার সমীপে উপবিষ্ট হইয়া প্রীতিসম্ভাষণ করিতে মনস্থ করিয়া ঔদ্ধত্য প্রকাশ পূর্ব্বক আমার ব্রতভঙ্গে প্রযত্ন করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মনে২ বড়ই গ্লানি জন্মিতে লাগিল। কি করি উপায়ান্তর কিছুই দেখিতে পাই না। মনে২ করিলাম হা বিধাতঃ! লোকে ও শাস্ত্রে তোমাকে অনাথনাথ অশরণ-শরণ বলিয়া থাকে। আমি অভাগা এই বিপদ্গ্রস্তা হইয়াছি, কৃপা করিয়া আমাকে এ বিপদ্হইতে উদ্ধার করুন। এতাদৃশ চিন্তাবসানে চন্দ্রলোকাভিমুখে কহিতে লাগিলাম। 'হে পরমেশ্বর

অন্তর্যামিন্! যদি আমি পুণ্ডরীক ব্যতীত অন্য কোন পুরুষকে স্বপ্নেও জানিয়া থাকি তাহা হইলে যেন এখনি আমি ভস্মীভূতা হই, নচেৎ এই পাপাত্মা ধূর্ত্ত যুবক যেমন কুৎসিতাভিসন্ধিতে শুকের মত প্রণয়ালাপ করিতেছে, তেমনি যেন এখনি শুকযোনিগত হয়, এই কথা মম্মুখবিনির্গত হইবামাত্র ঐ যুবক ছিন্নমূলদ্রুমের ন্যায় তৎক্ষণাৎ ভূমিপতিত ও ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। তখনই উহার অন্বেষণকারি কতিপয় পরিজন আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা উহার তাদৃশী গতি স্বচক্ষুতে অবলোকন করিয়া, "হা চন্দ্রাপীড়-প্রিয়বয়স্য বৈশম্পায়ন!" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। তাহাতেই আমি জানিতে পারিলাম যে আপনার সুহৃদ্ বৈশম্পায়নের ঈদৃশী গতি হইল। ইহাতেই মহারাজ! আমি অহর্নিশ রোদন করিতেছি"। চন্দ্রাপীড় মহাশ্বেতার প্রমুখাৎ প্রিয়বয়স্যের এবম্ভূতা বার্ত্তা কর্ণগোচর করিয়া মনে২ জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; "হে পরমকারুণিক পরাৎপর পরমেশ্বর! আমি জন্মজন্মান্তরে কত দুষ্কৃত কর্ম্ম করিয়াছিলাম, যে তৎপ্রযুক্ত কাদম্বরী সহবাসসুখে আমাকে বঞ্চিত হইতে হইল। সে যাহা হউক ভগবন্ এই করিও, যেন জন্মান্তরে সেই প্রাণপ্রিয়তমা কাদম্বরীকে প্রাপ্ত হইয়া আত্মাকে চরিতার্থ করিতে পারি"। এই কথা বলিতে২ চন্দ্রাপীড়ের হৃদয় বিদীর্ণ ও প্রাণ প্রয়াণ হইয়া গেল। মহাশ্বেতা দর্শনমাত্র অতিমাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া তরলিকার সহিত "হা কাদম্বরী-প্রাণ-বল্লভ"! বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল।

এদিকে কাদম্বরী জনশ্রুতিদ্বারা অবগত হইলেন, যে চন্দ্রাপীড় অচ্ছোদসরস্তীরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ইহাতে তিনি নানাবিধ উপহার গ্রহণ করিয়া মদলেখা পত্রলেখা ও কেয়ূরকের সহিত চন্দ্রাপীড় সন্নিধানে আগমন করিয়া দেখেন তিনি লোকান্তর গমন করিয়াছেন। কাদম্বরী দৃষ্টিমাত্র "হা হতাস্মি" বলিয়া নানা প্রকার বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন, এবং কহিলেন, "পত্রলেখে! শীঘ্র চিতা রচনা করিয়া দেও, আমি এখন অগ্নি প্রবেশিয়া প্রাণ প্রিয়তমের সঙ্গিনী হইব"। ইতিমধ্যে চন্দ্রাপীড়ের দেহ হইতে এক অনির্ব্বচনীয় দিব্যজ্যোতিঃ নির্গত হইয়া গগণমণ্ডলে আরোহণ করিল; এবং পুরুষাকারে কহিতে লাগিল, "কাদম্বরি! তোমার মরণের আবশ্যক নাই, তুমি চন্দ্রাপীড়ের মৃত শরীর লইয়া স্বহস্তে সেবাদি সমাধা কর, ইনি পুনর্ব্বার জীবন পাইবেন; আমি চন্দ্রদেব, আমার দ্বিতীয় তেজে ইহার শরীর উৎপন্ন হয়, এ শরীর যুগসহস্রেও নষ্ট হইবার নহে। তুমি ইহা অগ্নি সংস্কারাদি দ্বারা বিনষ্ট করিও না। পুণ্ডরীক দেহঅবসান করিলে আমি মহাশ্বেতাকেও এই রূপ আশ্বাসিয়া সেই শব লইয়া চন্দ্রলোকে রাখিয়াছি; তাহা অদ্যাপি দেদীপ্যমান আছে"। এই সমস্ত আকাশবাণী সকলেই ঊর্দ্ধমুখে শুনিতেছে, এমৎ সময়ে পত্রলেখা অশ্বপালের হস্ত হইতে ইন্দ্রায়ুধ ঘোটক লইয়া, "চন্দ্রাপীড় বিনা তোমার পৃথ্বীতে অবস্থান করা বিড়ম্বনা মাত্র" এই কথা বলিয়া অচ্ছোদ সরোবরে তাহাকে নিক্ষেপ করিল, এবং আপনিও তাহাতে ঝম্প দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিল। ক্ষণকাল বিলম্বে ঐ সরোবরহইতে সেই পুণ্ডরীকসহচর কপিঞ্জল শৈবাল-বেষ্টিত-মস্তকে গাত্রোত্থান করিয়া মহাশ্বেতাকে জিজ্ঞাসিলেন "কেমন গন্ধর্ব্বরাজনন্দিনি! তুমি আমাকে চিনিতে পার? ইহাতে মহাশ্বেতা তাহাকে "প্রাণেশ্বর পুণ্ডরীক-

প্রিয়” বলিয়া প্রণাম করিলেন। তখন কপিঞ্জল কহিতে লাগিলেন “মহাশ্বেতে! শ্রবণ কর, যৎকালে তুমি পুণ্ডরীক শোকে অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলে তখন আমি তোমাকে তদবস্থায় ফেলিয়া “কোথায় প্রিয় সুহৃদ্‌কে লইয়া যাও” বলিয়া আকাশপথে উঠিলাম। কিন্তু সেই শবগৃহীতা তেজোময় পুরুষ কিছুমাত্র উত্তর না দিয়া সেই শরীর লইয়া চন্দ্রলোকে গমন করিল, এবং মহোদয়া নাম্নী এক শিলার উপরি তাহা রাখিয়া আমাকে কহিল “কপিঞ্জল! অবধান কর দেখি, আমি চন্দ্র, নিয়তিক্রমে জগতের হিতার্থ উদয় হইয়া থাকি। তোমার সখা পুণ্ডরীক মদনবাণে আহত হইয়া আমাকে বিরহোদ্দীপন বোধে প্রাণাবসান সময়ে বিনা কারণে এই বলিয়া অভিসম্পাত করিলেন, যে “যেমন প্রিয়া-বিরহে আমার প্রাণ প্রয়াণ হইল, তেমনি তুমিও মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া আমার মত প্রণয়িনীর বিচ্ছেদে দুই জন্ম দেহ অবসান করিও। আমিও তচ্ছ্রবণে তাহাকে ঐ প্রকার শাপ দিলাম। পরে জানিতে পারিলাম মহাশ্বেতার জন্যেই ইহার এই রূপ অবস্থা ঘটিয়াছে। কি করি এখন পুণ্ডরীকতো দুই জন্ম আমার সহিত মর্ত্ত্যভূমিতে জন্ম পরিগ্রহ করিতে চলিলেন। সুতরাং মহাশ্বেতার অনুরোধে আমাকে তাহার স্বয়ংবৃত ভর্ত্তৃ পুণ্ডরীকের মৃত শরীর লইয়া নাশ শঙ্কায় শাপ মোচন পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে হইল। তিনি আমার অনাত্মীয়া নহেন। আমারি কিরণোৎপন্ন অপ্সরা বংশোদ্ভবা গৌরীর গর্ভজাতা; অতএব তুমি সত্বরে যাইয়া পুণ্ডরীকের পিতা মহাত্মা শ্বেতকেতুকে এই সংবাদ কহ”। এই কথা শুনিবামাত্র আমি ব্যস্তসমস্তে মুগ্ধ প্রায় হইয়া মুনি সন্নিধানে আসিবার সময়ে দৈবাৎ গগণমার্গগামী কোন এক দেবর্ষিকে লঙ্ঘন করিলাম। ঋষি অতিশয় ক্রুদ্ধভাবে “যেমন আমাকে অশ্ব ন্যায় লঙ্ঘন করিলি তেমনি মর্ত্ত্যলোকে অশ্ব হইয়া জন্মগ্রহণ কর” বলিয়া শাপ প্রদান করিলেন। তখন আমি গলবদ্ধ-বস্ত্রে কৃতাঞ্জলি-পুটে দেব-তপোধনের চরণের শরণ লইয়া বিনয় পূর্ব্বক কহিতে লাগিলাম; “প্রভোঃ! অজ্ঞানপূর্ব্বক এই অপরাধ হইয়াছে ক্ষমা করুন”। ইহাতে কহিলেন, “আমার বাক্য অন্যথা হইবেক না। ভাল, কিছু কাল তোর নিজ মিত্র শরীর পালক চন্দ্রাবতারের বাহন হইয়া থাক। তাহার শাপান্ত কালে জলাবগাহন করিলেই তুই মুক্তশাপ হইবি”। এই রূপ দেবর্ষি বাক্যের অবসানেই আমি তথায় সমুদ্রে পতিত ও জলমগ্ন হইয়া গেলাম। ক্ষণকাল বিলম্বে ঘোটক হইয়া তীরে উঠিলে পর পারস্যরাজ আমাকে লইয়া রাজা তারাপীড়কে উপঢৌকন দেন। তিনি নিজ তনয় চন্দ্রাবতার চন্দ্রাপীড়ের হস্তে বাহন করিবার জন্যে আমাকে সমর্পণ করিলেন। শীঘ্র মুক্ত হইবার বাসনাতেই আমি চন্দ্রাপীড়কে কিন্নর মিথুনের অনুধাবন ছলে এই গন্ধর্ব্ব ভূমিতে উপস্থিত করিয়াছিলাম”।

হস্তি ধরিবার প্রথা।

বন্য হস্তি-সকল কি প্রকারে ধৃত হইয়া এতদ্দেশে ব্যবহারার্থ আনীত হয় তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত প্রায় অনেকেই জানেন না, কেননা যে সকল প্রথা এতদ্দেশীয় লোক প্রমুখাৎ শ্রুত হওয়া যায় তাহার অধিকাংশ অলীক, প্রকৃত অত্যল্পমাত্র। এতদ্বিষয়ে শ্রীযুক্ত নক্‌স সাহেব যে প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পাঠকবর্গের সুগোচরার্থে পত্রারূঢ় করিয়া প্রচার করিতেছি।
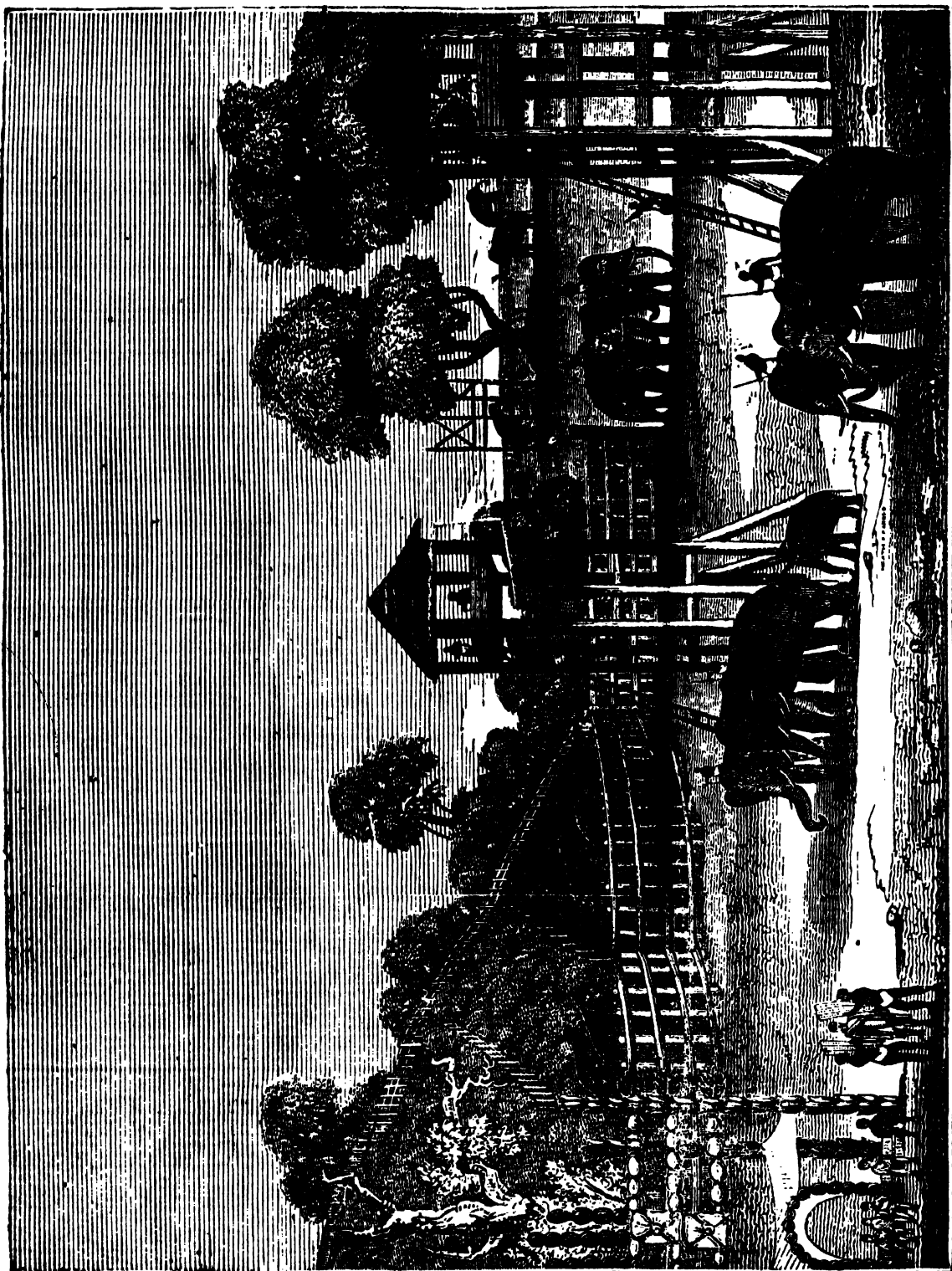
হাতী ধরিবার প্রথা।

হস্তি-ধরা-ব্যাপার বহুতর ধন ব্যয় ও আয়াস-সাধ্য। লঙ্কাদ্বীপে হস্তি-সকল যৎকালে যূথবদ্ধ হইয়া কোন বিশাল-ক্ষেত্রের-মধ্যগত হয়, তৎকালে তাহাদিগকে ধরিবার জন্য আদৌ ১০।১৫ ক্রোশ স্থান মণ্ডলাকারে ব্যাপিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে আলোকময় করিতে হয়। ঐ সকল আলোক অধিক দূরস্থ হওয়া উচিত নহে; ও সতত প্রজ্বলিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। ও তাহার মধ্যে সহস্র২ মনুষ্য থাকা আবশ্যক। ভুমি হইতে ২।।০ হস্ত ঊর্দ্ধে ঐ আলোক এক২ বংশাদির স্তম্ভের উপরি জ্বালা যায়। সে সকল ১২ হস্তের অধিক দূরস্থ হয় না। আর ঐ সকল স্তম্ভ ক্রমে২ অগ্রে সরাইয়া আনে। ঐ স্তম্ভের উপরি কিঞ্চিৎ কর্দ্দম দিয়া তদুপরি কাষ্ঠাদি দগ্ধ করত দীপের কর্ম্ম সমাধা করে, ও বৃষ্ট্যাদিতে ঐ দীপ নির্ব্বাণ না হইবার জন্য নারিকেল-পত্রদ্বারা ছাদ করিয়া তদুপরি রাখে। আলোক দৃষ্টে হস্তিরা যতো পরস্পর সন্নিকট হইতে থাকে তাহাদিগের ধৃত-করণোন্মুখ ব্যক্তিরা তত প্রতিদিন ক্রমে২ ঐ সকল আলোক অগ্রবর্ত্তি করিয়া ক্ষেত্রমণ্ডলী সঙ্কীর্ণ করে। প্রতি দিন ঐ মণ্ডলাকার আলোক অর্দ্ধপোয়া পথ পর্য্যন্ত অগ্রসর করে। হস্তিরা মনে করিলে এ সকল অনায়াসেই ভগ্ন ও পলায়ন করিতে সমর্থ হয়, সন্দেহ নাই; কিন্তু তৎকালে সতর্কতা-পূর্ব্বক এমৎ অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হয় যাহাতে তাহারা ঐ আলোকসকলের মধ্য দিয়া না পলাইতে পারে। জনতার গোলমালে ও অগ্নি-শিখায় তাহাদের এতাদৃশ ভয় যে পলায়নে কৃতোদ্যম হইলেও শীকারিরা যদি সুদৃঢ় হয়, তাহাতে অনায়াসে তদবলম্বনে তাহাদিগকে ফিরাইতে পারে।

প্রত্যহ দ্বীপসকল অগ্রসর করিতে২ হস্তিযূথ অবশেষে অতি ক্ষুদ্র মণ্ডলাকার স্থানে অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। তদনন্তর হস্তি গ্রাহকেরা সেই মণ্ডলের এক দিকে অতি স্থূল কাষ্ঠের বেড়া দিয়া ফন্দিয়ালের অবয়বের ন্যায় এমৎ অপ্রশস্ত স্থান প্রস্তুত করে যে সে পথ দিয়া একটি হস্তী যথাকথঞ্চিদ্রূপে নির্গত হইতে পারে। আর তখন পর্য্যন্তও ঐ অপ্রশস্ত মণ্ডলাকার-মধ্যে রুদ্ধ-হস্তিযূথের চতুর্দ্দিগে পূর্ব্ববৎ আলোক প্রজ্বলিত রাখে। অপর ঐ সময়ে ঐ মণ্ডলের চতুর্দ্দিকে অতি স্থূল কাষ্ঠের সুদৃঢ় বেড়া দেয়, ও তাহাতে নানাবিধ ঝোপ ঝাড় লতা পাতা বেষ্টন করিয়া রাখে। হস্তিরা বন ভ্রমে তাহা ভগ্ন করিয়া পলায়ন করিতে চেষ্টা করে না; কদাপি তাহা করিলেও ঐ চেষ্টা নিষ্ফল হয়। হস্তিযূথ যে মণ্ডলে অবরুদ্ধ হয় তাহার পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ। তাহারি সহযুক্ত অপর একটি ক্ষুদ্র অল্পায়তন মণ্ডল প্রস্তুতীকৃত হয়। তাহার দৈর্ঘ্য পরিমাণ, ৬৫ ও প্রস্থ পরিমাণ ১৩ হস্তের অধিক হয় না। তাহার মধ্য দিয়া প্রায় তিন হাত গভীর একটা খাত কাটিয়া রাখে। হস্তি সকল অগ্নি ভয়ে ভীত হইয়া বৃহৎ মণ্ডল হইতে সেই সূঁড়ি পথ দিয়া একে২ ঐ ক্ষুদ্র মণ্ডল মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করে। এই ক্ষুদ্র মণ্ডলে বৃহৎ২ বৃক্ষের গুঁড়ি-নির্ম্মিত অতি সুদৃঢ় বেড়া থাকে। এই অবস্থায় হস্তিরা বেড়া ভাঙ্গিয়া পলায়, শুনা গিয়াছে, কিন্তু এমন প্রায় ঘটে না। বড় মণ্ডলাকার বেড়ার মধ্যে হস্তিযূথ পরস্পর সন্নিকটবর্ত্তি হইলে পর তাহাদিগকে তাড়িত করিয়া তথাহইতে ক্ষুদ্র মণ্ডলাকার বেড়ার মধ্যে প্রবেশিত করাইবার জন্যে বড় মণ্ডলে পূর্ব্ববৎ আলোক সন্নিকট করিতে হয়। একে২ ক্ষুদ্র মণ্ডলে আসিয়া যখন হস্তিরা একত্র হয় তখন তাহাদের আর দেহসঞ্চালনের স্থান থাকে না। যা-

ছারা আলো দেয় তাহারা তখন ঐ দীপাধারের নিকটহইতে পলায়ন করে; নচেৎ তাহাদিগের উপরি হস্তি-সকল আক্রমণ করিতে পারে। ঐ মণ্ডলের মধ্যে হস্তি-সকল প্রবিষ্ট হইলে তাহার দ্বারে কতকগুলা দীর্ঘ অর্গল স্থাপন করত তাহা অবরুদ্ধ করে।

অগ্নির আলোক ও শিকারিদের কোলাহলে যখন হস্তি-সকল ভয়ে নিশ্চল ও নিস্পন্দ হইয়া সঙ্কুচিত থাকে, তৎকালে মণ্ডল পার্শ্বে ফন্দিয়ালের ন্যায় সঙ্কীর্ণ পথের দ্বার বিমোচন করিলেই, হস্তিরা তন্মধ্যে প্রবেশ করে। কেহ বেড়া ভগ্ন করিতে চেষ্টান্বিত হইলে শিকারিরা বরছী দ্বারা তাহার শুণ্ডে আঘাত করে, তাহাতে সে নিরস্ত হইয়া অবশেষে অপ্রশস্ত বেড়ার অগ্রভাগে অবরুদ্ধ হয়। সেই স্থান এতাদৃশ সঙ্কীর্ণ যে তাহাতে হস্তির পার্শ্ব পরিবর্ত্তনের উপায় থাকে না। তৎকালে শিকারিরা তাহাদের পদ ও গলদেশে রজ্জু বন্ধন করে। হস্তী ঐ বন্ধনহইতে মুক্ত হওনার্থে নানাবিধ চেষ্টা ও মুহুর্মুহুঃ ভীমনাদ করিতে থাকে, কিন্তু শিকারিকর্ত্তৃক অনবরত বরছীদ্বারা মস্তক ও শুণ্ডে আহত হইলে অবশেষে তাহাদের ঔদ্ধত্য শান্ত হইয়া পড়ে।

হস্তিরা পদ ও গলে বন্ধন এবং অনবরত তাদৃশাঘাতে নিতান্ত দান্ত হইলে পর শিকারিরা দুইটা পোষা হস্তিকে বেড়ার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান রাখে। তাহারা ঐ অবরুদ্ধ হস্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া আদৌ তাহার বদনের আঘ্রাণ লয়, এবং তাহার দন্ত হইয়াছে কি না তাহা নিরূপণ করে। অতঃপর শিকারিরা ঐ অবরুদ্ধ হস্তির গলস্থ রজ্জু ঐ গৃহপালিত হস্তিদ্বয়ের দেহে একত্র করিয়া বদ্ধ করে; ও তৎপরেই সেই বেড়ার দ্বার বিমুক্ত করে। তাহাতে বদ্ধ হস্তী তৎক্ষণাৎ ঐ পার্শ্বস্থ হস্তিদ্বয়ের মধ্যস্থ হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু তাহার পশ্চাৎ পদদ্বয় বদ্ধ থাকাতে তাহাদের সহিত অধিক দূরে যাইতে পারে না। এই অবস্থায় হস্তিত্রয়কে কিয়ৎকাল রাখিয়া পরে শিকারিরা গৃহপালিত হস্তির পৃষ্ঠে আরোহণ করত সকলকে অতি দৃঢ় করিয়া বদ্ধ করে।

এবম্প্রকারে বন্যহস্তী বদ্ধ হইলে পর শিকারিরা তাহাকে সন্নিকটবর্ত্তি দুই স্থূল বৃক্ষের মধ্যগত স্থানে আনিয়া তাহাকে ঐ বৃক্ষদ্বয়ে অতি দৃঢ় করিয়া বন্ধন করে। নিকটবর্ত্তি বৃক্ষ সুপ্রাপ্য না হইলে অতি স্থূল কাষ্ঠের এক মঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার তলে বন্যহস্তিকে বদ্ধ করে, এবং আপনারা মঞ্চোপরি অবস্থিতি করে; ও হস্তির ভোজ্যার্থে নারীকেল-পত্র, নবীন-কদলী-বৃক্ষ ও জল তাহার সম্মুখে স্থাপন করে। কিন্তু গৃহপালিত হস্তিরা বন্যহস্তির নিকটহইতে দূরে গমন করিলেই বন্যহস্তী উন্মত্ত হইয়া পত্র বৃক্ষাদি দূরে নিক্ষেপ করত অত্যন্ত চীৎকার করিতে থাকে; এবং সাধ্যানুসারে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সমগ্র চেষ্টা করে। কিন্তু এবম্প্রকারে দুই তিন দিবস গত হইলে পর তাহারা ক্ষুধা তৃষ্ণায় অত্যন্ত পিড়ীত হইয়া অবশেষে পান ভক্ষণে প্রবৃত্ত হয়; ও শিকারিরা গৃহপালিত হস্তির সাহায্যে তাহাদিগকে ক্রমশঃ এক বা দুই মাস কালে বশীকৃত ও সুশিক্ষিত করে। কোন২ হস্তী অত্যন্ত স্বাধীনতাপ্রিয়; সে কোন ক্রমে বশীভূত হয় না; অনাহারে বন্ধন-মুক্তির বিফল-চেষ্টায় অবশেষে প্রাণত্যাগ করে; হস্ত্যপেক্ষায় হস্তিনীরা এ প্রকারে অধিক নষ্ট হইয়া থাকে। প্রথম বন্ধনাবস্থায় হস্তিরা যে চীৎকার করে তাহাতে ক্রমে২ ক্রোধ, গর্জ্জন, খেদ, দুঃখ, ও নিরাশের লক্ষণ

স্পষ্ট প্রতীত হয়, এবং অবশেষে তাহাদিগের নয়নে অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে দেখা গিয়া থাকে।

ইদানীন্তন * পশু-সকলের মধ্যে হস্তী যাদৃশ বৃহৎ, তাহার বুদ্ধি তাদৃশ সূক্ষ্ম। তাহারা বাক্য উচ্চারণ করে না বটে, পরন্তু হস্তিপালের আজ্ঞানুসারে সকল কর্ম্মই করিয়া থাকে। ভৃত্যেরা প্রভুর আজ্ঞায় যে প্রকারে কর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, হস্তিরা তদপেক্ষায় ইতর নহে। এতদ্বিষয়ে এক ২ উদ্ভট বাক্য শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়, কিন্তু তদ্বিস্তার গৃহপালিত হস্তির বিবরণ প্রসঙ্গে উপযুক্ত, অতএব এই স্থলেই অধুনা এই প্রস্তাবের উপসংহার করা গেল।

* পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে হস্ত্যপেক্ষায় অতি বৃহৎ ২ পশুর প্রচার ছিল। অধুনা তাহার প্রস্তরীভূত-অস্থিমাত্র অবশিষ্ট আছে।
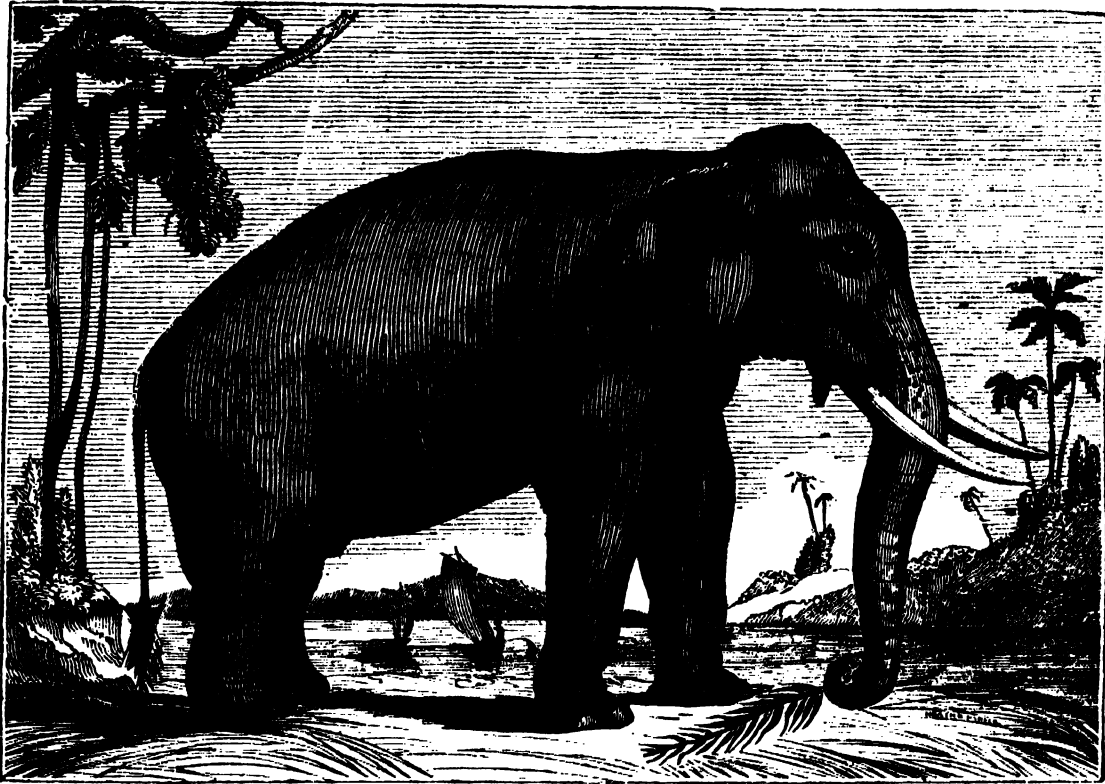
হাইদর্ আলি।

(৭২ পৃষ্ঠের পর ক্রমাগত।)

হাইদর্ মহীসুরের অধীশ্বর হইয়া স্বাধিকার চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহীসুরের অন্তর্গত শীরম, চিত্রদুর্গ ও অন্যান্য কতিপয় প্রদেশের রাজা ও পল্লিগারেরা পূর্ব্বোল্লিখিত গোলযোগ সময়ে এক প্রকার স্বাধীন হইয়া উঠিয়াছিল, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বীয় হস্তগত করেন। তৎপরে তিনি বেডনোর রাজ্য গ্রহণ করেন। এই রাজ্য অতি প্রসিদ্ধ ধনশালী ছিল। তাহা ঘাটাধ্য

পর্বতোপরি প্রায় ৩৩৩৩ হাত উর্দ্ধে স্থিত। তথায় প্রচুর-বৃষ্টি-পতনদ্বারা বিশাল অরণ্য ও অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হইত। স্বভাবতঃ দুর্গম হওয়াতে বহুকালাবধি ভিন্ন দেশীয় রাজারা কেহ তাহা আক্রমণ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাহার শাসনকর্ত্তারা নির্ব্বিঘ্নে পুরুষানুক্রমে বিপুল বিভব সঞ্চয় করিয়াছিলেন। হাইদরের সৈন্য এই প্রদেশের রাজপাটে প্রবেশ করিবামাত্র তত্রত্য ভয়াতুর প্রজারা রাজধানীতে অনল সংলগ্ন করিয়া অদূরবর্ত্তী অরণ্যে প্রস্থান করিল; অতএব হাইদর্ অনায়াসে এই বিখ্যাত ঐশ্বর্য্যশালি নগর-লুঠদ্বারা প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। তিনি স্বয়ং ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে তাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ গৌরবরূপ প্রাসাদের সোপানস্বরূপ হইল।

মানব-সৌভাগ্য চিরকাল স্থায়ী নহে, সময়ে২ তাহা তিমিরাচ্ছন্ন বা অস্তমত হইয়া থাকে; হাইদরের পক্ষে ঐ নিয়মের অন্যথা হয় নাই। বেড়্নুর দেশ জয় করণের কিয়ৎ কাল পরে মাধোরাও নামক একজন অতি প্রধান মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি বহু সঙ্খ্যক এক দল অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া মহীসুর আক্রমণ করেন। হাইদর্ ঐ মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, ও অগত্যা তাহাদিগকে অনেক ভূমি ও নগদ ৩২ লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পরন্তু এই বিপদ্ বহুকাল ব্যাপক হয় নাই। ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তিনি মল্লবার-বেলাস্থিত কালিকুট্ট নামক প্রসিদ্ধ নগরের স্বাধীনত্ব হরণে প্রবৃত্ত হন। তথাকার জামরীণ্ নামা বিখ্যাত রাজা তাঁহাকে নিবারণ করিবার নিমিত্ত অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু হাইদর্ কিছুতেই পরাভূত না হইয়া যখন নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তখন জামরীণ্ নিরুপায় হইয়া সঙ্গ্রামে ভঙ্গ দিলেন, ও স্বয়ং কুলীন অমাত্য-সমভিব্যাহারে সন্ধি স্থাপনার্থে হাইদরের নিকট উপনীত হইলেন। হাইদর্ রাজাকে যথোচিত সমাদর করিলেন, ও, তিনি ১,৯০,০০০ টাকা প্রদানে স্বীকৃত হইলেন বলিয়া হাইদর্ দ্বিতীয়বার অত্যাচার করণে ক্ষান্ত থাকিবেন এমত প্রতিজ্ঞাও করিলেন; কিন্তু মিথ্যাবাদী প্রতারক কি কখন প্রতিজ্ঞার বশীভূত হইতে পারে? হাইদর্ কালিকুট্টাধিপতিকে তাদৃশ আশ্বাস দেওয়াতে তিনি নিশ্চিন্ত থাকিয়া স্বীয় নগর অরক্ষিত রাখিলেন। ইত্যবসরে হাইদর্ হঠাৎ তাহা আক্রমণ করিয়া আপন কর গ্রাসে গ্রাস করেন; পরে কথিত টাকা দেওনে বিলম্ব হওয়াতে তিনি নৃপতি ও তদীয় সম্ভ্রান্ত পারিষদ্বর্গকে দৃঢ় বন্ধনে রাখিয়া শেষোক্তদিগকে কঠোর যন্ত্রণা দিতে লাগিলেন। নৃপতি স্বয়ং অপমানের ভয়ে আত্ম হত্যাদ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হয়েন; ও তাঁহার কতিপয় ভৃত্যেরাও তাঁহার অনুগামী হইল।

হাইদর্ এই প্রকার নিষ্ঠুর ব্যবহারদ্বারা কালিকুট্ট অধিকার করাতে অনেকে তাঁহার প্রতিবিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; তাহাতে তিনি বিদ্রোহি-ব্যক্তিদের মধ্যে কতকগুলিনকে মুণ্ডচ্ছেদ-দ্বারা শমন-সদনে প্রেরণ করেন; অবশিষ্টগণকে মহীসুরের প্রান্তে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরন্তু তাঁহার রাজ্যবৃদ্ধি-সম্ভূত-প্রজ্বলিত-হুতাশনের উত্তাপে নিকটস্থ ভূপালেরা সন্তপ্ত হইতে লাগিল, অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য রাজারা স্বীয়২ স্বাধীনতা রক্ষার নিমিত্ত সশঙ্কিত হইল। এজন্য দক্ষিণের সুবাদার্ নিজাম্আলি ও মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যাধ্যক্ষ মাধোরাও হাইদর্কে দমন করিবার নিমিত্ত এক ষড়যন্ত্র করিলেন। ইংরাজেরা অতি সাবধানে ইহাতে যোগ

দিলেন, অর্থাৎ তাঁহারা "সুবাদারের রাজ্যের তাবৎ বিষয় যথার্থরূপ মীমাংসা করিবেন" এইরূপ ঘোষণা করিয়া তাঁহার অধীনে এক দল সৈন্য স্থাপন করিলেন; বাস্তবিক তাঁহারা নিজাম্-আলি ও মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত মহীসুর আক্রমণ করিবেন, ইহাই স্থিরীকৃত হইল; ও তজ্জন্য কর্ণেল্ স্মিথ সাহেব হয়দরাবাদে যাইয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

১৮২৪ সংবৎসরে ষড়যন্ত্রিদিগের তিন দল সৈন্য হাইদরের রাজ্যে প্রবেশ-নিমিত্ত যাত্রারম্ভ করে,কিন্তু তাহারা সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক একত্রিত না হইয়া একে২ স্বতন্ত্ররূপে গমন করিতে লাগিল। মাধোরাও সহযোগি অপর দুই দল সৈন্য প্রস্তুত হইবার মাসেক পূর্ব্বে অসঙ্খ্য অশ্বারূঢ় সেনা লইয়া মহীসুরের উচ্চ ক্ষেত্রসকল আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলেন। হাইদর্ মহারাষ্ট্রীয়দিগকে পরাভব করিতে আপনাকে নিতান্ত অক্ষম দেখিয়া সম্মুখ যুদ্ধ করিতে ভরসান্বিত হইলেন না; কিন্তু তাহারা অন্নপান প্রাপ্ত না হইয়া আপনাহইতেই প্রস্থান করিবে,ইহা চিন্তা করিয়া দেশস্থ শস্যসকল মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিলেন, কূপ সকলের জল বিষ সংযুক্ত করিলেন, তৃণ সকল উৎপাটন করিয়া ফেলিলেন, ও গবাদি পশু-সকলকে শত্রুদিগের দুরবগম্য স্থানে লইয়া গেলেন। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়েরা কিছুতেই কষ্ট পাইল না, তাহারা মৃত্তিকাভ্যন্তরস্থ অবশিষ্ট তৃণাঙ্কুরেতেই স্বীয় অশ্ব-সকলের আহার যোগাইতে লাগিল, ও অন্যান্য নানাবিধ উপায় দ্বারা হাইদর্‌কে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত করিল।

হাইদর্ আপনাকে নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া তাহাদের সহিত মৌনিপূর্ব্বক এক স্বতন্ত্র সন্ধি করিবার উদ্যোগ করিলেন, যাহাতে তাহারা পূর্ব্বোক্ত ষড়যন্ত্র হইতে বহিষ্কৃত হয়। এতদর্থে তিনি আপাজি নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে মাধোরাওর নিকট প্রেরণ করেন।

মাধোরাও স্বীয় কর্ম্মচারিগণ সহিত আসনোপবিষ্ট আছেন এমত সময়ে আপাজি যাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। মাধোরাও তদুত্তরে কহিলেন, "যে ব্যক্তি রাজকুলোদ্ভব আপন প্রভুকে অন্যায় রূপে কারাগারে বদ্ধ রাখিয়াছে, তাহার সহিত আমি কখনই সদ্ভাব করিব না"। সভাস্থ সকলেই এই বাক্যের ন্যায্যতায় মৌনাবলম্বনে সম্মতি প্রদান করিল; কিন্তু আপাজি ব্রাহ্মণ বড়ই ধূর্ত্ত; হঠাৎ এক কথাতেই প্রতিহত হইবার নহে। সে অমনি বিনীত ভাবে কহিল, "আমার স্বামির এই দোষ স্বীকার করি; কিন্তু তাঁহা অপেক্ষা জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরা যদি তাঁহার ন্যায় ব্যবহার আর না করেন, তবে তিনি এই ক্ষণেই তাঁহাদের অনুগামী হইবেন, তাহার সন্দেহ কি"? এতদ্বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে মাধোরাও হাইদরের ন্যায় নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে ত্রুটি করিতেন না, কারণ তিনিও শিবাজীবংশজাত রাজাকে অপদস্থ ও বন্ধনযুক্ত করিয়া স্বয়ং মহারাষ্ট্রীয় রাজ্য শাসন করিতেন। এই সদুত্তর শুনিয়া অমাত্যেরা কোনক্রমে হাস্য সম্বরণ করিয়া রহিল, ও মাধোরাও ব্রীড়াতে একেবারে অধোবদন হইলেন। অবশেষে সন্ধি স্থাপন হইল। মাধোরাও ৩৫ লক্ষ টাকা প্রাপণে মহীসুর পরিত্যাগ করিতে, ও নিজাম ও ইংরাজদিগের সংস্রব হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে, স্বীকৃত হইলেন। পরে যখন ইংরাজেরা কর্ণেল টড্ সাহেবকে রাওজির নিকট তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণার্থে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহার কার্য্যালয়ের সমস্ত লোক সাহেবের সম্মুখে হাস্য করাতে তিনি বিলক্ষণ অপ্রতিভ হইলেন।

এ দিকে স্মিথ সাহেব নিজামের দরিদ্র ও অপ্রা-

প্ত-বেতন ও অসুশিক্ষিত কতিপয় সৈন্য লইয়া মহীসুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু কেবল ঐ সেন্যদ্বারা স্বীয়াভীষ্ট সিদ্ধি করা অত্যন্ত দুরূহ বোধ করিলেন; ফলতঃ তিনি অবিলম্বেই আপন বোধাতিরিক্ত ঘোর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন। তদ্যথা। ইংরাজেরা ক্ষমতাশূন্য পদবীমাত্রধারী মোগল সম্রাট্‌হইতে নিজামের রাজ্যান্তর্গত সরকারের উত্তর খণ্ডের অধিকারের অনুজ্ঞা পত্র প্রার্থনাদ্বারা প্রাপ্ত হয়েন; ও পরে মহম্মদ্‌আলী নামা তাঁহাদের পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে কর্ণাটের নবাব পদে অভিষিক্ত করেন। ঐ ব্যক্তি নিজামের শাসনাধীন-দেশ-সমুদায় ও তৎখ্যাতি হরণে উদ্যত হয়। এতদুভয় কারণে নিজাম্ ইংরাজদিগের প্রতি রুষ্ট হয়েন; বিশেষতঃ তিনি ইংরাজদিগকে মহম্মদ আলির সহকারী বলিয়া সন্দেহ করেন। এই সুযোগে হাইদর্ নিজাম বাহাদুরকে এই লোভ প্রদর্শন করেন, যে যদি তিনি তাঁহার সহিত যোগ দেন, তবে তিনি অনায়াসেই তাঁহার শত্রুদিগকে (ইংরাজ ও মহম্মদ আলিকে) বিনষ্ট করিতে পারিবেন। নিজাম্ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, ও সমস্ত সৈন্যসামন্ত লইয়া ইংরাজদিগের পক্ষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক হাইদরের পক্ষে যোগ দিলেন।

হাইদর্ ও নিজামের সৈন্য সমুদায়ে ৪৩,০০০ অশ্বারূঢ় ও ২৮,০০০ পদাতিক উপস্থিত ছিল। ঐ দুর্জ্জয় সৈন্য লইয়া তাঁহারা ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। স্মিথ সাহেবের অধীনে ৬,০০০ পদাতিক ও ১,০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য মাত্র ছিল; সুতরাং তিনি সম্মুখ যুদ্ধে সাহসী না হইয়া ঘাট পর্ব্বতের যে২ পথদ্বারা শত্রুরা কর্ণাট দেশ আক্রমণ করিতে পারে, তাহা সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার ঐ সকল স্থান উত্তমরূপে পরিচিত না থাকাতে যে সকল মার্গ বিপক্ষদিগের পক্ষে অত্যন্ত সুগম ছিল, তাহাই অরুদ্ধ রাখিলেন, সুতরাং বিপক্ষ সৈন্যেরা সেই সকল পথদিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে ধাবমান হইল। তিনি চাঙ্গামা নামক স্থানে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদিগের অশ্বারূঢ় সৈন্য তাঁহার অবশিষ্ট সম্বল অত্যল্প তণ্ডুল অপহরণ করাতে তিনি আপন সৈন্যদিগের আহারদ্রব্যের অভাব দেখিয়া তৎস্থানহইতে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন; ও অহোরাত্র ক্রমাগত চলিয়া ত্রিনমালীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শেষোক্ত স্থানে তুমুল সঙ্গ্রাম হইবার উপক্রম হইল। ইংরাজেরা স্মিথ সাহেবের অধীনস্থ সৈন্য বৃদ্ধি করাতে তাহা ১০,০০০ সহস্র হইল। তাহার অধিকাংশই অত্যুত্তম পদাতিক, কিন্তু অবশিষ্ট অল্প সঙ্খ্যক অকর্ম্মণ্য অশ্বারূঢ় ছিল। এ দিকে শত্রুপক্ষীয়েরা অতি দ্রুতগামী অশ্বারূঢ় সৈন্যদ্বারা সমস্ত দেশ বেষ্টন করিল, তাহাতে দূরহইতে ইংরাজদিগের তণ্ডুলাদি পাইবার কোন সম্ভাবনা রহিল না। এই সময়ে হাইদরের সপ্তদশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র টিপু (যিনি পরে ইংরাজদিগের প্রবল শত্রু হইয়া উঠিয়াছিলেন) ৫০০০ অশ্বারূঢ় সৈন্য লইয়া মান্দ্রাজের সান্নিধ্য পল্লীবাসী ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করণে প্রবৃত্ত হইলেন। বিপক্ষেরা মনে করিল যে ইংরাজেরা অন্নাভাবে নিধন প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু ইংরাজেরা ভাগ্যক্রমে মৃত্তিকাসাৎকৃত কতক শস্যের সন্ধান পাইয়া তাহাতেই প্রাণ ধারণ করিয়া রহিল। এমত সময়ে নিজাম্ যুদ্ধের নিমিত্তে ব্যস্ত সমস্ত হইলেন, ও তাঁহার অযৌক্তিক পরামর্শ শুনিয়া বিপক্ষ দল ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিল; কিন্তু স্মিথ সাহেব অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পূর্ব্বক তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাভব করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিজাম্ নি-

তান্তভগ্নাশ হইলেন। তিনি ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশে আপনার শুভোন্নতির যে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহা কিছুই হইল না। পরন্তু এই সময়ে ইংরাজেরা বিপক্ষদিগকে আম্বুর নামক স্থানে পুনরায় প্রতিহত করেন, ও নিজামের রাজ্য আক্রমণ করেন; ইহাতে নিজাম্ তাঁহাদের প্রভূত পরাক্রম দেখিয়া ভীত হইলেন। তিনি বিবেচনা করিলেন যে হাইদরের সপক্ষ থাকা নিষ্ফল; প্রত্যুত তাঁহার সহিত বিচ্ছেদ করিয়া ইংরাজদিগের সহিত পূর্ব্ববৎ সৌহার্দ্দ করাই শ্রেয়ঃ। এই স্থির করিয়া তিনি ১৮২৫ সংবৎসরে ইংরাজদিগের সহিত এক সন্ধি স্থাপন করিলেন। এই সন্ধিদ্বারা তাঁহাকে ইংরাজদিগের মোগল সম্রাট্‌হইতে প্রাপ্ত উত্তরীয় সরকার দেশের অধিকার ন্যায্য স্বীকার করিতে হইল, ইংরাজেরাও তাঁহাকে ৫ লক্ষ টাকা বার্ষিক প্রদানে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু ঐ মুদ্রা উক্ত প্রদেশের কর বলিয়া গণ্য হইবেক না। অধিকন্তু ঐ টাকাহইতে প্রত্যেক বৎসরে ৩ লক্ষ টাকা করিয়া যুদ্ধের ব্যয়পোষক সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ লক্ষ টাকা কর্ত্তন হইবেক। আর ইংরাজেরা হাইদরের অধিকাংশ রাজ্যাপহরণে নিজাম্ কোন আপত্তি করিতে পারিবেন না, এই সকল প্রতিজ্ঞাও অবধারিত হইল।

মান্দ্রাজ রাজধানীর কর্তৃপক্ষেরা যুদ্ধের এই প্রকার সুবিধা হওয়াতে অত্যন্ত হর্ষযুক্ত হইলেন, ও ত্বরায় কর্ণেল্ স্মিথ সাহেবের সাহায্যার্থে কর্ণেল উড্ সাহেবকে এক দল সৈন্যের সহিত প্রেরণ করিলেন। শেষোক্ত সাহেব হাইদরের অধীনস্থ অনেকানেক স্থান হরণ করেন। ইতিমধ্যে স্মিথ সাহেব মহীসুর রাজ্যের দ্বার স্বরূপ বাঙ্গালুর আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলেন। বাস্তবিক কতিপয়মাসের মধ্যে হাইদর্ আপন অর্দ্ধেক রাজ্য ভ্রষ্ট হইলেন। কিন্তু তিনি তাহাতে নিরাশ না হইয়া আপন সমস্ত সৈন্যদ্বারা পশ্চিমাঞ্চলে ইংরাজদিগের অধিকৃত স্থান সমুদায়ে পুনরায় আপন আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন, পরে তিনি মান্দ্রাজস্থিত ইংরাজদিগের সৈন্যের সঙ্গে২ ফিরিয়া তাহাদের নানাবিধ অনিষ্ট করিতে লাগিলেন; কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধ করিতে সাহসিক হইলেন না; প্রত্যুত তিনি ইংরাজদিগের অমোঘ বল দেখিয়া তাঁহাদের সহিত যে কোন প্রকারে হউক মিত্রতা করিতে মানস করেন। এজন্য তিনি তাঁহাদের বারামহল প্রদেশ ও যুদ্ধের ব্যয় পোষণার্থে ১০ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত প্রদানে স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তারা তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপ পরাভব করত তাঁহার সমস্ত রাজ্যগ্রহণ লালসায় মত্ত হইয়া তাঁহার নিকটহইতে এত অন্যায় ধন ও রাজ্য প্রাপ্তির অভিলাষ জানাইলেন যে তাহাতে তাঁহার যুদ্ধ করিতে দার্ঢ্য হইল।

অতঃপর ইংরাজেরা অবিবেচনা পূর্ব্বক স্মিথ সাহেবের পরিবর্ত্তে উড্ সাহেবকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করেন, কিন্তু এই ব্যক্তি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হওয়াতে পদচ্যুত হয়েন, ও ফিট্‌জরল্ড্ নামক সাহেব তৎপদে অভিষিক্ত হয়েন। ইংরাজদিগের সৈন্যেরা ক্রমাগত বহুকালাবধি যুদ্ধ ক্ষেত্রমধ্যে উপযুক্ত শরীরপোষক আহারাভাবে মন্দ ও ঋতুর দুর্নিবার্য্য অত্যাচার সহ্য করিয়া শীর্ণ হইতেছিল। এই সময়ে হাইদর্ উত্তম বীর্য্য-বিশিষ্ট কতক সৈন্য সঙ্গ্রহ করিয়া ঘাট পর্ব্বতের মধ্য দিয়া হঠাৎ ইংরাজদিগের অধিকৃত কৈম্বিটুর ও বারমহল প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এস্থলে কোম্পানির সৈন্যেরা অল্প সংখ্যক ও পৃথক্২ দলে বিভক্ত ছিল, সুতরাং তিনি অনায়াসেই তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট করেন, ও ইংরাজেরা তাঁহার রাজ্যের যে যে অংশ লইয়া এত দর্প করিয়াছিলেন,

তৎসমুদায়ই পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন। ইংরাজেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অবশেষে দেখিলেন, যে হাইদরের সন্ধির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করা তাঁহাদের বড়ই অদূরদর্শিতার কার্য্য হইয়াছে। পরন্তু তৎপরেও শত্রুরা তাঁহাদের ব্যূহ-সকল-পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল; অতএব অন্যোপায় না দেখিয়া নিজ গর্ব্বখর্ব্ব করত মহীসুরেশ্বরের সহিত সদ্ভাব সম্বন্ধ করণাভিপ্রায়ে কাপ্তেন ক্রক্ সাহেবকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। হাইদর্ কাপ্তেন সাহেবকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করিলেন, ও তাঁহাকে আপন মত-সকল অকপটরূপে অবগত করাইলেন। তিনি কহিলেন যে ইংরাজদিগের সহিত সৌহার্দ্দ করা তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা; কিন্তু ঐ ইচ্ছা শুদ্ধ ইংরাজ ও তাঁহাদের সহযোগী মহম্মদ-আলীর দোষেই সিদ্ধ হয় নাই। আরও সরলভাবে ব্যক্ত করিলেন যে তিনি আপনার মঙ্গলের নিমিত্তই ইংরাজদিগের সহিত প্রণয় করিতে অভিলাষ করেন, যেহেতুক মহারাষ্ট্রীয়েরা সময়ে সময়ে তাঁহার রাজ্যে যে উৎপাত করে, তাহার কাল প্রায় নিকটস্থ হইল; সেই সময়ে ইংরাজেরা যদি তাঁহার প্রতিকূল হয়েন তবে তিনি ইংরাজ ও মহারাষ্ট্রীয় এই উভয়কে নিবারণ করিতে কদাপি সমর্থ হইবেন না; অতএব এক পক্ষের সহিত তাঁহার সদ্ভাব রাখা কর্ত্তব্য, যদি ইংরাজেরা তাঁহার সহিত সন্ধি না করেন তবে তিনি মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইবেন। মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহার এই সদুক্তি শুনিয়া তৎক্ষণাৎ আন্ড্রিউস্ নামক আপনাদের এক জন বিশ্বাসী পাত্রকে শুভ বিষয়ের শেষ করিতে হাইদরের নিকট প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা বিপদাপন্ন হইয়াও সন্ধি-পত্রে এতাদৃশ কঠিন নিয়ম সকল লিখিয়াছিলেন, যে হাইদর্ তাহা আপনার পক্ষে বিস্তর ক্ষতিজনক বোধ করিলেন। ফলতঃ ইংরাজদিগের মনে হাইদরকে বিনাশ করিয়া তাঁহার সমগ্র রাজ্য গ্রাস করিব, এই আশা তখনও বলবতী ছিল। সে যাহা হউক, উভয় পক্ষে মেলন না হওয়াতে পুনর্ব্বার বিবাদারম্ভ হইল। ইংরাজেরা সাহসিক স্মিথ সাহেবকে পুনরায় সেনাপতি করেন। স্মিথ হাইদরকে কিয়দংশে নিবারণ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে হাইদর্ এক অত্যদ্ভুত বিক্রম প্রকাশ পূর্ব্বক ইংরাজদিগকে চমৎকৃত করেন। তিনি ৬০০০ উত্তম অশ্বারূঢ় ও ২০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া চারি দিনের মধ্যে ৩৫ ক্রোশ স্থান অতিক্রম করত মান্দ্রাজহইতে ২৷৷০ ক্রোশ দূরস্থিত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহাতে ইংরাজদিগের রাজকীয় সভা আশু সর্ব্বনাশ সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া অত্যন্ত ভয়ার্ত্ত ও ঈদৃশ জ্ঞানশূন্য হইলেন যে, যদিও তাঁহারা মান্দ্রাজের দুর্গকে উপযুক্ত সৈন্যদ্বারা সুরক্ষিত করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিতেন, তথাপি তাহা না করিয়া হাইদর্ যে রূপ সন্ধির নিয়ম অভিমত করিলেন, তাহাতেই একেবারে সম্মত হইলেন, ও হাইদরের প্রার্থনানুসারে স্মিথ সাহেবকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে আদেশ করিলেন। ১৮-৩৪ সংবতে এই সন্ধি স্থাপন হয়। তদ্দ্বারা যুদ্ধের পূর্ব্বে ইংরাজে ও হাইদর পরস্পরের অধিকার যে পর্য্যন্ত ছিল, তাহাই সাব্যস্ত রহিল; হাইদর্ তাঁহার শত্রুদিগকে আক্রমণ ও তাহাহইতে রক্ষা করিতে সহায়তা করণে ইংরাজদিগকে অনুরোধ করেন, কিন্তু তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া হাইদর্ কোন শত্রুকর্ত্তৃক বিপদ্গ্রস্ত হইলে তাঁহাকে স্বসৈন্যে তাহাহইতে উদ্ধার করিবেন, ইহা প্রতিশ্রুত হইলেন। ইহাতে তাঁহাদিগকে গুরুতর ভারে আক্রান্ত হইতে হইয়াছিল।

প্রাকৃত-ভূগোল।

ষষ্ঠ প্রকরণ।

স্রোতোদ্বারা ভূমির হ্রাস বৃদ্ধি।

পূর্ব্ব-প্রকরণ-দ্বয়ে ভূমির অকস্মাৎ আকৃতি ভেদের প্রসঙ্গ হইয়াছে; অধুনা ভূমির স্থানে২ ক্রমাগত অবিশ্রামে যে সকল পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহার সঙ্ক্ষেপ বিবরণ লেখিতব্য।

প্রস্তাবিত ঘটনার এক প্রধান কারণ স্রোতো-জল। পর্ব্বতহইতে স্রোতো-নির্গমন-সময়ে জলবেগে পর্ব্বতীয় শিলাখণ্ড-মৃত্তিকাদি পদার্থ ঐ স্রোতে বহিত-হইয়া যায়; পরে ঐ স্রোতঃ সমভূমিতে উপনীত হইলে তাহার বেগের লাঘব হয়; সুতরাং প্রস্তরাদি গুরু পদার্থ আর স্রোতে বাহিত না হইয়া তৎস্থানে অধঃপতিত হয়; সূক্ষ্ম মৃত্তিকাদির রেণু সকল অতি শীঘ্র পতিত হয় না; স্রোতঃদ্বারা আনীত হইয়া নদীর অগ্রভাগের উভয় পার্শ্বে নিক্ষিপ্ত হয়; অতএব নদীর মুখে সর্ব্বদাই চর জন্মিতেছে। নদীর গর্ভমধ্যে স্থানে২ চর উৎপন্ন হওনের কারণও অন্য কিছু নহে। সমভূমিতে নদীগর্ভের বক্রতাক্রমে সর্ব্বদা তট ভগ্ন হইয়া থাকে, তজ্জাত মৃত্তিকাদ্বারাও চর উৎপন্ন হয়। নদীর সাগর-সঙ্গম স্থানে যে সকল চর উদ্ভব হয় তদুপরি সমুদ্র তরঙ্গদ্বারা আনীত বালুকা নিক্ষিপ্ত হইয়া ত্বরায় তাহার উচ্চতা বৃদ্ধি হয়, এবং ক্রমশঃ মনুষ্যাবাসের যোগ্য হয়। এই কারণ বশতঃ নদীর সম্মুখস্থ সমুদ্র ক্রমশঃ ভূমিসাৎ হইতেছে। মিসর দেশের সমুদ্র-তটস্থ-ভূমি এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়াছে। কয়েক বৎসর হইল তদ্দেশীয় সমুদ্র তটে রসেটা ও ডামিএটা নামক দুই নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ক্রমশঃ তৎসমুখে চড়া পড়িয়া অধুনা ঐ নগরদ্বয় সমুদ্রতটহইতে তিন ক্রোশ অন্তরস্থ হইয়াছে। খ্রীষ্টাব্দের ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে নীল-নদীর মুখ-নিকটে সমুদ্রের একটী বৃহৎ খাড়ি ছিল; পূর্ব্বোক্ত কারণে তাহা ক্রমশঃ হ্রদরূপে পরিণত হয়; পরে বালুকাদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া এইক্ষণে লুপ্ত প্রায় হইয়াছে। ইউরোপখণ্ডে ৱীণ, রোণ ও পো-নদীর মুখে প্রস্তাবিত প্রকারে অল্পকালমধ্যে অনেক ভূমি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে শেষোক্ত নদীর মুখে সমুদ্র তটে আড্রিয়া নামক এক নগর ছিল; অধুনা তাহা সমুদ্রহইতে ১০ ক্রোশ অন্তরস্থ হইয়াছে। অপর এতদ্বিষয়ের প্রমাণ নিমিত্ত অতি দূরে ভ্রমণ করিবার আবশ্যক নাই, প্রায় আমাদিগের গৃহদ্বারেই ইহা স্পষ্ট প্রতীতি হয়। ভাগীরথীর গর্ব্ভে অহরহঃ চর উৎপন্ন হইতেছে। কলিকাতার সম্মুখস্থ শিবপুরের চর পঞ্চাশ বৎসর মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে। অন্যান্য অনেক চরও এতদ্রূপ অল্পকালসম্ভূত। গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তথা মেগনা ব্রহ্মপুত্রাদি নদীর সাগর-সঙ্গমে দ্বীপ-সকল এই প্রকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভূতত্ত্বানুসন্ধায়িরা কহেন বঙ্গদেশের দক্ষিণ-ভাগস্থ-সমস্ত স্থল এই প্রকারে উদ্ভব হইয়াছে। সে কথা অপ্রমাণ নহে।

ভাগীরথীতটস্থ গ্রামাদির নামেতেই তাহার প্রসঙ্গ আছে। শুখসাগর (শুষ্ক সাগর), চাকদ (চক্রদ্বীপ বা চক্রাকার দহ), নদীয়া (নবদ্বীপ), অগ্রদ্বীপ, ডুমুরদহ, নলদী (নলদ্বীপ), নলডাঙ্গা, ভোলাডাঙ্গা, হাঁসখালী, গোয়াখাল, প্রভৃতি নগর-সকল নব্য সম্ভূত, ইহা সাগর, দ্বীপ, দহ, খাল, ডাঙ্গা শব্দেই ব্যক্ত হইতেছে। নবদ্বীপ প্রথম চর, পরে দ্বীপরূপে সম্ভূত; তদনন্তর নদীতটের এক ভাগে সংলগ্ন হয়। কিন্তু তৎপরে নদীর একাংশে ক্রমাগত অবস্থান করে নাই। ভাগীরথী কদাপি তাহার পূর্ব্ব কখন বা পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। অন্যান্য স্থান সম্বন্ধেও এই নিয়ম সপ্রমাণ হইতে পারে।

অপর এতদ্দেশ নূতন সম্ভূত তদ্বিষয়ে এতদ্দেশের মৃত্তিকা এক বলবৎ প্রমাণ। সপ্তদশ বৎসর হইল তাহা আশ্চর্য্যরূপে প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। কলিকাতার অধঃস্থ মৃত্তিকা কীদৃশ এবং তাহার কত নিম্নে জল পাওয়া যাইতে পারে নিরূপণ-করণার্থে ১২৪৪ বঙ্গাব্দে ইংরাজ রাজপুরুষদিগের অনুজ্ঞায় বোমা নামক যন্ত্রদ্বারা উইলিয়মদুর্গের মধ্যে এক স্থান খাত হইয়াছিল। তাহাতে ব্যক্ত হয় যে তথাকার ৬৫০ হস্ত নিম্ন পর্য্যন্ত প্রথম স্তরে সামান্য মৃত্তিকা আছে; তন্নিম্নে একস্তর নীলাক্ত ঈষদ্ আঠাবিশিষ্ট মৃত্তিকা; তাহা যত নিম্নস্থ হয় ততই ঘোর বর্ণের দৃষ্ট হয়, এবং ২০ অবধি ৩৫ হস্ত নিম্নহইতে তাহার সহিত মিশ্রিত অনেক বোদ মাটি * কাষ্ঠখণ্ড ও এক খণ্ড অস্থি নির্গত

* এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা যাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে প্রজ্বলিত হয়। ফলতঃ তাহা এক প্রকার গলিত কাষ্ঠ। পুষ্করিণী খনন সময়ে প্রায় ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

হইয়াছিল। যে সকল কাষ্ঠ খণ্ড নির্গত হয় তাহার অধিকাংশ রক্তবর্ণ, এবং প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ্বিদ্যাজ্ঞ শ্রীযুক্ত ওয়ালিক্ সাহেব কহেন যে তাহা সুন্দরি-কাষ্ঠ। কলিকাতার পুর্ব্বাঞ্চলস্থ নূতন খাল ও ইটালীর খাল খনন সময়ে, তথা কূপ পুষ্করিণ্যাদি খনন সময়েও, উক্ত প্রকার বোদ মাটি নির্গত হইয়াছে, ইহাতে স্পষ্ট বোধ হয় কলিকাতার ২০ হস্ত নিম্নে কলিকাতার দক্ষিণস্থ সুন্দরবনের ন্যায় এক বন ছিল; নদীদ্বারা আনীত মৃত্তিকা বা সমুদ্রোৎক্ষিপ্ত বালুকা বা উভয় পদার্থদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া তাহা বোদ মাটিরূপে পরিণত হইয়াছে। যে অস্থি খণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা উক্ত বনের কোন পশুর হইবেক; কিন্তু সেই পশুর জাতি নিরূপিত হয় নাই।

অতঃপর ৭৮০ হস্ত স্থূল এক স্তর চূণে-মাটি (চূর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা), এবং তাহার সহিত অনেক কঙ্কর ও স্থানে২ দুই এক টা স্থলজ শম্বুক মিশ্রিত আছে। তৎপরে এক স্তর ঈষদ্ হরিদ্বর্ণ মৃত্তিকা; স্তরের নিম্নদেশে ঐ বর্ণ লুপ্ত হয়, ও তথায় কিঞ্চিৎ কঙ্কর দৃষ্ট হয়। তদনন্তর ৩০ হস্ত বেলিয়া মাটি, তৎপরে কিঞ্চিৎ চিক্কণ মৃত্তিকার পর দুই হস্ত স্থূল এক স্তর অদৃঢ় বেলে পাথর। তাহার পর ভিন্ন২ পদার্থবিশিষ্ট কয়েক স্তর মৃত্তিকা; তৎপরে ২৩২ হস্ত নিম্নে বেলিয়া মাটির এক স্তরমধ্যে এক খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রিন্সেপ সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন, তাহা কোন কুক্কুর জাতীয় পশুর বাহুর অস্থি হইবেক। অপর তৎস্থানহইতে ৮ হস্ত নিম্নে দুই টি অস্থি ছিল, তাহা কচ্ছপের খোলার ন্যায় বোধ হয়। তদনন্তর ১০ হস্ত নিম্নে অপর এক অস্থি ছিল; কিন্তু তাহা খনন করিবার যন্ত্রের স্পর্শে চূর্ণ হইয়া যায়। ভূমির উপরিভাগহইতে ২৫৩ হস্ত নিম্নে এক স্তর চূর্ণবিশিষ্ট মৃত্তিকা (চূণে মাটি) আছে, তাহা অতি স্থূল নহে; কিন্তু তাহাতে শম্বুক মিশ্রিত আছে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত বোদ মাটির ন্যায় পদার্থের এক স্তর দৃষ্ট হয়, তাহার নিম্নহইতে পাথরিয়া কয়লা নির্গত হইয়াছিল। তদনন্তর কএক স্তর কঙ্করময় মৃত্তিকা ৩১২ হস্ত গভীর স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে, এবং তাহার মধ্যে২ কএক খণ্ড অস্থি দৃষ্ট হইয়াছিল। ৩১০ হস্ত নিম্নহইতে এক খণ্ড কাষ্ঠ নির্গত হয়; এবং ৩২০ হস্ত স্থানে বোমা যন্ত্র ভগ্ন হওয়াতে এই অনুসন্ধানের শেষ হয়।

এই খনন-কার্য্য-দ্বারা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে কলিকাতা যে স্থানে স্থিত তদুপরি ক্রমাগত অন্ততঃ ৩২০ হস্ত পরিমিত মৃত্তিকা জমিয়াছে; সুতরাং ইহাতে এই জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে সময়ে ঐ মৃত্তিকা জমিয়াছিল, তখন কলিকাতার ভূমি কোথায় ছিল? পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে, যে সমুদ্রের জলসীমাহইতে কলিকাতা অধুনা ১২ হস্ত উচ্চ, অতএব ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যে যখন ঐ মাটি জমিতে আরম্ভ হয়, তখন কলিকাতা সমুদ্র গর্ভে ৩০৮ হস্ত জলের নিম্নে অবস্থিত ছিল; সুতরাং তৎকালে তাহার চতুর্দ্দিগবর্ত্তি সমভূমি সকলও তদবস্থায় থাকা সম্ভবে। অপর অত্যন্ত নিম্ন স্থানে যে সকল অস্থি দৃষ্ট হইয়াছে, তাহা জলজজীবের দেহজাত বোধ হয়, অতএব তাহাও কলিকাতার সমুদ্র গর্ভমধ্যে থাকার এক প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইবে।

এবিষয়ে অপর এক প্রমাণ আছে। গঙ্গাসাগর-সম্মুখে যে স্থানে গঙ্গার জল শতধারা হইয়া সমুদ্রগামি হয় তথায় অতলস্পর্শ সমুদ্রের শতাধিক ক্রোশ স্থানে ৬-৭ ধনু-পরিমাণের অধিক জল নাই; সমুদ্রের গর্ভ ঐ স্থানে কি প্রকারে পূর্ণ হইতেছে, ইহা অনুসন্ধান করিতে হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে নদীদ্বারা আনীত মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থে এই ঘটনা সম্ভবে না। এবম্প্রকারে ঐ স্থান পূর্ণ হইতে২ ক্রমশঃ চর, দ্বীপ, ও অবশেষে বঙ্গদেশে সংলগ্ন হইয়া তাহার এক অংশমধ্যে পরিগণিত হইবে। সুন্দরবন এই প্রকারে সম্ভূত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ কি? তাহার কোন২ স্থান নিম্ন বলিয়া অদ্যাপি শুষ্ক হয় নাই। তৎস্থানকে লোকে বাদা শব্দে কহে। কলিকাতা যে এক সময়ে বাদার এক অংশ ছিল, ইহার প্রমাণ লেখা বাহুল্য; পরন্তু জিজ্ঞাস্য বর্ত্তমান কলিকাতার ৩০ হস্ত নিম্নে বন্য পশুর অস্থি ও সুন্দরি কাষ্ঠ ও ৩ হস্ত স্থূল গলিত কাষ্ঠের স্তর কি প্রকারে আইল? কলিকাতার ভূমি সমুদ্রের জলসীমাহইতে ১২ হস্ত মাত্র উচ্চ, অতএব ঐ সকল বস্তু কি ১৮ হস্ত জলের নিম্নে সমুৎপন্ন হইয়াছিল? কি শুষ্ক ভূমিতে উৎপন্ন হইয়া পরে জলে নিমগ্ন হইয়াছে? ২০৪ পত্রে উক্ত হইয়াছে কচ্ছ দেশে ভূমিকম্পদ্বারা ভুজ নগর ও রণ্ন নামক হ্রদ জলে নিমগ্ন হইয়া যায়। কলিকাতা ও তচ্চতুবর্ত্তি স্থান কি তদ্রূপ কোন ক্ষৌণ্যুৎপাতে বসিয়া গিয়াছে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পরম রহস্য আখ্যান, কিন্তু সম্প্রতি তদ্বিষয়ে আমাদিগকে স্তব্ধ থাকিতে হইল।

কণিকাসমুচ্চয়।

দ্বারপাল-পালকদিগের প্রতি কটাক্ষ।

ইটালি দেশস্থ এক জন ভূস্বামী আপন উদ্বাহোপলক্ষে এক মহা ভোজের উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকলই প্রস্তুত হইয়াছিল, কেবল পঞ্চভূতের মধ্যে বরুণ মাত্র ঐ সমারোহ-সম্বন্ধে বক্র হইয়া মৎস্যের বিষয়ে আনুকূল্য করেন নাই। এমত সময়ে যজ্ঞের দিবস প্রাতে এক জন ধীবর হঠাৎ এতাদৃশ বৃহৎ একটা মৎস্য লইয়া সমাগত হইল যে তাহাতেই সকল কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে। সকলেই হর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ কর্ম্মকর্ত্তার নিকট লইয়া গেল। ধনী ধীবরকে জিজ্ঞাসা করিলেন; "তোমার মৎস্যের মূল্য কি? তুমি যাহা চাহিবে তাহাই পাইবে"। ধীবর কহিল; "একশত বেত্রাঘাত; ইহার কিঞ্চিন্মাত্র ন্যূনাতিরেক হইবেক না"। গৃহস্বামী ও তাঁহার সভাসদ্‌গণ এই বাক্যেতে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বিস্তর যত্ন করিল, কিন্তু ধীবর একশত বেত্রাঘাত ব্যতিরেকে কোন ক্রমেই মৎস্য পরিত্যাগ করে না, তখন ধনী কি করেন, বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "মৎস্য আমাদের লইতেই হইবেক, ও বেটাতো উন্মাদগ্রস্ত, আপন পণ ছাড়িবেক না, সুতরাং আমাদিগের সমক্ষে ধীরে২ ইহাকে প্রার্থিত মূল্য প্রদান করহ"। এবম্বিধায় পঞ্চাশৎ বেত্রাঘাত ধীবরের পৃষ্ঠদেশে অর্পিত হইলে পর সে চীৎকার করিয়া উঠিল "ক্ষান্ত হও! এ বিষয়ে আমার এক জন সহযোগী আছে; উচিত যে সে ব্যক্তি তাহার কৃতাংশ প্রাপ্ত হয়; আমি তাহাকে বঞ্চিত করিতে চাহি না"। ধনী প্রভৃতি সকলেই সবিস্ময় হইয়া কহিলেন; "জগতের মধ্যে এমত অবোধ কি আর অন্য জন আছে? ভাল তাহার নামোল্লেখ কর, এই দণ্ডেই তাহাকে আনয়ন করা যাইবেক"। ধীবর প্রত্যুত্তর দিল; "তন্নিমিত্তে বিস্তর ক্লেশ লইতে হইবেক না; সে ব্যক্তি আপনকার প্রহরি রূপে দ্বারে দণ্ডায়মান আছে; বিক্রীত মূল্যের অর্দ্ধাংশ অঙ্গীকার না করাইয়া সে কোন ক্রমে আমাকে এ পর্য্যন্ত আসিতে দেয় নাই"। ধনী কহিল, "ভাল, তাহাকে শীঘ্র লইয়া আইস, এবং তাহার কৃতাংশ তাহাকে ক্ষোভ শূন্য হইয়া দেহ" ইহাতেই প্রহরিকে যথা সমাদরে তাহার প্রার্থনীয় অংশ প্রদান পূর্ব্বক ধীবরকে যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান পুরঃসর বিদায় করিয়া দিলেন।

রাজা এবং বাজপক্ষী।

পারস্য ইতিহাস-বেত্তারা কহে যে তাহাদিগের এক জন সম্রাট্ মৃগয়ার্থী হইয়া আপন হস্তস্থিত বাজ-পক্ষিকে বন্ধন মুক্ত করিয়া একটা মৃগের পশ্চাৎ ধাবমান করাইলেন। সে তাহাকে ধরিয়া বধ করিল; রাজা স্বয়ং স্ববেগে মৃগ-পশ্চাৎ অশ্বোপরি ধাবমান হইয়া সমভিব্যাহারিগণ ছাড়া হইয়া একাকী হইয়াছিলেন, ও পথে মৃগয়ার শ্রমে অতিশয় তৃষ্ণাতুর হইয়া বারি-সন্ধান করিতে২ দেখিলেন, পর্ব্বতৈক-পার্শ্বে দিয়া নির্ঝর বারি নিক্ষিপ্ত হইতেছে; ইহাতে আপনার পার্শ্বহইতে একটা পানপাত্র বাহির করিয়া তাহা তথায় ধৃত করাতে কিয়ৎকাল বিলম্বে ঐ পাত্র পরিপূর্ণ হইল। রাজা জলপানার্থে হস্তোত্থিত করিলে বাজ পক্ষাঘাতে পানপাত্র ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে রাজা যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার পর্ব্বতের পার্শ্বে ঐ পাত্র ধরাতে তাহা ক্ষণকাল বিলম্বে বারিতে পরিপূর্ণ হইলে, পুনর্ব্বার জলপানে প্রবৃত্ত হইবামাত্র বাজ দ্বিতীয়বার পক্ষাঘাতে সমুদয় জল ভূমিতে ফেলিয়াছিল। একে তৃষ্ণায় ক্ষিপ্ত

প্রায় তাহাতে আবার জলপানে বারম্বার বঞ্চিত হওয়াতে নৃপতি নিরতিশয় ক্রোধে পক্ষিকে বল-পূর্ব্বক ভূমিতে আঘাত করত তাহার বিনাশ করিলেন; ইতোমধ্যে রাজ-সহচর জনৈক ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হওয়াতে নৃপতি সহজেই তৃষ্ণাতুর এবং পূর্ব্বমত অপেক্ষাকৃত জল সঙ্গ্রহে বিলম্ব বিবেচনায় তাহাকে পর্ব্বতোপরি হইতে ঐ রম্য বারি আনিতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ পর্ব্বতোপরি আরোহণ করিয়া দেখিল একটা প্রকাণ্ড অজগর সর্পের মৃত কায়া তথায় পড়িয়া রহিয়াছে, এবং ঐ বিষধরের বিষসমূহ বারিতে সংলিপ্ত হইয়া ঐ অমৃতময় বারি শিখর প্রান্তহইতে ঝরণার ন্যায় নিপতিত হইতেছে। ভৃত্য তদ্দৃষ্টে ভয়ে রাজাকে সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া স্বীয় তোষদানহইতে এক পাত্র জল পরিপূর্ণ করিয়া তাঁহাকে প্রদান করিল। ভূপতির জলপান সময়ে চক্ষুর্দ্বয়ে ক্ষোভ-বারি পতন হইতে দৃষ্ট হইয়াছিল, ও পরে তিনি ঐ ভৃত্য-সন্নিধানে পক্ষির অদ্ভুত ক্ষমতা বর্ণন পূর্ব্বক স্বীয় অবিবেকতা ও অসহিষ্ণুতার প্রতি ধিক্কার করিতে লাগিলেন। পারস্য জাতীয়েরা কহে, যে ঐ ভূপতি শোক শরবদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট জীবন যাতনায় যাপন করিয়াছিলেন।

নীতি রেণু।

বুদ্ধি দাত্রস্বরূপ, এবং ক্রীড়া দাত্র শান দেওনের তুল্য। যে ব্যক্তি অহরহঃ ক্রীড়ায় কালযাপন করে, দিবা রাত্র শিলায় দাত্র ঘর্ষণকারির ন্যায় সে ধান্য ছেদনের কাল বৃথা ক্ষেপণ করে। যে ব্যক্তি দাত্র প্রশাণে বিরত হইয়া ক্রমাগত ধান্যছেদন করে, তাহার দাত্র যাদৃশ অকর্ম্মণ্য, ক্রীড়ায় একান্ত বিমুখ ব্যক্তির বুদ্ধিও ত্বরায় তাদৃশপ্রায় হয়। অপর যে ব্যক্তি উপযুক্ত কালে দাত্র প্রশানন ও ধান্যচ্ছেদন করিয়া থাকে, সে যাদৃশ সৎফলভাগী, ক্রীড়া ও বিদ্যানুশীলনে নিয়মিত সময় নিয়োগ করিলেই মানবলীলায় তাদৃশ সুখ-সম্ভাবনা।

তুমি কি পরম ঐশ্বর্য্যশালী? তুমি কি অপূর্ব্ব রূপবান্? তোমার বুদ্ধি কি অত্যন্ত প্রখরা? তদীয় বল কি অপর্য্যাপ্ত? ভাল, সাবধান, যেন এ সমস্ত সম্পত্তি বৃথা ব্যয় হয় না; এবং যাঁহার কর্তৃত্বে তাহা প্রাপ্ত হইয়াছ তাঁহার প্রীতিবর্দ্ধনে ত্রুটি না হয়।

তম আপন অভিপ্রায় আপনিই নষ্ট করে, কেননা মান্য ও মহত্বের মধ্যে গণ্য হইব, এই অভিলাষে মতগর্ব্বিত হইয়া ঘৃণিতই হইতে হয়।

বিদ্যাবিষয়ক বাক্য কেবল উপযুক্ত সারবৎ ভূমিতেই অঙ্কুরিত হয়, স্নেহ বাক্য যথা তথা পতিত হইলেই উপকারী, কুত্রাপি নষ্ট হয় না।

মহদ্ব্যক্তি আপন কৃত সৎকর্ম্মের গণনা করেন না, এবং বিবেচক ব্যক্তি আপন কর্ত্তব্য সৎকর্ম্মের সঙ্খ্যা করেন না।

আমাদিগের কল্পনা-মন্দ হইলেও কোন চিহ্ন থাকে না ও ভাল হইলেও কোন ফলদায়ক হয় না, দুর্ভাগ্যদ্বারা আমাদিগের ধন নষ্ট হইতে পারে, হিংসায় আমাদিগের সুখ্যাতিকে সকলঙ্ক করিতে পারে, বিপদে দৃঢ় প্রতিজ্ঞার হানি করে, পীড়া সুস্থতার বিনাশ করে, মৃত্যু বন্ধুদিগকে অপহরণ করে, কিন্তু কিছুতেই সুকৃতি বিলুপ্ত হইবার নহে।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, কার্ত্তিক। [২৩ খণ্ড।

পারশ্য-দেশের উত্তরাঞ্চলস্থ সুলতানিয়া নগরী।

পারশ্য-দেশের বিবরণ।

পৃথিবীর প্রাচীন রাজ্য-সকলের মধ্যে পারশ্য-দেশ সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য; বিশেষতঃ তাহার পূর্ব্বতন ইতিহাস নানা প্রকারে সপ্রমাণীকৃত হওয়াতে তদ্বিষয়ক বিবরণ জন-সমাজে বিশেষ সমাদরণীয় হইয়াছে। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কএক বৎসর হইল লেয়ার্ড নামক জনৈক সাহেব এক আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পারশ্য-দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এক মৃত্তিকার স্তুভ খনন করি-

য়া কিয়দ্দূর নিম্নে এক নগর দর্শন করেন; তাহা পূর্ব্বতন কালে "নিনিবে" নামে বিখ্যাত ছিল। তন্নগরের ৪৭ হস্ত নিম্নে তিনি অপর এক নগর দেখিয়াছেন; তাহা কোন মতে যৎসামান্য নহে। তত্রত্য অট্টালিকা ও দ্রব্যাদি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অপরাপর-পদার্থ-মধ্যে তথাহইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত যে কএক টি পুত্তলিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বতনকালীয় তত্রত্য প্রজাদিগের সভ্যতা ও সম্পত্তিশালিত্ব বিষয়ে উত্তম প্রতীতি জন্মিতে পারে।

প্রস্তাবিত দেশের প্রকৃত নাম "ইরাণ্"। তত্রত্য ও তৎপ্রতিবাসি রাজাদিগের সমরানুরাগিতা প্রযুক্ত তদ্দেশের চতুঃসীমা স্থিরীকৃত নাই; রাজাদিগের জয়পরাজয়ানুসারে সীমার অহরহঃ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার প্রকৃত সীমা উত্তরে কৃকেসস্ পর্ব্বত, কাস্পীয় হ্রদ ও আমু নদী; দক্ষিণ-সীমা পারশ খাড়ি ও আরব্য সমুদ্র; পূর্ব্ব-সীমা, আফগানিস্থান-দেশ; ও পশ্চিম-সীমা ফরাৎবা ইউফ্রেটিস্ নদী। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থলের অধিকাংশ পর্ব্বত ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। ইহার পূর্ব্বাঞ্চলে জেরা-হ্রদ নামক এক বৃহদ্ হ্রদ আছে; কাবুল নগরের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতজাতা হৈলমন্দ-নাম্নী এক সুদীর্ঘা নদী তাহাতে আসিয়া মিলিতা হয়। অপর টিগ্রিস্নাম্নী প্রসিদ্ধা নদীও এই দেশস্থিতা। পারশ্য-দেশে উক্ত নদীদ্বয়ই প্রধান; অপর যে সকল নদী আছে তাহারা যৎসামান্যা; তাহাতে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না।

সিন্ধু-নদের মুখহইতে পারশ্য-খাড়ির মুখপর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বালুকাময় মরুভূমি; তাহার মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ নদী আছে, তত্তটবর্ত্তি স্থানে২ খর্জ্জূর-বৃক্ষের উপবন ও গ্রাম-নগরাদি দৃষ্ট হয়। অপর প্রস্তাবিত দেশের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে; তথাকার মৃত্তিকা বালুকাপূর্ণ, তন্মধ্যে২ লবণাক্ত-জলের বৃহৎ অথচ অগভীর হ্রদ আছে, সুতরাং ঐ ভূমিতে বৃক্ষাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই মরুভূমির বালুকা এতাদৃশ সূক্ষ্ম যে তাহার রেণু প্রায়ঃ দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ভূম্যুপরি সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় পড়িয়া আছে; বেগে বায়ু-সঞ্চালিত হইলেই তাহা জলতরঙ্গের ন্যায় সঞ্চালিত হইতে থাকে, ও বায়ুবেগের গুরুতাক্রমে মধ্যে২ মেঘাকারে উত্থিত হইয়া দেশের বহুদূর-পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে। গ্রীষ্মকালে বায়ু বেগবান হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা এই বালুকার মেঘ উঠিয়া তত্রত্য জীবজন্তুর অনিষ্ট করে; কিন্তু আরব-দেশে এই সিমূম-নামক বায়ু যাদৃশ ভয়ানক প্রস্তাবিত দেশে তদ্রূপ নহে। এই পূর্ব্বোক্ত দুই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ব্যতীত পারশ্য দেশের প্রায়ঃ সর্ব্বত্র পর্ব্বত, উপত্যকা ও অধিত্যকায় ব্যাপ্ত, এবং তথাকার মৃত্তিকা উর্ব্বরা ও নানাবিধ শস্যাদি সমুৎপত্তির উপযুক্তা।

বিস্তীর্ণ দেশের বায়ু সর্ব্বত্র সমান হয় না, বিশেষতঃ পারশ্য-দেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তত্রত্য প্রদেশ সকলের বায়ু অত্যন্ত ভিন্ন২ বোধ হয়। তথাকার দক্ষিণাঞ্চলস্থ কর্ম্মাণ্, খুজিস্তান, ফার্স, * লারিস্তান্ ইত্যাদি প্রদেশের বায়ু অতি উষ্ণ; তথা তুরাণ্, কুর্দিস্তান্, আদি উত্তরাঞ্চলের দেশ অতি শীতল; অপর টিগ্রিস নদীর নিকটস্থ নগর সকলের বায়ু শীতকালে অত্যন্ত শীতলও হয় না, ও গ্রীষ্মকালেও অসহ্য উষ্ণ হয় না, সর্ব্বদা সমধর্ম্মাপন্ন থাকে। এতদ্বিষয়ে ইস্পাহান্ নগর অতি প্রসিদ্ধ। তথাকার

* বোধ হয় এই প্রদেশের নামহইতে ইরাণ্ দেশের নাম পারশ্য হইয়াছে।

বায়ু সর্ব্বদা এমত রম্য বোধ হয়, যে তথায় বসন্তঋতু বারমাস বিরাজমান আছে বলিলে অত্যুক্তি জ্ঞান হইবেক না। তত্রত্য আকাশ সর্ব্বদাই পরিষ্কার; বৎসরে প্রায়ঃ দুই তিন সপ্তাহ ব্যতীত মেঘ-বৃষ্টি হয় না; অপর মেঘ উদিত হইলেও কদাপি ক্রমাগত দুই দিবস নভোভাগে বর্ত্তমান থাকে না। বৃষ্টি প্রায়ঃ নাই, অথচ ক্ষেত্র-সকল অপর্য্যাপ্ত শস্যে, ও উদ্যান-সকল বিবিধ সুরম্য পুষ্পে, পরিপূর্ণ, ও বায়ু ঐ সুরভি সুবাসিত হইয়া জনগণকে সতত আমোদিত করিতেছে। এই কারণ বশতঃ তথাকার অনেকেই দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে শয়ন করে না, গৃহ-ছাদোপরি শয্যা-সংস্থাপন করত তথায় স্ত্রী-পুত্রাদি সহ রজনী যাপন করে।

পারশ্যদিগের গৃহছাদোপরিস্থ শয্যা।

পারশ্য-দেশের পর্ব্বত-সকল অতি উচ্চ নহে, অথচ বৎসরের অধিকাংশ কাল নীহারে মণ্ডিত থাকে। ঐ সকল স্থানে অনেক গ্রামাদিও আছে, এবং তত্রত্য মনুষ্য-সকল অত্যন্ত বলবান্ ও সমরপ্রিয়; এবং যুদ্ধ উপস্থিত না থাকিলে মৃগয়া অশ্বারোহণ মল্লযুদ্ধাদি নানাবিধ শৌর্য্য-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত থাকে। অপরাহ্নে গ্রামস্থ অনেকে একত্র হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক শূলদ্বারা লক্ষ্যভেদ করা পারশ্য-দেশের উত্তরাঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের এক প্রধান ক্রীড়া; তদ্দ্বারা তত্রত্য জনগণেরা সম্যক্ প্রকারে শৌর্য্যগুণে বিভূষিত হয়। ২৪১ পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে কুর্দজাতীয়দিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত আছে। তদ্দৃষ্টে অনেকের অন্তর্ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, “আহা! কবে বঙ্গদেশীয়েরা তদ্রূপ শৌর্য্যশালী হইবেক”!

উপত্যকা-নিবাসি ব্যক্তিরা পার্ব্বত্য লোকের ন্যায় বীর্য্যবান্ হয় না; তত্রত্য সুলভ শস্যে প্রতিপোষিত হইয়া অনেকেই অলস ও সুখসম্ভোগে রত হইয়া পড়ে *। পারশ্য-দেশে এই

* বঙ্গ-দেশের প্রচুর শস্যশালিত্ব যে আমাদিগের অলসত্ব ও দুর্ব্বলত্বের এক প্রধান কারণ, ইহা অনায়াসেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে। যে সকল দেশে কষ্টে শস্য উৎপন্ন হয়, তথাকার লোক প্রচুর শস্যপূর্ণ-দেশীয়দিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান্ ইহা আশু অসম্ভব বোধ হইতে পারে, অথচ ভূমণ্ডলের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা পরম সত্য বোধ হয়।

প্রথার অন্যমত নাই। তত্রত্য সমভূমি-নিবাসিরা পার্ব্বত্য লোক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল, অলস ও সম্ভোগপ্রিয়। তথাকার সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্ব্বদা উপবনে বিহার করিতে অত্যন্ত উৎসুক; এই প্রযুক্ত তদ্দেশের ইস্পাহান্, তেহরান্, শীরাজ্ প্রভৃতি প্রধান২ নগরের চতুর্দ্দিগে অনেক উত্তম২ উদ্যান আছে; অবকাশ পাইলেই নগরবাসিরা তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদে দিন-যাপন করিয়া থাকে। প্রস্তাবিত উদ্যানসকলে অনেক সুখাদ্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তৎফলাস্বাদনে পারশ্য দেশীয়েরা বিশেষ অনুরক্ত। কথিত আছে, তথায় সর্ব্বোত্তম আঙ্গুর ফল এক পয়সা সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে; দাড়িম্ব, খর্জ্জুর, প্রভৃতি ফল-সকল তদপেক্ষায় অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়; অথচ পারশ্য-দেশীয় ফলের তুল্য সুস্বাদু ফল কুত্রাপি হয় না।

পারশ্য-দেশে খনিজদ্রব্য প্রচুর প্রাপ্য নহে। স্থানে২ লৌহ ও সীসক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পারশ্য-খাঁড়িতে মুক্তার ঝিনুকও ধৃত হইয়া থাকে; কিন্তু এ কোন পদার্থেরই প্রাচুর্য্য নাই। শিল্প বিদ্যায় পারশ্য দেশীয়েরা তৎপর। মিনার কর্ম্ম ও স্বর্ণ মণ্ডন (গিল্টি) ও গালিচা প্রস্তুত করণ, ও কিম্খাব বুনন, তথা খড়্গাদি-প্রস্তুতকরণ-কার্য্যে তাহারা বহুকালাবধি বিখ্যাত আছে। তাহারা নানা প্রকার বস্ত্রও বপন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের তুল্য হইবেক না।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তড়াগপুষ্করিণ্যাদি শীতল জলের আকর যে প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে পারশ্য-দেশে তাহা সম্ভবে না; প্রত্যুতঃ তথায় যাহাতে শীত নিবারণ হয় তাহাই সকলের সমাদরণীয়; পরন্তু মধ্যে২ শরীর ধৌত না করিলেও সুস্থতার হানি হয়। অতএব পারশ্য-দেশীয়েরা উষ্ণ জলে স্নান করে, এবং সর্ব্বসাধারণের সৌলভ্যার্থে নগরের স্থানে২ অতি প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে উষ্ণ জল প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত রাখে। এই প্রকার গৃহের নাম "হমাম্"। ইচ্ছা হইলেই নগরস্থ লোকে দুই পয়সা ব্যয়ে তথায় স্নান করিতে পারে ও তথাকার সুচতুর ভৃত্যের পরিচর্য্যায় উত্তমরূপে সম্মার্জ্জিত হইতে পারে। স্ত্রীদিগের নিমিত্তে পৃথক হমাম্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং তথায় প্রত্যহ অনেক স্ত্রী লোক সমাগমন করিয়া থাকে, এবং স্নান জলপান উপন্যাস শ্রবণ কথনাদি নানা প্রকার প্রমোদজনক ক্রিয়ায় কালযাপন করে।

নিমাজ করিবার অনুরোধে পারশ্য-দেশের রাজারা অতি প্রত্যুষেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। তৎপরে দাসী ও খোজাদিগের সাহায্যে বেশভূষাকরণানন্তর অন্তঃপুরে আপন স্ত্রী মণ্ডলী মধ্যে বার দিয়া উপবিষ্ট হন। আমরা "স্ত্রী মণ্ডলী" শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ পারশ্য-দেশে ধনের প্রাচুর্য্যানুসারে লোকদিগের স্ত্রীর ও সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্খ্যানুসারে ব্যক্তিবর্গের সম্পত্তি নিরূপণ হইতে পারে। রাজা সর্ব্বাপেক্ষায় ধনবান ও তাঁহার ভার্য্যা ও ভোগ্যার সঙ্খ্যাও তাদৃশ অধিক। রাজার উক্তসভায় পুরুষ উপস্থিত থাকিবার নিয়ম নাই; অন্তঃপুরের স্ত্রীমণ্ডলীই তথাকার প্রধান কর্ম্মচারিণী। প্রধানা স্ত্রীরা রাজনিকটে উপবিষ্টা হন, ও অপর সকলে স্ব২ মর্য্যাদানুসারে যথাযোগ্য-স্থানে দণ্ডায়মানা থাকে, এবং ঐ কামিনীবৃন্দের মধ্যে কেহ মন্ত্রিণী কেহ সভাসম্পাদিকা কেহ ভাণ্ডার-রক্ষিকা, কেহ ভর্ত্তিনী ইত্যাদি ভিন্ন২ পদে নিযুক্তা হইয়া রাজসভার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হয়। এবম্প্রকারে সভায় আপন ভার্য্যা-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ, ও তাহাদের সাপত্ন্য (সতানতিনী) বিবাদ-বিষম্বাদের

কুর্দজাতীয় কর্ত্তৃক শূলদ্বারা লক্ষ্যভেদ করণের প্রথা।

বিহিত করণানন্তর রাজা বহির্বাটীতে প্রস্থান করেন। তথায় পুরুষ সচিবাদি পরিচারকে পরিবৃত হইয়া রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। মধ্যাহ্নকালে রাজা অন্তঃপুরে অবস্থান করেন; এবং নিদ্রায় অনুরত না হইলে পূর্ব্ববৎ পরিকল্পিত অমাত্য-পরিচারিকাদি-ভার্য্যায় পরিবেষ্টিত থাকেন।

পারশ্য-দেশের প্রাচীন প্রজারা "পারশী" নামে বিখ্যাত। যবন ধর্ম্ম প্রণেতৃ-মহম্মদের শিষ্যেরা তাহাদিগের অনেককেই মোসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করে; যাহারা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণে অস্বীকার ছিল, তাহারা মোসলমানদিগের দৌরাত্ম্য হইতে প্রাণ রক্ষা করণাভিপ্রায়ে দেশ পরিত্যাগ করত বিদেশে পলায়ন করে; এবং তথায় অদ্যাপি পারশী নামে বিখ্যাত থাকিয়া কালযাপন করিতেছে।

কাদম্বরী গ্রন্থের সারসঙ্গ্রহ।

কপিঞ্জল আরো কহিতে লাগিল; "উহারি মিত্র বৈসম্পায়নকে তুমি শাপাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিয়াছ। তিনিই আমার মিত্র পুণ্ডরীকের অবতার। এক্ষণে আমার শাপান্ত হইয়াছে, আমি মহর্ষি শ্বেতকেতু মহাশয়ের সমীপে সমাচার দিতে যাইতেছি"। মহাশ্বেতা কপিঞ্জল প্রমুখাৎ এ সমস্ত বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করত রোদন করিতে লাগিল। তখন কপিঞ্জল মহাশ্বেতাকে নানা প্রকার আশ্বাস বাক্যে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন; "মহাশ্বেতে! কেন আর নিরর্থক রোদন কর। চন্দ্র ও পুণ্ডরীক পরস্পর শাপাশাপিতে এক জন্ম তো কাটাইলেন। এখন তাহাদের দ্বিতীয় জন্ম হইয়াছে। ভাবনা কি? অবিলম্বেই কাদম্বরী ও তুমি উভয়েই প্রিয়সমাগম-সুখভোগ করিতে পারিবে"। অনন্তর কাদম্বরী, কপিঞ্জল সমীপে জলমগ্ন পত্র-

লেখার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে পর তিনি কহিলেন "যৎকালীন আমি অশ্বরূপে সরোবরে; পতিত হই তদবধি এ পর্য্যন্ত পত্রলেখার বা অন্য কাহারো কোন বৃত্তান্ত বলিতে পারি না, বিশেষ তথ্য জানিবার জন্যেই আমি সত্বর শ্বেতকেতুর নিকটে যাইতেছি"। এই কথা কহিতে২ কপিঞ্জল তৎস্থানহইতে আকাশমার্গে চলিয়া গেলেন।

এখানে মহাশ্বেতা পূর্ববৎ তপস্যায় এবং কাদম্বরী চন্দ্রাপীড়দেহশুশ্রূষায় তৎপরা রহিলেন। কাদম্বরীকৃতপর্য্যাবনে শবের কান্তি দিনে২ বর্দ্ধমানা হইতে লাগিল। এদিকে রাজা, রাজ্ঞী, শুকনাস, ও মনোরমা এ সমস্ত বৃত্তান্ত লোক মুখে শ্রবণ করিবামাত্র সংসারাশ্রমে এক কালে জলাঞ্জলি দিয়া "হা প্রাণাধিক চন্দ্রাপীড়! হা প্রিয়তম বৈসম্পায়ন!" বলিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে২ মহাশ্বেতার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং দেখিলেন যে কাদম্বরী মৃত রাজপুত্র চন্দ্রাপীড়ের গাত্রে অগুরু চন্দন প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য অনুলেপন ও বিবিধ সুরভি কুসুমময় মাল্যে সুশোভিত করিয়া পূজা করিতেছেন। ইহাতে তাহারা কাদম্বরীকে "তুমিই আমাদের পুত্রের জীবন দানের কর্ত্রী" বলিয়া অচ্ছোদ সরোবরের তীরে যোগসাধনে তৎপর রহিলেন। এতাবৎ পর্য্যন্ত আখ্যায়িকা কহিয়া জাবালি কহিলেন "শুন হারীত! মহাশ্বেতা যাঁহাকে শাপ দিয়া শুকযোনিগত করিয়াছে সে এই। পূর্ব্বে এ দেবলোকে থাকিত; কর্ম্মদোষে মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া শুকনাসের পুত্র বৈসম্পায়ন হইয়াছিল; পরে মহাশ্বেতার শাপে পড়িয়া শুক হইয়াছে"। শুক শূদ্রকসমীপে এই পর্য্যন্ত কহিয়া পুনর্ব্বার সবিনয়ে নিবেদিতে লাগিল, "শ্রবণ কর, ভূপাল চূড়ামণে শূদ্রক! জাবালির প্রমুখাৎ আমি আপন সমস্ত বৃত্তান্ত কর্ণগোচর করিবামাত্র পূর্ব্বজন্মের তাবৎ বৃত্তান্ত, বিদ্যা, মিত্রতা প্রভৃতি স্মরণ করিতে সমর্থ হইলাম, কিন্তু কেবল আমার মনুষ্য জন্ম টি স্মরণ হইল না। আমি পুণ্ডরীক শরীরে যেমন আমি কপিঞ্জলের প্রতি সৌহার্দ্দ করিতাম, তখনও আমার মনে তেমনি ভাবের উদয় হইতেছিল; এবং বৈসম্পায়নশরীরে চন্দ্রাপীড় যাদৃশ প্রণয় রাখিতেন তাহাও তদ্রূপ অনুভব হইতেছিল; কিন্তু কি করি সবিনয়ে মুনি সন্নিধানে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; প্রভো! আপনার প্রসাদে আমার পূর্ব্বজন্মের সমস্ত বিষয় জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু আমার তত্তজ্জন্মের কি গতি হইয়াছে কৃপা করিয়া বলুন। তাহাদের চিন্তায় আমার হৃদয় বিদীর্ণপ্রায় হইতেছে। মহাশ্বেতার শাপে আমার প্রাণত্যাগ হইয়াছে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রাপীড় বুঝি এত দিনে জীবন পরিত্যাগ করিয়া থাকিবেন বোধ হইতেছে। মহাশয়! কৃপা করিয়া তিনি এক্ষণে কোথায় জন্মিয়াছেন আজ্ঞা করুন। এ তীর্য্যগ্দেহে যদি তাঁহার সমীপে কিছুকাল থাকিতে পাই, তাহা হইলে আমার কিছুমাত্র ক্লেশ থাকে না"। ইহাতে জাবালি কহিলেন; "ওরে পাপাত্মন্! এখনো তোর সে ভাব নিবৃত্ত হয় নাই; উড়িতে ক্ষমতা নাই; তোর এখন সে কথা শুনায় কি ফল হইবেক"। ইতিমধ্যে হারিত পিতৃসমীপে নিবেদন করিলেন; "পিতঃ! এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এ দিব্য পুরুষ দেবর্ষিতনয় হইয়া এমত কামপরবশ ও অল্পায়ুঃ কি জন্য হইল?" ইহাতে জাবালি কহিলেন; "বৎস, জান না এ কেবল মহাবীর্য্যোৎপন্ন বলিয়া এ রূপ হইয়াছে; শাপ শেষ হইলে পুনর্ব্বার অবিনাশি দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করত দীর্ঘায়ুঃ হইবেক"। শুন মহারাজ! এই কথা শুনিয়া আমি পুনর্ব্বার জাবালিসমীপে জিজ্ঞাসিলাম, "কৃপানিধান! আমার এ অবস্থা পরি-

বর্ত্ত হইয়া অবস্থান্তর কবে হইবেক আজ্ঞা করুন”? ইহাতে তিনি “ক্রমে ২ জানিতে পারিবে” বলিয়া নিস্তব্ধ হইলেন, এবং নিশাবসান দেখিয়া প্রাতঃস্নানাদি করিতে উঠিয়া গেলেন। হারিত আমারে লইয়া পর্ণশালায় রাখিলেন। আমিও তদবধি তীর্য্যগযোনি মোচনেরই চিন্তা করিতে লাগিলাম। পর দিন প্রাতে হারিত নিত্য কৃত্য সমাপনান্তে আমার নিকটে আসিয়া, ‘ভ্রাতঃ বৈসম্পায়ন! অদ্য তোমার বড় সৌভাগ্য, তোমার গাত্রোত্থানের পূর্ব্বে তোমার পিতা মহর্ষি শ্বেতকেতু তোমার অন্বেষণে কপিঞ্জলকে এখানে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমার পিতার নিকট বসিয়া আছেন দেখিয়া আইলাম’ এই সংবাদ দিলেন। শুনিবামাত্র তো আমি আনন্দ সাগরে মগ্ন হইলাম। ইতিমধ্যে কপিঞ্জলও আমার নিকটে আসিয়া আমাকে নিজ কর দ্বয়ে উত্তোলন পূর্ব্বক আপন বক্ষঃস্থলে রাখিলেন, এবং কহিলেন; ‘মিত্র! আমাদের উভয়ের দুর্গতি পিতা শ্বেতকেতু যোগবলে জানিতে পারিয়া তৎপ্রতীকারে উদ্যত হইলে পর আমি অশ্বদেহহইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসিলাম; ‘পিতঃ! তোমার প্রসাদে এখন আমি শাপোন্মুক্ত হইয়াছি, কিন্তু আমার প্রিয় মিত্র কপিঞ্জল কোথায় জন্ম লইয়াছেন, কৃপা করিয়া কহুন’। ইহাতে তিনি আমাকে কহিলেন; ‘বৎস! কিছু দিন এখানে অবস্থিতি কর, আমি তোমার মিত্র হিতার্থ কোন প্রকার বেদোক্ত আয়ুষ্কর্ম্ম করিতেছি, এক্ষণে তাহা সিদ্ধপ্রায় হইয়াছে; ত্বন্মিত্র পুণ্ডরীক কেবল আপন দোষে শুকযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; এক্ষণে জাবালির আশ্রমে আছেন, অধুনা তুমি গিয়া তাহাকে চিনিতে পারিবে না; সেও তোমাকে জানিতে সমর্থ হইবে না; অতএব আপাততঃ তথায় গমন করা বৃথা, যাইবার সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া আমিই তোমাকে পাঠাইব’। পিতার এতাদৃশ প্রবোধ বাক্যে আশ্বাসিত হইয়া আমি তাহার নিকট কিছু দিন রহিলাম। অদ্য তিনি আমাকে নিকটে ডাকিয়া অনুমতি করিলেন ‘বৎস! এখন তোমার মিত্রের পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি হইয়াছে তিনি অনায়াসেই তোমাকে জানিতে পারিবেন, অতএব তুমি শীঘ্র তাহার নিকট যাইয়া আমার ও তাঁহার জননী কমলবনবাসিনী লক্ষ্মীদেবীর আশীর্ব্বাদ জানাইয়া এই সুসংবাদ দেও, যে পিতা শ্বেতকেতুর আয়ুকর্ম্ম-সাধন-বলে তুমি অবিলম্বে মুক্ত হইবে, যাবৎ কর্ম্ম সমাধা না হয় তাবৎ এই মহাত্মা জাবালির আশ্রমে অবস্থান কর’। অতএব মিত্র আমি তাহার অনুমতিক্রমে তোমাকে এ সংবাদ দিতে আসিয়াছি’। কপিঞ্জল ইত্যাদি সমস্ত কহিয়া প্রস্থান করিলেন। এখানে জাবালির তনয় হারিত আমাকে স্বহস্তে উত্তমোত্তম ফল মূলাদি আহার করাইয়া উত্তরোত্তর পুষ্ট করিতে লাগিলেন। পক্ষ সকল সুচারু রূপে উঠিল, উড্ডীন করিতেও বিলক্ষণ পারগ হইলাম, এমৎ-সময়ে একদা বিবেচনা করিলাম এখন একবার মহাশ্বেতাকে নয়নগোচর করা উচিত। এই রূপ সংকল্প স্থির করিয়া তাহার আশ্রমাভিমুখে চলিলাম। পথিমধ্যে নিশাগম দেখিয়া এক বৃক্ষের শাখায় বসিয়া রহিলাম। প্রাতঃকালে দেখিলাম যে আমি যমপাশবৎ ব্যাধপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি। কি করি, নিরুপায় হইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে ২ কৃতান্তকল্প এক দুর্দ্দান্ত ব্যাধকে নিকটে আসিতে দেখিলাম। যখন সে পাশবদ্ধ আমাকে লইয়া যায়, তখন আমি তাহাকে যৎপরোনাস্তি বিনয় বাক্যে কহিতে লাগিলাম, তুমি আমাকে এ পাশহইতে মোচন করিয়া রক্ষা কর। ইহাতে সে

কহিল। আমার প্রতি স্বামিনী চণ্ডাল তনয়ার নিদেশ আছে যে ‘মনুষ্যভাষি শুক পাইলে তুমি আমার নিকট ধরিয়া আনিবে’। অতএব তোমাকে মনুষ্যভাষি দেখিতেছি, তোমাকে তাহার নিকট লইয়া যাইতে হইবেক’। ইহা কহিয়া সে আমাকে লইয়া নিজ স্বামিনীর হস্তে সমর্পণ করিল। চণ্ডালতনয়া আমাকে পুত্র নির্বিশেষে স্নেহপূর্ব্বক আহারাদি দিবার উপক্রম করিত, কিন্তু আমি নীচগৃহে কিছুমাত্র অন্নপানাদি গ্রহণ করিতাম না। তাহার আবাসে কেবল উপবাসে দিনযামিনী যাপন করিয়াছি। ইতিমধ্যে এক দিন প্রাতে উঠিয়া দেখিলাম যে আমার থাকিবার কাষ্ঠপিঞ্জর স্বর্ণের হইয়াছে। আর তাহার ভবন দেবায়তনের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়াছে, ও তথায় সেই চণ্ডালকন্যাও ছিলেন, আপনি তাহাকে এখানে স্বচক্ষুতে দেখিয়াছেন। তিনিই আমাকে আপনার নিকট আনয়ন করেন; কিন্তু সে কন্যা কে? কেনই বা আমি জালবদ্ধ হইলাম, ইত্যাদি সমস্ত বৃত্তান্ত আমি কিছুমাত্র জানি না।”

রাজা শূদ্রক শুকের মুখে ইহা শুনিয়া কৌতুকাবিষ্ট হইলেন, এবং অবশিষ্ট কথাশুশ্রূষায় সেই চণ্ডালদুহিতাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সে তৎক্ষণমাত্র রাজসন্নিধানে আইল। রাজা তাহাকে শুকবৃত্তান্ত জিজ্ঞাসিলে পর সে কহিল, “মহারাজ! এই যে শুককে দেখিতেছেন,এ আমার গর্ভজাত; ইহার নাম পুণ্ডরীক; ইহাকে স্বকর্ম্মদোষে নিতান্ত নষ্ট হইয়া অধঃপাতে যাইতে দেখিয়া ইহার জনক দেবর্ষি শ্বেতকেতু ত্রিকালজ্ঞতাবলে সকল জানিতে পারিয়া ইহার এতদপেক্ষায় অধোগতির শঙ্কায় ইহাকে লইয়া কোন বিশিষ্ট স্থানে রক্ষা করিতে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেই আমি আপনার নিকটে রাখিয়া গিয়াছিলাম। এক্ষণে তাহার পিতৃকর্তৃক তদর্থ আরব্ধ বেদোক্ত আয়ুকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছে, ইহার মুক্তি হইবেক। মহারাজ! তুমি চন্দ্রের দ্বিতীয়াবতার। ইনি কপিঞ্জল। তোমরা পরস্পর শাপপাশে বদ্ধ হইয়া দুই জন্ম যাপন করিলে, এক্ষণে যথেষ্ট সুখসম্ভোগে প্রবৃত্ত হও”। এই কথা কহিয়া চণ্ডালিনীরূপা পুণ্ডরীকজননী শ্রীদেবী গগণমার্গে গমন করত অন্তর্হিতা হইলেন।

এ দিকে শুক, ও শূদ্রক উভয়ের মনে পূর্ব্বজন্মের সংস্কার উদয় হইল; এবং তৎক্ষণাৎ মহাশ্বেতা ও কাদম্বরীকে স্মরণ করিবামাত্র তাহাদের তত্তদ্দেহ অবসান হইয়া গেল। এখানে শূদ্রকের আত্মা, কাদম্বরী-প্রিয়-চন্দ্রাপীড়ের অক্ষয় পূর্ব্ব শরীরে প্রবিষ্ট হইবাতে তিনি জীবিত হইয়া তাহার সহিত প্রণয় সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন; এবং শুকের আত্মা চন্দ্রলোকস্থ-পুণ্ডরীকের মৃত শরীরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র তিনি তৎক্ষণমাত্র মর্ত্ত্যলোকে অবতীর্ণ হইয়া মহাশ্বেতার সহিত মিলিত হইলেন। কাদম্বরী ও মহাশ্বেতা মনোরথ নদীর পার প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের অভিলষিত সুখের আর ইয়ত্তা রহিল না। ইত্যবসরে কেয়ূরক এই সংবাদ লইয়া হেমকূটে গমন পূর্ব্বক কাদম্বরী ও মহাশ্বেতার পিতা চিত্ররথ এবং হংসের সন্নিধানে কহিলেন। তাহারা শ্রুতমাত্র অতিমাত্র ব্যগ্রতা সহকারে মহাশ্বেতার আশ্রমে আইলেন। এদিকে কাদম্বরীর সহচরী মদলেখা যাইয়া রাজা তারাপীড়কে সমাচার দিলে পর তিনি মন্ত্রিবর শুকনাসের সহিত তথায় আগমন করিলেন। তাহাদের সঙ্গে রাজ্ঞী বিলাসবতী ও মন্ত্রিপত্নী মনোরমাও আইলেন। উভয়-পক্ষে অচ্ছোদসরস্তীরে মহামহোৎসব করিতে লাগিলেন। পরে স্বীয় রাজধানীতে পুত্রবধূ সহিত পুত্রকে সস্ত্রীক পুণ্ডরীকাকৃতি বৈশম্পায়নের সহিত আনয়ন

করিলেন; এবং তাহার হস্তে সমস্ত সাম্রাজ্যের ভার সমর্পণ করিয়া পরমসুখে কালহরণ করিতে লাগিলেন।

ইতি কাদম্বরী-সারসংগ্রহ।

পাদুকাকার-গণকের উপন্যাস।

পারস্য দেশের ইস্পাহান্ নগরে অহমদ্ নামে এক পাদুকাকার বাস করিত। সে সরল স্বভাব ও পরিশ্রমী মানুষ, কোন ঝঞ্ঝাটে যাইত না, কেবল লোকের জুতা সিলাই করিয়া অতি কষ্টে দিনপাত করিত। তাহার স্ত্রীর নাম সেতারা; সে অত্যন্ত ব্যাপিকা, ও বেশভুষা অলঙ্কারাদির জাঁক জমকে অনুরক্ত ছিল।

এক দিন ১০।১৫ জন প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোক সঙ্গে বৈকালে সেতারা গাত্রধৌত করণার্থে হমামে গিয়াছিল; তথায় রাজ বাটীর সভাসদ্ স্বরূপ এক জন গণকের স্ত্রীও আসিয়াছিল। তাহার গাত্রে অনেক মূল্যের আভরণ দৃষ্টে সেতারার ঈর্ষা হয়; অতএব সে বাটীতে আসিয়া মৌনী হইয়াই আছে; কাহার সহিত বাক্যালাপ কিছুই করে না। অহমদ্ অনেক সৈলি করিয়া দেখিলেন, কিছুতেই সে বর্গ মানিল না; অবশেষে স্বামিকে কহিল, "যাও মেনে আমাকে যেমন ভাল বাস তাহা দেখা গেল, আর নাকরা করিবার দেই নাই।" অহমদ্ নিজে বড় স্ত্রৈণ, কি করে, তাহার ভ্রূকুটি দেখিয়া নিতান্ত বিষণ্ণভাবে শপথ পূর্ব্বক কহিল, "হেদেরে তুই রাগ ক্ষমা দে, তুই আমাকে যা বলিবি তাহাতেই আছি"। এই কথা শুনিয়া সেতারা নিজ মনোরথ সাধিতে তাহাকে কহিল, "হেদেখগো তুমি আজি অবধি গণক হও, গণকের ব্যবসায়ে অনেক টাকাকড়ি মিলে। তোমার যে জীবিকা তাহাতে আমাদের পেটে খেতেই কুলায় না। আজি ঘাটে গিয়া রাজবাটীর গণকের মাগকে দেখিয়া আইলাম; তাহার কত গহনা! কতই বা ঐশ্বর্য্য! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়।" ইহা শুনিয়া অহমদ্ কহিল, "আঃ আমার পোড়া কপাল! তুই এই মনে করিয়া রাগ করিয়াছিস্! তোর স্ত্রী বুদ্ধি কোন জ্ঞানতো নাই, আমাকে যে গণক হইতে কহিলি, গণক হওয়া বড় সহজ কর্ম্ম ঠাহরিয়াছিস্? তাহাতে লেখা পড়া জ্ঞান চাই; অমনি হয় না, আমাহইতে তাহা কেমনে হইতে পারে? "ছাগলের সাধ্য কি যব মাড়া"?" সেতারা উত্তর করিল; "আমি লেখা পড়া বুঝি না, সার কহিতেছি, আমার কথা না শুন, তবে তোমার সঙ্গে এই অবধি হইল"। নিরুপায় অহমদ্ অনেক বুঝাইল, কিন্তু সেতারা কিছুতেই প্রবোধ মানিল না; গণকের স্ত্রীর ঐশ্বর্য্য তাহার মনে লাগিয়া রহিয়াছিল, সে কি অন্য কথায় কর্ণ দেয়? অহমদ্ ভাবিয়া চিন্তিয়া আপনার সেই মটা কচ্ছপের খোলাখানা প্রভৃতি যাহা কিছু ছিল সকলই বিক্রয় করিয়া এক খান পাঁজি ও রাশিচক্র-আঁকা এক খানা কাগজ কিনিয়া লইয়া পথে২ "আমি বড় গণক, চন্দ্র সূর্য্য তারা সকল জানি, ও ভবিষ্যৎ গণিয়া বলিতে পারি" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করত এক হাটে গিয়া দাঁড়াইল।

একে একে ২০।৫০ জন একত্র হইয়া রহস্য দেখিবার জন্যে তাহাকে ঘেরিল। তাহাদের মধ্যে কেহ বলিতে লাগিল, 'হাঁরে অহমদ; তোরে যে সদা সর্ব্বদা জুতা সেলাই করিতে দেখিতাম; তুই কি পাগল হইয়া অবধি এ বিদ্যা শিখিয়াছিস্"; কেহবা বলিল, "হাঁরে তোর

কি এ অবধি নীচে দৃষ্টিকরা ঘুচিল? এখন দেখিতে হইলে তোকে উপর পানেই দেখিতে হইবেক বোধ হয়”। এই রূপ উপহাস বিদ্রূপ অনেকেই করিতে লাগিল। অহমদ্ সমুদায় সহ্য করিয়া দণ্ডায়মান আছে।

ঘটনাক্রমে ঐ দেশের এক জন মণিবণিকের নিকট রাজার রক্ষিত এক খানি পদ্মরাগ মণি হারাইয়াছিল। বণিক্ দৈবাৎ সেখানে আসিয়া ভীড় দেখিয়া তাহার কারণ জিজ্ঞাসিল। ইহাতে একজন কহিল; “ও সেই অহমদ্ মুচি গো, মহাশয়”। শুনিবামাত্র মণিবণিক্ তথায় গিয়া তাহাকে কহিল; “ওহে বাপু, যদি তুমি গণিতে পার, তাহা হইলে আমার এক খানি চুনি হারাইয়াছে গণিয়া বল। পারিলে দুই শত খান মোহর পারিতোষিক দিব, নহিলে তোমার প্রাণ লইয়া টানাটানি হইবেক”।

এই কথাতে অহমদের মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হইল; করে কি; সে ক্ষণকাল নিশ্চল নিস্পন্দ হইয়া মনে২ ভাবিতে লাগিল, হায়! যাহাকে আমি এত ভাল বাসিতাম, তাহাহইতেই আমাকে এই বিপদে পড়িতে হইল! অনন্তর উচ্চৈঃস্বরে কহিল, “রে স্ত্রীলোক, ভাল ভাল, তোর মনে এই ছিল; যত্নের ধন হইয়া বিষবৃক্ষহইতেও মারাত্মক ও ভয়ানক হইলি”?

এখানে মণিবণিকের স্ত্রীরসহিত অপ্রণয় ছিল প্রযুক্ত তাহার স্ত্রী তাহাকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে ঐ চুনি খানি লইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছিল। মণিবণিক্ লোক মুখে গণকের আগমনের কথা শুনিয়া তন্নিকটে যখন গণাইতে আইসে তখন তাহার স্ত্রী জানিতে পারিয়া তাহার পাশ্চাতে এক দাসীকে তত্ত্বানুসন্ধান করিতে পাঠাইয়াছিল, দাসীও তদনুসারে তৎকালে সেখানে উপস্থিত ছিল ও অহমদকে এক জন স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বিষবৃক্ষের সহিত তুলনা করিতে শুনিয়া মনে২ করিল, তবেত এ সকলি টের পাইয়াছে, অতএব একথা স্বামিনীকে জানান উচিত। অনন্তর সে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া গিয়া তাহার স্বামিনীকে কহিল, “আর দেখ কি, এক জন হতভাগা গণক কোথাহইতে আসিয়া তোমাকেই প্রকাশ করিল; আমি তাহাকে প্রশ্নের উত্তর করিতে শুনিয়া আইলাম”।

মণিকারের পত্নী শুনিবামাত্র বিস্ময়াপন্ন হইয়া অস্তব্যস্তে অহমদের অনুসন্ধানে বাহির হইল, ও তাহাকে কোন স্থানে একাকী দেখিতে পাইয়া তাহাকে অনেক বিনতি করিয়া কহিল, “রক্ষা কর গণকঠাকুর! আমি আদ্যোপান্ত স্বীকার পুরঃসর কহিতেছি; আমার মান প্রাণ যাহাতে থাকে তাহার উপায় কর”।

অহমদ্ সবিস্ময় হর্ষে জিজ্ঞাসিল, “তুমি আমার কাছে কি স্বীকার করিবে”?

মণিবেণিয়ানী কহিল, “আঃ, তুমি আমার সকল কথাই জানিয়াছ! আমার স্বামী আমাকে দেখিতে পারে না; মারিপীঠ করে, গালাগালি দেয়, বলিয়া স্বাধীনতায় আপনার গ্রাসাচ্ছাদন নিবৃত্তি করিবার জন্য আমি ঐ চুনি খানি চুরি করিয়াছিলাম; আর এই মণি উপলক্ষে রাজদণ্ডে তাহার প্রাণদণ্ড হয় ইহাও আমার মনের কথা; সেযাহা হউক, ঠাকুর! এক্ষণে আমার প্রতি দয়া করিয়া আপনি যাহা আজ্ঞা করিবেন, এ দাসী তাহাতেই প্রস্তুত আছে”।

অহমদ্ তখন গম্ভীর হইয়া কহিল, “কি বলিব, তুমি স্ত্রীলোক! ভাগ্যে২ যে আমার কাছে আসিয়া তুমি সকল স্বীকার পূর্ব্বক আমার দয়া চাহিলে; এই তোমার রক্ষা। এখন শীঘ্র বাটী গিয়া আপনার স্বামির বালিশের নীচে ঐ চুনি-খানি রাখ, আর তোমার কিছু ভয়

নাই”। এ কথায় সে বিদায় হইলে পর অহমদ্ মণি বণিকের নিকট উপনীত হইয়া কহিল, “গণিয়া দেখিলাম, তোমার বালিশের নীচে সেই চুনি খানি আছে”। জহরি ইহাতে বিশ্বাস না করিয়াও শয়নাগারে গিয়া দেখিল মণি খানি সেই স্থানেই আছে। প্রাপ্তিমাত্র মণিকার অহমদের নিকট আসিয়া; “তুমি আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা করিলে; আজি অবধি জানিলাম তুমিই এক্ষণকার প্রধান জ্যোতির্বেত্তা”; বলিয়া যথেষ্ট সমাদর পূর্ব্বক প্রতিশ্রুত ২ শত সুবর্ণ মুদ্রা তাহারে পুরস্কার দিল।

এ সকল প্রশংসা ও পুরস্কারে অহমদের আমোদের লেশমাত্রও হইল না। ইহাতে সে, “এ লাভে আমোদ করিব কি ধর্ম্মে ২ যে আমার এ যাত্রা প্রাণ রক্ষা হইল এই লাভই পরম লাভ” বোধ করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে ২ বাটীতে প্রত্যাগমন করিল। তাহার স্ত্রী সত্বরে নিকটে আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল, “কহ গণক মহাশয়! কি হইল”? অহমদ্ মুখ ভার করিয়া কহিল, “দুই শত থান মোহর; সে যাহা হউক, তুমি এ সকল লও; আজি অবধি আমাকে আর এমৎ প্রাণসংশয়-ব্যাপারে ফেলিও না”। সেতারা তাহা দেখিয়া বিবেচনা করিল, ইহাতে আমি এখন এক প্রকারে প্রধান গণকের স্ত্রীর সমান হইলেও হইতে পারি। অনন্তর সে কহিল, “প্রিয়তম স্বামিন্! সাহস কর, এ তোমার সদ্ব্যবসায়ে প্রথম পরিশ্রমের ধন। ক্রমাগত এই ব্যবসায় চালাইতে ২ কালে আমরা ধনী ও সুখী হইতে পারিব”। অহমদ্ অনেক কাকুক্তি ও বিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু সে তাহাতে পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিতে লাগিল; “বুঝা গিয়াছে তোমার যত ভালবাসা, আজি অবধি তোমায় আমায় হইল”। অহমদ্ করে কি? পুনঃ সেই রূপ করিতেই সম্মত হইল; ও পরদিন পূর্ব্ববৎ পাঁজি পুতি লইয়া পথে ২ চীৎকার করিতে ২ চলিল। লোক সকলও তদ্রূপ একত্রে তাহাকে ঘেরিল, কিন্তু সে দিন তাহার তাদৃশ জ্যোতির্ব্বিদ্‌রূপে খ্যাতি প্রতিপত্তি প্রচার হওয়াতে সকলের মনে ২ অত্যন্ত বিস্ময় হইয়াছিল; একারণ কেহই কিছু আর পরিহাসের কথা কহে নাই; এমৎ সময়ে এ স্থান দিয়া একটি স্ত্রী ঘোমটা দিয়া চলিয়া যায়, ক্ষণকাল পূর্ব্বে তাহার গলার হার, ও কর্ণের কুণ্ডল হারাইয়াছিল। সেও ঐ গণকের কথা শুনিয়া তথায় গিয়া গণককে কহিল; “আমার হার ও কুণ্ডল হারাইয়াছে, যদি গণিয়া বলিতে পার, পঞ্চাশৎ মোহর পুরস্কার পাইবে” ইহাতে সে হতজ্ঞান প্রায় অধোমুখে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল, “বুঝি এই বার আমার মূর্খতা প্রকাশ হয়”। স্ত্রীলোকটির আসিবার সময়ে ভীড়েতে কোন প্রকারে তাহার অবগুণ্ঠন-বস্ত্রের নিম্নভাগ টা ছিঁড়িয়া গিয়াছিল, অহমদের অকস্মাৎ তাহ'তেই দৃষ্টি পড়িবামাত্র তাহাকে সাবধান্ করিবার মানসে সে তাহারে কাণে২ কহিল, “এ কি হইয়াছে, দেখ নাই”? অহমদ্ অবগুণ্ঠনের ছিদ্র দর্শন করান মাত্রেই তাহার ঐ সকল দ্রব্য হারাণের কথা মনে পড়িল। তখন সে স্ত্রী তাহাকে তথায় থাকিতে কহিয়া শীঘ্র তাহার পুরস্কার আনিতে গৃহে প্রস্থান করিল, ও অবিলম্বেই এক হস্তে অলঙ্কার অন্য হস্তে মোহর লইয়া তাহার নিকটে আইল, এবং কহিল, “তুমি বড় অদ্ভুত গণক! কোন গুপ্ত বিষয় তোমার নিকট অব্যক্ত থাকে না। যখন তুমি আমার ঘোমটার কাপড় ছিঁড়া দেখাইয়া দেও, তখনই যে দেয়ালের গর্ত্তে গহনা রাখিয়া স্নান করিতে গিয়াছিলাম, তাহা আমার মনে

পড়িল; যাহা হউক এখন আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ি যাই, তুমি এই পুরস্কার লও"।

অহমদ্ সে দিনও পূর্ব্ববৎ পরমেশ্বরকে ধন্য-বাদ দিতে২ বাটীতে গেল, এবং মনে২ প্রতিজ্ঞা করিল, আর এমত সাহসিক কর্ম্ম কখন করিব না; কিন্তু তাহার স্ত্রী তাহাকে তদাসক্ত জানিয়া প্রদর্শনপূর্ব্বক পর দিন পুনঃ তাদৃশ ব্যবসায়ে পাঠাইতে চেষ্টা করিতেছিল।

তৎকালে রাজার ভাণ্ডারহইতে ৪০ সিন্দুক রত্ন ও মোহর চুরি গিয়াছিল। নগররক্ষক কোতোয়াল প্রহরিগণকে লইয়া চোর ধরিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেও কিছু ফল দর্শে নাই। রাজা আপনার সভাব গণক্কে ডাকাইয়া কহিলেন; "শুন, গণক, যদি এক সপ্তাহ মধ্যে চোরের সন্ধান বলিতে না পার তাহা হইলে তুমি ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েরি প্রাণদণ্ড করিব"। সপ্তাহের ছয় দিবস অনুসন্ধান করিয়া কিছুই করিতে পারিল না, এক দিন মাত্র বাকি আছে ভাবিয়া কেহ রাজগণককে নূতন বিখ্যাত অহমদ্ গণক্কে ডাকাইয়া পাঠাইতে পরামর্শ দিলে পর রাজগণক কএক জন লোক অহমদ্কে ডাকিতে প্রেরিত হইয়া হঠাৎ অহমদের বাটীতে উপস্থিত হইবাতে সে স্ত্রীকে কহিল; "দেখিলি, তোর ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষার ফল সদ্যই হাতে২ ফলিল; রাজগণক্ আমার ব্যাপার শুনিয়া জুয়াচোরের দণ্ড বিধান করিবেন বলিয়া এ সকল লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন"।

অহমদ্ তাহাদের সঙ্গেই রাজ ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র রাজগণক্ অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা ও যথেষ্ট সম্মানপুরঃসর বসাইয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতেছিল, এমত সময়ে এক রাজদূত আসিয়া তাহাকে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজা তাহাকে কহিলেন; "কহ, অহমদ্! আমার কোষাগারহইতে স্বর্ণ ও রত্নপূর্ণ সিন্দুক কয়েকটা কে চুরি করিল"? অহমদ্ উত্তর করিল "৪০ জন"। রাজা প্রশ্ন করিলেন; "কে২"? অহমদ্ প্রত্যুত্তর দিল "আমি এখনই সমুদায় উত্তর করিতে পারি না, চল্লিশ দিন গণনায় সাবকাশ দিলে কহিতে পারি"। রাজা বলিলেন "তথাস্তু. কিন্তু ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল বহির্ভূত হইলে তোমার প্রাণদণ্ড করিব"।

অহমদ্ রাজাজ্ঞানুসারে ভয়ে সেই দেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে বাস করিবার মনস্থে সন্তুষ্ট হইয়াই ঘরে ফিরিয়া আইল। তাহার স্ত্রী তাহা জানিতে পারিয়া পূর্ব্ববৎ ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহাকে তৎকর্ম্মে নিষেধ করিতে লাগিল। অহমদ্ মৃত্যু আসন্ন ও উপায়াভাব দেখিয়া স্ত্রীকে কহিল "দেখ, আমি তো গণাগাঁথা কিছুই জানি না, তাহা জানিস্; আমি ঐ ভাণ্ডে ৪০ টি খর্জ্জুর রাখিয়াছি, উহাহইতে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক২ টি করিয়া আমাকে দিস্; আমি তাহা আর একটা পাত্রে ফেলিয়া রাখিব, তাহাতে মরণের অবশিষ্ট কয় দিনের কত যায় কতই বা থাকে তাহা জানিতে পারিব।"

এ দিকে তস্করেরা, রাজা চোর ধরিবার জন্য যাহা২ করিয়াছেন তাহার অবিকল সমাচার পাইয়া নিশ্চিন্ত আছে। তন্মধ্যে এক জন চোর যে দিন রাজা অহমদ্কে ডাকাইয়া চুরির কথা প্রশ্ন করেন ও তাহাতে সে তাঁহার নিকটে যে চোরের সঙ্খ্যা ব্যক্ত করিয়া কহে তাহা শুনিতে পাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে আপনার দলে আসিয়া সমাচার দিল; "আমরা সকলেই প্রকাশ পাইয়াছি। অহমদ্ রাজার নিকটে আমাদের চল্লিশ জন সঙ্খ্যা ব্যক্ত করিয়াছে," ইহাতে দলপতি কহিল; "ইহাতে একটা গণকের আবশ্যক কি? চল্লিশটা

সিন্দুক চল্লিশ জন নহিলে স্থানান্তর করিতে পারে না ইহা কল্পনা করা বড় কঠিন কর্ম্ম নহে; পরন্তু আমাদের এক কর্ম্ম করিতে হইবেক; আজি রাত্রে এক জন গিয়া তাহার ঘরের নিকট দাঁড়াইয়া থাক; অবশ্য সে এ সকল বিষয় তাহার স্ত্রীর সাক্ষাতে কহিতে পারে; কি কহে তাহা শুনিয়া আইস।” এই আদেশে উহাদের এক জন চোর, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইলে পর অহমদ্ ঈশ্বরের নাম লইয়া বসিয়া আছে ও তাহার স্ত্রী তাহার হস্তে প্রথম খর্জূরটি দিতেছে, এমৎ সময়ে যাইয়া ঘরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান রহিল। অহমদ্ খর্জূরটি হস্তে পাইবামাত্র “এই চল্লিশের একটি হইল” বলিয়া তাহা একটা কলসীতে ফেলিয়া দিল। চোর এই কথা শুনিবামাত্র আপনাদের দলে আসিয়া কহিল; “আমি অহমদের ঘরের কানাছে দাঁড়াইবামাত্র সে আপন স্ত্রীকে কহিতে লাগিল “এই চল্লিশের মধ্যে এক জন হইল”। দলপতি একের কথায় বিশ্বাস না হওয়াতে পর দিন সেই সময়ে সেখানে দুই জনকে পাঠাইয়া দিল। তাহারাও অহমদের দ্বিতীয় খর্জ্জুর হস্তে পাইবার কালে তথা যাইয়া উপস্থিত হইবামাত্র শুনিতে পাইল সে স্ত্রীকে কহিতেছে “এই চল্লিশের মধ্যে দুইটা হইল। এই রূপে তৃতীয় দিনে তিন জনে তিনের, চতুর্থ দিনে চারি জনে চারির, কথা শুনিয়া দলে গিয়া কহাতে ক্রমে ২ চল্লিশ দিনের রাত্রিতে চল্লিশ জন চোর আসিয়া শুনিল, অহমদ্ কহিতেছে “আজি চল্লিশ পূর্ণ হইল”।

ইহাতে চোরদের সন্দেহ এককালে দূর হইল। অনন্তর সকলে পরামর্শ করিল “আইস, আমরা শরণাগত হইয়া ইহার সহিত বন্ধুত্ব করি, নহিলে আর কিছুতেই নিস্তারের পথ দেখি না”। এই স্থির করিয়া তাহারা প্রভাত হইবার অনতিপূর্ব্বে অহমদের দ্বারে গিয়া কপাটে আঘাত করিল। তাহাতে অহমদ্ নিদ্রার ঘোরে “এই বুঝি রাজপুরুষেরা আমাকে বধ করিবার জন্য লইয়া যাইতে আসিয়াছে” মনে করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল, “জানিতে পারিয়াছি; তোমরা যে জন্য আসিয়াছ তাহা বুঝিয়াছি; এ অত্যন্ত অন্যায় ও মন্দ কর্ম্ম করা হইয়াছে”।

ইহাতে দস্যুদলপতি কহিল, “ভাল অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতাপন্ন অদ্ভুত গণক তুমি হইয়াছ! আমরা যে জন্য আসিয়াছি তাহা যে তুমি অবগত আছ আমরা বুঝিয়াছি। এই ক্ষণে এই দুই সহস্র স্বর্ণমুদ্রা দিতেছি, লও, আমাদের এ বিষয়ের কোন কথা আর মুখে আনিও না”। অহমদ্ একে পায় আরে চায়, তাহাদের দত্ত ঐ সকল মুদ্রা প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিতে লাগিল, “তোরা কি বুঝিয়াছিস্, যে তোদের এমত অন্যায় অত্যাচার পৃথিবীসুদ্ধ লোককে না জানাইয়া আমার পক্ষে সহিয়া ও চুপ করিয়া থাকা সম্ভব”? ইহাতে চোরেরা কহিল, “এখন আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা করুণ; রাজার ধন সকল রাজারে ফিরিয়া দিতেছি”।

তখন মুচির নন্দন আপনার চক্ষুর্দ্বয় মর্দ্দন ও উন্মীলন করিয়া আপনাকে সজাগ বোধে সন্তুষ্ট হইয়া দেখিল, যে যথার্থই চোরেরা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে; ইহাতে সে গভীরস্বরে তাহাদিগকে কহিল, “কেমন এখন তো ধরা পড়িলি; আমার হস্তহইতে তোদের বাঁচা বড় কঠিন, আকাশস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদির অবস্থা বুঝিতে পারি; আমাকে আবার ফাঁকি দিবি; যাহা হউক ভাল, বাঁচিলি; রাত্রি থাকিতে আমার নিকটে আসিয়া অনুশোচনা পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা না করিলে তোদের কি গতি হইত বুঝিতে পারি না। এইক্ষণে যে সকল ধন চুরি করিয়াছিস্, সকলি ফিরিয়া দে, এখনই

সই চল্লিশ টি সিন্দুক অবিকল আনিয়া রাজার বাগানের প্রাচীরের এক হস্ত নীচে গর্ত্ত খুলিয়া পুঁতিয়া রাখ, তবে প্রাণ রক্ষা হইবেক, নচেৎ সবংশে তোমাদের ধ্বংস হইবে; ইহা নিবারণ করে এমন কাহাকেও দেখি না"।

চোরেরা তদাজ্ঞা স্বীকার করিয়া প্রস্থান করিলে পর, ক্ষণকাল বিলম্বে এক জন রাজদূত অহমদকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইলে সে স্ত্রীকে চোরদিগের বৃত্তান্ত কিছুই না কহিয়া কেবল "জন্মের মত বিদায় হই" বলিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিল; ও সেতারা পুনঃ২ "ভয় কি২" বলিয়া সাহস দিতে লাগিল।

অহমদ্ পরমানন্দে রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইবামাত্র রাজা তাহার প্রফুল্লবদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন, "কহ অহমদ্, অদ্য তোমার মন আমোদিত দেখিতেছি, আমার ধন বাহির করিতে পারিয়াছ কি না"? অহমদ্ উত্তর করিল; "মহারাজ ধন চাহেন, কি ধনমোষক চাহেন? আমি গণনাফলে এক বই দুই কদাচ দিতে সমর্থ নহি"। রাজা চোরগণকে শাস্তি দিতে না পরিবার হেতু কিছু ক্ষুব্ধ হইয়া কহিলেন, "একান্ত দুই দেওয় যদি তোমার পক্ষে কঠিন হয়, তাহা হইলে ধনই দেও"। এই কথায় অহমদ্ রাজাকে মার্জ্জনা করণের দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ করিয়া "মহারাজ আপনি আমার সঙ্গে আসুন, ধন দেখাইয়া দিতেছি"; বলিয়া রাজাকে সঙ্গে লইয়া অগ্রসর হইল। সভাস্থ সমস্ত ব্যক্তি তদাশ্চর্য্য দিদৃক্ষু হইয়া তৎপশ্চাৎ২ চলিল। অহমদ্ সেই বাগানের প্রাচীরের নিকটে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে কিছু মনে২ পাঠ করিতে লাগিল, তাহাতে দর্শকেরা বুঝিলেন, এ কোন ঐন্দ্রজালিক মন্ত্র পাঠ করিতেছে। পরে সে সেই স্থান খনন করিতে লোকদিগকে আদেশ দিলে পর তাহারা খাত করিতে২ সেই সকল সিন্দুক পাইল। রাজা বড়ই তুষ্ট হইলেন, ও তাহাকে বিশেষ বিজ্ঞ জানিয়া তাঁহার এক মাত্র নন্দিনী নয়নানন্দিনী রাজনন্দিনীকে তাহার সহিত বিবাহ দিলেন। অহমদ্ তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া পূর্ব্ব প্রণয়িনীর প্রীতিতে জলাঞ্জলি দিয়া সেই রাজকন্যা লইয়াই পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিল। সেতারা-স্বামিচ্যুত হইয়া কিসে অহমদের বিনাশ হয়, এই চেষ্টাতেই ফিরিতে লাগিল।

প্রাকৃত-ভূগোল।

সপ্তম প্রকরণ।

স্রোতোদ্বারা ভূমির হ্রাস বৃদ্ধি।

স্রোতোদ্বারা বাহিত মৃত্তিকায় নদী-গর্ভে ও নদীর অগ্রভাগে যে প্রকারে চর উৎপন্ন হয়, তাহার পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিতে হইলে ইহাও বোধ হয় যে যে মৃত্তিকায় চর জন্মে, তাহাতে নদীর গর্ভও ক্রমশঃ পরিপূর্ণ হইতে পারে। ফলতঃ তাহাই সর্ব্বত্র ঘটিতেছে, ও অনেকানেক নদীগর্ভ এই প্রকারে পরিপূর্ণ হইয়া উভয় পার্শ্বের ভূভাগহইতে উচ্চ হইয়াছে। এই ঘটনা আশু প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ নদীগর্ভ পূরণ সময়ে স্রোতের হ্রাস-বৃদ্ধ্যনুসারে নদীর উভয় তটেও কিঞ্চিৎ২ মৃত্তিকা জমিয়া থাকে, সুতরাং তট ও গর্ভ উভয়েরই উচ্চতা বৃদ্ধি হইয়া কিছুই উচ্চ হয় নাই এই ভাব ব্যক্ত করে। পরন্তু সে ভ্রম মাত্র। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই প্রকাশ পায় যে নদীর গর্ভ ক্রমশঃ পূর্ণ হইয়া থাকে; এবং এই কারণ বশতঃই অনেক নদী জলহীনা হইয়া "কানানদী" ও "মরানদী" নামে বিখ্যাতা হয়। এই ঘটনা ক্রমশঃ অতি অল্পে২ ঘটিয়া থাকে। গঙ্গা প্রভৃতি বৃহৎনদীর গর্ভ ৫০ বৎসরে কি পর্য্যন্ত পূর্ণ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করাই কঠিন। শীত বসন্ত ও গ্রীষ্ম কালের প্রথমাবস্থায় বৃষ্টির অভাব ও পর্ব্বতে বরফ জমিয়া থাকা প্রযুক্ত নদীকূলের হ্রাস হয়; সুতরাং তাহার বেগেরও হ্রাস থাকে, এবং

ঐ ক্ষীণ স্রোতে জলস্থ মৃত্তিকা অনায়াসে অধঃপতিত হইয়া নদীগর্ভ পূর্ণ করে। কিন্তু বর্ষাকালে বৃষ্টি ও পর্ব্বতস্থ বরফ-গলন দ্বারা প্রভূত জল ভয়ানক বেগে বাহিত হইতে থাকে, এবং শীতকালের অধঃপতিত মৃত্তিকা ধৌত করিয়া লইয়া যায়; একারণ শীতকালের জমা মৃত্তিকা বর্ষাকালে লুপ্ত হয়। পরন্তু সর্ব্বত্র সমস্ত জমা মৃত্তিকা ধৌত হয় না, কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে; ও কালক্রমে তদ্দ্বারা নদী পরিপূর্ণা হইয়া উঠে। ইটালি প্রদেশে এই প্রকারে পো-নদীর গর্ভ এতাদৃশ উচ্চ হইয়াছে যে তন্নিকটস্থ ফেরেরা নগরের অট্টালিকা-সকলের ছাদ ঐ নদীর জলসীমা হইতে নিম্ন বোধ হয়; ফলতঃ আডিজ্ এবং পো-নদীর গর্ভ তাহাদের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তি স্থানহইতে অনেক উচ্চ। হলণ্ড-দেশে রীণ্ ও মিউজ্-নদীও এই প্রকার উচ্চ।

কিয়দংশে এই ঘটনা নিবারণার্থে এক স্বভাব সিদ্ধ উপায় আছে। তদ্বিশেষ এই। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে নদীর গর্ভ পূর্ণ হইলে বর্ষাকালে তাহার জল তট উৎক্রমণ করত উভয় পার্শ্বস্থ দেশ প্লাবিত করিবে, এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে দামোদর নীল ও অন্যান্য নদ ও নদী এই প্রকারে বর্ষে২ তন্নিকটবর্ত্তি দেশ-সকল প্লাবিত করিয়া থাকে। সামান্য কথায় এই জলপ্লাবনকে "বন্যা" শব্দে কহে। ঐ বন্যায় স্থলভাগে যে জল উত্থিত হয়, তাহা সূক্ষ্ম মৃত্তিকা ও বালুকায় পরিপূর্ণ। স্থলে উঠিয়া ঐ জল শুষ্ক হইলেই মৃত্তিকা ও বালুকা ভূম্যুপরি জমিয়া যায়, সুতরাং তজ্জন্য ঐ ভূমির উচ্চতা বৃদ্ধি করে। নীলনদীর বন্যাদ্বারা কয়রো নগরের চতুর্দ্দিগবর্ত্তি স্থান ২॥ হস্ত উচ্চ হইয়াছে। পরন্তু নদীর গর্ভ যে প্রকার সত্বরে পূর্ণ হয়, বন্যার জলে তন্নিকটবর্ত্তি স্থান তত শীঘ্র উচ্চ হয় না। অপর যে সকল নদীতে বন্যা আইসে তত্রত্য লোকেরা ঐ বন্যাহইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত নদীর উভয় পার্শ্বে বাঁধ দিয়া থাকে। সেই বাঁধ কিয়ৎকাল বন্যা নিবারণ করে; কিন্তু ঐ কারণ বশত বন্যাদ্বারা যে মৃত্তিকা ভূমিতে উঠিত তাহা নদীগর্ভে থাকিয়া ত্বরায় তাহা পূর্ণ করিয়া ফেলে, তাহাই বন্যা ঘটিবার উপায় বৃদ্ধি করে। দামোদর নদেতে এই প্রকার বাঁধ থাকাতেই তাহা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হইয়াছে, এবং বর্ষে২ বন্যাদ্বারা ঐ নদীর উভয় পার্শ্বে ভূরি২ অনিষ্ট ঘটিতেছে। অপর দামোদর নদের প্রবল বেগ অবরুদ্ধ হইতে পারে এমত সুদৃঢ় বাঁধ প্রায় নির্ম্মিত হয় না; একারণ বন্যায় তাহার কোন২ স্থান ভগ্ন হইয়া অনিষ্টের বৃদ্ধি করে। তথায় ঐ অকর্ম্মণ্য বাঁধ থাকা অপেক্ষা না থাকাই শ্রেয়ঃ; কারণ অধুনা যে২ স্থানে বাঁধ ভগ্ন হয় তদ্দ্বারা নদের উদ্বৃত্ত সমস্ত জল ৮।১০ হস্ত উচ্চ হইয়া গ্রামাদিতে প্রবেশ করত একেবারে সমস্ত উৎসন্ন করিয়া ফেলে; বাঁধ না থাকিলে সেই জল নদের উভয় পার্শ্ব দিয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া যাইত; গ্রামাদি উচ্চ স্থান এক হস্ত জলমগ্নও হইত না; সুতরাং কৃষকদিগের গৃহ-সকলও ভাসিয়া যাইত না, ও অধুনা যে প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ অনিষ্টও ঘটিত না। কএক বৎসর হইল কোম্পানির নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাবিতবিষয়ে পারদর্শী কয়েক জন সাহেব নানাবিধ অনুসন্ধান করণানন্তর কোম্পানিকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, যে দামোদরের উভয় পার্শ্বে যত বাঁধ আছে তৎসমুদায় ভগ্ন করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য; তাহা হইলে এইক্ষণে যে প্রকার এক২ স্থানে বাঁধ ভাঙ্গিয়া অত্যন্ত অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, তাহা আর হইবেক না, দেশের সর্ব্বত্রই কিঞ্চিৎ জল বৃদ্ধি হইবেক, কুত্রাপি গৃহাদি বিলুপ্ত হইবেক না। ক্ষণভঙ্গুর অকর্ম্মণ্য বাঁধ নির্ম্মাণ করণাপেক্ষা এ পরামর্শ শ্রেয়স্কর বটে; পরন্তু উত্তম বাঁধ প্রস্তুত করা অসাধ্য নহে, অতএব এতদ্বিষয়ে রাজপুরুষদিগের মনোযোগী হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

ভূমি উৎপাদন করণে স্রোতের যে প্রকার ক্ষমতা ভূমি উন্মূল করণেও তৎক্ষমতা তাদৃশী। সমুদ্র বা নদীর তরঙ্গ বহুকাল উচ্চ তটে বেগে আহত হইতে থাকিলে ঐ তটের মূল ক্রমশঃ গলিয়া যায়, ও তাহা দুর্ব্বল হইতে থাকে, অবশেষে ঐ তট ভগ্ন হইয়া জলসাৎ হয়; বিশেষতঃ ঐ তটের উপরিভাগে সুদৃঢ় প্রস্তর ও নিম্নে মৃত্তিকা বা অদৃঢ় ও জলে সত্বরে গলনীয় প্রস্তর থাকিলে এই ঘটনা অতি শীঘ্রই সম্ভবে। অপর এবম্প্রকারে তট একবার ভগ্ন হইলেই ঐ স্থানে আপদের শেষ হয় না। ভগ্ন-তটের মৃত্তিকা অতি শীঘ্রই ধৌত হইয়া যায়, এবং অবশিষ্ট তটের মূল গলিতে আরম্ভ হয়। এই প্রকারে ক্রিমিয়া দেশের তট অনেক দূর পর্য্যন্ত সমুদ্রবেগে ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। নদীতটে এই ঘটনা সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্ব্বত-শৃঙ্গ-সকলও এই প্রকারে অহরহঃ ভগ্ন হইয়া পড়ে। হিমালয় পর্ব্বতে ভ্রমণকারি মহাশয়েরা কহিয়াছেন,

যে হিমালয়ের উপত্যকা মধ্যে এই ঘটনা অহরহঃ ঘটিয়া থাকে, এবং ঐ ভগ্ন পর্ব্বত-খণ্ড কখন্ কাহার মস্তকে পড়িবেক, এই আশঙ্কা তত্রত্য পথিকদিগের মনে সর্ব্বদাই জাগ্রত থাকে।

সমুদ্রের তট উচ্চ হইলে ভগ্ন হইয়া পড়িবার আশঙ্কা, কিন্তু নিম্ন হইলেই নিতান্ত নির্বিঘ্ন হয় না; তাহাতেও অনেক আপদের সম্ভাবনা আছে। বলবৎ ঝড়ের সময় সমুদ্র-তরঙ্গ অতি উত্তাল হইয়া উত্থিত হওত তটস্থ গ্রামাদি সমস্ত প্লাবিত করিতে পারে। অপর প্রত্যহ জোয়ারের সময়ে সমুদ্র-জলে বালুকা আনিয়া তটে নিক্ষিপ্ত করে; ভাটার সময়ে ঐ বালুকা শুষ্ক হইয়া সমুদ্র-বায়ু-সহকারে তটনিকটস্থ শস্যক্ষেত্রাদি উর্ব্বরা ভূমিতে উড়িয়া পড়ে। উত্তরোত্তর এই বালুকা বাড়িতে২ স্তম্ভাকার হইয়া উঠে, তৎসময়ে দীর্ঘ-সমূল-তৃণাদি তদুপরি রোপণ ও বহু যত্নে তদ্বর্দ্ধন না করিতে পারিলে বায়ুসহকারে ঐ বালুকা-স্তম্ভ ক্রমশঃ অগ্রবর্ত্তি হইয়া গ্রামাদি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। ফরাসিস্ দেশে বিস্কে উপসাগরের তটে এই ব্যাপার এখন অতি আশ্চর্য্য রূপে ঘটিতেছে। তথায় অনেক গ্রাম এই আপদ-কর্ত্তৃক একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে. এবং মিমিসাঁ নামক এক গ্রামের মনুষ্যেরা ৪০ হস্ত উচ্চ এক বালুকা-স্তম্ভের করাল গ্রাসে কবে পতিত হইবে, এই ভয়ে কয়েক বৎসরাবধি তাহারা অত্যন্ত চিন্তিত আছে। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, যে ঐ বালুকা স্তম্ভ প্রতি বর্ষে ৪০।৫০ হস্ত স্থান অগ্র গমন করিয়া থাকে।

স্কটলণ্ড দেশে ফিণ্ডহরণ্ নদীর মুখ-নিকটে পাঁচ ক্রোশ স্থান অতি উর্ব্বরা ছিল, এবং তদুৎপন্ন অপর্য্যাপ্ত শস্যে মোরে নগরের সমস্ত লোক প্রতিপোষিত হইত বলিয়া তথাকার লোকে ঐ শস্যক্ষেত্রের নাম "মোরে নগরের শস্য ভাণ্ডার" রাখিয়াছিল। ইংরাজি ১৬৭৭, অব্দে তত্রত্য ব্যক্তিরা আপনাদিগের কোন প্রয়োজন সাধনার্থে তথাহইতে তিন ক্রোশ অন্তরস্থ সমুদ্র তটের বালুকোপরি জাত সমস্ত তৃণ ও ক্ষুদ্র তরু কাটিয়া লয়; তাহাতে ঐ বালুকা মুক্ত-বন্ধন হইয়া উড়িতে আরম্ভ করত বিংশতি বর্ষের মধ্যে ঐ শস্যক্ষেত্র ও তন্নিকটস্থ সমস্ত স্থান আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। ইংরাজি ১৬৯৭ অব্দে তথাকার গ্রাম-ক্ষেত্র-উদ্যানাদির কোন চিহ্নও ছিল না। বায়ু প্রবল হইলে এ বালুকার সূক্ষ্ম-রেণু-সকল অতি দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। অফরিকা-দেশের উত্তরাঞ্চলে এবম্প্রকার বালুকা ঝড়-সহকারে এক দিনে অতি দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে; ফলতঃ পর্ব্বতাদি কিছু প্রতিবন্ধক না থাকিলে তাহার গতির রোধ হয় না।

লাইবিয়া-প্রদেশের মরুভূমির বালুকা এই প্রকারে মিসর দেশের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল আচ্ছন্ন করিয়াছে, এবং লাইবীয় পর্ব্বতের ব্যবধানে না থাকিলে বোধ হয় নীল নদীর দক্ষিণ তটে আসিয়া সমস্ত মিসর দেশ উৎসন্ন করিত।

অষ্টম প্রকরণ।

ভূমি-ভেদ।

ব্যাবহারিক ভূগোলে পৃথিবীর ভূভাগ দেশ-প্রদেশ-গ্রাম-নগরাদি নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তৎসমুদায় মনুষ্য-কৃত; তাহাদের ধর্ম্মগত কোন বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না। ধর্ম্মগত ভেদ বিবেচনা করিলে পৃথিবীর ভূভাগ সপ্ত অংশে নিবিষ্ট হইতে পারে; তদ্যথা; প্রথম, পর্ব্বত; দ্বিতীয়, উপত্যকা; তৃতীয়, অধিত্যকা; চতুর্থ, সমভূমি; পঞ্চম, নদী মুখাগ্রস্থভূমি; ষষ্ঠ, তৃণক্ষেত্র; সপ্তম, মরুভূমি।

(১) পর্ব্বতের বিবরণ পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। (২) পর্ব্বতদ্বয় বা পর্ব্বত শৃঙ্গদ্বয়ের মধ্যগত নিম্ন স্থানকে "উপত্যকা" শব্দে কহি। প্রায় সকল পর্ব্বতের সমস্ত জল ঐ উপত্যকাদ্বারা বহিয়া যায়, সুতরাং উপত্যকার নিম স্থানে এক২ নদী দৃষ্ট হইয়া থাকে। অপর, পর্ব্বতের জল পতন সময়ে পর্ব্বতের গাত্র ধৌত হইতে থাকে; এবং তদ্দ্বারা পার্ব্বত্য প্রস্থর বিকৃত হইয়া মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়। ঐ মৃত্তিকা বৃক্ষাদির অত্যন্ত পুষ্টিকর; এবং জলের সহিত তাহা উপত্যকায় পতিত হইয়া উপত্যকাকে বিশেষ ফলশালি করে। অপর উভয় পার্শ্বে পর্ব্বতের আবরণ থাকায় অত্যন্ত ঝড় বৃষ্ট্যাদি দৈব উৎপাতে উপত্যকাবাসিদের অনিষ্ট করিতে পারে না; এই হেতু ফলবত্তা ও নির্বিঘ্নতা সম্বন্ধে উপত্যকা অপর সকল প্রকার ভূমি অপেক্ষায় প্রধান। ইহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল কাশ্মীর।

পর্ব্বতশ্রেণির উপরিভাগস্থ সমভূমির নাম "অধিত্যকা"। তাহা ফলবত্তা বিষয়ে উপত্যকা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট। তাহাতে জলকষ্টেরও সম্ভাবনা আছে।

পরন্তু সুস্থতা-বিষয়ে অধিত্যকা অতি প্রসিদ্ধ; এই প্রযুক্ত তত্রত্য মনুষ্যেরা যে প্রকার বলবান্ ও শৌর্য্যশালী হয়, উপত্যকা-নিবাসিদিগের মধ্যে তাদৃশ বল ও শৌর্য্যগুণের সম্ভাবনা নাই।

অধিত্যকা মাত্রই পর্ব্বতের অগ্রভাগে স্থিত হওয়াতে সুতরাং সমুদ্রের জলসীমাহইতে অতি উচ্চ হইয়াছে। বৃহদ্বৃহৎ অধিত্যকা-সকল অনেক-পর্ব্বতে বেষ্টিত থাকে। পৃথিবীমধ্যে সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহদ্ অধিত্যকা আসিয়া খণ্ডের মধ্যস্থানে স্থিত; তাহার এক পার্শ্বে হিমালয় ও অপর পার্শ্বে আল্‌তাই পর্ব্বত। তিব্বত-দেশ পর্ব্বতশিখরে স্থিত, অতএব তাহাকে অধিত্যকা শব্দে কহি। সমুদ্রের জলসীমাহইতে ঐ দেশ ৬৭০০ হস্ত উচ্চ। দক্ষিণ-দেশও অধিত্যকা, এবং তাহা ২০০০ হস্ত উচ্চ। নূতন পৃথ্বীখণ্ডে গোয়াটিমালা অধিত্যকা ৬০০০ হস্ত এবং টিটিকাকা অধিত্যকা ৮০০০ হস্ত উচ্চ।

অধিত্যকা যে পরিমাণে উচ্চ হয়, তদনুসারে তথায় শীতেরও বৃদ্ধি হয়, এবং তরু গুল্মাদির হ্রাস হয়। অতি উচ্চ অধিত্যকায় বৃক্ষ লতাদি বিরল প্রচার।

৪। সমভূমি সমুদ্রের জলসীমাহইতে অধিক উচ্চ হয় না, এবং তাহাতে কোন বৃহৎ পর্ব্বত থাকে না। আর্য্যাবর্ত্ত, সিবিরীয়া, চীন, বোহিমীয়া, হঙ্গেরি, সিয়াম, প্রভৃতি দেশ-সকল প্রশস্ত সমভূমির দৃষ্টান্ত স্থল।

৫। নদীমুখস্থ বা ত্রিকোণমণ্ডল ভূমি। যে কারণে উপত্যকা অধিক শস্যশালিনী হয়, সেই কারণ নদীমুখস্থ ভূমিতে প্রকৃষ্টরূপে বর্ত্তমান, সুতরাং তাহা যে সম্পূর্ণ শস্যশালি হইবেক ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। এই প্রকার ভূমি প্রায়ঃ ত্রিকোণমণ্ডল হইয়া থাকে, এই প্রযুক্ত ইংরাজেরা তাহাকে “ডেল্টা” শব্দে কহে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের এক ভুজ সমুদ্রাভিমুখে থাকে। বঙ্গদেশ প্রস্তাবিত-প্রকার ভূমির এক দৃষ্টান্ত স্থল, এবং ইহা ত্রিকোণাকারও বটে। ঐ ত্রিকোণমণ্ডলের এক ভুজ সাগরদ্বীপহইতে পদ্মা-নদীর মুখ-পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত, দ্বিতীয় ভুজ ভাগীরথী, এবং তৃতীয় ভুজ পদ্মা ও বড় গঙ্গা; শেষোক্ত দুই ভুজ রাজমহলের নিকট সম্মিলিত হইয়াছে। গোদাবরী, নর্ম্মদা, কৃষ্ণা প্রভৃতি অন্যান্য নদীর মুখে এবম্প্রকার ত্রিকোণ-মণ্ডল আছে।

৬। তৃণক্ষেত্র। মার্কিন দেশের লোকেরা ইহাকে “প্রেরি” বা “সাবানা”, ও দক্ষিণ অমরিকায় “সানো” শব্দে কহে। তত্তদ্দেশে শত শত ক্রোশ বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র-সকল কেবল তৃণে পরিপূর্ণ; তাহার কুত্রাপি একটি বৃক্ষ দৃষ্ট হয় না। বর্ষাকালে ঐ তৃণ-সকল ৫।৬ হস্ত উচ্চ হইয়া সমস্ত স্থানকে হরিদ্বর্ণে আবৃত করে, এবং ঐ স্থান বিস্তীর্ণ হরিৎ-সমুদ্রের ন্যায় বোধ হয়। গ্রীষ্মকালে ঐ সকল তৃণ শুষ্ক হইয়া যায়, এবং কোন২ সময়ে দাবাগ্নি উৎপন্ন হইয়া সমস্ত ক্ষেত্র অগ্নিময় হইয়া উঠে। দক্ষিণ-অমরিকার তৃণক্ষেত্রের স্থানে২ জলপ্রবাহ আছে; গ্রীষ্মকালে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়, এবং তত্রত্য অসঙ্খ্য কুম্ভীর, গোসাপ (গোধা), কচ্ছপ, টিকটিকি প্রভৃতি প্রাণী-সকল ম্রিয়মাণ হইয়া নদীগর্ভস্থ-কর্দ্দমে প্রোথিত থাকে; বর্ষার প্রত্যাগমনে সজীব হইয়া পুনঃ আপন২ দেহযাত্রা নির্ব্বাহে প্রবৃত্ত হয়।

৭। মরুভূমি। বিস্তীর্ণতা ও সমুদ্রের জলসীমাহইতে অনুচ্চতা সম্বন্ধে মরুভূমি তৃণক্ষেত্রেরই তুল্য; পরন্তু তৃণক্ষেত্রে ঘাস জন্মিয়া থাকে, মরুভূমিতে কিছুমাত্র জন্মে না, সর্ব্বত্রই বালুকাময়, কুত্রাপি জল-শস্যাদি কোন পদার্থই প্রাপ্তব্য নহে। গ্রীষ্মকালে ঐ বালুকা উত্তপ্ত হইয়া পথিকদিগের অত্যন্ত ক্লেশকর হয়, এবং স্থানে২ মরীচিকা দৃষ্ট হইতে থাকে। অপর বায়ু প্রবল হইলে ঐ উত্তপ্ত বালুকা উড্ডীয়মানা হইয়া পথিকদিগের পক্ষে যৎপরোনাস্তি ক্লেশকরী হয়; ও বালুকা ঐ মরুভূমির নিকটস্থ উর্ব্বর ভূমিতে নিপতিত হইয়া তাহাকে একেবারে উৎসন্ন করে।

প্রাচীন-পৃথ্বী-খণ্ডে অনেক মরুভূমি আছে, তন্মধ্যে আফরিকা খণ্ডের সাহারা নামক মরুভূমি সর্ব্বাপেক্ষায় বৃহৎ। তাতার দেশে গোবি নামক মরুভূমি ও পারশ্য দেশের মরুভূমি-সকলও সামান্য নহে। ভারতবর্ষে রাজস্থান-দেশের পশ্চিমে ও পঞ্জাব-দেশে বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে।

ভূতত্ত্ববিৎ মহাশয়েরা কহেন তৃণক্ষেত্র ও মরুভূমি-সকল ভূমধ্যগত সমুদ্র বা বৃহদ্বৃহৎ হ্রদের গর্ভ স্থান। কালক্রমে ঐ সমুদ্র বা হ্রদের গর্ভ ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়া অথবা অন্য কোনক্রমে পূর্ণ হইয়া বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। দেখিতে সমুদ্রের তট ও মরুভূমি উভয়ই তুল্য; এবং পৃথিবীর কোন আন্তরিক শক্তিদ্বারা সমুদ্র বা হ্রদের গর্ভ উৎক্ষিপ্ত হওয়া কোন মতে আশ্চর্য্য নহে, অতএব এই মতের পরিহার করণার্থে যে পর্য্যন্ত কোন বিশেষ কারণ প্রদর্শিত না হয়, তদবধি ইহা অবশ্যই গ্রাহ্য করিতে হইবে।

মধুপ্রদর্শক পক্ষী।

আফরিকার অন্তর্গত হটেণ্টট-দেশে ভ্রমণকারি অনেক সাহেব এই আশ্চর্য্য পক্ষিকে দেখিয়া তাহার বিবরণ লিখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন মধুপ্রদর্শক পক্ষীর দেহ চটকপক্ষীহইতে কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইহারা মধু-পান করিতে অত্যন্ত আসক্ত; কিন্তু স্বয়ং মধুসঙ্গ্রহ করণে অশক্ত; অতএব বনমধ্যে কোন স্থানে মধুর চাক দেখিতে পাইলে অতিশয় বিচক্ষণতাপূর্ব্বক ভল্লুকদিগকে তাহা দেখাইয়া দেয়; ও ভল্লুকেরা যখন মৌচাক ভাঙ্গিয়া ফেলে তখন তাহাহইতে যে সকল মধুবিন্দু ভূমিতে পড়ে তাহাই তাহারা ভক্ষণ করে। ইহারা মধুচাক দেখিতে পাইলেই তাহা আক্রমণ করিবার জন্য সঙ্গির অন্বেষণ করে, ও অত্যন্ত চীৎকার করত তাহা ভাঙ্গিবার জন্য ভল্লুকদিগকে ডাকিয়া মৌচাকের নিকট-পর্য্যন্ত লইয়া যায়। ভল্লুক যাইবার সময়ে ঐ পক্ষী তাহার অগ্রে২ উড়িয়া যাইতে থাকে, ভল্লুকের আগমনে বিলম্ব হইলে অপেক্ষায় মধ্যে২ বিশ্রাম করে, এবং ভল্লুক নিকট পঁহুছিলেই সে চীৎকার করিতে২ পুনঃ অগ্রবর্ত্তী হয়, কিন্তু মধুচাকের সন্নিকটবর্ত্তী হইলে অধিক রব করে না। কখন২ অধৈর্য্য হইয়া ঐ পক্ষী সঙ্গি ঋক্ষকে দূরে ফেলিয়া অধিক অগ্রে যায়, পরে সঙ্গীকে লইতে প্রত্যাগমন করত তাহার গমন শৈথিল্য দেখিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বৈগুণ্যে চীৎকার করে। চাকের নিকটে ভল্লুককে উপস্থিত দেখিলে সে নিশ্চিন্ত হইয়া নিকটস্থ কোন বৃক্ষোপরি বিশ্রাম করে, এবং যদুদ্দেশে তথায় আগমন করে, তাহার পর্য্যবসান অপেক্ষা করিতে থাকে। নিকটে মনুষ্য দেখিলে তাহাদিগকেও এই পক্ষিরা মধু প্রাপ্তির উপায় প্রদর্শন করিয়া থাকে; হটেণ্টট জাতীয়েরা তাহাদের সাহায্যে অনেক মধু প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কথিত আছে উক্ত জাতীয়েরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করণার্থে মধুচাক ভগ্ন করিলেই তাহার কিয়দংশ পথ প্রদর্শক পক্ষীদিগকে ভক্ষণ করিতে দেয়। স্পার্মান্ সাহেব হটেণ্টট-দেশীয় সঙ্গিগণকে উত্তম পুরস্কারের আশ্বাস দিয়া ঐ মধুপ্রদর্শক পক্ষী একটি ধরিয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাহা অস্বীকার করিয়া কহিল "এই পক্ষী আমাদিগের পরম বন্ধু, আমরা কদাচ ইহাদের বিশ্বাসঘাতকতা করিতে পারিব না"।

দেশ-ভেদে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-ভেদ।

পিতা মাতা গুরুজন প্রতি ভক্তি সভ্যতার এক প্রধান লক্ষণ; গুরুজনদিগের বিয়োগ মাত্রেই ঐ ভক্তির বিনাশ হয় না; সকলেই গুরুজনের মৃত দেহপ্রতিও সেই ভক্তি প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সাধন করে। ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে যে যাহারা উত্তম সভ্য তাহাদের অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার প্রণালীও ভদ্র, ও যাহারা অসভ্য তাহাদিগের ক্রিয়া মন্দ হইয়া থাকে। অপর প্রাচীন প্রথা ও ধর্ম্মানুরোধেও তাহার বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, সুতরাং ধর্ম্ম ও সভ্যতানুসারে অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার প্রণালী পৃথক্ হয়।

ইউরোপ-খণ্ডের খ্রীষ্টীয়ানেরা স্বজাতীয়দিগের শবকে মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করে, ও যে সকল লোক ইউরোপহইতে অন্যত্র গিয়া অনেক কা-

লাবধি বসতি করিতেছে, তাহারাও আপন পূর্ব্ব-পুরুষের ব্যবহারানুগামী আছে; কেবল অমরিকা দেশে ইংরাজদিগের জনৈক প্রধান অধ্যক্ষ হেনরি লারহ সাহেব আপন মৃত শরীর আপনার আজ্ঞায় দগ্ধ করাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে হিন্দু জাতীয় মধ্যে শব দাহ করাই প্রচরদ্রূপ রীতি, অথচ সন্ন্যাসী বৈষ্ণব ও যুগিরা শবের সমাধি (গোর) প্রদান করে। মুসলমানমাত্রেই সকলে সমাধি দেয়। ব্রহ্মদেশীয়দের মধ্যে দাহ ব্যবহার আছে, কেবল দুষ্ট লোকদের ও জঘন্য রোগার্ত্ত জনদের শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়; এই ব্যবহার তাহাদিগের মধ্যে অসম্ভ্রমসূচক।

কাফ্রীদের মধ্যে সমাধি দেওয়া কেবল রাজার উপযুক্ত; তাহারা অন্যান্য২ শব নির্দ্দয়রূপে বন্য পশুদের নিকট নিক্ষেপ করে। তাহারা যাদৃশ অসভ্য এ বিষয়ে তাহাদের রীতিও তাদৃশ জঘন্য, যেহেতুক তাহারা মরিবার প্রথম চিহ্ন দেখিলেই আপন২ জ্ঞাতি-পরিজন-মিত্রাদির জীবিত শরীর বনে নিক্ষেপ করে। তাহাদিগের বোধ আছে যে মনুষ্য ঘরে মরিলে অশেষ কাল পর্য্যন্ত সে স্থানে দুর্ভাগ্য হইবে; ফলতঃ তাহাদের কিছুমাত্র চরম ক্রিয়া নাই।

নূতন হলণ্ডদ্বীপের লোকেরা আপনাদের মিত্র লোকের শব কোন বৃহৎ বৃক্ষের কোটরের মধ্যে দণ্ডায়মান করিয়া রাখে, এবং শবের মস্তক ও অস্থি শ্বেত কিম্বা রক্তবর্ণে আবৃত করে।

দক্ষিণ-অমরিকা-দেশে অরণকো নদীর তীরস্থ লোকেরা শব রজ্জুদ্বারা বন্ধন করত জলে নিক্ষেপ করে, ও ঐ রজ্জু তীরস্থ বৃক্ষে বান্ধিয়া রাখে। নদীস্থ মৎস্য সকল এক দিবা রাত্র মধ্যেই ঐ শবের সমুদায় মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলে; পরে অবশিষ্ট অস্থি তাহারা গৃহে আনিয়া রক্ষা করে। তত্রস্থ অপর এক অসভ্য জাতীয়েরা ঐ অস্থি ধূলীবৎ চূর্ণ করিয়া ধর্ম্মক্রিয়া-জ্ঞানে খাদ্য-দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত করে। তথাকার মকো নামক জাতি মধ্যে আশ্চর্য্য ব্যবহার প্রচার আছে। তাহারা জনারের আটার সহিত ঐ অস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া পিষ্টক প্রস্তুত করে, এবং মিত্রতা-করণ-সময়ে পরম-মিত্রতার চিহ্নজ্ঞানে পিতৃ-মাতৃ-ভ্রাত্রাদির অস্থি-চূর্ণ মিশ্রিত ঐ পিষ্টক ভক্ষণ করে।

অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া-বিষয়ে আফরিকা-দেশের কঙ্গ-নদীর তীরে এক কদর্য্য রীতি প্রচার আছে। তথাকার লোকেরা ক্রমাগত ছয় সাত বৎসর মৃত শরীর গৃহে রক্ষা করে, এবং দুর্গন্ধ নিবারণ করণাভিপ্রায়ে ঐ শব বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টন করে। ব্যক্তি-ভেদে ও সম্পত্ত্যনুসারে ঐ বেষ্টন বস্ত্রের বাহুল্য হয়; অত্যন্ত সম্পত্তিশালি লোকের শরীরে ক্রমশ বস্ত্র বেষ্টিত করিতে২ তাহার শব এতাদৃশ বৃহৎ হইয়া উঠে যে মরিবার গৃহে তাহা রক্ষা করা অসাধ্য হয়। পরে তদপেক্ষায় বৃহৎ গৃহে ঐ শব লইয়া রাখে, ও তথায়ও ঐ রূপে বস্ত্র জড়াইতে২ ঐ শব সে স্থানে না ধরিলে অন্য বৃহৎ গৃহে লইয়া যায়। এই রূপ ছয় গৃহ ভ্রমণ করিলে পর ঐ শবকে মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে।

গেয়ানো-দেশেতে ইহা হইতেও এক কুব্যবহার প্রচার আছে। তাহাদের মধ্যে কোন অধ্যক্ষ মরিলে তাহার স্ত্রীরা ত্রিংশৎ দিন পর্য্যন্ত সেই শব ত্যাগ করে না; দিবা রাত্রি তন্নিকটে কাল-যাপন করে। গলিত শরীরের গন্ধে লক্ষ২ মক্ষিকা আকৃষ্ট হয়, কিন্তু ঐ স্ত্রীদিগের সাবধানতায় একটি মক্ষিকাও শবোপরি উপবিষ্ট হইতে পারে না। ত্রিংশৎ দিন গত হইলে পর ঐ শব মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত হয়, ও তাহার সহিত সহবাসার্থে এক জীবিত স্ত্রীও প্রোথিত হইয়া সহমৃতা হয়।

পিরু-দেশের পর্ব্বতীয় লোকেরা মৃত লোককে দুর্গের উপরে রাখে, শবোপরি কিছুমাত্র আবরণ করে না। পূর্ব্বকালে ফ্রেজিয়া দেশীয়দের মধ্যে কোন অধ্যাপক মরিলে সে মরণান্তেও লোকদিগকে উপদেশ দিতে পারিবেক, এই জন্য তাহারা তাহার শব কোন উচ্চ স্তম্ভের উপরে রাখিত। পারশ্য-দেশীয় লোকদিগের বিশ্বাস আছে, যে কোন ধার্ম্মিক মুসলমান ভিন্ন ধর্ম্মিদিগের দেশে মরিলে স্বর্গীয় দূতেরা ঐ মন্দ সভায় তাহাকে থাকিতে দেয় না, প্রত্যুতঃ আকাশ পথ দিয়া তাহাকে আনিয়া অবশ্যই বিশ্বাসি লোকদিগের দেশে লইয়া রাখিয়া থাকে।

কিয়ৎকাল পূর্ব্বে এক মুসলমান সিংহলদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া লিখিয়াছিল যে তথায় কোন রাজার প্রাণ বিয়োগ হইলে লোকেরা তাহার শব এ প্রকারে এক শকটোপরি স্থাপন করত নগর ভ্রমণ করে, যাহাতে তাহার মস্তক ঐ গাড়িহইতে মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত হইতে থাকে; ও সেই মস্তকোপরি তৎকালে স্ত্রীলোকেরা ধূলি নিক্ষেপ করিতে থাকে। তিন দিন এই প্রকারে নগর ভ্রমণ হইলে পর ঐ শরীর চন্দন ও কর্পূর ও কেশরাদি গন্ধ দ্রব্যে পূর্ণ করিয়া চিতায় স্থাপন করে, এবং দেহ ভস্মসাৎ হইলে ঐ ভস্ম আকাশে নিক্ষেপ করে।

সরকেশীয়া-দেশে এক জাতীয়েরা আপনাদিগের অধ্যক্ষদের শব এক সিন্দুকের মধ্যে স্থাপন করত এই অভিপ্রায়ে চক্ষুর সমস্থানে সিন্দুকে দুই ছিদ্র করে, যেন মৃত শরীর তদ্দ্বারা স্বর্গ দেখিতে পায়। পরে ঐ সিন্দুক বৃক্ষের শাখায় বদ্ধ করিয়া রাখে। মধুমক্ষিকা-সমূহ ঐ ছিদ্রদ্বারা সিন্দুকের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া মধু ও মোম দিয়া সে শরীরকে আবরণ করিলে লোকেরা উপযুক্ত সময়ে সেই মধু তাহা হইতে লইয়া বাজারে বিক্রয় করে।

পূর্ব্বকালে মিসর দেশীয়েরা শবমধ্যে নানাবিধ গন্ধ দ্রব্য পরিপূর্ণ করণানন্তর সমস্ত দেহ বস্ত্রে আবৃত করত এক সমাধি গৃহে রক্ষা করিত; কেবল পিতাসত্ত্বে পুত্রের মৃত্যু হইলে, অথবা পতিসত্ত্বে প্রিয়তমা ভার্য্যার মৃত্যু হইলে, ঐ শব সমাধি গৃহে না রাখিয়া আপন ২ বাসগৃহে রাখারও ব্যবহার ছিল। এবম্প্রকার গন্ধবাসিত শবের নাম "মুমিয়া", এবং যবন চিকিৎসকেরা ঐ মুমিয়া উত্তম ঔষধি বোধে নানাবিধ ব্যাধিউপশমনার্থে পথ্য বিধান করিয়া থাকে। কথিত আছে সম্পত্তিশালি ব্যক্তিদিগের শব গন্ধবাসিত করিতে দশসহস্র মুদ্রা ব্যয় হইত। এবম্প্রকার সুরক্ষিত তিনসহস্র বৎসর প্রাচীন শব অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিসর দেশের মনুষ্যেরা প্রায় সকলেই এই ক্ষণে যবন, সুতরাং তথায় এই ক্ষণে আর পূর্ব্বোক্ত রীতির প্রচার নাই।

কৌতুককণা।

উদর পিণ্ড বুধর ঘাড়ে।

একদা এক কবি কোন দোষ করাতে রাজা তাহার প্রাণ বধের জন্যে ঘাতুককে এই আদেশ করিলেন, "আমার সম্মুখে ইহাকে বধ কর"। এতাদৃশ রাজাজ্ঞা শ্রবণে কবির হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। ইহাতে তত্রত্য এক ব্যক্তি কহিল, "তোমার এতাদৃশ ব্যাকুলতায় কি কাপুরুষত্ব প্রকাশ হইতেছে! মনুষ্যেরা এমত স্থলে কদাচ ভয় করে না"। কবি কহিল, "ভাই যদি তুমি প্রকৃত মানব হও, তবে এস্থলে আইস, তুমি আমার

স্থানস্থ হইলে আমি উঠিয়া যাই”। রাজা ঐ কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন, এবং হাস্য করিয়া তাহার প্রাণ বধ রহিত করিলেন।

ধান ভানিতে শিবের গীত।

কোন ব্যক্তি এক লেখকের নিকটে গিয়া কহিল, “আমার এই পত্রখানি লিখিয়া দেও”। সে উত্তর করিল, “আমার পায়ে বেদনা হইয়াছে”। ইহাতে ঐ ব্যক্তি কহিল, “আমি তোমাকে কোন স্থানে পাঠাইতে চাহি না, তুমি কেন এমৎ আপত্তি করিতেছ”? সে প্রত্যুত্তর দিল, “তুমি যাহা কহিলা সে সকলই সত্য; কিন্তু যখন২ যাহার নিমিত্ত পত্র লিখি, তখনই তাহা পাঠ করিবার জন্য তাহার দ্বারা আহূত হইয়া থাকি। কেননা আমার লিখন পাঠ করা সহজ নহে”।

চক্ষুঃ থাকিয়াও অন্ধ।

এক জন উদররোগী বৈদ্য সমীপে গিয়া কহিল; “আমার উদরে বেদনা হইয়াছে, কিছু ঔষধ দেও”। বৈদ্য জিজ্ঞাসিল? “তুমি অদ্য কি আহার করিয়াছ”? “সে উত্তর করিল দগ্ধ পিষ্টক”। বৈদ্য কহিল, “তোমার চক্ষুর ঔষধ ব্যবস্থা করিতে চাহি”। রোগী কহিল, “চক্ষুর সহিত উদরের কি সম্বন্ধ আছে, মহাশয়”? বৈদ্য কহিল, “আদৌ তোমার চক্ষুর ঔষধ করা উচিত, কেননা যদি তোমার চক্ষুঃ প্রকৃতিস্থ থাকিত তাহা হইলে তুমি কদাচ দেখিয়া দগ্ধরুটী খাইতা না”।

দুই দিক রক্ষা।

এক জন আরবীর একটি উষ্ট্র হারাইয়াছিল, ইহাতে সে শপথ পূর্ব্বক মনে২ প্রতিজ্ঞা করিল যদি আমি পুনর্ব্বার সেই উটটা পাই, তাহা হইলে এক টাকা মূল্যে তাহাকে বিক্রয় করিব। পরে অন্বেষণদ্বারা যখন তাহাকে পাইল, তখন সে নিজকৃত শপথ স্মরণ করিয়া নিতান্ত লজ্জিত হইয়া একটা বিড়ালকে তাহার গ্রীবায় বাঁধিয়া প্রচার করিয়া দিল, যে “আমি এক টাকা মূল্যে এই উষ্ট্র ও শতমুদ্রা মূল্যে এই বিড়ালকে বিক্রয় করিব, কিন্তু পৃথক২ করিয়া ইহাদিগকে বেচিব না”। ইহাতে এক ব্যক্তি তথায় আসিয়া কহিল, “যদি এই উষ্ট্রের গ্রীবাভরণ না থাকিত তাহা হইলে ইহাকে সুলভ বা অল্প মূল্যে প্রাপ্য বোধ করা যাইত”।

দেখাদেখি চক্ষে চুলি।

জনৈক চোর এক ব্যক্তির গৃহে অশ্ব চুরি করিতে গিয়া দৈবাৎ ধৃত হইল। ঘোটকাধিকারী তাহাকে কহিল, “যদি তুই আমাকে অশ্ব চুরির বিদ্যা শিখাইতে পারিস্ তাহা হইলে তোকে ছাড়িয়া দি”। ইহাতে সে স্বীকার করিল। তৎপরে ঘোড়ার নিকটে যাইয়া কহিল, “এই প্রকারে রজ্জু খুলিতে হয়”, ও কার্য্যতঃ তৎ কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া কহিল, “এই প্রকারে লাগাম পরাইতে হয়”, এবং তাহা সিদ্ধ করিয়া অশ্বোপরি আরোহণ করিল। পরে তাহাকে বেত্রাঘাত করত অত্যন্ত বেগে চালাইয়া কহিল, “দেখ এমনি করিয়া ঘোড়া চুরি করিতে হয়”। লোক সকল তাহার পশ্চাৎ২ ধাবমান হইল, কিন্তু ধরিতে পারিল না।

গর্ব্ব করিলেই খর্ব্ব হইতে হয়।

এক দিন একটা পক্ষী কোন একটা বৃক্ষে বসিয়াছিল, বাদশাহ তাহা দেখিলেন, ও তত্রস্থ লোকদিগকে কহিলেন, “দেখ আমি এই পাখিটাকে বাণদ্বারা বধ করি”। পরে তীর ধনুক লইয়া ঐ পক্ষির প্রতি বাণক্ষেপ করিলেন, কিন্তু বিফল হইল। পক্ষিটাও পলায়ন করিল। ইহাতে বাদশাহের নিতান্ত লজ্জা হইল। তাহাতে জনৈক বুদ্ধিমান্ তাঁহার তাদৃশ লজ্জা পরিহারার্থ কহিতে লাগিল, “যদি বাদশাহ এই পাখিটা বিনাশ করিতে চা-

হিতেন, তাহা হইলে অনায়াসেই করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহার প্রাণের উপরি দয়া করিয়াছেন, একারণ ইচ্ছামতে বাণক্ষেপ নিষ্ফল করিলেন”।

প্রত্যক্ষের অপলাপ সুকঠিন।

এক জন একখানি পত্র লিখিতেছিল, এমৎ সময়ে এক উদাসীন তথা গিয়া তাহার নিকট বসিল, ও সে পত্রে যাহা লিখিতেছিল, তাহা মনে ২ পড়িতে লাগিল, লেখক তাহা দেখিয়া চিঠীতে লিখিল যে “এক জন মূর্খ আমার কাছে বসিয়া আমার পত্র পড়িতেছে, একারণ আমি ইহাতে গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারিলাম না”। ইহাতে উদাসীন কহিতে লাগিল “যদি তুমি আমাকে নির্বোধ ঠাহরাইলা তবে কেন গুপ্ত কথা লিখিতেছ না? আমিত তোমার পত্রে চক্ষুও দেই নাই”। লেখক কহিল, “যদি তুমি আমার পত্র না পড়িতে তবে কি রূপে জানিলে যে আমি এমৎ লিখিয়াছি”?

অভ্যাসের ক্ষমতা।

এক জন বাদশাহের সহচর স্বভাবতঃ আপনার দাড়ির চুল আপনি উপড়াইত। বাদশাহ ইহা দেখিয়া এক দিন তাহাকে কহিলেন, “যদি তুমি পুনর্ব্বার দাড়ি উৎপাটন কর তাহা হইলে তোমার সমুচিত শাস্তি দেওয়া যাইবেক”। পরে ঐ ব্যক্তিকে এক দিন একটা অদ্ভুত কর্ম্ম করিতে দেখিয়া বাদশাহের নিরতিশয় পরিতোষ হইল। তাহাতে তিনি তাহাকে কহিলেন “তোমার যাহাতে প্রয়োজন তাহাই পুরস্কার দিব”। ইহাতে সে কহিল, “দাড়ি ছিঁড়ার অনুমতি প্রদান করিলেই বাঁচি, অন্য কিছু চাহি না”। বাদশাহ কহিলেন “যদি তোমার ইহাতেই সন্তোষ হয়, তথাস্তু”।

মুখের মতন হওয়া।

তৈমুরলঙ্গ নামক প্রসিদ্ধ খঞ্জ বাদশাহ প্রাচীনদের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলেন যে হিন্দুস্থানে উত্তমোত্তম গায়ক আছে। ইহাতে তিনি যখন ঐ প্রদেশে আগমন করেন, তখন তত্রত্য গায়কদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র এক জন জন্মান্ধ গায়ক তাঁহার সমীপে আগমন করিয়া গান করিতে আরম্ভ করিল। বাদশাহ তাহার মধুর গানে পরিতুষ্ট হইয়া তাহার নাম জিজ্ঞাসিলে, সে কহিল আমার নাম “দৌলত” (ধন)। বাদশাহ জিজ্ঞাসিলেন, “দৌলত (ধন)। কি কখন অন্ধ হয়?” সে উত্তর করিল, “দৌলত (ধন) যদি অন্ধ না হইত তবে লঙ্গের (খঞ্জের) গৃহে কখন আসিত না”।

সর্ব্বনাশে যথালাভ।

এক বাদশাহ এক জন শত্রুকে আক্রমণার্থ কতকগুলিন সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন; দৈবাৎ ঐ সকল সেনা পরাজিত হইল। এক ব্যক্তি শীঘ্র বাদশাহ সমীপে যাইয়া কহিল, “আপনার সৈন্যদের জয় হইয়াছে।” বাদশাহ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত তুষ্ট হইলেন। দুই দিন পরে আবার শুনিতে পাইলেন যে সেনাগণের হার হইয়াছে, ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্ব সমাচারদায়িকে বিশেষ শাস্তি দিতে ইচ্ছা করিলেন। ইহা জানিয়া সে ব্যক্তি বিনয় পূর্ব্বক বাদশাহের নিকট কহিতে লাগিল, “আমি তো শাস্তির যোগ্য নহি, বিবেচনা করুন, আমি আপনাকে দুই দিন তুষ্ট রাখিয়াছিলাম”।

এক সূর্য্যে ধান শুকান।

এক জন যাচক এক কৃপণ বণিকের নিকটে যাইয়া অধিক প্রাপ্তির আশায় কহিল, “দেখ আদম ও হাওয়া আমাদের উভয়েরি পিতা মাতা, সুতরাং আমরা উভয়ে পরস্পর ভ্রাতৃ সম্পর্ক হইলাম, অতএব তোমার যে সকল ঐশ্বর্য্য দেখি-

তে পাই, যদি সমানাংশ করিয়া আমারে দেও তাহা হইলেও অন্যায় হয় না”। বণিক্ এই কথায় আপনার ভৃত্যকে ডাকিয়া উহাকে এক টি মাত্র কপর্দ্দক (কৌড়ি) দিতে আদেশ করিল। এবং যাচক এই জঘন্য ও অগ্রাহ্য দানের কারণ জিজ্ঞাসিলে বণিক্ কহিল; “স্তব্ধ হও; যদি তোমা সদৃশ আমার অন্যান্য ভায়ারা এ কথা শুনিতে পায়, তাহা হইলে তোমার এ কপর্দ্দক টি পাওয়াও অতি কঠিন হইয়া উঠিবেক”।

দৃষ্টান্ত বিন্দু।

বিপদের পর কিঞ্চিৎ সুখও অধিক বোধ হয়, যেমন কষায়-রসের আস্বাদ করিয়া জলপান করিলে তাহা অতিশয় সুস্বাদু লাগে।

বিষয়ের অর্জন বা আসক্তি যত বৃদ্ধি হইতে থাকে ততই উত্তরোত্তর মনঃ লুব্ধ হয়, যেমন গ্রীষ্ম-ঋতুর সমাগমে হিমানী অতি প্রিয় লাগে।

পুরুষেরগুণ সহজ হইয়াও সাধুবাদে বর্দ্ধমান হয়, যেমন সুবর্ণের স্বাভাবিক দীপ্তিও সুরসা প্রাপ্তিতে নিরতিশয় কান্তিশালিনী হয়।

সাধুকে নিন্দা করিতে গেলেই আপনি নিন্দিত হইতে হয়, যেমন আকাশে ধূলি প্রক্ষেপ করিলে তাহা আপনারই মস্তকে নিপতিত হয়।

সাধুরা অসৎ-সংসর্গেও কদাচ স্বায় স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, যেমন কাক সম্পর্কে কোকিল কখন কাকলী ত্যাগ করে না।

খলের চিত্ত সম্পৎকালে কর্কশ ও বিপৎকালে কোমল হয়, যেমন লৌহ শীতলাবস্থায় কঠিন ও তপ্ত হইলে মৃদু হয়।

খলেরা প্রীতিতেই প্রায় ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, যেমন স্নেহ-পদার্থ সম্পর্কেতেই নেত্র কলুষ ভাবাপন্ন হয়।

শুভ বা অশুভ কর্ম্ম প্রাপ্তকাল নহিলে কদাচ ফলে না, যেমন শরদেই ধান্য ফলিয়া থাকে বসন্তে কদাচ হয় না।

ভোগিদিগের ভোগ বাসনা কদাচ উপভোগে শান্ত হয় না, যেমন লবণ-রস-সেবনে পিপাসার শান্তি না হইয়া বরং তাহার বৃদ্ধিই হয়।

উত্তম ব্যক্তি দুর্লভ হইলেও প্রায় সজাতীয়ের লভ্য হয়, যেমন কর্ণ শষ্কুলির মধ্যগত জল [illegible] দ্বারাই বাহির করিয়া আনা যায়।

পৃথিবীতে উপভোগ শূন্য প্রাণির রুক্ষতা [illegible] যায়, দেখ বিধাতা বায়ুভোগি ভোগিদিগের দুই জিহ্বা বিধান করিয়া দিয়াছেন।

সাধুকে বর্দ্ধমান দেখিতে পাইলেই নীচ লোক পুনঃ২ দ্বেষ করে, যেমন রাহু চন্দ্রকে পূর্ণ দেখিলেই গ্রাস করে।

উদ্যোগ ব্যতীত কেহই সম্পদের ভাগী হইতে পারে না, যেমন দেবতারা সমুদ্র-মন্থনে নিতান্ত শ্রম করিয়া অমৃত পান করিয়াছিলেন।

সাধুর চিত্ত সম্পৎকালে কোমল ও বিপৎকালে কর্কশ হয়, যেমন তরুর পত্র-সকল বসন্তে কোমল ও গ্রীষ্মে কঠিন হয়।

বিধি নিয়মে যদি কেহ কোন দোষের আকর হয়, তবে তাহা তাহার দূষণাবহ হইয়া সৌজন্যের হানিকর হয় না, যেমন কালকূট উৎপন্ন হইয়া সুধাসিন্ধুর গৌরবের হানিকর নহে।

সাধু ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হইলেও কদাচ নিজ স্বভাব পরিত্যাগ করেন না, যেমন কর্পূর অগ্নি স্পর্শে আরও অধিক সৌরভ প্রাপ্ত হয়।

গুণিহইতে যে জন্মে সেও গুণবান্ হয় এমন

রীতি স্থির নাই, যেমন সুরভি-চন্দনকাষ্ঠ ভস্মসাৎ হইলে সে ভস্ম কখন সুরভি হয় না।

পরীক্ষা ব্যতীত সাধুর প্রসিদ্ধ তত্ত্ব জানা যায় না, যেমন আকর্ষণের বা আক্রমণের পূর্বে কবচধারি যোদ্ধার শক্তি জানা যায় না।

মূর্খেরা কিঞ্চিৎ অর্থ পাইলেই অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে, যেমন জলভারাপন্ন হইলেই মেঘে গর্জ্জন করিয়া থাকে শূন্য থাকিলে করে না।

কার্য্যার্থী হইলেই লোকে প্রায়ঃ অতি প্রীতি প্রকাশ করিয়া থাকে, মেষলোম-ব্যবসায়িরা উত্তমোত্তম শস্য মেষদিগকে দেয়।

দুর্জনেরা বুদ্ধিমানের কৌশলেই পরাজিত হয়, যেমন মূল নিকটস্থ ভূমি খনন করিয়া দিলে বিশাল বৃক্ষও আপনা আপনি পড়িয়া যায়।

সহজ সুন্দর পদার্থের শোভন সংস্কার করণের আবশ্যক থাকে না, যেমন মুক্তা ফল কখন শাণপাষাণ ঘর্ষণের যোগ্য হয় না।

নির্গুণ ব্যক্তি কখন নির্গুণ-সমাজ ভিন্ন সগুণমণ্ডলীর মধ্যে শোভা পায় না, যেমন প্রদীপ অন্ধকার ব্যতীত দিনকর কিরণে শোভাশালী হয় না।

শূর ব্যক্তিও দুর্গম দেশে প্রবিষ্ট হইলে পরাভূত হয়, যেমন মহাপঙ্ক নিমগ্ন হস্তী অনায়াসে অবসন্ন হয়।

বীরত্ব নীতিযুক্ত হইলেই জয়প্রদ হয়,কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন বীরত্বে কোন ফল হয় না; যেমন বিষ অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে তাহা মহৌষধ ও বিশিষ্ট পথ্য হয়, কিন্তু কেবল বিষ খাওয়াইলেই তৎকালে মৃত্যু।

অনেক মৃদু পুরুষে এক বীরকে বাধা দিতে পারে না,যেমন কপোতবহুলে একটা শ্যেনপক্ষিকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় না।

গুণ গুণান্তরাপেক্ষী হইলেই স্বরূপের খ্যাতিহেতু হইয়া উঠে। যেমন বাল্যলাবণ্য তরুণাবস্থায় বিশেষ মনোহর হয়।

মূর্খ ব্যক্তি আপনাকে বিক্রয় করিয়া আবার বস্ত্রাদিদ্বারা আত্মদেহ সংস্কার করে, যেমন বেশ্যারা পরের জন্যে অলঙ্কারাদিদ্বারা আপনার দেহ সুশোভিত করে।

উত্তমেরা ক্ষণবিধ্বংসি সাংসারিক সুখভোগে অনুরাগী হন না, যেমন শৈবাল প্রফুল্ল কমলকেশর প্রার্থনা করে না।

গুণের অসম্ভব স্তবেতে কেবল লজ্জা জন্মে কর্ণিকার পুষ্প অতি সুরভি ইহা কহিলে কে না উপহাসাস্পদ হয়।

ধনাশাতে কাহার হানি না জন্মে দেখ গগণবিহারি বিহঙ্গমেরা অতি দুরহইতে আমিষ লোভে ব্যাধের জালে বদ্ধ হয়।

নিকটস্থ ব্যক্তিরাই গুণিগণের গুণরাশি খ্যাপন করিয়া ইতস্ততঃ বিস্তার করিয়া দেয়, যেমন প্রফুল্ল কমল সকলের সৌরভ সন্নিহিত বায়ুকর্ত্তৃক আহৃত হইয়া বিস্ফারিত হয়।

পরস্পর সকলেই মনে২ আপনার অভিপ্রায়ানুরূপ অন্যের অভিপ্রায় বোধ করিয়া থাকে, যেমন স্বচ্ছ দীর্ঘ করবালে মুখ চন্দ্রাদির প্রতিবিম্ব দীর্ঘাকার দেখা যায়।

অধমেরাই শাশ্রু দুঃখবেগের বাধা পায়, উত্তমেরা তাদৃশ নহে, যেমন শীতস্পর্শ পাদদ্বয়ে বাধা দেয় তেমন চক্ষুর্দ্বয়ে নহে।

অশেষ গুণশালী দেবতাও চিরস্থায়ী হন না, দেখ জগদানন্দ কুমুদিনীনায়ক চন্দ্রও সম্পূর্ণ মণ্ডলে এক দিন ব্যতীত অবস্থিতি করেন না।

দোষ যাহাহইতে উৎপন্ন হয় তাহাতেই বিলীন হয়, যেমন অগ্নিদাহজাত বিস্ফোট অগ্ন্যুত্তাপে শান্ত হয়।

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, কার্ত্তিক। [২৩ খণ্ড।

পারশ্য-দেশের উত্তরাঞ্চলস্থ সুলতানিয়া নগরী।

পারশ্য-দেশের বিবরণ।

থিবীর প্রাচীন রাজ্য-সকলের মধ্যে পারশ্য-দেশ সর্ব্বতোভাবে অগ্রগণ্য; বিশেষতঃ তাহার পূর্ব্বতন ইতিহাস নানা প্রকারে সপ্রমাণীকৃত হওয়াতে তদ্বিষয়ক বিবরণ জন-সমাজে বিশেষ সমাদরণীয় হইয়াছে। ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কএক বৎসর হইল লেয়ার্ড নামক জনৈক সাহেব এক আশ্চর্য্য প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পারশ্য-দেশের পশ্চিমাঞ্চলে এক মৃত্তিকার স্তুভ খনন করি-

য়া কিয়দ্দূর নিম্নে এক নগর দর্শন করেন; তাহা পূর্ব্বতন কালে "নিনিবে" নামে বিখ্যাত ছিল। তন্নগরের ৪৭ হস্ত নিম্নে তিনি অপর এক নগর দেখিয়াছেন; তাহা কোন মতে যৎসামান্য নহে। তত্রত্য অট্টালিকা ও দ্রব্যাদি দেখিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। অপরাপর-পদার্থ-মধ্যে তথা হইতে হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত যে কএক টি পুত্তলিকা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তদ্দৃষ্টে পূর্ব্বতনকালীয় তত্রত্য প্রজাদিগের সভ্যতা ও সম্পত্তিশালিত্ব বিষয়ে উত্তম প্রতীতি জন্মিতে পারে।

প্রস্তাবিত দেশের প্রকৃত নাম "ইরাণ্"। ...ত্য ও তৎপ্রতিবাসি রাজাদিগের সমরানুরা-গতা প্রযুক্ত তদ্দেশের চতুঃসীমা স্থিরীকৃত নাই; রাজাদিগের জয়পরাজয়ানুসারে সীমার অহরহঃ হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরন্তু ইহার প্রকৃত সীমা উত্তরে কৃকেসস্ পর্ব্বত, কাস্পীয় হ্রদ ও আমু নদী; দক্ষিণ-সীমা পারশ খাড়ি ও আরব্য সমুদ্র; পূর্ব্ব-সীমা, আফগানিস্থান-দেশ; ও পশ্চিম-সীমা ফরাৎবা ইউফ্রেটিস্ নদী। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থলের অধিকাংশ পর্ব্বত ও মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। ইহার পূর্ব্বাঞ্চলে জেরা-হ্রদ নামক এক বৃহদ্ হ্রদ আছে; কাবুল নগরের সন্নিকটস্থ পর্ব্বতজাতা হৈলমন্দ-নাম্নী এক সুদীর্ঘা নদী তাহাতে আসিয়া মিলিতা হয়। অপর টিগ্রিস্নাম্নী প্রসিদ্ধা নদীও এই দেশস্থিতা। পারশ্য-দেশে উক্ত নদীদ্বয়ই প্রধান; অপর যে সকল নদী আছে তাহারা যৎসামান্যা; তাহাতে জাহাজ যাতায়াত করিতে পারে না।

সিন্ধু-নদের মুখহইতে পারশ্য-খাড়ির মুখ-পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান বালুকাময় মরুভূমি; তাহার মধ্যে২ ক্ষুদ্র২ নদী আছে, তত্তটবর্ত্তি স্থানে২ খর্জ্জূর-বৃক্ষের উপবন ও গ্রাম-নগরাদি দৃষ্ট হয়। অপর প্রস্তাবিত দেশের মধ্যভাগে এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি আছে; তথাকার মৃত্তিকা বালুকাপূর্ণ, তন্মধ্যে২ লবণাক্ত-জলের বৃহৎ অথচ অগভীর হ্রদ আছে, সুতরাং ঐ ভূমিতে বৃক্ষাদি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। এই মরুভূমির বালুকা এতাদৃশ সুক্ষ্ম যে তাহার রেণু প্রায়ঃ দৃষ্টিগোচর হয় না এবং ভূম্যুপরি সমুদ্র-তরঙ্গের ন্যায় পড়িয়া আছে; বেগে বায়ু-সঞ্চালিত হইলেই তাহা জল-তরঙ্গের ন্যায় সঞ্চালিত হইতে থাকে, ও বায়ু-বেগের গুরুতাক্রমে মধ্যে২ মেঘাকারে উত্থিত হইয়া দেশের বহুদূর-পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে। গ্রীষ্ম-কালে বায়ু বেগবান হইয়া থাকে, এবং তদ্দ্বারা এই বালুকার মেঘ উঠিয়া তত্রত্য জীবজন্তুর অনিষ্ট করে; কিন্তু আরব-দেশে এই সিমুম-নামক বায়ু যাদৃশ ভয়ানক প্রস্তাবিত দেশে তদ্রূপ নহে। এই পূর্ব্বোক্ত দুই বিস্তীর্ণ মরুভূমি ব্যতীত পারশ্য দেশের প্রায়ঃ সর্ব্বত্র পর্ব্বত, উপত্যকা ও অধিত্যকায় ব্যাপ্ত, এবং তথাকার মৃত্তিকা উর্ব্বরা ও নানাবিধ শস্যাদি সমুৎপত্তির উপযুক্তা।

বিস্তীর্ণ দেশের বায়ু সর্ব্বত্র সমান হয় না, বিশেষতঃ পারশ্য-দেশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ হওয়াতে তত্রত্য প্রদেশ সকলের বায়ু অত্যন্ত ভিন্ন২ বোধ হয়। তথাকার দক্ষিণাঞ্চলস্থ কর্ম্মাণ্, খুজিস্তান্, ফার্স, * লারিস্তান্ ইত্যাদি প্রদেশের বায়ু অতি উষ্ণ; তথা তূরাণ্, কুর্দিস্তান্, আদি উত্তরাঞ্চলের দেশ অতি শীতল; অপর টিগ্রিস নদীর নিকটস্থ নগর সকলের বায়ু শীতকালে অত্যন্ত শীতলও হয় না, ও গ্রীষ্মকালেও অসহ্য উষ্ণ হয় না, সর্ব্বদা সমধর্ম্মাপন্ন থাকে। এতদ্বিষয়ে ইস্পাহান্ নগর অতি প্রসিদ্ধ। তথাকার

* বোধ হয় এই প্রদেশের নামহইতে ইরাণ্ দেশের নাম পারশ্য হইয়াছে।

বায়ু সর্ব্বদা এমত রম্য বোধ হয়, যে তথায় বসন্তঋতু বারমাস বিরাজমান আছে বলিলে অত্যুক্তি জ্ঞান হইবেক না। তত্রত্য আকাশ সর্ব্বদাই পরিষ্কার; বৎসরে প্রায়ঃ দুই তিন সপ্তাহ ব্যতীত মেঘ-বৃষ্টি হয় না; অপর মেঘ উদিত হইলেও কদাপি ক্রমাগত দুই দিবস নভোভাগে বর্ত্তমান থাকে না। বৃষ্টি প্রায়ঃ নাই, অথচ ক্ষেত্র-সকল অপর্য্যাপ্ত শস্যে, ও উদ্যান-সকল বিবিধ সুরম্য পুষ্পে, পরিপূর্ণ, ও বায়ু ঐ সুরভি সুবাসিত হইয়া জনগণকে সতত আমোদিত করিতেছে। এই কারণ বশতঃ তথাকার অনেকেই দ্বার অবরুদ্ধ করিয়া গৃহমধ্যে শয়ন করে না, গৃহ-ছাদোপরি শয্যা-সংস্থাপন করত তথায় স্ত্রী-পুত্রাদি সহ রজনী যাপন করে।

পারশ্যদিগের গৃহছাদোপরিস্থ শয্যা।

পারশ্য-দেশের পর্ব্বত-সকল অতি উচ্চ নহে, অথচ বৎসরের অধিকাংশ কাল নীহারে মণ্ডিত থাকে। ঐ সকল স্থানে অনেক গ্রামাদিও আছে, এবং তত্রত্য মনুষ্য-সকল অত্যন্ত বলবান্ ও সমরপ্রিয়; এবং যুদ্ধ উপস্থিত না থাকিলে মৃগয়া অশ্বারোহণ মল্লযুদ্ধাদি নানাবিধ শৌর্য্য-ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত থাকে। অপরাহ্ণে গ্রামস্থ অনেকে একত্র হইয়া অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক শূলদ্বারা লক্ষ্যভেদ করা পারশ্য-দেশের উত্তরাঞ্চলস্থ ব্যক্তিদিগের এক প্রধান ক্রীড়া; তদ্দ্বারা তত্রত্য জনগণেরা সম্যক্ প্রকারে শৌর্য্যগুণে বিভূষিত হয়। ২৪১ পৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহাতে কুর্দ্দজাতীয়দিগের প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শিত আছে। তদ্দৃষ্টে অনেকের অন্তর্ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, "আহা! কবে বঙ্গদেশীয়েরা তদ্রূপ শৌর্য্যশালী হইবেক"!

উপত্যকা-নিবাসি ব্যক্তিরা পার্ব্বত্য লোকের ন্যায় বীর্য্যবান্ হয় না; তত্রত্য সুলভ শস্যে প্রতিপোষিত হইয়া অনেকেই অলস ও সুখসম্ভোগে রত হইয়া পড়ে*। পারশ্য-দেশে এই

---

* বঙ্গ-দেশের প্রচুর শস্যশালিত্ব যে আমাদিগের অলসত্ব ও দুর্ব্বলত্বের এক প্রধান কারণ, ইহা অনায়াসেই প্রমাণীকৃত হইতে পারে। যে সকল দেশে কষ্টে শস্য উৎপন্ন হয়, তথাকার লোক প্রচুর শস্যপূর্ণ-দেশীয়দিগের অপেক্ষায় অধিক বলবান্ ইহা আশু অসম্ভব বোধ হইতে পারে, অথচ ভূমণ্ডলের ইতিহাস আলোচনা করিলে তাহা পরম সত্য বোধ হয়।

প্রথার অন্যমত নাই। তত্রত্য সমভূমি-নিবাসিরা পার্বত্য লোক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল, অলস ও সম্ভোগপ্রিয়। তথাকার সম্পন্ন ব্যক্তিরা সর্বদা উপবনে বিহার করিতে অত্যন্ত উৎসুক; এই প্রযুক্ত তদ্দেশের ইস্পাহান্, তেহরান্, শীরাজ্ প্রভৃতি প্রধান২ নগরের চতুর্দ্দিগে অনেক উত্তম২ উদ্যান আছে; অবকাশ পাইলেই নগরবাসিরা তথায় গিয়া আমোদপ্রমোদে দিন-যাপন করিয়া থাকে। প্রস্তাবিত উদ্যানসকলে অনেক সুখাদ্য ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে, এবং তৎফলাস্বাদনে পারশ্য দেশীয়েরা বিশেষ রক্ত। কথিত আছে, তথায় সর্বোত্তম আঙ্গুর এক পয়সা সেরে বিক্রয় হইয়া থাকে; দাড়িম্ব, খর্জ্জূর, প্রভৃতি ফল-সকল তদপেক্ষায় অল্পমূল্যে বিক্রীত হয়; অথচ পারশ্য-দেশীয় ফলের তুল্য সুস্বাদু ফল কুত্রাপি হয় না।

পারশ্য-দেশে খনিজদ্রব্য প্রচুর প্রাপ্য নহে। স্থানে২ লৌহ ও সীসক প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং পারশ্য-খাঁড়িতে মুক্তার ঝিনুকও ধৃত হইয়া থাকে; কিন্তু এ কোন পদার্থেরই প্রাচুর্য্য নাই। শিল্প বিদ্যায় পারশ্য দেশীয়েরা তৎপর। মিনার কর্ম্ম ও স্বর্ণ মণ্ডন (গিল্টি) ও গালিচা প্রস্তুত করণ, ও কিম্‌খাব বুনন, তথা খড়্গাদি-প্রস্তুতকরণ-কার্য্যে তাহারা বহুকালাবধি বিখ্যাত আছে। তাহারা নানা প্রকার বস্ত্রও বপন করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের তুল্য হইবেক না।

গ্রীষ্ম প্রধান দেশে তড়াগপুষ্করিণ্যাদি শীতল জলের আকর যে প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে পারশ্য-দেশে তাহা সম্ভবে না; প্রত্যুতঃ তথায় যাহাতে শীত নিবারণ হয় তাহাই সকলের সমাদরণীয়; পরন্তু মধ্যে২ শরীর ধৌত না করিলে ও সুস্থতার হানি হয়। অতএব পারশ্য-দেশীয়েরা উষ্ণ জলে স্নান করে, এবং সর্বসাধারণের সৌলভ্যার্থে নগরের স্থানে২ অতি প্রশস্ত অট্টালিকা নির্ম্মাণ করত তাহাতে উষ্ণ জল প্রভৃতি স্নানীয় দ্রব্য প্রস্তুত রাখে। এই প্রকার গৃহের নাম "হমাম্"। ইচ্ছা হইলেই নগরস্থ লোকে দুই পয়সা ব্যয়ে তথায় স্নান করিতে পারে ও তথাকার সুচতুর ভৃত্যের পরিচর্য্যায় উত্তমরূপে সম্মার্জ্জিত হইতে পারে। স্ত্রীদিগের নিমিত্তে পৃথক হমাম্ নির্দ্দিষ্ট আছে। এবং তথায় প্রত্যহ অনেক স্ত্রী লোক সমাগমন করিয়া থাকে, এবং স্নান জলপান উপন্যাস শ্রবণ কথনাদি নানা প্রকার প্রমোদজনক ক্রিয়ায় কালযাপন করে।

নিমাজ করিবার অনুরোধে পারশ্য-দেশের রাজারা অতি প্রত্যূষেই গাত্রোত্থান করিয়া থাকেন। তৎপরে দাসী ও খোজাদিগের সাহায্যে বেশভূষাকরণানন্তর অন্তঃপুরে আপন স্ত্রী মণ্ডলী মধ্যে বার দিয়া উপবিষ্ট হন। আমরা "স্ত্রী মণ্ডলী" শব্দ ব্যবহার করিলাম, কারণ পারশ্য-দেশে ধনের প্রাচুর্য্যানুসারে লোকদিগের স্ত্রীর ও সঙ্খ্যা বৃদ্ধি হয়, সুতরাং স্ত্রীর সঙ্খ্যানুসারে ব্যক্তিবর্গের সম্পত্তি নিরূপণ হইতে পারে। রাজা সর্বাপেক্ষায় ধনবান ও তাঁহার ভার্য্যা ও ভোগ্যার সঙ্খ্যাও তাদৃশ অধিক। রাজার উক্তসভায় পুরুষ উপস্থিত থাকিবার নিয়ম নাই; অন্তঃপুরের স্ত্রীমণ্ডলীই তথাকার প্রধান কর্ম্মচারিণী। প্রধানা স্ত্রীরা রাজনিকটে উপবিষ্টা হন, ও অপর সকলে স্ব২ মর্য্যাদানুসারে যথাযোগ্য-স্থানে দণ্ডায়মানা থাকে, এবং ঐ কামিনীবৃন্দের মধ্যে কেহ মন্ত্রিণী কেহ সভাসম্পাদিকা কেহ ভাণ্ডার-রক্ষিকা, কেহ ভট্টিনী ইত্যাদি ভিন্ন ২ পদে নিযুক্তা হইয়া রাজসভার পরিচর্য্যায় নিযুক্তা হয়। এবম্প্রকারে সভায় আপন ভার্য্যা-মণ্ডলীর তত্ত্বাবধারণ, ও তাহাদের সাপত্ন্য (সতাসতিনী) বিবাদ-বিষম্বাদের

বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ,

অর্থাৎ

পুরাবৃত্তেতিহাস-প্রাণিবিদ্যা-শিল্প-সাহিত্যাদি-দ্যোতক মাসিক পত্র।

২ পর্ব] শকাব্দ ১৭৭৫, অগ্রহায়ণ। [২৪ খণ্ড।
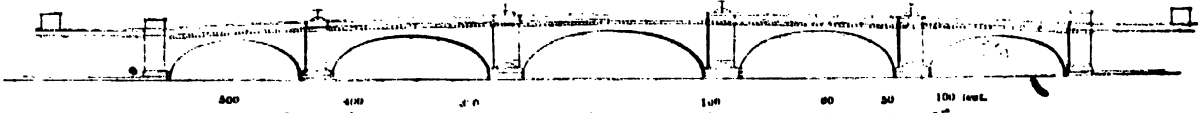
লণ্ডন সেতু।

গঙ্গাবতরণের সেতু।

সভ্যতার প্রধান আনুসঙ্গিক শিল্পবিদ্যা; তদ্দুয় কদাপি পৃথক্ হয় না; উভয়েই একত্রে সমভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এবং একের হ্রাসে উভয়েরই হ্রাস হয়। বনবাসী অসভ্যের পর্ব্বত-গুহায় বা বৃক্ষ-কোটরে বাস, বল্কল-পরিধান বা দিগম্বরের অবলম্বন, ও ফল মূল খাদ্য, অট্টালিকায় প্রয়োজন নাই, বস্ত্রের আবশ্যক নাই, ও যন্ত্রাদিরও জ্ঞান নাই; সুতরাং তাহাদিগের আদিম অবস্থায় শিল্পশাস্ত্রের কোন সংস্কারই থাকে না। কিন্তু বুদ্ধিসহকারে সুখলালসা ত্বরায় এ অবস্থার অন্যথা করে। স্বভাব-সিদ্ধ গুহার অভাব হইলে শুষ্ক কাষ্ঠাদিদ্বারা মৃত্তিকা খনন করিয়া বাসোপযুক্ত গর্ত্ত প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য, ইহা অনায়াসেই সকলের বুদ্ধিতে উদয় হইতে পারে। তদনন্তর পত্রদ্বারা তাহা আচ্ছাদন, তাহাতে দ্বার-সংযোজন, পর্ণকুটীর নির্ম্মাণাদি সমস্ত ব্যাপার ক্রমশঃ ঘটিয়া উঠে। জলস্রোতঃ পার হইতে হইলে উল্লম্ফন বা সন্তরণ দ্বারা তাহা অতিক্রম করা প্রথম কল্প; পরে তদুপরি দৈব-পতিত বৃক্ষদ্বারা ঐ স্রোতঃ কেহ পার হইয়া অন্যত্র সৌলভ্যার্থে তদনুরূপ একটা কাষ্ঠ ফেলিয়া রাখে; তাহাতেই সেতুর সূত্রপাত হইল। এবম্প্রকার আদিম সেতু পথ-পার্শ্বে সর্ব্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এক কাষ্ঠোপরি যাতায়াতের ক্লেশ হইলে তাহার পার্শ্বে অপর একটি কাষ্ঠ স্থাপন করা অনায়াসেই সকলের মনে শ্রেয়ঃ বোধ হয়; তদনন্তর প্রয়োজনানুসারে তিন চারি বা ততোধিক কাষ্ঠ স্থাপন ও তদুপরি মৃত্তিকাদিদ্বারা সরল ভূমিবৎ স্থান প্রস্তুত ক্রমশঃ হইয়া উঠে। অপর কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত সেতু অনায়াসেই ভগ্ন হইয়া থাকে, ও তাহার উপর দিয়া কোন অত্যন্ত ভারবিশিষ্ট পদার্থ চালনা করা যাইতে পারে না; সুতরাং কাষ্ঠের পরিবর্ত্তে প্রস্তর বা ইষ্টক ব্যবহার, ও কাষ্ঠের ছাউনির পরিবর্ত্তে খিলানের সৃষ্টি হয়।

সেতু নানাপ্রকার অবয়বে নির্ম্মিত হইয়া থাকে; পরন্তু সকল প্রকার সেতুরই দুই প্রধান অঙ্গ আছে। তদ্বিশেষ "ভিত্তি" ও "চাতাল"।

জলস্রোতঃ বা অন্য কোন খাতের তটদ্বয়ে ইষ্টকাদি দ্বারা যে প্রাচীর গুম্বন করা যায় ও যদুপরি সেতু স্থাপিত হয় তাহার নাম "ভিত্তি"; ও যদ্দ্বারা উভয় তট সংযোজিত হয় তাহার নাম "চাতাল", এবং ঐ চাতালের দীর্ঘতাকে "ব্যাপ্তি" শব্দে কহে। হিমালয় পর্ব্বতের ঝুলা-নামক সেতুর বিবরণ পূর্ব্বেই বিবৃত করা গিয়াছে (১৯৪ পত্রে দেখ)। তাহাতে ভিত্তির পরিবর্ত্তে দুই বৃক্ষ বর্ত্তমান, ও এক গাছা রজ্জু ও একটা শিক্য চাতালের কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকে।

সৌলভ্যানুসারে সেতুর ভিত্তি প্রস্তর বা ইষ্টকদ্বারা অত্যন্ত সুদৃঢ়রূপে গ্রথিত হইয়া থাকে, এবং যে পদার্থদ্বারা চাতাল প্রস্তুত করিবার অভিপ্রায় হয়, তদনুসারে ঐ ভিত্তির স্থূলতা নিরূপিত হয়; ভারি চাতালের প্রয়োজন হইলে সুতরাং স্থূল ভিত্তির আবশ্যক।

সেতুর চাতাল দুই প্রকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে; এক খিলান গুম্বনদ্বারা; দ্বিতীয়, কাষ্ঠাদিদ্বারা। খিলানকৃত চাতাল সুদৃঢ় হয়, কিন্তু প্রশস্ত সেতু অভিপ্রেত হইলে তদনুরূপ খিলান প্রস্তুত করা অতি কঠিন। বিশেষতঃ নদীর এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত একটি খিলানে ব্যাপ্ত করা যাইতে পারে না, সুতরাং নদীগর্ব্ভের মধ্যে২ জলের ভিতরে ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য, এবং তাহা প্রস্তুত হইলেও অনায়াসে ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে। লণ্ডন নগরে লণ্ডন-সেতু নামক সেতু খিলান-সেতুর এক প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ঐ সেতুতে পাঁচটা খিলান আছে. তৎসমুদয়ের ব্যাপ্তি ৬০০ হস্ত ও মধ্যস্থ খিলানের দীর্ঘতা ২০০ হস্ত। পূর্ব্ব পৃষ্ঠে এই সেতুর এক প্রতিরূপ মুদ্রিত হইয়াছে।

এক ভিত্তিহইতে অপর ভিত্তি পর্য্যন্ত কড়িকাষ্ঠ স্থাপন করত তদুপরি বরগা খোয়াপ্রভৃতি-পদার্থ দ্বারা ছাদ প্রস্তুত করণ, চাতাল-নির্ম্মাণের দ্বিতীয় কল্প; কিন্তু তাহাতেও এক ব্যাপ্তিতে বৃহৎ সেতু প্রস্তুত হইতে পারে না। কাষ্ঠের কড়ির পরিবর্ত্তে লৌহ কড়ির ব্যবহার করিলে এ কার্য্য অনেক সুসাধ্য হয়। মার্কিন দেশে ফিলাডেল্ফিয়া নগরে শুইল্‌কিল্ নামক সেতু কাষ্ঠকড়িদ্বারা নির্ম্মিত, এবং তাহার চিত্র নিম্নে মুদ্রিত হইল। ইহা কেবল কড়িকাষ্ঠে অতিসুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহার সমস্ত ব্যাপ্তি ২২৭ হস্ত।
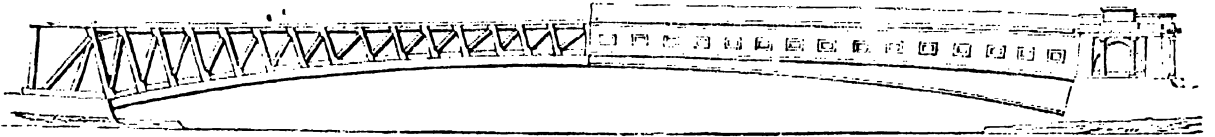
শুইল্‌কিল্ সেতু।

এই দুই প্রকার সেতু নির্ম্মাণ করা অনেক ব্যয়সাধ্য এবং তদ্দ্বারা প্রশস্তা নদীর তট সংযোজিত করাও কঠিন, কারণ কড়িকাষ্ঠ ২০।২৫ হস্তাধিক দীর্ঘ কুত্রাপি প্রাপ্য নহে, এবং ততোধিক দীর্ঘ লৌহ-কড়িও অনায়াসে প্রস্তুত হয় না; হইলেও তাহা এতাদৃশ ভারি হয় যে ব্যবহার করা দুষ্কর; সুতরাং অত্যন্ত প্রশস্তা নদীর উপর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইলে, উত্তম শিল্পকারেরা অন্য উপায় অবলম্বন করেন। নদীর এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত দুই গাছা রজ্জু বন্ধন করিয়া তাহাতে একটা মাচান ঝুলাইয়া বান্ধিলেই অনায়াসে অতি দীর্ঘ সেতু প্রস্তুত হইতে পারে, কিন্তু এতাদৃশ স্থূল ও সুদৃঢ় রজ্জু কুত্রাপি প্রাপ্য নহে, যাহাতে হস্ত্যাদি বৃহৎ পশু বা অন্য

কোন বৃহৎ শকটাদির ভার সহ্য করিতে পারে; সুতরাং রজ্জুর সেতু অত্যন্ত দীর্ঘ হইলেও তাহাতে সেতুর সকল অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে না; অপর রজ্জু মাত্রেই অতি অল্পকাল মধ্যেই নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং কবে ছিন্ন হইয়া পথিকসহ জলসাৎ হইবে এতদাশঙ্কা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকে। রজ্জুর পরিবর্ত্তে লৌহ শৃঙ্খল ব্যবহার করিলে এই সকল দোষের পরিহার হইতে পারে; অতএব এই ক্ষণে দীর্ঘ সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইলে উত্তম শিল্পকারেরা সর্ব্বত্র লৌহ শঙ্খল ব্যবহার করিয়া থাকে। কলিকাতার পার্শ্বে বাগবাজারের পোল, দমদমার পোল, খিদিরপুরের পোল ইত্যাদি সকল সেতু লৌহ শৃঙ্খলে ঝুলাইত হইয়াছে; এতদ্রূপ সেতুকে "উদ্বদ্ধ সেতু" শব্দে কহি। নিম্নে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা উদ্বদ্ধ-সেতুর এক উত্তম দৃষ্টান্ত। ইংলণ্ড ও আয়রলণ্ড দ্বীপের মধ্যগত "মিনাই" নামক সমুদ্র-বাহুর উপর ঐ সেতু নির্ম্মিত আছে। ইংরাজি ১৮২৬ অব্দে টেল্ফোর্ড নামক জনৈক প্রসিদ্ধ শিল্পশাস্ত্র-ব্যবসায়িদ্বারা উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহাতে যে দুই শৃঙ্খলা আছে, তাহার প্রত্যেক গাছা ১১৪৩ হস্ত দীর্ঘ, ও ৫৪.৭০২ মোন লৌহে নির্ম্মিত। সমুদ্রের জলসীমাহইতে এই সেতু এতাদৃশ উচ্চ যে ইহার নিম্ন দিয়া মাস্তুরসহ জাহাজ অনায়াসে যাতায়াত করিতে পারে।
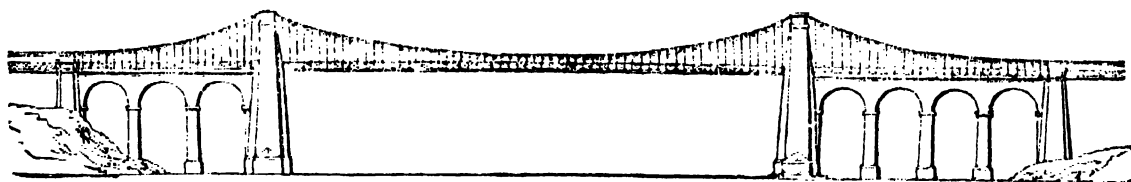
মিনাই সেতু।

বালিখালের উপর যে লৌহ সেতু আছে, তাহা উদ্বদ্ধ-সেতর এক উত্তম দৃষ্টান্ত স্থল। উদ্বদ্ধ সেতু-মাত্রেই শকটাদির গমনাগমনে ও ঝড়ের বেগে আন্দোলিত হইয়া থাকে; কিন্তু বালিখালের সেতু-ঝুলাইবার শিক্-সকল বক্রভাবে নিবদ্ধ করাতে ঐ দোষ একেবারে নিরাকৃত হইয়াছে। কর্ণেল গুড্উয়িন্ সাহেব ঐ সেতু নির্ম্মাণ করেন। সম্প্রতি তাঁহার পরামর্শে কলিকাতায় ক্লাইব-ঘাটের সম্মুখে গঙ্গা-নদীর উপর এক তদ্রূপ সেতু নির্ম্মাণের কল্পনা হইতেছে। যে স্থানে ঐ সেতু হইবেক তথায় গঙ্গা ১৪৬৬ হস্ত প্রশস্তা। তৎসমুদায় এক চাতালে ব্যাপ্ত করিলে তাহা অত্যন্ত আন্দোলিত হইবে ও হঠাৎ ভগ্ন হইয়া পড়িতে পারে, এ নিমিত্তে উক্ত সাহেব গঙ্গার গর্ভ মধ্যে দুই প্রকাণ্ড স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া সেতুকে দুই ব্যাপ্তিতে বিভাগ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করা বিশেষ আয়াসসাধ্য ব্যাপার। তদর্থে প্রথমতঃ গঙ্গার মধ্যভাগে স্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রয়োজনীয় স্থানের চতুর্দ্দিগে ৪।৫ সারি সুদৃঢ় কাষ্ঠ-স্তম্ভ প্রোথিত করত তথায় তক্তা ও মৃত্তিকা দ্বারা অতি স্থূল বাঁধ প্রস্তুত করিতে হইবে। পরে ঐ বাঁধের মধ্যস্থ জল সিঞ্চন করত তত্রত্য স্থান শুষ্ক করিয়া ঐ নদীগর্ভে কয়েকটা অতি স্থূল লৌহ স্তম্ভ প্রোথিত করত ভুমি সুদৃঢ় করা আবশ্যক। তদুপরি প্রস্তর ইষ্টকাদি দ্বারা ৩৩ হস্ত স্থূল স্তম্ভদ্বয় নির্ম্মিত হইবে; এবং ঐ স্তম্ভদ্বয়ের মস্তকে এক লৌহ খিলান নির্ম্মিত হইবে। বর্ষাকালে জোয়ারের সময়ে নদীর জল যে সীমা পর্য্যন্ত উর্দ্ধ হয় তাহাহইতে ঐ খিলান ৮৫ হস্ত উচ্চ হইবে,

সুতরাং ইহার নিম্ন দিয়া অনায়াসে মাস্তুল যুক্ত জাহাজ যাতায়াত করিতে পারিবে। গুড্‌-উয়িন্ সাহেব অনুমান করেন বাঁধ দিয়া এই স্তম্ভদ্বয়ের বনিয়াদ প্রস্তুত করিতে ৬,০০,০০০ টাকা ব্যয় আবশ্যক, এবং স্তম্ভদ্বয় ও উভয় পার্শ্বের ভিত্তি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় ইষ্টক ও প্রস্তর গ্রন্থনে অপর ছয় লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

গুড্‌উয়িন্ সাহেব এই স্তম্ভদ্বয়হইতে নদীতট পর্য্যন্ত ৬৭০ হস্ত দীর্ঘ দুই সেতু নির্ম্মাণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। ঐ সেতু ৮ গাছা অতি-স্থূল লৌহ শৃঙ্খলে ঝুলাইত থাকিবেক; এবং তাহার মধ্যভাগে শকট-গমনাগমনোপ-যুক্ত ১৩৮০ হস্ত পরিমিত এক পথ ও তদুভয় পার্শ্বে পদচারিদিগের নিমিত্তে ৪৮০ প্রশস্ত অপর দুই পথ থাকিবেক। প্রস্তাবিত শৃঙ্খল-সকল মধ্যস্থ স্তম্ভের উপর দিয়া নদীর এক পার হইতে অপর পার পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকিবে, এবং তাহার প্রত্যেক গাছা ১৮০৯ মোন লৌহে নির্ম্মিত হইবে। স্তম্ভদ্বয়ের মধ্য স্থানে যে সেতু বা চাতাল প্রস্তুত হইবে তাহা উভয় পার্শ্বের সেতুর ন্যায় ঝুলান থাকিবে না; তাহা বাষ্পীয় যন্ত্রদ্বারা প্রয়োজনানুসারে এক পার্শ্বে টানিয়া লওয়া যাইতে পারিবেক; পরে পুনঃ ঐ স্তম্ভদ্বয়ের মধ্যে স্থাপিত হইতে পারিবে। এই প্রকার চলনীয় সেতু করিবার অভিপ্রায় এই যে সেতুদ্বারা জাহাজ যাতায়াতের কোন হানি না হয়। সেতু জল-সীমাহইতে অতি উচ্চ করিলে এবম্প্রকারে সর্ব্বদা নাড়িতে হইত না বটে, কিন্তু তাহা হইলে কলিকাতা ও হাবড়ার ভূমিহইতে সেতুর চাতাল এতাদৃশ উচ্চ হইত যে তদ্দ্বারা শকটাদির যাতায়াত করা কঠিন হইত। এই সেতু নির্ম্মাণে প্রায়ঃ নয় লক্ষ টাকার লৌহ আবশ্যক হইবে, এবং ইহার সমস্ত ব্যয় ২২,৬০,৩৮০ টাকা অনুমিত হইয়াছে। ইহা প্রস্তুত হইলে গুড্‌উয়িন্ সাহেবের শিল্প-চাতুর্য্যের এক অদ্ভুত কীর্ত্তি-স্তম্ভ আরোপিত হইবে।

গার্হস্থ্য-বাঙ্গালা-পুস্তক-সঙ্গ্রহের * সমালোচন।

যে সমাজের সাহায্যে বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহ পাঠক-নিচয়ের প্রিয়পাত্র হইয়াছে, তৎসভার আদেশে কয়েকখানি অভিনব পুস্তক প্রস্তুত ও প্রকাশিত হইয়া অনেকের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছে। তাহাতে হৃদয়-গ্রাহিণী সুমধুরাখ্যায়িকা অনেক আছে, এবং তৎপ্রকাশে সমাজাধ্যক্ষ মহাশয়েরা বঙ্গভাষার পরমোপকার করিয়াছেন, তদর্থে দেশহিতৈষী মাত্রেই তাঁহাদিগকে অবশ্যই ধন্যবাদ করিবেন। ঐ গ্রন্থগুলিন প্রাপ্ত্যনন্তর আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরমাপ্যায়িত হইয়াছি, এবং তাহার গুণবর্ণনে অত্যন্ত উৎসুক আছি; কিন্তু অপক্ষপাতে তাহার গুণ বিচার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে, কারণ ব্যবসায়ের অনুরোধে প্রস্তাবিত সমাজের সপক্ষ হইয়া তৎসমাজকর্ত্তৃক প্রকটিত পুস্তক-পক্ষে নিতান্ত স্নেহশূন্য হইব, ইহা আশু জনসমাজের হৃদয়ঙ্গম হইবেক না; অতএব তদ্বিষয়ে আমাদিগের উদ্যত হওয়া অকর্ত্তব্য। পরন্তু মনোরঞ্জক নূতন পুস্তক প্রাপ্ত হইয়া তাহার বার্ত্তা পাঠকপুঞ্জের গোচর না করায় ও

---

* গ্রন্থ-সঙ্গ্রহকারেরা অকিঞ্চনদিগের পরামর্শ গ্রাহ্য করিলে, "গার্হস্থ্য বাঙ্গালা" শব্দের পরিবর্ত্তে বাঙ্গালা-গার্হস্থ্য শব্দ লিখিতে অনুরোধ করিতাম।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অবহেলা করা হয়; সুতরাং প্রস্তাবিত পুস্তক-সঙ্গ্রহের মর্ম্ম প্রচার করাই আমাদিগের পক্ষে আপাততঃ শ্রেয়ঃকল্প বোধ হইতেছে।

ঐ পুস্তক সঙ্গ্রহের প্রথম পুস্তকের নাম "লার্ড ক্লাইবের চরিত্র"। তাহাতে ইংরাজদিগের প্রধান সেনানায় ক্লাইবের, নবাব সেরাজুদ্দৌলাকে পলাসির উদ্যানে পরাস্ত করিয়া বঙ্গ রাজ্য স্বদেশীয়দিগের হস্তগত করণ প্রভৃতি, কীর্ত্তি সমূহের বিবরণ বিবৃত আছে। কয়েক বৎসর হইল মেকালে নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গদ্যলেখক ইংরাজি ভাষায় ঐ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, অধুনা ঐ ইংরাজি আদর্শহইতে গুণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত হরচন্দ্র দত্তজ বিবেচ্য গ্রন্থ বঙ্গ-ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন।

প্রস্তাবিত সঙ্গ্রহের দ্বিতীয় পুস্তকের নাম "উয়িলিয়ম্ সেক্সপিয়রের নাটকহইতে সঙ্গৃহীত গল্প"। আসিয়াটিক্ সোসাইটী নামক সভাসক্রান্ত ডাক্তর রুয়ের সাহেব তাহা অনুবাদিত করিয়াছেন। ইহাতে কয়েকটী অতি মনোহর গল্প আছে, তৎপাঠে পাঠকবৃন্দ অবশ্যই সন্তুপ্ত হইবেন।

তৃতীয় পুস্তকের নাম "সংবাদসার"। তাহাতে এতদ্দেশীয়সমাচার পত্রহইতে উদ্ধৃত জীবন চরিত্র নীতি কথা প্রভৃতি নানাবিধ সদুপদেশপূর্ণ মনোরঞ্জক প্রস্তাব বঙ্গ-ভাষার হিতৈষী শ্রীযুক্ত পাদরি লঙ্গ সাহেব কর্তৃক সঙ্গৃহীত হইয়াছে।

চতুর্থ পুস্তকের নাম "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র"। মহাকবি ভারতচন্দ্র স্বকীয় গ্রন্থে উক্ত রাজার কিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছেন এবং তাঁহার পরে এখন প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর হইল, উক্ত রাজকুলজাত রামরাম বসু নামক কোর্ট উইলিয়ম কালেজের এক জন শিক্ষক কর্তৃক ইহা প্রথমত লিপিবদ্ধ হয়। যদিচ রামরাম বিজ্ঞান ও সাহিত্য শাস্ত্রে উত্তম উপদিষ্ট ছিলেন তথাপি তাঁহার রচনা প্রণালী অতি জঘন্য ছিল, অধিকন্তু, বোধ হয়, তিনি জন্মভূমির ইতর লোকের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক বাক্যে গ্রন্থ রচনা করিতে সঙ্কল্পিত হইয়াছিলেন, এবং তৎসঙ্কল্পে কীদৃশ ফল উৎপন্ন হইয়াছিল পাঠকবৃন্দ তাহা নিম্নে উদ্ধৃত তল্লিপিরূপ দৃষ্টান্তহইতে অনায়াসেই অনুভব করিতে পারিবেন। তদ্দৃষ্টান্ত যথা।

"ইহা ছাড়াইলে পূরির আরম্ভ। পূবে সিংহ "দ্বার পূরির তিন ভিতে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ "ভাগে সরাসরি লম্বা তিন দালাণ তাহাতে "পশুগণের রহিবার স্থল। উত্তর দালানে সমস্ত "দুগ্ধবতী গাভীগণ থাকে দক্ষিণ ভাগে ঘোড়া "ও গাধাগণ পশ্চিমের দালানে হাতি ও উট "তাহারদের সাতে ২ আর ২ অনেক ২ পশুগণ।

"এক পোয়া দীর্ঘ প্রস্থ নিজ পূরী। তার চারি "দিগে প্রস্তরে রচিত দেয়াল। পূবরদিগে সিংহ "দ্বার তাহার বাহির ভাগে পেট কাটা দরজা। "শোভা কর দ্বার অতি উচ্চ আমারি সহিৎ "হস্তি বরাবর যাইতে পারে। দ্বারের উপর এক "স্থান তাহার নাম নওবৎ-খানা তাহাতে অ-"নেক ২ প্রকার জন্ত্রে দিবা রাত্রি সময়ানুক্রমে "জন্ত্রিরা বাদ্যধ্বনি করে।

"নওবৎ খানার উপরে ঘড়ি ঘর। সে স্থানে "ঘড়িয়ালেরা তাহারদের ঘড়িতে নিরক্ষণ করিয়া "থাকে দণ্ড পূর্ণ হবা মাত্রেই তারা তাহারদের "ঝাঁজের উপর মুগ্দর মারিয়া জ্ঞাত করায় সকলকে।

"তদুপরি ভাগে মন্দিরের চূড়ার ন্যায় ঘণ্টা "ঘর নির্ম্মিত হইয়াছে অতি উচ্চ সে ঘর বিলক্ষণ "দেখায় তাহার মধ্যে সত নম্রদীয় ঘণ্টা বন্ধ "লোকেরা তাহার সময়েতে কল ফিরাইয়া দেয় "প্রতি দণ্ডে সে ঘণ্টা বাজিয়া উঠে ঘণ্টার ঠন

"ঠনি শব্দ গড়ের মধ্যে পাঁচ কোশ পর্য্যন্ত
"শুনা যায়।

"ঘণ্টা ঘরের চূড়ার উপরে ধ্বজ। তাহাতে
"উড্ডীয়মান পতকা শোভা পাইতেছে কৃষ্ণ বর্ণ
"পতকা উড়িতেছে সে ধ্বজের উপরে তাহা অন্য
"লোকেরা দ্বারে থাকিয়া দেখিতে পায় যে মত
"মেঘ পবনের তেজে গতি করিতেছে। এমত আ-
"শ্চর্য্য সিংহ দ্বার গঠন করিয়াছে হেন্দো স্থানের
"মধ্যে এমত স্থান কুত্রাপি দেখা যায় না।

"দ্বারে দ্বারপাল সের আলিখাঁ নামে পাঠান
"ভয়ঙ্কর তাহার মূর্ত্তি দুর্দ্দর্শ কায় মহা পরা-
"ক্রমে। আফিম চরস ইত্যাদি খায় সদাই ক্রোধি
"শত ২ পাঠান তাহার পরিবার অতি দম্ভেতে
"সে দ্বার রক্ষা করে তাহাকে দেখিলেই বিপক্ষ
"লোক পলায়নপর হয়। সে দ্বারের মধ্যে প্র-
"বেশ করিলে তাহার পর অপূর্ব্ব সুশোভিত নগর
"চারি দিগেই দোপটি সহর ছেমহলা বালা খানা
"তাহাতে পৃথক ২ স্থানে বেস মূল্য সামিগ্রির
"মহাজন লোকের দোকান। বহুমত প্রকার বস্তু
"সেখানে বিক্রি হয়"।

এই কর্কশ ও কুৎসিত মূলগ্রন্থহইতে সংস্কৃত কালেজের এক জন পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত হরীশচন্দ্র তর্কালঙ্কার কর্তৃক প্রস্তাবিত গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রতাপাদিত্য বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। প্রায় তিন শত বৎসর হইল, * তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ রামচন্দ্র বঙ্গ-দেশের পূর্ব্বাঞ্চলে বাস করিতেন। বাণিজ্য-কার্য্যানুরোধে সে ব্যক্তি পাটমহল পরগণায় গমন করত তথাকার জনৈক সরকার-দুহিতার পাণিগ্রহণ-পূর্ব্বক কিয়ৎকাল তথায় অবস্থান করেন, ও বাণিজ্য-কার্য্য পরিত্যাগ করত পরিশেষে শ্যালকদিগের সাহায্যে কানুনগো দপ্তরে মুহরিগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পাটমহলে সরকার-দুহিতার গর্ভে তাঁহার তিন পুত্র জন্মে, তাহার জ্যেষ্ঠের নাম ভবানন্দ, মধ্যমের নাম গুণানন্দ, এবং কনিষ্ঠের নাম শিবানন্দ। রামচন্দ্র মুহরিগিরি কর্ম্মে সর্ব্বতোভাবে পারগ ছিলেন; কিন্তু কার্য্যালয়ের সিরিস্তাদারের সহিত তাহার সর্ব্বদা অপ্রণয় হইত, এবং তদর্থ নানা প্রকারে উত্ত্যক্ত হইয়া অবশেষে তাঁহাকে কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গৌড় রাজধানীতে প্রস্থান করিতে হইয়াছিল। তথায় তিনি পুনঃ কানুনগো দপ্তরের মুহরিগিরি পদ প্রাপ্ত হন; এবং কিয়ৎকাল পরে কানুনগোর মৃত্যু হইলে পর নবাবের অনুগ্রহে তাঁহার কনিষ্ঠ শিবানন্দ সেই পদে অভিষিক্ত হন।

শিবানন্দ অতি সুচতুর ছিলেন, এবং নবাব-পরিবারের প্রিয় হইবার অভিপ্রায়ে নবাবের তনয় যে পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করিতেন, তথায় আপন জ্যেষ্ঠসহোদরের পুত্র শ্রীহরি এবং মধ্যম ভ্রাতার পুত্র জানকীবল্লভকে বিদ্যাভ্যাসার্থে নিযুক্ত করিয়া দেন। ঐ বিদ্যামন্দিরে নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র দায়ূদের সহিত ঐ বালকদ্বয়ের প্রগাঢ় প্রণয় জন্মিয়াছিল, এবং দায়ূদের মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ তিন ব্যক্তি যৎপরোনাস্তি সুজনতার সহিত বন্ধুতা রক্ষা করিয়াছিলেন। দায়ূদ স্বয়ং নবাব হইলেও তাঁহার প্রিয়বয়স্যদিগের মধ্যে "শ্রীহরিকে মহারাজ বিক্রমাদিত্য উপাধি দিয়া সর্ব্বাধ্যক্ষ মুখ্যপাত্র, এবং কনিষ্ঠ জানকীবল্লভকে রাজা বসন্তরায় উপাধি দিয়া ভূমিসংক্রান্ত সমুদায় কর্ম্মের অধ্যক্ষ করিলেন"।

যে সময়ে দায়ূদ দিল্লির অধিপতির বিরুদ্ধে

* পুরাণাদি ইতিহাস গ্রন্থে কাল-নির্ণয়-করণের রীতি নাই; এবং প্রস্তাবিত গ্রন্থকার সেই প্রথার অনুবর্ত্তী হইয়া "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" এই প্রাচীন বচনের মান রাখিয়াছেন।

অবধারণ করেন তৎকালে ভবানন্দ অমঙ্গল আসন্ন দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় ও শ্রীহরি ও জানকীবল্লভের সহিত লুকাইবার স্থান নিরূপণার্থে
"পরামর্শ স্থির করিয়া নিভৃত স্থান অন্বেষণ
"করিতে দেশ বিদেশে লোক পাঠাইলেন। তা-
"হারা দক্ষিণ অঞ্চলে সমুদ্রের নিকট এক স্থান
"মনোনীত করিয়া আইল। ঐ স্থান পূর্ব্বে চাঁদ
"খাঁ মশন্দরির অধিকার ছিল। তাঁহার উত্তরাধি-
"কারী কেহ না থাকাতে ঐ দেশ ক্রমশঃ এমত
"দুর্গম জঙ্গল হইয়াছে যে তথায় যাতায়াত কঠিন,
"ভয়ানক অরণ্য দিয়া নৌকা ব্যতীত যাইবার
"কোন উপায় নাই। ঐ বনে ব্যাঘ্র মহিষ বরাহ
"প্রভৃতি নানা হিংস্র জন্তু আছে এবং নদী সকল
"বৃহৎকায় কুম্ভীরপূর্ণ, ঐ ভয়ঙ্কর বনের নাম বা-
"দাবন তাহার দক্ষিণাংশ অদ্যাবধি সুন্দর বন
"নামে প্রসিদ্ধ আছে। ঐ স্থানের সকল বৃত্তান্ত
"অবগত হইয়া সকলের তাহাই মনোনীত হইল।

"বিক্রমাদিত্যের পিতা তৎপর হইয়া তথায়
"পুরী নির্ম্মাণের নিমিত্ত এক জন বিশ্বস্ত লোক
"প্রেরণ করিলেন। সে যাইয়া নগরের উপযুক্ত
"স্থান স্থির করিয়া তথাকার বন কাটাইল এবং
"নদীতে সেতুবন্ধ করত প্রথমে এক প্রশস্ত পথ
"প্রস্তুত করিয়াছিল। পরে দীর্ঘ প্রস্থে ছয় ক্রোশ
"এমত স্থলের মধ্যস্থলে চারি দিকে গড় কাটা-
"ইয়া অপূর্ব্ব সাত মহল বাটী নির্ম্মাণ করিল এবং
"তাহার চতুষ্পার্শ্বে হাট বাজার বসাইয়া ঐ স্থান
"অতি সুশোভিত করিলে ভবানন্দ স্বয়ং মন্ত্রি-
"গণ সহিত যাইয়া দেখিলেন রম্য স্থান হইয়াছে।
"তথায় বাস করিতে সকলেরই মনন হইল।

"ভবানন্দ সেই স্থানে থাকিয়া গৌড়ে যে কিছু
"ছিল, সমুদায় দ্রব্য সামগ্রী নৌকাযোগে ঐ নূতন
"বাটীতে লইয়া গেলেন। এবং শুভ ক্ষণে পরি-
"জন লোক সমেত গৃহ প্রবেশ করিয়া মনের
"সুখে রহিলেন কোন উপদ্রবের ভাবনা রহিল
"না। শ্রীহরি জানকীবল্লভ ও শিবানন্দ কানন-
"গো এ তিন জন বাসা বাটীতে থাকনের ন্যায়
"গৌড় রাজধানীতে রহিলেন আর সকলে ঐ
"নূতন বাটীতে যাইয়া রহিল"।

দায়ূদের রাজবিদ্রোহিতা ত্বরায় তাঁহার বিনাশের কারণ হইল। আকবর পাদশাহ রাজা তোড়লমল্ল এবং মানসিংহকে বঙ্গ দেশে প্রেরণ করেন, এবং তদ্দ্বয়-কর্ত্তৃক দায়ুদ পরাভূত ও শিরশ্চ্যুত হন। তৎপরে রাজা বিক্রমাদিত্য সৈলিক্রমে রাজা মানসিংহের সাহায্যে যশোহর প্রদেশে রাজ্য করিতে দিল্লাধিপতির আজ্ঞাপত্র প্রাপ্ত হন, এবং তদনুসারে ভ্রাতৃসহ পরম প্রীতিতে বহুকাল যথান্যায়ে রাজ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম প্রতাপাদিত্য। সে তরুণাবস্থাবধি পিতা ও পিতৃব্যের অবাধ্য হইয়া অসদ্ব্যবহারে অনুরক্ত হইয়াছিল। এতন্নিমিত্ত তাহার পিতা তাহার বিনাশার্থে বসন্তরায়কে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেই ধার্ম্মিকবর ভ্রাতৃপুত্র-প্রতি অত্যন্ত স্নেহান্বিত ছিলেন, সুতরাং ঐ নৃশংস কর্ম্মে কদাপি প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। তৎপরে প্রতাপাদিত্যকে দূরী করণাভিপ্রায়ে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহাকে আপন প্রতিনিধি স্বরূপে দিল্লী নগরে প্রেরণ করেন।

পাপিষ্ঠ প্রতাপাদিত্য আকবর পাদশাহের নিকটে অবস্থান করত পিতৃ-প্রেরিত কর পাদশাহের কোষাগারে যথা নিয়মে না অর্পণ করিয়া গোপন করিতে লাগিল। তিন বৎসর এই প্রকারে কর অনাদায়ী থাকায় পাদশাহ বিক্রমাদিত্যের সমুচিত দণ্ডার্থে জনৈক সৈন্যাধ্যক্ষ প্রেরণের অনুমতি করেন। ঐ অবকাশে প্রতা-

পাদিত্য শঠতাপূর্ব্বক পাদ্শাহের নিকট পিতৃব্য বসন্তরায়ের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করত সৈলিক্রমে সঞ্চিত তিন বৎসরের কর পাদ্শাহকে প্রদানপূর্ব্বক আপন নামে যশোহর-রাজ্যের সনন্দ পত্র গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে স্বদেশে আসিয়া পিতা ও পিতৃব্যের সহিত দুরাত্মার মত যথোপযুক্ত নিয়মে অসদ্ব্যবহার করেন; কিন্তু ঐ বৃদ্ধ রাজদ্বয়ের সৌজন্যে তাঁহার দৌরাত্ম্য নিষ্ফল হয়।

বিক্রমাদিত্য রাজ্যের দশ আনা অংশ পুত্রকে ও ছয় আনা অংশ ভ্রাতাকে প্রদান করিয়াছিলেন। বসন্তরায় প্রাপ্তাংশে সম্যক্সন্তুষ্ট থাকিয়া ভ্রাতৃপুত্রের নিমিত্ত ধূমঘাট নামক স্থানে এক উত্তম পুরী নির্ম্মাণ করত অত্যন্ত সমারোহ পূর্ব্বক তথায় তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করেন; কিন্তু এই সকল সদ্ব্যবহারে ঐ দুর্জ্জনের মনঃ শান্ত হয় নাই; পিতৃব্যের বিনাশে সর্ব্বদা ব্যগ্র ছিল। অপর একচ্ছত্রী রাজা হইতে প্রতাপাদিত্যের অত্যন্ত বাসনা হইয়াছিল, এবং তদভিপ্রায়ে তিনি বঙ্গ-দেশের অপরাপর রাজাদিগকে বলে ছলে কৌশলে বশীভূত করিয়াছিলেন; কাহাকেই অস্পৃষ্ট রাখেন নাই। রাজমহল, পাটনা প্রভৃতি সমস্ত প্রদেশ জয় করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, এবং দিল্লীর পাদশাহকে কর প্রদানেও নিরস্ত হইয়াছিলেন। ধন-লালসা তাঁহার পক্ষে এতাদৃশ উন্মাদকারিণী হইয়াছিল যে তাহাতে তাহাকে পুত্র কন্যা জ্ঞাতি পরিজনকেও বিস্মৃত হইতে হইয়াছিল। বাকলার জমিদার রামচন্দ্র তাঁহার জামাতা ছিল; তাহাকে বিনষ্ট করিয়া তৎসম্পত্তি লাভ করিতে তাঁহার অত্যন্ত স্পৃহা হয়। তদর্থে তিনি যে যে কৌশল করেন তাহা বিবেচ্যগ্রন্থে সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে; তৎপাঠে তাহা জাজ্বল্য প্রকাশিত হইবে, অধিকন্তু তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লিপি প্রণালীও পাঠকদিগের গোচর হইবে।

"রাজা এক দিবস বিবেচনা করিয়া স্থির করি-
"লেন যে জামাতাকে সংহার করিয়া তাঁহার রাজ্য
"লইলে সর্ব্বত্র অখ্যাতি হইবে, কিন্তু তাঁহাকে
"গোপনে সংহার করত তদীয় মৃত্যু সংবাদ সর্ব্বত্র
"প্রচার করিয়া রাজ্য লইলে আমার কোন অপ-
"যশঃ হইবেক না, অতএব ইহাই কর্ত্তব্য। এই
"অবধারণ করিয়া অনুচরদিগকে আজ্ঞা করিলেন
"যে কল্য প্রাতে রামচন্দ্র যখন অন্তঃপুর হইতে
"বহির্গত হইবেন, তখন তোমরা এক জন যে
"হউক তাঁহাকে সংহার করিবে।

"এই কথা সকলে ক্রমশঃ পুরীর মধ্যে কাণা-
"কাণি করাতে রাজকন্যা তাহা শুনিয়া হতজ্ঞান
"হইলেন, দিবা ভাগে স্বামির সহিত সাক্ষাৎ
"করিতে না পারিয়া, অতিকষ্টে দিন কাটাইলেন,
"পরে নিশাযোগে অতি সঙ্গোপনে স্বামিকে সকল
"নিবেদন করিলেন। তিনি ঐ কথা শ্রবণমাত্র
"প্রথমতঃ মূর্চ্ছিত হইলেন, অনেক ক্ষণ পরে জ্ঞা-
"নোদ্রেক হইলে কহিলেন প্রিয়তমে এক্ষণে এস্থান
"হইতে কি প্রকারে পলায়ন করিতে পারি? রাজ-
"কন্যা কহিলেন প্রাণনাথ তাহার উপায় কিছু
"দেখি না, বুঝি বিধাতা আমাকে বৈধব্য দশা
"ঘটাইলেন, ইহা কহিয়া শিরে করাঘাতপূর্ব্বক
"রোদন করিতে লাগিলেন।

"রামচন্দ্র পুরীহইতে পলায়নের কোন উপায়
"না দেখিয়া পরিশেষে কহিলেন, তোমার ভ্রাতা
"উদয়াদিত্যের সহিত আমার যথেষ্ট প্রণয় আছে,
"তাঁহাকে কোন সুযোগে এ স্থানে আনিতে পা-
"রিলে যদি তিনি কিছু উপায় করিতে পারেন,
"নতুবা আর জীবন আশা দেখি না। রাজকন্যা

"তৎক্ষণাৎ ক্রন্দন সংবরণ করিয়া স্বীয় ভ্রাতাকে "সেই গৃহে অতি গোপনে আনয়ন করিলেন। "রায় তাঁহাকে দেখিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্বীয় "শয়ন শয্যায় উপবেশন করাইলেন এবং সবি- "নয়ে সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজপুত্র "কহিলেন ভাই এক্ষণে অন্য কোন উপায় দেখি "না, কেবল একটী অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, আ- "পনি সেই অপকৃষ্ট কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিলে "বোধ হয় এ সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারি। "রায় তাঁহার কথায় সানন্দ হইয়া কহিলেন, আমি "যে বিপদগ্রস্ত হইয়াছি ইহাতে কোন্ কর্ম্ম করিতে "অশক্ত? আমা হইতে সকল কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে "যাহাতে আমার প্রাণ রক্ষা হয় আপনি তা- "হাতে সত্বর হউন্।

"রাজপুত্র কহিলেন অদ্য যশোহরের বাটীতে "নৃত্য দর্শনের নিমন্ত্রণ আছে। আমি তথায় যা- "ইব, ভাই আপনি মশালধারির বেশ ধরিয়া "আমার সহিত চলুন, পরে ঈশ্বর যা করুন্। "রায় প্রাণ রক্ষার্থে রাজকুমারের মতাবলম্বী হইয়া "পালকীর অতি নিকটে ২ মশাল ধরিয়া পুরী- "হইতে প্রস্থান করিলেন।

"রাজা প্রতাপাদিত্য প্রভাতে জামাতার পলা- "য়ন বার্ত্তা শুনিয়া, অনুসন্ধানে অবগত হইলেন "যে রাজা বসন্তরায় নিমন্ত্রণচ্ছলে রামচন্দ্রকে "বাহির করিয়া দিয়াছেন। রাজা রামচন্দ্রের প্রতি "কুপিত হইয়া কমল খোজাকে * তদীয় রাজ্য "হস্তগত করিতে প্রেরণ করিলেন। খোজা সসৈ- "ন্যে সজ্জমান হইয়া তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া "প্রত্যাগমন করে"।

প্রথমাবধি বসন্তরায়ের প্রতি প্রতাপাদিত্যের যে প্রকার অসদ্ভাব ছিল, তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে; সম্প্রতি রামচন্দ্রের পলায়নে বসন্তরা- য়ের বিনাশে ধূমঘাটাধিপতি দুরাচার কৃত সঙ্কল্প হইলেন; ও একদা পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ দিনে বসন্তরায় অসাবধান আছেন, এমত সময়ে তাঁহার গৃহে প্রবেশ করত স্বহস্তে তাঁহার মস্তক ছেদন করিলেন; ও তৎপরে গোবিন্দরায় ও তদীয় গর্ভবতী স্ত্রীর মস্তক ছেদ করণানন্তর বস- ন্তরায়ের সপ্ত পুত্রকে কারাবদ্ধ করেন।

"রূপবসু নামে এক জন রাজা বসন্তরায়ের অতি আত্মীয় ছিলেন"। তিনি বসন্তরায়ের পা- গড়ি বদল বন্ধু হিজলির জমিদার ইচ্ছা খাঁ মস- ন্দরির * সাহায্যে রাজকুমারদিগের উদ্ধার পূর্ব্বক ও জ্যেষ্ঠ রাঘবরায়কে † সমভিব্যাহারে লইয়া দিল্লীতে প্রস্থান করেন। তথায় রাঘবরায় রাজ- মন্ত্রির অনুগ্রহে পাদশাহের সহিত সাক্ষাৎ করত আপন বৃত্তান্ত ব্যক্ত করেন। প্রতাপাদিত্য কর না দেওয়াতে পাদশাহের অনায়াসেই ক্রোধ হইতে পারে; অত্যাচারের বার্ত্তায় তাহা অত্যন্ত প্রখর হইবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? অবিলম্বেই তিনি রাজবিদ্রোহির দমনার্থে সৈন্য প্রেরণের

* সে প্রতাপাদিত্যের সেনাপতি। তাহারই শৌর্য্যগুণের প্রসাদাৎ রাজা বঙ্গ দেশের অধিকাংশ জয় করিয়াছিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বয়ং উত্তম যোদ্ধা ছিলেন এমত কোন প্রমাণ নাই; বরং কমল খোজার সমরক্ষেত্রে পতন হইবামাত্র তিনি কাপুরুষের ন্যায় রণে বিমুখ হইয়া উজিরের পদানত হইয়াছিলেন ইহাই স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। ৬২ পৃষ্ঠে দেখ।

* এই নাম-বিষয়ে লেখকদিগের "যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং" এই পদ অবলম্বন করিতে হইল; ইহার অবিকল পারস্য ব্যুৎপত্তি ও তদনুযায়ি অর্থই বা কি তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

† ভারতচন্দ্র কহেন,

"তার খুড়া মহাশয়, আছিল বসন্ত রায়,
"রাজা তারে সবংশে কাটিল।
"তার বেটা কচুরায়, রাণী বাঁচাইল তায়,
"জাহাঙ্গিরে সেই জানাইল"॥

অপর, বোধ হয় মুদ্রাকর প্রমাদে প্রস্তাবিত গ্রন্থে কয়েক স্থানে জাহাঙ্গিরের পরিবর্ত্তে আক্‌বর্ হইয়াছে।

অনুমতি করিলেন। প্রথমতঃ প্রতাপাদিত্য ঐ সকল সৈন্যকে পরাস্ত করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে পাদশাহের উজীর * স্বয়ং আসিয়া তাঁহার সৈন্যসামন্তকে পরাভূত করত তাঁহাকে এক লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্ল্যভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, কিন্তু পাদশাহের সমীপে তিনি বন্দী লইয়া উপনীত করিতে পারেন নাই; পথিমধ্যে বারাণসীতে প্রতাপাদিত্যের কাল হয়।

প্রস্তাবিত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, যে "যশোহরেশ্বরী" নাম্নী মহামায়া প্রতাপাদিত্যের প্রতি অত্যন্ত বৎসলা ছিলেন, এবং তাঁহারই অনুগ্রহে প্রতাপাদিত্যের উন্নতি হইয়াছিল; তদ্বিষয়ে এক অদ্ভুত আখ্যায়িকাও প্রচার আছে (৪২ পত্র)। বিচার্য্য গ্রন্থে আরও উক্ত হইয়াছে যে "প্রতাপাদিত্য প্রজাদিগকে পুত্রসম প্রতিপালনপূর্ব্বক রাজ্য" করিতেন; কিন্তু যে ব্যক্তি পিতার রাজ্য অপহরণ করে, জামাতার বিনাশে তৎপর হয়, স্বহস্তে পিতৃব্যের শিরশ্ছেদন করে, গর্ভবতী স্ত্রীর বিনাশ করে, দাসীর স্তনচ্ছেদ করত অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করে, (৮৫ পত্র) সে ব্যক্তি কি পর্য্যন্ত ন্যায়পরায়ণ প্রজাবৎসল ছিল, তাহা পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারিবেন!

* ভারতচন্দ্র লেখেন যে রাজা মানসিংহ বঙ্গ দেশে আসিয়া প্রতাপাদিত্যকে পরাভূত করত বন্দী করিয়া লইয়া যান, এবং তাঁহার সাহায্যে ভবানন্দ মজুমদার নবদ্বীপের রাজত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু প্রস্তাবিত গ্রন্থে তদন্যথা বর্ণিত আছে। গ্রন্থমতে মানসিংহ প্রতাপাদিত্যের নিকট উৎকোচ প্রাপ্ত হইয়া বিনা যুদ্ধে কাশীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করত পরলোক প্রাপ্ত হন। ইহার কোন্ বিবরণ সত্য তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। ফলতঃ মানসিংহের মৃত্যু-স্থান নিরূপিত হয় নাই, তাহাহইতেই এই গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে; ইহার উল্লেখ আমরা পূর্ব্বেই করিয়াছি। (১৫০ পৃষ্ঠে দেখ)।

অশ্বত্থ বৃক্ষ।

বিবিধার্থে প্রকটন-করণোপযুক্ত চিত্রফলক আনয়নার্থে বিলাতে পত্র-লেখন-সময়ে আমরা কতকগুলিন চিত্রের নামোল্লেখ-করণানন্তর লিখিয়াছিলাম, যে এতদ্দেশীয় মনুষ্যবর্গের মনোরঞ্জক আর যে কোন চিত্র উত্তম বোধ হইবে তাহাই প্রেরিতব্য। উক্ত প্রার্থনানুসারে যে সকল চিত্রফলক প্রাপ্ত হইয়াছি তন্মধ্যে অপর পৃষ্ঠে মুদ্রিত অশ্বত্থ বৃক্ষের চিত্রফলকও ছিল। বিলাতে ঐ বৃক্ষ অতি আশ্চর্য্য ও সুন্দর বলিয়া খ্যাত আছে, এবং তদ্ধেতুকই আমাদিগের বিলাতীয় কর্ম্মনির্ব্বাহক বোধ করিয়াছেন যে এতদ্দেশেও তাহা আশ্চর্য্য বোধ হইবে; কিন্তু আমাদিগের অনুমান হইতেছে, যে সে তাঁহার ভ্রম মাত্র; পাঠকমাত্রেই বাতান্দোলিত বৃক্ষ অশ্বত্থের আদর্শ দৃষ্টে স্মিতমুখই হইবেন; পরন্তু অশ্বত্থের প্রকাণ্ড কায় তাঁহার দীর্ঘ শাখা, ঐ শাখা লম্বিত জটা, ও তাহার সুস্নিগ্ধ ছায়া প্রভৃতির কি আশ্চর্য্য কমনীয় শোভা তাহা গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্ন সময়ে যে পথিক অনুভব করিয়াছেন তিনিই বর্ণন ক রতে পারেন। প্রাচীন মুনি ঋষিরা তাহার মাহাত্ম্য উত্তমরূপে জ্ঞাত ছিলেন, এবং তাহার মাহ ত্ম্যবিষয়ে অনেক প্রশংসা ব্যক্ত করিয়াছেন। সূত ঋষি কহিয়াছেন

"অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্।
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ
দুঃখাপদ্ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণো ধ্রুবং"॥

পাদ্মে উত্তর-খণ্ডে ১৬০ অধ্যায়ে।

অর্থ। "অশ্বত্থ বৃক্ষ স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুর অবয়ব

অশ্বত্থ বৃক্ষ।

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই; এবং রুদ্রের রূপ বট বৃক্ষ, ও ব্রহ্মার রূপ পলাশ। তাহাদের দর্শনে স্পর্শনে এবং সেবায় পাপের দূরীকরণ হয়। তাহারা অবশ্যই দুঃখ আপদ্ ব্যাধিরূপ দোষের বিনাশকারি"।

প্রাকৃত-ভূগোল।

নবম প্রকরণ।

সমুদ্রজলের বিবরণ।

পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রকরণে পৃথিবীর ভূভাগের স্থূল লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে। অধুনা জলাংশের বিবরণ লেখিতব্য।

জলমাত্রেরই আকর সমুদ্র; তাহা পৃথ্বীর ভূভাগাপেক্ষায় দ্বিগুণ বৃহৎ, এবং সৃষ্টির মঙ্গলার্থে বিশেষ প্রয়োজনীয়। তাহার আহ্নিক গতিতে বায়ু পরিষ্কৃত হয়; তদুৎপন্ন বাষ্পে মেঘের উৎপত্তি হয়, এবং সেই মেঘজাত বৃষ্টি ও হিমানীতে পৃথিবী সিক্তা হইয়া শস্য-সম্পন্না হয়। অপর জীব-জন্তুর বাসের নিমিত্তও সমুদ্র অপ্রশস্ত নহে, তাহাতে যত সংখ্যক প্রাণী আছে, বোধ হয়, ভূভাগে তত নাই।

ভূভাগের পৃষ্ঠদেশ যাদৃশ অসম, সমুদ্রগর্ভও তাদৃশ অসম, সুতরাং সমুদ্রের সর্ব্বত্র সম-গভীর নহে; তাহার অনেক স্থান অতলস্পর্শ; পাঁচ ছয় সহস্র হস্ত রজ্জু নিক্ষেপ করিলেও তাহার তল স্পৃষ্ট হয় না; কিন্তু ইহাতে বোধ করা কর্ত্তব্য নহে যে সমুদ্রের তল নাই, বা এতাদৃশ গভীর যে তত রজ্জু একত্র করা যাইতে পারে না; প্রত্যুত সমুদ্রের লক্ষণ দৃষ্টে অনুমান হয়, সম ভূমিহইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত যাদৃশ উচ্চ জলসীমাহইতে সমুদ্রের তলও তাদৃশ গভীর হইবেক, ফলতঃ ২০,০০০ হস্তের অধিক নহে। পরন্তু যে কোন বস্তু সমুদ্রে নিক্ষেপ করা যায় তাহা ঋজু ভাবে তলে পতিত না হইয়া জোয়ার ও জলস্রোতের বেগে বক্র হইয়া যায়, সুতরাং সমুদ্রের গভীরতা নিরূপণ করিবার কোন উপায় নাই।

তরল পদার্থ যে নিয়মে পৃথিব্যুপরি বিস্তৃত হয় তদ্দৃষ্টে অনুমান হইতে পারে যে সমুদ্রের জলসীমা সর্ব্বত্র তুল্য; বস্তুতঃ পৃথিবীর আহ্নিক গতি, বায়ুর বেগ, জোয়ার প্রভৃতি বাহ্য-কারণে সর্ব্বদা জল আন্দোলিত না হইলে তাহাই সম্ভব হইত; কিন্তু ফলতঃ তাহা নহে; বিশেষতঃ এক সঙ্কীর্ণাংশদ্বারা যে সকল খাড়ি কি ভূমধ্যগত-উপসাগর মহা সমুদ্রের সহিত সংযুক্ত আছে, তাহাতে জল সর্ব্বদা অতি উচ্চ হইয়া থাকে; সংযোগ-স্থল পূর্ব্বাভিমুখ হইলে ঐ জলের উচ্চতা আরও বৃদ্ধি হয়। এই ঘটনার কারণ দুরবগম্য নহে। পৃথিবী পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখে অতি বেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, এবং সেই ঘূর্ণনে সমুদ্র-জলের গতি পশ্চিমাভিমুখ হয়, ও সম্মুখে পূর্ব্বাভিমুখ খাড়ি পাইলে বেগে তাহার ভিতর প্রবিষ্ট হয়, সুতরাং ঐ খাড়ির জলসীমা সমুদ্র-জলসীমাপেক্ষায় উচ্চ হইয়া উঠে। পদার্থবিদ্যায় বিশারদ অনেকে নিরূপণ করিয়াছেন, যে সুয়েজ-স্থল-সঙ্কটের উত্তরে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রে জল যে সীমা পর্য্যন্ত উচ্চ, উক্ত সঙ্কটের দক্ষিণ রেড্‌সি অর্থাৎ সুফসাগরে তদপেক্ষায় ২২ হস্ত অধিক। হম্বোল্‌ড্‌ট সাহেব লিখিয়াছেন, যে পানামা-স্থল-সঙ্কটের উভয় পার্শ্বের জলসীমায় ১৪।১৫ হস্তের ভিন্নতা আছে। সঙ্কীর্ণ মুখবিশিষ্ট খাড়ির জলসীমা উচ্চ হইবার অপর এক কারণ প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। গ্রীষ্মকালে পার্ব্বতীয় বরফ গলিয়া নদীজলের বৃদ্ধি করে, এবং নদীদ্বারা তাহা খাড়িতে পড়িলে সুতরাং ঐ খাড়ির জল উচ্চ হইয়া উঠে। খাড়ির মুখ বৃহৎ হইলে ঐ জল সমুদ্রসাৎ হইতে পারে, কিন্তু সঙ্কীর্ণ হইলে শীঘ্র তাহা ঘটে না। এই কারণবশতঃ গ্রীষ্মকালে বাল্‌তিক ও কৃষ্ণ সমুদ্রের জল অতি উচ্চ হইয়া থাকে।

সমুদ্র-জলের স্বাভাবিক বর্ণ নীলাক্ত হরিৎ; তট-সন্নিকটে তাহা ম্লান হইয়া যায়। অপর নানা কারণবশতঃ অনেক স্থানে ঐ বর্ণের বিবর্ণতা ঘটিয়া থাকে। গিনি খাড়ির জল শ্বেত, এবং মাল্‌ডিব দ্বীপের চতুর্দ্দিগে জল কৃষ্ণবর্ণ বোধ হয়। রক্ত পীত ও হরিদ্বর্ণ জলও সমুদ্রের অনেক স্থানে দৃষ্ট হয়। এই সকল বর্ণভেদ নানাপ্রকারে ঘটিয়া থাকে। কখন সমুদ্রগর্ভের বা তটের মৃত্তিকা জলে মিশ্রিত হইয়া তাহার বিবর্ণতা করে; কদাপি অসঙ্খ্য অতি ক্ষুদ্র কীট সমুদ্রের কোন২ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া তাহার বিবর্ণতা সম্পাদন করে; কখন বা এক প্রকার অতি ক্ষুদ্র পানা জন্মিয়া বর্ণবিশেষ উৎপন্ন করে।

সাগরাম্বু শুদ্ধ জল নহে; তাহাতে নানাবিধ পদার্থ মিশ্রিত থাকে; তদ্বিশেষ লবণ, খার, মেগ্‌নিসা, গন্ধকদ্রাবক, লবণদ্রাবক, কীট ও উদ্ভিৎ-পদার্থ। এতন্মধ্যে লবণই অধিকাংশ; এবং তাহা লবণাক্ত মাংস প্রস্তুত করণার্থে খনিজ লবণাপেক্ষায় বিশেষ প্রয়োজনীয়। তন্নিমিত্ত অনেক সামুদ্রিক লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই লবণ সমুদ্র-জলের সর্ব্বত্র সম পরিমাণে প্রাপ্তব্য নহে। নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটস্থ জল কেন্দ্র-নিকটস্থ জলাপেক্ষায় অধিক লবণবিশিষ্ট; বোধ হয়, কেন্দ্র-নিকটে প্রভূত বরফ দ্রব হইয়া জলের লবণাক্ততার হ্রাস করে। ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে, যে সমুদ্রের উপরিভাগের জলাপেক্ষায় নিম দেশের জল অধিক লবণাক্ত। অপর বর্ষাকালে এবং নদীমুখের সন্নিকটে সমুদ্র-জলের লবণাক্ততার হ্রাস হয়, তৎকারণ অনায়াসেই অনুভূত হইতে পারে। ঐ কারণ-বশতঃ বাল্টিক উপসাগরের জল কদাপি সমুদ্র-জলের ন্যায় লবণাক্ত হয় না, ও ক্রমাগত ১০।১৫ দিন পূর্ব্বাগত বায়ু বহিয়া তথায় মহাসমুদ্রের জল প্রবেশ করিতে না দিলে, তত্রত্য জল মনুষ্য-ব্যবহারের উপযুক্ত হইয়া উঠে। ডাক্তর তাম্‌সন্ সাহেব বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা নিরূপণ করিয়াছিলেন যে গভীর সমুদ্রস্থ জলে লবণের ঊর্দ্ধ পরিমাণ শতকরা ৪।।০ অংশ, এক ন্যূন পরিমাণ শতকরা ৩।।০ অংশ।

সমুদ্রের জল সর্ব্বত্রই লবণাক্ত, অথচ কখন২ কোন২ স্থানে সমুদ্রের গর্ভহইতে সুমিষ্ট শুদ্ধ জলের উৎস উত্থিত হইয়া থাকে। হোম্‌বোল্‌ড্‌ট সাহেব কুবা-দ্বীপের নিকটে ক্লাগুয়া উপসাগরের তটহইতে ক্রোশাধিক অন্তরে এবম্প্রকার উৎস অতি বেগে উত্থিত হইতে দেখিয়াছেন।

পাঠকবৃন্দ অনায়াসেই অনুমান করিতে পারেন যে সমুদ্রজলে লবণাদি নানাবিধ পদার্থের স্থিতি-প্রযুক্ত তাহা শুদ্ধ জলাপেক্ষায় অধিক ভারি হইবেক; ফলতঃ তাহাই বটে, এবং ঐ প্রযুক্তই নদ্যম্বু অপেক্ষায় সমুদ্রাম্বুতে তরণ্যাদি অনায়াসে চালিত হইয়া থাকে।

বায়ুতে যে প্রকারে অনায়াসে উষ্ণতা সঞ্চালিত হইতে পারে জলে তাদৃশ শীঘ্র সঞ্চালিত হয় না, সুতরাং বায়ুর যে প্রকারে অহরহঃ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে, সমুদ্রের উষ্ণতা তাদৃশ শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হইবার উপায় নাই। বঙ্গ-দেশে বৈশাখের প্রারম্ভে মধ্যাহ্ন সময়ে বায়ু যে প্রকার উষ্ণ হয়, সমুদ্র-জলের হার্দ্দ উষ্ণতাও তদ্রূপ, কুত্রাপি

হাইতে অধিক হয় না। ঐ উষ্ণতা তাপমান যন্ত্রের * ৮৬ বা ৮৮ অংশ পরিমিত; তট সন্নিকটে ও অগভীর জলে তথা নিরক্ষবৃত্ত-হইতে দূরতানুসারে তাহার হ্রাস হয়। জলতত্ত্ববেত্তা হোম্বোল্ড্‌ট প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিরা নিরূপণ করিয়াছেন যে সমুদ্র-জল নিরক্ষবৃত্তের সন্নিকটে অন্যত্রাপেক্ষায় অধিক উষ্ণ; তৎপরে উভয় পার্শ্বে ৩০।৪০ অংশ অবধি ক্রমশঃ সমভাবে শীতল হইতে থাকে, তৎপরে উত্তরাপেক্ষায় দক্ষিণ-ভাগে অধিক শীতল হয়। এই প্রযুক্ত উত্তর-ভাগে যে সীমা পর্য্যন্ত বরফ বিস্তৃত আছে, দক্ষিণ-ভাগে তদপেক্ষায় দশ অংশ অধিক স্থান বরফে ব্যাপ্ত হয়। এই ঘটনার কারণানুসন্ধায়িরা কহেন যে উত্তর ভাগে সুমেরু-সমুদ্রের বরফ ভূভাগের বাধাপ্রযুক্ত অতি দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে না; দক্ষিণে তাদৃশ কোন বাধা না থাকায় স্রোতঃসহকারে তাহা অনায়াসে সমুদ্রের অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উত্তর-দক্ষিণে শৈত্যের বিভিন্নতা সম্পাদন করে। অপর সমুদ্রের যে সকল অংশে স্রোতের প্রবলতা নাই সে সকল অংশ অতিশীঘ্র শীতল হয়, সুতরাং তাহাতে অধিক বরফ জমিবার সম্ভাবনা। এই প্রযুক্ত খাড়ি, ভূমধ্যগত উপসাগর, দ্বীপব্যূহের মধ্যগত সাগর প্রভৃতির জলে অধিক বরফ জমিয়া থাকে। শীতকালে যে সময়ে বাল্টিক উপসাগরের অধিকাংশ জমিয়া গিয়া শকটাদি গমনাগমনের উপযুক্ত হয়, তৎকালে নিরক্ষবৃত্ত হইতে উক্ত উপসাগর যত দূর অন্তর তত দূর অন্তরস্থ মহাসমুদ্র সর্ব্বতোভাবে তরল থাকে।

সুমেরু ও কুমেরু সমুদ্র নিরক্ষবৃত্ত হইতে অত্যন্ত দূর, সুতরাং অত্যন্ত শীতল। তাহাদের একাংশে চিরকাল বরফ থাকে, ও অপরাংশে বৎসরে তিন চারি মাস মাত্র জল তরল থাকে, অপর আট নয় মাস বরফরূপে পরিণত হইয়া অবস্থান করে। ঐ বরফ নানা অবয়বে দৃষ্ট হয়। কোন স্থানে তাহা শত২ ক্রোশ বিস্তীর্ণ তৃণক্ষেত্রের ন্যায় বোধ হয়, কুত্রাপি বা অতি উচ্চ দ্বীপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে, অপর কোথায় বা খণ্ড২ হইয়া জলে ভাসমান হইয়া রহিয়াছে।

জল অপেক্ষায় বরফ লঘু, অতএব তাহা জলে ভাসিয়া থাকে, কদাপি নিমগ্ন হয় না। অপর তাহার মধ্য দিয়া শীত প্রবিষ্ট হইতে পারে না; এই প্রযুক্ত সমুদ্রের কিঞ্চিৎ জল জমিলেই স্তররূপে পরিণত হইয়া তন্নিম্নস্থ জলকে শীতহইতে আবৃত করিয়া রাখে; সুতরাং সমুদ্রের তলপর্য্যন্ত কদাপি জমিতে পারে না। স্রোতঃক্রমেও সমুদ্র-জলীয়-শৈত্যের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে; ঐ স্রোতের বিবরণ জ্ঞাত থাকিলে তাহার বর্ণনা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে, অতএব তদর্থে পর প্রকরণে মনোযোগ করা আবশ্যক।

মহাসমুদ্রের কোন২ অংশে অপর্য্যাপ্ত শৈবালাদি জলজ উদ্ভিৎ-পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহাকে নাবিকেরা "দামের তট" শব্দে কহে। আৎলান্তিক সমুদ্রের মধ্যভাগে ঐ প্রকার দাম ২,৫০,০০০ চতুরস্র ক্রোশ স্থান ব্যাপ্ত করিয়া আছে।

* তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার তৃতীয় কল্পের প্রথম ভাগের ১৪৩ পৃষ্ঠে এই যন্ত্রের বিবরণ প্রকটিত আছে।

দশম প্রকরণ।

সমুদ্র-জলের স্রোতঃ।

সমুদ্র-জলের তিন প্রকার স্রোতঃ আছে; প্রথম, বায়ব্য স্রোতঃ; দ্বিতীয়, আন্তরিক স্রোতঃ; তৃতীয়, জোয়ার।

১। তরল পদার্থের এক প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহার সর্ব্বত্র সমোচ্চ থাকে; কোন কারণ বশতঃ একাংশ নিম্ন হইলেই তৎক্ষণাৎ অপরাংশ হইতে পদার্থ আসিয়া সমস্তের সমোচ্চতা রক্ষা করে। বায়ুদ্বারা সমুদ্র-জলের কোন অংশ অগ্রে প্রক্ষিপ্ত হইলে উক্ত নিয়মে তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তি জল তৎক্ষণাৎ তাহার স্থান পূরণার্থে অগ্রগামী হয়, তথা তরঙ্গের উৎপাদন করে। ঐ তরঙ্গ যে দিগে অগ্রবর্ত্তি হয় তদ্দিগে অবশ্যই স্রোতের স্বীকার করিতে হইবে। ঐ স্রোতের আদিকারণ বায়ু, এই প্রযুক্ত তাহাকে "বায়ব্য স্রোতঃ" বা "তরঙ্গ স্রোতঃ" শব্দে কহি। এই স্রোতঃ সমুদ্রের উপরি ভাগেই ঘটিয়া থাকে, অত্যন্ত ঝড়ের সময়েও ষষ্টি-হস্ত নিম্নে তাহার কোন চিহ্নও অনুভূত হয় না। ইহার গতি দ্রুত নহে; ইহা দিবা রাত্রে ৮।১০ ক্রোশ স্থান মাত্র অগ্রে গমন করে।

২। পৃথিবীর গতি প্রযুক্ত তথা সমুদ্রের কোন আন্তরিক কারণ বশতঃ সমুদ্র-জল স্রোতোরূপে নানাদিগে ভ্রমণ করিয়া থাকে; বায়ুর গতিতে তাহার কোন অন্যথা

হয় না। পৃথিবীর কেন্দ্র-দ্বয়হইতে নিরক্ষবৃত্তাভিমুখে নিয়তই দুই স্রোতঃ আসিতেছে, কদাপি তাহার নিবৃত্তি নাই। ঐ স্রোতঃ কেন্দ্র-নিকটে এতাদৃশ বলবৎ যে বায়ু সহকার হইলেও তদ্বিরুদ্ধে জাহাজ যাইতে পারে না। পারি সাহেব ঐ স্রোতের বাধাপ্রযুক্তই সুমেরু-কেন্দ্রে গমন করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন। উক্ত কেন্দ্র্য-স্রোতঃ ২৫।৩০ অংশের নিকট আসিয়া পশ্চিমাভিমুখ হয়; কিন্তু মধ্যে২ দ্বীপাদির বাধা থাকা প্রযুক্ত তাহার গতি ঋজুভাবে হয় না, স্থান ভেদে অনেক অন্যথা হইয়া থাকে।

বায়ব্য স্রোতঃহইতে এই স্রোতঃ বিশেষ বেগবান্। ইহা প্রত্যহ ৪০।৫০ ক্রোশ স্থান ভ্রমণ করিয়া থাকে, এবং ইহার কৌশলে কোন স্থানে উষ্ণ জলের পার্শ্বে অতি শীতল জল আসিতেছে; কোথাও বা অতি শীতল জল মধ্যে অতি উষ্ণ জলের স্রোতঃ দৃষ্ট হইতেছে; কোন স্থানে দুই প্রকার উষ্ণ জল উন্মুখোন্মুখ হইয়া বিপরীত দিগে গমন করিতেছে; কোথাও বা বিপক্ষাভিমুখ স্রোতঃ পরস্পর আহত হইয়া ভয়ানক কলঙ্কুর বা আবর্ত্ত (দহ) উৎপন্ন করিতেছে; কোন স্থানে জলের উপরিভাগে এক দিগে ও তাহার নিম্নে তদ্বিপরীত দিগে স্রোতঃ চলিতেছে।

যদিচ পোত-সঞ্চালনের নিমিত্ত এই সকল স্রোতের পরিজ্ঞান বিশেষ আবশ্যক বটে, তত্রাপি সামান্য-পাঠক-পক্ষে তাহা প্রয়োজনীয় ও মনোরঞ্জক বোধ হইবেক না, অতএব তদ্বিষয়ের বর্ণনা অধুনা লেখিতব্যা নহে। প্রাকৃত ভূগোলীয় মানচিত্রে ঐ সকল স্রোতঃ অতি সূক্ষ্ম রেখায় চিত্রিত হয়, এবং তাহার গতির দিগ্-নিরূপণার্থে কতকগুলি বাণ চিত্রিত হইয়া থাকে। যে দিগে বাণের অগ্রভাগ দৃষ্ট হয় তদ্দিগেই স্রোতের গতি।

৩। পূর্ব্বোক্ত দুই প্রকার গতি ব্যতীত সমুদ্র-জলের অপর এক গতি আছে; তাহার নাম "জোয়ার" বা "বেলা"। চন্দ্র সূর্য্যের আকর্ষণে ঐ গতির উৎপত্তি হয়, এবং তাহাহইতেই সমুদ্র শব্দের ব্যুৎপত্তি হইয়াছে। * এই বেলা-বিষয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে একটি সুচারু প্রস্তাব প্রকাশ হইয়াছে, তাহাহইতে নিম্নোদ্ধৃত কএক পঙ্ক্তি গ্রহণ করিলাম।

"পদার্থ বিদ্যার অন্তর্গত মাধ্যাকর্ষণ বিষয়ক প্রস্তাবে 'লিখিত হইয়াছে, চন্দ্র পৃথিবীর আকর্ষণে আকৃষ্ট থাকিয়া স্বীয় পথে পরিভ্রমণ করে। পৃথিবী যেমন চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও সেই রূপ পৃথিবীকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চন্দ্রের আকর্ষণে সমুদ্রের জল স্ফীত হইয়া উঠে। ইহাকেই সংস্কৃত ভাষায় বেলা ও এতদ্দেশীয় চলিত ভাষায় জোয়ার বলে। চন্দ্র অবশ্য পৃথিবীর স্থল জল উভয় ভাগই আকর্ষণ করে, কিন্তু স্থল-ভাগ কঠিন ও দৃঢ় এ নিমিত্ত বিচলিত হয় না। জল-ভাগ অতিশয় তরল, এই নিমিত্ত চন্দ্রের আকর্ষণে চালিত ও স্ফীত হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে অংশ যখন চন্দ্রের নিম্ন ভাগে থাকে, তখন সেই অংশে জোয়ার হইবার সম্ভাবনা। ইহাতে দিবারাত্রে এক স্থানে এক বার মাত্র জোয়ার হইতে পারে, কিন্তু আমরা দিন রাত্রে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা দেখিতে পাই। এই অদ্ভুত ঘটনার কারণ কি, পশ্চাৎ নির্দ্দেশ করা যাইতেছে"।

পৃথিবীর যে স্থান যখন চন্দ্রের ঠিক নিম্ন ভাগে অবস্থিত হয়, তখন সেই স্থান অন্য অন্য অংশ অপেক্ষায় নিকটবর্ত্তী হয়, এ নিমিত্ত সেই স্থানের জল চন্দ্রকর্ত্তৃক অধিক আকৃষ্ট হওত স্ফীত হইয়া উঠে, এবং তাহার পাদ-বিপরীত * স্থানের জল অত্যন্ত অল্প আকর্ষণতা প্রযুক্ত নত হইয়া পড়ে। সুতরাং ঐ উভয়-স্থানে এক কালে জোয়ার উৎপন্ন হয়, এবং ঐ জোয়ারে পার্শ্বের জল সরিয়া যাওন প্রযুক্ত ঐ পার্শ্বদ্বয়ে ভাটার উৎপত্তি হয়।

"এইরূপে সমুদ্রের যে অংশে যখন জোয়ারের উৎপত্তি হয়, তাহার বিপরীত ভাগেও সেই সময়েই জোয়ার হইয়া থাকে। যখন চন্দ্র মণ্ডল আমারদের মস্তকোপরি অবস্থিত থাকে, তখন ভূমণ্ডলের যে ভাগে আমারদের অবস্থান, সেই ভাগে এবং তাহার বিপরীত ভাগে এক কালে জোয়ার হয়। সেই রূপ, যখন চন্দ্র আমারদের বিপরীত দিকে থাকে, তখনও সেই দিকে ও আমারদের দিকে এক কালেই জোয়ারের উৎপত্তি হয়। এইরূপে প্রতিদিন এক এক স্থানে দুইবার করিয়া সমুদ্রের জল উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে।

"পৃথিবীর বিপরীত দিগে এক কালে জোয়ার হওয়াতে আপাততঃ বোধ হয়, ভূমণ্ডল চন্দ্র মণ্ডলকর্ত্তৃক এইরূপ

* চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যগ্ উন্দান্তি ক্লিদ্যন্তি অত্র।

* পৃথিবী গোলাকার, সুতরাং তাহার ঠিক বিপক্ষ স্থানস্থ মনুষ্যের পদ পরস্পরের বিপক্ষ থাকে। ঢাকার মনুষ্যের পদ নিগ্রুলো দ্বীপস্থ মনুষ্যপদের ঠিক বিপরীত দিগে আছে। এই প্রকার বিপক্ষদিগে স্থিত স্থানকে "পাদবিপরীত স্থান" কহি।

"আকৃষ্ট হওয়াতে, গোলাকার না থাকিয়া ডিম্বের ন্যায় "আকার ধারণ করে। বাস্তবিক, চন্দ্র যদি ভূমণ্ডলের এক "ভাগের উপরেই নিয়ত অবস্থিত থাকিত, তাহা হইলে "ঐ রূপ আকারই উৎপন্ন হইত, তাহার সন্দেহ নাই। "কিন্তু চন্দ্রও ক্রমাগত চলিতেছে, পৃথিবীও নিয়ত ঘূর্ণিত "হইতেছে। এ নিমিত্ত, পৃথিবীর এক স্থানের জল উত্থিত "হইতে হইতে, চন্দ্র মণ্ডল তথা হইতে অপসৃত হইয়া, "অন্য স্থানের উপর উদিত হয়। একারণ সেই জল "সম্পূর্ণরূপ স্ফীত ও স্থিরীকৃত হইতে পারে না। অতএব, "জোয়ারের সময় পৃথিবীর ডিম্বের ন্যায় আকৃতি উৎপন্ন "না হইয়া সমুদ্র মধ্যে এক অতি বিস্তৃত তরঙ্গ মাত্র উদ্ভা-"বিত হইয়া থাকে"।

অপর চন্দ্র যে প্রকারে জল আকর্ষণ করে, সূর্য্যও সেই প্রকারে জল আকর্ষণ করিয়া থাকে, এবং কোন বাধা না থাকিলে তৎকর্তৃক এক পৃথক্ জোয়ার হইবার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সূর্য্যাপেক্ষায় চন্দ্র পৃথিবীর অনেক নিকটবর্ত্তী হওয়াতে তাহার আকর্ষণ শক্তি অধিক, এবং সেই শক্তিদ্বারা সৌর জোয়ার নিরাকৃত হয়। পরীক্ষাদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, সৌরাকর্ষণ অপেক্ষায় চান্দ্রাকর্ষণ ছয় গুণ অধিক, সুতরাং পাঠকদিগের মনে অনায়াসেই উদয় হইতে পারে যে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়ে বিপক্ষদিগ্‌হইতে জল আকর্ষণ করিলে চান্দ্রাকর্ষণ সৌরাকর্ষণের পরিহার করিবেক, এবং উভয়ে সমসূত্র থাকিয়া একত্রে আকর্ষণ করিলে আকর্ষণ-শক্তির আধিক্য হইবেক; ফলতঃ তাহাই ঘটিয়া থাকে। অমাবস্যায় ও পূর্ণিমায় চন্দ্র সূর্য্য সমসূত্রে থাকে, অতএব একের ছয় গুণ ও অপরের এক গুণ শক্তি মিশ্রিত করিয়া সাত গুণ শক্তির সহিত জল আকর্ষণ করে, সুতরাং অন্য দিনাপেক্ষায় ঐ দিনে জোয়ার অত্যন্ত প্রবল হয়। এই প্রবল জোয়ারের নাম "কটাল"। অষ্টমী দিবসে চন্দ্র এক পার্শ্বহইতে এক দিগে ছয় গুণ শক্তির সহিত, ও সূর্য্য অপর এক পার্শ্বহইতে অন্য দিগে এক গুণ শক্তির সহিত জল আকর্ষণ করে তাহাতে চন্দ্রের শক্তিকর্তৃক সূর্য্যাকর্ষণের লোপ হয়, এবং ঐ লোপ-করণে চন্দ্রাকর্ষণেরও এক গুণ শক্তির হ্রাস হইয়া অমাবস্যা বা পূর্ণিমা দিবসে যে জল সাত হস্ত উচ্চ হয়, তাহা সপ্তমী অষ্টমীতে পাঁচ হস্তমাত্র উচ্ছ্বসিত হইয়া থাকে। নাবিকেরা ইহাকে "মরাকোটাল" শব্দে কহে।

চন্দ্র ২৪ ঘণ্টা ৫০৷৷০ মিনিটে একবার পৃথিবী করে, এবং ঐ কালমধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে দুই জোয়ার হইয়া থাকে, সুতরাং ঐ জোয়ার প্রত্য নিরূপিত সময়ে হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রাত দশ ঘণ্টার সময়ে জোয়ার হইলে অপরাহ্নে ১ ২৫। মিনিটের পূর্ব্বে জোয়ারের আরম্ভ হয় প্রত্যহ জোয়ার আসিবার সময়ে ৫০৷৷০ মিনিটের হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে যে নির দক্ষিণাংশে জল অধিক, স্থল অতি অল্প। র্ষণে সেই জলই প্রথম উচ্ছ্বসিত হইয়া থা প্রযুক্ত জোয়ার দক্ষিণহইতে উত্তরাভিমুখে অগ্র হয়, ও পথিমধ্যে দ্বীপাদির বাধা পাইলে, অত্যন্ত হইয়া তদুপরি নিপতিত হয়। স্থির সমুদ্রের দক্ষিণ-অস্ত্রেলিয়া প্রভৃতি অনেকগুলি দ্বীপ ও মগ্নগিরি ব আছে; কুমেরু-সমুদ্রহইতে জোয়ার আসিয়া তদু নিপতিত হইয়া প্রায়ঃ শ্রান্ত হয়, তদুত্তরে অতি হইয়া অগ্রসর হয়, এই প্রযুক্ত জোয়ারের সময়ে সমুদ্রে জল দুই হস্তাধিক উচ্চ হয় না; এবং ঐ জন্যই প্রস্তাবিত সমুদ্রের নাম "স্থির সমুদ্র" হইয়া ভারত ও আত্লান্তিক সমুদ্রের দক্ষিণে কোন বৃহৎ নাই, সুতরাং বাধা না থাকাপ্রযুক্ত তৎসমুদ্রদ্বয়ে অ প্রবল জোয়ার হইয়া থাকে।

জোয়ারের গতি উত্তরাভিমুখ, অতএব দক্ষিণাভি নদীমধ্যে তাহা যে প্রকার ভয়ানক-বেগে প্রবিষ্ট অন্যত্র তদ্রূপ হয় না। বাল্তিক সমুদ্র অগ্নিকোণা মুখ, তাহাতে জোয়ারের অনুভব হয় না। ভূমধ্য সমুদ্রের মুখ পশ্চিমদিগে স্থিত, তাহাতেও জোয়ার দুর্ব্বল বোধ হয়। বঙ্গোপসাগর ও ফণ্ডি-উপসাগ মুখ দক্ষিণদিগে স্থিত; তথাকার জোয়ার অত্যন্ত ভ নক, এবং স্থানে স্থানে ৩০৷৪০ হস্ত উচ্চ হইয়া উঠে।

জোয়ারের গতি দ্রুত বটে, তত্রাপি এক জোয় কুমেরু-সমুদ্রে আরব্ধ হইয়া সুমেরু-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইতে কুমেরু-সমুদ্রে পুনরায় জোয়ার আরব্ধ হয়। বৃহৎ ন মধ্যে প্রবল জোয়ার প্রবিষ্ট হইলেও ঐ প্রকার ঘ উৎপন্ন হয়। অপর "যে সময়ে নদীহইতে জোয়া "জল নির্গত হইয়া মোহানায় পতিত হয়, সেই সম "যদি সমুদ্রে পুনর্ব্বার প্রবল (কোটালের) জো

র হইয়া মোহানার দিকে আসিতে থাকে, তাহা স, উভয় প্রবাহ পরস্পর সম্মুখীন ও প্রতিহত হইয়া ময় প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, এবং সেই রাশি সত্তেজে নদীমধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রচণ্ডবেগে র করিতে থাকে। ইহাকেই বান কহে। জীব জন্তু া প্রভৃতি যাহা কিছু ইহার সম্মুখে পতিত হয়, াই জলমগ্ন ও বিনষ্ট হয়। কলিকাতায় বানের য বড় বড় জহাজ প্রভৃতি সমুদায় নৌকা আন্দো- হইতে থাকে, এবং কখন কখন নঙ্গরের বন্ধন ইয়া যায়"। *** "আমেজন্ নদীর বান ভয়ঙ্কর পর্ব্বতের ন্যায় এক শত বিংশতি হস্ত উন্নত িয়া প্রচণ্ডবেগে ধাবিত হইতে থাকে"।

টালে জল যে পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া থাকে তাহাকে লোর্দ্ধ সীমা" শব্দে কহি। কারণ-চতুষ্টয়ে ঐ সীমার জোয়ারের গতি ও বেগের অন্যথা হইয়া থাকে; ারণ যথা; ১, কালভেদে চন্দ্র সূর্য্য ও পৃথিবীর র অন্তরতা; ২, দ্বীপ ও মগ্নগিরির বাধা; ৩, বায়ুর ; ৪, স্রোতের বিপক্ষতা। যে সময়ে জোয়ারের জল উচ্চতা প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম "বেলোর্দ্ধ সীমার া"। মানচিত্রে বেলার গতি ঊর্ম্মিবৎ রেখাদ্বারা চি- হয়, এবং তাহার যে স্থানে যে অঙ্ক থাকে তথায় ঘণ্টার সময় জোয়ারের ঊর্দ্ধ সীমা হইয়া থাকে।

ইয়াং ৎসিউ নগর।

কএক দিবস অবধি চীন দেশের বিবরণ লিখিতে আমাদিগের অভিপ্রায় হইয়াছে; কিন্তু এই খণ্ডে স্থানাভাব যুক্ত তাহাতে প্রবৃত্ত না হইয়া উক্ত দেশের রিবর্ত্তে তথাকার একটি ক্ষুদ্র নগর দিয়া অনু- প করিতে হইল।

পরপৃষ্ঠে যে চিত্র মুদ্রিত হইল তাহা ইয়াং সিউ নামক নগরের অবিকল প্রতিরূপ। চীন- শের পূর্ব্বতটে চেকিয়াং প্রদেশে এক নদীর াহানায় তাহা স্থিত। অট্টালিকা বা প্রজা সংখ্যায় এই নগর কোনমতে প্রসিদ্ধ নহে। চেকিয়াং প্রদেশের লোকেরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং বিদ্যানুরাগী, ও স্বদেশীয় নানাবিধ কৌষেয় বস্ত্র, কার্পাস, সীসক, কাগজ, লবণ, লৌহ, খনিজ-কয়লা, প্রভৃতি পদার্থ বিক্রয়ার্থে সর্ব্বদা বাণিজ্যে তৎপর, ও ঐ ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বদা রক্ষণাবেক্ষণার্থে কয়েক দল রাজকীয় সৈন্য এই স্থানে স্থাপিত হয়; তাহাহইতেই ঐ নগরের খ্যাতি। উল্লেখিত-চিত্রের দক্ষিণ-পার্শ্বে পতাকাবিশিষ্ট যে বাটী দৃষ্ট হয়, তাহাই সৈন্যাগার; ও তৎসম্মুখে গবাক্ষবিশিষ্ট প্রাচীর-বেষ্টিত বাটী সেনাদিগের পূজ্য দেবালয়, ও সেনাপতির বাসস্থান। ঐ বাটীর মধ্যে অনেক ক্ষুদ্র ২ গৃহ, এবং তাহার প্রত্যেকেতে এক ২ দেবমূর্ত্তি বিরাজমান আছে। নির্দ্দিষ্ট-সময়ে সৈন্যেরা ও নগরস্থ লোকেরা ঐ দেবালয়ে আসিয়া দেবার্চ্চনা করিয়া থাকে। উক্ত বাটীর সম্মুখে একটি ক্ষুদ্র গৃহ দৃষ্ট হয়, তাহাও দেবালয়; কিন্তু তাহাতে যাতায়াতের কোন কাল নিরূপিত নাই। আপন২ অভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে প্রজামাত্রেই তাহার অবারিত-দ্বার-প্রবেশ-পূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে ইষ্টদেবের পূজা করিয়া থাকে।

ঐ পূজার পদ্ধতি অতি বিস্ময়জনিকা, ধ্যান, ধারণা, স্তব, স্তুতি, কিছুই তাহার মুখ্য নহে; স্বীয় বা পিতৃমঙ্গল কামনাই তাহার প্রধান অঙ্গ, এবং তাহার সিদ্ধ্যর্থে, তত্রত্য লোকেরা কাম্য বস্তুর কাগজ-নির্ম্মিত প্রতিরূপ লইয়া ঐ গৃহ-মধ্যে দেবোদ্দেশে দগ্ধ করে। যাহার নিজের বা মৃত পিতৃদিগের নিমিত্ত বাটীর প্রয়োজন সে কাগজ নির্ম্মিত বাটী দগ্ধ করে; যাহার বস্ত্র বা তৈজস বা অশ্ব বা অন্য যে কোন সম্পত্তি অভীপ্সিত হয় সে তাহারই প্রতিরূপ দগ্ধ করে; পরন্তু অপরাপর বস্তুপেক্ষায় নৌকা ও নাবিকের প্রতিরূপই

ইয়াং ৎসিউ নগর।
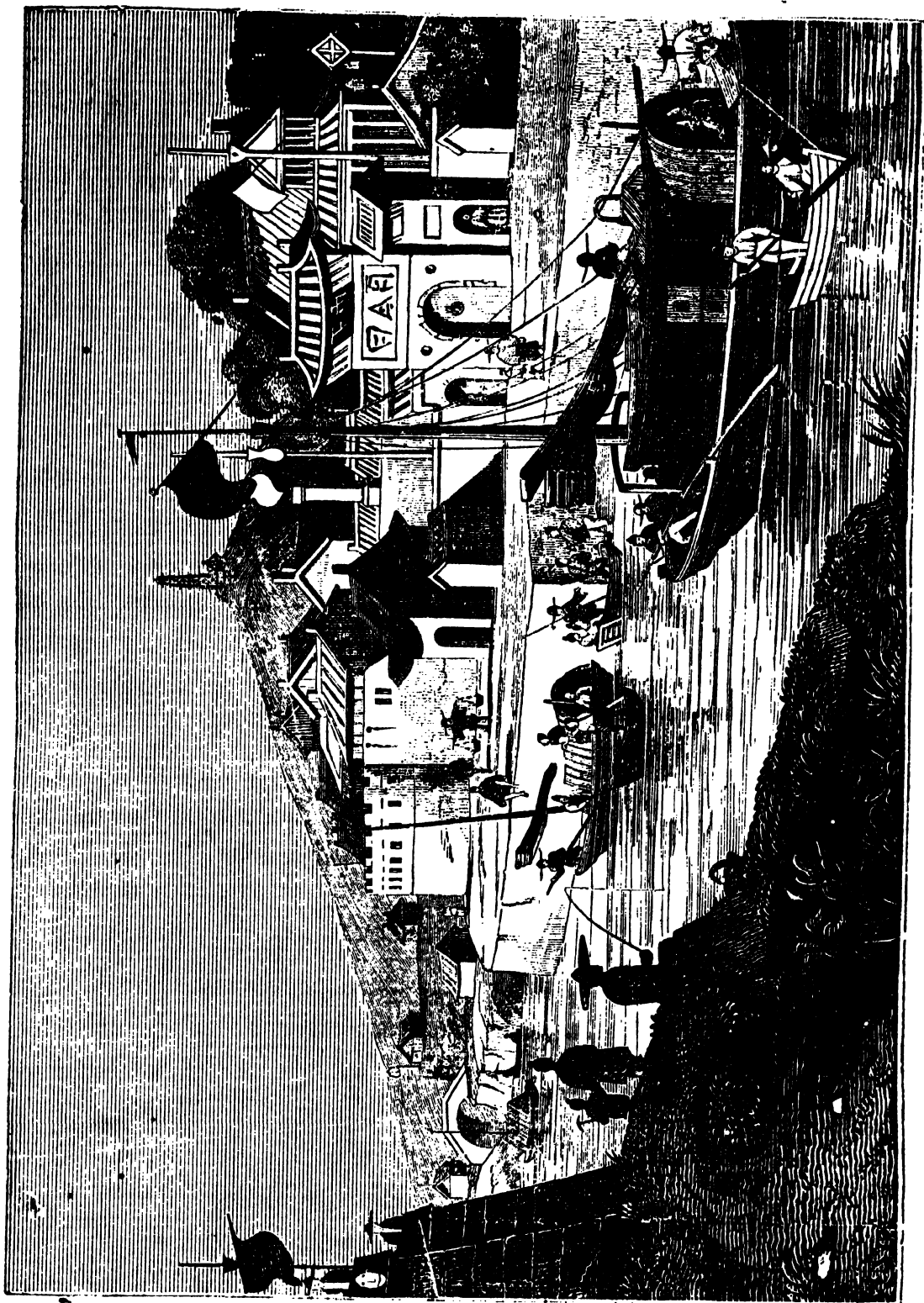
অনেক ভস্মীকৃত হইয়া থাকে, কারণ ইয়াং ৎসিউ নগর নদীর মোহানায় স্থিত হওয়াতে অনেকেই ঐ স্থানহইতে বিদেশে যাত্রা করিয়া থাকে, এবং তৎকালে, নদ্যাপদ্-নিরাকরণার্থে সকলেই আপন ২ ইষ্টদেবদিগকে, দুই এক খানি কাগজের যান-প্রদান-পূর্ব্বক দেবানুগ্রহে প্রকৃত-যান-প্রাপ্তির উপায় করিয়া রাখে। অপর যাহাদিগের আত্মীয় কুটুম্ব বহুকাল দূর দেশে গমন করিয়াছে, তাহারা তৎপ্রত্যাগমনের সদুপায় করণাভিপ্রায়েও অনেক কাগজের নৌকা দগ্ধ করিয়া থাকে। তিব্বৎ-দেশীয় লোকেরা দূর-দেশগত বন্ধুদিগের নিমিত্তে চিত্রিত অশ্ব পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে বায়ুতে উড়াইয়া দেয় *, বোধ হয়, ঐ রীতিই চীন দেশে শাখা পল্লবিত হইয়া বৃদ্ধি পাইয়াছে।

নদীমধ্যে যে বৃহৎ নৌকার চিত্র দৃষ্ট হয় তাহার নাম "চপ্" নৌকা; তাহা কলিকাতার বজরার তুল্য, এবং তদ্রূপেই ব্যবহৃত হয়। মধ্যম নৌকা মৎস্য-ধৃত-করণার্থে প্রয়োজনীয়, এবং তত্রত্য ধীবরেরা তন্মধ্যেই সর্ব্বদা বাস করে, কদাপি তটে গৃহাদি নির্ম্মাণ করে না। ক্ষুদ্র নৌকার নাম "তান্ কিয়া"। তাহাতে প্রায়ঃ স্ত্রীলোকেরাই নাবিকের কার্য্য সাধন করে, এবং নদী পারাপার হওনের নিমিত্ত ঐ নৌকার ব্যবহার হয়।

নগরের পশ্চাতে পর্ব্বতোপরি জয়স্তম্ভবৎ একটি অট্টালিকা দৃষ্ট হয়; তাহার নাম "তা" অর্থাৎ দেউল। তদ্রূপ দেউল চীন দেশের সর্ব্বত্রই আছে, ও নির্ম্মাতাদিগের সম্পত্ত্যনুসারে পাঁচ ছয় সাত বা ততোধিক তল উচ্চ হইয়া থাকে, এবং তাহার প্রত্যেক তলে বুদ্ধ দেবের এক ২ মূর্ত্তি থাকে। পর্ব্বদিনে এই দেউলের সর্ব্বত্র নানাবিধ দীপালোকে বিভূষিত হইয়া অত্যন্ত শোভান্বিত হয়, এবং তদ্ধেতুকই ঐ দেউল-সকল চীন-দেশীয় নগরের এক প্রধান অলঙ্কার-স্বরূপ হইয়াছে। তত্রত্য লোকেরা বিশ্বাস করে যে, যে পর্য্যন্ত ঐ দেউল দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসীমা-মধ্যে কদাপি অমঙ্গল ঘটে না।

* বিশেষ বিবরণ বিবিধার্থের প্রথম পর্ব্বে ১৪৩ পৃষ্ঠে দেখ।

নীতি-রেণু।

(প্রেরিত প্রস্তাব।)

হে মানবদেহধারি, তুমি কে? কি নিমিত্ত কোথাহইতে আগমন করিয়াছ? ইহা মনোমধ্যে চিন্তা করিতে কখনই আলস্য করিও না। কি পর্য্যন্ত তোমার শক্তি, কি কি তোমার অভাব আর কাহার সহিত কিরূপ তোমার সম্বন্ধ, ইহা ভাবনা করিলে অনায়াসে আত্ম পথদর্শক হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে সক্ষম হইবে।

যে কোন কথা কহিতে উদ্যত হও এবং যে কোন কার্য্যে হস্তার্পণ কর, অগ্রে তত্তদ্ দোষ গুণের বিবেচনা করিও; তাহা হইলে কখনই হাস্যাস্পদ হইতে হইবেক না; আর লোক লজ্জা, মনোদুঃখ এবং দুর্ভাবনা সমস্ত কদাপিও তোমার প্রফুল্ল বয়ানকে ম্লান করিতে পারিবেক না।

যে ব্যক্তি বিবেচনাবিহীন এবং বাক্যের দোষ গুণ বিচার না করিয়া হঠাৎ বাক্য প্রয়োগ করে, তাহাকে তজ্জন্য অশেষ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয়।

যে অশ্বারূঢ় হইয়া সাতিশয় বেগে অশ্ব চালাইতে স্পর্দ্ধা করে, সে যাদৃশ পথ নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া কণ্টক অথবা গহ্বর মধ্যে পতিত হয়,

বিবেচনাবিহীন কর্ম্মকর্ত্তাকেও তাদৃশ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হয়।

অতএব হে ভ্রাতৃগণ যদি নিরাপদে এবং নির্ব্বিঘ্নে কালযাপন করিতে ইচ্ছা কর, তবে সর্ব্ব কার্য্যে বিবেচক হও। বিবেচক ব্যক্তিরাই এ সংসারে জ্ঞানবান্ এবং সুখভোগী।

নম্রতা।

সেই মনুষ্য অতি হেয়, যে আপনাকে জ্ঞানী জানিয়া গৌরব করে, এবং যে আপনাকে বিদ্বান্ জানিয়া স্পর্দ্ধা করে। কারণ আত্মশ্লাঘা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপনাকে অজ্ঞ করিয়া মানাই বিজ্ঞ হওনের আদি সূত্র।

অতি সামান্য বস্ত্র পরিধানে রূপসী রমণীকে যাদৃশ সুবেশা দৃশ্য হয়, শিষ্টাচারও তাদৃশ অলঙ্কারের ন্যায় দীপ্তি পায়। শিষ্ট ব্যক্তি যদিচ ভ্রমবশত কোন অপকর্ম্ম করেন, তাহার শীলতা ও নম্রতা প্রযুক্ত কেহই তৎপ্রতি রুষ্ট হয় না, বরং তুষ্ট হইয়া সে দোষের পরিহার করেন।

শিষ্ট ব্যক্তিরা কোন কার্য্যারম্ভে কদাপিও আত্ম বিবেচনার উপর নির্ভর করে না, বরং বিচক্ষণ বন্ধুগণের সৎ পরামর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক কৃতকার্য্য হয়। তাহারা স্বীয় প্রশংসা বাক্য শ্রবণে কদাপিও মনোযোগী হয় না এবং সে বাক্যের প্রতি প্রত্যয়ও করে না।

অবগুণ্ঠিকাচ্ছাদনে রূপসীর রূপলাবণ্যের যাদৃশ আতিশয্য হয়; শিষ্টাচারদ্বারা ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিদিগের রীতি ও চরিত্র তাদৃশ পরম রমণীয় হয়।

অহঙ্কারী এবং আত্মশ্লাঘী ব্যক্তি যৎকালীন বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক মস্তক সঞ্চালিত ও নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিতে২ রাজপথ পর্য্যটন করিতে থাকে এবং দীনহীনদিগকে অতি তাচ্ছীল্য ও তৃণবৎ জ্ঞান করে, তখন মহৎ মাত্রেই তাহাকে অবজ্ঞা করে এবং ইতর সাধারণ সকলেই পরিহাস করে।

আত্মাভিমানী ব্যক্তিরা অন্যের মতকে অগ্রাহ্য করিয়া আপন মতকেই ইষ্ট জ্ঞান করে। তাহারা তৎপ্রযুক্ত কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারে না। তাহারা আত্মশ্লাঘায় পরিপূর্ণ এবং আত্ম-প্রশংসা-শ্রবণ অথবা কথন পরম প্রীতিকর বোধ করে।

পরিশ্রম।

ভূতকাল ইহকালের জন্য গত হইয়াছে, ভাবিসময়ে কি হইবে তাহার কিছুই স্থির নাই, অতএব যে কাল গত হইয়াছে তাহার জন্য অনুসুচনা এবং ভবিষ্যোক্ত প্রতি প্রতীক্ষা না করিয়া বর্ত্তমান সময়ের সফলতা সাধনে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টান্বিত হওয়া কর্ত্তব্য।

কেবল উপস্থিত মুহূর্ত্তকে আমার বলিয়া কহিতে পার। আগামি সময় ভবিষ্যৎ, তখন কি ঘটনা সঙ্ঘটন হইবে তাহার কিছুই নিশ্চয় নাই। অতএব যে কোন কার্য্য সাধনের ইচ্ছা হয় তাহা অবিলম্বে সমাধা কর, প্রত্যুষে যে কার্য্যের পরিশেষ হইতে পারে তজ্জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিও না।

আলস্যই দুঃখ ও দরিদ্রতার জন্মদাতা। পরিশ্রমদ্বারা অভাব পরাভূত হইয়া সুখোৎপত্তি হয়। মঙ্গল এবং সৌভাগ্য উদ্যোগি ব্যক্তিদিগের প্রিয় সঙ্গির ন্যায়; কদাপি পৃথক্ থাকে না।

যাহারা আলস্যকে দূরীভূত করিয়াছে এবং দীর্ঘসূত্রতাকে শত্রু জ্ঞান করিয়াছে, তাহারাই ধনবান্, তাহারাই মান্য, তাহারাই বলবান্, তাহারাই যশস্বী এবং তাহারাই রাজ-

সম্মুখস্থ সুমন্ত্রী। উদ্যোগি পুরুষেরা বিলম্বে বিনিদ্রিত হইয়া অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করেন, আলোচনাদ্বারা মনকে স্ফূর্ত্তি রাখেন, এবং শ্রমদ্বারা শরীরকে সবল করেন।

দানশীলতা।

যে পুরুষ স্বীয় হৃদয়-ক্ষেত্রে দয়ারূপ কল্পতরু রোপিত করিয়া তদুৎপন্ন প্রীতি ও শ্রদ্ধারূপ সুমধুর ফল অনবরত বিতরণ করিতেছেন, তিনিই সুখী এবং তিনিই ধন্য। তাঁহার অন্তঃকরণস্থ নির্ঝর হইতে সুততারূপ-নদী-সকল উদিত হইয়া তাবদীয় মানবদিগের মঙ্গলার্থে নানাদিগে প্লাবিত হইতেছে। তিনি দীনহীন ব্যক্তিদিগের দুঃখ নিবারণ করেন, এবং সর্ব্বসাধারণের উন্নতির চেষ্টা করিয়া মনোমধ্যে পরমানন্দের অনুভব করেন। তিনি কখন কাহার প্রতি অপ্রীতি বাক্য প্রয়োগ করেন না, বা সেই বাক্য কদাপি আপন ওষ্ঠহইতে নির্গত করিতে ইচ্ছা করেন না। তিনি অপরাধির অপরাধ মার্জ্জনা করেন। ঈর্ষা এবং জিঘাংসাকে দূরীভূত করিয়া স্বীয় অন্তঃকরণকে পরিশুদ্ধ রাখেন। তিনি মন্দকারির প্রতিও মন্দ করেন না এবং পরম শত্রুকেও ঘৃণা করেন না; বরং মিষ্ট বাক্যদ্বারা তাহাদিগকে দুষ্ক্রিয়া হইতে বিরত রাখেন। তিনি পরের শোকে অতি শোকাকুল হন এবং পরের দুঃখে অতি কাতর হন, এবং সেই দুঃখ দূর করিতে সতত চেষ্টিত থাকেন, এবং তাহাতে কৃতকার্য্য হইলে হৃষ্টান্তঃকরণে শ্রম সফল বোধ করেন। তিনি ক্রোধান্তঃকরণকে শান্ত করেন, কলহকারিদিগকে ক্ষান্ত রাখেন, এবং প্রতিবাসিদিগের মনোমধ্যে সদভিপ্রায়ের সঞ্চার করেন, তাহাতে সর্ব্বত্রেই তাঁহার প্রশংসা এবং বদান্যতার প্রতিধ্বনি ধ্বনিত হয়।

কৃতজ্ঞতা।

শাখা যে প্রকারে সমস্ত মূলহইতে ঊর্দ্ধ সঞ্চালিত রসকে পুনরায় অধোধারিত করিয়া সেই মূলকে পুষ্টি করে, কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরাও তৎপ্রকারে উপকারকের প্রতি উপকার করিয়া আপনাকে চরিতার্থ বোধ করে। তাহারা তদীয় হিতকার্য্য সমস্ত স্বীকার করিয়া আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়, এবং প্রীতি ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহাকে সন্দর্শন করে। যদি কদাচিৎ তাহারা প্রত্যুপকারে অক্ষম হয়, তথাপি প্রাপ্ত উপকার সমস্ত কখনই বিস্মৃত হয় না; বরং যাবজ্জীবনাবধি একান্ত চিত্তে তাহা স্মরণ করিতে থাকে।

সদন্তঃকরণ লোকদিগের হস্ত গগণস্থ জলধরের ন্যায়, যে জলধরেরা বারিষণরূপে অবতীর্ণ হইয়া ফল ও পুষ্প ও নানা জাতীয় উদ্ভিজ উৎপত্তি করতঃ অবনীর শোভা বর্দ্ধন করে। কৃতঘ্ন ব্যক্তির অন্তঃকরণ বালুকাময় মরুভূমির ন্যায়। সে স্থলে যতই বৃষ্টি হউক ততই শোষিত হয়, এবং তৃণ মাত্র জন্মে না। অতএব উপকারির প্রতি দ্বেষ করিয়া তদ্দত্ত উপকার সমস্ত কদাপিও অস্বীকার করিও না। যদিও উপকৃত হওয়াপেক্ষা উপকার করা এবং অন্যের প্রতি সততা প্রকাশ করাই প্রশংসনীয়, তথাপি যে ব্যক্তি নম্র এবং কৃতজ্ঞ সে লোকতঃ এবং ধর্ম্মতঃ সর্ব্বত্রেই প্রশংসা পায়। কিন্তু অহঙ্কারী এবং আত্মাভিমানী ব্যক্তিদিগের হস্তহইতে উপকার গ্রহণ করিও না, কারণ তাহারা প্রত্যুপকার প্রাপ্তে কখনই সন্তুষ্ট হয় না, আর সেই উপকৃত ব্যক্তির সৌভাগ্য সন্দর্শনে মর্ম্মান্তিক বেদনা বোধ করে, এবং আত্ম মহত্ত্ব প্রচারোপলক্ষে পদে২ তাহাকে লজ্জাস্পদ করে।